# গ্রন্থাগার

৩৬ বর্ষ : ১৩৯৩

বৈশাখ : প্রথম সংখ্যা

## "গ্রন্থাগার এ বিজ্ঞাপন" দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় | সাধারণ সংখ্যা (টাকা) | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৭ম মলাট | — ২০০ | — ৩০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট | — ১৫০ | — ২৫০ |
| অর্দ্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | — ১৫০ | — ২১০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ | — ১০০ | — ১৫০ |
| অর্দ্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | — ৭৫ | — ১১০ |
| সিকি পৃষ্ঠা : ঐ | — ৫০ | — ৭৫ |

পত্রিকার সাইজ ২৯ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২৫ × ১২ সি. এম.
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে
যোগাযোগ করুন :

**সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা**
**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**
পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ১৯-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।



## ॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

**Dr. Ranganathan -Library Personality & Library Bill for West Bengal**
—মূল্য —১·০০

**Library Service in India To-day.**
—মূল্য—৩·০০
মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

গ্রন্থাগার : পরিষদের স্বর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১
মূল্য—৪·০০ [ বাসানে ১০·০০ ]
খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের এবং বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

১১-১৩শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা
আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—৫ টাকা

১১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৯ মূল্য—৩·০০

আশিস ভট্টাচার্য : গ্রন্থবিদ্যা ১ম সং. ১৯৮৪
শোভন সংস্করণ : ১২ টাকা
সুলভ সংস্করণ : —২০ টাকা

তোরসা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাঃ গ্রন্থাগার নামা। ১ম সংশোধিত পরিবর্তিত সংস্করণ।
সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই —মূল্য—১০ টাকা

**The West Bengal Recognised Non-Govt. Educational Institution Employees(Death-Cum-Retirement Benifit) Scheme 1981 এবং W.B. Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে :** মূল্য—৩·০০

# গ্রন্থাগার

৩৬ বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৯৪

## সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
লাইব্রেরি
লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য
অদিতা গুহদেস্তিদার
রবীন্দ্র সৃষ্টিতে লাইব্রেরি
বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা ক ৭
সুধীরকুমার ঘোষ
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন ক ১১
জিনকড়ি দত্ত
অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ক ১৩
শ্রীগ্রন্থাগারিক
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ ক ১৫
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ক ১৭
( সম্পাদকীয়, বৈশাখ ১৩৬৮ )
রবীন্দ্র জন্ম-শতাব্দীতে আমাদের সম্বল ক ২০
প্রবীর রায়চৌধুরী
রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রন্থাগার
বিমলকুমার দত্ত
রবীন্দ্র আলোকে গ্রন্থাগার খ ৯
ফণিভূষণ রায়
রবীন্দ্র স্মরণানুষ্ঠান : একটি আবেদন খ ১১
রবীন্দ্রনাথ ( সম্পাদকীয় ) খ ১৫

[ ভ্রম সংশোধন : রবীন্দ্র স্মরণানুষ্ঠান : একটি আবেদন—পত্রাঙ্ক খ-১ এর পরিবর্তে খ ১১ পড়তে হবে। ]

756.3
-Dak

## প্রতিটি পাঠাগারে অবশ্য রাখার মতো বই

### কার্ল মার্কস

মৃত্যু শতবর্ষ উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ সংকলন ৭২·০০

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস — ভি. আই. লেনিন

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার ১·৭০ — রাষ্ট্র ও বিপ্লব ২·০০

### জে. ভি. স্তালিন

লেনিনবাদের ভিত্তি ২·০০ — মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা

### জ্যোতি বসু

জনগণের সঙ্গে ১৮·০০/১৫·০০ — আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ৫৫·০০

### শিব বর্মা

শহীদ স্মৃতি ১৫·০০ — সরোজ মুখোপাধ্যায়

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা ···

### গল্প ও উপন্যাস

মিখাইল শলোখভ — ভাল্কো ভাসিলিয়েভস্কা

কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো (১ খণ্ডে) ৫০·০০ — রামধনু ২০·০০

কনক মুখোপাধ্যায় — কৃষ্ণ চক্রবর্তী

নির্বাচিত গল্প ৩০·০০ — শিকার ২০·০০

### কবিতা

শ্যামসুন্দর দে

কৃষ্ণচূড়ার বেলা ১২·০০

## ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট : কলকাতা-৭০০০৭৩। সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২। শাখা : নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর। হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি। সুপার মার্কেট দুর্গাচক, হলদিয়া। পারকার রোড, বর্ধমান।

## পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, আর্য ম্যানসন, (নবম তল), কলিকাতা-৭০০০১৩, ফোন : ২৬-৮৫৭৪।

—ঃ পর্ষদ প্রকাশিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি বই :—

| | | |
|---|---|---|
| সমাজতত্ত্ব ( ৪র্থ সংস্করণ ) | পরিমলভূষণ কর | ১৫·০০ |
| ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয় | নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য ও | |
| ( পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ) | অশোককুমার মুখোপাধ্যায় | ১১·০০ |
| গণরাজ্য ( প্লেটোজ রিপাবলিক ) | সুধাকান্ত দে | ১৫·০০ |
| এ্যারিষ্টটলের পলিটিকস ( ২য় মুদ্রণ ) | নির্মলকান্তি মজুমদার | ১৫·০০ |
| চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাজনীতি ও সংবিধান ( ৩য় সংস্করণ ) | স্নেহময় চাকলাদার | ১৫·০০ |
| রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষা | কাউন্সিল অব পলিটিক্যাল স্টাডিজ | ৮·০০ |
| সোভিয়েত ইউনিয়নের নব সংবিধান ১৯৭৭ | যোগেন্দ্রনাথ সেন | ২·০০ |
| সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | সন্তোষ দাশগুপ্ত | ২·০০ |
| ভারতের ভাষাসমস্যা ও রাষ্ট্রনীতি | স্নেহময় চাকলাদার | ১১·০০ |
| নব্যবঙ্গে রাষ্ট্রচিন্তার ধারা | সুধীন্দ্রনাথ ভৌমিক | ১৫·০০ |
| যুক্তরাজ্যের শাসনব্যবস্থা ( ২য় সংস্করণ ) | অক্ষয়কুমার ঘোষাল | ১১·০০ |
| রাষ্ট্রবিজ্ঞান : তত্ত্ব ও পদ্ধতি | পরিমলচন্দ্র ঘোষ | ১৬·০০ |

পর্ষদের সাধারণ স্কুলের ৯ চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক পুস্তক তালিকা ও বিষয়ভিত্তিক পর্ষদ প্রকাশিত সমস্ত বই-এর তালিকা ও অন্যান্য বিষয়ের বইয়ের তালিকা চেয়ে পাঠান।



*With the Compliments of :*

# TATA STEEL

# ৪০তম

# বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

**১৯-২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬**

স্থান ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হল

উদ্বোধক ঃ

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু

বিশেষ অতিথি ঃ

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীগণ

সভাপতি

শ্রী নারায়ণ চৌধুরী

আলোচ্য বিষয় ঃ

- গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিকতা
- গ্রন্থাগারে পরিসংখ্যান

উদ্বোধন ঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর

সময় ঃ বিকাল ৪টে

॥ সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয় ॥

# লাইব্রেরি

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাসমুদ্রের শতবৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া ছিন্ন করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত-আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে, অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও; কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছি? এখানে জীবিত ও মৃত বাক্য হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত এক সঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে ঘেঁষে ঘেঁষে পাশ হইয়া বাস করে। এখানে জীর্ণ প্রাণ ও তরুণ প্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেছে; কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত লক্ষ যুগ পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এস এখানে এস। এখানে আলোকের জন্ম সঙ্গীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে কোনোদিন আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্য ধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানব সমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে?

আমাদের পদ প্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীল আকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চির জ্যোতির্ময়ী নক্ষত্র লিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

দেশ বিদেশ হইতে অতীত বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানব জাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব? সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ

নিজ নাম খুঁজিতেছে বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে? জড় অদৃষ্টের সহিত মানব আত্মার সংগ্রাম চলিতেছে। সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউকুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব?

বহুবৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

[ 'বাসুক' পত্রিকার ১৩২২ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় ]

# লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯২৮

প্রথমত মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য ভুলে যায় সে, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। লোহার সিন্দুক বোঝাইয়ের জন্যে টাকা সংগ্রহই হোক, বা সম্প্রদায়ের আয়তন বাড়াবার জন্যে লোক সংগ্রহই হোক, সেই সংগ্রহ-বায়ুর ধাক্কায় মানুষের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে, ঘাটে পৌঁছবার উদ্দেশ্যটা সেই অন্ধ বেগে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে—সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয় এ কথা মনে থাকে না।

অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা ক'রে রাখে। যার অনেক টাকা আমাদের দেশে তাকে বড়ো-মানুষ বলে; অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ নিয়ে, আশ্রয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ-দানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহংকার-তৃপ্তির জন্যে সেটা অত্যাবশ্যক নয়। ক্রোড়পতি সভায় উপস্থিত হলে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে তার অভ্যর্থনা করি। এই সম্মান লাভের জন্যে ধনীর বদান্যতার প্রয়োজন নেই, তার সঞ্চয়ই যথেষ্ট।

আমাদের ভাষায় যতগুলি শব্দ আছে তার দু রকমের আধার—এক অভিধান, আর-এক সাহিত্য। গণনা ক'রে দেখলে দেখা যাবে যে, বড়ো অভিধানে যতগুলি কথা জমা হয়েছে তার বেশি ভাগেরই ব্যবহার কদাচ হয়। অথচ তাদের সঞ্চয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি সজীব, প্রত্যেকটি অপরিহার্য। অভিধানের চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বেশি এ কথা মানতেই হয়।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে সেই একই কথা। লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চায় না। তার কারণ, সঞ্চয়বহুলতার দ্বারাই সাধারণের মনকে অভিভূত করা সহজ।

লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা শহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়ীঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।

যারা বিশেষভাবে বই সন্ধান করবার জন্যে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করে তারা নিজের গরজেই দুর্গমের মধ্যেই একটা পায়ে-চলা পথ বানিয়ে নেয়। কিন্তু লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়।

যেহেতু তার বই আছে সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে। কেননা তারই যন্ত্র ইস্কুলে।

সাধারণতঃ লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে তার আহ্বান নেই, পরিচয় নেই, তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড়ো লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে তোলে।

এই কথাটি যদি মনে রাখা যায় তা হলে বোঝা যাবে, লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। শেল্‌ফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে দিলেই তার কাজ সারা হল না। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সবচেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।

কিন্তু লাইব্রেরি অত্যন্ত বেশি বড়ো হলে কোন লাইব্রেরিয়ান তাকে সত্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সেইজন্যে আমি মনে করি, বড়ো বড়ো লাইব্রেরি মুখ্যতঃ ভাণ্ডার; ছোট ছোট লাইব্রেরি ভোজনশালা, তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে ভোগের ব্যবহারে লাগে।

ছোটো লাইব্রেরি বলতে আমি এই বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গগনার সেলাতে নৈবেদ্য জোগাবার কাজে একটি বইও থাকবে না, প্রত্যেক বই থাকবে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে। লাইব্রেরিয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভ, সেলফ-ভর্তির অহংকার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাজিয়ে পাঠকের পাতে দেবার যোগ্য; আর লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্যপালনের যোগ্যতা।

মনে করো কোনো লাইব্রেরিতে ভালো ভালো মাসিক পত্র আসে, কতকগুলি দেশের, কতকগুলি বিদেশের। যদি লাইব্রেরির যাচাই-বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবিভক্তভাবে নির্দিষ্ট ক'রে একটা তালিকা পাঠগৃহের দ্বারের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন তা হলে সেগুলি পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে। নইলে এই-সকল পত্রিকা বারো আনা অপঠিত ভাবে স্তূপাকার হয়ে জমে উঠে লাইব্রেরির স্থান অল্প ও তার বৃদ্ধি করে। নূতন বই এলে খুব অল্প লাইব্রেরিয়ান তার বিবরণ নিজে জেনে পাঠকদের জানিয়ে দেবার উপায় করে দেন। যে কোনো বিষয়ে ভালো বই আসবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।

ঘোষণা হবে কার কাছে। বিশেষ পাঠকমণ্ডলীর কাছে। প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ-সভা-রূপে একটি বিশেষ পাঠক-মণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে অক্ষুণ্ণ করে রাখতে পারেন তবেই তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরির মর্মগত সম্বন্ধ-স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ, তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্তব্যপালন—তার যোগ তার পরিচয় দেন।

যে বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেছেন কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য আবদ্ধ নয়। তাঁর জানা থাকা চাই, বিষয় বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্যগ্রন্থের প্রয়োজন ঘটে। এই নিয়ে নানা স্থানে সন্ধান করে আমাকে বই নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক লাইব্রেরির উচিত এইরূপ কাজে সাহায্য করা। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে-কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষভাবে রক্ষিত হলে একটা অত্যাবশ্যক কর্তব্য সাধিত হয়। যদি কোনো লাইব্রেরি এই সম্বন্ধে খ্যাতি অর্জন করতে পারে, যদি সাধারণে জানে সেইখানে পাঠ্যযোগ্য ভালো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে গ্রন্থপ্রকাশকেরা নিজের গরজে সেখানে তাঁদের গ্রন্থের তালিকা ও পরিচয় পাঠিয়ে দেবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক এমন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিৎ যাতে অন্তত ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ভালো বই প্রকাশ হচ্ছে যথাসম্ভব তার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে। দেশের চারিদিকে যদি লাইব্রেরি-প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিতে হয় তবে সেই লাইব্রেরিগুলিতে কী কী বই সংগ্রহ করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে সাহায্য করা এই প্রতিষ্ঠানেরই কাজ।

এই প্রবন্ধে আমি যে কথাটি বলতে চেয়েছি সেটা সংক্ষেপে এই যে, লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকের সচেষ্ট ভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।

# রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরী

## আদিত্য ওহদেদার

প্রতিভার একটা লক্ষণ হল এই যে, সে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে সংহত করতে পারে। অল্প কথায় বহুকে প্রকাশ করতে পারে। এ কথার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে অজস্র ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একটি বিশেষ প্রমাণ হল লাইব্রেরি সম্বন্ধে কবির রচনা।

আমাদের চিন্তাভাবনার এমন কোনো দিক নেই যেদিকে রবীন্দ্রনাথের লেখনী চালিত হয় নি এবং পরিচয় নিলে দেখা যায় প্রত্যেকটি দিকে কবির লেখনী যেভাবে চালিত হয়েছে তাতে সেই বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞেরও মনে বিস্ময় জাগা কিছুমাত্র বিচিত্র নয় কবির রচনার মূল্য অনুভব ক'রে। লাইব্রেরি বিষয়ে কবির রচনার মধ্যেও একথার ব্যতিক্রম নেই।

মাত্র দুটি ছোট রচনার মধ্যে লাইব্রেরি সম্বন্ধে কবির বক্তব্যকে আমরা পাই। কিন্তু তারই মধ্যে ধরা পড়েছে লাইব্রেরি সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা। এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের মধ্যেও আর কোনো মৌল চিন্তা পাওয়া দুষ্কর। প্রতিভার দৃষ্টি এমনি, যা দেখে তা নিমিষের জন্যে হলেও, তার চরম দেখে।

লাইব্রেরি সম্পর্কে কবির প্রথম রচনা 'লাইব্রেরি' শিরোনামায় প্রকাশিত হয় 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ পৌষ সংখ্যায়। দ্বিতীয় রচনা—'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য'। এটি আসলে একটি অভিভাষণ। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনে কবি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন, এবং অভিভাষণটি সেই উপলক্ষে রচিত। স্পষ্টতই, রচনা দুইটির মধ্যে কালগত ব্যবধান অনেক। একটি কবির প্রথম যৌবনের রচনা, তখন তাঁর কবি-খ্যাতি উর্ধ্বমান এবং বাংলাদেশের মধ্যেই সীমিত; অন্যটি কবির পূর্ণবয়সের রচনা, তখন তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত—নোবেল প্রাইজ দ্বারা অভিনন্দিত।

কিন্তু এই ব্যবধান সত্ত্বেও রচনা দুটির মধ্যে একটা পরম্পরা আছে। নিজস্ব গুণে এরা এক অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেক বস্তুর মতো লাইব্রেরিরও দুটো মুখ্য দিক আছে—এক, ভাবগত; দুই, কার্যগত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি রচনায় লাইব্রেরির এই দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, এবং এই কারণেই লাইব্রেরি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকে নি।

'লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি[১] লাইব্রেরি সম্বন্ধে ভাব বা তত্ত্বমূলক রচনা। কবির ভাবদৃষ্টি লাইব্রেরির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

১ "বিচিত্র প্রবন্ধ" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

অনুসন্ধান করেছে এবং সে আলোকে তা উদ্ভাসিত হয়েই উঠেছে।

লাইব্রেরি তো বইয়ের সমষ্টি যে বই আবার কতকগুলো কাগজ ও ছাপার অক্ষরের সমষ্টি ; কিন্তু ভাবদৃষ্টিতে দেখলে এই বাহ্য সমষ্টির মহত্ত্ব ধরা পড়ে। কবি এই মহত্ত্ব অনুভব করেছেন বলেই এমনভাবে বলতে পেরেছেন : "মহা-সমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে তাহা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।"

বই বলতে আমরা কতটুকু বুঝি। আমাদের বোধকে কবি তাঁর ভাষার দ্বারা কতখানি না প্রসারিত করেছেন! —"বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে কিন্তু কে জানিত শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।"

বইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ নানাভাবে জ্ঞান আহরণ করতে পারে, এবং যেহেতু জ্ঞানেই মানুষের মুক্তি অতএব লাইব্রেরি হল মানুষের পরিত্রাণ পাবার স্থান। কবির ভাষায় "লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।"

কবি তাই সকলকে লাইব্রেরিতে আহ্বান করেছেন। সেখানে অজ্ঞানান্ধকার দূর করা আলোকের জয়সংগীত ও মহাপুরুষদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। —যত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানুষের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জয়সংগীত গান হইতেছে।

"অমৃতালোকে প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে কোনদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন,—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ। সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।"

॥ ২ ॥

দ্বিতীয় রচনা 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য'-এর বিষয় বস্তু রচনার শিরোনামেই স্পষ্ট। এ রচনা লাইব্রেরির কার্যগত দিকটাকে অবলম্বন করেছে। মনে রাখতে হবে যে এ রচনা যখন লিখিত হয়েছে তখন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্রতী হিসেবে পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত—দেশে এবং বিদেশে। তিনি বিশ্বভারতী সংগঠন করেছেন এবং সেই কারণে লাইব্রেরির কার্যগত দিকটা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগও ঘটেছে। ফলে এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার একটা বাস্তব ভিত্তিভূমি রয়েছে। সেই কারণেই বোধ হয় কবি লাইব্রেরির কর্তব্য সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা নিরলঙ্কৃত ভাষায় এত স্পষ্ট হয়েছে।

কবি প্রথমেই বলেছেন যে লাইব্রেরির মনে রাখা উচিত যে সত্যের সন্ধান বস্তুর পরিমাণে নয়। অতএব লাইব্রেরির মূল্য বা সত্য শুধু তার সংগ্রহের মধ্যে নেই। —"অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে।" অবশ্য সংগ্রহের যে উপযোগিতা নেই তা নয়, কিন্তু লাইব্রেরির সার্থকতা ফুটে ওঠে এই সংগ্রহের যে অংশ ব্যবহৃত হয়। কবি বলেছেন, "লাইব্রেরি তার যে অংশে মূলতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।"

অতএব রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরি একটা নিষ্ক্রিয় গ্রন্থ সংগ্রহ নয়। সে একটি সক্রিয় বস্তু যাতে হতে পারে সে বিষয়ে কবির নির্দেশ স্পষ্ট। —"লাইব্রেরির নিজের একটা হয় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যে হেতু তার বই আছে। সেই হেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে।"

সক্রিয়তাই লাইব্রেরিকে বড়ো করে। কবি তাই বড়ো লাইব্রেরির সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে—"যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই। যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড়ো লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে।"

লাইব্রেরি সক্রিয় হলে সে পাঠককেও তৈরি করতে সক্ষম হয়। কবি স্পষ্টই বলেছেন, "শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে।"

কিন্তু লাইব্রেরি তো নিজে নিজেই সক্রিয় হতে পারে না। লাইব্রেরি সক্রিয় হয়, বড়ো হয় লাইব্রেরিয়ানের জন্যে। লাইব্রেরিয়ানই লাইব্রেরির কর্তব্য পালন করবার জন্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবেন।

কবি তাই লাইব্রেরিয়ানের কাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বলেছেন, "লাইব্রেরিয়ানের কাজটা বড় কাজ। সেল্‌ফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে দিলেই তার কাজ সারা হল না। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সব চেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থ বোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না। ...লাইব্রেরিয়ান হবেন যথার্থ নায়ক, নির্লোভ, সেল্‌ফ-ভক্তির অহংকার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে জোগের আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাধারে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য; আর লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম-রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্যপালনের যোগ্যতা।"

এই যোগ্যতা লাইব্রেরিয়ান কী ভাবে আয়ত্ত করতে পারেন? এ বিষয়েও কবির নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। আজকাল গ্রন্থাগারবিদ্যায় আমরা যা শিখছি, তার সবই দু একটি কথায় কবি প্রকাশ করেছেন। যেমন গ্রন্থ নির্বাচন। কবি বলেছেন লাইব্রেরিয়ানের জানা চাই "বিষয় বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে।" এবং "বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষ ভাবে রক্ষিত" হওয়া চাই।

তারপর কবি বলেছেন, লাইব্রেরির গ্রন্থ তালিকা এমন হওয়া উচিত যার মধ্যে 'আহ্বান' আছে, 'পরিচয়' আছে। এই রকম তালিকা তৈরি করাই তো আধুনিক scientific cataloguing-এর উদ্দেশ্য।

লাইব্রেরির একটা বৃহৎ অংশ পত্র-পত্রিকা নিয়ে। কিন্তু এগুলি যদি কেবল সংগৃহীত থাকে তাহলে তাদের ব্যবহার বহুলাংশে ব্যাহত হয়। পত্র পত্রিকার ব্যবহার যাতে ব্যাপক হয় সেজন্যে তাদের সূচী প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আজকাল স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এ কাজের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। মাসিক পত্র থেকে "বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণী বিভক্ত ভাবে নির্দিষ্ট করে" তার তালিকা প্রস্তুত করার কথা তিনি বলেছেন, কারণ তাতে সেই প্রবন্ধগুলি "পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে।"

লাইব্রেরিকে সক্রিয় করার একটা বিশেষ উপায় হল যাকে আজকাল বলা হয় display work. রবীন্দ্রনাথ এদিকেও জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে কোনো বিষয়ে ভালো বই আসবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।"

কিন্তু লাইব্রেরির সব কাজ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আছে। সেই মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হলে লাইব্রেরির সকল কর্তব্যের অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবির সভাপতিতে লাইব্রেরির সেই মূল উদ্দেশ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবি বলেছেন, "লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্ট ভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ। গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া

—এই হল লাইব্রেরির সম্বন্ধে আদি ও শেষ কথা। এই কাজের জন্যেই লাইব্রেরীর মূল্য লাইব্রেরীয়ানের মূল্য এবং মর্যাদা। আর এই একমাত্র কাজের জন্যেই **Library Science**-এর উদ্ভব এ বিষয়ে যত গ্রন্থ লেখা হয়েছে ও হচ্ছে, তার সার্থকতা।

। ৩ ।

আমাদের দেশে আজও দেখি শিক্ষার ভার যাদের হাতে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই—কি বিভাগীয় কর্তাব্যক্তি, কি শিক্ষকশ্রেণীর গুরুজন—লাইব্রেরীর মূল্য সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নন। ভাবতে বিস্ময় জাগে রবীন্দ্রনাথ কত আগে, যখন আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে ওঠে নি, লাইব্রেরির প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন, এবং লাইব্রেরির কী মূল কাজ সে বিষয়ে শেষ কথা বলে গেছেন।

শুধু তাই নয়, কবি লাইব্রেরিয়ানের পদমর্যাদা স্বীকার করে গেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। পৃথিবীর আর কোনো খ্যাতিমান ব্যক্তি লাইব্রেরিয়ানকে এভাবে সম্মানিত করেছেন কি না জানি না। বিশ্বকবির কাছ থেকে লাইব্রেরিয়ানরা পরিচয়-পত্র পেয়েছেন, সুতরাং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা দীপবর্তিকার মতো যে-বাণীরূপ পেয়েছে, আমাদের প্রত্যেক লাইব্রেরিতে তাকে সযত্নে সকলের সম্মুখে তুলে ধরা উচিত। কবির ৩টি রচনা থেকে বাছা বাছা ৩টি উক্তি চয়ন করে তাদের প্রতিলিপি বড় বড় অক্ষরে লিখে সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন, যাতে সহজেই তা সকলের চোখে পড়ে। এতে লাইব্রেরি প্রকৃত বড় হবে ওঠার প্রেরণা পাবে। লাইব্রেরিয়ানরা নিজেদের পছন্দসই উক্তি চয়ন করতে পারেন, তবে নমুনা হিসেবে আমরা ৩টি উক্তি তুলে ধরছি—

(১) অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে কোনদিন আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

(২) শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে।

# রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা

## বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষেই নয়, রবীন্দ্র-আলোচনার ক্ষেত্রবাদেই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথকে নানান দিক থেকে নানাবিধ টুকরো অবস্থায় এনে খাড়া করে দেখবার চেষ্টা। শতবার্ষিকীর সুবাদে এটা ব্যাপকতর হয়েছে। এ ধরণের আলোচনাতে যে রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক ধরা পড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং তার ফলে আমাদের চিন্তা এবং বহুমুখী আস্বাদনের জগৎও বিস্তৃততর হয়। যদিও কেরানী রবীন্দ্রনাথ, চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি চমকপ্রদ গালভরা অথচ অস্বাচ্ছন্দ্যকর শিরোনামায় অনুসরণে গ্রন্থাগারিক রবীন্দ্রনাথকেও দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে বোধকরি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা জগতের এই দিকটাকে অথবা গণ্ডীবদ্ধ করা হয়। তাই শুধু গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ দিয়ে সীমাবদ্ধ না করে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন গ্রন্থচিন্তার আকাশপটটি ছবের প্রতিফলিত করবার চেষ্টাই সঙ্গত।

গ্রন্থাগার পরিচালনার বিদ্যা আজকের দিনে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। কেবলমাত্র গ্রন্থাগার

পরিচালনা এবং গ্রন্থ সংরক্ষণেই গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য শেষ হয় না, জ্ঞানের বিশালতর ক্ষেত্রের জরীপ করে পথের সংকেতও তাঁকেই দিতে হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনার একদিকে রয়েছে গ্রন্থ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি, গ্রন্থবর্গীকরণ এবং সংরক্ষণের বিবিধ বৈজ্ঞানিক আয়োজন, অন্যদিকে গ্রন্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠকবর্গ ও গবেষক মণ্ডলীর কাছে এনে হাজির করা। সুতরাং গ্রন্থাগার যেমন একদিকে গ্রন্থের ভাণ্ডার, অন্যদিকে রয়েছে তেমনি গ্রন্থালোচিত বিষয়ের শ্বারক এবং নির্দেশক। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য একদিকে যেমন গ্রন্থ সংগ্রহের পূর্ণ সমাবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অন্যদিকে তেমনি সুসময়স উপায়ে আলোচনা এবং গবেষণার সহায়তা করা।

রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম মনে এই সত্যগুলি এত সহজে ধরা দিয়েছিল যে ভাবতে গেলে কিছুটা আশ্চর্য হতে হয় বৈকি। অথচ আজীবন যাঁর কারবার বিদ্যা ও জ্ঞান নিয়ে তাঁর কাছে এ সত্য ধরা পড়াই তো স্বাভাবিক। অত্যন্ত অল্প কথায় তিনি গ্রন্থাগারের স্বরূপ এবং গ্রন্থাগারিকের কর্তব্যের কথা বলে গেছেন। এবং কী আশ্চর্য, এইটুকু মধ্যে গ্রন্থবিদ্যার সব কথাই ব্যক্ত করেছেন তিনি। মাত্র ১২৯২ সালে তিনি লিখছেন, "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহানন্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মনোবাসনার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" মানুষের উপলব্ধির একমাত্র ধারক ও প্রসারয়ন্ত্র গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। গ্রন্থের মধ্যে মানুষ 'অতীতকে বর্তমানে বন্দী' করে রাখে, এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে দেয়। রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রন্থের এই দ্বিতীয়ীল অথচ চলমান রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহের স্বরূপ কেমন হবে তাও শুনুন। "এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ছন্দর পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে, বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে, সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে ঘেঁষে ঘেঁষে ঘর হইয়া বাস করে।" অর্থাৎ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে সব বিষয়ের বই তো থাকবেই, একই বিষয়ের বিভিন্ন মতবাদের বইও থাকবে পাশাপাশি। কোনো বিশেষ দল বা বিশেষ মতবাদের প্রতি পক্ষপাত থাকবে না গ্রন্থাগারিকের, ব্যক্তিগত চিন্তায় থাকলেও গ্রন্থাগার নির্মাণে তাঁকে হতে হবে নিরপেক্ষ। সর্বশ্রেণীর এবং সর্ববিধ মত ও পথের পুস্তক সংরক্ষিত হবে গ্রন্থাগারে, যাতে একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক চিন্তা করতে পারেন। গ্রন্থাগারের জন্য বই বাছাইএর এই মূল নীতি আজকাল গ্রন্থাগারিক মাত্রেই জানেন। একথাও জানেন যে এই সংগ্রহ নিপুণভাবে করতে হবে যাতে অবান্তর পুস্তক গ্রন্থাগারকে অথবা ভারাক্রান্ত না করে। ১৩৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ বলছেন দেখুন,—"অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অল্প চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে।" অর্থাৎ এমন বই দিয়ে গ্রন্থাগার ভরে তুলতে হবে যেগুলি পাঠকবর্গের কাজে লাগবে; অকেজো বই চটকদার অথবা নামকরা হলেও যদি ব্যবহারে না লাগে তো শুধু শুধু শোভাবর্ধনের জন্য রাখা অর্থহীন, কেননা সব বই সব গ্রন্থাগারের উপযুক্ত নয়। রঙ্গনাথনও তাঁর গ্রন্থবিজ্ঞানের পঞ্চনীতির প্রথমেই বলেছেন, 'Books are for use' বই ব্যবহারের জন্য। সংগ্রহের পূর্বে পাঠকগোষ্ঠীর মান অনুযায়ী পুস্তকের পঠনযোগ্যতা ও সম্ভাবনীয়তা বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য। দেশে বিদেশে এমন গ্রন্থাগারের অভাব নেই যেগুলি কেবলমাত্র গ্রন্থসংখ্যার কৌলিন্যে আভিজাত্য দাবী করে; অথচ এমন গ্রন্থাগারই অভিজাত যার বাছাই করা পরিমিত সংগ্রহ উচ্চস্তরের।

"লাইব্রেরিকে ব্যবহারযোগ্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে আমরা বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত পাই। আজকাল

সাধারণ পাঠাগার, বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং কোনও বিশেষ বিষয়ের বা গবেষণা গ্রন্থাগারের পারস্পরিক পার্থক্য ও সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। কোন গ্রন্থাগারে কী ধরণের হবে, কোন কোন বই সেখানে তালিকাভুক্ত হবে এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট নীতি থাকা শুধু প্রয়োজন নয়, আবশ্যিক। তা না হলে একদিকে যেমন অনর্থক অর্থব্যয় হবে অপর দিকে তেমনি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের মূল্য সমাবেশ হবে অসম্ভব। এই 'পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ' করতে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের বা খণ্ডিত বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটিও এই সূত্রে ভেবে দেখা যায়। কেননা 'লাইব্রেরির পরিচয়' বলতে বুঝি তার সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য, নির্বাচিত পুস্তকের বিষয়গত সীমা।

গ্রন্থ তালিকা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধারা লক্ষণীয়। "সাধারণত লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই। তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় নাই, যে নিজে এগিয়ে এসে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বলছি—সেই হল বড় লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। গ্রন্থতালিকা তৈরী করবার আধুনিক যে পদ্ধতি তার মূল কথাটাও এই। কেবলমাত্র গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তার নামের নিষ্প্রাণ তালিকা নয়, গ্রন্থপরিচিতিও আবশ্যক। এই থেকে subject catalogue বা বিষয়ানুগ তালিকার সৃষ্টি। উপরন্তু এগিয়ে এসে পাঠককে অভ্যর্থনা করবার জন্য রয়েছে display বা পুস্তকের ঘোষণা, এবং আনুষঙ্গিক সব পদ্ধতি যাকে গ্রন্থাগারের ভাষায় বলা হয় publicity বা প্রচারের কাজ। এই ধরণের তালিকা প্রণয়ন ও ঘোষণার মধ্যে রয়েছে গ্রন্থাগারের 'প্রকৃতি'টি জানানো। গ্রন্থাগারের 'আকৃতি' অপেক্ষা 'প্রকৃতি' যে প্রধান তা আজকের গ্রন্থাধ্যক্ষরা সকলেই জানেন, এবং ছোট বা বড় সব গ্রন্থাগারেরই তাই লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরী করে তোলে।" এতে একদিকে যেমন গ্রন্থাগারের তরফে 'আহ্বান' জানানোর কথা আছে অন্যদিকে তেমনি আছে গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগারিকের গুরু দায়িত্বের কথা। রঙ্গনাথন তাঁর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গ্রন্থনীতিতে বলেছেন 'every reader his book, এবং 'every book his reader'; অর্থাৎ প্রত্যেক পাঠককে দিতে হবে পছন্দ মতো বই এবং প্রতিটি বইএর জন্যই থাকবে এক বা একাধিক পাঠক। পাঠক শুধু চাঁদা দিয়ে নয়, তাঁর চাহিদা দিয়েও গ্রন্থাগারকে 'তৈরী' করে তোলে। গ্রন্থাগারও প্রতিটি বইএর জন্য 'আহ্বান' জানিয়ে 'তৈরী' করে তোলে পাঠক সম্প্রদায়। আমরা আধুনিক গ্রন্থসেবীরা জানি কিভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের পুস্তকের পাশে অনুরূপ বিষয় সংক্রান্ত আরো বই রেখে, এবং পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে পাঠকদের আগ্রহ বাড়াতে হয় এবং একটি পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হয়। শুধু তাই নয় পাঠকের রুচির পরিবর্তন বা রুচির গঠনও এই উপায়ে সম্ভব। পাঠক সাধারণের রুচি গঠনের সামাজিক দায়িত্ব আংশিকভাবে গ্রন্থাগারিকের উপরে বর্তায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থ-ভাণ্ডারের ভাণ্ডারীবৃত্তি ছাড়াও রুচি সংরক্ষণ এবং বিদ্যানুরাগ বিস্তারের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন। "লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।" আধুনিক গ্রন্থবিজ্ঞানের এইটিই প্রধান ভিত্তি। সমগ্র গ্রন্থ জগতেরই শুধু নয়, অধীত বিদ্যার প্রত্যেক শাখা সম্বন্ধেই গ্রন্থাগারিকের জ্ঞান থাকা চাই। এবং এই জ্ঞানের প্রয়োগে পাঠকবর্গকে সাহায্য এবং এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে পরিচালনা করবার যোগ্যতাও গ্রন্থাগারিকের থাকা চাই। 'গ্রন্থবোধ' থেকে তিনি গ্রন্থের ভালমন্দ এবং সেই সেই গ্রন্থকে ভিত্তি করে সামাজিক ভালমন্দ যাচাই করে যেন নিতে পারেন। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টি

এড়িয়ে যায় নি। তিনি মনে করেন "প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সত্তারূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই" এবং আশা করেছেন গ্রন্থাগারিক "এই মণ্ডলীকে তৈরী করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে" পারবেন, কেননা "তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থ পাঠকের।"

আজকাল আমরা Union list of serials তৈরী করবার কথা ভাবি, library co-operation এর কথা ভাবি এবং Farmington plan এর গুণগান করি। তেত্রিশ বছর আগেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে পড়েছিল। পত্রিকার প্রবন্ধগুলির সার সংকলন বা abstraction-এর কথাও তিনি বলেছেন। গ্রন্থাগারে যে সব দেশীয় বা বৈদেশিক পত্র-পত্রিকা আসে "যদি লাইব্রেরির যাচাই বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণী বিভক্ত ভাবে নির্দিষ্ট করে একটা তালিকা" প্রস্তুত করেন তবে "পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে।" এই জাতীয় নানাবিধ পত্র-পত্রিকা এবং বিশেষ বিশেষ পুস্তক সংগ্রহ নিয়ে কোনো গ্রন্থাগার যদি "খ্যাতি অর্জন করতে পারে, যদি সাধারণের মনে সেইখানে পাঠযোগ্য ভাল বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়" তবে এক-দিকে যেমন প্রকাশকেরা সেখানে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নূতন বই-এর খবর দিতে পারেন অন্যদিকে তেমনি তামাম দেশের পাঠক সেখান থেকে বই বা পত্রিকা এনে কাজে লাগাতে পারেন। এর ফলে যেমন সকলের পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ বেড়ে যায় তেমনি অন্যান্য গ্রন্থাগারও অনুরূপ তালিকা প্রণয়ন এবং বৈশিষ্ট্য অর্জনে উৎসাহিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তার আরেকটি দিকও আছে। তিনি বলেছেন, "লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ তার গৌণ কাজ।" 'সচেষ্টভাবে' গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে হলে গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ পরিচয়ও গ্রন্থাগারিকের নিজের রাখা প্রয়োজন। আধুনিক গ্রন্থবিজ্ঞান গ্রন্থাগারিকের এই গুণটির উপরে জোর দেয় সবচেয়ে বেশি, এবং এজন্য পুস্তকের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় অর্থাৎ **bibliography**, এবং সর্ব-সাধারণকে পঠনের ব্যাপারে সক্রিয় সহায়তা, অর্থাৎ **reference**-এর কাজে দীক্ষিত হতে হয়। 'গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ' গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে 'গৌণ কাজ' হলেও সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন না। "লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যত জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।" গ্রন্থাগারে শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থের সমাবেশই এই বক্তব্যের মূল লক্ষ্য নয়, স্বল্প ব্যবহৃত অথচ অপরিহার্য গ্রন্থ কখনো ব্যবহারে লাগতে পারে মনে করেও গ্রন্থাগারে সমাবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ 'গ্রন্থবোধে' সম্পন্ন গ্রন্থাধ্যক্ষ সুনিপুণ ভাবে এই দুই দিক বজায় রেখে পুস্তক নির্বাচনের কাজ করবেন এবং 'সচেষ্টভাবে' তাঁর 'পাঠকমণ্ডলীর' কাছে সেগুলির 'পরিচয় সাধন' করিয়ে দেবেন। গ্রন্থাগারিককে একধারে গ্রন্থাধ্যক্ষের ও পাঠকের কাজ করতে হবে। 'আতিথ্য পালনের' সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নেবেন স্ব-প্রবর্তিত আতিথ্যের ভার। সেইখানেই তাঁর পরিপূর্ণ শিক্ষা ও যোগ্যতা।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলির মধ্যে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকের পরিচয়ের ভিত্তি রয়েছে। লাইব্রেরিয়ান কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ নন, গ্রন্থের অধ্যক্ষ; এবং একথা গ্রন্থাগারের সব কর্মীর পক্ষেই খাটে। এর জন্যই প্রবন্ধের শিরোনামা দিয়েছি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা। তাঁর কথায়, গ্রন্থের স্বল্প পরিধির মধ্যে যেমন রয়েছে জ্ঞানের বিশাল বৈচিত্র্যের পরিচয় তেমনি এই স্বল্প ভাষণের মধ্যেও রয়েছে গ্রন্থবিদ্যা এবং গ্রন্থাগার বিদ্যার ভূমিকা। চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গেও চিন্তাকর্ষণা রেখান নি এবং সেইটিই গ্রন্থবিদ-জগতের গর্ব।

# রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

সুশীলকুমার ঘোষ

বিগত ১৩৩২ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে কথাবার্তা হয় তাহা চিরকাল মনে থাকিবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রূপে তাঁহার দর্শন প্রয়াসী বলিলে তিনি প্রফুল্ল বদনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতি অভিনন্দন প্রকাশ করিলেন। আমাদের সুযোগ্য সভাপতির নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করি জানাইলে তিনি উক্ত পরিষদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে জানাইয়া অমল্য স্নেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আশীর্বাদ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, সংবাদপত্রে উক্ত পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিবরণ মধ্যে মধ্যে পড়িয়া থাকি। পরে সহাস্যবদনে ব্যক্ত করিলেন :

"আমি ও আমার মন্তব্য ইতিপূর্বে বলিয়া দিয়াছি। গ্রন্থাগার আমার নিকট অতি মূল্যবান বস্তু,—সমাজের এক অপরিহার্য অবয়ব। গ্রন্থাগার ভবনে রক্ষিত থাকে অমূল্য সম্পদ—পুরাবৃত্তের কাহিনী, প্রাচীন ঋষি ও সুধিজ মনীষীদের চিন্তাধারা যাহা শাশ্বত কাল ধরিয়া আমাদের প্রাণে বল ও জ্ঞান সঞ্চার করিবে। বিগত যুগের বিবিধ জ্ঞান ও রস আমাদের আহরণ করিতে সুযোগ দেয় এই গ্রন্থাগার। এইজন্য আমার নিকট ইহা পবিত্র ভূমি। দেশ বিদেশকে ইহা নিকটে টানিয়া আনে। সুদূর প্রতীচ্য দেশের বিভিন্ন যুগ এমন কি প্রাচ্য কাহিনীও যাহা কালের কবলে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে—তৎসমুদয় ইহার মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত। সেজন্য লাইব্রেরি আমার আমার নিকট প্রিয় বস্তু।

সকল দেশের পূজ্যপাদ চিন্তানায়কদের জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি কোথায় পাইব ? লাইব্রেরি না থাকিলে ঐগুলি কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারিত।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমরা সেজন্য প্রত্যেক লাইব্রেরিকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্রভাবে সযত্নে রক্ষা করিতে উপদেশ দেই। ঐ অমূল্য গ্রন্থগুলি লাইব্রেরি গৃহের বাহিরে যাইবে না। প্রয়োজন হইলে পৃথক আসনে বসিয়া ঐগুলি লোকে পাঠ করিবেন। পরিষদের স্বনামধন্য সভাপতি মহাশয় সোল্লাসে কহিলেন আমারও সেই নির্দেশ। যদি ঐ মূল্যবান পুস্তক সমূহ অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রতি গ্রন্থাগারে একটি বিশেষ বিভাগ খুলিয়া পৃথক আসনে উহা অধ্যয়ন করিবার বিধি থাকে, তাহা হইলে সমাজ সেবার একটি প্রয়োজনীয় কার্য নিরূপিত হয় এবং তৎসঙ্গে প্রাচীন বস্তু উদ্ধারের এক সুনিশ্চিত পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই সকল চিত্তা ও সারগর্ভ পুস্তকের সংখ্যা ও বিবরণ জনসাধারণকে জানানর প্রয়োজন আছে। মধ্যে মধ্যে ইহা সংবাদপত্রে ও অন্যত্র প্রকাশের যে আবশ্যক তাহা আমি মনে করি।"

আমি বলিলাম আমাদের আর একটি লক্ষ্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠা পূর্বক উহার মাধ্যমে পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা স্থাপন—যেমন কতকগুলি সাধারণ গ্রন্থ সকল গ্রন্থাগারে থাকিবে। নিজ এলাকার চাহিদা অনুসারে এবং স্ব স্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন বিশেষ বিষয়ীভূত পুস্তকগুলি কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। এই পন্থানুক্রমে কোন লাইব্রেরি ইতিহাস হইবে প্রধান, কোন লাইব্রেরি হইবে কাব্য-প্রধান, কোনটি বা গল্প প্রধান কিংবা উপন্যাস প্রধান। এইরূপে ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্বের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা দ্বারা অধ্যয়ন, গবেষণা ও তথ্য নির্ণয়ের পক্ষে লাইব্রেরি আন্দোলন উপযোগী হইয়া উঠিবে। ইহাদ্বারা ব্যয় সঙ্কোচ আপনা

হইতে নির্বাহ হইবে। আলোচনা-সংবেষণার কার্যও যে সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেই বৎসরই আমাদের সভাপতি মহাশয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদেবের নিকট নিবেদন করিলাম, সুদূর উদ্দেশ্য—গ্রন্থমালা প্রকাশের দ্বারা মানব মন সংগঠন ও পাঠক-চিত্ত উন্নত করা। পরে সসম্ভ্রমে বলিলাম, আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনার বিশ্বভারতীর জ্ঞানকেন্দ্র হইতে এই আদর্শ সফল করিয়া পথ-প্রদর্শকের কার্য করুন। তিনি বলিলেন, "আমি শিক্ষা দানের ভার লইয়াছি, জ্ঞান-কেন্দ্ররূপে ইহা কার্য করিয়া যাইবে।" আমি বিনীতভাবে বলিলাম, জগতের যাবতীয় লোক বিশ্বভারতীতে জ্ঞানলাভের জন্য পদার্পণ করেন, বিশিষ্ট ব্যক্তি এ স্থানে আসিয়া বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন—অগণিত ছাত্র সমাবেশ হয়, ছাত্র-ছাত্রীর আকুল উৎসাহ বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গন মুখর করিয়া রাখে। ভাবধারা প্রস্ফুটনে জ্ঞান তৃষ্ণা মিটানর আকাঙ্খায় শিক্ষা অর্জন বিষয়ে, কলাবিদ্যার অনুশীলনে, শিল্প-বিস্তারে আপনার বিশ্বভারতী জগৎজোড়া নাম করিয়াছে।

অতএব বিশেষ সমীচীন হইবে আপনি যদি এই জ্ঞানতীর্থ হইতে Everyman's Library Series বা Home University Library Series-এর মত ধারাবাহিক পুস্তকমালা স্বল্প মূল্যে প্রকাশ করেন। মাত্র এক শিলিং মূল্যে জগতের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ঐ গ্রন্থমালায় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় ঐরূপ গ্রন্থমালার অভাব দেখিয়া আমরা বিক্ষুব্ধ। কবিবর কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক কথঞ্চিৎ কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিলেন, "আমাদের এ স্থলে কেবল শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের ইহাকে কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। এই স্থানে বিরাট লাইব্রেরি গড়িয়া তুলিয়াছি। বহু লোক, বিভিন্ন সম্প্রদায়, অসংখ্য জাতি এখানে অধ্যয়ন করেন।

আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাদের দ্বারা কিরূপে সম্ভব হইবে? আমাদের উদ্দেশ্য লোকেদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা স্থাপন। ইংরাজীতে যাহাকে বলে, Teaching University—অধ্যাপনার ব্যবস্থা আমরা বিধিমতে করিয়া থাকি. উপযুক্ত অধ্যাপক লইয়া আসি দেশ বিদেশ হইতে।

আপনার প্রস্তাব সমাজের ও শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে উপযোগী। আপনি এই মূল্যবান প্রস্তাব গ্রন্থ প্রকাশকদের নিকট করিলে তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিবেন। ইহা পুস্তক বিক্রেতাদের আদর্শ—ইহা তাঁহাদেরই কর্তব্য, আমরা পুস্তক প্রকাশ করিতে যাইব কেন?" আমি সলজ্জভাবে বলিলাম, জ্ঞান চর্চার জন্য, বিদ্যা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তা ও জ্ঞান-রাশি দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়—তাহাদের পড়ান হয় বিবিধ সংখ্যায়, ঐ সকল জ্ঞানরত্ন বিতরণ করিলে ক্ষতি কি? মিলটন-সেক্সপীয়র, এরিষ্টটল-প্লেটো, ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি তো এখন জগতের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনি তো বিশ্ববাসীর কল্যাণে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এরূপ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে আর কয়টি আছে?

আমাদের প্রস্তাবের সভাপতি মহাশয় স্বাভাবিক কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "সবই বুঝি,—আপনি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশের কথা গুরুদাস লাইব্রেরি, বুক কোম্পানী, বরেন্দ্র লাইব্রেরি প্রভৃতি বিশিষ্ট পুস্তক বিক্রেতার নিকট গিয়া বলুন সমাজের হিতসাধন হইবে, তাঁহারাও লাভবান হইবেন।"

ইহার বহুকাল পরে বিশ্বভারতী হইতে "বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ" নামক গ্রন্থমালা প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটির সমান মূল্য, স্বল্প ব্যয়ে ক্রয় করিবার উপযোগী, মূল্য মাত্র আট আনা। প্রথম প্রকাশকাল ১৩৫০ সাল, প্রথম পুস্তক—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | সাহিত্যের স্বরূপ | ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ২। | কুটির শিল্প | ... রাজশেখর বসু |
| ৩। | ভারতের সংস্কৃতি | ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী |
| ৪। | বাংলার ব্রত | ... অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ৫। | জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার | ... চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি। |

জনকল্যাণ সাধিত হইল সাফল্যের সহিত আমরাও নিবিড় আত্মতৃপ্তি লাভ করিলাম আন্তরিকভাবে।

# গ্রন্থাধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ

## তিনকড়ি বসু

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে রবিবাসর নামক সাহিত্যসেবীগণের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ও পরে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রবিবাসরের অধিনায়ক।

এই ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের অনেক আগেই তিনি যখন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত অল বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি রূপে নির্বাচিত হন তখন থেকেই আমরা জানতে পারি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের প্রতি কবিগুরুর আন্তরিক সহানুভূতির কথা।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে বরোদারাজ্যের গণদেবীতে (বর্তমান গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) যে প্রথম বরোদারাজ্য গ্রন্থাগার সম্মিলন হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত বাণীটি পঠিত হয়। এটি সম্মেলনের কার্যবিবরণীর সঙ্গে বিজয়বাড়া থেকে প্রকাশিত Indian Library Journal-এর ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে :

With a grand plan in mind
I toil day and night.
Till something large is built at last,
Truth and illusion mixed,
But my tiny hopes wait long.
The joys that are frail,
In the vision of which mingle
Some stray notes of a song.
A breath of hidden flowers
The whisper in the shade of a familiar tree,
And a leisure brimming
Over with dread bubbles.
When god's will to create
Shook the sky into fiery whirls,
His power, in the beginning of years,
Built up its triumph in towering hills,
But his dreams waited millions of barren nights
Before He smiled on His first shy flower.
(March 18 1922)

তিনি পরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আয়োজিত All India Public Library Conference-এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে মনোজ্ঞ অভিভাষণটি তৈরী করে দেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যদিও রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে দেখবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করবার সুযোগ হয় যখন তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনোহরপুকুর রোডের বাড়ীতে রবিবাসরের অধিবেশনে আসেন। পরে আরও কয়েকবার তিনি রবিবাসরে আসেন এবং রবিবাসরকে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সে সময় কবির নানা কর্মসাধনার সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যখন আমাদের প্রথম গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয় সেই সময় তিনি এই বাণীটি পাঠিয়েছিলেন :

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
28.4.37.

I wish the efforts of the Bengal Library Association all success. The Association will meet a grert demand in the country by training qualified librarians.

পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিষদের কার্যধারা সম্বন্ধে আলোচনা হয় শান্তিনিকেতনে। তাঁকে যখন জানাই সহজ ভাষায় লেখা নানা বিষয়ের বইয়ের অভাবের কথা—যা আমাদের ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'সাহিত্যের বাজার' সম্বন্ধে আলোচনা চক্রে ব্যক্ত হয়েছিল। ঐ চক্রে লেখকের বক্তব্য বলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঠকের বক্তব্য বলেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আর প্রকাশকের বক্তব্য বলেন সজনীকান্ত দাস। তিনি সব শুনে হেসে বলেন আমারও খুব ইচ্ছা সহজ ভাষায় লেখা, কিন্তু সেটা বড় শক্ত কাজ। তিনি লিখেছেন—

সহজ ভাষায় লিখতে আমার বড় যে
সহজ ভাষায় যায় না লেখা সহজে।

তিনি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারটি নিজের পছন্দমত করে গড়ে তোলেন। তিনি যে কি একাগ্রতার সঙ্গে নানা বিষয়ের বই পড়তেন জ্ঞান আহরণের জন্য—তার সাক্ষ্য রয়েছে এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত কবিগুরুর পঠিত নানা বইয়ের পাশে লেখা মন্তব্যগুলিতে ও দাগ দেওয়া জায়গায়। প্রভাতবাবুকে তিনি স্নেহভরে বলতেন "বইবাহিক"। প্রভাত বাবু প্রায় সকল সর্বভারতীয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলনে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হয়েছেন। এই গ্রন্থাগারের উপর তলায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতিকে জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন থাকতে দেখেছি। তাঁরই আন্তরিক আগ্রহে বাঙ্গলাভাষায় নানা বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞানের বই বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণকেন্দ্রে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন আসুন আমরা তাঁর ৩য় শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবরূপ দেবার জন্য পরিষদের "গ্রন্থাগার বিদ্যাভবন" নির্মাণের সঙ্কল্প গ্রহণ করি। এতদুদ্দেশ্যে কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের নিকট থেকে একখণ্ড জমি সংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছে। প্রস্তাবিত বিদ্যাভবনে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অনুশীলনের সুযোগ সুবিধা হইতে পারবে।

• • • When a whole body of men train themselves for a particular narrow purpose, it becomes a common interest with them to keep up that purpose and preach absolute loyalty to it. Nationalism is the training of a whole people for a narrow ideal; and when it gets hold of their minds it is sure to lead them to moral degeneracy and intellectual blindness. We cannot but hold firm the faith that this age of Nationalism, of gigantic vanity and selfishness, is only a passing phase in civilisation, and those who are making permanent arrangements for accommodating this temporary mood of history will be unable to fit themselves for the coming age, when the true spirit of freedom will have sway. • • • Creative Unity.

# গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীগ্রন্থাগারিক

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে—
ভাই বলে তাকে যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বসি উঠে, এল মোর দাদা।

বড়োর সাথে আত্মীয়তার সূত্র সন্ধান করা এবং ক্ষীণ আত্মীয়তা আবিষ্কৃত হ'লে তাকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হিসাবে প্রচার করা সাধারণ লোকের রীতি। সারা পৃথিবী যখন রবীন্দ্র বন্দনায় রত, তাঁর বহুমুখী অনন্ত-সাধারণ প্রতিভার রবি-রশ্মিতে বিশ্বজগৎ যখন উদ্ভাসিত তখন কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাথে গ্রন্থাগারিক গোষ্ঠির আত্মীয়তার সূত্র-সন্ধানের প্রয়াসকে কারও কাছে হয়তো ছাংলামি মনে হ'লেও এ কার্য অস্বাভাবিক নয়।

গ্রন্থাগারিকের অনেক দায় রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেছেন। আত্মীয় বন্ধু ছাড়া অন্যের দায় স্বেচ্ছায় কে নিজের স্কন্ধে নেয়? জন সমাজে গ্রন্থাগারিকের পরিচয় দেওয়া গ্রন্থাগারিকের কাজ। সে কাজ রবীন্দ্রনাথ যত সহজে সম্পন্ন ক'রেছেন কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অধিকতর আয়াসে সে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হ'তো না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' সত্যই তো মানুষের যত চিন্তা, ধ্যান, ধারণা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, হৃদয়ের আবেগ, অনুভূতির বন্যা সে সবই তো নিষ্প্রাণ গ্রন্থে আবদ্ধ হ'য়ে গ্রন্থাগারে স্থানলাভ করেছে। ভগীরথের মত সেই বন্যা ধারার সন্ধান যে পায়, কঠিন বরফের আবরণ ভেদ ক'রে সেই আবিষ্কৃত স্রোতধারা তাকে ভাসিয়ে যায় কোন আনন্দলোকে, কোন জ্ঞান সাগরে, কোন সুখ অনুভূতির রাজ্যে। এত অল্প কথায় গ্রন্থাগারের শক্তির প্রচ্ছন্ন বেগধারার যে পরিচয় তিনি সবার সামনে উপস্থিত ক'রেছেন তার তুলনা কোন্ গ্রন্থাগারিকের বর্ণনায় পাওয়া গেছে? কাজেই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারিকের শুধু আত্মীয় নন তিনি গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানী অর্থাৎ তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী।

গ্রন্থাগার সমাজের সকল মতের, সকল পথের লোকের যে অবাধ মিলন-কেন্দ্র, এখানে পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের গ্রন্থের যে পাশাপাশি নিঃশঙ্ক ও নির্দ্বিধ সমাবেশ সে কথা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী কত ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ণিতা ক'রে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। আর রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর সেই বক্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন মাত্র কয়েক ছত্র কালির আঁচড়ে—'এখানে (গ্রন্থাগারে) জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে গেহে গেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ প্রাণ ও স্বল্প প্রাণ পরম বৈর্য্য ও শান্তির সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

'কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কতশত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে।' দূর-সুদূরান্তরের, যুগ-যুগান্তরের জ্ঞান ও বাণীর আহরণ হয় গ্রন্থাগারে। স্থান ও কালের দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে অতীত ও দূরের মানুষের মনের সাথে, কবীবার সাথে পাঠকের মুখোমুখি পরিচয় ঘটিয়ে দেয় গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের এমন সত্য ও সুন্দর চিত্র রবীন্দ্রনাথের তুলিতেই চিত্রিত হওয়া সম্ভব। গ্রন্থাগার দরদী না হলে গ্রন্থাগারের এমন সার্থক রূপরেখা আর কে ফুটিয়ে তুলতে পারে!

গ্রন্থাগার মানব সভ্যতায় প্রাচীন অবদান। কিন্তু

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে আধুনিক কালে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পড়ুয়া না হয়েও রবীন্দ্রনাথ এই বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল নীতির যে ইঙ্গিত ও আলোচনা করে গিয়েছেন তাঁর রচনায় বহুদিন পূর্বে, আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রের তাহা অনুধাবনযোগ্য।

যে যুগে গ্রন্থ সহজ লভ্য ছিল না সে যুগে গ্রন্থের ব্যবহার কামা হ'লেও ব্যাপকভাবে গ্রন্থ ব্যবহার উৎসাহিত করা সম্ভবতঃ সম্ভব ছিল না। আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রন্থ আজ আর দুর্লভ বস্তু নয়। গ্রন্থের পূর্ণ ব্যবহার হ'লে গ্রন্থ সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করে। আজকের পরিবর্তিত পরিবেশে এই কথাই পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হ'চ্ছে। আর এই কথাকেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হিসাবে এ যুগে গ্রহণ করা হ'য়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চর্চা না ক'রেও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই মূলনীতির অতি প্রাঞ্জল ভাষায় উল্লেখ ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন, 'লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।' গ্রন্থাগারের বাঞ্ছনীয় আদর্শ ও এ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণার মধ্যে যে প্রভেদ বিদ্যমান রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে শুধু যে সচেতন তাই নয় তিনি লাইব্রেরির খ্যাতির মান কিসের ভিত্তিতে হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়েছেন। তিনি কিছুটা ক্ষোভের সাথে ব'লেছেন, 'বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থ সংখ্যার উপর। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ দানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপন অহংকার-তৃপ্তির জন্য সেটা অত্যাবশ্যক নয়। ক্রোড়পতি সভায় উপস্থিত হলে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে তার অভ্যর্থনা করি। এই সম্মান লাভের জন্য ধনীর বদান্যতার প্রয়োজন নেই, তার সঞ্চয়ই যথেষ্ট।'

এ যুগের গ্রন্থাগার হবে সজীব ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। ব্যবহারের জন্য গ্রন্থের সৃষ্টি এই বোধ মনে জাগ্রত রেখে প্রতিটি পাঠকের উপযোগী গ্রন্থ সরবরাহ ক'রবে পাঠকদের,' এই গ্রন্থাগার। পক্ষান্তরে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত প্রতিটি গ্রন্থের প্রতি উপযুক্ত পাঠকের দৃষ্টিও আকর্ষণ ক'রবে গ্রন্থাগার। ইহাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা, ইহাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল নীতি। এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য পথ, উপায় ও ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কাজ। বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক শ্রীরঙ্গনাথন কর্তৃক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র প্রচারিত হবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের অন্ততঃ প্রথম সূত্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উল্লেখ ক'রেছেন তার কিছু প্রমাণ আমরা তাঁর পূর্বোদ্ধৃত উক্তিগুলির মধ্যে পাই। এ সমস্ত উক্তিই রঙ্গনাথনের 'পঞ্চসূত্র' প্রচারের পূর্বের উক্তি। পরবর্তী আরও তিনটি সূত্র সম্বন্ধে এবং গ্রন্থাগার পরিচালনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নির্দেশিত উপায়াদি সম্বন্ধেও প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি বহু পূর্বেই আলোচনা করেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আলোচনার উদ্দেশ্যে এসব বিষয়ের তিনি উল্লেখ করেন নি। তাঁর সহজ স্বাভাবিক মননশীল উপলব্ধি থেকেই এই সকল আলোচনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তিনি ব'লেছেন 'লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হ'চ্ছে তার সম্পদের দায়। যে বই আছে সেই হেতু তার সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সক্রিয় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে সে যেন ডাক দিতে পারে।' রবীন্দ্রনাথের মতে—'লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য ক'রতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ করা চলে না। সে এমন একটা শহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়ীঘর বিস্তর কিন্তু পথ ঘাট নেই।' তিনি আরও বলেছেন, 'সাধারণতঃ লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থ তালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই, তার তরফের কোন আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড়ো লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরী করে তা' নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি ক'রে তোলে।' গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গ্রন্থাগারকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলার এবং তার কার্যধারা ও কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের যে

বিধান দেওয়া আছে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে তার প্রতিচ্ছবির প্রকাশ। নিজে গ্রন্থাগারিক না হ'য়ে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন পাঠ গ্রহণ না ক'রে যিনি আপন প্রতিভার দীপ্তিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনেক মূল বিষয়কে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে উদ্ভাসিত ক'রেছেন তাঁকে গ্রন্থাগারিকের নিকট-আত্মীয়, তাঁকে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ভিন্ন আর কি বলা চলে?

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে উৎসাহ দানে রবীন্দ্রনাথ কখনও কার্পণ্য করেন নি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে যখন নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ গ্রহণ ক'রে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের উৎসাহিত করেছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি নিজে সম্মেলনে উপস্থিত হ'তে পারেন নি। কিন্তু এই অধিবেশনে তাঁর যে সুচিন্তিত ও অমূল্য ভাষণ পঠিত হয় তা' গ্রন্থাগার সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। এই ভাষণের কোন কোন অংশের উদ্ধৃতি আলোচ্য নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দশ প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের যখন উদ্বোধন হয় রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের 'উত্তরায়ণ' থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই উদ্যমের সাফল্য কামনা করে লিপি পাঠিয়েছিলেন এবং গ্রন্থাগারিকদের উপযুক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ক'রে পরিষদ এ বিষয়ে একটা বড় অভাব পূরণের কাজ ক'রেছেন ব'লে জানিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের সংগঠন ও উন্নতির জন্য তাঁর আগ্রহ স্বাভাবিক। এ বিষয়ে হয়তো শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় অথবা অন্য কেহ বিশদ বিবরণ দিতে পারবেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থাগারও তাঁর স্নেহলাভে বঞ্চিত হয় নি। রামমোহন লাইব্রেরি, চৈতন্য লাইব্রেরি প্রভৃতি অনেক গ্রন্থাগারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ঐ সব গ্রন্থাগারের সভায় অনেক সময়ে উপস্থিত হ'য়ে ভাষণ দিয়েছেন অথবা প্রবন্ধাদি পাঠ ক'রেছেন।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর এত দরদ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁর এত জ্ঞান তাঁকে গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানী অথবা গ্রন্থাগারিকের আত্মীয় ব'লে উল্লেখ ক'রলে নিশ্চয় সত্যের অপলাপ করা হবে না কিংবা গ্রন্থাগার অথবা গ্রন্থাগারিকের সাথে তাঁর সম্পর্ক কষ্ট কল্পিত ব'লে মন্তব্য করা কখনই সঙ্গত হবে না।

# রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার

**হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ**

ইংরেজ দার্শনিক কার্লাইল বলিয়াছেন,—"পুস্তক সংগ্রহই বর্তমানকালে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।" এই সত্য রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যখন তরুণ তখন কলিকাতার কোন কোন ধনীর বা পণ্ডিতের গৃহে পুস্তক সংগ্রহ ছিল বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ লোকের ব্যবহার করিবার সুবিধা ছিল না। লর্ড মেটকাফ অল্পদিনের জন্য বড়লাট হইয়া এদেশে সংবাদপত্রকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেন (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে)। সেই কাজের জন্য তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদিগের অপ্রীতিভাজন হন এবং তাহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ হয়। কিন্তু এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই কাজের জন্য তাঁহাকে কেবল অভিনন্দিতই করেন নাই, পরন্তু তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে যে গৃহ নির্মাণ করেন—গঙ্গার পূর্বে সেই "মেটকাফ হলে" কলিকাতার প্রথম জনসাধারণের ব্যবহার্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন তরুণ, তখনও

কলিকাতায় যানবাহনের সুবিধা ছিল না। সেই কারণে কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন।

এই সময় বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলের কয়েকজন যুবক একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। তিনি তাঁহাদিগের দলে দলপতি হইয়া সম্পাদকরূপে বহুদিন প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত করিয়াছেন—সেই গৌরহরি সেন লিখিয়াছিলেন :—

"কিন্তু টাকা কোথায়? ঘর কই? হরলালবাবু মাষ্টার, রঙ্গ লালবাজার মাহিনার কেরাণী, নিতাই হেয়ার স্কুলে পড়ে, কুঞ্জ এফ-এ. ক্লাসের ছাত্র, আমি এফ-এ ফেল হইয়া চৌচো কোম্পানীর কায করি। কুঞ্জ ও নিতাইএর পিতামহ ৺গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের ইংরাজী চিঠিপত্র লিখিয়া আমি তাঁহার স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম। কুঞ্জ ও বিপিনের পরামর্শে তাঁহার নিকট লাইব্রেরীর কথা পাড়িলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল; তিনি বলিলেন—তোমাদের কিছু টাকা ও এই ঘরটা দেব।' এই ঘরটা মানে বিডন ষ্ট্রীটের ৮৩ নং বাড়ীতে ঢুকিতে বাঁ ধারের ঘর। ঐ ঘরেই দত্ত মহাশয় হরিনাম করিতেন, হিসাব লিখিতেন ও ঘুমাইতেন। লাইব্রেরী ঐ ঘরে বিনাভাড়ায় কিয়দধিক চার বৎসর ছিল।"

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৪ই ফেব্রুয়ারী—সরস্বতী পূজার দিন—লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়; নাম হয় চৈতন্য লাইব্রেরি অ্যাণ্ড বিডন স্কোয়ার লিটারারী ক্লাব।

লাইব্রেরী স্থাপনাবধি রবীন্দ্রনাথ ইহার কল্যাণকামী ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। আশু ঘোষ চৌধুরী তখন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন—তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, 'ভারতী'তে বিদেশী কবিদিগের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি বার্ষিক অধিবেশনে ইংরাজী প্রবন্ধ—"সাহিত্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়"—পড়িলেন। সভাপতিত্ব করিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নরিস। ইঁহার কাজের সমালোচনা করায় 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের অবমাননার অপরাধে কারারুদ্ধ হন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যখন লাইব্রেরী রেজেষ্টারী করা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি। তখন সভাপতি—পাদ্রি আলেকজাণ্ডার টমরী, সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আশুতোষ চৌধুরী, আলেকজাণ্ডার পেডলার ও রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। এই গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত ৮টি প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং সে সকলের প্রথমটি লাইব্রেরী কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়—

(১) "য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী।" যে সভায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন।

(২) "ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ।" যে সভায় এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণতঃ সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন না—কিন্তু তিনি এই প্রবন্ধ যে সভায় পঠিত হয়, তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেন। এই প্রবন্ধে এদেশের রাজনীতিক চিন্তার মূলধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) "বঙ্কিমচন্দ্র।" বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে চৈতন্য লাইব্রেরী যে শোকসভার আয়োজন করেন, তাহাতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই প্রবন্ধ পঠিত ও 'সাধনায়' প্রকাশিত হয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা সমূহের অন্যতম।

(৪) "মেয়েলী ছড়া।" যে সভায় এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হয় তাহাতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

(৫) "স্বদেশী সমাজ।" এই প্রবন্ধ রমেশচন্দ্রের দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ সম্বন্ধে যাঁর মত ব্যক্ত করেন। তিনি স্বয়ং সেই সমাজ গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইহার আদর্শে নানাস্থানে সমাজ গঠনের চেষ্টা হইয়াছিল। যে সময় বৈদেশিক আদর্শ

বাঙ্গালীকে অভিভূত করিয়াছিল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ ত্যাগ করিয়া কিরূপে আমরা স্বাধীন সমাজ গঠিত করিতে পারি, ইহাতে তিনটি আলোচনা করিয়াছিলেন।

(৬) "পথ ও পাথেয়।" যে সভায় উহা পঠিত হয়, তাহাতে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি ছিলেন।

(৭) "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।" এই প্রবন্ধ চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে পঠিত হয়।

(৮) "ভারতবর্ষের ইতিহাস ধারা।" যে সভায় এই প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহাতেও আশুতোষ চৌধুরী সভাপতি ছিলেন। ইতিহাস রচনার আদর্শে প্রথম পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন—ভল্‌টেয়ার। তিনি দেখাইয়া যেন যে, রাজাদিগের বিবরণ, যুদ্ধের বিবরণ ও জয় পরাজয় লিপিবদ্ধ করা—এ সকল প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ নহে। দেশের জনগণের অবস্থা—সমাজের ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যতীত ইতিহাস হয় না। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অপ্রকাশ এবং সেই বৈশিষ্ট্য বর্জন করিলে যে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইতে পারে না—রবীন্দ্রনাথের তাহাই বক্তব্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সহিত চৈতন্য লাইব্রেরীর ঘনিষ্ঠতাহেতু তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইহার কয়টি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

কিভাবে চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বলা গিয়াছে। তখনই রবীন্দ্রনাথ ইহার কর্মীদিগের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ যে লাইব্রেরীর জনপ্রিয়তা ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তিনি লাইব্রেরীর পরিপুষ্টি ও তাহার গৃহ নির্মাণের উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ যে লাইব্রেরীর সভাদিগের দ্বারাই হইয়াছে, ইহা দেখিয়া গিয়াছেন।

আজ পরিবর্তিত অবস্থায় জাতীয় সরকার গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বুঝিয়া দেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় ও তাহার উন্নতি সাধনে অর্থব্যয় করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা সংবিধানে প্রতিশ্রুত কর্তব্য এখনও প্রতিপালন করেন নাই—দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন নাই। তাহা যখন পালিত হইবে তখন দেশের উন্নতি কত দ্রুত হইবে তাহা জাপানে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর তখন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আরও বর্ধিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ তখন গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থাগারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইয়া—তাহার সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ও তাহাতে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লোককে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার কার্যে তাঁহার বহু কার্যের মধ্যেও—আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন অবস্থা অন্যরূপ ছিল—প্রয়োজনও অন্যরূপ ছিল। তাঁহার যে সকল কার্য তাঁহার দেশবাসীরা সাদরে ও সাগ্রহে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন, গ্রন্থাগারের সৃষ্টি ও পুষ্টি সে সকলের অন্যতম। তিনি দেশের বিদেশী সরকার যখন দেশে শিক্ষা বিস্তারে উদাসীন—প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিতে অসম্মত তখনই গ্রন্থাগারের দ্বারা সে কাজ সিদ্ধির উপায় লক্ষ্য করিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন—

সম্মুখে নীলোর্মিমালা ভাঙ্গি পড়ে বেলাবালু পরে,
সূচ্যগ্র মেদিনী যেন কোনরূপে নয় নাহি করে;
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, শত শুভ্র হাতে প্রবাহিয়া
শান্ত নীল সিন্ধুবারি চারিদিকে পড়ে ছড়াইয়া।

ইহাও প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রবীন্দ্র প্রতিভা সেই বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে। সেজন্য তাঁহার দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

[ সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সৌজন্যে প্রকাশিত।

• • • ব্যক্তিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যক্তি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না • • •

রাশিয়ার চিঠি

# সম্পাদকীয়

## রবীন্দ্র জন্ম-শতাব্দীতে আমাদের সংকল্প

অন্তিমকালে গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন যে তমসাচ্ছন্ন পথে যারা নিজ অন্তর্নিহিত দীপশিখার আলোয় পদক্ষেপ করতে সক্ষম, পথনির্দেশের জন্যে তাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না—জ্ঞানার্জনের আকুতিই তাদের সত্যের শিখরে পৌঁছবার প্রেরণা সঞ্চার করে। উত্তরকালে বুদ্ধভক্তরা তাঁর উপদেশ পালনের পরিবর্তে ভগবানের আসনে বসিয়ে বুদ্ধকে উপাসনা করেছে। ইতিহাসের পাতায় এমনি নজির অনেক পাওয়া যায় যেখানে যুগান্তকারী মহামনীষাসম্পন্ন বহু মানুষকে অবতারে পরিণত করা হয়েছে; ধূপধুনা জ্বালিয়ে চিত্র পূজা করা হয়েছে; কিন্তু তাঁদের নীতিকথা পালন করার অবকাশ ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথও এখন সেই পর্যায়ে চলে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথকে লোকে যতটা না জেনেছে, বুঝেছে ও মেনেছে তার বহুগুণ অধিক পরিমাণে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাঁকে পূজার উপচার দিয়েছে। রবীন্দ্র-জন্মশতাব্দে সারা দুনিয়ায় যে উৎসবের বন্যা বয়ে যাচ্ছে তা অনুরূপ আর কোনও মানুষের ক্ষেত্রে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। আন্তরিক আনন্দের কথা ছেড়ে দিলে মত ও জাতি নির্বিশেষে সকলেই আজ এই উৎসবের অংশভাক; কিন্তু এই উদ্দীপনা পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক হোত যদি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে সকলের রবীন্দ্র চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটত; যদি তাঁর আদর্শ ও জীবনদর্শনকে মানুষ জেনে বুঝে গ্রহণ করত; প্রয়াস হোত যদি তাঁর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার গুণাবধারণে।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার আবেদনই সাধারণতঃ বেশী। তাঁর শতমুখী ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম হলেও ভাবুক রবীন্দ্রনাথও কোনও অংশে খাটো ছিলেন না। নৃত্য-গীত-কলা-সাহিত্যের চতুর্বর্গে তিনি যেমন নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি জগতের সমকালীন ভাবুক-সভায় তাঁর আসন সার্বভৌম শ্রেষ্ঠত্বে সুচিহ্নিত।

ইতিহাসের পাতায় রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ যুগ। রামমোহন প্রবর্তিত রেনেসাঁসী ভাবধারার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উত্তরবাহক। সমাজ জীবনের এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই যা রবীন্দ্র চিন্তালোকে পুষ্টিলাভ করেনি। অথচ রবীন্দ্র জীবন ও মননের পূর্ণ পরিচয় লাভ তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে অল্পবিস্তর ঘটে থাকলেও তাঁর চিন্তার প্রভাব পড়েছে এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

রবীন্দ্র চিন্তা ও জীবনাদর্শকে নানালোকে নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। কবির চিন্তার মধ্যে স্ববিরোধিতাও আছে এবং চিন্তাধারা সুসমন্বিত ও অখণ্ড কোন রূপ নেয় নি। তবুও কবির সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে বোধ ও বিশ্বাস এবং শিল্প ও সাহিত্য চিন্তার পূর্বাপর বিচার দ্বারা অনায়াসেই একটা দার্শনিক ক্রমানুবন্ধ খাড়া করা যায়।

কবির এই জীবনদর্শন ও চিন্তাধারার মধ্যে দেশ ও জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যা বর্তমান রক্ত মোক্ষণক্লান্ত মানব সমাজকে প্রকৃতই সাম্য, শান্তি ও সৌন্দর্যের পথে নিয়ে যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ মানবতাধর্মী ছিলেন। মানুষকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোপরি মানদণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করতেন। সমষ্টির যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান এবং দেশ ও জাতির নামে মনুষ্যত্ব বিসর্জনের তিনি তীব্র নিন্দা করেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতিভেদ, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা এবং অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি প্রবল আঘাত হেনেছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক যুগ-সংস্কৃতির কষ্টিপাথরে কবি জীবনের মূল্যায়ন করেছেন

বলেছি, তাঁর মত ও আদর্শে প্রভাবিত মানুষের সংখ্যা কম—বর্তমান সমাজের চেহারা যাঁরা দেখতে পান তাঁরা এরকম অবস্থাই উপলব্ধি করবেন।

বর্তমান সমাজের উপর থেকে নীচের তলা পর্যন্ত দৃষ্টি মেললে সর্বস্তরে চোখে পড়ে ধর্মান্ধ, যুক্তিবিমুখ মানুষের মিছিল; গর্হিত কার্যকলাপ ও দুর্নীতির অবাধ রাজত্ব; অশালীন আচরণ ও কুরুচির পরিবেশ।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হয়ে গেছে, তারই ভিত্তিতে বৈরিতা ও বিশৃঙ্খলা দেশকে পুনরায় খণ্ডিত করবে কিনা বলা যায় না; ধর্মের ভিত্তিতে বিহার মন্ত্রীসভার রদবদল প্রস্তাবের সাম্প্রতিক এক সংবাদে তাই আশ্চর্য হইনি।

রাষ্ট্র ও রাজনীতির জটিল ও বিরাট বিষয়ে আজ হঠাৎ এই পত্রিকায় আলোচনা কেঁদে বসছি কেন সে প্রশ্ন হয়ত পাঠকের মনে প্রথমেই উদিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার দেশ ও সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেশ বলতে আমরা মানুষকে বুঝি। মানুষের মধ্যে যা কিছু দোষত্রুটি আছে তার মূলে রয়েছে অশিক্ষা ও সমাজ-চেতনার অভাব। সমাজ-শিক্ষা ও চেতনার উন্মেষ শিক্ষালয়ে কিছুটা ঘটে, কিন্তু তার বিকাশ ও অস্তিত্ব বহুলাংশে বর্তায় গ্রন্থাগারের 'পর।

গ্রন্থাগারিক একজন সমাজ-কর্মী। সমাজোন্নয়নে তাঁর ভূমিকা খুবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। মানুষকে আদর্শ নাগরিকের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়োজনে গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা কোনও অংশেই গুরুত্বহীন নয়।

রবীন্দ্র জীবনাদর্শে মানুষকে উৎসাহিত করে তোলার কাজে গ্রন্থাগার-কর্মীর ভূমিকা বোধ করি সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রন্থাগার কর্মী অপরের চেয়ে অনেক বেশী সার্থক-ভাবে রবীন্দ্রবাণী পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম। এইজন্যে বলছি যে রবীন্দ্রনাথকে জানা ও জানানোর প্রধান উপকরণ যা তা' হোল কবির রচনাবলী। এবং গ্রন্থ নিয়েই গ্রন্থাগার কর্মীদের মূল কারবার বলে এ ব্যাপারে তাঁদের সুবিধা অপেক্ষাকৃত বেশী। গ্রন্থ ছাড়াও এ কাজে অন্যান্য উপায় গ্রন্থাগার-কর্মীরা অবলম্বন করতে পারেন যেগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী—যাত্রা, কথকতা থেকে শুরু করে লড়া, প্রদর্শনী, সিনেমা স্লাইড প্রভৃতি বহু কিছুরই সাহায্য গ্রন্থাগার-কর্মীরা নিতে পারেন।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে গ্রন্থাগারে অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় রবীন্দ্র গ্রন্থের প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ কম। যে গ্রন্থগুলি পঠিত হয়ে থাকে তাও গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা প্রভৃতি স্বল্প বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাকি যে বিষয়ের কবির অজস্র লেখা আছে যেগুলি তাঁর মৌলিক ও গভীর চিন্তার পরিচয় দেয়, অথচ চাহিদা সেগুলির নগণ্য বললেই চলে। গ্রন্থাগার কর্মীকে দেখতে হবে কি উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থ পাঠে আগ্রহের সৃষ্টি উদ্রেক ঘটে।

রবীন্দ্র সংগীত শোনা ও রবীন্দ্র নাটক দেখার পর মূল লেখাটি পড়ার ইচ্ছা আগ্রহ সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর থাকে। সেই ইচ্ছাটিকে চরিতার্থ করার দায়িত্ব হোল কর্মীদের। এ কাজে দেওয়ালপত্র, গ্রন্থ-প্রদর্শনী প্রভৃতি পন্থা কার্যকরী হতে দেখা গেছে। কিন্তু অল্পশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর লোকের সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবধারার পরিচয় ঘটানো যায় কিভাবে কর্মীদের সে বিষয়েও যথোচিত দৃষ্টি দিতে হবে।

রবীন্দ্র জীবন ও মনন সম্পর্কে বহু গ্রন্থাগারে হামেশাই সভা ও বক্তৃতার আয়োজন হয়ে থাকে। অনুরূপ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ চিঠিপত্র প্রভৃতি পড়ে শোনানো ও আলোচনার ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়। উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক পটভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও যোগাযোগ সিনেমা স্লাইড ও দেওয়াল পত্রের দ্বারা সকলকে অবহিত করা একটি উত্তম পন্থা; গ্রন্থাগার গৃহে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি দেওয়াল পত্রের সাহায্যে নিয়মিত প্রদর্শিত হতে পারে; শ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ হলেও সেগুলির নিয়মিত পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। এইভাবে সাধারণের মধ্যে রবীন্দ্র ভাবধারার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে ও কবির সর্ববিষয়ের গ্রন্থপাঠে লোকে ক্রমেই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে।

নানারূপ আয়োজন থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ সেগুলির সুবিধা গ্রহণ করেন না এবং অনুষ্ঠানাদিতেও লোকের

P. 7389

আশানুরূপ উপস্থিতি দেখা যায় না বলে উদ্যোক্তারা অনেক সময় আক্ষেপ করেন। এর কারণ, পরিবেশন পদ্ধতি সাধারণ লোকের গ্রহণ ক্ষমতার সীমানা অতিক্রম করে যায়। শুধু গণ্ডীর 'অনুষ্ঠান-সূচী' সাধারণ লোক ত বটেই উচ্চ শিক্ষিত মানুষকেও দূরে সরিয়ে দেয়। জোর করে টেনে ওষুধ খাইয়ে মানুষের রোগ সারানো যায়, কিন্তু বিস্বাদ অথচ পুষ্টিকর কোনও খাদ্য গ্রহণে মানুষকে জোর করে প্রবৃত্ত করা যায় না। গ্রন্থাগারেও এক প্রকার খাদ্য বিপত্তি। সেখানে মনের খাদ্য মেলে। গ্রন্থাগারেও মানুষ যেতে পারে যদি তার রসনার উপযোগী গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাই গ্রন্থাগারে মনের পুষ্টির জন্যে যে খাদ্য সম্ভার থাকবে তা যেন অবশ্যই লোকের রুচি অনুযায়ী হয়। ভাল গ্রন্থ কোনও দলকে জোর করে গছিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সেটি তাঁর বাড়ীতে অপঠিত হয়ে পড়েই থাকবে। গ্রন্থপাঠ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠের প্রবৃত্তি দুইই ধীরে ধীরে পাঠকের মনে গড়ে তুলতে হয়। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সূচীকেও তেমনি ভাল গ্রাহী করা দরকার—ইংরেজিতে যাকে বলে 'এডুকেশন থ্রু এন্টারটেনমেন্ট'। রবীন্দ্র গ্রন্থপাঠে মানুষকে প্রবৃত্ত করা ও রবীন্দ্র ভাবধারায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে একখানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

উদ্বুদ্ধন ও ক্রমিক্ষু বর্তমান সমাজ-জীবনকে নতুন প্রাণরসে উজ্জীবিত করতে হলে চাই যুগোপযোগী জীবন দর্শন। মানুষের মধ্যে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে আস্থা এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টির জন্যে দরকার লোকের সামনে আদর্শ একটি চিত্র তুলে ধরা। রবীন্দ্র চিন্তার উপাদানে মানুষের সহজাত সুপ্ত শুভ বৃত্তিগুলির উন্মেষ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ, স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি প্রবণতা দেখা দিলে জনজীবনের গতি অবাধই কল্যাণকর হবে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নতুন সমাজ গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণই রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে কর্মীদের হবে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ।

---

পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ 'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
অনাঘ্রাতমধু যেমন ষষ্ঠী অনাথাতা
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে যত্ন পুরামাত্রা • • •

ক্ষণিকা

# রবীন্দ্র-চিন্তায় গ্রন্থাগার

প্রবীর রায়চৌধুরী

বিশ্বের অনেক মনীষীই গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনেক হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্ব-কবি শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং মহান বিপ্লবী, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক লেনিন যে মননশীল ও প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন তা আমাদের চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিকে যারা নিছক রুটি-রোজগারের অবলম্বন হিসেবে দেখতে চাননা, এই বৃত্তিকে সমাজ-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি মহান বৃত্তি হিসেবে ভাবেন, যারা বৃত্তিকুশলতাকে কখনই মানবতার উর্ধ্বে স্থাপন করতে চাননা, সেইসব গ্রন্থাগার কর্মীদের সবাইকে এই দুই মনীষীর বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাই। শিক্ষা মানে চেতনা, চেতনা মানে অগ্রগতি। সুস্থ চেতনায় প্রদীপ্ত সংস্কৃতিবান মানুষ সৃষ্টির প্রয়াসে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে এই দুই মনীষীর চিন্তাধারা যে ভাবে লক্ষায়িত হয়েছে তা বিশেষভাবে উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে। কবি-গুরুর ১২৫তম জন্ম শত-বার্ষিকীতে তার গ্রন্থাগার-চিন্তা সম্পর্কে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। রবীন্দ্র সাহিত্য ও শিল্পকলার সঞ্জীবনী স্রোতে অবগাহন করে আমরা যে শুধু নূতন জীবনবোধেই উদ্দীপিত হয়ে উঠেছি তাই নয়, মানবতা-বিরোধী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণাও আমরা পেয়েছি রবীন্দ্র-সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানব-জ্ঞান ভাণ্ডারের এমন কোন শাখা নেই যা রবীন্দ্র প্রতিভায় আলোকিত নয়। স্বভাবতই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির ভাণ্ডার যে গ্রন্থাগার তাও তাঁর প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত।

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারকে শুধু বুদ্ধিদীপ্ত মন দিয়ে বিশ্লেষণ করেননি, গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শিক্ষাদর্শে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয় ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হল বিশ্বভারতীতে। সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হতে লাগল এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারটিও। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও পরামর্শ। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের প্রতিটি সমস্যা তাঁর গোচরে ছিল, সমাধানের পথও তিনি বলে দিতেন। দেশ-বিদেশ থেকে নানা মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করে তিনি এই গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেন। এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহুগ্রন্থে কবিগুরুর লিখিত মন্তব্য তার গ্রন্থপাঠে একাগ্রতার সাক্ষ্য বহন করে। যতদূর জানা যায় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে প্রথম মুক্তদ্বার প্রথা ( Open Access ) প্রবর্তিত হয়। এটা অনুমেয় এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠনের উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথম ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হয়।

অবিভক্ত বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি হন প্রথম সভাপতি। পরিষদের কর্মধারার তিনি নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখতেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরিষদের কার্যক্রম রবীন্দ্র ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে তাঁর অভিভাষণ ( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য ) পঠিত হয়। কলকাতায়

চৈতন্য লাইব্রেরির তিনি ছিলেন অন্যতম সহ-সভাপতি। এই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর আটটি মূল্যবান প্রবন্ধ পঠিত হয়। রামমোহন লাইব্রেরির একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এই লাইব্রেরির পক্ষ থেকে কবিকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর স্বর্ণ জয়ন্তীতে এবং কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরীর শিশু বিভাগের উদ্বোধনে কবি শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। ১৯২৫ সালের বরোদা রাজ্যের প্রথম গ্রন্থাগার সম্মিলন উপলক্ষ্যে কবিতার মাধ্যমে যে শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন তা **Indian Library Journal** এর ১ম খণ্ডের ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এভাবে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর একটি আত্মিক-সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে ছড়ানো রয়েছে, এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা। প্রথমটি হল 'লাইব্রেরি' নামক প্রবন্ধ যা 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী কালে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হ'ল ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে লিখিত তাঁর ভাষণ, যা পুস্তিকাকারে "লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য" হিসেবে প্রকাশিত। কবি নিজে সম্মিলনে উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁর পক্ষে শ্রী হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এই অভিভাষণটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ দুটি একদিকে যেমন কবিগুরুর দ্রষ্টা ও বিশ্লেষণাত্মক মনের নির্দেশক অপরদিকে ভাষার পারিপাট্যে প্রবন্ধ দুটি কাব্যরূপ ধারণ করেছে।

'লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি একটি তত্ত্বমূলক রচনা। গ্রন্থাগারের স্বরূপ, প্রকৃতি এবং তাৎপর্য এখানে রবীন্দ্র প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে গ্রন্থাগারের দর্শন সম্পর্কে এই ধরণের একটি তত্ত্বমূলক রচনা এমন নিপুণ কাব্যময় ভাষায় কি ভাবে কবি লিখলেন। সমগ্র রচনাটির অন্তর্নিহিত আবেদন ও ভাষার মাধুর্য আমাদের অভিভূত করে। 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' রচনাটি কবির পরিণত বয়সের রচনা। ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারের পরিসেবা ও পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বেড়েছে। তাই এই রচনায় গ্রন্থাগারের কি কাজ হওয়া উচিৎ, কি ভাবে তা সম্পাদিত হবে, গ্রন্থাগারিকের দায়-দায়িত্ব কি ইত্যাদি বিষয়গুলির তিনি সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থাগারিকতা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলেরই কবির এই দুটি প্রবন্ধ অবশ্য পাঠ্য।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার চিন্তা নিয়ে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমল কুমার দত্ত একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-জন্ম শতবর্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে (রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার) রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিশেষ দিক উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্র-জন্ম শতবর্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩৬৮; একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের অনেক মননশীল প্রবন্ধ এবিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকদের এইসব রচনা পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই।

বর্তমান নিবন্ধে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিকতা ও গ্রন্থাগারিকের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে কবিগুরুর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বিষয় শিরোনামার অধীনে পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছে, যাতে এই বিষয়ে কবির বক্তব্যের তাৎপর্য সহজে অনুধাবন করা যায়।

## ২ গ্রন্থাগার : স্বরূপ ও প্রকৃতি

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পদভাণ্ডার হ'ল গ্রন্থাগার। যুগ যুগ ধরে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি গ্রন্থাগারে ধরে রাখে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। গ্রন্থাগারের এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় যে অনুপম রূপ ধারণ করেছে তা আমাদের মোহিত করে। গ্রন্থাগারের স্বরূপ ও প্রকৃতি রবীন্দ্র-মননে যে ভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা হল :

"মহাসমুদ্রের শতবৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে তাহা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া ভঙ্গ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপর কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!" (লাইব্রেরি)

"লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।" (লাইব্রেরি)

"কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে-কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো, এখানে এসো, এখানে আলোকের জয়সংগীত গান হইতেছে।" (লাইব্রেরি)

### ৩ গ্রন্থ: স্বরূপ ও প্রকৃতি

গ্রন্থ নিজেই গ্রন্থাগার। কিন্তু গ্রন্থের অপরিমেয় শক্তি সম্পর্কে আমরা কতটুকু সচেতন? কবির ভাষায় গ্রন্থের স্বরূপ ও প্রকৃতি যে ভাবে ফুটে উঠেছে তা হল:—

"বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আবেগকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে! অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!" (লাইব্রেরি)

### ৪ গ্রন্থাগার: রবীন্দ্র-জীবনে প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের জীবনে গ্রন্থাগারের কি ভূমিকা ছিল তার উল্লেখ আমরা পাই অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম কর্মসচিব প্রয়াত সুশীলকুমার ঘোষ লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন" নামক নিবন্ধে। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে সুশীলবাবু কবিগুরুর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎকালে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর আশীর্বাদ ও উপদেশ প্রার্থনা করলে কবি পরিষদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে জানিয়ে নিজ জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা হল:—

"গ্রন্থাগার আমার নিকট অতি মূল্যবান বস্তু, সমাজের এক অপরিহার্য অবয়ব। গ্রন্থাগার ভবনে রক্ষিত থাকে অমূল্য সম্পদ—পুরাবৃত্তের কাহিনী, প্রাচীন ঋষি ও সুধিজ মনীষীদের চিন্তাধারা যাহা শাশ্বত কাল ধরিয়া আমাদের প্রাণে বল ও জ্ঞান সঞ্চার করিবে। বিগত যুগের বিবিধ জ্ঞান ও রত্ন আমাদের আহরণ করিতে সুযোগ দেয় এই গ্রন্থাগার। এইজন্য আমার নিকট ইহা পবিত্র ভূমি। দেশ বিদেশকে ইহা নিকটে টানিয়া আনে। সুদূর প্রতীচ্য দেশের বিভিন্ন বাণী এমন কি প্রাচ্য কাহিনীও যাহা কালের কবলে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে—তৎসমুদয় ইহার মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত। সেইজন্য লাইব্রেরি আমার নিকট প্রিয় বস্তু।

সকল দেশের পূজ্যপাদ চিন্তানায়কদের জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি কোথায় পাইব? লাইব্রেরি না থাকিলে ঐগুলি কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে।" (গ্রন্থাগার। একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ ১৮)

### ৫ গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই জানেন ডঃ রঙ্গনাথন-কৃত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের প্রথম সূত্রের কথা—গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য। রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। গ্রন্থ ব্যবহারের

উপরেই গ্রন্থাগারের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ। এই প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য হ'ল :—

"অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে। যার অনেক টাকা, আমাদের দেশে তাকে বড় মানুষ বলে, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আসল নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানি তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ-দানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু আপন অহংকার তৃপ্তির জন্য সেটা অত্যাবশ্যক নয়"। ( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থ সংগ্রহের উপযোগিতা কবি কখনো অস্বীকার করেননি। কিন্তু গ্রন্থ ব্যবহারের মধ্যেই যে গ্রন্থাগারের সার্থকতা সেটা কবির চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে।

কবি লিখেছেন : "লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্র ভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।"

( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

বিত্তবান ব্যক্তিরা অনেকেই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন বা নিজস্ব গ্রন্থাগার স্থাপন করেন সমাজে নিজের মান ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য, যদিও সেই অমূল্য গ্রন্থসম্ভার তারা খুব কমই ব্যবহার করে থাকেন। এই ধরণের গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই কবিতার মাধ্যমে :—

"পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ পরে আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহগিনীর মকছুড়ি পক্ষ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা
অস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা,"—( কণিকা )

**৬ গ্রন্থাগার কেবল চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র নয় সংস্কৃতি সাধনার প্রাণকেন্দ্র**

রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বকবিই সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক এবং সমাজ সংস্কারক। অবিভক্ত বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় লিখিত 'গ্রন্থাগার' পুস্তকের উপর রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত মন্তব্যের মধ্যদিয়ে ( বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত ) লোক শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর যে মতামত আমরা পাই তা হল :

"বাংলা দেশে গ্রামে নগরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সর্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করেছে। এই প্রচেষ্টা যাতে কেবলমাত্র চিত্ত বিনোদনের উপলক্ষ্য মাত্র না হয় এবং সংস্কৃতি সাধনাকে লোকসমাজে বিস্তারিত করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য দেবার সময় এসেছে"।

**৭ বড়ো লাইব্রেরি-ছোট লাইব্রেরি**

খুব বড়ো বড়ো গ্রন্থাগার সৃষ্টি করা যাতে অব্যবহৃত গ্রন্থের ভাণ্ডার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে তা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত ছিল না। প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত সুনির্বাচিত গ্রন্থে সমৃদ্ধ ছোট ছোট গ্রন্থাগারই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাম্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য হল : "লাইব্রেরি অত্যন্ত বেশী বড়ো হলে কোনো লাইব্রেরিয়ান তাকে সত্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সেই জন্য আমি মনে করি, বড়ো বড়ো লাইব্রেরি মুখ্যতঃ ভাণ্ডার, ছোটো ছোটো লাইব্রেরি ভোজনশালা—তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে কোষের ব্যবহারে লাগে।

ছোটো লাইব্রেরি বলতে আমি এই বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গণনার বেড়াতে নৈবেদ্য জোগাবার কাজে একটি বইও থাকবে না, প্রত্যেক বই থাকবে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে।" ( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

**৮ গ্রন্থাগার :-গ্রন্থ সঙ্কলনের দর্শন**

রবীন্দ্রনাথ এমন গ্রন্থাগারের কথা চিন্তা করতেন যেখানে সব মত ও পথের গ্রন্থ থাকবে, যা পাঠ করে মানুষ সমৃদ্ধ হবে, নিজ মত স্থির করবে। প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ নির্বাচনের দর্শন সম্পর্কে এত বলিষ্ঠ ও উদার বক্তব্য এখন

নিপুণ ভাষায় এর আগে কেউ বলেছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থানপতনের শব্দ শুনিতেছ। এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে ঘেঁষে ঘেঁষে বস্ত্র বুনিয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না"। ( লাইব্রেরি )

## ৯১ গ্রন্থাগারের দায়-দায়িত্ব : গ্রন্থাগার-পাঠক সম্পর্ক স্থাপন

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রন্থাগার শুধু একটি নিষ্ক্রিয় গ্রন্থ সঙ্কলন নয়, তার মধ্যে সক্রিয়তা, সজীবতা থাকবে, থাকবে আহ্বান। গ্রন্থাগারের এই দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে কবিগুরু লিখলেন :

যারা বিশেষভাবে বই সন্ধান করবার জন্য লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করে তারা নিজের গরজেই দুর্গমের মধ্যে একটা পায়ে-চলা পথ বানিয়ে নেয়। কিন্তু লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেইহেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে নিষ্ক্রিয় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয় ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে। কেননা, তবেই বই জীবিত।"

( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

রঙ্গনাথন-কৃত পঞ্চসূত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক পাঠকের জন্য গ্রন্থ, আর প্রতিটি গ্রন্থের জন্য পাঠক। অর্থাৎ গ্রন্থাগারের জন্য পাঠক, পাঠকের জন্য গ্রন্থাগার। এভাবে গড়ে উঠবে গ্রন্থাগার-পাঠক সম্পর্ক। এই পাঠক সৃষ্টির কাজে, পাঠকদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজনে, গ্রন্থাগারের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে সেই বিষয়ে কবিগুরু যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। শুধু গ্রন্থ-তালিকা তৈরী করলেই গ্রন্থাগারের কাজ শেষ হ'ল না, পাঠকদের সাদর অভ্যর্থনাও জানাতে হবে। তাই কবি লিখলেন :

"সাধারণতঃ লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই, তার ভক্তের কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বলবান—সেই হল বড়ো লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরী করে তোলে।" ( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

## ৯২ লাইব্রেরিয়ানের যোগ্যতা : গ্রন্থবোধ ও আতিথ্যপালনের যোগ্যতা

গ্রন্থাগারকে সক্রিয় করে তোলার কাজে, পাঠকদের আকৃষ্ট করার কাজে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্পর্কেও কবিগুরু যথেষ্ট ভেবেছেন। তিনি লিখেছেন :

"লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ শেল্‌ফের উপরে শুছিয়ে বই সাজিয়ে ছিসেব রাখলেই তার কাজ সারা হল না। অর্থাৎ সাধ্য নিজ বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সব চেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।"

"লাইব্রেরিয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভ, শেল্‌ফ ভক্তির অহংকার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাজাবে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য, আর লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদাম-রক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্যপালনের যোগ্যতা।"

( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

## ৯৩ লাইব্রেরিয়ানের কাজ : পাঠকমণ্ডলী সৃষ্টি করা

আধুনিক গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি বিশেষ দিক হল শুধু যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা নয়, গ্রন্থাগারিক ও পাঠকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের পাঠ্যসামগ্রীর উৎকর্ষতার ব্যবস্থার বৃদ্ধিই হল

গ্রন্থাগারের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে পাঠকমণ্ডলী সৃষ্টিই হল গ্রন্থাগারিকের প্রধান কাজ। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু লিখেছেন :

"প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ-সভা-রূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর তত্ত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরির সর্বগত সম্বন্ধ-স্থাপনের তিনি ঘটক। অর্থাৎ, তাঁর উপর ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। এই উভয়কে রক্ষা করার ভার তিনি তাঁর কর্তব্যপালন—তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।" ( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

## ৯৪ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা

লাইব্রেরি বই-এর গুদাম নয়। এর প্রতিটি পাঠ্য-সামগ্রী ব্যবহারের জন্য। এই ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য গ্রন্থাগারের প্রতিটি পাঠ্য-সামগ্রীকে যথাযথ ভাবে বর্গীকৃত ও সূচীকৃত করে রাখতে হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির তালিকা বা সূচী প্রণয়ন, গ্রন্থাগারে সংযোজিত নূতন গ্রন্থের প্রচার, গ্রন্থ-নির্বাচন সহায়ক তালিকা প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ের গুরুত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পড়ুয়া না হয়েও এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও মননশীলতার মাধ্যমে তিনি এই সব বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবি যে সব মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হ'ল :

## ৯৪১ গ্রন্থ সূচীকরণ ও বর্গীকরণ

"লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা সহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়িঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।"

( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

## ৯৪২ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সূচী

"মনে করো কোনো লাইব্রেরিতে ভালো ভালো মাসিক পত্র আসে, কতকগুলি দেশের, কতকগুলি বিদেশের। যদি লাইব্রেরির যাচাই-বিভাগের কোন ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবিভক্তভাবে নির্দিষ্ট করে একটা তালিকা পাঠকদের হাতের কাছে খুলিয়ে রাখেন তাহলে সেগুলি পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে। নইলে এই-সকল পত্রিকা ঘরের আনা অপঠিতভাবে স্তূপাকার জমে উঠে লাইব্রেরির স্থান ক্ষয় ও ভার বৃদ্ধি করে।"

( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

## ৯৪৩ গ্রন্থাগারে সংযোজিত নূতন গ্রন্থের প্রচার

"নূতন বই এলে খুব অল্প লাইব্রেরিয়ান তার বিবরণ নিজে জেনে পাঠকদের জানিয়ে দেবার উপায় করে দেন। যে-কোনো বিষয়ে ভালো বই আসবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।" ( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

## ৯৪৪ গ্রন্থনির্বাচন কাজ

"যে বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেছেন কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য আবদ্ধ নয়; তাঁর জানা চাই বিষয় বিশেষের প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কী কী বই প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে-কোনো বই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষভাবে রক্ষিত হলে একটা অত্যাবশ্যক কর্তব্য সাধিত হয়। যদি কোনো লাইব্রেরি এই সম্বন্ধে খ্যাতি অর্জন করতে পারে, যদি সাধারণে জানে সেইখানে পাঠযোগ্য ভালো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে গ্রন্থপ্রকাশকেরা নিজের গরজে সেখানে তাঁদের গ্রন্থের তালিকা ও পরিচয় পাঠিয়ে দেবেন।"

( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

## ৯৪৫ গ্রন্থ-নির্বাচন সহায়ক তালিকা প্রকাশ

"নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক এমন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত অন্তত ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য

প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল ভালো বই প্রকাশ হচ্ছে যথাসম্ভব তার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে যদি লাইব্রেরি-প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিতে হয় তবে সেই লাইব্রেরিগুলিতে কী কী বই সংগ্রহ করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে সাহায্য করা এই প্রতিষ্ঠানেরই কাজ।"

( লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য )

### ৯৫ লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য

'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজ, গ্রন্থাগারিকের চরিত্র প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করে উপসংহারে লিখলেন :

"লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।"

### ৯৬ গ্রামামান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

গ্রামের উন্নতি এবং জনশিক্ষা প্রসারের চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে কবিগুরুর প্রেরণায় শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠন গঠিত হয়। এই কাজে নেতৃত্ব দেন এল কে এল্‌মহার্স্ট। গ্রামবাসীদের মধ্যে কৃষিকার্যের উন্নতি, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে এই সংগঠন সক্রিয় হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত এই পল্লী-সংগঠনের কাজে প্রেরণা দিতেন। শ্রীনিকেতনের পল্লী-সংগঠন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠে গ্রামামান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, সম্ভবত বাংলাদেশের প্রথম গ্রামামান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। গ্রামামান গ্রন্থাগার মারফৎ শান্তিনিকেতনের সন্নিকটে ১৫ টি গ্রামে গ্রন্থ সরবরাহ করা হতো। জনশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচী গ্রহণে ও রূপায়ণে কবিগুরুর সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রেরণা ছিল।

### ৯৭ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের দ্বারা গ্রন্থাগার : পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা কবিগুরু উপলব্ধি করেছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৩৭ সালে যখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রবর্তন করেন তখন শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ থেকে তিনি পরিষদকে যে শুভেচ্ছাবাণী পাঠালেন তা হল :

**"I wish the efforts of the Bengal Library Association all success. The Association will meet a great demand in the country by training qualified Librarians."**

### ৯৮ রাশিয়ার শিক্ষা

গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম ইত্যাদি সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার চিন্তা সম্বলিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে যদি না রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা তথা গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম ইত্যাদি সম্পর্কে কবির মন্তব্য পরিবেশিত হয়। ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১৩ বছর পর ১৯৩০ সালে কবি গেলেন সোভিয়েৎ ইউনিয়নে। রাশিয়ায় তখন পুরোদমে চলছে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ। কবির ভাষায় "এরা তিনটে জিনিষ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে—শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিনপথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত অন্ন ও কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে।"

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার এই পুনর্গঠনের বিভিন্ন কাজ কবিকে প্রভাবিত করে। এর মধ্যে বিশেষভাবে কবিকে আকৃষ্ট করে শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সংস্কৃতিকেন্দ্রের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার অভাবনীয় অগ্রগতির বিষয়টি। 'রাশিয়ার চিঠি'-তে এই সব বিষয়ে বারবার উল্লেখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অল্প কয়েকটি কথা উল্লেখ করে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি টানছি। কবি লিখছেন :

"রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগ্রত, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্তর্লোক থেকে বেরিয়ে

এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এত কালের ঘরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত সচেষ্ট, সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত—সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়। ( ৬ নং চিঠি )

"শিক্ষা ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা মুজিয়ম। নানাপ্রকার মুজিয়মের জালে এরা গ্রাম শহরকে জড়িয়ে ফেলছে। সে মুজিয়ম আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির মতো অকারী (Passive) নয়, সকারী (active)।"

( ৭ নং চিঠি )

"এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিস তলিয়ে গেছে একথা সত্য, কিন্তু টিকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে মুজিয়ম থিয়েটার লাইব্রেরি সংগীতশালা।"

( ৯ নং চিঠি )

"আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিয়তমস্তর থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মধ্যে? দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে? মানুষকে যারা কেবল ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনখানে আছে?"

( ৯ নং চিঠি )

"পিছিয়ে-পড়া জাতের শিক্ষার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় কি রকম উদ্যোগ চলছে সে কথা তোমাকে লিখেছি, আজ দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

উরাল পর্বতের দক্ষিণে-বাশ্‌কিরদের বাস। জারের আমলে সেখানকার সাধারণ প্রজার অবস্থা আমাদের দেশের মতোই ছিল। তারা চির-উপবাসের ধার দিয়েই চলত। ... বিপ্লবের পর এইদেশের প্রজাদের স্বতন্ত্র শাসনের অধিকার দেবার চেষ্টা আরম্ভ হল। ...

১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে সোভিয়েট আমলের কাজ ঠিকমত শুরু হতে পেরেছে। তখন থেকে দেশে শিক্ষাদান এবং অর্থোৎপত্তির ব্যবস্থা প্রবল বেগে গড়ে উঠতে লাগল। এর আগে বাশ্‌কিরিয়াতে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্বব্যাপী। এই কয় বছরের মধ্যে এখানে আটটি নর্মাল স্কুল, পাঁচটি কৃষিবিদ্যালয়, একটি ডাক্তারি-শিক্ষালয়, অর্থকরী বিদ্যা শেখবার জন্য দুটি, কারখানার কাজে হাত পাকাবার জন্য সতেরোটি, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২৪৯৫টি এবং মধ্যশ্রেণীদের জন্য ৮৭টি স্কুল শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাশ্‌কিরিয়াতে দুটি আছে সরকারি থিয়েটার, দুটি মুজিয়ম, চৌদ্দটি পৌর গ্রন্থাগার, ১১২টি গ্রামের পাঠগৃহ (reading room), ৩০টি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে, চাষীরা কোনো উপলক্ষে শহরে এসে তাদের জন্য বহুতর বাসা, ৮৯১ টি খেলা ও আরামের আয়োজন (recreation corners), তা ছাড়া হাজার হাজার কর্মী ও চাষীদের রেডিয়ো-প্রতিগ্রহ।" ( ১১ নং চিঠি )

### ৯৯১ উপসংহার

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে নূতন প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান সরকারের উদ্যোগে গাঁয়ে-গঞ্জে অনেক নূতন গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে। তরুণ কর্মীবন্ধুরা এই গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থাগারগুলিকে জনশিক্ষার বাহন হিসেবে গড়ে তুলতে হলে গ্রন্থাগার পরিচালনার এক নূতন আদর্শবোধে আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সে আদর্শের সন্ধান আমরা পাব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনায়, মহান বিপ্লবী লেনিনের চিন্তাধারায়, বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের গ্রন্থসমূহে। তরুণ কর্মীদের এই বিষয়ে আগ্রহী হতে অনুরোধ জানাই।

### ৯৯২ গ্রন্থপঞ্জী

( ১ ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লাইব্রেরি। ( প্রথম প্রকাশ ১২৯২ বঙ্গাব্দ )

( ২ ) ঐ —লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য। ( প্রথম প্রকাশ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ )
( ৩ ) ঐ —রাশিয়ার চিঠি। ( ১৯৩০ )
( ৪ ) বিমলকুমার দত্ত—রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৬২।
( ৫ ) গ্রন্থাগার ( বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র ) —( একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; ১৩৬৮, বৈশাখ )।

# রবীন্দ্র-আলোকে গ্রন্থাগার

**ডক্টর বিমলকুমার দত্ত**
প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সভ্যতার উষাকাল হ'তে মানুষের জ্ঞান অন্বেষণ যজ্ঞ শুরু হয়। জ্ঞান অন্বেষণ পর্বকে ছায়ার মত অনুসরণ করে জ্ঞান বিতরণের পালা। নানান প্রকারে আকারে ইঙ্গিতে, রেখায় ও অক্ষরে, চিত্রে ও ইতিবৃত্তের নানান স্রোত বেয়ে চলতে রইল জ্ঞান পরিবেষণ। এই পরিবেষণ চেষ্টার ফলে ক্রমে ক্রমে জমে উঠল মাটিতে ও পাথরে লেখা নানান কাহিনী, পেপিরাস, ভূর্জ, তালপাতা ও, তাম্রফলকে লেখা অসংখ্য পুঁথিপত্তর এবং পরে ছাপার অক্ষরে কাগজের বই।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"এই একান্ত আকাঙ্খার কত প্রাচীনকাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই—কত গাছের ছালে, পাতায় কাগজে, কত তুলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক কত প্রয়াস—বাঁ দিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হ'তে অন্য সারে……"

এসিয়া ও ইউরোপের দেশসমূহ সুপ্রাচীনকাল হ'তে একই ধারার অনুসরণে জ্ঞান বিতরণের যজ্ঞ সুরু করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :—"জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক আপনার কথাগুলিকে চিরকালের প্রতিগোচরে আনিবার জন্য তাহাদিগকে পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছেন।" এইভাবে দেশে দেশে দিনে দিনে লিপিশালা জমে উঠেছে। এই সব অধুনা সম্পদের যথাযথ রক্ষা, পরিবর্ধন ও পরিবেষণের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে পুঁথি ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল না। তখন গুরু-শিষ্যকে মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং এই ভাবেই "এক দীপশিখা হইতে আর এক দীপশিখা জ্বলিত।" শিক্ষা বিতরণের এই ছিল পথ। হাতে লেখা পুঁথি ও ছাপা বই চালু হওয়ার আগে সব দেশেই জনশিক্ষা মুখে মুখে প্রচলিত হত। "এমনি কতকাল চলেছে দেশে বারবার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব, প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে কিন্তু সেই সঙ্গে এমনি একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় 'হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে।"

যুগ পরিবর্তন ও কালের গতির তালে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার পরিবর্তন ঘটে। ইতিহাসই তার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য।

বৌদ্ধ ধর্মের ক্রম বিবর্তনের ফলে শিক্ষার ধারা সকল বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতে নালন্দা, তক্ষশীলা, বল্লভী, ওদন্তপুরী প্রভৃতি অসংখ্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তদসংলগ্ন গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে।

বর্তমান কালে জনশিক্ষা প্রসারের এক অভূতপূর্ব আন্দোলন শুরু হ'য়েছে। ধন বন্টনের মতো জ্ঞানবন্টনের

কাজ আরম্ভ হয়েছে। জাতিধর্ম ও বর্ণ বিশেষে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই সম্ভব।

জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিশেষভাবে পুষ্ট করেছেন। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁহার ভাব ও ভাবনার পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে :—"হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।"

দেশের শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের পরম সার্থকতা উপলব্ধি করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারের কার্যধারা সম্বন্ধে গভীরভাবে ও প্রত্যক্ষরূপে চিন্তা করার ফলে ভারতের অন্যতম প্রথম ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার—"চলন্তিকা" ও বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার শান্তিনিকেতনে ও শ্রী নিকেতনে আত্মপ্রকাশ ও পূর্ণতা লাভ করে।

আমাদের দেশের বর্তমান গ্রন্থাগারসমূহ যে দুরবস্থার সম্মুখীন কবিগুরু তাহা প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন :—

"অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহ বাতিকগ্রস্ত। তার বার আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না; ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে। যার অনেক টাকা আমাদের দেশে তাকে বড়োমানুষ বলে অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে—আপন নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগদানের উপরই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আপন অহমিকার তৃপ্তির জন্যে সেটা অত্যাবশ্যক নয়।" সংগৃহীত পুস্তকসম্ভার ব্যবহারের সুবিধা দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগার সমূহকে সক্রিয় ও সৃষ্টিধর্মী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে গ্রাম-উন্নয়ন ছাড়া দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। গ্রামবাসিদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার প্রয়োজন। "শিক্ষার আলোর উঁচু লণ্ঠন ঝোলান হয়েছে ইস্কুল কলেজে কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেওয়ালে বন্দী আলোক হয় তা হলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত পটজোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশ জোড়া ভূমিকা।" ১৯২২ সালে গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টার সূত্রে শ্রী নিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগ গঠিত হয় এবং ঐ বিভাগের সঙ্গে চালু করা হয় ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। দূর গ্রামাঞ্চলে মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে এই অভিনব প্রচেষ্টা আজিও বিশ্বভারতীতে প্রচলিত আছে।

গ্রন্থাগারকে সার্থক প্রতিষ্ঠানে হিসাবে গড়ে তুলতে হ'লে গ্রন্থসংগ্রহ, গ্রন্থাগারকর্মী ও পাঠকগোষ্ঠির মধ্যে ঐকান্তিক একাত্মতার প্রয়োজন। গ্রন্থাগারকর্মীকে পাঠক সৃষ্টি করে সৃষ্টিধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'তে হ'বে। "শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরী করে তোলে।" পাঠক তৈরী করতে হ'লে পাঠকের সুখ-সুবিধা, অভাব অভিযোগ, তার শিক্ষা ও সামাজিক মান, চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের মতো তার লেখার মধ্য দিয়ে পাঠক চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন।

দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শিক্ষাবিস্তারের একান্ত প্রয়োজন এবং এই শিক্ষাবিস্তারের জন্য চাই দেশজোড়া প্রাণবন্ত ও বিজ্ঞান সম্মত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের সার্থকতা উপলব্ধি করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় পাঠকগণকে গ্রন্থাগারে আসবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন আজ আমরা সেই ভাষায় সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি :—

"কত নদী, সমুদ্র, পর্বত উত্তীর্ণ করিয়া মানবের রথ এখানে আসিয়াছে কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই ঘর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্য, সঙ্গীত গান হইতেছে।"

# রবীন্দ্র স্মরণানুষ্ঠান ঃ একটি আবেদন

কণিষ্কভূষণ রায়

পশ্চিমবঙ্গের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি একবার ঈষৎ দুঃখমিশ্রিত বিদ্রূপের সুরেই মন্তব্য করেছিলেন যে এ রাজ্যে সরস্বতীপূজার পর সব চেয়ে জনপ্রিয়, বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত পূজা হল রবীন্দ্রপূজা। এ মন্তব্যে সাধারণ লোকের উচ্ছ্বাসময় ভক্তি প্রকাশ সম্পর্কে কিছুটা বিদ্রূপের ইঙ্গিত রয়েছে বলে বোধ হ'তে পারে ঠিকই, কিন্তু এ মন্তব্যে খেদের যে প্রকাশ পেয়েছে তা মর্মান্তিক ভাবেই সত্য।

একথাও-মর্মান্তিক ভাবেই সত্য যে সরস্বতী পূজার বহুলতা যেমন বিদ্যার প্রতি আকর্ষণের বৃদ্ধি বোঝায় না, রবীন্দ্র স্মরণোৎসব পালনের বহুলতাও তেমনি রবীন্দ্র সাহিত্য পঠন-পাঠনের, রবীন্দ্রচিন্তার অংশগ্রহণের অর্থাৎ গভীর ভাবে রবীন্দ্রচর্চার বৃদ্ধি বোঝায় না।

এ মন্তব্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত লোকজনের মধ্যে রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুমানের উপর ভিত্তি করেই করতে হ'ল। কারণ এ রাজ্যে ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম গ্রন্থাগারের কোনোওটিতেই পরিসংখ্যান রাখার কোনোও বালাই নজরে পড়েনি। কাজেই বাস্তব ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যে কোনও সিদ্ধান্তে আসবো তার কোনও রাস্তাই এ দিকে খোলা নেই।

অপর দিক হ'ল রবীন্দ্রসাহিত্যের বিক্রয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য ক্রেতার সংখ্যা আগের তুলনায় নিশ্চয়ই বেড়েছে। কিন্তু তার কতটা জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিক্ষার হারের বৃদ্ধির ফলস্বরূপ এবং কতটা "মেহগনি'র মক-জুড়ি পঞ্চাশ হাজার গ্রন্থ" সভার গড়ে তোলার উত্তেজনার ফল, তা খুঁটিয়ে বিচার করে দেখার অপেক্ষা রাখে। আমার সন্দিগ্ধ চিত্তের এ উক্তিকে আমাদের শিক্ষক মহাশয়ের মন্তব্যের পটভূমিকায় আর একটু খতিয়ে দেখা যাক।

ভারতের সর্বত্র কিনা জানিনা কিন্তু আমাদের-পশ্চিমবঙ্গে সার্বজনীন পূজা সংগঠন নামের কতকগুলি অর্থ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত কাজ করে যায়। এর কতকগুলি এখনই অর্থবলের কৌলিন্যে ক্ষুদ্র শিল্পের আঙিনা থেকে বৃহৎ শিল্পের দরবারে প্রবেশ করতে চলেছে। অল্পদিন এদের কাজকর্ম লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এঁদের মূল লক্ষ্য পূজা নয়, "উৎসব" অর্থাৎ জাঁক জমক সহকারে হৈচৈ করা এবং তার ফলস্বরূপ অঞ্চলে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির এবং সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধার ফসল তোলা। সংশ্লিষ্ট পূজা ও উৎসবের ব্যয়ভার, বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলেই এ সত্য প্রকাশিত হবে। কোনও উৎসাহী বন্ধু এই সার্বজনীন পূজাগুলির বাজেট বা বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণকে আনুপাতিক হারে বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাবেন যে আলোক সজ্জা, মণ্ডপ নির্মাণ এবং বিলাসনের শব্দ-বর্ণ-সমুজ্জ্বল মিছিলের তুলনায় প্রতিমার জন্য বা পূজার জন্য যে খরচ হয় তার পরিমাণ কত নগণ্য। শুধু রাত্রি আলো আর শব্দের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। কেবল মাত্র জাঁকজমক দেখিয়ে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা। শিল্প সৌন্দর্যের নিদর্শনও মন্দির ও প্রতিমার নির্মাণ-কৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাও যথেষ্ট নিম্নমানের "কালচারাল কাংশান" বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নামধেয় যে বস্তুটি এই উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয় বহুক্ষেত্রেই তার 'কাংশান' অংশটিকে মনে মনে বোঝা যায় কিন্তু তার মধ্যে 'কালচার' বা সংস্কৃতি যে কোথায় লুকিয়ে থাকে তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না। সামগ্রিক এই অবস্থার মধ্যে দেবদেবীর প্রতি ভক্তি নিষ্ঠ পূজা নিবেদন আজ পারিবারিক পূজাগুলির মধ্যেই নির্বাসিত।

আমাদের প্রশ্নের শিক্ষকমহাশয়ের খেদোক্তির মূল কারণ

বোধহয় এইই ছিল যে রবীন্দ্রনাথের স্মরণানুষ্ঠানগুলিকে তিনি একইভাবে "উৎসবের" বহুত্বের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছিলেন। বর্তমান পটভূমিকায় বিচার ক'রলে তাঁর এ দৃষ্টিপ্রকাশকে বোধহয় অহেতুক বলা যায় না। বিভিন্ন স্মরণানুষ্ঠানগুলির কার্যসূচীগুলিকে যদি একই ভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে এই সব স্মরণানুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যে রবীন্দ্রনাথকে শ্রোতা ও দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চান তিনি শুধু কয়েকটি নৃত্যনাট্য, দু'একটি নাটক ও এক আধটি উপন্যাস বা গল্প রচনা করেছেন। আর রচনা করেছেন মুষ্টিমেয় কয়েকটি, খুব বেশী হলে দু তিনশ'র মত কোমল ভাবের ও কোমল সুরের গান ও কবিতা। লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী যে মহামানব বিংশশতাব্দী পর্যন্ত এগিয়ে আসা মানব সভ্যতার গতিকে সার্থক ভাবে উপলব্ধি করে, বর্তমানকে সুষ্ঠু ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে, ভবিষ্যতের কল্যাণময় অগ্রগমনের পথকে সমকালীন মানব সমাজের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর অজস্র রচনার মধ্য দিয়ে সেই রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ কণ্ঠের বহু বক্তব্যকে তাঁর রচিত গান, কবিতা ও প্রবন্ধাংশকে সাধারণত গ্রথিত করে, তাঁর বক্তব্যকে তাঁর নিজেরই কথায় পেশ করবার কোনও নিদর্শন প্রায় কোথাও নজরে পড়ে না। বস্তুক্ষেত্রে অক্ষয়চিত্তের তাপে কণ্টকিত এবং অক্ষম হাতের পরিমার্জন ও পরিবর্জনে ক্ষতবিক্ষত রবীন্দ্রনাথ অক্ষম স্বেচ্ছাচারী শিল্পীর হাতে গড়া প্রতিমার মত দর্শক ও শ্রোতাদের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকেন।

এই ধরণের বৈশিষ্ট্যবিহীন রবীন্দ্রস্মরণানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে বিকৃত ধারণা আমাদের মনে সৃষ্ট হতে থাকে তা এই যে তিনি মূলতঃ সমস্ত আলোড়িত জনজীবনকে পরিহারকারী, প্রকৃতির আলোছায়ার মায়ার ঘেরা নিভৃত আবাসে ছন্দ বিলাসের স্বপ্নে মশগুল এক কবি মাত্র ছিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ জালিয়ান-ওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছিলেন, রাজরোষ উপেক্ষা ক'রে বন্যায় রাজবন্দীদের উপর গুলিচালানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বন্যার স্যাম্পের রাজবন্দীদের অভিনন্দনের মানপত্র কিন্তু অগ্নিময় প্রত্যাভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন, আফ্রিকার উপর শ্বেতাঙ্গ জাতির বর্বর অত্যাচারকে, মহাচীনের উপর শ্বেতাঙ্গদের এবং জাপানের বর্বরতাকে, নাৎসীবাদী, ফিসবাদী বর্বর ঘাতকদের পশুত্বের প্রকাশকে নিন্দম ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছিলেন এবং জীবনের প্রান্তে এসে অনুভব করেছিলেন যে এই সীমাহীন অত্যাচারের ঘটনাবলীর মধ্যে দাঁড়িয়ে 'শান্তির ললিত-বাণী' উচ্চারণ 'ব্যর্থ পরিহাসের' মতই শোনাবে এবং সেই জন্যই অত্যাচারী দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য যে বীরের দল ঘরে ঘরে প্রস্তুত হয়ে চলেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আসন্ন প্রায় সংগ্রামের আহ্বান রেখে গিয়েছেন, সে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কোনও নিদর্শন কোনও স্মরণানুষ্ঠানে পেশ করতে দেখেছি বা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের মর্মান্তিক খেদোক্তির লক্ষ্য "অন্নপাষ্টী রক্তশোষী শুষ্কপাষ্টী জীবের" মুখোসের মত বৈচিত্র্য-বিহীন রবীন্দ্রস্মরণানুষ্ঠানের কি করুণ নিদর্শন!

প্রশ্ন উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরণের চিন্তার কথা অন্য ভাবে আলোচিত হয় কিনা এবং স্মরণানুষ্ঠানের সভাগুলিই এই সব দিক তুলে ধরার প্রকৃষ্ট স্থান কিনা। তার উত্তরে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহু বিভিন্ন ধরণের গবেষণা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে ঠিকই এবং তাতে উপরে বর্ণিত দিক সমেত আরও বহুদিক নিয়ে আলোচনা থাকতেই পারে, কিন্তু সেগুলির পরিবেশন বা ব্যবহার মোটামুটি বিদগ্ধ জ্ঞানলাভেচ্ছু পাঠককুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শিক্ষাদীক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম সৌভাগ্যবান, অপেক্ষাকৃত কম কৌতূহলসম্পন্ন সাধারণ লোকের কাছে এই সমস্ত দিক অপেক্ষাকৃত কম জানা, এমন কি, অজ্ঞাত থেকে যায়। কাজেই প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের যে ছবি বারবার তুলে তুলে ধরা হয় তা ঐ আরাম কেদারায় দার্শনিক, ছন্দ-বিলাসী সাহিত্যিকের মাত্র। সাহিত্যকে ছাড়িয়ে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান মানুষটি দেশ কালের সীমানাকে, বিভিন্ন ধরণের গণ্ডীবদ্ধের সীমানাকে, সাধ্যমত অতিক্রম করে সারাজীবন নানা ধরণের অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন,

সেই দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উৎসাহ জাগিয়েছেন, সেই রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত উজ্জ্বল ছবি এই সব প্রথাসর্বস্ব স্মরণানুষ্ঠান থেকে একান্তই বাদ পড়ে যায়। জানি না এর কোনও গভীর সামাজিক কারণ বা তাৎপর্য আছে কিনা।

এখানেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে সাধারণ দর্শক ও শ্রোতা যাঁদের শিক্ষা দীক্ষা বা কৌতূহল অপেক্ষাকৃত সীমিত তাঁরা কোনও কষ্টবোধ্য কর্মসূচীকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবেন কিনা? তারও উত্তর আছে, তা এই যে, দর্শক বা শ্রোতৃবৃন্দের সব ধরণের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতাকে মেনে নিয়েই তাঁদের কাছে উপযুক্ত ভাবে চিত্তাকর্ষক ক'রে রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্যকে তাঁর নিজেরই কথায় পেশ ক'রে, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার মত ক'রে, রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার; এবং তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন এই স্মরণানুষ্ঠানগুলির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। তা না করে শুধু মাত্র বিনোদনের ব্যাপারটিতে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচী প্রণয়ন, আমাদের ঋণ স্বীকার বা শ্রদ্ধানিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একান্তই অসম্পূর্ণ এবং ফলে ত্রুটিময়।

আমাদের একথাও মনে রাখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর ইতিহাসের এমন অতিবিরল সাহিত্যিকদের একজন যাঁরা সর্বকালের সর্বদেশের এবং সর্বশ্রেণীর প্রপীড়িত মানুষের সুপ্ত সুন্দর আত্মপ্রকাশের বাধাকে বেদনাকে সাধ্যমত রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। কাজেই তাঁর অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, হয়ত সহজবোধ্যও, অংশগুলিকেই শুধু বার বার সমাজ মানসে প্রতিফলিত ক'রে তাঁর সঙ্কীর্ণ ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করা তাঁর প্রতি অবিচার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া এ কথা ভাবারও কোন কারণ নেই-যে নির্বাচিত ভাবের সঙ্গে সংগতি গান, কবিতা ও প্রবন্ধাংশগুলি সুনির্বাচিত হ'লে, সুগ্রথিত হ'লে এবং সমস্ত কর্মসূচীটি সুপরিবেশিত হ'লে আমাদের রাজ্যের সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির লোকেরা গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হবেন। তাঁদের এই-সম্ভাব্য অনীহাকে স্বভাবসিদ্ধ বলে ভাবাও তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি কল্পনাশক্তির প্রতি অবিচার করা।

ঐ ধরণের চিন্তাভাবনা, হয়তো কিছু শ্রমসাধ্যও, কর্মসূচী গ্রহণের-বাধার আসল মূল থাকে অন্যত্র। এত সংগঠনের পূজার ব্যবসায়িক বুদ্ধি সম্পন্ন সংগঠকরা যে নিপুণতার সঙ্গে পূজার ব্যাপারটিকে সমস্ত সত্যিকে রেখে তাঁদের লাভজনক এবং লোভজনক "উৎসব" অংশকে অপূর্ব তাৎপর্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্মরণানুষ্ঠানগুলি থেকে একই নৈপুণ্যে নির্বাসিত করে রাখা না গেলেও, তাঁর আসল গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে অন্তরালে রেখে এর অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা সম্ভব এবং সেইই বোধ হয় এখন ব্যাপক ভাবে করা হয়ে চলেছে। উদ্যোক্তা মূলে যে উদ্দেশ্য সহজে নানা ধরণের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অর্থোপার্জনের সুযোগ খোঁজে, কাজেই স্বল্প পরিশ্রমে সিদ্ধি লাভের পথ খোঁজা এ ধরণের উদ্যোক্তাদের কাছে বুদ্ধিমানের কাজ বলে বোধ হতেই পারে। কাজেই কিছুটা কায়িক কিছুটা মানসিক পরিশ্রমের সুযোগ নিয়েও অপর ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করে প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা বার বার তুলে ধরার চেষ্টা না করি তবে "উৎসবী" হুজুগের পেছনে যে তাঁকে কোথায় তলিয়ে নিয়ে যাবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির, আকাডেমি, শিশিরমঞ্চ প্রভৃতি নামী-দামী মঞ্চে যাঁরা রবীন্দ্রস্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন তাঁদের কাছে আমার আবেদন একান্ত-সীমিত ও নগণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তাঁদের মূল উদ্দেশ্য থাকে তাঁদের অনুষ্ঠানের সাফল্য, যাতে অন্ততপক্ষে তাঁদের বাঞ্ছিত অর্থ টুকু উঠে আসে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কোনোও ধ্যানধারণাকে পেশ করা তাঁদের কাছে একান্তই গৌণ ব্যাপার। এই ধরণের প্রচেষ্টায় কোনোও আর্থিক বা সাংগঠনিক ঝুঁকি নেওয়ায় তাঁদের অনীহা থাকতেই পারে।

টিকিট বিক্রী করে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ যাঁদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাঁদের কাছে এই ধরণের আবেদন সম্পূর্ণ নিরর্থক, হয়তো বিপজ্জনকও কারণ তাঁদের বিচার ব্যবসায়ীর বিচার, আদর্শবাদীর হিসাব নিকাশ নয়।

ব্যবসায়িক সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হ'য়ে অর্থনৈতিক ঝুঁকি নেওয়া তাঁদের কাছে অর্থহীন।

কাজেই রবীন্দ্রজয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় ব্যবসা করাও যাঁদের উদ্দেশ্য নয় সেই সব ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলির কাছেই আমার আবেদন যে গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে নিজেদের পছন্দমত রবীন্দ্র সাহিত্যকে সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখুন এবং এক একটি স্মরণ সভার জন্য এক একটি দিককে নির্বাচিত করে তাঁর রচিত সঙ্গীত যুক্ত গান, কবিতা ও প্রবন্ধাংশকে নির্বাচিত এবং সুগ্রথিত করে গল্পাংশে গল্পাংশে বর্ণনার মত করে আপনাদের স্মরণানুষ্ঠানে প্রত্যর্ঘ্য অর্পণ করুন। তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অনেক গভীর ভাবেই জ্ঞাপন করা হবে। বছরের পর বছর বৈচিত্র্যবিহীন স্মরণানুষ্ঠান পালন করে আপনাদের আনন্দের অনুষ্ঠানকে অপরের কাছে অশ্রদ্ধার বিষয় করে তুলবেন না।

গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের, বিশেষ করে সাধারণ-গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কাছে আমার আবেদন যে আপনাদের ২৫শে বৈশাখ বা ২২শে শ্রাবণের স্মরণ সভার জন্য একটি সুসাধ্য কর্মসূচী গ্রহণ করুন। প্রয়োজন হ'লে রবীন্দ্রনাথের যে দিকটি উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরতে চান তার এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত গান, কবিতা, প্রবন্ধাংশের নির্বাচন এবং গ্রন্থনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বা অঞ্চলের এক বা একাধিক রবীন্দ্র-প্রেমী মানুষের সহায়তা নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ কর্মসূচী প্রণয়ন করুন। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য কোনও খ্যাতনামা শিল্পীর বা শিল্পীযুক্তের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতিষ্ঠানের সদস্য বা অঞ্চলের অধিবাসী তরুণ-তরুণী বা বালক-বালিকাদের মধ্য থেকেই সম্ভবমত নিপুণ আবৃত্তিকার, সঙ্গীতশিল্পী বা চিত্র শিল্পীদের খুঁজে বার করুন। তাঁদের সাহায্যেই আপনাদের স্মরণানুষ্ঠানের কর্মসূচী ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ও আপনাদের নির্বাচিত শিল্পীদের অনুষ্ঠানের উপযোগী করে অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনীকে সফল করুন এবং অঞ্চলের লোকেদের কাছে আনন্দের ও উপভোগের ঘটনা করে তুলুন। মনে রাখতে হবে এটি একটি সামগ্রিক কর্মসূচী এবং এর সাফল্য কোনও এক জনের নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করবে না। এর উৎকর্ষ নির্ভর করবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে রচিত সুনিপুণ সামগ্রিক পরিবেশনে। তাই সামগ্রিক অনুশীলন এবং পরিচালন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভব হলে অঞ্চলের একাধিক গ্রন্থাগার পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি পরস্পর পরিপূরক কর্মসূচীও গ্রহণ করতে পারেন। বিভিন্ন দিনে এই অনুষ্ঠানগুলি পালন করলে অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত কোনও দিককে অনেক বেশী ব্যাপক ভাবে, উল্লেখযোগ্য নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরতে পারবেন।

প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে জনসাধারণের কাছে বার বার তুলে ধরার নৈতিক দায়িত্ব দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উপর অবশ্যই বর্তায়। সে দায়িত্ব গুরুভার হলেও তা আনন্দের। গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা সে দায়িত্ব আনন্দের সঙ্গে মাথায় তুলে নিলে এবং উপযুক্ত উৎসাহের সঙ্গে তা পালন করতে সক্ষম হ'লে সমস্ত দেশ এবং ভবিষ্যতের দেশবাসীরা সার্থক কর্তব্য পালনের জন্য তাঁদের কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবে।

# রবীন্দ্রনাথ

## সম্পাদকীয়

এ বৎসর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশ পঁচিশতম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দেশের সর্বত্র প্রায় প্রতিদিনই অসংখ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে। সে সব অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়, আলোচিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কর্ম তথা শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনার কথা। তাঁর এইসব চিন্তাধারার নব মূল্যায়নও হচ্ছে আর সেসব প্রচারিত হচ্ছে রেডিও, টি. ভি., সংবাদপত্র এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকর্ম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে রাশি রাশি বই। আশা করা যায়, এই স্রোত অব্যাহত থাকবে আরো অনেকদিন পর্যন্ত।

কিন্তু এত যে আয়োজন হচ্ছে তবু আমরা সেই বিরাট প্রতিভা সম্পর্কে কতখানি জানতে বা বুঝতে পেরেছি? তাঁর কর্মবহুল দীর্ঘজীবন যেমন আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে তেমনি তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টিকর্মের পরিচয় পেয়ে আমরা ততোধিক বিস্মিত হই। রবীন্দ্রনাথকে নানাজন নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁকে নানা নামে অভিহিত করেছেন। কেউ তাঁকে কবিগুরু বা বিশ্বকবি বলেছেন, আবার কেউ তাঁকে উপনিষদের ঋষির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ আবার তাঁকে মিষ্টিক অথবা মর্মী সুফির সন্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্যান্য মহাকবি কালিদাস, শেক্সপীয়র, গায়টে ইত্যাদির সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা হয়েছে। জীবনে তাঁকে লেখক ছাড়াও আরও অন্য অনেক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। তিনি শিক্ষাব্রতী, মাতৃভাষার প্রসারে উদ্যোগী, গ্রামোন্নয়নে উৎসাহী, সমাজ সংস্কারক, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী ও মানবতাবাদী, জাতীয়তা-বাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী। সমসাময়িক কালের মানুষ যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁরাও মানুষ হিসেবে তাঁর অসাধারণ গুণ এবং ভরপুর মনের সংস্পর্শে এসে চমৎকৃত হয়েছিলেন। সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যাতে তিনি অবাধ বিচরণ না করেছেন। তাছাড়া নৃত্য-গীত-অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে এবং চিত্রকলার মাধ্যমেও তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে। মূলত কবি ও শিল্পী হলেও তাঁর চেতনার বিকাশ হয়েছে দেশ-কাল ও সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করে এক বিরাট পটভূমিতে, কল্পনা থেকে বাস্তবে, নিসর্গ থেকে মানুষে এবং পৃথিবী থেকে মহাকাশে। এখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিন্তায় ও চেতনায়, মননে, মর্মে ও মগ্নচৈতন্যে অনেকখানিই জুড়ে আছেন। তিনি আমাদের কর্মের প্রেরণা। তাঁর মধ্য দিয়েই উজ্জীবিত হয়েছে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তাঁর চিন্তাধারা যে এখনও প্রাসঙ্গিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ রচিত সঙ্গীত এখন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। দেশে বিদেশে তাঁর নামাঙ্কিত কত প্রতিষ্ঠান এখন গড়ে উঠেছে। এই কলিকাতা শহরেই তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি ছাড়াও তাঁর নামে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, সরণি, প্রেক্ষাগৃহ, সরোবর, সেতু ইত্যাদি। তাঁর প্রতিটি জন্মদিনে এখনো নৃত্য-গীত-নাটক দিয়ে অসংখ্য রবীন্দ্রপূজা হচ্ছে। এসব করেই যেন আমরা তাঁর স্মৃতিকে স্থায়ী করেছি এবং এজন্যই মৃত্যুর পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও তিনি টিঁকে আছেন, এরূপ ভাবা মূঢ়তা বৈকি। মহাকবি-শেক্সপীয়র পাঁচশ বছর পরেও বিশ্ববাসীর কাছে প্রিয় এবং পঠিত হন তা তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টির জন্যই। আর রবীন্দ্রনাথও যে আরও অনেক অনেক বছর ধরে সমগ্র বিশ্বে আদৃত হবেন তাও তাঁর অমরসৃষ্টির জন্যই। অন্তত দেশে

এবং বিদেশে ক্রমবর্ধমান রবীন্দ্রচর্চা সেই ইঙ্গিতই বহন করে।

আমাদের গ্রন্থাগারিকদের কাছে অবশ্য এছেন রবীন্দ্রনাথের নামের আরও একটি তাৎপর্য রয়েছে। ১৯২৪ সালে গঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। এজন্য গ্রন্থাগারিক হিসেবে আমরা গর্ববোধ করি।

রবীন্দ্রসাহিত্যের মনোযোগী পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সেখানে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও পাঠক সমাজ সম্পর্কে কিছু লেখা আছে যেগুলি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। তাঁর এই অভিমতগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখনকার দিনেও খুবই প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথের একশ পঁচিশতম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পঁচিশ বছর আগে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার রচনাগুলি বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে, কারণ পঁচিশ বছর পরেও এই লেখাগুলি প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। আর পত্রিকার বর্তমান পাঠকদের কাছে এই উদ্দেশ্যেই রচনাগুলি তুলে ধরা হচ্ছে। একই উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিমল কুমার দত্তের 'রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার' বইটিরও পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে। এটি অনেককাল আগেই নিঃশেষিত।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে আমরা যে শপথ গ্রহণ করেছিলাম তারপর পঁচিশ বছর কেটে গেছে। সম্প্রতিকালে সরকারী আনুকূল্যে ও তৎপরতার ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রন্থাগার বৃত্তিরও উন্নতি হয়েছে। জনসাধারণও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী গ্রন্থাগার মনস্ক হয়েছেন এটা ধরে নিতে বাধা নেই। কিন্তু আমরা গ্রন্থাগারিকরা কি আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে আরও অধিক সচেতন হয়েছি এবং আমাদের দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছি? রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত দায়িত্ব বহন করার মত প্রস্তুতি কি আমাদের আছে?

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কখনো কল্পনার গন্ধমদন বিনারে বাস করেন নি। তিনি তাঁর চিন্তাভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবারও চেষ্টা করেছেন। যৌবনে কার্যোপলক্ষে তিনি অনেকদিন গ্রাম বাংলায় কাটিয়েছিলেন এবং গ্রামের সাধারণ মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। ঐ সময়ে গ্রামের গরীব মানুষ ও অশিক্ষিত চাষীর অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অনেক চিন্তাভাবনা তাঁকে করতে দেখা যায়। আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা, কৃষি ব্যাঙ্ক ও শস্য ভাণ্ডার স্থাপন, সমবায় সমিতি গঠন, ভেষজ খোলা, গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা এবং বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে তাঁর ভাবনা বাস্তবে রূপ পেয়েছিল। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগ স্থাপনও কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তাঁর পূর্বচিন্তার সূত্র ধরেই এইসব এসেছে। এই কর্মী রবীন্দ্রনাথকেও আমাদের বুঝতে হবে এবং জানতে হবে। বুঝতে হবে যে তিনি শুধু মাত্র গান-কবিতা-নাটক-গল্প-উপন্যাসই লেখেননি। তিনি যেমন উঁচুদরের ভাবুক ছিলেন তাঁর ভাবনাকে তিনি তেমনি বাস্তবে রূপায়িত করতেও জানতেন।

পরিণত বয়সে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাঁর আকুতি লক্ষ্য করার মত। তিনি অনুভব করেছিলেন, তাঁর কবিতা বহু বিচিত্র পথ গেয়েও তা সর্বগামী হয়নি। দেশের শতকরা সত্তরজন নিরক্ষর মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী কি করে পৌঁছাবে? এসব মানুষের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেবার উপায় হল নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তোলা। এজন্য ব্যাপক সাক্ষরতার অভিযান চালানো প্রয়োজন। তারপর গ্রামের নিরক্ষর মানুষ তো গ্রন্থাগারেই আসেন না। তাঁদের গ্রন্থাগারে টেনে আনার উপায় কি? রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা আবৃত্তি, নাটকের অভিনয় বা নৃত্যনাট্য অবশ্য নিরক্ষরেরাও উপভোগ করতে পারেন। তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরাই কি রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করেন? আর কিছু গল্প উপন্যাস, নাটক বা কবিতা পড়া হলেও সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য প্রায় অপঠিতই থাকে। বই কিনে যাঁরা ব্যক্তিগত সংগ্রহ গড়ে তোলেন অত্যাধিক মূল্যের জন্য রবীন্দ্র রচনাবলী সংগ্রহে তাঁরাও আগ্রহী হন না। হয়তো

কবির মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর ১৩৯১ সালে যখন তাঁর বইগুলি আর গ্রন্থস্বত্ব আইনের আওতায় থাকবে না তখন স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্র রচনাবলী সুলভ হবে এবং অনেকেই তা সংগ্রহ করতে উৎসাহী হবেন।

বর্তমানে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ঘটায় গ্রামোন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে? জনসাধারণের সাক্ষর অংশ যেমন বই পড়ার সুযোগ পেয়েছেন নিরক্ষর এবং অল্পশিক্ষিত জনসাধারণও গ্রামের গরীব জনসাধারণও যাতে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন গ্রন্থাগারিকদের তা অবশ্যই ভাবতে হবে। এবং এজন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। মূঢ়, জ্ঞানমূঢ়, নিরক্ষর জনসাধারণও যেন রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে আনন্দ পেতে পারেন তাঁদের দুঃখ-বেদনায় সান্ত্বনা পেতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী থেকে তাঁরা কর্মে প্রেরণা পাবেন, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম চালাবার শক্তি অর্জন করবেন। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পথ দেখাবেন। গ্রামের মানুষের মধ্য থেকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করতে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ চিন্তা পৌঁছে দিতে হবে আর এই কাজে সহায়ক হবে গ্রামের গ্রন্থাগার। সম্প্রতি গ্রামোন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচী হচ্ছে তাতেও গ্রন্থাগার সহায়ক হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, গ্রামের উন্নতি মানেই দেশের উন্নতি হবে না। দেশ তাঁর কাছে ছিল দেশের মানুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন অজ্ঞ, কুসংস্কারগ্রস্ত নিরক্ষর মানুষের মুক্তি না হলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হবে না। বর্তমানে অপসংস্কৃতি, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রপন্থা যখন আমাদের জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করছে, চরম আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের ফলে দেশের অগ্রগতি যখন ব্যাহত হচ্ছে তখনই রবীন্দ্রনাথকে বেশী করে স্মরণ করা প্রয়োজন। আপোষহীন সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথকে তখনই বেশী করে তুলে ধরা প্রয়োজন। আর এরকম কর্মসূচী আমরা যদি গ্রহণ করতে পারি তবেই গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠবে এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তর-সাধিকা পালনে আমরা সক্ষম হব।

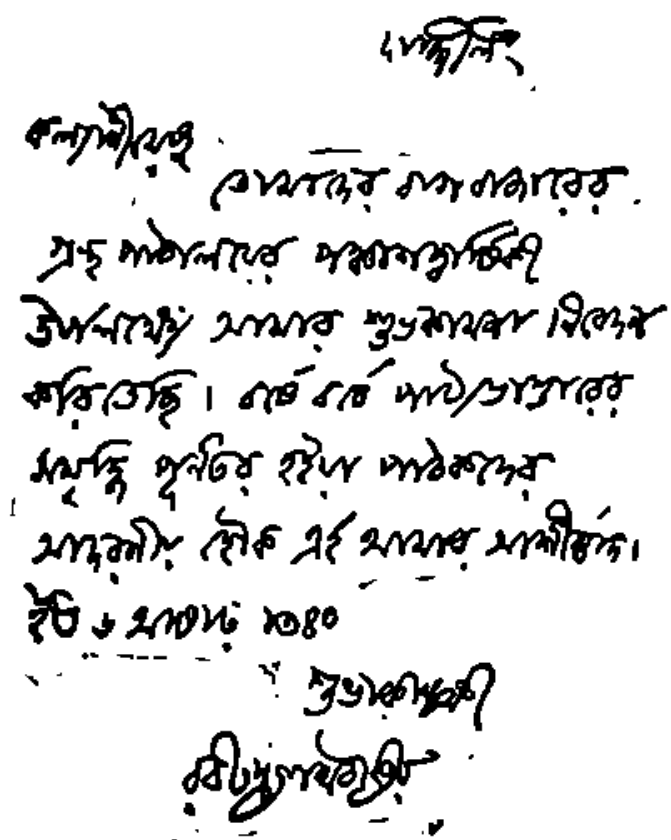

( বাগবাজার গ্রন্থাগারের সৌজন্যে )

শিল্পী : গণেশ ভট্টাচার্য

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

# নির্ঘণ্ট

পঞ্চত্রিংশতি বর্ষ : বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৯২

সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

রেজিষ্টার্ড অফিস
সেন্ট্রাল লাইব্রেরী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা : ৭০০০৭৩

অফিস
সি, ১৩৪ সি. আই, টি রোড
কলিকাতা-৭০০০১৪
ফোন : ২৯-৮৪৬৬

## নির্ঘণ্টিকা

১ম অংশ : **লেখক-আখ্যা বিভাগ :** লেখকের নাম ও প্রকাশিত অন্যান্য আখ্যাসমূহ পৃষ্ঠাসংখ্যা সহ নির্দেশিত ও বর্ণানুক্রমে সজ্জিত।

২য় অংশ : **বিভাগ সূচী :** গ্রন্থাগার পত্রিকায় নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত। যেমন, গ্রন্থাগার সংবাদ, সম্পাদকীয়, English abstract ইত্যাদি।

৩য় অংশ : **বিষয়ানুগ নির্ঘণ্ট :** নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধের আখ্যা বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।

নির্ঘণ্ট সংকলনে : গৌতম গোস্বামী।

# লেখক—আখ্যা বিভাগ


পৃঃ

১০, ৩, ৮৪ তারিখে পরিষদ ভবনে হস্তলিখন অনুষ্ঠানে হস্তলিখনের তালিকা ১৬

৭০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা দ্রঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৪৩

অনিল কুমার দাঃ। ইউ জি সি রিফ্রেসার কোর্স ৪৭

অরুণ কুমার সরকার। প্রভাত কুমার স্মরণে ১৪০

অসুস্থ সেবা ও তথ্য পরিবেশনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা দ্রঃ প্রবীর রায়চৌধুরী ৪৯

অশোক প্রামাণিক। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক ও ও আর্থিক অবস্থা ১৯০

ইউ জি সি রিফ্রেসার কোর্স দ্রঃ অনিল কুমার দাঃ ৪৭

ইতস্ততঃ ( স্মৃতিচারণ ) দ্রঃ প্রমীল চন্দ্র বসু ৭২, ১০৪ ১৩৬, ১৭৬, ২১২

ইয়াসলিকের পঞ্চাশ সর্বভারতীয় সম্মেলন ২২৪

কবিতা মুখার্জী। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ১৮২

কবিতা মুখার্জী। প্রাচীন ভারতে লেখনী সামগ্রী ২৮

কর্মী-সমিতির কথা ২৪০

কিছুক্ষণের দেখা দুটি রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দ্রঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৪

কুণাল সিংহ। গ্রন্থাগার পরিচিতি : শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৫

গৌতম গোস্বামী। বিদেশী ভাষায় রচিত প্রবন্ধ হতে প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত তথ্যআহরণ পদ্ধতি ২৫-২৭

গ্রন্থ ব্যবহারেরমুখী গ্রন্থকল্প দ্রঃ নন্দদুলাল দলাক ও বিনোদ বিহারী দাস ৭৮

গ্রন্থ সমালোচনা : গ্রন্থাগার বিদ্যা : বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রঃ জব চার্ণক ৩৯

গ্রন্থাগার দিবস ১৬৪, ১৯০

গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব ১৯৩

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র—নির্ঘণ্ট ( চতুস্ত্রিংশতি বর্ষ, বৈশাখ/চৈত্র, ১৩৯১ ) আষাঢ়, i-viii

গ্রন্থাগার পরিচিতি : শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী দ্রঃ কুণাল সিংহ ১৮৫

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন : বাণীপুর, ২৪ পরগণা ৪০

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের ফলাফল ৫৯

গ্রন্থাগার সংবাদ ১৩-১৪, ৪০, ৬১, ৮৭, ১৬৩, ২৩৪

গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগ দ্রঃ শ্রীচতুর্মুখ ৪৩

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা দ্রঃ কবিতা মুখার্জী ১৮২

চিঠিপত্র (গ্রন্থাগার : কারজন্ত) দ্রঃ সলিল চাকলাদার ৩৭

জব চার্ণক। গ্রন্থ সমালোচনা : গ্রন্থাগার বিদ্যা বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কনভেনশন ৯

জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান চিত্র দ্রঃ রাজর্ষি মুখোপাধ্যায় ৬

জাতীয় পুস্তকনীতি ও গ্রন্থাগার ( সম্পাদকীয় ) ১৭৩

জাতীয় পুস্তকনীতি সংক্রান্ত খসড়া দলিল ১৯৪

জাতীয় শিক্ষানীতি ও গ্রন্থাগার ( সম্পাদকীয় ) ১০১

জাতীয় শিক্ষানীতি, তথ্য ও গ্রন্থাগার নীতি এবং কম্পিউটার যুগ ( সম্পাদকীয় ) ২০৯

নন্দ দুলাল দলাক। লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, মস্কো ৩১

নন্দ দুলাল দলাক ও বিনোদ বিহারী দাস। গ্রন্থ-ব্যবহারেরমুখী গ্রন্থকল্প ৭৮

পত্র-পত্রিকা সমালোচনা ৬২

পরিষদ কথা ৪৫, ৬০, ৮৭, ১৬৪

পরিষদে বিদেশী অতিথি ১৮৭

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ১৪

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থমেলা ও সাধারণ গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়) ১৩৩

পৃষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সার্ভিস রুলস জৈষ্ঠ (সরকারী সার্কুলার) I-xxi

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সার্ভিস রুলস্ (সম্পাদকীয়) ১৫

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের নবতম সংশোধন (সম্পাদকীয়) ৪১

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা ডঃ অশোক প্রামাণিক ১৪০

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাকর্মীদের জন্য পেনসন রুলস, বৈশাখ I-xxvi

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন (সংশোধনী) ১৯৮৫ এর ধারা সমূহের সারমর্ম ১১৯

পুস্তক সমালোচনা ৮৮

প্রদীপ কুমার সরকার। সাধারণ গ্রন্থাগারে সদস্যদের মতামত : একটি সমীক্ষা ২১৮

প্রবীর রায়চৌধুরী। অনুন্নত সেবা ও তথ্য পরিবেশনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ৪৯

সরকার পোষিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে কয়েকটি কথা ১৭

প্রবোধ ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন ৮৩

প্রভাত কুমার স্মরণে ডঃ অমূল্য কুমার সরকার ১৪০

প্রমীল চন্দ্র বসু। ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ) ৭২, ১০৭, ১৩৬, ১৭৬, ২১২

প্রাচীন ভারতে লেখনী সামগ্রী ডঃ কবিতা মুখার্জী ২৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ৫০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৪৬

ঐ কাউন্সিল সভার বিবরণী ২৩১

ঐ বিশেষ সাধারণ সভা ১৪৩

ঐ সমাবর্তন উৎসব ১২

বিদেশী ভাষায় রচিত প্রবন্ধ হতে গ্রন্থকিবিদ্যা সম্পর্কিত তথ্য আহরণ পদ্ধতি ডঃ গৌতম গোস্বামী ২৫

পৃষ্ঠা

বিদ্যুৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য সহ ডঃ ভবানী কুমার ঘোষ ৪৩

বিনোদ বিহারী দাস ও নন্দ দুলাল বসাক। গ্রন্থ-ব্যবহারমুখী গ্রন্থক্রম ৭৮

বিশেষ সাধারণ সভা ডঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৪৩

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন ডঃ প্রবোধ ভট্টাচার্য ৮৩

ভবানী কুমার ঘোষ : বিদ্যুৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য সহ ৩৯

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩১তম সম্মেলন ২২৩

ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকা সমূহের তালিকা ১২৭

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার ও নীতি ডঃ মুরারী ঘোষ ৭

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়) ১

ভারতের জাতীয় তথ্য ও গ্রন্থাগারনীতি (সম্পাদকীয়) ৬৯

ভোমরা চ্যাটার্জী। সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী বন্টন ব্যবস্থা ১১০

মুরারী ঘোষ। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার ও নীতি ৭

রাজর্ষি মুখোপাধ্যায়। জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান চিত্র ৬

রাজ্য গ্রন্থাগার শিক্ষায় শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা (সম্পাদকীয়) ২৩

লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, মস্কো ডঃ নন্দ দুলাল বসাক ৩১

শ্রী চতুর্বেদ। গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগ ৪৩

সর্ব ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য ২২৯

সরকার পোষিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে কয়েকটি কথা ডঃ প্রবীর রায়চৌধুরী ১৭

সলিল চাকলাদার। চিঠি পত্র (গ্রন্থাগার-কারজন্ত) ৩৭

সংবাদ কণা ১১৮

সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী বন্টন ব্যবস্থা ডঃ ভোমরা চ্যাটার্জী ১১০

সাধারণ গ্রন্থাগারের সদস্যদের মতামত একটি সমীক্ষা ডঃ প্রদীপ কুমার সরকার ২১৮

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় : বিভিন্নের লেখা ছুটি ১৭৪
রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ১৭৪
শনবর্ষ গ্রন্থাগারের ছুটির তালিকা ১০২
Bengal Library Association. National Policy on Library and Information System : a note Submitted by the B L A 200
English Abstracts 92,103,125-30, 168-71, 135-7
National Policy on Library and Information System : a note submitted by the Bengal Library Association 200

## বিভাগ সূচী

পৃষ্ঠা

**গ্রন্থাগার সংবাদ**

আর্য্য লাইব্রেরী, নারায়ণপুর, ২৪ পরগণা ৬১, ১৬৩, ২৩৪
কলিকাতা নগর গ্রন্থাগার ১৩
কাশ্মারী গ্রামীণ পাঠাগার, মালদহ ২৩৪
কৃষ্ণপল্লী কল্যাণ সংঘ সাধারণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার ২৩৭
গাজোল সাধারণ পাঠাগার, মালদহ ২৩৪
চন্দ্রকোনা গ্রামীণ পাঠাগার, মেদিনীপুর ১৬৩
জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ১৩
জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, হাওড়া ৪০
জোড়রাম বাণী মন্দির, বর্ধমান ১৬৩
ঝোড়হাট পাবলিক লাইব্রেরী ৪০
তারাপুর তরুণ পাঠাগার, মালদহ ২৩৪
দেউলপুর বিধান লাইব্রেরী, দেউলপুর ৪০
নলহাটি শহর গ্রন্থাগার ( মিলনী সংঘ পরিষদ গ্রন্থাগার ) বীরভূম ১৬৩
পশ্চিমপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, বনগ্রাম ১৬৩
পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া ৬১
পুইলা অজয় শিশুভবন বিদ্যুক্ত বিদ্যালয় ও পাঠচক্র লাইব্রেরী, পুইলা
প্রগতি সংঘ পাঠাগার, উমুমপুর, আগরপাড়া
বান্ধব লাইব্রেরী ( টাউন লাইব্রেরী, জয়নগর )
বাসুইপুর সাধারণ পাঠাগার, ২৪ পরগণা
ভ্রাতৃসংঘ, হালিসহর, ২৪ পরগণা
মহদীপুর উদয়ন সাহিত্য সমিতি
মাটিয়ারী যুবক সমিতি, নদীয়া
মুড়ার সর্বোদয় সংঘ পাঠাগার, মেদিনীপুর
যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ( গ্রামীণ ), বর্ধমান
রাজ নারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর
শিবপুর প্রগতি সংঘ গ্রন্থাগার, শিবপুর,
সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া,
সমবায় পাঠাগার, ২৪ পরগণা
সমবায় পাঠাগার, মাটকল, ২৪ পরগণা
সরস্বতী এস, সি ও পাঠাগার, নদীয়া
সংস্কৃতি, চাকপোতা, হাওড়া

**পরিষদ সংবাদ**

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, হাওড়া জেলা শাখা ৬০, ১৬৭
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, জলপাইগুড়ি জেলা শাখা ১৬৭
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নদীয়া জেলা শাখা-বার্ষিক সাধারণ সভা ৬০
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা ১১ তম জেলা সম্মেলন কনভেনশন

**সম্পাদকীয়**

জাতীয় পুস্তক নীতি ও গ্রন্থাগার ১০৩
জাতীয় শিক্ষানীতি ও গ্রন্থাগার ১০১
জাতীয় শিক্ষানীতি, তথ্য ও গ্রন্থাগার নীতি এবং কম্পিউটার যুগ ১০৯
পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থবেলা ও সাধারণ গ্রন্থাগার ১৩৩
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের সর্বতম সংশোধন ৪১
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সার্ভিস রুলস ১৭
ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে
ভারতের জাতীয় তথ্য ও গ্রন্থাগার নীতি ৬৯
রাজ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা ১১

**সংবাদ কণা**

ইউ. এ. পি. সেমিনার ১১৮
কমনওয়েলথ বৃত্তিলাভ ১১৮
রঙ্গনাথন-কাউলা পুরস্কার, ১৯৮১ ১১৮
রঙ্গনাথনের তত্ত্বের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১১৮
বিবলিওথেক স্ত্রাসবুর্গ, প্যারিস ও জাতীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা ১১৮

**ENGLISH ABSTRACTS**

VOL. 33. NO. 9-10. Dec.-Jan, 1983-84 92
VOL. 33, NO. 11-12 ; Feb-April, 1984 92
VOL. 34. NO 2 ; May-June, 1984 100
VOL. 34. NO. 2 ; May-June,1984 125
VOL 34, NO. 3-4 ; July-August, 1984 126
VOL. 34, NO. 5-6 ; Aug Sept,1984 127
VOL. 34, NO. 7-8 ; Oct-Nov. 1984 129
VOL. 34. NO. 9-10 ; Dec-Feb.. 1984-85 131
VOL 34, NO. 9-10 ; Dec-Feb, 1984 85 168
168
VOL. 34, NO. 11-12 ; Feb-April 1985
VOL. 35, NO 8 . NOV-Dec, 1985 171
235
VOL. 35,NO. 9-10 . Dec-Feb, 1985-86
237
VOL 35, NO. 11 . Feb-March 1986
VOL. 35 No. 12 ; March-April,1986 238

কবিগুরুর একশ পঁচিশতম জন্মবর্ষে সংসদের শ্রদ্ধার্ঘ

*ঠাকুরবাড়ীর কথা ঃ*

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫·০০

*রবীন্দ্র চিত্রকলা ঃ*

মানোরঞ্জন গুপ্ত [ পুনঃপ্রকাশের অপেক্ষায় ]

সাহিত্য সংসদ

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৯

ফোন ৩৫-১৬৬৯

# বিষয়ানুগ নির্ঘণ্ট


**অনুলয় সেবা**

পূর্বীশ রায়চৌধুরী। অনুলয় সেবা ও তথ্য পরিবেশনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ৪৯

**ইয়াসলিক সম্মেলন-১৫ তম**

ইয়াসলিকের পঞ্চদশ সর্বভারতীয় সম্মেলন ১২৪

**কাউন্সিল সভা—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভার নির্বাচন ২০১

**গ্রন্থাগার আইন-পশ্চিমবঙ্গ**

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের নবতম সংশোধন (সম্পাদকীয়) ৬১

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন (সংশোধনী) ১৯৮৫ এর ধারা সমূহের সারমর্ম ১১৯

**গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার**

শ্রী চতুর্মুখ। গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের প্রয়োগ ৪৩

প্রস্তাবে ১৯৩

**গ্রন্থাগার দিবস** ১৬৫, ১৯০

**গ্রন্থ নির্বাচন**

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাস। গ্রন্থ-নির্বাচনে-মূখী প্রবক্রম ৭৮

**গ্রন্থাগার পত্রিকা-নির্ঘণ্ট**

গ্রন্থাগার : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র নির্ঘণ্ট। চতুর্ত্রিংশতি বর্ষ, বৈশাখ/চৈত্র ; ১৩৯১ আষাঢ়, i-viii

**গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকা**

ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকা সমূহের তালিকা ১৯৭

**গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ – বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের ফলাফল ৫৯

**গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—শিক্ষা**

অনিল কুমার দাঁ। ইউ জি সি রিফ্রেসার কোর্স ৪৭

রাজ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা (সম্পাদকীয়) ২৩, ২৭

**গ্রন্থাগার ব্যবস্থা**

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। কিছুক্ষণের দেখা দুটি রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ১৭৫

**গ্রন্থমেলা-পশ্চিমবঙ্গ**

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থমেলা ও সাধারণ গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়) ১৩৩

**গ্রন্থ-সমালোচনা**

জন চার্নক। গ্রন্থাগার বিদ্যা : নীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় : ভারতীয় দৃষ্টিতে কার্লমার্কস : অমিতি দত্ত ও ফণিভূষণ রায়, সংকলক। ৮৮

**জাতীয় গ্রন্থাগার**

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কনভেনশন

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)

মুরারী ঘোষ। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার ও নীতি ৪

রাজর্ষি মুখোপাধ্যায়। জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান চিত্র ৬

**জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতি**

ভারতের জাতীয় তথ্য ও গ্রন্থাগারনীতি (সম্পাদকীয়) ৬৯

National Policy on Library and Information system : a note submitted by the Bengal Library Association 200

**জাতীয় পুস্তক নীতি**

জাতীয় পুস্তকনীতি ও গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)

জাতীয় পুস্তকনীতি সংক্রান্ত খসড়া দলিল

**জাতীয় শিক্ষানীতি ও গ্রন্থাগার**

জাতীয় শিক্ষানীতি ও গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)

**জাতীয় শিক্ষানীতি, গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতি**

জাতীয় শিক্ষানীতি, তথ্য ও গ্রন্থাগার নীতি এবং কম্পিউটার যুগ (সম্পাদকীয়) ২০৯

**তথ্য আহরণ পদ্ধতি**

গৌতম গোস্বামী। বিদেশী ভাষায় রচিত প্রবন্ধ হতে প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কিত তথ্য আহরণ পদ্ধতি ২৪

ভবানী কুমার ঘোষ। বিদ্যুৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য সূত্র ৩৪

**পত্রপত্রিকা—সমালোচনা**

পত্র পত্রিকা—সমালোচনা

পুস্তক সমালোচনা দেখুন গ্রন্থ সমালোচনা

**প্রকাশন—বিশ্ববিদ্যালয়**

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন ৮৩

**প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, স্মৃতিচারণ**

অরূপ কুমার সরকার। প্রভাত কুমার স্মরণে

**প্রমীল চন্দ্র বসু, স্মৃতিচারণ**

প্রমীল চন্দ্র বসু। ইতস্ততঃ স্মৃতিচারণ ৭২, ১০৭, ১৩৬, ১৭৩, ২১২

**বার্ষিক সাধারণ সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

৫০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৫৬

**বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার—পশ্চিমবঙ্গ**

অশোক প্রামাণিক। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা ১৪০

**ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩১ তম সম্মেলন ২২৩

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য ২২৯

**লেখনী সামগ্রী-ভারতবর্ষ**

কবিতা মুখার্জী। প্রাচীন ভারতে লেখনী সামগ্রী ২৮

**লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, মস্কো**

নন্দদুলাল দোলই লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, মস্কো ৩১

**সমাবর্তন উৎসব**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমাবর্তন উৎসব

**সাধারণ গ্রন্থাগার**

কবিতা মুখার্জী। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ১৮২

সুপাল সিংহ। গ্রন্থাগারের পরিচিতি : শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৫

প্রদীপ কুমার সরকার। সাধারণ গ্রন্থাগারে সদস্যদের মতামত : একটি সমীক্ষা ২১৮

প্রবীর রায়চৌধুরী। সরকার পোষিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে কয়েকটি কথা ৩৭

সলিল চাকলাদার। চিঠিপত্র। গ্রন্থাগার : কার জন্য ৩৭

শ্রীসর্ড গ্রন্থাগারের ছুটির তালিকা ১০৯

**সাধারণ গ্রন্থাগার—চাকুরীর সর্তাবলী**

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাকর্মীদের জন্য পেনসন রুলস i—xxvi

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সার্ভিস রুলস (সরকারী সার্কুলার) জ্যৈষ্ঠ, i—xxi

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সার্ভিস রুলস (সম্পাদকীয়) ১৪

**সাধারণ গ্রন্থাগার—পরিচালনা**

তোমরা চাটার্জী। সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী বন্টন ব্যবস্থা ১১০

**সাধারণ সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

বিশেষ সাধারণ সভা ১৫৩

ENGLISH ABSTRACT : Goswami, Gautam, ২১, ১৬৮, ২৩৫ ৯২, ১২৪

# সারস্বতের বই

## রামমোহন সমীক্ষা ॥ দিলীপ কুমার বিশ্বাস। ৬৫·০০

এই মহান রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৮৪) প্রাপ্ত গ্রন্থটি প্রচলিত জীবনচরিত নয়, বরং জীবনের শ্রেষ্ঠাংশে লেখক রচনা করেছেন রামমোহন মানস মনীষীর ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মধারার তথ্যনিষ্ঠ পর্যালোচনা। সমালোচকদের মতে রামমোহন-প্রসঙ্গ এমন গ্রন্থ ইতিপূর্বে কোন ভাষাতেই লেখা হয় নি।

## ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত। ৩০·০০

রমেশ চন্দ্রের বিখ্যাত Economic History of India, 1757-1837 এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। ভূমিকা : সত্যেন্দ্রনাথ সেন। সম্পাদনা : তরুণ সান্যাল।

## প্রবন্ধ সংকলন ॥ মুজফ্ফর আহ্‌মদ। ২০·০০

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ ১৯২৬-২৯২৮ সালে তখনকার "লাঙল" ও "গণবাণী" পত্রিকায় যে সব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন সেগুলি এবং তাঁর বিখ্যাত "কৃষক সমস্যা" নিবন্ধ ১৯৬৭ সালের প্রবন্ধগুলির একত্রিত সংকলন। বাংলার রাজনৈতিক-সমাজতান্ত্রিক আলোচনার পক্ষে গ্রন্থটি আজও অপরিহার্য।

## এ যুগের মন ও মনীষা ॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ২৫.০০

দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি রাজনীতি সাহিত্য সংগীত নৃত্যকলা চিত্রকলা ভাস্কর্য—এক কথায় আধুনিক কালের বিবিধ চিন্তার সমৃদ্ধি ও সম্ভাসারণ যাঁরা যে সব দ্রষ্টা আবিষ্কর্তা ও মনীষার প্রতিভা ও সাধনায় তাঁরা ও তাঁদের অবদান আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। বাংলা ভাষায় এমন গুরুত্বী বই দুর্লভ।

## প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির রূপরেখা ॥ দীপক মুখোপাধ্যায়। ১২·০০

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবন চর্চা ও সংস্কৃতির বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন লেখক আধুনিকতম প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও গবেষণার ভিত্তিতে। অসংখ্য রেখাচিত্র ও নির্ঘণ্টের সাহায্যে। সমাজ ও নৃতত্ত্বের এক নির্ভর-যোগ্য গ্রন্থ।

## গোত্র ॥ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়। ১০·০০

ভারতীয় জনসমাজের দুই সমান্তরাল ধারার আদি ও আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত যথাক্রমে 'টোটেম' ও 'গোত্র' প্রথার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক আধুনিকতম সমাজ বিজ্ঞানের আলোকে এবং এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যা একই সঙ্গে সাহসী ও মৌলিক।

---

সারস্বত লাইব্রেরী ॥ ২০৬ বিধান সরণী ॥ কলিকাতা—৬। ফোন ৩৪-৪৪৯২

## 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬-০০

মেলা : প্রতি সংখ্যা-৪-০০

১৪ বর্ষ ( ১৩৭১ ), ১৫ বর্ষ ( ১৩৭২ )
১৭ বর্ষ ( ১৩৭৪ ), ১৮ বর্ষ ( ১৩৭৫ )
২৪ বর্ষ ( ১৩৮১ ), ২৫ বর্ষ ( ১৩৮২ )
২৬ বর্ষ ( ১৩৮৩ ), ২৩ বর্ষ ( ১৩৮৭ )
৩১ বর্ষ ( ১৩৮৮ )
৩২ বর্ষ ( ১৩৮৯ )
৩৩ বর্ষ ( ১৩৯০ )
৩৪ বর্ষ ( ১৩৯১ )

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ : যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ ( বৈশাখ )
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ ( জ্যৈষ্ঠ )
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ ( ফাল্গুন চৈত্র )
১৬ বর্ষ, ১৩৭৩ ( অগ্রহায়ণ )
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ ( জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন )
২০ বর্ষ, ১৩৭৭ ( বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক )
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ ( জ্যৈষ্ঠ, মাঘ )
২২ বর্ষ, ১৩৭৯ ( মাঘ, চৈত্র )
২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ ( পৌষ, ফাল্গুন )
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ ( বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ )

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিষদে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

Annual subscription : Rs. 36.00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 4.00 LICENCE No. WB/CC-CL.-2
Postal Regd. NO. WB/CC 145
Regd No RN-2674-47
Volume 36 : No 1 APRIL 1986

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
12 MAR 19

প্রকাশিত হলো

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রমীল চন্দ্র বসু কৃত

# গ্রন্থকার নামা

২য় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

•

অজিতা কুমার ওহদেদার-এর

## গ্রন্থবিদ্যা

২য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ : পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ : কুড়ি টাকা

•

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benifit) scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsord Library Emp'oyees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Impression Syndicate, 26/2 \ Tarak Chatterjee Lane, Calcutta—700 005
Editor : Ramkrishna Saha

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬, সংখ্যা ২ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩

॥ সূচীপত্র ॥

CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থাগারিকের বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি ( সম্পাদকীয় )

প্রবীর চন্দ্র বসু

ইংস্তঃ ( স্মৃতিচারণ : ৬ষ্ঠ পর্ব )

নন্দিতা ভট্টাচার্য

বুক ক্লাব

নন্দদুলাল বসাক

পেপারব্যাক : গ্রন্থ জগতের এক নতুন প্রকল্প ১২

তাপস ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী

সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী ১—৩২

—এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ—

এ পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্র-বিষয়ক সাহিত্য কর্মের বিভিন্ন ও বিস্তারিত গ্রন্থতালিকা "রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী।"

## 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬-০০

খোলা : প্রতি সংখ্যা-৪-০০

১৪ বর্ষ ( ১৩৭১ ), ১৫ বর্ষ ( ১৩৭২ )
১৭ বর্ষ ( ১৩৭৪ ), ১৮ বর্ষ ( ১৩৭৫ )

২৪ বর্ষ ( ১৩৮১ ), ২৫ বর্ষ ( ১৩৮২ )
২৬ বর্ষ ( ১৩৮৩ ), ৩০ বর্ষ ( ১৩৮৭ )

৩১ বর্ষ ( ১৩৮৮ (
৩২ বর্ষ ( ১৩৮৯ )
৩৩ বর্ষ ( ১৩৯০ )
৩৪ বর্ষ ( ১৩৯১ )

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ ( বৈশাখ )
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ ( জ্যৈষ্ঠ )
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ ( ফাল্গুন-চৈত্র )
১৬ বর্ষ, ১৩৭৩ ( অগ্রহায়ণ )
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ ( জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন )

২০ বর্ষ, ১৩৭৭ ( বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক )
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ ( জ্যৈষ্ঠ, মাঘ )
২২ বর্ষ, ১৩৭৯ ( মাঘ, চৈত্র )
২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ ( পৌষ, ফাল্গুন )
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ ( বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ )

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিষদে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৬, সংখ্যা ১২ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩


## সম্পাদকীয়

### গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি

এই সম্পাদকীয় যখন প্রকাশিত হবে তখন ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় দু'টি। প্রথমটিই হচ্ছে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়—গ্রন্থাগারে পরিসংখ্যান। আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছিল দেড় বছর আগে। কুচবিহারে ঐ সম্মেলন গতবছর অনুষ্ঠান করার কথা ছিল। সমস্ত কিছুই স্থির ছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থাপনার জন্য যে স্কুলবাড়িগুলি নেওয়া হয়েছিল তাদের উপর পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব এসে পড়ায় স্কুলবাড়িগুলি আর পাওয়া যায় নি। কুচবিহারের মত ছোট শহরে হাজার প্রতিনিধির বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আর সম্ভব হয় নি। ফলে অনুষ্ঠানের মুখে সম্মেলন বন্ধ করে দিতে হয়। কিছু প্রতিনিধি সময়মত খবর না পেয়ে সেখানে উপস্থিত, হন ফলে তাদের হয়রান হতে হয়েছে। যা হোক গতস্য শোচনা নাস্তি।

এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় স্থির করার পিছনে কতগুলি যুক্তি কাজ করেছে। অবিভক্ত বঙ্গে সংগঠিতভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিব্যপ্ত হতে আরম্ভ করেছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্মলগ্ন থেকেই। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জনদরদী মানুষ, শিক্ষাব্রতী, রাজনৈতিক কর্মী প্রভৃতি। তাঁরা যে পরিষেবা দিতেন তার মধ্যে কোন আর্থিক লেনদেন ছিলনা। সবটাই ছিল স্বেচ্ছাসেবা। বিশ্ববিদ্যালয়সহ কিছু উচ্চশিক্ষার সংস্থা ছাড়া বেতনভুক গ্রন্থাগার কর্মীর অস্তিত্ব ছিলনা বললেই চলে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বের কিছিৎ লক্ষণ দেখা যায় স্পনসর্ড প্রথার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে কিছু কলেজ, কিছু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, গবেষণাগারে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগ চলতে থাকে। ষাটের দশকেও এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রভূত জোয়ার দেখা যায়। আঠারোশ সাধারণ গ্রন্থাগার, কয়েক শত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে কয়েক হাজার বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োজিত হয়েছে। ১৯৮০ সালের পর বেতন কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনে আজ গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সম্পর্কে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এতো গেল এক দিক। কিন্তু সরকার গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির প্রতি স্নেহশীল হলেও গ্রন্থাগারকর্মীরা তাদের পরিষেবার মান কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তার পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

আরেকদিক দিয়ে লক্ষ্য করলে কয়েকটি বিষয় নজরে আসে। কোন একটি জীবিকা বৃত্তিতে রূপান্তরিত হ'তে গেলে তার কয়েকটি শর্ত পালনের আবশ্যিকতার দৃষ্টান্ত থাকে। প্রথমতঃ বৃত্তিটি একটি বিষয়কে আশ্রয় করে অগ্রসর হ'তে থাকে এবং বিষয়টি ক্রমশঃ অনুশীলন পরিশীলন ও গবেষণার মাধ্যমে উচ্চতর পর্যায়ে পরিণত হ'তে থাকে। দ্বিতীয়তঃ বৃত্তির পরিষেবাগত একটা দিক থাকে। অর্থাৎ জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা পরিষেবা দিয়ে থাকে। বিষয়াশ্রয়ী ব্যক্তিরা নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত হন। সেই সংগঠন বৃত্তির কর্তব্যপরায়ণতা, বৃত্তিগত কুশলতা, মান প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করে থাকেন। বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মতামত বিনিময়ের জন্য পত্র-পত্রিকা থাকে এবং নিজেদের বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া অনুশীলন, গবেষণালব্ধ বিদ্যা প্রয়োগের নিজস্ব ক্ষেত্র থাকে। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, প্রভৃতি বৃত্তি এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি দেশে বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকায় গ্রন্থাগারিকরা সুসংগঠিত। তাদের চেয়ে আমরা তুলনা-মূলকভাবে সুসংগঠিত না হলেও আজ নানা সংগঠনের পতাকাতলে অধিকাংশ গ্রন্থাগার কর্মী সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।

বৃত্তির আরেকটি শর্ত হচ্ছে বৃত্তির সংগঠন সমূহ বৃত্তির মান নির্ধারণে কর্মীদের কর্মকুশলতার উপর নজর রাখেন এবং মানোন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হন। বৃত্তির সংশ্লিষ্ট কর্মীরা সে মান মেনে চলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির নৈতিক মান নির্দ্ধারণের দায়িত্ব এসে পড়ে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সংগঠনের উপর। কিন্তু ভাববার সময় এসেছে যে আমরা বেতন বৃদ্ধির বা সরকারী আনুকূল্য লাভের প্রয়াসে যতটা উৎসুক আমাদের কর্মজীবনে যে মানুষের সেবার জন্য আমাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য, মমতা, কর্তব্যপরায়ণতা কতটা? এ ব্যাপারে আত্মসমালোচনারও প্রয়োজন আছেই। গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় প্রতিটি গ্রন্থাগারিকের আচরণের জন্য। স্বভাবতই দেশ কাল ভিত্তিক উপযোগী আচরণবিধি রচনার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক বৃত্তিই জনমানসে নিজেদের মেলে ধরার জন্য নৈতিক আচরণ বিধি নির্ধারণ করেছে বা করছে। কোন আচরণ বিধি চিরস্থায়ী নয় কালানু-সারে সেগুলি বদলালেও মূল বক্তব্যের প্রভেদ ঘটে না। গ্রন্থা-গারিকতা বৃত্তি যে সেবার বৃত্তি এবং মানুষের তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে তার এই ধর্ম পালিত হয় এ বক্তব্যে মতপার্থক্য কম। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিরও আচরণ বিধি নির্দ্ধারণ করার দায়িত্ব বৃত্তির সংগঠনসমূহের। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার এই দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত থাকতে পারে না। খসড়া আচরণবিধি রচনার প্রাক্কালে গ্রন্থাগারিকবৃন্দের মধ্যে আলোচনার অবকাশ অবশ্যই আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সে আলোচনার প্রকৃষ্ট স্থান। এই নৈতিক আচরণবিধি কোন ধর্মীয় অনুশাসন নয় বা ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী নয় এমন কি আইনও নয়। সমস্ত ধরণের, স্তরের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষেই আচরণবিধি রচনা করা যেতে পারে। আচরণ বিধি রচিত হলেই যে তা পালিত হবে একথা বলা দুষ্কর। এমন কি বহু আইন যা সমাজ রক্ষা বা নিয়ন্ত্রণের কারণে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার বিধিবদ্ধ করলে যে সেগুলি পালিত হয় না এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। এ দিক বিবেচনা করেই গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে আলোচনার জন্য এই বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। কয়েকজন তরুণ গ্রন্থাগার কর্মী এ বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলি যথা সময়ে আলোচনা হবে। তরুণ বন্ধুরা যে এ দিকে নজর দিয়েছেন এটা অত্যন্ত আশার কথা ও আনন্দের কথা।

# ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

৬ষ্ঠ পর্ব

**প্রবীণ চন্দ্র বসু**

এবার জাহাজে রেঙ্গুণ যাত্রার কিছু বর্ণনা দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ক'লকাতা থেকে গঙ্গার বুকের নিরাপদ অংশ দিয়ে জাহাজকে পথ দেখিয়ে সমুদ্রে নিয়ে যায় ছোট একটি পাইলট লঞ্চ। সমুদ্রে পৌঁছে গেলে সেই লঞ্চের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। সে তখন আবার গঙ্গা বেয়ে ক'লকাতায় ফিরে আসে। আর বৃহদাকার যাত্রীবাহী জাহাজটি গতিবেগ বৃদ্ধি করে এগিয়ে যায় সমুদ্রের গভীরে। তখন থেকে শুরু হয়ে যায় সমুদ্র জলের রঙের পালা বদলের খেলা।

গঙ্গার কর্দমাক্ত ঘোলা জল ত্যাগ করে জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত জলের রঙ থাকে ঘোলাটে। ধীরে ধীরে রঙের পরিবর্তন হয়ে প্রথমে সে রঙ হয় ফিকে সবুজ ; তারপর আস্তে আস্তে হয়ে ওঠে গাঢ় সবুজ। আবার কোন জাদু মন্ত্রে গাঢ় সবুজ রঙ হয়ে ওঠে হাল্কা নীল। তারপর একসময়ে দেখা যাবে জলের রঙ আর গাঢ় নীল নেই ; সে রঙের রূপ হয়েছে কৃষ্ণ বর্ণ। এখানেই রঙের খেলার শেষ হয় না। সবশেষে সেই কৃষ্ণ বর্ণের রঙ ঘোরতর কৃষ্ণ বর্ণে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গোপসাগরের এই অতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের জলই 'কালাপানি' নামে কুখ্যাত বা পরিচিত ছিল এ দেশে বৃটিশ শাসন কালে। ইংরেজ রাজত্বে পরাধীন ভারতে যত দুর্ধর্ষ অপরাধীদের এবং সরকারের বিবেচনায় অবাঞ্ছিত ও দুর্দান্ত বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বঙ্গোপসাগরের এই কালাপানি পার করে নির্বাসিত করা হত আন্দামান দ্বীপে। সমুদ্রের তলদেশের গভীরতার হ্রাস বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে জলে সূর্যের আলোকের যে প্রতিফলন হয় তারই মন্ত্রে রঙের এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের জলের বর্ণই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সমুদ্রের বুকে রঙের পট পরিবর্তনের এই বিচিত্র খেলা ভাবপ্রবণ যাত্রীর মনে আনন্দের খোরাকই জোগায়।

জাহাজ যাত্রার প্রথম পর্যায়ে আর এক উল্লেখযোগ্য দৃশ্য হচ্ছে জাহাজের অনুসরণকারী এক ঝাঁক পাখী। এদের নাম গাঙচিল, ইংরিজিতে বলে sea-gull। এরা তটভূমি থেকে জাহাজকে অনুসরণ করে চলে যায় বহু দূরে সমুদ্রের অভ্যন্তরে। দেখে মনে হয় তারা যেন জাহাজ যাত্রীদের আপনজন মনে করে নিয়েছে। তাই তারা তাদের সঙ্গ ছেড়ে আর যেন ফিরে যেতে চাইছে না। অন্ততঃ বিদায় দেবার জন্য যতটা দূরে যাওয়া সম্ভব যাত্রীদের সাথে সাথে ততটা দূর পর্যন্ত তারা যেতে চায়। প্রতিদানে জাহাজের আরোহীরা তাদের এই অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে জাহাজ থেকে রুটি বিস্কুট ইত্যাদি খাদ্য বস্তু সস্নেহে শূন্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। আর পাখী গুলি ক্ষিপ্রগতিতে আশ্চর্য তৎপরতার সাথে ঠোঁট দিয়ে সে গুলো লুফে নিতে থাকে। এই ভাবে সমুদ্রের মধ্যে বেশ অনেকটা দূর আসার পর পাখীরা যখন অনুমান করতে পারে যে আর অগ্রসর হ'লে ফিরবার পথে বিশ্রামের স্থানাভাবে তাদের বিপদ হবে তখন যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে দু চারটি করে তটের দিকে তারা ফিরে যেতে থাকে। এই ভাবে তাদের সংখ্যা কমতে থাকে এবং এক সময়ে সকলেই ফিরে যায়।

পাখীরা চলে যাবার পর সমুদ্রের মধ্যে যাত্রীদের সামনে দর্শনীয় আর কোন বস্তু থাকে ? তখন থাকে ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশ আর সামনে পিছনে ডাইনে বামে যে দিকে দৃষ্টি যায় সর্বদিকে অনন্ত জলরাশি। অনন্ত আকাশ আর অবিরাম জল তরঙ্গ ছাড়া তিন চার দিনের মধ্যে জাহাজের বাইরে যাত্রীদের দৃষ্টি পথে আর বড় একটা কিছু পড়ে না। তবে

হয়, কখনও কখনও জলের মধ্যে উলটি পালটি খেতে খেতে শুশুকের দলকে ক্রীড়ামত্ত অবস্থায় অগ্রসর হতে দেখা যায়। আর মধ্যে মধ্যে দেখা যায় ছোট বড় নানা মাপের উড়ুক্ষু মাছ। এই মাছেরা একক ভাবে এবং কখনও কখনও ঝাঁক বেঁধে সমুদ্রের ভিতর থেকে উপরে শূন্যে উঠে আবার জলে নেমে যায়। উপরে উঠবার সময় এদের দেখলে মনে হয় এরা জল থেকে উঠে উপরের দিকে উড়ে যাচ্ছে। তাই এদের নাম উড়ুক্ষু মাছ, ইংরিজিতে flying fish। আসলে এই মাছেরা কিন্তু আকাশে মেলে উড়ে যায় না। জলের মধ্যে থেকে লাফ দিয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। তখন মনে হয় যেন উড়ে যাচ্ছে। এদের উল্লম্ফনের শক্তি ও গতিবেগের উপর নির্ভর করে উপরের দিকে এরা কতটা উঠতে পারবে। গতিবেগ বেশী জোরদার না হলে অর্থাৎ উল্লম্ফনের শক্তি বেশী না থাকলে অল্প কিছুটা উঠে এরা আবার সহজেই জলে নেমে পড়ে। আর লম্ফনের শক্তি ও গতিবেগ প্রচণ্ড হলে শূন্যে বহুদূর পর্যন্ত উঠে যায়। তারপর নিজের দেহের ওজনের জন্যে আপনা থেকেই আবার নীচে নেমে আসে এবং জলে পড়ে।

এ ছাড়া কখনও কখনও বহুদূরে বিপরীত দিক থেকে আসছে এরকম জাহাজ দেখা যায়। তখন কিছু কিছু যাত্রী নানাভাবে প্রীতি প্রকাশ করতে থাকেন। বঙ্গোপসাগর উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল এবং বিপদজনক সমুদ্র নামে পরিচিত। হয়তো শান্ত ভাবেই আছে কিন্তু বায়ুমণ্ডলে বাতাসের নড়াচড়া একটু বৃদ্ধি পেলে সমুদ্র সহসা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে; তার আচরণ হয়ে ওঠে মত্ত মাতঙ্গের মত। তবে আমি ছিলাম নভেম্বর মাসের যাত্রী। সে সময়ে সমুদ্র ছিল যতটা সম্ভব শান্ত, স্থির ও নিরাপদ। তবু তার স্বাভাবিক লীলা চঞ্চল হিল্লোলের তালে তালে জাহাজ কিছুটা দোদুল্যমান ছিল। আর তার ফলে ক্ষীণজীবি এবং ক্ষীণ মনোবলের যাত্রীদের সমুদ্র পীড়ার (sea sickness)-শিকার হতে দেখা গিয়েছিল। খুব একটা বলিষ্ঠ লোক না হলেও আমি সে দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম।

এক নাগাড়ে তিনচারদিন চারিদিকে জল আর জল ছাড়া অন্য কোন বস্তুর দর্শন না মিললে 'দেবতার গ্রাসের' রাখালের মত বালকের কথা তো তুচ্ছ অনেক পরিণত বুদ্ধির বয়স্ক লোকের চিত্তও সত্যিই বিকল হয়। তখন তাদের কথা বার্তায় এবং আচরণে এটাই স্পষ্ট হয় যে মৃত্তিকার স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তারা একান্ত ব্যাকুল, চিত্ত তাদের লালায়িত। কল্পনার দৃষ্টির বাইরে বহুদূরে পটভূমির মৃত্তিকার উপরে গাছ-পালার অন্ততঃ কাপসা একটা রূপের অস্তিত্বের সন্ধানে একটু ভাব প্রবণ যাত্রীদের নয়ন মন তখন যেন ধ্যান মগ্ন হয়ে পড়ে। আকুল আগ্রহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীরের উদ্দেশে দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকলেও বিশাল জলরাশির কবলে আবদ্ধ এই হতভাগা জল বন্দীরা সকলেই একান্ত অসহায় এবং নিরুপায় বোধ করে। শত চেষ্টায়ও চারিদিকে জল ছাড়া তারা আর কিছুই দেখতে পায় না।

বোধ হয় দিন দুই একটানা সমুদ্রে চলার পর জাহাজ বর্মার সমুদ্র তীরের 'বেসিন' নামে একটা জায়গা অতিক্রম করে যায়। এই 'বেসিন' থেকে জাহাজ অনেক দূর দিয়েই চলে যায়। বেসিনের অথবা সমুদ্রতীরের কোন কিছুই জাহাজ থেকে দেখা যায় না। তবে বেসিনে একটা লাইট হাউস অথবা বাতিঘর আছে। খুব উঁচু স্তম্ভের উপর স্থাপিত বাতি ঘরের আলো অনেক দূর থেকে মিটি মিটি এবং কিছু কাছে গেলে দপ দপ করে জলছে দেখা যায়। বেসিনের কাছাকাছি আসার আনুমানিক সময়ের আগে থেকেই দূরবীনের সাহায্যে বাতিঘরের সেই অস্পষ্ট আলো দেখার জন্য অতি উৎসাহী যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং দূরবীণ হাতে যাত্রীদের ডেকের উপর অস্থির ভাবে চলাফেরা করতে দেখা যায়। তারপর জাহাজ যখন বাতিঘর অতিক্রম করে তখন খালি চোখে বাতি ঘরের আলো দেখা গেলে জাহাজে উল্লাসের বন্যা বয়ে যায়।

ডাঙার জীব মানুষ। মাটির টান তার কাছে যে দুর্বার, কত নিবিড়, ধরিত্রীর বুকে থাকা কালে সে তা বুঝতে পারে না। মৃত্তিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘ সময় জলে ভাসমান থাকার পর এই আকর্ষণের উপলব্ধি যখন তার অন্তরে জাগে তখন মৃত্তিকার বুকে ফিরে যাবার জন্যে অন্ততঃ পক্ষে তার

একটু স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষায় অনেক মানব সন্তানই লালায়িত হয়ে ওঠে। এমন সময়ে স্থলে অবস্থিত বাতিঘরের আলো দৃষ্টি গোচর হলে জাহাজের বুকে উল্লাসের এই যে ঝড় বয়ে যায় তা মানব মনের সেই উগ্র আকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যে বাতিঘরের আলো ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে যাত্রীরা পুনরায় যেন নির্জীব এবং নিরানন্দময় হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে।

জাহাজের বাইরে অবিরাম জলতরঙ্গের দৃশ্য কারও যদি নিতান্ত একঘেয়ে মনে হয় আর সেজন্য মন যদি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে ওঠে তা হলে জাহাজের অভ্যন্তরে তাল করে চোখ মেলে চেয়ে দেখলে দেখা যাবে সেখানে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তবে হ্যাঁ, সেই বৈচিত্র্য দেখার চোখ, মন ও অনুভূতি থাকা দরকার। সকলের তা থাকে না। আমার তো মনে হয় দীর্ঘ পথভ্রমণের সকল রকম ঘানে বাহনের মধ্যে চলমান ঘানের অভ্যন্তরে বৈচিত্র্যের ঘন সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ও অবকাশ জাহাজের ডেকযাত্রীদের যতটা থাকে অন্য কোন যানে তা থাকে না। তাইতো দেখি শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনগামী জাহাজের ডেকে সঙ্গীতচর্চায় রত কাবুলিওয়ালাকে আবিষ্কার করে সবিস্ময়ে স্বগত উক্তি করেছেন, 'কাবুলিওয়ালা আবার গান গায়'।

আবার এই জাহাজের ডেকেই তিমি নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর সরল দাম্পত্য কলহ উপভোগ করেছেন। টগরের পরিচয় দিতে গিয়ে নন্দ তাকে তার পরিবার বলে উল্লেখ করায় জাত্যাভিমানে গর্বিতা টগর কোঁস করে উঠেছে এবং সদর্পে তাদের বিবাহের কথা অস্বীকার করে বলেছে, "কি আমি হলাম জাতবোষ্টমের মেয়ে আর ও হচ্ছে মিস্ত্রী। আমি কিনা হতে গেলাম ওর পরিবার! তবে হ্যাঁ, এক সঙ্গে ঘর করছি বটে বার বছর কিন্তু বলুক দেখি ও কোনদিন ওকে আমার হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েছি!" জাহাজে এই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি মন সিঞ্চিত হলে কেউ কি আর বিরক্ত হয়ে গোমড়া মুখে বসে থাকতে পারে?

আবার কখনও কখনও মর্মস্পর্শী করুণ নাটকীয় দৃশ্যেরও অভাব থাকে না জাহাজে। আমাদের এই জাহাজেই একটি অল্পবয়সী মেয়ে তার চার পাঁচ বছর বয়সের ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিল একজন যুবক। তারা কারও সাথে বড় একটা মেলামেশা করছিল না। অন্য দু-চারজন যাত্রী তাদের সাথে দেখে কথা বলেছিল তাদের কাছে মেয়েটিকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিল যুবকটি।

অনেকক্ষণ হল জাহাজ 'বেঙ্গলের' বাতিঘর পিছনে ফেলে এসেছে এগিয়ে চলেছে মার্টাবান উপসাগরের দিকে। তবে জাহাজ তখনও মাক্তরিয়ার এবং রেঙ্গুন থেকে অনেক দূরে। হঠাৎ দেখা গেল মেয়েটি প্রথমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। কিছু পরে সে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠলো। যুবকটি তাকে কি সব বোঝাবার চেষ্টা করছে। তাদের চারিপাশে স্ত্রী পুরুষের ভীড় জমে গেল। লোকজনের প্রশ্নে যুবকটি জানালে; বাপের বাড়ীর লোকের জন্যে ওর মন কেমন করছে, তাই কাঁদছে। নানা ভাষা ভাষিণী মহিলা যাত্রীরা নিজ নিজ ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ভাষা বিভিন্ন হলেও সকলের সান্ত্বনার সুর এবং অন্তরীয় ঐক্য সুস্পষ্ট। নাছোড়বান্দা গোছের কিছু অনুসন্ধিৎসু যাত্রী ছোট ছেলেটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে কান্নার আসল কারণের সন্ধান বারকরে ফেললেন। ছেলেটি নাকি তাঁদের প্রশ্নের জবাবে বলেছে তার মা ছেলেটির বাবার জন্য কাঁদছে। অতঃপর ছেলেটিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে একথা নাকি পরিষ্কার হয়েছে যে যুবকটি আসলে মেয়েটির স্বামী নয়, বন্ধু। দুজনে মিলে বর্মায় যাচ্ছে ছেলেটির বাবার অজ্ঞাতসারে। স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনা এবং গৃহত্যাগের অনুশোচনায় কাতর মেয়েটি গত্যন্তর না দেখে কাঁদতে শুরু করেছে। প্রবীণ লোকেরা যুবকটিকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। সে কোন উত্তর না দিয়ে নির্বাক হয়ে অধোবদনে বসে রইল। সহানুভূতিশীল কিছু বয়স্ক লোক মেয়েটিকে আশ্বস্ত করে বললেন রেঙ্গুনে পৌঁছে তাঁরা এর বিহিত করবেন এবং মেয়েটি যে রকম ব্যবস্থা চাইবে তাঁরা সেই রকম ব্যবস্থাই করে দেবেন।

এই ধরণের বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনী ছাড়াও জাহাজের অভ্যন্তরে দ্রষ্টব্য অন্যান্য বস্তুও থাকে। ভারতের নানা প্রান্তের

নর নারীর সমাবেশে পোষাক পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যে ও বর্ণচ্ছটায় বিভিন্ন ভাষার কথোপকথনে জাহাজের ডেক সদা বৈচিত্র্যময় এবং সরগরম, একদিকে সেখানে যেমন বৈচিত্র্যের অভাব নেই অন্যদিকে আবার যাত্রীদেরও প্রচুর অলস অবসর। কাজেই পছন্দসই লোকদের সাথে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশার এবং মনখুলে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও সুখ দুঃখের কাহিনীর আদান প্রদানে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে কালাতিপাত করার সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পারলে অবিরাম জল তরঙ্গ দেখার একঘেয়েমির হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায়েও থাকে।

কলেজ ছাত্রাবস্থায় আমি বিপ্লবী সম্প্রদায়ের কিছু লোকের সংস্পর্শে আসি। এই ভাবে আমি ঐজেরই একজন কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলের তদানীন্তন এক শিক্ষকের সংস্পর্শে এসেছিলাম। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর এম. এল. সি পাশ করে কিছুদিন বেকার অবস্থায় ছিলেন। আমার রেঙ্গুন যাত্রার পূর্বে অপর কয়েকজন বন্ধুর সাথে তিনি একটি ছোট ইন্সিওরেন্স কোম্পানি খুলেছিলেন। ছোট বলছি এইজন্যে যে এই ধরণের ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পলিসির মূল্য বোধহয় অনধিক ৫০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নিয়ম ছিল। আমি বর্মা যাচ্ছি কথা প্রসঙ্গে এ খবর জেনে শিক্ষক ভদ্রলোক তাঁর ভাইয়ের ঐ ইন্সিওরেন্স কোম্পানির একটা এজেন্সী নিয়ে যাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। একে ইন্সিওরেন্সের কাজে আমার কোনো দিনই অনুরাগ ছিল না তার উপরে ঐ লাইনে আমার অকৃতকার্যতার পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁর অনুরোধে সাড়া দেবার উৎসাহ আমার একেবারেই ছিল না। তবু তাঁর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে এবং অন্য একটা বিশেষ কথা চিন্তা করে ঐ লাইনে কাজ করি নাই করি তবু আমি আর একবার ইন্সিওরেন্স এজেন্সী নিতে সম্মত হলাম। তিনি আমাকে একটা নিয়োগপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে গেলেন। কি বিশেষ কথা চিন্তা করে এজেন্সী নিলাম সেটা বলছি।

সন্ত্রাসবাদী বলে বাঙালী যুবকদের তখন খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল সারা ভারতে। বিশেষ করে ভারতে ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে। কোন বাঙালী যুবক একবার এই বিভাগটির নেক নজরে পড়লে অর্থাৎ এদের সন্দেহ ভাজন হলে বিভাগটির সদা জাগ্রত সতর্ক তত্ত্বাবধান ও আপ্যায়নের আতিশয্যে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। ইতিপূর্বে এই তত্ত্বাবধানের সুযোগ লাভের দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। কাজেই এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আমার ছিল। পূর্বে উল্লেখ করেছি বর্মা দেশ এ সময়ে ভারতের অঙ্গীভূত একটা প্রদেশ ছিল। গোয়েন্দাদের আচরণে তাক বিরক্ত কিছু কিছু বিপ্লবী আত্মগোপন করে থাকার জন্য অথবা নিজেদের বৈপ্লবিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য সে সময়ে বর্মা যেতেন। তাই ভারত থেকে রেঙ্গুনগামী জাহাজ রেঙ্গুনে পৌছবার আগেই গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন জাহাজে উঠে বিপ্লবীদের সন্ধান করতেন। আমি পূর্বে একবার রেঙ্গুন যাওয়ায় ফলে পুলিশের এই বাজে কাজের অভিজ্ঞতাটি আমার ছিল। একজন একেবারে বেকার যুবক হিসেবে বর্মা দেশে গেলে গোয়েন্দাদের দৃষ্টি সহজে আমার দিকে পড়ার সম্ভাবনা। তাই বর্মার তাদের সন্দেহভাজন হয়ে থাকার হাত থেকে রেহাই পেতে আমি ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট হতে সম্মত হলাম। ভেবেছিলাম আমি বেকার নই, ইন্সিওরেন্সের এজেন্সী নিয়ে কাজের জন্য ওখানে যাচ্ছি দেখলে তারা আর আমাকে সন্দেহ এবং উত্যক্ত করবে না; তাদের আপ্যায়নের হাত থেকে অব্যাহতি পাব। কিন্তু উল্টা বুঝিলি রাম। ব্যাপারটা ঘটলো অন্যরকম।

জাহাজ যখন সমুদ্রের মাঝখানে থাকে তখন জাহাজ থেকে সমুদ্রের কোন কূলের দৃশ্য কিছু দেখা যায় না। তারপর এক সময়ে জাহাজ মার্তাবান উপসাগর ত্যাগ করে রেঙ্গুন নদীতে প্রবেশ করে এবং বহুক্ষণ রেঙ্গুন নদীর ভিতর দিয়ে চলার পর জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে উপস্থিত হয়। নদীপথে চলাকালে উভয় তীরের সুন্দর দৃশ্য খুবই উপভোগ্য। মনে মনে ভাবছি রেঙ্গুন নদী পৌছালে নদী তীরের ঐ মনোরম শোভা প্রাণ ভরে দেখবো। ইতিমধ্যে দেখি রেঙ্গুন থেকে লঞ্চে করে এসে গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন ও চরেরা জাহাজে উঠেছে এবং তেন দৃষ্টিতে যাত্রীদের বিশেষ করে যুবক যাত্রীদের পর্যবেক্ষণ শুরু করে দিয়েছে, তাদের সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তি

জাহাজে থাকলে তাঁর সন্ধানে। এক সময়ে তাদের দৃষ্টি পড়লো আমার উপরে। নাম, ধাম, পিতৃপুরুষের পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর পেশা কি জিজ্ঞাসা করায় আমি 'ইন্সিওরেন্স এজেন্ট' বলামাত্রই স্পষ্ট দেখলাম, তারা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল এবং তারপর আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে এবং জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ করে তুললে। আমার জবাবের ফাঁকে তাদের নোটবুকে কি সব লিখে নিতে লাগলো। বর্মায় আমার আত্মীয় স্বজন এবং পরিচিত ব্যক্তিদের নাম এবং পরিচিত ব্যক্তিদের নাম এবং ঠিকানা জেনে নিয়ে লিখে নিল। মনটা আমার খারাপই হয়ে গেল। সে সময়ে আমাদের গ্রামের আমার জ্ঞাতি সম্পর্কে এক কাকা রেঙ্গুনের পুলিশের আই. বি. বিভাগের ইন্সপেক্টর ছিলেন। ইচ্ছা করেই তাঁর নামটাও উল্লেখ করলাম। নাম শুনে তারা আবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। তারপরে রেঙ্গুনে আমার সঠিক ঠিকানার প্রমাণপত্র দেখতে চাইলে। তা দেখে এবং তাদের নোটবুকে টুকে নিয়ে তারা এখনকার মত আমাকে অব্যাহতি দিল।

পুলিশের লোক আমাকে অব্যাহতি দিলে কি হবে। আমার মানসিক অবস্থা আমাকে মনের বিরক্তি থেকে আর অব্যাহতি দিল না। কিছুক্ষণ পূর্বে আমার মনে যে একটা হৃষ্ট, শান্ত এবং আনন্দময় পরিবেশ ছিল তা ইতি মধ্যে একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রমে জাহাজ রেঙ্গুন নদীতে প্রবেশ করেছে। কিন্তু নদীতীরের শোভা বা দৃশ্য উপভোগের সে স্পৃহা এবং আগ্রহ আমার আর নেই। মন আমার এখন বিষাদগ্রস্ত। আমি ভাবছি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ঐ এজেন্সীর কথাটা বলায় যত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে, ওটা উল্লেখ না করলেই ভালো ছিল—ওটার জন্য সম্ভবতঃ হিতে বিপরীত হয়েছে।

কি আর করা যাবে, যা হবার হয়ে গেছে এবং যা হবার তা হবে ভেবে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ মনে শূন্য দৃষ্টিতে নদীর তীরের দিকে চেয়ে জাহাজে বসে রইলাম। মন একান্ত বিক্ষিপ্ত ও বিষণ্ণ। মনে কোন সাড়া না জাগায় এখন চোখে নদী তীরের শোভা দেখা আর না দেখা আমার পক্ষে যেন সমান কথা। কাজেই চুপচাপ বসেই রইলাম। যথা সময়ে জাহাজ রেঙ্গুনের ঘাটে নোঙর ফেলতে যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠলো এবং মালপত্র নিয়ে তীরে নামবার জন্যে অগ্রসর হতে লাগলো। আমিও গাত্রোত্থান করলাম এবং নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করে উদভ্রান্ত চিত্তে ধীরে ধীরে এক সময়ে রেঙ্গুন শহরের জনাকীর্ণ রাজপথে পদার্পন করলাম।

( চলবে )

# "বুকক্লাব"

নন্দিতা ভট্টাচার্য

১ সূচনা

বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতে বিচার কোরলে 'বুকক্লাব' কথাটি পরিচিত। কিন্তু পৃথিবীর যে অংশটিতে আমরা বাস করি তার অধিকাংশ শিক্ষিত পাঠকই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এটি এক ধরণের সংস্থা যা হাল আমলের পশ্চিমী দুনিয়ায় বিশেষভাবে পরিচিত।

২ সংজ্ঞা

প্রথমে বুকক্লাবের সংজ্ঞা নিরূপণে অভিধান ও এনসাই ক্লোপিডিয়ার শরণাপন্ন হওয়া যাক।

২.১ অভিধান

২.১ ক

—এক সমিতি যা তার সদস্যদের জন্য বই কেনে। বই ধার দেন এমন কি বই প্রকাশ করে —চেম্বার্স

২. ১ খ

একধরণের ক্লাব তার সদস্যদের জন্য সাধারণতঃ ডিসকাউন্ট দিয়ে বই বিক্রী করে বা ধার দেয় ( র‍্যানডম হাউস )

২. ১ গ খ

ওয়েবষ্টারের অভিধান, র‍্যানডম হাউস-এর দেওয়া সংজ্ঞার সঙ্গে একমত হয়েও আরেকটি সংজ্ঞা দিয়েছে। সে সংজ্ঞাটি হলো:—একদল পুস্তকপ্রেমী যাদের সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহ রয়েছে।

ওয়েবষ্টারের দেওয়া আরেকটি, সংজ্ঞা হলো—এটি একটি ব্যবসায়িক সংস্থা যা তার সদস্যদের নির্দিষ্ট সময়ানুসারে নির্বাচিত নতুন বই পাঠায় বা বিক্রী করে। প্রায়ই তাতে ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা থাকে।

২. ২ বিশ্বকোষ অনুসারে বুকক্লাবের সংজ্ঞা হল

ক ব্যক্তিগত সমিতি যা শুধু তার গ্রাহকের জন্য বই ছাপে বা পাঠায়—( এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা )

খ "বুক ক্লাব হলো ডাকযোগে বই বিক্রির একটা প্রক্রিয়া" ( এনসাইক্লোপিডিয়া অফ লাইব্রেরী এ্যাণ্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স )।

এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে একটি মিল যেমন আছে আবার পার্থক্যও আছে। অভিধান অনুসারে 'বুকক্লাব' পাঠককে বই ধার হিসাবে পড়তে দেয়। কিন্তু এনসাইক্লোপিডিয়ার এ বক্তব্য উল্লেখ নেই ; সেখানে এরা শুধু বইকেনার সাহায্যকারী।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে এটি এক ধরণের সদস্যদের ক্লাব বা সংস্থা যা ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে সদস্যদের বাড়ী বসে বই নির্বাচন ও ছাড় সহ বুকক্লাব সংস্করণ ক্রয়ের সুযোগ দেয়, যদিও দেশ ও কালের সাথে এর নানা বিবর্তন হয়েছে।

৩ উৎপত্তি

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংলণ্ডে কিছু বেসরকারী সংস্থার অস্তিত্ব ছিল যারা দুর্লভ বই পুর্নমুদ্রণ ও পাণ্ডুলিপি ছাপানোর কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিত। সদস্যরা পেতেন ছাপানো বইটির কপি। তৎকালীন যুগে জ্ঞান কৃষ্টির সম্প্রসারণে, দুর্লভ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে এদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এ ধরণের প্রতিষ্ঠান ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও।

৪ ক্রম বিবর্তন

৪ ১ ইংলণ্ড—ইংলণ্ডে প্রাপ্ত এ ধরণের সংস্থাগুলির মধ্যে প্রাচীনতমটির নাম Roxburghe Club (1813)। এতে একজন সদস্য একটি পুনর্মুদ্রণের খরচ বহন কোরতেন। এরপর নাম করা যেতে পারে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ওয়ালটার স্কট স্থাপিত Bannatyne Club (1823)-এর। অনেক অমূল্য পারিবারিক নথিপত্র ও দুর্লভ বই Bannatyne reprint হিসেবে রক্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল ভৌগোলিক Richard Hakluyt-এর স্মৃতি

বিজড়িত The Hakluyt Society-যাদের প্রচেষ্টায় রক্ষিত হয়েছে অনেক ভৌগোলিক অভিযান সংক্রান্ত নথি পত্র। এ ছাড়া ছিল Percy Society, Early English Text Society ইত্যাদি। শুধু ইংলণ্ড জুড়ে আরও অনেক বুক ক্লাব স্থাপিত হয়েছিল বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

৪·২ আমেরিকা—ইংলণ্ড ছেড়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও আমরা এ ধরণের সংস্থার দেখা পাই। সাহিত্যিকরা গড়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন সংস্থা নিজেদের বই ছাপানোর জন্য। এ যেন অনেকটা আধুনিক লেখক-সমবায়। ছিল Seventy Six Society (1854)-এর মতো সংস্থা যারা আমেরিকার বিপ্লব সম্বন্ধীয় বই ছাপাত। ছিল বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রতিষ্ঠিত Junto নামে সেই প্রতিষ্ঠানটি যেটি পরে পরিচিত হল—American Philosophical Society নামে। ছিল Bradford Club, Cadmus Club (1895) ও আর অনেক। 1884-এ প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্কের The Grolier Club একটি গ্রন্থাগার ও ক্রমবর্দ্ধমান সদস্য সংখ্যা নিয়ে আজও বর্তমান।

৪·৩ বিংশ শতাব্দী

এল বিংশ শতাব্দী। পরিবর্তিত হল 'বুকক্লাব' সম্বন্ধে ধারণা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গেল এর নবরূপের উন্মেষ। উনবিংশ শতাব্দীর এ ধরণের সংস্থার মূলমন্ত্র ছিল কোন বিদ্বান গোষ্ঠির দ্বারা অমূল্য জ্ঞানের আধার ও দুর্লভ রচনা সংরক্ষণ ও প্রচার। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশকেরাই ক্রেতা সংখ্যা এবং এর সাথে বই বিক্রী বাড়াবার উদ্দেশ্যে স্থাপন করলেন বুকক্লাব-এর। তাই 1926 র এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত The Book of the Month Club বা 1927 র মার্চে প্রতিষ্ঠিত Library Guild ও ওয়ালটার স্কটের Bannatyne Club পৃথক ধরণের প্রতিষ্ঠান-উৎপত্তি ও আদর্শগত সূত্রে।

৪·৩১ পশ্চিমী জগৎ—আধুনিক যুগে ইংলণ্ডে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 'বুকক্লাব' পাঠকমহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। বিশেষতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এর সমধিক প্রচলন। পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জানা যায় যে এর মাধ্যমে বইয়ের প্রচার ও বিক্রী আমেরিকার মতো বিশাল দেশের ছোটো ছোটো গ্রাম নগরের পাঠক সমাজের প্রতিটি উৎসাহী পাঠকের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছে তার চাহিদামতো বই।

৪·৩২ অন্যত্র : সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় 'বুকক্লাবে'র প্রচলন হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তানে কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে অগ্রসর হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় কিছু বিদেশী বুকক্লাবের প্রতিনিধিরা এবিষয়ে প্রয়াসী হয়েছে। আর ভারতে সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হওয়ার পথে 'Home Library Plan'।

**৫ বৈশিষ্ট্য :**

প্রচলিত এই সংস্থাগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান।

১ সংস্থাগুলি ডাক ব্যবস্থা নির্ভর।

২ এরা সংস্থাভুক্ত সদস্যদের কাছে প্রতি মাসে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা পাঠিয়ে দেয়, তাদের নির্বাচন-এর সুবিধের জন্য।

৩ পাঠানো তালিকার বই অনোনীত হলে সদস্যকে কিছু জানাবার প্রয়োজন হয় না। পরবর্তী মেলে বিল সমেত বই চলে যায় তার ঠিকানায়। শুধু অমনোনীত হলে সেকথা সঙ্ঘ কে জানিয়ে দিতে হয় উপযুক্ত স্থানে।

৪ সদস্যরা বই পাওয়ার পর সাথে সাথে দাম না মেটালেও 'credit ceiling' এর ভিত্তিতে তারপরও কয়েকটি বই তাদের কাছে পাঠানো হয়।

৫ কেনা বই পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্য ছাড়ে—কখনও কখনও ৪০ শতাংশ অবধি। তার মাঝে মাঝে উপহার হিসেবে পাওয়া যায় বইও।

**৬ প্রকারভেদ :**

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে 'বুক ক্লাব' গুলির শ্রেণী বিভাগ করা যায়।

৬·১ পরিচালনা ভিত্তিক :

৬·১১ বুক ক্লাব গঠন ও পরিচালনায় অগ্রণণ্য ভূমিকা বই প্রকাশকদের। এক একটি প্রকাশক সংস্থা পরিচালনা করেন

একাধিক 'বুক ক্লাব'। এ বিষয়ে Double Day-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের Double Day One Dollar Book Club বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এছাড়া এধরণের অনেক বুকক্লাব—এর নাম করা যেতে পারে : Public Affairs Book Club ও আরও অনেকের।

৬·১২—এই বুক ক্লাব গঠন ও পরিচালনায় অংশ নিয়েছে পত্রিকা প্রকাশনা গোষ্ঠিরাও। Readers Digest হল আমেরিকার বৃহত্তম বুক ক্লাব-এর পরিচালক। Popular Science পত্রিকার অধীনে রয়েছে-Outdoor Life Book Club, The Popular Science Book Club. Gourmet Magazine-এর রয়েছে The Grurmet and Tmvel Book Club।

৬·২ পাঠক ভিত্তিক :

৬·২১ সাধারণ:—সাধারণ রুচির পাঠকদের জন্য রয়েছে অনেক বড়ো বড়ো বুক ক্লাব যারা ছোটো ছোটো শহরে নগরে সাধারণ পাঠককে সুবিধে করে দিচ্ছে মনোমত বইটি হাতে পাওয়ার-এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে Book of the Month Club, The Library Guild of America, the Double Day one Dollar Book Club ইত্যাদির।

৬·২২ বিশেষ:—বিশেষ বিশেষ রুচি ও প্রয়োজন মতো রয়েছে বিভিন্ন বুক ক্লাব।

৬·২২১ পেশা ভিত্তিক : যেমন Nurses' Book Society, Lawyers' Book Club, Civil Engineers' Book Club।

৬·২২২ রুচি ভিত্তিক : যেমন The History Book Club, Public Affairs Book Club ইত্যাদি।

৬·২২৩ ধর্মীয় বিশ্বাস : ভিত্তিক যেমন The Catholic Literary Foundation.

৬·২২৪ ছবি বা শখ ভিত্তিক : যেমন Camera Art Book Club, Cook Book Guild, Amphoto Photography Book Club ইত্যাদি অনেক।

৬·২২৫ শিশু-কিশোর পাঠক মণ্ডলীর জন্য যেমন : Best in Children's Books, Weekly Readers' Children Book Club, Junior Literary Guild বা Beginning Readers.

৭ প্রচলনের কারণ

প্রশ্ন জাগে কখন ও কেন পাঠকেরা বইয়ের দোকান বা গ্রন্থাগারের সাহায্য না নিয়ে 'Book Club'-এর সদস্য হয়। প্রথম কারণ ডাক নির্ভর এই বিক্রিব্যবস্থা দূরদূরান্তের পাঠককে সুযোগ করে দেয় রুচি ও প্রয়োজন মতো বই হাতে পাওয়ার।

দ্বিতীয় কারণ হয়তো বাড়ী বসে পছন্দ জানানো ও দাম মেটানো ছাড়া পাঠককে এ ব্যবস্থায় অতিরিক্ত কিছুই ভাবতে বা করতে হয়না বলেই পাঠক এ বিষয়ে আগ্রহী ('Save the Time of the Reader'—এর এক সার্থক রূপায়ণ নয়কি এ ব্যবস্থা ?)

তৃতীয়তঃ অনেক সময়ই বুক ক্লাব আকর্ষণীয় ছাড় ও উপহারের ( অবশ্যই বই ) মাধ্যমে পাঠক সাধারণের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

চতুর্থতঃ অনেক পাঠকই গ্রন্থাগার বা বিপণী কেন্দ্রে সারি সারি বইয়ের মধ্য থেকে নিজের পছন্দ মতো বই বেছে নিতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যান। তারা বাড়ী বসে বই নির্বাচনে আগ্রহী হন।

এরকম বেড়েছে এর প্রচলন। বুক ক্লাব হয়ে উঠেছে- "best effective means of maximising distribution"

৮—বুক ক্লাব ও পুস্তক বিপণী কেন্দ্র :

'Economy of bookbuying'-হল বর্তমান যুগের বুক ক্লাবের মূল মন্ত্র। যার ফলে তারা আকর্ষণীয় ছাড় দিয়ে ক্রেতাকে উৎসাহিত করে। এখানেই শুরু হয় বই বিক্রেতাদের সাথে এর বিরোধ। বিক্রেতা মহলের মত এরা প্রলোভনের মাধ্যমে পাঠককে প্রভাবিত করে। যার ফলে পাঠকেরা বইয়ের দোকান থেকে বই না কিনে বুক ক্লাব—এর মাধ্যমে কিনতে আগ্রহী হয়। কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে বুক ক্লাবগুলি 'Cater for

additional readers' অর্থাৎ সেই পাঠকদের দ্বারা বিপণী কেন্দ্র যায় না। তাছাড়া বুকক্লাব নির্বাচিত বই সম্পর্কে উৎসাহী। প্রকাশিত সব বই এর বিষয়ে নয়। প্রকাশিত সব বইয়ের কখনো বুক ক্লাব সংস্করণ হয় না। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে যেহেতু এই সংস্থাগুলি প্রকাশকদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সেহেতু স্বাভাবিক ভাবেই তারা এর মাধ্যমে বই বিক্রীর বিষয়ে উৎসাহ নেয়। পরিচালনগত ও দৃষ্টিভঙ্গি জাত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য বিপণী কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রীর হার কমে যেতে পারে —বুক ক্লাবের জনপ্রিয়তার জন্য নয়।

**৯ ভবিষ্যৎ—**

পশ্চিমী জগতে বুক ক্লাব—এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কর্মপদ্ধতির দ্রুত নির্ভুল ও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক রূপায়ণ। এ বিষয়ে বড়ো বড়ো বুক ক্লাবগুলি একক বা যৌথ ভাবে কম্পিউটারের সাহায্য নিতে পারে। তবে ৫০,০০০ বা তার বেশী সদস্য না হলে বিষয়টি লাভজনক হওয়া সম্ভব নয়, তবে এ ধরণের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে বই নির্বাচন ও পাঠানোর সময় কমে যেতে পারে, সংগ্রহ করা যেতে পারে সদস্যদের বিষয়ে পাঠাভ্যাস ইত্যাদি বিষয়ে নানা তথ্য।

বুক ক্লাব—এর ভবিষ্যৎ—এর বিষয়ে আরেকটি দিক ভাববার আছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বুক ক্লাব পরিবর্তিত হবে 'Document Club' বা 'Information Club—এ, সদস্যদের কাছে শুধু বই নয় পাঠাবে ফিল্ম, রেকর্ড, ক্যাসেট ইত্যাদি বা 'Private circuit Television'—এর মাধ্যমে সদস্যরা বাড়ী বসে টেলিভিশনের পর্দায় পেয়ে যাবেন তাদের চাহিদার যোগান।

**১০ উপসংহার :**

পরিশেষে ফিরে আসা যাক উন্নতশীল দেশগুলির পটভূমিকায়। Unesco এই দেশগুলিতে বুক ক্লাব এর সম্ভাব্য ভূমিকা সম্বন্ধে উৎসাহী। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন উন্নত ও নির্ভরযোগ্য ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা যা সীমিত সংখ্যায় উন্নতশীল দেশে বর্তমান। তবুও আশা করতে বাধা নেই যে হয় তো আগামী শতকে এক সুসংবদ্ধ বুক ক্লাব আন্দোলনের মাধ্যমে উত্তরের মতো দক্ষিণের অধিবাসীরাও সমর্থ হবে এর সার্থক রূপায়ণে।

সাহায্যকারী গ্রন্থ সমূহ :


1. Barken, Ronald and Escarpit Robent Ed. The Book hungry. Unesco, 1973.
2. The Encyclopaedia Americana : The International referance book, Americana Corporation 1969, Vol—IV, page 229—30.
3. Encyclopaedia of Library and Information Science. Ed. Allen Kent and Harold Lancour, Marcel Dekker, 1969, Vol. 2, page 672
4. Sankarnarayanan, N. Ed. Book distribution and promotion problem in South Asia, Unesco.
5. Thinking Ahead, Unesco and the challenges of today and tomorrow, Unesco, 1977.

# পেপারব্যাক ঃ গ্রন্থের জগতে এক নতুন প্রজন্ম

অমল দুলাল বসাক

## • মুখবন্ধ

সাধারণ পাঠক সম্প্রদায়ের হাতে সস্তায় বই তুলে দেয়া প্রকাশকগণের অনেকদিনের পুরনো বাসনা। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এর অভাবে বেশ কিছু স্বল্প শিক্ষিত মানুষ আবার অশিক্ষিতের দলে ফিরে গেছেন; শিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিত পাঠকেরা পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে অপারগ হয়েছেন; এবং বেশীর ভাগ স্বল্প শিক্ষিতরা, বইএর দাম তাঁদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকায় সুবাদে নিজেদের শিক্ষার মান বেশী দিন ধরে রাখতে পারে না। এক নতুন জাতের বই, এই পেপারব্যাকই হচ্ছে ধ্যান-ধারণা প্রচারের একমাত্র মূলতন্ত্র মাধ্যম। তাই বর্তমান আর্থিক টানা-পোড়েন এবং নিম্ন ক্রয় ক্ষমতার যুগে, গণ-প্রচারের ব্যাপারে এর অনেক কিছু করার আছে।

## ১. শৈশবাবস্থা হ'তে কৈশোরে

পেপারব্যাক, পকেট বই, কাগজের মলাটের বই, নরম মলাটের বই, অথবা কম দামী "ইন্ডেন্ট এডিশন"—এ গুলি সবাই প্রায় সমার্থক শব্দ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী উপন্যাসকেও এনাবে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও পেপার ব্যাকের জন্ম ঊনবিংশতাব্দীর ইংরেজী এবং বিংশ-শতাব্দীর পঞ্চাশ এবং ষাট দশকের সেবাশেবি। পেপারব্যাক সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা বয়প্রাপ্তি লাভ করেছে; তবুও পেপারব্যাক প্রকাশন শিল্পের ইতিহাস যে একটি সম্পূর্ণ নতুন জাত তা কিন্তু নয়। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে শোনস্ পারলার সম্পাদিত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ওপর লেখা একটি প্রায় এই প্রকারের বই প্রকাশিত হয়। এরপর ১৬৪৪-এ মিল্টনের এ্যারোপ্যাগিটার পেপারব্যাক সংস্করণ বেরোয়। কিন্তু ইয়োরোপে সর্বপ্রথম পেপার ব্যাকেরআবির্ভাব ঘটে ১৮৩৭-এ যখন লাইপৎজিগ হতে ইংরেজীতে প্রকাশিত 'টাউচনিৎজ সংস্করণ'-গুলি বাজারে এলো। অবশ্য এগুলির বিক্রী কেবল অ-ইংরেজী ভাষী দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, এরপর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আবির্ভূত হয়, একটু অন্যভাবে, পত্র-পত্রিকাদির ক্রোড় পত্র (Supplements) হিসেবে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে তৎকালীন সংবাদ পত্র প্রকাশকেরা পত্র পত্রিকা প্রকাশনার পাশাপাশি এ ধরণের অতিরিক্ত প্রকাশন শুরু করা সম্ভব করেছিল এবং গণ প্রচারের জন্য তৎকালীন আমেরিকান কংগ্রেস সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যে ডাক মাশুলের কম হার মনোনীত করেছিলেন তার সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪১-এর জুলাই মাসে 'নিউ ওয়ার্ল্ড' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা চার্লস লিভার এর লেখা "চার্লস ও'ম্যালি"—র প্রথম খণ্ডটি ক্রোড়পত্র হিসেবে ৫০ সেন্ট দামে বাজারে ছাড়ে। অপর এক প্রতিযোগী 'ব্রাদার জোনাথান' সঙ্গে সঙ্গে ঐ একই বই আরো কম দামে প্রকাশ করেন। এই অতিরিক্ত ক্রোড় পত্রগুলি '(Extras) ওদেশের নিউজবয়রাই ( খবরের কাগজ বিতরক ) বাড়ী বাড়ী বিক্রী করত এবং প্রয়োজনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যে কোন জায়গায় ডাকে পাঠানো হ'ত। ১৮৪৩ এ যখন আমেরিকান ডাক বিভাগ এই ধরণের অতিরিক্ত ক্রোড়পত্র সংযের প্রকাশন-গুলির জন্য বুকপোষ্ট হারে ডাক-মাশুল দাবী করল, তখনই প্রকাশন জগতের এই প্রথম বিপ্লবের আপাত-ইতি ঘটল। নিউইয়র্ক ট্রিবিউন ১৮৭৩-এ মূলতঃ বিজ্ঞান বিষয়ক অতিরিক্ত ক্রোড় পত্র (Extras) প্রকাশ শুরু করেন। এরপর হতে একই বই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক পুনঃ মুদ্রিত হওয়ায় বিভিন্ন দেশের লেখকেরা, মূলতঃ ইংরেজরা, তাদের গ্রন্থ মূল্য (Royalty) হতে নিয়ত বঞ্চিত হতে লাগলেন, যেহেতু তাদের গ্রন্থগুলি আমেরিকার বিভিন্ন প্রকাশকগণ কর্তৃক প্রকাশিত হতে শুরু করল।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব আইন ( ১৯৩৯ ) কার্যকরী হয় ১৯৯৩ সালে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান প্রকাশকগণ কর্তৃক বৃটিশ লেখকগণের প্রতারিত হবার ইতি ঘটে। এরপর হতে এই বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশন আঙ্গিকটি সারা পৃথিবীর দেশগুলিতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ব্রিটেনে অ্যালেন লেন-এর 'পেঙ্গুইন' সিরিজের বই এবং পরবর্তীতে 'ফন্টানা', 'প্যাম' এবং আরো অনেক ; ইতালীও 'প্রিজমা বুকস' ; ফ্রান্সে 'লে সিঙ্গুইল' এবং 'হ্যাচেট্ বুকস' ; ইতালীতে 'কেল্ডিনেলী' এবং 'আরডো, বুকস্' ; জার্মানীতে 'উল্‌স্টেইন' এবং 'রো রো রো' ; ইত্যাদি সিরিজ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলিতে পাওয়া যেতে লাগল। আধুনিক পেপারব্যাকের পিতা হিসেবে বৃটেনের বর্তমান পেঙ্গুইন বুকস্ সংস্থার অ্যালেন লেনেরমান পরিচিত। ১৯৩৫ এর ৩০শে জুলাই প্রথম ব্রিটেনের অ্যালেন লেন দশটি ছয় পেন্স দামের পেপারব্যাক বই ( প্রতিটি ২০,০০০ কপি ) গতানুগতিক বিক্রয় কেন্দ্রগুলি সহ সারা বৃটেনে ছড়িয়ে থাকা "উলওয়ার্থ" সংস্থার দোকানগুলির মাধ্যমে সমাজের মধ্য এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের কাছে সফল ভাবে পৌছে দেন। তিনি সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনবোধ করেন। বর্তমানে প্রকাশক সমাজও দুটি দলে বিভক্ত—এদের মধ্যে একদল পেপারব্যাক প্রকাশনায় বিশেষ ভাবে নিয়োজিত। একটিও পেপারব্যাক প্রকাশ করেননি এরকম প্রকাশক বর্তমানে নেইই বলতে গেলে। দেড় লাখেরও বেশী নানা ধরণের পেপারব্যাক বই সারা পৃথিবীতে বিক্রী হচ্ছে। এই সংখ্যা প্রতিমাসে প্রায় ১ হাজার করে বাড়ছে।

## ২ ভারতীয় চিত্র

বিগত তিন দশকে, ভারতীয় প্রকাশন শিল্প যথেষ্ট উন্নতি করেছে। পঞ্চাশ-র দশকের গোড়ার দিকে এটি বেশ খরচ সাপেক্ষ জিনিষ ছিল। পরিমাণ এবং উৎপাদনের গুণগত মান [ Quality ] দুইই ইতিমধ্যে উন্নতি করেছে। পেপারব্যাকের আগমন ভারতেও প্রকাশন চিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ৪০-দশকের গোড়ায় প্রথম হিন্দীতে পেপারব্যাক সিরিজ প্রকাশিত হয় এলাহাবাদ হতে। প্রকাশক মিত্র প্রকাশন আর সিরিজের নাম 'মনোহর' এবং 'মায়া'। এগুলি মূলতঃ ছিল জনপ্রিয় সাহিত্যের বই। এর অব্যবহিত পরেই এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের ৪০ পয়সা মূল্যের 'সরস্বতী' সিরিজে হিন্দী গল্পের বই বার করে। এছাড়া ১৯৪৪/৪৬ এ উর্দু "পয়সা লাইব্রেরী" প্রকাশিত হ'তে শুরু করে। তবে এগুলির কোনটিই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারে নি। একমাত্র ১৯৪১ তে প্রকাশিত ভারতীয় বিদ্যাভবনের বাছাই করা ভারতীয় ক্লাসিক গ্রন্থাদির ইংরেজি অনুবাদের 'বুক ফুনিভার্সিটি' সিরিজ সামান্য টিঁকেছিল। দাম ছিল একটাকা করে। অসংগঠিত পরিবেশ প্রকল্পের জন্য এই সব উদ্যোগগুলি ব্যর্থ হয়।

এরপর ১৯৫২-এ দিল্লীর হিন্দ-পকেট-বই প্রথম জন-মুখী পেপারব্যাক প্রকাশনার এক বিশাল সুসংহত প্রকল্প নেয়। প্রথম স্তরকে গীতাঞ্জলীর অনুচ্ছেদ, গান্ধিজির কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি দিয়ে সাজানো নানান স্বাদের একটাকা দামের ছ'টি বই প্রকাশিত হয়। হিন্দ-এর পরীক্ষামূলক হিন্দী পেপারব্যাক দারুণ ভাবে সফল হয়। মাত্র তিন মাসে দু'হাজার কপি বই বিক্রী হয়ে যায়। এরা প্রতি মাসে দু'টি বই ছেপে যেতে থাকে এবং 'ঘরেসু লাইব্রেরী যোজনা'র মত বুক ক্লাব তৈরী করে। এই পেপারব্যাকের শিরদাঁড়া স্বরূপ বুক ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ৪৭,০০০ পর্যন্ত হয়েছিল। ক্লাব ছাড়াও হিন্দের ছিল পাচশর মত স্টল, দোকান, এবং বাস-রেল স্টেশনের হুইলারের স্টলের নেট ওয়ার্ক। এমনকি সেলুন এবং পানের দোকানেও হিন্দ-পকেট-বই বিক্রী হতে শোনা গেছে। হিন্দী দিয়ে শুরু করে, ধীরে ধীরে বছর দশেকের মধ্যেই উর্দু, ইংরেজী, এবং পাঞ্জাবী পেপার ব্যাকও এরা প্রকাশ করেন। ১৯৭৬-এ 'তিলক বুকস্' নিজস্ব প্রকাশন নিয়ে হাজির হয়। হিন্দের প্রতিযোগী হিসেবে ১৯৫৮-তে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত 'ষ্টার বুকস' প্রভাব বিস্তার শুরু করে। প্রথমে এরা উর্দু বই দিয়ে শুরু করলেও, পরে হিন্দীতে মূলতঃ রোমান্স এবং ক্রাইম ডিটেক্টিভ বই প্রকাশ করেন। এরাও জনপ্রিয় হয়েছিল। এদের বই এবং 'ষ্টার লাইব্রেরী যোজনা'। অপর এক প্রতিষ্ঠান হল 'রাজকমল প্রকাশন ; এরা শক্ত মলাটের

পাশাপাশি কিছু বই পেপার ব্যাকে প্রকাশ করছেন। এদের 'আলোচনা পুস্তক পরিবার' শীর্ষক বুক ক্লাব বেশ জনপ্রিয়। যা হোক' ৬০ দশক হতে আরও অনেক সিরিজ বুক ভারতীয় ভাষাগুলিতে বেরোতে শুরু করে—যথা, এমেরো পকেট বুকস্ ( হায়দ্রাবাদ ) হতে তেলেগু ; ওরিয়েন্ট পেপার ব্যাকস্ ( দিল্লী ) হতে ইংরেজী ; হিন্দ পকেট বুকস্ ( দিল্লী ) হতে উর্দু এবং পাঞ্জাবী ; রাজকমল প্রকাশন হতে হিন্দী ; স্টার পকেট বুকস্ ( দিল্লী ) হতে উর্দু এবং হিন্দী ; মিত্র ও ঘোষ ( কলকাতা ) হতে বাংলা ; রূপা ( দিল্লী-কলকাতা ) হতে ইংরেজী ইত্যাদি। বর্তমানে ওরিয়েন্ট, হিন্দ, ইকো, মে ফ্লেয়ার, স্টার, বেল, রূপা, ভিক্কম, নবম, পার্ল, ইত্যাদির মত অনেক অনেক পেপার ব্যাক সিরিজ বাজারে চলেছে। এখন বাংলা, গুজরাতী, তেলেগু, তামিল, কানাড়া এবং পাঞ্জাবী সহ প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই ভারতীয় লেখকদের গল্পের বই কিংবা গবেষণামূলক বই অথবা অনুবাদিত বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে। এই বইগুলি গত ২৫ বছর যাবৎ সারা দেশে লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হচ্ছে।

### ৩ গণ প্রচারের জন্য

পেপারব্যাক গুলির অন্যতম দোষ যা এখনও আছে, তা হল যে এ'গুলি মূলতঃ পূর্বে প্রকাশিত বাজার সফল শক্ত মলাটের বইয়েরই পুনর্মুদ্রণ। খুব কম বই এই আকারে প্রকাশ পায়। আজকাল অবশ্য ছাত্র সমাজের কাছে সুলভ করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পাঠ্য বই একই প্রকাশক বা অন্য প্রকাশক কর্তৃক প্রথম সংস্করণেই পেপারব্যাকে প্রকাশিত হচ্ছে। খুব কম লোকই ব্যক্তিগত ভাবে আজকাল শক্ত মলাটের গল্পের বই কিনতে পারেন। অতএব শক্ত মলাটের বইগুলির ক্রেতা এখন মূলতঃ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি।

### ৪ উৎপাদন পদ্ধতি

প্রতিযোগী পেপারব্যাক প্রকাশকদের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা এবং খরচ প্রচণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এ ধরণের বইয়ের উৎপাদনে যান্ত্রিকতার বর্দ্ধিত প্রয়োগ এবং লম্বা মুদ্রণ ও বাঁধাই অবলম্বন করতে বাধ্য করছে। পুরো ব্যাপারটা এখন বেশ সহজ হয়ে গেছে। মোনো—, লাইনো—, কিংবা ইন্টারটাইপ মেশিনে পাঠ্যাংশ-টির টাইপ কম্পোজিশন করা হয়। পরের ধাপে সংশোধন এবং পৃষ্ঠা নম্বর দেবার পর' প্রতিটি পৃষ্ঠা নিয়ে তার ওপর সিন্থেটিক থার্মোসেটিং প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থের চাদর চাপানো হয়। কেবল উপযুক্ত চাপ ঐ চাদর হতে উচ্চ তাপমাত্রায় অগ্রভাবিত চীনামাটির ডিশের মত শক্ত ছাঁচ তৈরী করে দশ মিনিটেরও কম সময়ে এই ছাঁচ হতে ২৫ টন চাপ এবং ৩০০ ডিগ্রী ফারেনহিট তাপাঙ্কে রবারের পাত তৈরী করা হয়। এই রবার স্টিরিও হতে উচ্চগতি সম্পন্ন রোটারি অফসেট মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণতঃ ৩২ পৃষ্ঠার গুণিতকে ছাপা হয়। এ ধরণের মুদ্রণ যন্ত্রে সাধারণতঃ কাগজ যোগান দেওয়া হয় 'রোল' হতে এবং একই সাথে কাগজের দু'পিঠে ছাপা হয়। চূড়ান্ত স্তরে ভাঁজ করা বইয়ের কর্মা যন্ত্র হতে বেড়িয়ে আসে। এই 'রবারপ্লেট' মুদ্রণ যন্ত্রের পুরো একটা "ব্যাটারী"-কে কালির যোগান দেয়া হয় একটি চ্যানেল হতে।

এই ভাঁজ করা কর্মাগুলি কোলেশনের ( বাঁধাইএর জন্য যথাযথ ভাবে সাজানো ) জন্য "গ্যাদারিং এসেম্বলী" হয়; আর বাকি কাজ, অর্থাৎ বাঁধাই করার দায়িত্বে থাকে "পার-ফেক্ট বাইণ্ডার" যন্ত্র। 'কোলেট' করা কর্মাগুলির এবং কাটা খাঁজ করার (গোটার প্রান্তে) কাজ এই "পারফেক্ট বাইণ্ডার"-ই করে থাকে। পেছন দিকের অংশে ( স্পাইন ) প্লাস্টিক জাতীয় আঠার সাহায্যে মলাট লাগিয়ে তা ভাজ করে দেয়া হয়। এর পর তিন ধার ছেঁটে দেয়া হয়। এখন ধারগুলিতে স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে কোন এক বিশেষ রঙ ছিটিয়ে দেয়া হয়। জলীয় বাষ্প এবং পুনর্ব্যবহার জনিত ক্ষয় অন্ততঃ কিছুটা ঠেকাবার জন্য পেপার ব্যাকের মলাটের ওপর অচ্ছ এসিটেট কিংবা পি, ভি, সি-র পাতলা চাদরের আস্তরণ (Lamitation) দেয়া হয়। সমস্ত কাজেই যন্ত্রে হওয়ার উৎপাদন খুবই কাম্য হয়। পেপার ব্যাক উৎপাদন এর সম্পূর্ণ এই যান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে অনেক সময় "কম্বিনেশন ইউনিট" নাম দেয়া হয়। ভারতে আমরা উন্নত ধরণের প্রয়োজনীয় কম্বিনেশন ইউনিট ঠিক মতো পাই না। এ

ছাড়াও এদেশে ইংলাণ্ড, আমেরিকার তুলনায় এক একটি বই খুবই কম সংখ্যায় ছাপা হয়, তাই প্রতি কপির বিক্রয় মূল্য বেশী পড়ে যায়। আবার, দেশে তৈরী নিউজ প্রিণ্টের মান বই ছাপার জন্য তেমন উপযুক্ত নয়। অথচ আমদানীকৃত নিউজপ্রিণ্ট সংগ্রহের প্রচণ্ড অসুবিধা। তাই কিছু প্রকাশক, অনেকটা বাধ্য হয়েই, বেশী দামের হোয়াইটপ্রিণ্ট কাগজ ছাপার জন্য ব্যবহার করছেন। খুব তাড়াতাড়ি অথচ কম খরচে কার্যকরী বাঁধাই করার মত ভাল বাঁধাই যন্ত্রেরও অভাব আমাদের দেশে। এই কারণে কিছু কিছু প্রকাশক তার-বাঁধাইয়ে (Wire Stiching) ঝুঁকছেন। কিন্তু পাঠকেরা এ ধরণের বাঁধাই তেমন পছন্দ করেন না, কারণ এতে বইটি সম্পূর্ণ খুলতে বড় অসুবিধা হয়।

### ৫- গ্রন্থাগার ও পেপারব্যাক

দামে কম অথচ আকর্ষণীয় এই নতুন আকৃতির বইয়ের জন্ম দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রকাশন শিল্প। গ্রন্থাগারিক সম্প্রদায়ের কাছে এই নতুন প্রজন্ম কি ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এবং তার সম্ভাব্য সমাধানের উপায়ই বা কি; এখন তাই একটু খতিয়ে দেখা যাক। পেপারব্যাকগুলি সাধারণতঃ পূর্ব প্রকাশিত অন্য কোন বই, কিম্বা ফ্লিপ্ট, সাউণ্ড রেকর্ড, ইত্যাদির পুর্নমুদ্রণ। যখন একই বই শক্ত মলাট এবং পেপারব্যাক এই দুই রকম সংস্করণেই পাওয়া যায়, তখনই সমস্যা দেখা দেয়। যেহেতু শক্ত মলাটের অপর নাম লাইব্রেরী বাঁধাই, অতএব সামান্য উচ্চ মূল্যে হলেও সাধারণ গ্রন্থাগার সহ সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি এখনও এই শোভন সংস্করণকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দেয়, কারণ এগুলি পাঠকগণ কর্তৃক ঘন ঘন ব্যবহারের ধকল দীর্ঘ দিন সহ্য করতে সক্ষম হবে। দামের কারণে গ্রন্থাগারিকদের কাছে পেপারব্যাক এক রকম টোপের মত কাজ করে। আর যদি প্রতি সংস্করণেই মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকে, অবস্থা পেপারব্যাকের অনুকূলে যাবার আরো বেশী সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলি যখন কেবল পাঠ্যবইয়ের অনেকগুলি কপি কেনার কথা ভাবেন, তখন প্রকাশন শিল্প কর্তৃক অল্পনা পরিবেশিত প্রায়—পেপার ব্যাক জাতীয় ছাত্র সংস্করণ বা Student edition সংগ্রহ করতে পারেন। এ গুলি সাধারণতঃ ভাল সাদা কাগজে (White Print) ছাপা এবং ফর্মাগুলি সেলাই করা হয়ে থাকে।

কিছু কিছু গ্রন্থাগারে, নতুন সংগৃহীত পেপারব্যাকগুলিকে সামান্য শক্ত সমর্থ করে তবেই সাধারণ স্ট্যাকে অন্যান্য বইগুলির পাশাপাশি রাখা হয়। অতীতে য়ুরোপে কিছু বাঁধাই প্রতিষ্ঠান পেপার ব্যাককে বাঁধাই করে গ্রন্থাগারগুলির কাছে পুনঃ বিক্রয় করত। কিন্তু ১৯৬২ হ'তে এই সেবা ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রকাশন সংস্থাগুলি সাধারণতঃ প্রথমে একটি শক্ত মলাটের সংস্করণ প্রকাশ করে এবং যদি দেখা যায় যে ঐ বিশেষ বইটি বাজারে সকল হয়েছে তবেই কেবল গণ-প্রচারোদ্দেশ্যে পেপারব্যাক সস্তা সংস্করণ প্রকাশ করে। এখন অবশ্য নতুন নতুন বিষয়ের ওপর বেশ কিছু নতুন বই প্রথমেই পেপারব্যাকে বেরোচ্ছে। এর মধ্যে কিছু বইয়ে হঠাৎ আলোড়ন তোলা কিংবা কোন আকর্ষণীয় সাম্প্রতিক বিষয় আলোচিত হচ্ছে। ফলে এইসব বিষয়গুলি সংক্রান্ত তথ্যাদি গ্রন্থাগারে পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই পেপারব্যাকগুলি। অতএব গ্রন্থাগারিকদের সমাধানের উপায় বার করতে হবে,—কেবল মাত্র পেপার ব্যাকে প্রকাশিত বই কিংবা বর্তমানে প্রচলিত দ্বি-প্রকাশন (শোভন এবং পেপারব্যাক) নীতিতে প্রকাশিত বইগুলি ক্রয়ের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেবেন। কিছু প্রকাশক আবার চেষ্টা করছেন লামিনেটেড পেপারব্যাক, ওয়ার প্রিচ করা পেপারব্যাক এবং এখন ফর্মা সেলাই করা পেপারব্যাকের মত অন্তবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করতে। এগুলি অবশ্য গ্রন্থাগার গুলিতে গ্রহণযোগ্য হবার সম্ভাবনা রাখে।

ব্যবহৃত কাগজ সাধারণতঃ নিউজপ্রিণ্ট হওয়ার ফলে পেপারব্যাকের পৃষ্ঠাগুলি কালান্তরে ধীরে ধীরে বাদামী বর্ণ-ধারণ করে এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এছাড়াও পেপারব্যাকের পৃষ্ঠাগুলির যেহেতু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আঠা দিয়ে লাগানো থাকে সেহেতু পাঠকগণ কর্তৃক বার বার ব্যবহারের ধকল এবং বাতাসের আর্দ্রতা সহ্য না করতে পেরে কিছুদিনের মধ্যেই পৃষ্ঠাগুলি খুলে আসে। তুলনামূলক ভাবে ছোট আকারের

টাইপে ছাপার জন্য পৃষ্ঠনের আরামের পরিপন্থী হয়। ছাপা অংশের পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হয় যে প্রত্যেক পৃষ্ঠার চারপাশের মার্জিন শক্ত মলাটের বইয়ের তুলনায় খুবই শক্ত থাকে। এর ফলে প্রিন্ট এরিয়া বা ছাপার যোগ্য এলাকার চূড়ান্ত ব্যবহার সম্ভব হয় এবং উৎপাদন খরচকে কিছুটা নামিয়ে দেয়। কিন্তু এ জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে পুরোণ পেপারব্যাকগুলির পুনঃবাঁধাই তেমন সুবিধাজনক হয় না। অনেক পাঠকেরাই যারা তাঁদের ব্যক্তিগত কপির মার্জিনে নিজস্ব টীকা লিখে রাখতে অভ্যস্ত তাঁরা অবশ্য বিংশ শতাব্দীর এই নয়া প্রজন্মকে নিয়ে সামান্য অসুবিধায় পড়বেন। এইসমস্ত কারণই পেপারব্যাক পাঠকের অনীহার পেছনে কাজ করছে। এবং তাই এই নতুন জাতের বই গ্রন্থাগারের স্ট্যাকে সহজে অনুপ্রবেশ করতে পারছে না।

যা হোক, গণ-প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের গড় ক্রয় ক্ষমতার উর্দ্ধ সীমার কাছাকাছি রাখবার জন্য পেপার ব্যাকের দাম যথেষ্ট কমানো হয়েছে। তাই, গ্রন্থাগারে, বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারে এগুলি পরিগ্রহণের তেমন প্রয়োজন নেই। বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি অবশ্য কেবল তাঁদের গবেষণার বিষয়ের সাম্প্রতিক উন্নয়নের ওপর প্রকাশিত পেপার ব্যাক প্রথম সংস্করণগুলি সংগ্রহ করতে পারে। যখন গ্রন্থাগারের স্ট্যাকের কোন পেপারব্যাক অব্যবহার্য হয়ে যায়, তাকে পুনঃ বাঁধাইয়ের তুলনায় তার একটি নতুন কপি কিনে নেয়া আর্থিক দিক দিয়ে সস্তা হবে। পুনঃ বাঁধাইয়ের চেষ্টা তখনই কেবল করা উচিত যখন সেটি বাজারে ক্রয় সস্তা অথবা ছাপা নেই। সে ক্ষেত্রে গাটার-মার্জিন সরু হওয়ার জন্য, এগুলি হাতে সেলাই করা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণতঃ পেপারব্যাকের প্রতি পৃষ্ঠার ওপর কোন "রানিং টাইটেল" ছাপা থাকে না। এর ফলে যদি কোন একটি পৃষ্ঠা কোন বিশেষ বই হতে খুলে যায়, বাঁধাই কেন্দ্রের একাধিক বইয়ের ভীড়ে ঐ খোলা পৃষ্ঠার সাথে তার মূল বইয়ের সম্পর্ক খুঁজে বার করা খুবই অসুবিধাজনক কিংবা একদমই সম্ভব হয় না। ব্যবহারকালীন এরকম দুর্ঘটনা গ্রন্থাগারের নিজস্ব এলাকার মধ্যেও ঘটতে পারে। তাই পেপারব্যাক নিয়ে কাজ করার সময়, তা গ্রন্থাগারের মধ্যেই হোক কিংবা বাঁধাই কেন্দ্রেই হোক, যথেষ্ট যত্নবান এবং সাবধান হতে হবে। কোন পেপারব্যাক বই যখন সামান্য ছিঁড়তে শুরু করেছে, তখনই তার 'ইহ্য' নিরূপণ করা বাঞ্ছনীয়।

যখন কোন মূল্যবান এবং অথবা ছাপা নেই এমন পেপারব্যাক, যার পৃষ্ঠাগুলির অবস্থা বেশ খারাপ এবং বাঁধাই ও তদনুরূপ অবস্থায়, রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের জন্য আসে, তখন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলে। ব্যবহৃত কাগজ যদি তেমন ভাল মানের না হয়, উপর্যুপরি যদি তা সস্তার কাগজ হয়, তখন রসায়নবিদকে প্রচলিত পদ্ধতিগুলি বাদ দিয়ে সবচেয়ে উপযোগী অন্য কোন পদ্ধতি খুঁজে বার করতে হবে। রাসায়নিক শোধনের পর প্রতিটি পৃষ্ঠা পি, ভি, কিংবা অনুরূপ কোন পদার্থের পাতলা চাদর দিয়ে ল্যামিনেশন করতে হতে পারে (tensile এবং Shearing strength ফিরে পাওয়ার জন্য)। এর পর অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে বাঁধাই করাও প্রয়োজন হতে পারে।

সম্পূর্ণ চিত (flat) হয়ে পেপারব্যাকের পৃষ্ঠা কখনোই খোলেনা, এতে প্রতিলিপিকরণ কাজে কিছু অসুবিধা হয়। "কপি বোর্ডের" ওপর রাখা গ্রন্থকে কাঁচের প্লেট দিয়ে শক্ত করে চেপে রাখার এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা কিংবা বিশেষভাবে তৈরী কৌণিক "কপি বোর্ড" এর ব্যবহার তুলনামূলক ভাবে ভালো ফল দেবে।

পেপার ব্যাকের ক্ষেত্রে যেহেতু সাধারণতঃ কোন জ্যাকেট-কভার বা জ্যাকেট থাকে না, তাই বইটির ওপর প্রকাশিত সমালোচনার অংশ বিশেষ, লেখক পরিচিতি, ইত্যাদি ছাপার জন্য প্রকাশকরা জায়গা পান না। বর্তমানে অবশ্য তাঁরা এগুলি ছাপার জন্য পেপারব্যাকের পেছনের মলাট ব্যবহার করছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচিত হওয়ার ক্ষেত্রে পেপারব্যাক সামান্যই অগ্রাধিকার পায় কিংবা একদমই পায় না। জ্যাকেট কভারের অনুপস্থিতি গ্রন্থাগারিকের কাছে গ্রন্থাগারের "নতুন সংযোজন" শীর্ষক বোর্ডে প্রচারের ব্যাপারে এবং বই বাছাইয়ের ব্যাপারে একটু অসুবিধার সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ প্রকাশকেরা এই জ্যাকেট

বা কর্তারগুলি প্রচারোদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারিকদের কাছে অগ্রিম পাঠিয়ে দেন। এর অনুপস্থিতিতে প্রকাশন সংস্থাগুলির সেলস্ বিভাগের কর্মীদের পক্ষে বিক্রয়স্থানে এবং পরবর্তীতে গ্রন্থাগারিকদের ও তাদের প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় বৈজ্ঞানিক কর্মীদের অনুমোদন লাভে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অবশ্য সস্তায় পেপারব্যাক বই পাওয়ায় গ্রন্থাগারিকরা অতিরিক্ত কপি কেনা এবং "বুক-ব্যাঙ্ক", "টেক্সট বই সংগ্রহ", ইত্যাদির মত বিশেষ সংগ্রহ গড়ে তুলতে আজকাল আগ্রহী হচ্ছেন।

বিক্রেতাদের বিল পরিশোধকালে এবং গ্রাহকগণ কর্তৃক ঋণকৃত বই হারিয়ে ফেলার পর তাদের কাছ হতে সর্বশেষ দাম নেবার সময় কোন ধরণের মনোমালিন্যের অবকাশ রহিত করতে পেপারব্যাকের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সমস্ত নথীতে পরিগ্রহণ সংখ্যার আগে কিংবা পরে ইংরেজী 'P' বা 'PL' কিংবা বাংলা "প" এর ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু বর্তমানে দু'ধরণের সংস্করণের দামে প্রচুর তফাৎ থাকে তাই, বুদ্ধি কুশলী কর্মীদের নজর রাখতে হবে। যাতে কোন ধরণের কারিগরী ভুলের জন্য যেন গ্রন্থাগার আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক সময় বিক্রেতা তার 'বিল'-এ কোন বইকে শক্ত মলাট হিসেবে দেখাচ্ছে কিংবা দাবী করছে অথচ পরিবেশিত গৃহীত বইটি কম দামের পেপারব্যাক সংস্করণ। এই অবস্থায় পূর্বে বর্ণিত 'P' বা 'PL' -র ব্যবহারের উপযোগিতা অনুমেয়। পরিবেশককে অর্ডার দেবার সময়ও পেপারব্যাক সংস্করণের কথা যাথাহীন ভাবে জানিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থ নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে ঐ একই 'P' কিংবা 'PL' লিখে দেয়া যেতে পারে এবং এই চিহ্ন অর্ডার সংক্রান্ত কার্ডের এন্ট্রিতেও রাখা প্রয়োজন।

## ৬. বর্তমান পরিস্থিতি

অদূর ভবিষ্যতে যেহেতু শক্ত মলাটের বিক্রীর তুলনায় পেপার ব্যাকের বিক্রীই বেশী আশা করা যাচ্ছে, সেহেতু লেখকরা সম্ভবতঃ দ্বিধা সরাসরি পেপারব্যাক স্বত্বের জন্যই উদ্যোগী হবেন। পেপারব্যাক প্রকাশনের দ্রুত প্রসার কিন্তু কট্টর সমালোচককে বলতে বাধ্য করছে যে শক্ত মলাটের বই এই অসম-প্রতিযোগিতায় টিঁকে উঠতে সক্ষম না হয়ে কেবল পেপারব্যাক সংস্করণ প্রকাশের আগের ধাপে বাজার পরীক্ষার অন্যতম উপায় হিসেবেই বেঁচে থাকবে—কেননা পেপারব্যাক প্রকাশন পত্রিকার পাতায় সমালোচিত হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

আমেরিকার Whitaker's Paperbacks in Print Paper Bound Books in Print—এর মত এদেশের গ্রন্থাগার, শিক্ষক এবং ছাত্রসমাজের সুবিধার জন্য ভারতীয় পেপারব্যাকগুলিরও গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের খুব প্রয়োজন। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, নাম করা প্রকাশকেরা গবেষণামূলক গ্রন্থের পেপারব্যাক প্রকাশকালে সাধারণ সংস্করণে ব্যবহার করা মানের কাগজই ব্যবহার করেছেন। এই মানের কাগজ কালাক্রমে বাদামী কিংবা ভঙ্গুর হয়ে পড়েনা। কর্মীগুলিও এখন গতানুগতিক পদ্ধতিতেই সেলাই করা হচ্ছে ফলে পাঠকালে যথাযথ ভাবে সম্পূর্ণ খুলে পড়া যায়। এছাড়াও ছাপায় ব্যবহৃত টাইপের আকৃতি এখন যথেষ্ট স্পষ্ট এবং পুনঃ বাঁধাইয়ের উপযোগী যথেষ্ট মার্জিন রাখা হচ্ছে। কভার/মলাট লাগাবার জন্য ব্যবহৃত আঠা এখন সিনথেটিক জাতীয় হওয়ায় দাঁত দাঁতে আবহাওয়া তেমন ক্ষতি করতে পারেনা।

লেখকগণও পেপারব্যাকে লিখতে দ্বিধা করেন, কারণ—ক) পেপারব্যাক সংস্করণ মূল শক্ত মলাট সংস্করণের বিক্রী কমিয়ে দিতে পারে; এবং খ) পেপারব্যাকের জন্য রয়্যালটি পাওয়া যায় মাত্র ৩-৬% কিন্তু শক্ত মলাটের বইয়ের জন্য তা ১০-১৫%। পরবর্তী অন্তর্নিহিত কারণ হল, পেপারব্যাকে লেখা প্রকাশিত হলে লেখকদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হ'বার একটা আশঙ্কা থেকে যায়। সমালোচক, গ্রন্থ পর্যালোচক, এবং সংবাদ মাধ্যমগুলি পেপারব্যাক সম্পর্কে সর্বদা যে অনীহা দেখান তাই এসব কিছুর মূলে। সৌভাগ্যক্রমে এখন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন পেপারব্যাকও অন্যান্য বইয়ের পাশাপাশি সমালোচিত হচ্ছে। প্রথম ধারণাটি এখনও বর্তমান। সত্যিকথা বলতে গেলে শক্তমলাট এবং পেপারব্যাক সম্পূর্ণ আলাদা দুই ধরণের জিনিষ এবং এগুলি

ছুটি আলাদা বাজারের জন্য তৈরী। এদের বিক্রী সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে সংগঠন করা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় ধরণটির কোন ডিগ্রিই নেই—যেহেতু পেপারব্যাকের বেশী বিক্রীর জন্য তা এখন ভাল রয়ালটি আনতে পারে যেহেতু রয়ালটি প্রদানের বর্তমান হারকে ইচ্ছা পরিবর্তিত করার সম্ভাবনা নিশ্চয় রাখে।

### ৭ বিক্রয় ব্যবস্থা

অতীতে পেপারব্যাকের বিক্রী, প্রকাশন শিল্পের মোট আয়ের ৯-১০%, এর বেশী হ'ত না। যেহেতু বই পিছু দাম পেপারব্যাকের ক্ষেত্রে প্রায় ১/১০ এর কাছাকাছি, তাই মোট বিক্রীত পেপারব্যাকের সংখ্যা শক্ত মলাটের প্রায় কাছাকাছি হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে অবশ্য উন্নত জাতের পেপারব্যাক, যা বড় টাইপে ছাপা এবং গণ প্রচারের জন্য ৩০-৫০% দামে বিক্রীত, এই শিল্পের বড় রকমের ভাগীদার হতে যাচ্ছে।

পেপারব্যাককে গণ বিক্রয়ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করে দিতে হবে। বিক্রয় কেন্দ্রগুলি শুধু সহজগম্য স্থানে করলেই হবে না, বইগুলির দামও সাধারণ পাঠক সমাজের ক্রয় সীমার মধ্যে রাখতে হবে। পেপারব্যাক বিক্রীর ব্যাপারে খুব নিখুঁত আর্থিক সাম্যতা (Equilibrium) রাখতে হয়। তাই গণ প্রচারে বিক্রয় একটি বইই প্রকাশকের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে যেতে পারে। এই সামান্য লাভে বিক্রয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রকাশকেরা খুব বেশী বিজ্ঞাপন বা প্রচার কার্য চালাতে সক্ষম হন না। গ্রন্থ সমালোচকেরা তাই তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন।

সাধারণতঃ একই বইয়ের দ্বি-সংস্করণ পদ্ধতিতে, শক্ত মলাটের বেশী দাম এবং পেপারব্যাকের যথেষ্ট কম দাম রাখা হয়। বেশী বিক্রী হলে পুষিয়ে যাবে বলে প্রকাশকেরা আশা করেন। এবং এক্ষেত্রে প্রচার কাজ যুক্তভাবে করা হয়।

যে ক্ষেত্রে পেপারব্যাকটি পুনঃ প্রকাশিত সংস্করণ, সে ক্ষেত্রে আগে প্রকাশিত শক্ত মলাটের বিক্রীর পরিসংখ্যানই বলে দেবে পেপারব্যাকের প্রিন্ট অর্ডার কত হওয়া উচিত। কিছু বড় বড় বিদেশী প্রকাশক তাঁদের নিজস্ব পুনঃ প্রকাশন বিভাগ খুলেছেন। যেমন 'ডাবল-ডে'র এঙ্কর বুকস্ এবং ইয়েল বুকস্; 'হাউটন-মিফলিন্'-এর সেঁটি এডিশনস্ এবং রিভার সাইড এডিশনস্; "হারপার-এণ্ড-রো"-এর চাপেল বুকস্ এবং টর্চ বুকস্, ইত্যাদি।

### ৮ মন্তব্যাদি

মন্তব্যে এসে, শ্রী পি, এন, মালহোত্রার উক্তি দিয়ে শুরু করি, "Paperbacks are not only a Source of fame and income to authors but they also have an important social value. By their widespread availabilty they act asan incentive to growth and sustenance of literacy and promote development of a healthy literature". Electronic Engineer পত্রিকার অক্টোবর ১৯৭৯র সংখ্যা অনুযায়ী, "In developing countries, like India, there is no doubt, need of such books to cover requirements of different technical courses. However in a country with per capita income of barely rupees one thousand, a book costing nearly rupees ninety can at the best be purchased by libraries only. It is rather unfortunate that no Indian publisher has come forward to publish cheaper editions of popular foreign pook as has been very common in Japan. In fact Japaneese editions are allowed to be exported to developing countries. There appears to be need for similar approoch to feed the vast Indian market".

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচের জন্য, মূল পেপারব্যাক ধারণাটি ( দাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং বিক্রীর দিক দিয়ে ) অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আগে যেখানে এ ধরণের বই দামে সস্তা হওয়ার জন্য অনিয়মিত গ্রন্থপ্রেমীদের হাতে চলে যেতো এখন আর তেমনটি হয় না। একই বইয়ের দাম ২০ বছর

আগের তুলনায় প্রায় ১৫গুণ হয়েছে, অথচ তুলনামূলক ভাবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়নি।

পি. ভি, সি. আঠা এবং উন্নত বাঁধাই প্রবর্তনের সাথে সাথে পেপারব্যাক এখন তুলনামূলক ভাবে অনেক ভাল এবং ঘন ঘন ব্যবহারের ধকল সহ করার মত শক্ত সমর্থ আকৃতি পেয়েছে। তাই গ্রন্থাগারিকেরা সীমিত সংখ্যায় হলেও পেপার ব্যাক কেনা শুরু করেছেন এবং লীডি এমন দিন আসছে যখন 'Paperbacks with better production value, tougher binding and more durable soft covers would be as welcome to the Librarians as any other hard covers" (14)

## ৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী


1. ASTBURY (Ray): Bibliography and book production. 1967.

2. BENJAMIN (C G): Will paperbacks take over. In A Candid critique of book publishing. 1977. P 85.

3. CALDER (John): **Library Association Record**. 1967. 1 339.

4. CHAKRAVORTY (M L): Bibliography.

5. CHATTERJEE (Amitabha): Paper backs for the masses. **Amrita Bazar Patrika**, Calcutta. 1979, March 7. P 4.

6. DAILY (J E): Paper back books. **In Encyclopaedia of Library and Information Science.** V. 7, 1977. P 364.

7. INDIA. Education, Ministry of: Production and distribution of Paperback, (Popular) books 1959.

LEWIS (Freeman): Paper bound books in America, **In** Bowker lectures on book Publishing. 1957. P 306.

9. MALHOTRA (DN): Crisis in Indian paperback publishing. **Indian book Industry.** 1982, April.

10. ——————: Paper backs in India, **In** Hand book for Indian writers. 1975.

11. NAGPAL (C L): Paperbacks: production for economy. **Indian book Industry.** 1982, April, P 11-13.

12. SEN (Mandira): Paperback revolution, **India International Center Quarterly**, V 10, No 4, 1983, December, 4-3—65,

13, TURNER (E S): Tough old bird going strong at fifty, **The Statesman.** 1985 August 9.

14, VISWANATH: Paperbacks: Problems and prospects, **Indian Book Industry.** 1982, April, P 9-10,

# রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : গ্রন্থপঞ্জী

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত পুস্তক তালিকা

· তাপস ভট্টাচার্য

### । ভূমিকা ।

প্রখ্যাত এক লেখক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একবার লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ মহাদেশ স্বরূপ। সেই মহাদেশটির সমস্ত অঞ্চলেই বা অংশেই যথোচিত আলোকপাত এখনও সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো এলাকা অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, এমনটাও সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থা থেকে এ পর্যন্ত রবীন্দ্র জীবন, তাঁর বিচিত্র কর্মকাণ্ড এবং তাঁর রচিত সাহিত্য নিয়ে লেখা যে বিপুল গ্রন্থভাণ্ডার দেশে-বিদেশে গড়ে উঠেছে, তার দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথকে নিয়তই আজও তেমন একটি মহাদেশের মতোই মনে হয়, যার সর্বাংশে সকলের প্রবেশ লাভ না সহজ, না সম্ভবপর।

কেবল মাত্র বাংলা ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য নিয়ে যা লেখা হয়েছে তাও কম নয়। বাংলা ভাষায় রচিত সেই গ্রন্থরাশি নিয়েই প্রস্তুত করা হয়েছে এই গ্রন্থপঞ্জী। যদিও এই গ্রন্থপঞ্জীকে ব্যাপক গ্রন্থপঞ্জী (Comprehensive Bibliography) বলা উচিৎ নয়। কারণ, যদিও সম্ভাব্য জায়গায় অনুসন্ধান করে এই গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছে। তবুও অনেক গ্রন্থ হয়ত সকলকের অগোচরে থেকে গেছে। এই গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করার জন্য যে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী এবং অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে তা হ'ল (১) জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী ; (২) শ্রীচৈতন্য লাইব্রেরীর গ্রন্থসূচী ; (৩) বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর গ্রন্থসূচী ; (৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থসূচী ; (৫) ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী [Indian National Bibliography (1958-1971)] ; (৬) বাংলা গ্রন্থপঞ্জী : ক্রমানুসারে বাংলা গ্রন্থের বিবরণাত্মক তালিকা ; (৭) রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশিত নির্বাচিত পুস্তক তালিকা ( ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৫-৮৬ ) ; (৮) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থাগার-রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা ১৩৬৮ ব ; (৯) Tagore Centenary Exibition 1961, published by Lalit Kala Academy, Delhi. (১০) টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর গ্রন্থসূচী।

এই গ্রন্থপঞ্জীতে মূলত ; কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক সমূহ স্থান পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য প্রদেশ বা বিদেশে প্রকাশিত যে সব পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলিকেও এই গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কবিজনের জীবিতাবস্থা থেকে অদ্যাবধি প্রকাশিত পুস্তক সম্পর্কিত তথ্য এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সব পুস্তকের তথ্য অসম্পূর্ণ, সেই সব তথ্য—আপাততঃ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থপঞ্জীতে তালিকাভুক্ত পুস্তক সমূহ গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত নামানুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। কেবল পাশ্চাত্য ভাষার গ্রন্থকারদের ক্ষেত্রে তাঁদের পদবী (Surname) অনুসারে বিন্যস্ত হয়েছে। ছদ্মনামী গ্রন্থকারদের ক্ষেত্রে, যেখানে জানা গেছে, বন্ধনীর মধ্যে তাঁর প্রকৃত নাম দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করার সময়ে অধ্যাপক কণিষ্কভূষণ রায়, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সাহা এবং শ্রীঅরূপ সরকার মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমার বন্ধু শ্রীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এ কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য এবং উৎসাহিত করেছে। তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করব না। এ ছাড়াও আরও যারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন তাদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থপঞ্জী রবীন্দ্র অনুরাগী এবং রবীন্দ্র গবেষক নিবন্ধনকে সামান্য পরিমাণেও যদি সাহায্য করতে পারে। তবে আমি আমার এই ক্ষুদ্র পরিশ্রমকে সার্থকায়িত মনে করব।

# রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : গ্রন্থপঞ্জী

## মূল অংশ

( লেখকের নামানুসারে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত )

অংশু ভট্টাচার্য

১ রবীন্দ্রনাথের মালিনী ( নাট্য-সোচনা )। কলি, ইষ্টার্ন, ১৩৭০ ব। ১১, ২৬৬পৃ।

২ রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী [ ১ম পত্র, ২য় খণ্ড ] কলি, ইষ্টার্ন ৫২ পৃ।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩ শান্তিনিকেতন আশ্রম। কলি, থ্যাকার স্পিংক, ১৯৫০। ৬, ১১৬ পৃ। ১·০০।

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

৪ ভাগবতী তনু রবীন্দ্রনাথ। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮১ব। ৩২৪ পৃ। ১২·৫০।

অর্চনা মজুমদার

৫ রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৭০। ৩২০পৃ। ২৫·০০।

অজয় ঘোষ

৬ প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য। কলি, উমা ঘোষ; প্রাপ্তিস্থান : ক্রান্তিক, ১৯৮৩। ১৭৫পৃ। ১৭.০০।

৭ রবীন্দ্র সমকালীন কয়েকজন কবি, কলি, পূর্ণ। ২০·০০।

অজয় কুমার রায়

৮ রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ। কলি, এ. মুখার্জী, ১৩৬৮ ব। ৪, ১৮৭পৃ। ৪·০০।

অজিত কুমার চক্রবর্তী

৯ কাব্যপরিক্রমা; ৩য় সং। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮। ১৪৬পৃ। ১·০০।

১০ ব্রহ্ম বিদ্যালয়। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৪১। ৮, ৭২ পৃ। ১·৭৫।

১১ রবীন্দ্রনাথ। কলি, বিশ্বভারতী ১৩৯১ ব। ৬·০০।

১২ রবীন্দ্রনাথ : কাব্যগ্রন্থ পাঠের ভূমিকা। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৬০। ১২২ পৃ। ২.০০।

১৩ রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৮৩। ১৯৬ পৃ। ১৫·০০।

অতুল চন্দ্র নিয়োগী

১৪ রবীন্দ্র মানসে ধর্ম-শ্রীকৃষ্ণ। কলি, ভ্রহ্মা প্রকাশন, ১৩৯৩ ব। ৪০ পৃ। ৬·০০।

অনাথ রায়

১৫ আমার দেশের মানুষ। কলি, নিউ বুক হাউস। ২য় খণ্ড। ১৬২ পৃ। ৫·০০।

অনিল দাস

দেখুন, অনিল চন্দ্র ঘোষ এবং অনিল দাস।

অনিল কুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক

১৬ রবীন্দ্র চেতনায় উপনিষৎ। কলি, প্রিন্ট অ্যাণ্ড পাব, ১৯৭৫। ১৬, ৩৮৮ পৃ। ২৫.০০।

অনিল কুমার সিংহ, সম্পা

১৭ সূর্যবর্তী। কলি, নতুন সাহিত্য ভবন। ১৯৬১। ৬,১৯১ পৃ। ৬·০০।

অনিল চন্দ্র ঘোষ

১৮ রবীন্দ্রনাথ; শতবার্ষিকী সং। কলি, প্রেসিডেন্সী, ১৯৬১। ২, ১৮ পৃ। ১·০০।

অনিল চন্দ্র ঘোষ এবং অনিল দাস

১৯ রবীন্দ্রনাথ। পরিবর্তিত ৩য় সং। কলি, প্রেসিডেন্সী, ১৯৬১। ১০৩পৃ। ১·২৫

অনিল রঞ্জন বিশ্বাস

২০ সিঁদায় সোধুসি। কলি, বি সরকার। ০·২৫ প।

অন্নদাশঙ্কর রায়

২১ জীবনশিল্পী। কলি, ডি. এম. ১৯৪১। ৯০ পৃ। ১·০০।

২২ রবীন্দ্রনাথ; ২য় সং। কলি, ডি. এম. ১৯৬৬। ২১৫ পৃ। ৪·০০।

অপর্ণা সেন

২৩ নোবেল প্রাইজ ও রবীন্দ্রনাথ : কলি, ১৩৬৮ ব। ১১ পৃ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাণী চন্দ

২৪ ঘরোয়া। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৯০ ব। ১৪২পৃ। ১৫·০০।

২৫ জোড়াসাঁকোর ধারে। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৪৫। ৪, ১৪৫ পৃ। ১৮·০০।

অবন্তী কুমার সান্যাল

২৬ রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি। কলি, সারস্বত, ১৩৭৬ ব। ১৩৬ পৃ। ৫·০০।

অমরেন্দ্র দাস

২৭ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নবমূল্যায়ন। কলি, মণ্ডল, ১৯৮৩। ২০·০০।

অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

২৮ রবীন্দ্র প্রতিভা। কলি, কমলা, ১৯৫০। ৬, ৬৪ পৃ। ১২৫।

অমরেন্দ্র নাথ রায়

২৯ রবিরশ্মি। কলি, লেখক, ১৯১৬। ৬, ৮৭ পৃ। ০৭৫।

অমল মিত্র

৩০ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার। কলি, চৈতালি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৭। ৬৮ পৃ। ৫০০।

অমল মুখোপাধ্যায়

৩১ রবীন্দ্র সংগীত পরিক্রমা ; ৩য় সং। কলি, কল্পনা, ১৩৮৮ ব। ২০১ পৃ। ১৬০০।

অমল শঙ্কর রায়

৩২ রবীন্দ্র মানস : মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে। কলি, ক্যালকাটা, ১৩৮০ ব। ১৩১ পৃ। ৫০০।

অমল হোম

৩৩ কেরানী রবীন্দ্রনাথ। কলি, কলি,-কর্পোরেশন কর্মচারী সংঘ, ১৯৪১। ২৪ পৃ।

৩৪ পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ; সংশো ও পরি ৩য় সং। কলি, এম. সি. সরকার, ১৩৬৮ ব। ২১৯ পৃ। ৩৫০।

অমলেন্দু দাসগুপ্ত

৩৫ কবি রবীন্দ্রনাথ। কলি, জেনারেল, ১৯৫৪। ৬, ১১০ পৃ। ৩০০।

৩৬ রবীন্দ্রনাথ ও কমিউনিজম। কলি, সমাজ বিদ্যাভবন। ৩২ পৃ।

অমলেন্দু বসু

৩৭ সাহিত্য লোক। কলি, জেনারেল ১৯৭১। ৬,১৭০ পৃ। ১০০০।

অমিতা মিত্র

৩৮ রবীন্দ্র-কাব্যালোক। কলি, এ মুখার্জী, ১৯৪৭। ৮,২২২ পৃ। ৫০০০।

অমিতাভ ঘোষ

৩৯ বিশ্ববিদ্যার আনন্দ প্রাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ। কলি, লেখক, ১৩৯৩ ব। (১ম খণ্ড) ৪২০ পৃ। ৬৫.০০।

অমিতাভ চৌধুরী

৪০ অন্য রবীন্দ্রনাথ। কলি, অনন্তা ১৯৭৬। ১০০ পৃ। ৭০০।

৪১ একত্রে রবীন্দ্রনাথ। কলি, দে'জ ১৯৮৩। ৬০০ পৃ। ৪০০০।

৪২ কবি ও সন্ন্যাসী ; ৩য় সং। কলি, শৈব্যা, ১৩৮৪ ব। ১২৬ পৃ। ১০০০।

৪৩ ক্ষমাপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথ। কলি, তিনসঙ্গী, ১৯৮৪। ১৮১পৃ। ১৮০০।

৪৪ জমিদার রবীন্দ্রনাথ। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬। ৯৫ পৃ। ৭০০।

৪৫ রবি অনুরাগিনী। কলি, অনন্তা, ১৯৭৭। ১১২ পৃ। ৮০০।

৪৬ রবি ঠাকুরের পাগলা কাইল। কলি, শৈব্যা, ১৩৮৬ব। ১৪৮পৃ। ১০০০

৪৭ রবীন্দ্রনাথের পকেটবুক এবং। কলি, বেঙ্গল, ১৩৭৮ ব। ১২৩ পৃ। ৫০০০।

৪৮ রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা। কলি, আনন্দ, ১৯৮১। ১৪৫ পৃ। ১৫০০।

৪৯ শান্তিনিকেতনে সুখের বারমাস্যা ; ২য় সং। কলি, তিনসঙ্গী, ১৯৮৩। ১৪৮ পৃ। ১৫০০।

৫০ সত্যজিতের পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, নবপত্র। ১০০০।

৫১ সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ। কলি, দে'জ পাব, ১৯৮০। ৯৫পৃ। ৭০০।

৫২ হে বন্ধু, হে প্রিয়। কলি, অন্তরা, ১৯৭৭। ৮৪ পৃ। ৫০০০।

অমিতসূদন ভট্টাচার্য্য

৫৩ অন্তোত্তদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। কলি, ক্লাসিক, ১৩৭৮ব। ১১২পৃ। ১০০০।

৫৪ নানা রবীন্দ্রনাথ। কলি, আনন্দ, ১৯৮০। ২১৬পৃ। ১৫০০।

৫৫ রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠভেদ। কলি, জিজ্ঞাসা। ১৬০০।

৫৬ রবীন্দ্রনাথ কেমন করে লিখতেন। কলি, আনন্দ, ১৯৮২। ৪৬পৃ। ৬০০।

৫৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৮৪ ব।

৫৮ রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য। কলি, দে'জ, ১৯৮১।৪০৮পৃ।৩০০০।

৫৯ স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ। কলি, আনন্দ ; ১৩৯৩ ব। ২৩১ পৃ। ২৫০০।

অমিয়কুমার মজুমদার

৬০ রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস। কলি, রূপা, ১৩৭২ ব। ২৪, ১৮৭ পৃ। ৯০০।

অমিয়কুমার সেন

৬১ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৪৭। ৮, ২৪৮ পৃ। ৩০০০।

৬২ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ। কলি, তুলি-কলম, ১৩৮২ ব। ১৭৪+৪ পৃ।

৬৩ রবি-শনাথ। কলি, ইণ্ডিয়া ইনটার-ন্যাশনাল, ১৯৭৪। ১২৪+৪৪ পৃ। ১৮০০।

অমিয়কুমার সেন ও নীলিমা সেন

৬৫ সুরের গুরু ( রবীন্দ্র সংগীত বিষয়ক) কলি, অনন্ত প্রকাশন, ১৯৭৫। ১৬২ পৃ। ১৬·০০।

অমিয়মুকুল দে

৬৬ রবীন্দ্রসঙ্গীতে বৈচিত্র্য। কলি, শ্রীবিশ্বপতি দে, ১৩৮৪ ব। ১২৮পৃ। ৭·৫০।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৬৭ রবীন্দ্রনাথের পূরবী। কলি, শান্তি, ১৯৫৬। ৪, ১৪২ পৃ। ৩·০০।

৬৭ রবীন্দ্রনাথের বলাকা। কলি, শান্তি, ১৯৬০। ৮, ২২২ পৃ। ৪·৫০।

৬৮ রবীন্দ্রনাথের মহুয়া। কলি, শান্তি, ১৯৫৮। ৬, ২২০ পৃ। ৪·০০।

৬৯ রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী; ২য় সং। কলি,শান্তি, ১৯৫৭। ১১২পৃ। ২·০০।

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

৭০ মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৭১ব। ১৩১পৃ। ৩·৫০।

অমূল্য সরকার

৭১ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব। কলি, বাণীশিল্প, ১৯৬৪। ৭,১৬৯ পৃ। ৪·০০।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

৭২ কবিগুরু (রবীন্দ্রকাব্যের মূলসূত্র); ২য় সং। কলি, রীডার্স কর্ণার, ১৩৭১ব। ২২৮ পৃ। ৭·০০।

৭৩ রবীন্দ্রনাথের মানসী। কলি, করুণা, ১৯৬১। ৬, ৯৭ পৃ। ৩·০০।

আয়ান ঘোষ

৭৪ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, আনন্দ, ১৩৯৩ ব। ১০৩ পৃ। ১২·০০।

অরবিন্দ পোদ্দার

৭৫ রবীন্দ্র মানস; ৩য় সং। কলি, লেখক সমবায়, ১৯৭১, ১৬০ পৃ। ৮·০০।

৭৬ রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কলি, উচ্চারণ, ১৯৮১। ১৯৮ পৃ। ৭·০০।

৭৭ রবীন্দ্রনাথ-শতবর্ষ পরে। কলি, ইণ্ডিয়ানা, ১৯৬১। ৪, ৯৫পৃ। ২·৫০।

অরবিন্দ পোদ্দার এবং ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৭৮ রবীন্দ্রনাথের কিশোরসাহিত্য। কলি, ইণ্ডিয়ানা, ১৯৫৯। ৬, ১০০ পৃ। ২·৫০।

অরুণ কুমার বসু

৭৯ বাঙলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত। কলি, রবীন্দ্রভারতী ১৯৭৮। ৭৮৭পৃ। ৪৪·০০।

৮০ রবীন্দ্র-বিচিন্তা। কলি, ওরিয়েন্ট ১৩৭৫ব। ৩৭২পৃ। ২০·০০।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

৮১ রবীন্দ্র-মনীষা। কলি, ওরিয়েন্ট ১৯৭৯। ৩৪৪ পৃ। ৩০·০০।

৮২ রবীন্দ্র-সমীক্ষা। কলি, এ. মুখার্জী, ১৯৬১। ৬, ১৪৮ পৃ। ৩·০০।

৮৩ রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ। কলি, প্রাইমা, ১৯৮০। ২০·০০।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পা

৮৪ রবীন্দ্র বিতান। কলি, এ. মুখার্জী, ১৯৬১। ৩০, ২৩২ পৃ। ৪·০০।

অরুণ ঘোষ

৮৫ সাহিত্যিক স্বাধীনতার অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৯৮৫। ২৭২ পৃ। ৪০·০০।

অরুণ চক্রবর্তী

৮৬ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, সংশোধিত ২য় সং। কলি, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৪৭। ৩০পৃ। ০·৭৫

অরুণ ভট্টাচার্য

৮৭ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতা এবং নানাপ্রসঙ্গ। কলি, উত্তরসূরী, ১৯৮১। ৩১,০০।

৮৮ রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক। কলি, সংগীত পরিষদ, ১৯৬৮। ১৬০ পৃ। ৫·০০।

৮৯ রবীন্দ্রসংগীতে স্বর সংগতি ও সুর বৈচিত্র্য। কলি, সংগীত পরিষদ, ১৯৬৯। ৪, ১২৭ পৃ। ৫·০০।

অরুণ সরকার

৯০ পশ্চিমে বৈশাখ। কলি, বাণীবিহার। ৪, ১৯ পৃ। ২·০০।

অরুণা মাথুর

৯১ রবীন্দ্র কাব্য ও উপনিষদ। কলি, এম সি, সরকার। ২০·০০

অলোক রায়

দেখুন, সরোজ দত্ত এবং অলোক রায়

অশোক চট্টোপাধ্যায়

দেখুন, সুধীর কুমার চৌধুরী, সম্পা

অশোক সেন

৯২ কল্পনা (রবীন্দ্রনাথ)। কলি জুলিয়া, ১৩৫৬ ব। ৫·০০।

৯৩ রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা। কলি, শ্রীভূমি, ১৯৭৩। ২৮২ পৃ। ১০·০০।

৯৪ রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা। কলি, এ. মুখার্জী, ১৩৮২ব। ৩৮৪ পৃ। ২০·০০।

৯৫ রবীন্দ্রনাথ। কলি, এইচ. সরকার, ১৯৪৯। (১ম খণ্ড) ১৬, ১৩৮ পৃ। ৩·০০।

৯৬ রবীন্দ্রনাথ। (সাঙ্কেতিক নাটক)। কলি, এ. মুখার্জী। ২য় পর্ব। ৬·৫০।

অশোক কুমার কুণ্ডু

৯৭ রবীন্দ্র দিনপঞ্জী। কলি, বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণা সংস্থা, ১৩৯৩ ব। ৩০·০০।

অশোক বিজয় রাহা, সম্পা

৯৮ রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৭৫ব। (২য় খণ্ড) ১০৯পৃ। ২০·০০।

অজ কুমার সিকদার

৯৯ বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ। কলি, ফে'ঙ্ক, ১৯৮১। ১৬৬ পৃ। ১২·০০।

১০০ রবীন্দ্র নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য। কলি, গ্রন্থনিলয়, ১৩৭৪ ব। ২৬৪ পৃ। ১২·৫০।

১০১ রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন। কলি, বাণপর্ব, ১৯৭১। ১৩৬ পৃ।

অসিত কুমার দত্ত

১০২ সমাজ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রসাহিত্য সমীক্ষা। সিউড়ি, অসীমা দত্ত, ১৯৮৩। ৪৮২ পৃ। ৩০·০০।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্প

১০৩ সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ। কলি, করুণা, ১৩৭৬ ব। ১ম খণ্ড : ২০·০০। ২য় খণ্ড : ৪০·০০।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা

১০৪ রবীন্দ্র স্মারক গ্রন্থ। হাওড়া, রবীন্দ্র সেন্টিনারী সেলিব্রেশন কমিটি, ১৯৬১। ১০৪ পৃ। ১·০০।

অদিত কুমার হালদার

১০৫ রবিতীর্থে। কলি, অঙ্কন, ১৯৪৯। ৮, ১৭৬ পৃ। ৪·০০।

অনীম কুমার চট্টোপাধ্যায়

১০৬ রবীন্দ্রনাথ। কলি, ফার্মা কে. এল. এম, ১৩৭৬ ব। ১৮৬ পৃ। ৮·০০।

আগন্তুক, ছদ্ম

১০৭ কবি রবীন্দ্রনাথ। কলি, আর্ট ইউনিয়ন। ১৯ পৃ। ০·৫০।

আজিজুল হক, মোহাম্মদ

১০৮ রবীন্দ্র স্মরণে। কলি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১।

আদিত্যকুমার ওহদেদার

১০৯ রবীন্দ্র প্রতিভার উন্মেষ। কলি, বাসন্তী, ১৯৮২। ২৪৮পৃ। ২৫·০০।

১১০ রবীন্দ্র বিদ্যুৎ ইতিবৃত্ত। কলি, বাসন্তী, ১৯৮৪। ২০·০০।

১১১ রবীন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার ধারা। কলি, এক্সারেষ্ট, ১৯৫৯। ৮, ৩২১ পৃ। ৭·০০।

১১২ রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েক দিক। কলি, অ্যাসোসিয়েটেড, ১৯৫৯। ১৪৯ পৃ। ৪·৫০।

১১৩ সমালোচক রবীন্দ্রনাথ, কলি, এক্সারেষ্ট, ১৯৬১। ৪, ২০২পৃ। ৭·০০।

আদিত্য প্রসাদ মজুমদার

১১৪ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। কলি, শ্রীভূমি, ১৯৭৪। ২৪৪ পৃ। ১৮·০০।

আবদুস ওদুদ, কাজী

১১৫ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৩৭৬ব। ২ খণ্ড। ১ম খণ্ড: ১২·০০, ২য় খণ্ড : ১৮·০০।

১১৬ রবীন্দ্র কাব্য-পাঠ ও নবপর্যায়। কলি, মোসলেম পাব হাউস ১৩৩৪ ব। ১·২৫।

১১৭ রবীন্দ্র কাব্যপাঠ : মনোবিকাশের ধারার অনুসরণ। কলি, মুসলিম পাব হাউস। ১৯২৭। ৪, ১২৮ পৃ। ১·৭৫।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

১১৮ আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, ২য় সং। কলি, দেজ, ১৯৮৩। ২০৫ পৃ। ২৪·০০।

১১৯ পথের শেষ কোথায়, ৩য় সং। কলি, দে'জ, ১৯৮৪। ২২৬পৃ। ১৫·০০।

১২০ পাঞ্চজন্যের সখা, ৪র্থ সং। কলি, দে'জ, ১৯৮৪। ২০৬পৃ। ২৫·০০।

আরতি কুমার বসু

১২১ রাজা 'রাজদ্রোহী' রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ। কলি, বুক ট্রাষ্ট, ১৯৮৪। ১৯৬পৃ। ১৫·০০।

আলোক ভট্টাচার্য

১২২ আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, ফার্মা কে. এল. এম, ১৯৮০। ৮৯ পৃ। ১২·০০।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

১২৩ রবীন্দ্র নাট্যধারা। কলি, সংস্কৃতি, ১৩৭৩ব। ১৪, ৪২৪ পৃ। ১০·০০।

১২৪ রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য। কলি, এ. মুখার্জী, ১৩৮০ব। ২৪০ পৃ। ১২·০০।

ইতিমা দত্ত

১২৫ রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য ও শিশু চরিত্র। কলি, জিজ্ঞাসা।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন

১২৬ রবীন্দ্র স্মারক গ্রন্থ। কলি, অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৬১। ৪৬ পৃ।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

১২৭ রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৫৫। ২, ৩২ পৃ। ৮'০০।

১২৮ রবীন্দ্র স্মৃতি। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৬০। ৬৮ পৃ। ৩'৫০।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৯ কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব। কলি, লোটাস। ২২ পৃ।

ইন্দুভূষণ দাস

১৩০ রবীন্দ্রনাথ—নজরুল—জীবনানন্দ। কলি, নির্মল, ১৯৭৫।

ইন্দ্রজিৎ, ছদ্ম [ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ]

১৩১ মানস সুন্দরী। কলি, মিত্রালয়, ১৯৬০। ১৫৫+৪পৃ। ৫'০০।

ইন্দ্রনাথ রায়

১৩২ বাস্তবেরপটভূমিতে রবীন্দ্রসাহিত্য। কলি, নিউ বুক স্টল, ১৩৭৮ব। ১৮০পৃ। ৫'০০।

ইন্দ্রজিৎ

১৩৩ ব্রিটিশ আমলে 'পথের দাবী' এবং রবীন্দ্র-শরৎ প্রসঙ্গ। কলি, চিরন্তনী, ১৯৭৬। ১২৮ পৃ। ১৫'০০।

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার

১৩৪ রবীন্দ্র অন্বেষা। কলি, এবেম পাব, ১৩৭৯ব। ১৮৮ পৃ। ৮'০০।

১৩৫ রবীন্দ্র সঙ্গ। কলি, পুস্তক, ১৩৮৪ব। ১০৪ পৃ। ৭'০০।

উপেন্দ্র কুমার কর

১৩৬ গীতাঞ্জলী-সমালোচনা ( প্রতিবাদ ) শ্রী হট্ট, চন্দ্রনাথ প্রেস, ১৩২১ব। ৩০৭।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১৩৭ মানসী পরিক্রমা। কলি, বুক এক্সচেঞ্জ। ১০৯ পৃ। ২'৫০।

১৩৮ রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৭২ব। ৮২৮ পৃ। ১৫'০০।

১৩৯ রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৭৯ব। ৪৮৪ পৃ। ৪০'০০।

১৪০ রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিক্রমা। কলি, দি বুক হাউস, ১৩৫৪ব। ৩১২, ২১৬ পৃ।

১৪১ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস। কলি, এ. কে. সরকার, ১৩৭২ব। ৬১৩পৃ। ১৮'০০।

ঊষা রায় এবং সুজাতা চৌধুরী, সম্পা

১৪২ রবীন্দ্র শতায়ন ( বেথুন বিদ্যারতন স্মারক গ্রন্থ )। কলি, বেথুন কলেজ, ১৯৬১। ১৩৬ পৃ।

এক্রামউদ্দিন, মৌলবী

১৪৩ রবীন্দ্র প্রতিভা। বর্ধমান, মৌলবী নাজিরুদ্দিন আহমেদ, ১৯২১। ৪, ১২৯ পৃ। ১'০০।

ওকাম্পো, ভিক্টোরিয়া

১৪৪ ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, অনুবাদ ও অনুসঙ্গ : শঙ্খ ঘোষ ; ২য় সং। কলি, দে'জ পাব, ১৯৭৬। ৩,১৮৭পৃ। ১২'০০।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখুন, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪৫ রবীন্দ্র সংগীত : কাব্য ও সুর। কলি, শঙ্খ প্রকাশন, ১৩৮২ব। ২২০পৃ। ১৮'০০।

১৪৬ রবীন্দ্র সংগীতের ভূমিকা। কলি, এম. সি. সরকার, ১৯৫৮। ১২, ৮৫ পৃ। ২'০০।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪৭ রবি-পরিক্রমা : কলি, এ. মুখার্জী, ১৯৫৩। ৪,১৩২ পৃ। ২'০০।

১৪৮ রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা। কলি, এ. মুখার্জী, ১৩৭৩ব। ২১৬পৃ। ৫'০০।

১৪৯ রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক। এস. ব্যানার্জী, ১৩৭২ব। ২৩২পৃ। ১০'০০।

১৫০ রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা। কলি, বাগর্থ, ১৯৭১। ১১২পৃ। ৫'০০।

কমলাপতি দে এবং বাসব সরকার, সম্পা

১৫১ ছেলে-বিছেলে রবীন্দ্রনাথ। কলি, বসু প্রকাশনী, ১৯৬১। ২০,১১৮পৃ। ৩'৫০।

কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য

দেখুন, সন্তোষ কুমার দে এবং কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য।

কানাইবিহারী মুখোপাধ্যায়

১৫২ মানুষ রবীন্দ্রনাথ ; ২য় সং। কোন্নগর, প্রকাশনা, ১৯৬৩। ১৫৯ পৃ। ৮'০০।

কানাই সামন্ত

১৫৩ রবীন্দ্র প্রতিভা। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৯৬১। ৬, ৪১৫ পৃ। ১০'০০।

১৫৬ গাঙ্গাহান, হরিপদ কেরাণী রচিত। কলি, গৌরাঙ্গ প্রেস, ১৯৪৩। ৬৮পৃ।

কানাই সামন্ত, সম্পা

১৫৫ রবীন্দ্রবীক্ষা : রবীন্দ্রচর্চার ষান্মাসিক সংকলন-১। কলি, রবীন্দ্রভবন, ১৩৮৩ব। ৪৫পৃ। ২·০০।

কার্ন্ন পাবলিশিং হাউস

১৫৬ কবি-পরিচিতি : সপ্ততিতম রবীন্দ্র জন্মতিথি। ১৩৩৮ব। ২·০০।

কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত

১৫৭ রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী। কলি, শক্তি প্রেস, ১৩৬৮ব। ৪২পৃ।

কালিদাস নাগ

১৫৮ সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ। কলি, বুক ল্যাণ্ড, ১৯৫৭। ২,১০৯পৃ। ২·৫০।

কালীপ্রসন্ন, কাব্যবিশারদ

১৫৯ মিঠে কড়া : ইহা কড়িও নহে কোমলও নহে পুরো সুরে মিঠে করা। রাহু (ছদ্ম) রচিত। ৬ষ্ঠ সং। কলি, ছিত্তবাণী, ১৯০৬। ২৪ পৃ। ·৩৪।

কালিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৬০ রবীন্দ্রকাব্যে পশ্চিমালোক। কলি, লেখক সমাবেশ, ১৯৭৭। ২১৬পৃ। ১৮·০০।

কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত

১৬১ মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল। কলি, রূপা, ১৯৬৪। ৬, ২০৮ পৃ। ৬·০০।

কিরণশশী দে

১৬২ রবীন্দ্র সংগীত : রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ। কলি, দে'জ, ১৯৮১। ১২৭ পৃ। ১২·০০।

১৬৩ রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ। ২য় সং। কলি, দে'জ, ১৯৮১। ১৯০ পৃ। ১২·০০।

১৬৪ রবীন্দ্র সঙ্গীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা। কলি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৬৭। ৩০পৃ। ১·০০।

কুলপীখানা রবীন্দ্র-শেক্সপীয়র সেলিব্রেশন কমিটি

১৬৫ রবি-বন্দনা। কেওড়াতলা, কবিতা-বাসর, ১৯৬১। ৭৬ পৃ। ·৫০।

কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ

১৬৬ হিন্দু-সঙ্গীত ও কবিবর স্যার শ্রী রবীন্দ্রনাথ। কলি, সঙ্গীত পরিষদ বিদ্যালয়, ১৩৫২ব। ৬০পৃ।

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

১৬৭ গীতাঞ্জলীর ভাবধারা। কলি, রসচক্র, ১৯৪০। ৬, ১৮পৃ। ১·০০।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

১৬৮ রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প। কলি, অভী, ১৩৮২ব। ২৮৩পৃ। ২০·০০।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৬৯ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৮৮৪ শক। ২০৬ পৃ।

ক্যালকাটা বুক হাউস

১৭০ রবীন্দ্র-স্মৃতি। ১৯৬১। ৩·৫০।

ক্ষিতিমোহন সেন

১৭১ বলাকা কাব্য পরিক্রমা; ৫ম সং। কলি, এ. মুখার্জী, ১৯৬৭। ২২৪ পৃ। ১০·০০।

ক্ষিতীশ কুমারী এবং বিজেন ধর

১৭২ রবীন্দ্র জীবন প্রভাত। কলি, ইউ. এন. ধর, ১৯৭৪। ৬৪ পৃ। ২·৫০।

ক্ষিতীশ গুপ্ত

দেখুন, সাধারঞ্জন পণ্ডিত এবং ক্ষিতীশ গুপ্ত।

ক্ষুদিরাম দাস

১৭৩ চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র বাণী, সংশো সং। কলি, বইপত্র, ১৯৮৪। ৩৩০ পৃ। ৩০·০০।

১৭৪ রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার। কলি, আনন্দ, ১৯৮৪। ১৩৮পৃ। ১৫·০০।

১৭৫ রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়; ৪র্থ সং। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৬৪ব। ৪২৮ পৃ। ৩০·০০।

১৭৬ সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ। কলি, এ. কে. সরকার, ১৯৭৮। ২১৪পৃ। ১২·০০।

ক্ষেত্র গুপ্ত

১৭৭ রবীন্দ্র গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। কলি, গ্রন্থনিলয়, ১৩৯১ব। ৩২২পৃ। ৩৫·০০।

১৭৮ রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব। কলি, রূপা মিত্র, ১৯৮৬। ১১২পৃ। ১৬·০০।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্ভ

১৭৯ রবীন্দ্রকথা। কলি, জয়শ্রী; ১৩৪৮ব।

খগেন্দ্রনাথ বসু

১৮০ রবীন্দ্রকাব্য। কলি, প্রিন্টক্র্যাফ্‌ট, ১৯৪৮। ৬৩পৃ। ১·৫০।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

১৮১ রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তা-পরিক্রমা। কলি, নবারুণ, ১৯৬১। ১২, ২১৬ পৃ। ৪·০০।

খনা মুখোপাধ্যায়

১৮২ রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায়। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৮। ২২, ৪৫৬পৃ ৩০·০০।

গজেন্দ্র কুমার মিত্র, সম্পা

১৮৩ সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৩৪ ৪,১০৫ পৃ। ১·২৫।

গায়ত্রী মজুমদার

১৮৪ রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল। কলি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৯। ১২৬ পৃ। ৬·০০।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

১৮৫ নৌকাডুবির প্লট। লেখক, ১৯৫৩।

গীতবিতান, ( বাংসরিক )

১৮৬ গীতবিতান, ১ম বছর ; প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত। কলি, গীতবিতান, ১৯৪৩। ৬, ২১৪ পৃ। ৩.০০।

গীতা মুখোপাধ্যায়

১৮৭ ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। কলি,নবারুণ, ১৯৬১। ৭,৬৯ পৃ। ১.০০।

গুণময় মান্না

১৮৮ রবীন্দ্র কাব্যরূপের বিবর্তন রেখা। কলি, মডার্ন, ১৩৭২ ব। ৫৯৬ পৃ। ১২·০০।

১৮৯ রবীন্দ্রনাথ। কলি, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৪। ১৬, ২০৬ পৃ। ৪·৫০।

গোকুলানন্দ মিশ্র

১৯০ ঘরে বাইরে ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, এ. কে. পাল, ১৩৭০ ব। ২,৯৫ পৃ। ৮.০০।

গোপাল চন্দ্র রায়

১৯১ ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। কলি, সাহিত্য সদন, ১৯৭২। ১৬, ১৭০পৃ। ৮.০০।

১৯২ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, সাহিত্য সদন, ১৩৭০ব। ১০৪ পৃ।

১৯৩ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। কলি, সাহিত্য সদন, ১৩৭১ ব। ১২৮ পৃ। ৫·০০।

১৯৪ রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী। কলি, মৌ, ১৯৮০। ৮৮ পৃ। ৮·০০।

১৯৫ রবীন্দ্রনাথের হাস্য পরিহাস ; ২য় সং। কলি, ডি.এম., ১০০পৃ। ৩·০০।

গোপাল দাস চট্টোপাধ্যায়

১৯৬ রবীন্দ্রনাথকে যে কথা বলা হইল না। কলি, আনন্দ, ১৩৮১ ব। ১০৯ পৃ। ৬·০০।

গোপাল হালদার, সম্পা

১৯৭ রবীন্দ্রনাথ। কলি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৬১। ৪, ১৭৮ পৃ। ৫·০০।

গোপীকানাথ রায় চৌধুরী

১৯৮ রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প। কলি, মৌ, ১৯৮৪। ২৪১ পৃ। ২৫·০০।

গোপীমোহন সিংহ রায়

১৯৯ রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী। কলি, ভারবি, ১৯৮৩। ৪ খণ্ড। ৩৫·০০ প্রতি খণ্ড।

গোবিন্দ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও চিরাংশু নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পা

২০০ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। আগরতলা, ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সমিতি, ১৩৬৮ ব। ৪৮৬ পৃ। ১৫·০০।

গোবিন্দ মোহন গুপ্ত

২০১ একশ রবির ছড়া ছবি। কলি, কে. এন. পাবলিশিং, ১৯৬১। ১৬ পৃ। ১·০০।

গৌতম ভট্টাচার্য

২০২ 'কবিতা' রবীন্দ্রনাথ। কলি, প্যাপিরাস, ১৯৮৭। ৮০পৃ। ১২·০০।

গৌরচন্দ্র সাহা

২০৩ রবীন্দ্র পত্রাবলী : তথাপঞ্জী। বোলপুর, শিবপ্রসাদ শর্মা, ১৯৮৪। ৫২৬ পৃ। ৬০·০০।

গৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

২০৪ আটপৌরে রবীন্দ্রনাথ। কলি, এরিয়েন্ট, ১৯৬৮। ২০০পৃ। ১০·০০।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

২০৫ রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা। কলি, অ্যাকাডেমিকা, ১৩৬৪ব। ১৯২ পৃ। ৮·০০।

গৌরী প্রসাদ ঘোষ

২০৬ রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ। কলি, জিজ্ঞাসা।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৭ জীবন মৃত্যুর ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ। কলি, মুখার্জী বুক, ১৯৬১। ২, ৭৬ পৃ। ১·৫০।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৮ রবি-রশ্মি ; পূর্বভাগ এবং পশ্চিম ভাগ, ৪র্থ সংশো সং। কলি, এ. মুখার্জী, ১৯৬০। ২য় খণ্ড, পূর্ব ভাগ : শুরু থেকে কল্পনা ; পশ্চিম-ভাগ : ক্ষণিকা থেকে তাদের দেশ।

১৩৮৮ বঙ্গাব্দে পশ্চিম ভাগ কনক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত, ৪০·০০।

২০৯ রবীন্দ্র সাহিত্য পরিচিতি। কলি, বোস মুখার্জী, ১৯৭১। ৬, ১৩৪পৃ। ১·৫০।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

২১০ কবি স্মরণে। কলি, বসুধারা, ১৯৬১। ৬, ৮৭ পৃ। ২·০০।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্পা

২১১ জয়ন্তী উৎসর্গ। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৩১। ৮, ৪৯৯ পৃ। ৩·৫০।

২১২ রবি-প্রদক্ষিণ। কলি, বসুধারা, ১৯৬১। ১০, ৩৬৬ পৃ। ৭·৫০।

২১৩ সাহিত্য ও সমালোচনা : কবি স্মরণে ; ১ম খং। কলি, বসুধারা ১৩৭০ ব। ৯২+৬ পৃ। ২·৫০।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য, সম্পা

২১৪ শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসর্গ। কলি, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ১৯৬১। ৪,৩৯০পৃ। ৫·০০।

চিত্তজিৎ দে এবং শ্যামাপ্রসাদ সরকার, সম্পা

২১৫ প্রণাম নাও। কলি, শ্রীপ্রকাশ ভবন, ১৯৬১। ২২২ পৃ। ৪·০০।

চিত্তরঞ্জন দেব এবং বাসুদেব মাইতি

২১৬ রবীন্দ্র-রচনা-কোষ। কলি, শুভেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০। ১৪, ২৪০ পৃ। ৬·৫০।

চিত্তরঞ্জন পাণ্ডা

২১৭ ঠাকুর বাড়ি। কলি, ইণ্ডিয়ানা, ১৯৫৭। ৬, ৯৯ পৃ। ১·৫০।

চিত্রা দেব

২১৮ অনালোচিত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ। কলি, মডার্ণ কলাম, ১৯৮৫। ১১২ পৃ। ১২·০০।

চিত্রিতা দেবী

২১৯ পূর্ণের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ। কলি, এম. সি. সরকার, ১৩৯০ ব। ১৮৭ পৃ। ১৫·০০।

চিন্মোহন সেহানবীশ

২২০ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বনবী সমাজ। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৯১ ব। ২৩৭ পৃ। ৩৫·০০।

২২১ রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা। কলি, নাভানা, ১৯৮৩।

জগদীশ ভট্টাচার্য

২২২ কবিমানসী। কলি, জি. এম. ১৩৮৭। ৩খণ্ড। ১৬·০০ প্রতিখণ্ড।

২২৩ রবীন্দ্র কবিতা শতক : প্রথম দশক, কলি, কবি ও কবিতা, ১৯৭৩। ২৩১ পৃ। ১৮·০০।

২২৪ রবীন্দ্রকাব্য, গোধূলি। কলি, বঙ্গবাসী কলেজ বাংলা সাহিত্য সমিতি। ৩০ পৃ।

২২৫ রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্ত। কলি, সুবর্ণ রেখা, ১৩৮৪ব। ২২৬ পৃ। ১০·০০।

২২৬ সনেট-এর আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, বেঙ্গল, ১৯৫৮। ১৯, ২৬৪ পৃ। ৮·০০।

জনমেজয় দাস

২২৭ রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। চন্দননগর, দেবকুমার সরকার, ১৩৬৮ব। ২৮ পৃ।

জয়দেব রায়

২২৮ রবীন্দ্রগীতি। কলি, জয়দেব রায়, ১৩৬০ব। ২৪০ পৃ। ৪·৫০।

২২৯ রবীন্দ্র সংগীত পরিমণ্ডল। কলি, মেঘচক্র সাহিত্য-সংসদ, ১৩৭২ব। ১৮০পৃ। ৪·৫০।

জয়ন্ত কুমার ভাদুড়ী

দেখুন, শিশির সেনগুপ্ত এবং জয়ন্ত কুমার ভাদুড়ী।

জয়ন্তী ভট্টাচার্য

২৩০ রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান। কলি, কল্পনা। ৩০·০০।

জয়ন্তী রায়

২৩১ নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্র সম্বর্ধনা। কলি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৪। ৮৯ পৃ। ৮·০০।

জয়শ্রী দেব

দেখুন, সুকুমার দেব এবং জয়শ্রী দেব

জলীমউদ্দিন

২৩২ কবিতাগুচ্ছ। কলি, গ্রেট ইষ্টার্ণ স্টুডিও, ১৯১২। ৪, ৪০ পৃ।

২৩৩ কবি-পরিচিতি। কলি, কাস্ট পাব, ১৯৩০। ১০, ২০৪ পৃ।

২৩৪ ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়। কলি, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৩৭৬ব। ১৬৪পৃ। ৫·৫০।

জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়

২৩৫ অন্যান্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। কলি, সাহিত্যশ্রী, ১৩৮০ব। ১০৪পৃ। ৬·০০।

২৩৬ রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডী চেতনা। কলি, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৩। ৫২৮পৃ। ২৫·০০।

জীবনকৃষ্ণ শেঠ

১৩৭ অমৃতের উৎস সন্ধানে। হাওড়া, শতরূপা, ১৯৮০। ১৩১পৃ। ১৬·০০।

১৩৮ রবীন্দ্র-নাটক-প্রসঙ্গ, কলি, সাহিত্য ভবন। ১৯৫৭। ৮,৮৮পৃ। ২·০০।

জীবনময় চৌধুরী

২৩৯ সোনার তরী কাব্য পরিচয়। কলি, নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, মণি প্রেস, ১৯৫৯। ৯৪ পৃ।

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

১৪০ রবীন্দ্র নির্মাণ : কবিতার অনন্বয়। কলি, মৌজ পাব, ১৯৮৪। ১৭১ পৃ। ১০·০০।

১৪১ সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ : ১ম ভাগ। কলি, ক্যালকাটা পাব, ১৯৬০। ১০, ২৪৯ পৃ। ৮·০০।

জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল

১৪২ রবীন্দ্রনাথ : উত্তরাধিকার। আগরতলা, সন্তোষ কুমার পুরকায়স্থ, ১৯৭৩। ১০২ পৃ। ৬০০।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, সংক

১৪৩ বংশ পরিচয়। কলি, সংকলক, ১৯২৪। ৬, ৩৬৪ পৃ। (৪র্থ খণ্ড)।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দেখুন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

জ্যোতিপ্রসাদ দাস

১৪৪ রশ্মিপ্রভা। তমলুক, টাউন প্রেস, ১৯৬১। ১৪, ১৯৮ পৃ। (১ম খণ্ড) ৪·০০।

১৪৪ক রবিপ্রভা: পরিশিষ্ট। তমলুক, বাণী প্রেস, ১৯৬১। ৯, ৯৬ পৃ। ২·০০।

জ্যোতির্ময় ঘোষ

১৪৫ রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৬। ১৯৯ পৃ। ১০·০০।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরী

১৪৬ রবীন্দ্র মানস। কলি, জেনারেল, ১৯৫২। ১০, ১৬৬ পৃ। ৩·০০।

জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

১৪৭ বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ; ২য় সং। কলি, এ মুখার্জী, ১৯৫৫। ১২, ২৫৫ পৃ। ৩·৫০।

জ্যোতিস চন্দ্র ঘোষ, সম্পা

১৪৮ মহামানবের সাগরতীরে। কলি, নিখিল ভারত বঙ্গ-ভাষা প্রসার সমিতি, ১৩৬৮। ১৮০ পৃ।

জ্যোতিষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শিরীষ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৪৯ রবীন্দ্রনাথে ইন্দ্রিয়নাথ। খড়দহ, ১৯১১। ৪, ৫৭ পৃ। ০·৫০।

ডীজ, জোসেফ লিটার

১৫০ রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা। কলি, ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস। ১১ পৃ।

ঢাকা-ইনফরমেশন সার্ভিস অব ইণ্ডিয়া

১৫১ রবীন্দ্র-শতবর্ষ। ঢাকা, ইনফরমেশন সার্ভিস অব ইণ্ডিয়া, ১৯৬১। ৭, ৫২ পৃ।

তপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫২ কবিগুরুর রক্তকরবী; ২য় সং। কলি, পূর্ব ভারতী, ১৯৫৯। ৮, ১১২ পৃ। ৩·২৫।

১৫৩ রবীন্দ্র—জিজ্ঞাসা। কলি, পাণ্ডি লাইব্রেরী, ১৯৫৫। ৩, ১০৪ পৃ। ২·২৫।

তমোনাশ দাসগুপ্ত

১৫৪ রবীন্দ্র সাহিত্য পরিচয়। কলি, মজার্স, ১৯৫৬। ৬, ৫৯পৃ। ১·৫০।

তারকনাথ ঘোষ

১৫৫ রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৬৯। ১৭৮ পৃ। ১০·০০।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫৬ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী। সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১। ৯২ পৃ। ৪·৫০।

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী

১৫৭ বক্তা রবীন্দ্রনাথ। কলি, মায়া ভক্ত, সারস্বাস্তা প্রেস, ১৩৮৮। ১৩৮ পৃ। ১২·০০।

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী, সম্পা

১৫৮ রবীন্দ্রপ্রভা। এলাহাবাদ, টেগোর সেন্টিনারী সেলিব্রেশন কমিটি, ১৯৬১। ৭, ১৬৬ পৃ। ২·৫০।

তুষার কণা রায়

১৫৯ রবীন্দ্র চেতনায় মানবধর্ম। কলি, সমীর পুস্তকালয়, ১৯৮৭। ১৬৭পৃ। ২৫·০০।

তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য

১৬০ রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেন্সেনি। কলি, তিন সঙ্গী, ১৯৮১। ১৬৮ পৃ। ১৫·০০।

ত্রিপুরা, শিক্ষা বিভাগ

১৬১ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। আগরতলা, শিক্ষা বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৬১। ৪৮৪ পৃ। ১৫·০০।

ত্রিলঙ্গ

১৬২ রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'। কলি, প্রিন্টিং পাব, ১৯৬৬। ৯৪ পৃ।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

২৬৩ শতাব্দীর সূর্য ; সংশোধিত ৪র্থ সং। কলি, এ. মুখার্জী, ১৯৬১। ১২, ২২৮ পৃ। ৫·০০।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

২৬৪ বাংলার সোনার ছেলে। কলি, কিং হ্যামটোন, ১৯৩৫। ৮, ৫৭পৃ। ০·৫০।

দিলীপ কুমার রায়

২৬৫ তীর্থঙ্কর। পরি বর্ধ সং। কলি, কালচারে পাবলিশার্স, ১৯৫১। ৬, ২৯৫ পৃ। ৮·০০।

দিলীপ মজুমদার

২৬৬ কারাগার কণ্ঠরোধ রবীন্দ্রনাথ। কলি, লেখক, ১৯৮৫। ২০৮ পৃ। ২৫.০০।

২৬৭ বন্দীহত্যা, বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ কলি, নবাঙ্কুর, ১৯৭৭, ১৬। ১৭৬ পৃ। ১০·০০।

২৬৮ রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী। কলি, নবজাতক। ১৯৮২, ৬০পৃ। ৪·০০।

দিলীপ মালাকার

২৬৯ আবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ। কলি, অনন্ত প্রকাশন, ১৯৭৮। ১২০পৃ। ৯·০০।

দিলীপ মিত্র

দেখুন, নিরঞ্জন সেন ও দিলীপ মিত্র।

দিজেন ধর

দেখুন, কিতীশ কুমারী এবং দিজেন ধর।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

২৭০ রবীন্দ্র মন ও রবীন্দ্র সাহিত্য। কলি, কনটেমপোরারী পাব, ১৯৬৪। ৩৭৩ পৃ। ১০·০০।

দীনেন্দ্রকুমার সরকার

২৭১ 'রক্তকরবী'র লোকায়ত ভাবনা। কলি, লোকসাংস্কৃতিক প্রকাশনী, ১৩৮৯ ব। ৯৬ পৃ। ১০·০০।

দীপ্তিময় রায়

২৭২ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় : রবীন্দ্রনাথ ও সৌরগোবিন্দ গুপ্ত। কলি, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৯৩ ব। ৮৩ পৃ। ১২·০০।

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

২৭৩ রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা : রূপক সাংকেতিক। কলি, এ. কে পাব, ১৩৯১ ব। ২১৪ পৃ। ২০·০০।

দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার

২৭৪ সঙ্গীত সমগ্র। কলি, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৭৭। ১২৬ পৃ। ৮·০০।

দেবজ্যোতি বর্মণ

২৭৫ রবীন্দ্রনাথ। কলি, কুলদা সাহিত্য মন্দির, ১৯৪২। ১২১ পৃ। ২·০০।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

২৭৬ তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ; পরিমার্জিত ৪র্থ সং। কলি, এইচ চ্যাটার্জী, ১৯৬০। ৪, ৪৬ পৃ। ১·০০।

দেবব্রত মল্লিক

২৭৭ রবীন্দ্র-রচনাবীক্ষা। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৯৮২। ২১৭ পৃ (১ম খণ্ড)। ২০·০০।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

২৭৮ বাল্মীকীর কবিত্বনাড ও রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা। ৬ পৃ।

২৭৯ রবীন্দ্র-চর্যা, পরিবর্ধিত নূতন সং। কলি, জি.এ ই. পাব, ১৯৮৫। ২৭২ পৃ। ৪০·০০।

দেবীপদ ভট্টাচার্য, সম্পা

২৮০ রবীন্দ্রনাথ, ২য় সং। কলি, ইস্টলাইট বুক হাউস, ১৯৭২। ৩৩৫ পৃ। ২০·০০।

দেবেশ রায়

২৮১ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গল্প। কলি, কে.পি. বাগচি, ১৯৭৮। ১৬৮ পৃ। ১০·০০।

ধীরানন্দ ঠাকুর

২৮২ রবীন্দ্রনাথের গল্পকবিতা। কলি, বুকল্যাণ্ড, ১৩৬৯ ব। ৪২৩+৮পৃ। ১৫·০০।

২৮৩ রাবিন্দ্রীকী। কলি, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬১। ৪,১৯৫ পৃ। ৪·৫০।

ধীরেন্দ্র দেবনাথ

২৮৪ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। কলি, এ কে সরকার, ১৯৭৮। ২৫·০০।

২৮৫ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। কলি, রবীন্দ্র ভারতী, ১৯৬৬। ২৪৪ পৃ। ৬·০০।

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২৮৬ রক্তকরবীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য। কলি, মজার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৫৯। ৮,৬৬ পৃ।

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮৭ বাংলার রেনেসাঁস ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, নবাক, ১৯৮৬। ১২৪ পৃ। ৪০·০০।

ধীরেন্দ্রলাল ধর

২৮৮ আমাদের রবীন্দ্রনাথ। কলি,

কালিকাটা পাব, ১৯৬১। ৮,১৬০পৃ। ৮'০০।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২৮৯ কথা ও সুর। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৩৮। ১৪,৮৮ পৃ। ২'০০।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

২৯০ রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'। কলি, দে বুক ষ্টোর, ১৯৭৪। ১৪২পৃ। ৬'০০।

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়

২৯১ মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ। কলি, মালবিকা দেবী, ১৯৬১। ৮, ১৩৭পৃ। ৩'০০।

নগেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী

২৯২ কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রূপ ও রস। শিলচর, লেখক, কাছাড় প্রেস, ১৩৩৮ ব। ১১১ পৃ।

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯৩ রবীন্দ্রনাথের আত্মরূপ ও রবীন্দ্র নাট্যে বিবর্তন। কলি, বুকল্যাণ্ড, ১৩৭৬ ব। ৪১৮ পৃ। ১৬'০০।

ননীলাল ভট্টাচার্য

২৯৪ রবীন্দ্রনাথের কাব্য। কলি, ধর্মে অ্যাণ্ড কোং, ১৯৩২। ০'৫০।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

২৯৫ অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। কলি, জেনারেল, ১৯৪৫। ৬,১৮৪ পৃ। ২'৫০।

২৯৬ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৫৮। ৪,১৩১ পৃ। ১০'০০।

২৯৭ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কলি, বুক ট্রাষ্ট, ১৯৭৮। ১৯২ পৃ। ১০'০০।

২৯৮ রবীন্দ্র-চর্চার ভূমিকা। কলি, কালিকাটা পাব, ১৯৬১। ৬,১৭৮ পৃ। ৬'০০।

২৯৯ রবীন্দ্রনাথ ও সমাজচিন্তা। কলি, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৮৪। ১৬৫ পৃ। ১৫'০০।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

৩০০ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কলি, কালিকা প্রেস, ১৩৫১ ব। ২৪১পৃ।

নন্দরাণী চৌধুরী, সম্পা

৩০১ সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ। কলি, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৩৭৭ ব। ১৪১ পৃ। ৮'০০।

নরেনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৩০২ তরুণ রবি। কলি, ইণ্ডিয়ান পাব, ১৯৬১। ৮,২৬০ পৃ। ৪'০০।

নরেশচন্দ্র ঘোষ

৩০৩ ভারত-আত্মা রবীন্দ্রনাথ। কলি, সাধনা, ১৯৬২। ৯, ১১৩পৃ। ৩'০০।

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

৩০৪ শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ। কলি, হেল্থ, ১৯৮০। ৭১ পৃ। ৭'০০।

নরেশনাথ মৈত্র

৩০৫ কবিগুরু ও পল্লী। কলি, মৌসুমী, ১৩৭৮ ব। ১০০ পৃ। ৮'০০।

নলিনীকান্ত গুপ্ত

৩০৬ রবীন্দ্রনাথ। চন্দননগর, রামেশ্বর অ্যাণ্ড কোং, ১৯৪২। ৬,১২৮ পৃ।

নলিনীকুমার ভদ্র ও অন্যান্য, সম্পাঃ

৩০৭ কবি প্রণাম। শ্রীহট্ট, বাণীচক্র ভবন, ১৩৪৮ ব। ১১২, ৩০ পৃ।

নলিনীরঞ্জন চৌধুরী

৩০৮ রবীন্দ্রনাথ। বালুরঘাট, লেখক, ১৯৪৬। ৬,১০০ পৃ। ১'৪০।

নরোত্তম গঙ্গোপাধ্যায়

৩০৯ কথা কোবিদ রবীন্দ্রনাথ। কলি, বাক্-সাহিত্য, ১৩৭৩ ব। ১৭৯ পৃ। ৫'০০।

নারায়ণ চৌধুরী

৩১০ সঙ্গীত পরিক্রমা। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৯৫৫। ১০,২১২ পৃ। ৩'২৫। ৬৫-৯১ পৃ-রবীন্দ্র সঙ্গীতের আলোচনা।

নিখিলরঞ্জন রায়

৩১১ সাহিত্য ও সমাজচিন্তা। কলি, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬৪। ৬, ১৩৭ পৃ। ৩'৫০।

নিতাই বসু

৩১২ অনন্ত রবীন্দ্রনাথ। কলি, সঞ্চয়, ১৩৮৭ ব। ২৬৯ পৃ। ২৫'০০।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

৩১৩ মুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ। কলি, প্যাপিরাস, ১৯৮৩। ২০১ পৃ। ২০'০০।

৩১৪ স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ। কলি, প্রমা, ১৩৮৮ব। ১৬৮পৃ। ১৪'০০।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ বক্তিদার

৩১৫ রবীন্দ্র সুধাকর। কলি, সোমা ঘোষ বক্তিদার। ৮,১৩২ পৃ। ১০'০০।

নির্মল কুমারী মহলানবীশ

৩১৬ কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬০। ৪, ২২ পৃ। ৩.০০।

৩১৭ কবির সঙ্গে য়ুরোপে। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৬ব। ২৯৮ পৃ। ১০.০০।

৩১৮ বাইশে শ্রাবণ। কলি, জীবানন্দ সাহা, ১৯৬০। ৮, ২৪৩ পৃ। ৫.০০।

নির্মল ঘোষ এবং বিমান সেনগুপ্ত, সম্পাঃ

৩১৯ রবি-পরিক্রমা। কলি, প্রগতি লেখক সংঘ, ১৯৪৭। ২,৩৩ পৃ। ০.৪০।

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩২০ রবীন্দ্র জন্মোৎসব; সভাপতির অভিভাষণ। ভারতবর্ষ হারবার, ১৩৫১ব।

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী, সহ

৩২১ রবীন্দ্র নির্ঘেণিকা। কলি, প্যারিয়ল, ১৩৬৯ ব। ৩০২ পৃ। ১০.০০।

নিরঞ্জন সেন এবং দিলীপ মিত্র

৩২২ রবীন্দ্র দিনপঞ্জী। কলি, পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘ, ১৯৬১। ২০৪ পৃ। ২.০০।

নীরেন্দ্র গুপ্ত

৩২৩ রবি-কাহিনী। কলি, কমলা রায়চৌধুরী, ১৯৬১। ২,৭২ পৃ। ১.৫০।

নীলরতন সেন, সম্পাঃ

৩২৪ রবীন্দ্র-বীক্ষা। কলি, এশিয়া, ১৩৬৮ ব। ২৩২ পৃ।

নীলিমা সেন

দেখুন, অমিয়কুমার সেন ও নীলিমা সেন।

নীহারবিন্দু সেন

৩২৫ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমপর্যায়। কলি, ভারতী লাইব্রেরি, ১৯৪০।

নীহাররঞ্জন রায়

৩২৬ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা। ৪র্থ সং। কলি, নিউ এজ, ১৩৬৯ ব। ৪৮৪ পৃ। ৪০.০০।

নৃপেন্দ্রকুমার বসু

৩২৮ আমাদের বিশ্বকবি। (তৎসহ গত দুইশত বৎসরের বাংলার রাষ্ট্রগত কৃষ্টিগত ও সমাজগত ইতিহাস) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা। ৪র্থ সং। কলি, স্বস্তি, ১৩৪৮ ব। ১২৬ পৃ।

নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখুন, শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

৩২৮ রবীন্দ্রকাব্যের নতুন-কথা। কাঁচরাপাড়া, শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৯৪৯। ১২,৪৬ পৃ (খণ্ড ১)। ১.৭৫।

নেপাল মজুমদার

৩২৯ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। কলি, চতুষ্কোণ, ১৯৬১-৭১। ৬ খণ্ড। ৭১.০০ একত্রে। ১ম খণ্ড ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মেঘ পাব, কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত। ৪০.০০।

৩৩০ রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র। কলি, শারস্বত, ১৩৭৪ ব। ২৭২ পৃ। ১০.০০।

পবিত্রকুমার রায়

দেখুন, শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

পম্পা মজুমদার

৩৩১ রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৯৭২। ২৬,৭৩২ পৃ। ৩২.০০।

পরিমল গোস্বামী

৩৩২ রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান। কলি, নবগ্রন্থনা, ১৯৭০। ৬০পৃ। ৩.০০।

পশুপতি ভট্টাচার্য

৩৩৩ অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথ। কলি, পুস্তক বিপণি, ১৯৭৪। ৮৮ পৃ। ৪.০০।

পিয়রসন, উইলিয়াম

৩৩৪ শান্তিনিকেতন-স্মৃতি। অমিয়কুমার সেন অনূদিত। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৬৪। ৪৩ পৃ। ৮.০০।

পুলকেশ দে সরকার

৩৩৫ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। কলি, আলোকচক্র, ১৯৭৫। ৯২পৃ। ৫.০০।

৩৩৬ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। কলি, ঘোষ ব্রাদার্স, ১৯৮৫। ১২৮ পৃ। ১৮.০০।

পুলিনবিহারী সেন, সহ

৩৩৭ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প; তথ্যপঞ্জী। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৭। ৪,৬১ পৃ।

পুলিন বিহারী সেন, সম্পাঃ

৩৩৮ রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী। কলি, বিশ্বভারতী ১৩৮০ব। ১ম খণ্ডঃ ২৮৫পৃ। ১৪.০০।

৩৩৯ রবীন্দ্রায়ন। কলি, বাক্‌সাহিত্য, ১৯৬১। ২খণ্ড। ১৫.০০ প্রতিখণ্ড।

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৪০ কবিপত্নী মৃণালিনী। কলি, আনন্দ, ১৩৯১ব। ৭৩ পৃ। ১০.০০।

৩৪১ মাধুরীলতার চিঠি ; ২য় সং। কলি, আনন্দ, ১৯৭৭। ৭৬পৃ। ৫.০০।

৩৪২ রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ। কলি, আনন্দ, ১৯৮১। ৯০পৃ। ৭.০০।

পূর্ণেন্দু পত্রী

৩৪৩ আমার রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মৌজ, ১৯৮২। ১৪৩পৃ। ১৪.০০।

৩৪৪ লেখালিখি ১। কলি, এ. মুখার্জী ১৩৯৩ব। ২৮৮পৃ। ২০.০০।

পূর্ণেন্দু পত্রী, সম্পা:

৩৪৫ রবীন্দ্রনাথ, না রবীন্দ্রনাথ। কলি, প্রতিক্ষণ, ১৯৮৫। ৭৯পৃ। ১০.০০।

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অগ্র

৩৪৬ আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ। কটক, ১৯৬২। ১০, ১৭৬ পৃ। ৩.৭৫।

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্ব

৩৪৭ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ। কলি, রূপা, ১৩৭০ব। ১১৫পৃ।

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী

৩৪৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্মচেতনা। কলি, আনন্দ, ১৯৭৮। ১১২পৃ। ৮.০০।

৩৪৯ সংগীতে রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, নবভারত, ১৯৫৭। ৬, ৮৬পৃ। ২.০০।

৩৫০ সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভারহস্য ; ২য় সং। কলি, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৬৫। ২৯৩পৃ। ১২.০০।

প্রজ্ঞাপারমিতা বসুমা

৩৫১ কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী। কলি, জ্যোতির রঞ্জন বসুমা, পরিবেশক : পুস্তক বিপণি, ১৯৭৯। ১৫৪পৃ।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

৩৫২ রবীন্দ্রগ্রন্থ কালানুক্রমিক সূচী। কলি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৪। ৪৫পৃ। ৩.০০।

৩৫৩ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। কলি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৩৭৯ ব। ১৪১পৃ। ৬.০০।

প্রণবেশ চক্রবর্তী

৩৫৪ দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ। কলি, নাথ, ১৯৮২। ১৪৪ পৃ। ১৫.০০।

প্রণব কুমার কুণ্ডু

৩৫৫রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৬৫। ৪১৬পৃ। ৩৫.০০।

প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস

৩৫৬ রবীন্দ্রনাথের রহস্য গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ। কলি, বসুশ্রী, ১৯৮৩। ১৯০পৃ। ১৬.০০।

প্রতিভা গুপ্ত

৩৫৭ শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৬১। ৪,২৭২ পৃ। ৬.০০।

প্রতিমা ঠাকুর

৩৫৮ নির্বাণ। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৮৮ব। ৬০পৃ। ৬.০০।

৩৫৯ নৃত্য। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৪৯। ৪, ৩১পৃ। ৩.০০।

৩৬০স্মৃতিচিত্র। কলি, ১৩৫৯ ব। ৯৩পৃ।

প্রতিমা রায়

৩৬১ রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন। কলি, সোপা, ১৯৭৭। ৩৩৬পৃ। ২৮.০০।

প্রদ্যোৎ কুমার ঘোষ

৩৬২ কবিগুরু স্মরণে। কলি, শিল্পায়ন। ৪২ পৃ। ১.০০।

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

৩৬৩ রবীন্দ্রসংগীত বীক্ষা : কথা ও সুর। কলি, জিজ্ঞাসা। ৩৪৬পৃ। ৩৬.০০।

প্রফুল্লকুমার দাস

৩৬৪ রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা। কলি, জিজ্ঞাসা। ৩ খণ্ড। ১ম খণ্ড : ৫.০০। ২য় খণ্ড : ৭.০০; ৩য় খণ্ড : ৭.০০।

৩৬৫ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ; ২য় সং। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৩৮০ ব। ২ খণ্ড। ৩৮.০০ একত্রে।

প্রফুল্ল কুমার সরকার

৩৬৬ জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ; ৩য় সং। কলি, গৌরাঙ্গ প্রেস, ১৯৬০। ১০,১১৬পৃ। ২.৫০।

প্রবাসজীবন চৌধুরী

৩৬৭রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন। কলি, এ. মুখার্জী, ১৯৫৬। ৬,১৫৬পৃ। ২.৫০।

প্রবীর কুমার দেবনাথ

৩৬৮ রবিতীর্থে বিদেশী। কলি, বুক হোম, ১৯৮৩। ২০.০০।

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

৩৬৯ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য। কলি, রূপা, ১৯৭৩। ২০০পৃ। ১০.০০।

প্রবোধচন্দ্র সেন

৩৭০ ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৫ ব। ১৩০পৃ। ৭.০০।

৩৭১ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৪৫। ১৬,২২৪পৃ। ২.৫০।

৩৭২ বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ। কলি, রবীন্দ্র চর্চা ভবন, ১৯৮১। ১০·০০।

৩৭৩ ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ। কলি, দে'জ, ১৯৮৩। ৩১৬+৬পৃ। ২৪·০০।

৩৭৪ ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত। কলি, পূর্বাশা, ১৯৪৯। ৭০পৃ। ০·৫০।

৩৭৫ রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বভারতীর প্রস্তাবনী। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ২৬৯ পৃ। ১২·০০।

৩৭৬ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা। কলি, পুস্তক পর্ষদ, ১৩৮৯ব। ১৮৯পৃ। ১০.০০।

প্রভাত বসু, সম্পা:

৩৭৭ রবীন্দ্রনামা। কলি, বুকম্যান, ১৯৪৭। ১০,৭৬পৃ।

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৭৮ ক্ল্যাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ। কলি, সান্যাল, ১৯৬১। ১৪,১৩৯ পৃ। ৬.০০।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

৩৭৯ গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ; ২য় সং। শান্তিনিকেতন, গ্রন্থকার, ১৩৮০ ব। ২১৯পৃ। ১০·০০।

৩৮০ রবিকথা। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৮৮৩ শক। ১৩৪পৃ। ৪·২০।

৩৮১ রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী। শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী। ৪,৭০পৃ। ০·৭৫।

৩৮২ রবীন্দ্রজীবনকথা। কলি, আনন্দ, ১৩৮৮ ব। ২৬৩পৃ। ২০·০০।

৩৮৩ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ; ৪র্থ সং। কলি, বিশ্ব-ভারতী, ১৯৭৭। ৪ খণ্ড। ১ম খণ্ড: ১৮৬১-১২০১:১১০·০০। ২য় খণ্ড : ১২০১-১৮ : ৫০·০০। ৩য় খণ্ড : ১৯১৮-৩৪। ৪র্থ খণ্ড : ১৯৩৪-৪১।

৩৮৪ রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৩৬৯ব। ২,১৬৮, ১০পৃ। ৪·০০।

৩৮৫ রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ। কলি, ইষ্টলাইট, ১৩৬৯ব। ১৪২পৃ : ৮·০০।

৩৮৬ শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী। কলি, বুকল্যাণ্ড ; ২৭৮পৃ। ৫·০০।

প্রভাতকুমার শর্মা

৩৮৭ রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজী ভাষা-ও-সাহিত্য। কলি, গ্রন্থালয়, ১৩৯৩ব। ২২১পৃ। ৩০·০০।

প্রভাতচাঁদ গুপ্ত

৩৮৮ রবিচ্ছবি। কলি, গীতবিতান, ১৯৬১। ৬,২১০পৃ। ৬·০০।

প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৮৯ ছন্দে বাঁধা ছোট্ট কবি। কলি, সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৫৫। ৪০ পৃ। ০·৭৫।

প্রমথ চৌধুরী

৩৯০ রবীন্দ্রনাথ। কলি, বঙ্কিম, ১৯৬৮। ৭৪ পৃ।

প্রমথনাথ বিশী

৩৯১ পুরানো সেই দিনের কথা। কলি, মিত্র ও ঘোষ।

৩৯২ মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ। কলি, করুণা, ১৩৮১ব। ২৩৮পৃ। ১৬·০০।

৩৯৩ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর। কলি,জেনারেল, ১৯৪৬। ৮,১১০পৃ। ৩·০০।

৩৯৪ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৪ ব। ৩৬০পৃ। ৩০.০০।

৩৯৫ রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার। কলি, টেগোর রিসার্চ ইন, ১৯৮৫। ৯, ১০২ পৃ। ৮·০০।

৩৯৬ রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ ; অখণ্ড সং। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৬৬। ৪৮৮ পৃ। ৩৫·০০।

৩৯৭ রবীন্দ্র বিচিত্রা ; ৩য় সং। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৬৮ ব। ৩৪০ পৃ। ৫·৫০।

৩৯৮ রবীন্দ্র সরণী। কলি, মিত্র ও ঘোষ ১৩৮০ ব। ৩৪১ পৃ। ১৫·০০।

৩৯৯ রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৭৪ ব। ৪৯৬ পৃ। ৩৫·০০।

৪০০ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ; সংশোধিত সং। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৫৯। ১৮২ পৃ। ১৫·০০।

৪০১ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭৫। ২১২ পৃ। ১০·০০।

৪০২ শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭২। ১১০ পৃ। ৩·০০।

৪০৩ শুভাকাঙ্খী রবীন্দ্রনাথ। কলি, টেগোর রিসার্চ ইন, ১৯৭৯। ৪২ পৃ। ৫·০০।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

৪০৪ কথা বন্ধমকাব্য। কলি, অতুলচন্দ্র বসু, ১৩১২ব। ০·১২।

প্রমোদনাথ সেন

৪০৪ দুই কবি। কলি, ইউনিভার্সাল, ১৩৭৬ ব। ১৭০ পৃ। ১০·০০।

প্রমদারঞ্জন ঘোষ

৪০৬ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৬১। ১৯০ পৃ। ১৫·০০।

প্রশান্ত কুমার পাল

৪০৭ রবিজীবনী। কলি, ভূর্জপাত্র, ১৩৯১ ব। ২ খণ্ড। ১ম খণ্ড (১২৬৮-৮৪) ৬৫·০০। ২য় খণ্ড (১২৮৫-৯০) : ৭৫·০০।

প্রশান্ত কুমার রায়

৪০৮ সাহিত্য-সৃষ্টি। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৯৬০। ১৪, ১৪৫ পৃ। ৪·০০।

প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ

৪০৯ কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই। ১৯৯১।

প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, সম্প

৪১০ রবীন্দ্র বাণী।

প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১১ চিকিৎসাবিদ রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থয়িতা-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; সহযোগী—বিকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। হাওড়া, শিবা এণ্ড কোং, ১৩৮৬ ব। ৭৬ পৃ। ১০·০০।

প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়

৪১২ লোকসাহিত্য জিজ্ঞাসা ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৩৭৮ ব।১২৭ পৃ। ৪·৮০।

প্রিয়ব্রত চৌধুরী

৪১৩ রবীন্দ্র সংগীত : লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব। কলি, জেনারেল, ১৩৭৭ ব। ২৬৪ পৃ। ১২·০০।

প্রিয়লাল দাস

৪১৪ রবীন্দ্রনাথ। কলি, সেন ব্রাদার্স, ১৯৫৩। ৭,১১৭পৃ। ১৫·০০।

ফণিভূষণ আচার্য

৪১৫ ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ। কলি, জ্যোতি, ১৩৮৩ব। ৮২ পৃ। ৪·০০।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

৪১৬ রবীন্দ্র স্মারক গ্রন্থ।

১·০০।

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা

৪১৭ শতবার্ষিকী স্মরণী উৎসর্গ। কলি, সভা, ১৯৬১। ৬,৩২৬ পৃ। ৫·০০।

বঙ্কিম রায়

৪১৮ হ্বাগনের (Hvagner) ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য। চামরাইল, অসিনাশ ভবন, ১৯৬৩। ১৪, ২১৯ পৃ। ৮·৫০।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

৪১৯ রবীন্দ্রস্মৃতি। কলি, গ্রন্থালয়, ১৯৮৪। ৭৪পৃ। ১০·০০।

বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

৪২০ রবীন্দ্রনাথের ছন্দে। কলি, মানসী, ১৯২২। ৬৪পৃ। ০·৫০।

বাংলা একাডেমী

৪২১ রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা-গুচ্ছ। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০। ৬৭ পৃ। ১৫·০০।

ব.সংহী চক্রবর্তী

৪২২ রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য প্রমথনাথ বিশী লিখিত ভূমিকা সহ-লিত। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৮৭ব। ৪১১ পৃ।

বাসন্তী মুখোপাধ্যায়

৪২৩ রবীন্দ্রকথাসাহিত্যে চরিত্রব্যাখ্যান। কলি, অ.ভ. কে. এন্টারপ্রাইজ, ১৩৮৭ ব। ১০,৪২৮ পৃ। ২৫·০০।

বাসব সরকার

দেখুন, কমলাপতি দে এবং বাসব সরকার।

বাসুদেব গুপ্ত

৪২৪ রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যতি। কলি, বানাম্বী, ১৯৫৮। ২,৪০ পৃ। ১·০০।

বাসুদেব মাইতি

৪২৫ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য। কলি, গোরাচাঁদ জানা, ১৯৫৬। ৪,৮৭ পৃ। ১·০০

আরও দেখুন, চিত্তরঞ্জন দেব এবং বাসুদেব মাইতি।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

৪২৬ নবীন রবির আলো। কলি, শিশু সাহিত্য, ১৯৬১। ৬৩পৃ। ১·৭৫।

৪২৭ প্রভাত-রবি; সংশোধিত পরিবর্ধিত ২য় সং। কলি, গুপ্ত প্রকাশিকা, ১৯৬১। ৮,২০৮ পৃ। ৪·৫০।

৪২৮ রবীন্দ্র-চরিত। কলি, ১৯৬১। ৬,১১০ পৃ। ১·৫০।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সম্পা

৪২৯ রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৭২ ব। ২৮৪ পৃ (১ম খণ্ড)। ১৫·০০।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

৪৩০ জীবন-বাণী। কলি, গুরুদাস, ১৯৩৩। ১২, ৩২৮ পৃ। ২·০০

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

৪৩১ বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ ; ৩য় সং। কলি, বাণী নিকেতন, ১৯৬০। ৮,৯৫ পৃ। ২·৫০।

৪৩২ রবিতীর্থে। কলি, বাণী নিকেতন, ১৯৬২। ১০, ১৮৪ পৃ। ৬·০০।

৪৩৩ রবীন্দ্র-সাহিত্যে-পত্রীচিত্র। কলি, নবজীবন পাব. হাউস, ১৯৩৩। ৪,৭৪ পৃ। ০·৭৫।

৪৩৪ বিদ্যালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ ; ৩য় সং। কলি, বাণী নিকেতন, ১৯৭১। ১০, ৬৮ পৃ। ৩·০০।

বিনয়কুমার সরকার

৪৩৫ রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী। কলি, স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ১৯১৩। ৪,১৪০ পৃ। ০·৬২।

বিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ, সম্প.

৪৩৬ রবীন্দ্র-সুভাষিত। কলি, রবীন্দ্র ভারতী, ১৩৭১ ব। ৪৩৭ পৃ। ১২·০০।

বিনায়ক সান্যাল

৪৩৭ রবিতীর্থ। কলি, বেঙ্গল পাব., ১৯৫৯। ৬,১৯০ পৃ। ৪·০০।

বিপিনবিহারী গুপ্ত

৪৩৮ রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ। হাওড়া, প্রত্যয়প্রকাশ, ১৯৮৫। ১৪৪ পৃ। ৩০·০০।

বিভা সরকার

৪৩৯ সহায় প্রণাম। কলি, এম.সি. সরকার, ১৯৬১। ২,৪১ পৃ। ১·২৫।

বিভাব রায়চৌধুরী

৪৪০ রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী। কলি, দীপঙ্কর রায়চৌধুরী, ১৯৫৯। ৮০ পৃ। ২·০০।

বিমলকান্তি সমাদ্দার

৪৪১ রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব। কলি, গুরুদাস, ১৯৫৮। ৩৪,২১৪ পৃ। ৫·৫০।

বিমল কুমার দত্ত

৪৪২ রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার। কলি, ১৯৬২। ৮৪ পৃ।

বিমল ঘোষ

৪৪৩ শিশু-রবি; ৩য় সং। কলি, মিত্রালয়, ১৯৪১। ৪,৪৬ পৃ। ১·০০।

বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৪৪৪ রবীন্দ্রকথা। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৯৬২। ৮৮ পৃ। ২·৪০।

বিমানবিহারী মজুমদার

৪৪৫ রবীন্দ্র সাহিত্যে পদ্মাবলীর স্থান। কলি, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬১। ৬,২১১ পৃ। ৬·০০।

বিমান সেনগুপ্ত

দেখুন, নির্মল ঘোষ এবং বিমান সেনগুপ্ত।

বিশু মুখোপাধ্যায়

৪৪৬ কবি প্রণাম। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৯৬১। ১৮১ পৃ। ৬·০০।

৪৪৭ রবীন্দ্র সাগর-সঙ্গমে। কলি, এম. সি. সরকার, ১৯৬২। ৫৭৭ পৃ। ১০·০০।

বিশ্বজীবন মজুমদার

৪৪৮ রবীন্দ্র উপন্যাস : দেশ ও কাল। কলি, পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৮১। ২২৪ পৃ। ২০·০০।

বিশ্বনাথ দে, সম্পা

৪৪৯ রবীন্দ্র স্মৃতি। কলি, ক্যালকাটা ১৯৬১। ১২,৩৪২ পৃ। ৫·৫০।

বিশ্বপতি চৌধুরী

৪৫০ কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮০ব। ১১৫ পৃ। ৫·৫০

৪৫১ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৩০। ১,২১৮ পৃ।

বিশ্ববিশ্বাস

৪৫২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ৩য় সং। কলি, বিশ্বাস পাব, ১৩৮২ ব। ৬৮ পৃ। ৩·০০।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

৪৫৩ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা ; ১৭তম বর্ষ। সুধীরঞ্জন দাস সম্পাদিত। শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ৮,৮৪ পৃ। ৪·০০।

বিষ্ণু দে

৪৫৪ তুমি শুধু পচিশে বৈশাখ। কলি, বাক্‌সাহিত্য, ১৯৫৮। ৮৯ পৃ। ২·৭৫।

৪৫৫ মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা। কলি, মনীষা, ১৯৭৮। ১২,২১৫ পৃ। ৮·০০।

৪৫৬ রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা। কলি, লেখক সমবায়, ১৩৭২ ব। ৯৮ পৃ। ৪·০০।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

৪৫৭ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ : তুলনাত্মক সমীক্ষা ; ২য় সং। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৮। ৩৯৪ পৃ। ২২.০০।

বীণা মুখোপাধ্যায়

৪৫৮ চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ। কলি, নাভানা, ১৩৬৫। ১৬,৩৪০ পৃ। ১০·০০।

বীরেন নাগ

৪৫৯ রবীন্দ্র-বাণী। কলি, সমাজবাদী সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬১ব। ০·২৫।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেখুন, অরবিন্দ পোদ্দার এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স পা.

৪৬০ কালপুরুষ। কলি, সম্পাদক ১৯৬০: ১২,৮৪ পৃ। ৩·০০।

৪৬১ রবীন্দ্রনাথ: উত্তরপক্ষ। কলি, ইণ্ডিয়ানা, ১৯৬১। ১৪৬ পৃ। ৪·০০।

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখুন, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৬২ রবীন্দ্র সংগীতের নানা দিক। কলি, হিমালয়, ১৩৬৯ ব। ১৩০ পৃ। ৪·০০।

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

৪৬৩ ধর্মপথিক রবীন্দ্রনাথ। কলি, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬৯। ২৭৪+১৪পৃ। ১০·০০।

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সম্ব

৪৬৪ রবীন্দ্র শব্দকোষ। কলি, ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৭১। ১৬,৬৫১ পৃ। ৩০·০০।

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সম্পা.

৪৬৫ রবীন্দ্র সংগীতের নানাদিক। কলি, আশা প্রকাশনী, ১৯৭৫। ১২২ পৃ। ১০·০০।

বুদ্ধদেব বসু

৪৬৬ কবি রবীন্দ্রনাথ। কলি, দে'জ ১৯৮০। ১২৩ পৃ। ১০·০০।

৪৬৭ রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য; ৩য় সং। কলি, নিউ এজ, ১৩৬৯ব। ১৭০ পৃ। ৫·০০।

৪৬৮ সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ। কলি, এম. সি. সরকার, ১৯৬৩। ১২৮পৃ। ৪·০০।

৪৬৯ দশ পেরোনির ছেলে; নাভানা সং। কলি, নাভানা, ১৯৫৩। ৬,১৭১পৃ। ২·৫০।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

৪৭০ রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা। কলি, সংবোধি, ১৩৭২ব। ২০৫পৃ। ৭·০০।

বৈদ্যনাথ শীল

৪৭১ রবীন্দ্র কাব্যে নারী। কলি, ইউ. এন. ধর, ১৩৭৭ব। ২৫৬পৃ। ১২·০০।

ব্রজেন মজুমদার

৪৭২ অতলান্ত। কলি, পি.এল মজুমদার, ১৯৬১। ৪,৪৭পৃ। ১·৫০।

ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ ও সুবোধচন্দ্র প্রামাণিক, সম্পা.

৪৭৩ রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী: স্মরণিকা। ২৪ পরগণা, হাটখোলা গ্রাম—সেবাশংঘ, ১৯৬১। ৯২ পৃ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৭৪ রবীন্দ্র গ্রন্থ-পরিচয়। কলি. সাহিত্য নিকেতন, ১৯৫২। ৪,৭৮ পৃ। ০·৫০।

ভবতোষ দত্ত

৪৭৫ রবীন্দ্র চিন্তাচর্চা। কলি, দে'জ ১৯৮২। ২২৪ পৃ। ২০·০০।

ভবানীগোপাল সান্যাল

৪৭৬ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব। কলি, মন্ত্রার্ষি, ১৯৭৩। ১৬৮পৃ। ২২·০০।

ভবানীশঙ্কর চৌধুরী

৪৭৭ জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ। কলি, এম. সি. সরকার, ১৩৬৯ব। ১৭৪ পৃ।

ভবেশ দাসগুপ্ত

৪৭৮ রবীন্দ্র জীবনপঞ্জী: ১৮৬১-১৯৪১। কলি, চিত্রকর, ১৩৬৮ব। ১৬পৃ।

ভবেশ দাসগুপ্ত, সম্পা.

৪৭৯ স্মরনী। কলি, ১৯৬১। ২২০পৃ।

ভারতচন্দ্র মজুমদার

৪৮০ জাতি গঠনে রবীন্দ্রনাথ। কলি, প্রবাসী, ১৯৩১। ১৮,৯৪ পৃ। ১·৫০।

ভারতী সেন, সম্পা.

৪৮১ বাণীবিতান। কলি, সম্পাদিকা ২,১৪৮পৃ। ২·০০।

ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, প ব.কমিটি

৪৮২ রবীন্দ্র মানসে নারী। কলি, ফেডারেশন, ১৯৬১। ৬,৬৮পৃ। ০·৫০।

ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য

৪৮৩ রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন। কলি, বিদ্যোদয়, ১৯৫৭। ৮,২১২পৃ। ৫·০০।

ভূদেব চৌধুরী

৪৮৪ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের ইতিকথা। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-১৯৭০। ৩৪৬ পৃ। ১২·০০।

৪৮৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা; ২য় পর্যায় : রবীন্দ্রযুগ। ২য় সং। কলি, দে'জ, ১৯৮১। ২১৪পৃ। ২৫·০০।

৪৮৬ রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। কলি, দে'জ, ১৯৮৩। ১২০পৃ। ১৫·০০।

ভোলানাথ সেনগুপ্ত, কাব্যভূষণ

৪৮৭ রক্তকরবীর মর্মকথা। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯২৬। ৫৩পৃ। ০·৫০।

মণি বাগচী

৪৮৮ রবির আলো। কলি, চিরো, ১৯৬০। ৪,১৪৮পৃ। ৩·০০।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৮৯ রবীন্দ্রনাথের মানসী। কলি, লিপি-বন্ধন, ১৯৬১। ৪,৪৮পৃ। ২·০০।

মদনমোহন গোস্বামী

৪৯০ রবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়। কলি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২। ৬৯পৃ।

মধুসূদন বসু

৪৯১ রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লী ও শহর। কলি, অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, ১৯৮৪। ১৬৪পৃ। ১৫·০০।

মনোরঞ্জন গুপ্ত

৪৯২ রবীন্দ্র চিত্রকলা। কলি, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১। ৯২+১২ পৃ ১৫·০০।

মনোরঞ্জন জানা

৪৯৩ রবীন্দ্রনাটকের ভাবধারা। কলি, ফার্মা কে. এল. এম., ১৩৭৮ ব। ৯৪ পৃ। ৪·০০।

৪৯৪ রবীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য। কলি, এস. জি. ব্যানার্জী, ১৯৫৭। ২৯৮ পৃ (২য় খণ্ড)। ৭·০০।

৪৯৫ রবীন্দ্রনাথ : কবি ও দার্শনিক। কলি, ভারতী, ১৯৬২। ৬৫৩ পৃ। ১৫·০০।

৪৯৬ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। কলি, ভারতী, ১৯৭৮। ৩২৬ পৃ। ২৫·০০।

৪৯৭ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : সাহিত্য ও সমাজ। কলি, ভারতী ১৯৬০। ৪, ৩৯৩ পৃ। ৮·০০।

৪৯৮ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম। কলি, ক্যালকাটা পাব, ১৯৭৫। ১৬১ পৃ। ১০·০০।

৪৯৯ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ। কলি, ফার্মা কে. এল. এম., ১৩৭৮ ব। ৯৪ পৃ। ৪·০০।

৫০০ রবীন্দ্র পরিচয়। কলি, ক্যালকাটা পাব, ১৯৬৭। ৮, ১০০১ পৃ। ৫০·০০।

মনোরম গুহঠাকুরতা

৫০১ আমাদের কবি; ২য় সং। কলি, বৃন্দাবন ধর, ১৯৫০। ৪, ১২০ পৃ। ১·৫০।

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী

৫০২ রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩। ২৩৫ পৃ। ৪০·০০।

মঞ্জুশ্রী মিত্র

৫০৩ বিশ্ববীণের চোখে রবীন্দ্রনাথ। কলি, টেগোর রিসার্চ ইন; ১৩৯০ ব। ৭৬ পৃ। ৬·০০।

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

৫০৪ রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম। কলি, নাভানা, ১৯৫৯। ১৩৪ পৃ। ৪·০০।

মহিনা রায়, অনু

৫০৫ রবীন্দ্র এনড্রুজ পত্রাবলী। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৭৪ ব। ১৫, ২৮১ পৃ। ৬·০০।

মহিষাদল শিক্ষা সংস্থা

৫০৬ রবিপ্রণাম। মহিষাদল, সংস্থা, ১৯৬১। ৪, ৫৬ পৃ।

মানকুমারী বসু

৫০৭ বীরকুমার-বধ কাব্য। কলি, তারাকুমার কবিরত্ন, ১৩১০ ব।

মনেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫০৮ রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য। কলি, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৭ ব। ১০৪ পৃ। ৬·৫০।

মিহিরকুমার রায়

৫০৯ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। কলি, বিশ্বাস পাব, ১৯৬৫। ৮, ১০৩ পৃ। ৩·০০।

মীরা দেবী

৫১০ স্মৃতি কথা। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৮২ ব। ৫৯ পৃ।

মীরা ভট্টাচার্য

৫১১ বালক। কলি, অশোক বুক সেন্টার, ১৯৬১। ৬, ৫৬ পৃ। ১·৫০।

মুজতবা আলী, সৈয়দ

৫১২ গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন; ২য় সং। কলি, মিত্র ও ঘোষ,

১৩৯১ ব। ১৮১ পৃ। ১৬০০।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

দেখুন, হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ।

মৃণাল ঘোষ

৫১৩ চন্দননগরে বিশ্বকবি। চন্দননগর, লেখক, ১৯৬০। ২, ১৮ পৃ। ১'০০।

৫১৪ রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ। চন্দননগর, লেখক, ১৯৬০। ১৬পৃ। ১'০০।

মৈত্রেয়ী দেবী

৫১৫ কবি সার্বভৌম। কলি, অমিয় কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৫১। ২,১৮৬পৃ। ৩'০০।

৫১৬ পঁচিশে বৈশাখ। কলি, বুক হাউস। ১৩০পৃ।

৫১৭ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ। কলি, প্রথম, ১৯৬০। ১০,২৯৮পৃ। ৭'৫০।

৫১৮ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। কলি, রূপা, ১৯৬৭। ২৭৪পৃ। ১০'০০।

৫১৯ রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে। কলি, প্রাইমা পাব, ১৩৮৭ব। ২২৩পৃ। ১৫'০০।

৫২০ স্বর্গের কাছাকাছি। কলি, প্রাইমা পাব, ১৩৮৮ব। ৩৪২পৃ। ৪০'০০।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৫২১ দক্ষিণের বারান্দা। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৯৬১। ৮,১৭৩পৃ। ৪'০০।

মোহিতলাল মজুমদার

৫২২ কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য। কলি, কমলা, ১৯৫২-৫৩। ২খণ্ড। ১১'০০ একত্রে।

৫২৩রবি-প্রদক্ষিণ। কুলগাছিয়া(হাওড়া), বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৯। ১৪,১৯১পৃ।

মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য

৫২৪ মনীষী রবীন্দ্রনাথ। কলি, এ. মুখার্জী, ১৩৭১ব। ১৪৪পৃ। ৩'৫০।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

৫২৫ রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য; ২য় সং। বৃন্দাবন ধর, ১৯৪৯। ১২,১০৭পৃ। ২'০০।

যামিনীকান্ত সোম

৫২৬ কবিগুরুর গল্প। কলি, অনুবাদক, ১৯৬১। ৫২পৃ। ১৫০।

৫২৭ ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ; ১০ম সং। কলি, সিটি বুক কোং, ১৯৫৪। ৪,১৫৪পৃ। ১'৫০।

৫২৮ ছোট্ট রবি। কলি, বোধী প্রেস, ১৯৫৯। ৮৮পৃ। ১৪০।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৫২৯ রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা, ১৯২৭। ৬২পৃ।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৩০ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। কলি, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৬১। ১০০পৃ। ১'৫০।

যোগেশচন্দ্র বর্ধন রায়

৫৩১ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিং), ১৯৩২। ১৬,২০৪পৃ। ৪'০০।

যোগেশচন্দ্র সিংহ

৫৩২ ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ; পরি. ৩য় সং। চট্টগ্রাম, সুরঞ্জন দাসগুপ্ত, ১৯৮০। ১৮, ২৪,৩৪৭পৃ।

রঘুবীর চক্রবর্তী, সম্পা.

৫৩৩ রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাংলাদেশ। কলি, ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৭২। ২৭১পৃ। ১২'০০।

রণজিৎ কুমার সমাদ্দার ও সুবীর রায়, সম্পা.

৫৩৪ আশিষ: সন্ত (রবীন্দ্রনাথের চিঠি)। কলি, বনমালী বিশ্বনাথ প্রকাশন, ১৯৮৩। ১১৬পৃ। ১৪'০০।

রণজিৎ কুমার সেন

৫৩৫ ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ। কলি, এ মুখার্জী, ১৯৬১। ১০,২৪২পৃ। ৪'০০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩৬ পিতৃস্মৃতি। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৩ব। ২৯৯পৃ। ২৪'০০।

রবীন মুখোপাধ্যায়

৫৩৭ ছোট রবি। কলি, বসু প্রকাশনী, ১৯৬০। ৬,৪৮পৃ। ১'০০।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী নাগরিক কমিটি, কলিকাতা।

৫৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। কলি, লেখক, ১৯৬১। ১৬৩পৃ।

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি, শান্তিপুর

৫৩৯ রবীন্দ্র স্মারকগ্রন্থ। শান্তিপুর, সমিতি, ১৯৬১। ৬,১১১পৃ। ১'৫০।

রবীন্দ্র জয়ন্তী ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষদ

৫৪০ কবিপ্রশস্তি। কলি, প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত ১৩৩৮ব। ৮৪পৃ। ১'০০।

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

৫৪১ রবীন্দ্রকাব্যে কুল। কলি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৭। ১৪৮পৃ। ১০·০০।

৫৪২ রবীন্দ্রনাথ ও নদী। কলি, ঐকতান, ১৩৮৪ ব। ১১৪ পৃ। ১০·০০।

৫৪৩ রবীন্দ্রনাথের মানস। কলি, সাহিত্য প্রকাশ। ৭২পৃ। ১০·০০।

রবীন্দ্র পরিচয় সভা

৫৪৪ জন্মন্তী উৎসর্গ। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৩৮ব। ৩·৫০।

রবীন্দ্র পরিষৎ, কলিকাতা

৫৪৫ কবি পরিচিতি। কলি, কায় পাব, হাউস, ১৩৩৭ব। ২০২পৃ। ২·০০।

রবীন্দ্র পরিষদ, পাটনা

৫৪৬ রবীন্দ্র সমীক্ষণ। কলি, গ্রন্থালয়, ১৩৭৯ব। ৮,২৩৬পৃ। ১০·০০।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৫৪৭ রবীন্দ্র সংগীত। কলি, লেখক, ১৯৮৩। ১মখণ্ড। ৫·০০।

রবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৫৪৮ অরবিন্দ রবীন্দ্র। কলি, প্রবর্তক পাব, ১৯৪৫। ১৪,১২৩পৃ। ৪·০০।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি, করিমগঞ্জ

৫৪৯ রবিপ্রকাশ। আসাম, ১৯৬১।

রবীন্দ্র সেন্টিনারী কমিটি, রাণাঘাট

৫৫০ রবি-তর্পণ। রাণাঘাট, কমিটি, ১৯৬১। ৫৮পৃ। ১·০০।

রমেন দাস (সবুজনাথী)

৫৫১ অনেক মানুষ একটি মন। কলি, এশিয়া, ১৩৬৮ব। ৯৫পৃ।

রমেন দাস, সম্পা.

৫৫২ রবীন্দ্র প্রণাম। কলি, এশিয়া, ১৩৬৮ব। ১৩০পৃ।

রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ

৫৫৩ রবীন্দ্র নাটকে গানের ভূমিকা। কলি, জি এম, ১৯৮২। ৮,২৩৪পৃ। ২০·০০।

রাইহরণ চক্রবর্তী

৫৫৪ কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। পাবনা, লেখক, ১৯৬৩। ২,৪০পৃ। ০.৫০।

৫৫৫ মর্ত্যের রবীন্দ্রনাথ। পটুয়াখালি, আদিল, ১৩৪৩ব। ১·০০।

রাশী চন্দ

৫৫৬ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৯০ব। ১৬২পৃ। ১৬·০০।

৫৫৭ গুরুদেব। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৬৯ব। ১৬৮পৃ। ১৬·০০।

৫৫৮ সব হতে আপন। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৯১ব। ২৪৭পৃ। ৩০·০০।

আরও দেখুন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাশী চন্দ।

রাধাচরণ দাস

৫৫৯ কবির স্বপ্ন; ২য় সং। কলি, নরনারায়ণ আশ্রম, ১৯৫০। ৪৮পৃ। ০.৬২।

রাধারমণ জানা

৫৬০ পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪। ২৮৬পৃ। ৪০·০০।

রামকানাই দেবশর্মা

৫৬১ রবীন্দ্র-গীতা। কলি, শ্রীমন্দির। ২খণ্ড।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সম্পা.

৫৬২ মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ। কলি, অরুণ। ৪·০০।

রামনারায়ণ কর

৫৬৩ কাব্যসাহিত্যে 'আমি'র কথা। কলি, ইউ. এন দাস, ১৩২৬ব।

রেণু মিত্র

৫৬৪ রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে; ২য় সং। কলি, জেনারেল ১৯৪৫। ১০,১০৬পৃ। ২·০০।

৫৬৫ রবীন্দ্র হৃদয়। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৪৮। ১২,২৪৯পৃ। ৫·০০।

লীলা বিভাস

৫৬৬ রবীন্দ্র জীবনের অনন্তা। লক্ষ্ণৌ, লেখিকা, ১৯৬৬-৬৯। ৪খণ্ড। ৬·০০ একত্রে।

৫৬৭ রবীন্দ্র জীবনের ঘটনায়। বারাণসী, অপূপ প্রিন্টার্স, ১৯৭৯। ৭,২৬,৩৮, ২৪৪পৃ।

৫৬৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী। কলি, অভী, ১৩৭৮ব। ১৬৭পৃ। ৭·০০।

৫৬৯ রবীন্দ্র সংগীতের উৎসর্গ। লক্ষ্ণৌ, লেখিকা, ১৯৮৫। ৩৭পৃ। ৫·০০।

লীলা মজুমদার

৫৭০ এই যা দেখা। কলি, ত্রিবেণী, ১৯৬১। ৪,১১৯পৃ। ৩·০০।

৫৭১ কবি-কথা। নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৯। ১৪পৃ। ০·৫০।

লোকেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত

৫৭২ সেন্সরেশিপ রবীন্দ্রনাথ। কলি, লিপ্টন। ০.৭৫।

শক্তিব্রত ঘোষ

৫৭৩ রবীন্দ্রনাথ : কালিম্পঙের দিনগুলি ; ২য় সং। কলি, বিদ্যাভবন, ১৩৮২ব। ৯৮পৃ। ৮·০০।

শঙ্খ ঘোষ

৫৭৪ এ আমির আবরণ। কলি, প্যাপিরাস, ১৩৮৭ব। ২,১৫৩পৃ। ১৪·০০।

৫৭৫ কালের যাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক ; ৩য় সং। কলি, দে'জ, ১৯৮৫। ১৭১পৃ। ২০·০০।

শঙ্খ ঘোষ, অনু.

দেখুন, ওকাম্পো, ভিক্টোরিয়া।

শচীন সেন

৫৭৬ রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় ; ৪র্থ সং। কলি, বীডার্স কর্ণার, ১৩৬৯ব। ৪৬৪পৃ। ১৬·০০।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

৫৭৭ কবি-তীর্থের পাচালী। কলি, বৃন্দাবন ধর, ১৯৪৬। ৮,১২৪পৃ। ২·৫০।

৫৭৮ পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ ; ৪র্থ সং। কলি, বৃন্দাবন ধর, ১৯৪৯। ৬,১২০পৃ। ২·০০।

৫৭৯ রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে। চন্দননগর, আশালতা অধিকারী, ১৯৫৯। ৬,১৫৩পৃ। ৩·৫০।

৫৮০ শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪। ৫১২পৃ।৩২·০০।

৫৮১ সেকালের রবীন্দ্র-তীর্থ। কলি, পূরবী পাব., ১৯৪৭। ১২,১১৪পৃ। ২·০০।

৫৮২ সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬১। ৬,১২০পৃ। ৩·০০।

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য

৫৮৩ রবীন্দ্রদর্শন ; শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্রকুমার রায় ও নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। কলি, বিশ্বভারতী। ১৫·০০।

শম্ভুনাথ ঘোষ

৫৮৪ রবীন্দ্র সংগীত। কলি, গান্ধার প্রকাশনী, ১৩৭৯ব। ১৭৬পৃ। ৭·০০।

৫৮৫ রবীন্দ্র সংগীতের ইতিবৃত্ত। কলি, ইন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৯৭৩। ৪,৯০পৃ। ৬·০০।

শম্ভুনাথ সরকার

৫৮৬ রবীন্দ্র দৃষ্টিতে জাপান। বহরমপুর, রবীন্দ্রচর্চা ভবন, ১৩৯২ব। ১৫পৃ। ৫·০০।

৫৮৭ রাশিয়ার চিঠি ও রবীন্দ্র ভাবনা। বহরমপুর, বুক হাউস, ১৯৮৫। ৪৬পৃ। ৫·০০।

শরৎকুমার রায়

৫৮৮ রবীন্দ্র স্মৃতি। কলি, প্রকাশ প্রেস, ১৩৩৮ব। ১৩পৃ।

শশিভূষণ দাস

৫৮৯ রবি অস্তমিত (মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ)। কলি, সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস।

শশিভূষণ দাসগুপ্ত

৫৯০ উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস ; ২য় সং। কলি, এ. মুখার্জী, ১৩৮১ব। ২৭৬পৃ। ১৫·০০ ৮

৫৯১ টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ। কলি, মিত্র ও ঘোষ। ৪·৫০।

৫৯২ ত্রয়ী—বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ; পরিবর্ধিত ২য় সং। কলি, মিত্রালয়, ১৯৫৭। ৬,২৫২পৃ। ৬·০০।

শান্তিকুমার দাসগুপ্ত

৫৯৩ ট্র্যাজেডী ও রবীন্দ্রমানস। কলি, লেখক, ১৯৮৪। ৮২পৃ। ৮·০০।

৫৯৪ রবীন্দ্রনাট্য পরিচয় ; ২য় সং। কলি, ভারতী প্রকাশনী, ১৯৮৪। ২২৮পৃ।·২৪·০০।

৫৯৫ রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য ; ২য় সং। কলি, ভারতী প্রকাশনী, ১৩৯২ব। ২৭৮পৃ। ৩৫·০০।

শান্তিদেব ঘোষ

৫৯৬ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য। কলি, আনন্দ ১৩৯০ব। ২৪·০০।

৫৯৭ রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত ও নৃত্য। কলি, আনন্দ, ১৯৭৮। ৬১পৃ। ৫·০০।

৫৯৮ রবীন্দ্র সঙ্গীত। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৮০। ২৭৭পৃ। ২০·০০।

৫৯৯ রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা। কলি, আনন্দ,১৯৭২। ২৬৬পৃ। ১৬·০০।

শিবকৃষ্ণ দত্ত

৬০০ রবীন্দ্র সাধনা (কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা)। কলি, গুরুদাস লাই, ১৩৩৬ব। ১·০০।

শিবনাথ সরকার

৬০১ চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। কলি, মিনতি চৌধুরী ; পরিবেশক : বে বুক ষ্টোর,১৩৮২ব। ১৩৪পৃ। ৭·০০।

শিবনারায়ণ রায়

৬০২ কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা। কলি, প্রকাশ-ভবন, ১৯৭৩। ৬,২০২পৃ। ৭·৫০।

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

৬০৩ পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ। কলি, রবীন্দ্রভারতী। ১০·০০।

শিবানী দেবী

৬০৪ রবি কণিকা। কলি, ইউ. এন. ধর, ১৯৭২। ৯৪পৃ। ৩·০০।

শিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৬০৫ রবি সরোজন। খড়দহ, ইন্দিবর মুখোপাধ্যায়, ১৩৪৮ব।

আরো দেখুন, জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শিরিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শিশির কুমার ঘোষ

৬০৬ রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য। কলি, মিত্রালয়, ১৯৬১। ৩০০পৃ। ৮·০০।

শিশির কুমার দাশ ও তান ওয়েন

৬০৭ বিতর্কিত অতিথি। কলি, প্রমা, ১৯৮৫। ১০৩পৃ। ১২·০০।

শিশির কুমার সিংহ

৬০৮ রবীন্দ্র সাহিত্য : মৃত্যুর অন্তর্ভপাত্রে। কলি, দে'জ, ১৯৮৪। ২০৬পৃ। ২৫·০০।

শিশির সেনগুপ্ত এবং জয়ন্ত কুমার ভাদুড়ী

৬০৯ বাহির-বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ ; ২য় সং। কলি, রীডার্স কর্ণার, ১৩৬৮ব। ৬,১২৯পৃ। ৪.৫০।

শীতাংশু মৈত্র

৬১০ রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য। কলি, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬৫। ১৯৮+৮পৃ। ৬·০০।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

৬১১ অন্তর্লোকযাত্রী রবীন্দ্রনাথ। কলি, মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ১৩৫৪ব। ৬০পৃ।

শুকদেব সিংহ

৬১২ রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য : উপন্যাস। কলি, এ. কে. সরকার, ১৯৮১। ১৮,৬,২১৬পৃ। ২০·০০।

শুভসর বসু

৬১৩ রবীন্দ্র কাব্যের গোধূলি পর্যায়। কলি, মণ্ডল, ১৩৭৯-৮০ব। ২খণ্ড। ২০·০০ প্রতি খণ্ড।

৬১৪ রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'। কলি, মণ্ডল, ১৩৮৯ব। ৮৪পৃ। ৪·০০।

৬১৫ রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক'। কলি, মণ্ডল, ১৩৭৬ব। ৯৪পৃ।

৬১৬ রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ'। কলি, বন্দনা ইন্সেক্সন, ১৩৮৬ব। ৮০পৃ।

শুভ গুহঠাকুরতা

৬১৭ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা ; ২য় সং। কলি, দক্ষিণীভবন, ১৯৬০। ১৪,২২৯পৃ। ৬·০০।

শুভ গুহঠাকুরতা, সম্পা.

৬১৮ রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংখ্যা। কলি, দক্ষিণী, ১৯৬১। ২·০০।

শুভব্রত রায়চৌধুরী

৬১৯ রবীন্দ্রনাথ ও চার অধ্যায়। কলি, বিশ্বভারতী। ১৫·০০।

শুভময় ঘোষ, অনু.

৬২০ সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ। মস্কো, বিদেশী ভাষার সাহিত্য প্রকাশালয়।

শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়

৬২১ রবীন্দ্র কাব্যের পুনর্বিচার। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ৮,২৮৫পৃ। ৬·৫০।

শেফালিকা শেঠ, সম্পা.

৬২২ রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ। কলি, বারীন্দ্রনাথ শেঠ, ১৯৫০। ৬,২৮পৃ।

শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৬২৩ রবিঠাকুর। কলি, বীণা লাইব্রেরী। ১০,১৩০পৃ। ২·০০।

শৈলেশ বসু

৬২৪ জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৪৭। ৪,৭৪পৃ। ০·৭৫।

শোভন সোম

৬২৫ তিন শিল্পী : নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর। কলি, বাণী শিল্প, ১৯৮৫। ১৬৫পৃ। ৩০·০০।

শৌরীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

৬২৬ চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৯৮৬। ১১৮+৭২পৃ। ১৮·০০।

শ্যামল দাসগুপ্ত

৬২৭ বালক রবীন্দ্রনাথ। কলি, মাতৃ প্রকাশনী, ১৯৬১। ৪,৫৫পৃ। ১·৫০।

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

দেখুন, চিত্তজিৎ দে এবং শ্যামাপ্রসাদ সরকার।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬২৮ রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৬৭-৭১। ২খণ্ড। ১ম খণ্ড : ৩৫·০০। ২য় খণ্ড : ৪০·০০।

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য

৬২৯ রবীন্দ্র মানস ও শিক্ষা। কলি, আনন্দ, ১৩৯৩ব। ১১১পৃ। ১২·০০।

শ্রীমন্থ কুমার জানা

৬৩০ রবীন্দ্রসাহিত্যে ভূতপ্রেত। কলি, বর্ণালী, ১৯৮৪। ৭২পৃ। ১০·০০।

৬৩১ রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি। কলি, র.রুক্ষ, ১৯৮৫। ৮০পৃ। ১০·০০।

৬৩২ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা। কলি, ওরিয়েন্টাল, ১৯৮৩। ২০,৪৪০পৃ। ৭৮·০০।

৬৩৩ রবীন্দ্রমনন। কলি, বিদ্যোদয়। ১৬·০০।

সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৩৪ রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিপর্ব। কলি, এস. গুপ্ত, ১৯৭৮। ৫৩৪+৬০পৃ। ৪০·০০।

সজনীকান্ত দাস

৬৩৫ পচিশে বৈশাখ; ৩য় সং। কলি, রঞ্জন, ১৯৫৭। ২,৬৪পৃ। ১·৫০।

৬৩৬ রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য। কলি, শতাব্দী গ্রন্থভবন, ১৯৬০। ৪,২৪৯পৃ। ৬·০০।

সতীকুমার নাগ

৬৩৭ হাজার বছর পরে আমাদের কবি। কলি, টি এস বি., ১৯৬১। ১৬পৃ। ০·৫০।

সতীশচন্দ্র ঘালগুপ্ত

৬৩৮ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। কলি, রবীন্দ্র-ভারতী, ১৩৭৯ব। ৩৩৬পৃ। ১০·০০।

সত্যদাস চক্রবর্তী

৬৩৯ গ্রামের কাজে রবীন্দ্রনাথ। বীরভূম, সাহিত্য সমাজ, ১৯৮৫। ২৬পৃ। ৪·০০।

৬৪০ রবিঠাকুরের কথা। বীরভূম, সাহিত্য সমাজ, ১৯৮৪। ৩৫পৃ। ৪·০০।

৬৪১ শ্রীনিকেতনের গোড়ার কথা। বীরভূম, লেখক, ১৯৮৫। ৯৪পৃ। ১২·০০।

সত্যনারায়ণ রাশ

৬৪২ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: কলা প্রসঙ্গ। কলি, পুস্তকবিপণি, ১৩৯০ব। ৭৭পৃ। ১২·০০।

সত্যব্রত দে

৬৪৩ রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৯৭১। ৪৪৪পৃ। ২২·০০।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

৬৪৪ রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৯১ব। ১০৮পৃ। ২০·০০।

সত্যেন্দ্রনাথ জানা

৬৪৫ রবি-তর্পণ; পরিবর্তিত শতবার্ষিকী সং। কলি, প্রবর্তক; ১৯৬১। ১২,১২২পৃ। ৩·০০।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

৬৪৬ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, প্রভাত কুমার মিত্র, ১৯২১। ৩৫পৃ। ০·২৫।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

৬৪৭ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ। কলি, গ্রন্থালয়, ১৩৮৯ব। ৩৮২পৃ। ৩০·০০।

৬৪৮ সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ। কলি, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭০। ২৬৩পৃ। ১৫·০০।

৬৪৯ সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, সারস্বত, ১৩৮১ব। ৩৬৮পৃ। ২৭·৫০।

৬৫০ সৃষ্টি ও মননের নানাদিকে রবীন্দ্রনাথ। কলি, ডি.এম., ১৯৮৩। ২১৮পৃ। ১৮·০০।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সম্পা.

৬৫১ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: সমাজ-চিন্তা: রবীন্দ্রস্বরূপ পর্যালোচন। কলি, গ্রন্থালয়, ১৯৮৫। ৩১৮পৃ। ৩০·০০।

৬৫২ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা: জগৎ: সাহিত্য চিন্তা। কলি, গ্রন্থালয়, ১৩৯০ব। ৪৩০পৃ। ৩০·০০।

৬৫৩ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা। কলি, গ্রন্থালয়, ১৩৮৯ব। ৩৪০পৃ। ২৪.০০।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

৬৫৪ রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা। কলি, রবীন্দ্রভারতী। ৩·০০।

৬৫৫ রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার। কলি, র্যাডিক্যাল, ১৯৬১। ১২৮পৃ।

৬৫৬ রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ। কলি, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬৪। ১৯৪+৬পৃ। ৬·০০।

সনৎ কুমার মিত্র

৬৫৭ রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য। কলি, সাহিত্য প্রকাশ, ১৩৭৮ব। ১৬৪পৃ। ৫·০০।

সন্তোষ কুমার ঘোষ

৬৫৮ রবির কর। কলি, আনন্দ, ১৩৯১ব। ৯৫পৃ। ৮·০০।

৬৫৯ রবীন্দ্র-চিন্তা। কলি, হেমলতা প্রকাশনী, ১৩৮৫ব। ১৭৫পৃ। ১০·০০।

সন্তোষ কুমার দে

৬৬০ বন্দেমাতরম্ ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, ভ্রমেণ কুমার দে। ৭পৃ।

৬৬১ রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ। কলি, বিচিত্রা প্রকাশনী, ১৩৬৮ব। ৪৮পৃ।

সন্তোষ কুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য

৬৬২ কবিকণ্ঠ। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৯৬৩। ৬,১১৬পৃ। ৫'৫০।

সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়

৬৬৩ রবীন্দ্রনাথ ও মানবাধিকার। কলি, সুজন পাব, ১৯৮৬। ৫৭২পৃ। ৩৫'০০।

সন্ধ্যা সেন

৬৬৪ সুরের আগুন। কলি, দে'জ, ১৯৭৯। ২খণ্ড। ১ম খণ্ড: ১৬'০০। ২য় খণ্ড: ২০'০০।

সফিউদ্দিন আহমদ

৬৬৫ বৃত্তাবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৬। ১২৪পৃ। ১০'০০।

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

৬৬৬ শুভ-দর্শন। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৬১। ৪,১৩৭পৃ। ২'৪০।

৬৬৭ পুনশ্চের কবি রবীন্দ্রনাথ। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৮৫ব। ২৩২পৃ। ১৫'০০।

৬৬৮ শারদোৎসব দর্শন। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৬০। ৪,১১৭পৃ। ২'০০।

সরসীলাল সরকার

৬৬৯ রবীন্দ্র-কাব্যে শ্রী পরিকল্পনা। কলি, কানাইলাল সরকার, ১৯৪১। ২,১২৮পৃ। ১'০০।

সরোজ কুমার বসু

৬৭০ রবীন্দ্র-রঙ্গ। কলি, জি. এ. ই. পাব., ১৩৮৯ব। ২১৪+১৭পৃ। ১৪'০০।

৬৭১ রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস। কলি, পরিভোষ দে, ১৯৫০। ১৪,১০০পৃ। ২'০০।

সরোজ দত্ত

৬৭২ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য: বিচিত্র প্রবন্ধ। কলি, বাগর্থ, ১৯৬৪। ৮,১১৮পৃ। ২'৫০।

সরোজ দত্ত এবং অলোক রায়

৬৭৩ রবীন্দ্রনাথের কালান্তর। কলি, বাগর্থ, ১৯৭০। ১৩৪পৃ। ৪'০০।

সরোজ মোহন মিত্র

৬৭৪ শিক্ষাচিন্তা: রবীন্দ্ররচনা সংকলন। কলি, গ্রন্থালয়, ১৯৮৫। ২৫,০০।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৭৫ আলো আঁধারের সেতু: রবীন্দ্র চিত্রকল্প। কলি, দে'জ পাব, ১৯৮৪। ১৬৮পৃ। ২০'০০।

সলিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৭৬ রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি। কলি, নবজাতক, ১৩৯০ব। ৪৩৮পৃ। ৩৩'০০।

সাইকস, মার্গেরী

৬৭৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত। কলি, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৬৩। ২৭৮পৃ। ২'৫০।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৬৭৮ রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৯৫৭। ১২,২৯২পৃ। ৬'০০।

সাধনা কর ও সুবীর কর

৬৭৯ আমাদের গুরুদেব। কলি, লেখক, ১৩৬৮ব।

সারদারঞ্জন পণ্ডিত এবং কিতীশ গুপ্ত

৬৮০ রবীন্দ্র-পরিচয়। কলি, জাহ্নবী সাহিত্য মন্দির, ১৩৭৫ব। ১৩৮পৃ। ৪'০০।

সিতাংশু রায়

৬৮১ রবীন্দ্র সাহিত্যে সংগীত ভাবনা। কলি, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯১ব। ১২৮পৃ। ৩০'০০।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

৬৮২ কুসুম বন্ধন। ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৯। ৭০পৃ। ৫'০০।

সীতা দেবী

৬৮৩ পুণ্য স্মৃতি; ২য় সং। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৩৯০ব। ২২৬+৬পৃ। ৩০'০০।

সুকুমার সেব ও জয়শ্রী সেব

৬৮৪ রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী বিশ্লেষণ। কলি, কলিকাতা। পুস্তকালয়, ১৯৬৮। ১১২পৃ। ৩'৫০।

সুকুমার মিত্র, সম্পা.

৬৮৫ কবি প্রণাম। হাওড়া, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি, ১৩৬৮ব। ৭২পৃ।

সুকুমার সেন

৬৮৬ পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ। কলি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২। ১০৬পৃ। ৩'০০।

৬৮৭ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-খণ্ড ৩; ৩য় সং। কলি, ইষ্টার্ণ পাব., ১৯৬১। ১০,৪২৬পৃ। ১৫'০০।

৬৮৮ রবীন্দ্র রচনা—সূচ-নির্দেশিকা।

বর্ধমান, সাহিত্য সভা, ১৯৬১। ১৩৫পৃ। ম্যাপ। ১·০০।

৬৮৯ রবীন্দ্র শিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণবভাবনা। কলি, আনন্দ, ১৩৯৩ব। ১৬৫পৃ। ১২·০০।

৬৯০ রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু। কলি, আনন্দ, ১৯৮৩। ১২,১৮০পৃ। ২০·০০।

৬৯১ রবীন্দ্রনাথের গান ; অধরা রাধুরী-রূপের বন্ধনে। কলি, টেগোর রিসার্চ ইন, ১৯৮২। ৪৬পৃ। ৪·০০।

সুখময় বসু, সম্পা.

৬৯২ রবি প্রকাশ। সুখময় বসু এবং সুধীর সেন সম্পাদিত। করিমগঞ্জ, রবীন্দ্র সেন্টিনারী সেলিব্রেশন কমিটি, ১৯৬১। ৬,১২৮পৃ। ২ ০০।

সুখময় ভট্টাচার্য

৬৯৩ সংস্কৃত অনুশীলনে রবীন্দ্রনাথ। কলি, করুণা, ১৩৯১ব। ৩৬৯পৃ। ৪০·০০।

সুখময় মুখোপাধ্যায়

৬৯৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে নবরাগ। কলি, শিক্ষক সমবায় প্রতিষ্ঠান, ১৯৬১। ২৩২পৃ। ৬·০০।

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৬৯৫ গদ্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। কলি, সুপ্রকাশ, ১৯৬২। ৬,১৬২পৃ। ৪·৫০।

সুখরঞ্জন রায়

৬৯৬ রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্প-সূত্র। মিহিররঞ্জন রায় দ্বারা সংকলিত। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৩ব। ৩৬৮পৃ। ১৭·০০।

সুখেন্দুশেখর গঙ্গোপাধ্যায়

৬৯৭ রবীন্দ্র কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ। কলি, করুণা ১৩৮৪ব। ৪১৭পৃ। ২৫·০০।

সুগতা সেন

৬৯৮ রবীন্দ্রনাথের গীত সাহিত্য। কলি, প্রীভূমি, ১৯৭৮। ২০,২৬৭পৃ। ২৫·০০।

সুচিত্রা মিত্র

৬৯৯ রবীন্দ্র সংগীত জিজ্ঞাসা। কলি, নবপত্র, ১৯৮২। ১৬৮পৃ। ১০·০০।

সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী, সম্পা.

৭০০ রবীন্দ্র সংগীতায়ন ১। কলি, প্যাপিরাস, ১৯৮২। ১৪৮পৃ। ২০·০০।

সুজাতা চৌধুরী

দেখুন, উমা রায় এবং সুজাতা চৌধুরী, যুগ্ম.

সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

৭০১ রবির আলোকে শান্তিনিকেতন। কলি, চলতি দুনিয়া, ১৯৭৭। ৩৩৫ পৃ। ২০·০০।

সুজিত কুমার সেনগুপ্ত

৭০২ জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল। কলি, বিশ্ববাণী ১৯৭৭। ১৭৩ পৃ। ১০·০০।

৭০৩ সোনালি দিনের পাখিরা। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৬ ব। ১৮৪ পৃ। ১২·০০।

সুধা বসু

৭০৪ রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। কলি, বাক-সাহিত্য, ১৯৮১। ১৮৪ পৃ। ৮·০০।

সুধাংশু বিমল বড়ুয়া

৭০৫ রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি। কলি, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৮। ২১৪+১৬ পৃ। ১০·০০।

সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

৭০৬ দুই কবি—রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ। কলি, ইন্ডিয়ান বুকার, ১৯৫৯। ৮, ১২৮ পৃ। ৪·৭৫।

সুধাংশু শেখর শাসমল

৭০৭ ধ্বনির শিল্প : রবীন্দ্র সংগীত। কলি, দে'জ ১৯৮১। ৪৩২ পৃ। ৪০·০০।

সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

দেখুন, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত।

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

৭০৮ রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য। কলি, এ মুখার্জী, ১৩৭৩ ব। ১৬০ পৃ। ৪·৫০।

সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় সম্পা.

৭০৯ রবীন্দ্ররচনার ইংরাজী অনুবাদ সূচী : কবিতা ও গান। বোলপুর—শান্তিনিকেতন, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৬। ২১১ পৃ। ২০·০০।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

৭১০ রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা। কলি, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৬০। ২, ৭২ পৃ। ০·৭৫।

সুধীর কুমার করণ

৭১১ লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ। কলি, গ্রন্থ-নিলয়, ১৩৭২ ব। ২০০ পৃ। ১১·০০।

সুধীর কুমার চৌধুরী, সম্পা.

৭১২ প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। সুধীর কুমার চৌধুরী এবং অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলি,

প্রবাসী, ১৯৬১। ২, ৮৪৮ পৃ। ১২·৫০।

সুধীর কুমার নন্দী

৭১৩ রবীন্দ্র দর্শন অন্বীক্ষণ; ২য় পরিবর্ধিত সং। কলি, রবীন্দ্র ভারতী, ১৩৮৪ ব। ২৪৬ পৃ। ১৪·০০।

সুধীর চক্রবর্তী

৭১৪ গানের লীলায় সেই কিনারে। কলি, অরুণা, ১৩৯২ ব। ২০৭ পৃ। ২৯·০০।

সুধীর চক্রবর্তী, সম্পা

৭১৫ রবীন্দ্রনাথ: মনন ও শিল্প। মগরা (হুগলী), দুলাল চন্দ্র সাধুখান, ১৯৬১। ৪, ২০৮ পৃ। ৫·০০।

সুধীর চন্দ্র কর

৭১৬ কবি-কথা। কলি, সুপ্রকাশন, ১৯৫১। ৮, ২০৩ পৃ। ৩·৫০।

৭১৭ কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ। কলি, এস.সি. সরকার, ১৩৭০ ব। ২৭২ পৃ। ৬·৫০।

৭১৮ জনগণমন অধিনায়ক। বোলপুর, পারমিতা প্রকা, ১৯৭২। ৩৪,৪২০+৮ পৃ। ২০·০০।

৭১৯ জনগণের রবীন্দ্রনাথ। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৭০ ব। ৩২২ পৃ। ২৫·০০।

৭২০ রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়। কলি, ভারতী, ১৯৬১। ১৬৭ পৃ। ৩·৫০।

৭২১ শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৬৬। ৪৫৬ পৃ। ৩০·০০।

৭২২ শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৩৭০ ব, ৩৫৬ পৃ। ২৪·০০।

সুধীর সেন

দেখুন, সুখময় দত্ত, সম্পা.

সুধীরঞ্জন দাস

৭২৩ আমাদের গুরুদেব। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ৩·৫০।

৭২৪ আমাদের শান্তিনিকেতন। কলি, বিশ্বভারতী, ১৯৫৯। ১১০ পৃ। ৭·০০।

সুধীরঞ্জন দাস, সম্পা.

দেখুন, বিশ্বভারতী পত্রিকা।

সুনন্দা দত্ত

৭২৫ রবীন্দ্র কাব্যভাষা। কলি, ইষ্টার্ণ পাব, ১৯৬১। ৩১৫ পৃ। ৭·৫০।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৭২৬ রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ। কলি, বুক কোং, ১৯৪০। ৮, ৩৬২ পৃ। ৪৮·০০।

সুনীলকুমার দত্ত

৭২৭ রবীন্দ্র-নাট্য-প্রসঙ্গ: কাব্যনাটক। কলি, স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯৬১। ১৮৪ পৃ। ৪·০০।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পা.

৭২৮ রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত। কলি, আনন্দ, ১৩৯৩ ব। ১৮৩ পৃ। ২০·০০।

সুনীলচন্দ্র সরকার

৭২৯ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৩৭১ব। ১৪৫ পৃ। ৬·০০।

সুপ্তি মিত্র

৭৩০ সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ: শান্তিনিকেতন (বৈশাখ ১৩২৬—কার্তিক ১৩৩৩)। কলি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৩৮৬ব। ১৫, ২৯৭ পৃ। ২৫·০০।

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

৭৩১ রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন। হাওড়া, সাহিত্য প্রকাশ; পরিবেশক: দে বুক ষ্টোর, ১৩৭৭ব। ১৯০ পৃ। ৫·০০।

৭৩২ রবীন্দ্রনাথের রাজা। হাওড়া, সাহিত্য প্রকাশ, পরিবেশক: দে বুক স্টোর, ১৩৭৪ব। ১৫৬ পৃ। ৪·০০।

সুবিনয় রায়

৭৩৩ রবীন্দ্র সংগীত সাধনা; ২য় সং। কলি, এ. মুখার্জী, ১৩৭৯ব। ১৩২ পৃ। ৮·০০।

সুবীরকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

৭৩৪ রশ্মিকরেখা। কলি, শিপ্রা ভট্টাচার্য। ১৩৯১ব, ৩৫০ পৃ। ৩৫·০০।

সুবীর রায়

দেখুন, রণজিৎকুমার সমাদ্দার এবং সুবীর রায়, সম্পা.

সুবোধ চক্রবর্তী, সম্পা.

৭৩৫ রবীন্দ্র স্মৃতি কথা। কলি, আদিত্য প্রকাশালয়, ১৩৮৫ব। ১৪৮ পৃ।

সুবোধচন্দ্র প্রামাণিক

দেখুন, ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ ও সুবোধচন্দ্র প্রামাণিক, সম্পা.

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৭৩৬ রবীন্দ্রনাথ ; ৫ম সং। কলি, এম. সি. সরকার। ৩৪২ পৃ। ৮.০০।

সুব্রত রুদ্র, সম্পা.

৭৩৭ একশো ছড়া রবিঠাকুর। কলি, ক্যালকাটা পাব., ১৩৯৩ব। ৯০ পৃ। ১০.০০।

৭৩৯ রবীন্দ্র সংগীত চিন্তা। কলি, আশা প্রকাশনী, ১৩৮৬ ব। ১৫৩ পৃ। ১৫.০০।

সুভাষ চক্রবর্তী, সম্পা.

৭৪০ যুবমানস ; রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা। কলি, যুবকল্যাণ অধিকার, পঃ বঃ সরকার, ১৩৮৬। ১৩৮ পৃ। ৫.০০।

সুভাষ চৌধুরী

দেখুন, সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী, সম্পা.।

সুমথনাথ ঘোষ

৭৪১ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কলি, বুক ইণ্ডাস্ট্রিজ, ১৯৪১। ০৮৭।

সুমিত্র দাসগুপ্ত

৭৪২ ঘাসে, সোটে রবীন্দ্রনাথ। কলি, জি. এম. লাই। ৪, ১২৮ পৃ। ৪.০০।

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

৭৪৩ রবি-হৃদিতা। কলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬০। ৮,৩২৯ পৃ। ৫.৫০।

সুশান্তকুমার মিত্র

৭৪৪ রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা। কলি, গ্রাফিক আর্ট কনসার্ন, ১৩৮২ব। ৩১ পৃ।

সুশীলকুমার গুপ্ত

৭৪৫ গদ্য কবিতা ও তাঁর বিবর্তন : রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরসূরিবৃন্দ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৪। ২৪৯ পৃ। ৩৫.০০।

৭৪৬ রবীন্দ্র নাট্য-প্রসঙ্গ: কাবানাটক। কলি, ইণ্ডাওর্ড, ১৯৬১। ১৮৪ পৃ। ৪.০০।

সুশীল ভট্টাচার্য

৭৪৭ রবি প্রদক্ষিণ। বারুইপুর, লেখক, ১৯৬৫। ৮, ৯৪ পৃ। ৪.০০।

সুশোভন সরকার

৭৪৮ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ। কলি, আনন্দ, ১৯৮৩। ১৪.০০।

সুহৃৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

৭৪৯ পচিশে বৈশাখ : রবীন্দ্রজীবনকথা। শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন পুস্তক প্রকাশ সমিতি, ১৯৬১। ২, ৬৮ পৃ। ১.০০।

সৈয়দ আলী আহসান

দেখুন, আলী আহসান সৈয়দ।

সৈয়দ মুজতবা আলী

দেখুন, মুজতবা আলী, সৈয়দ।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

৭৫০ তবে তাই হোক ; ২য় সং। কলি, চৈতালির রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৩৮৫ ব। ৪৯ পৃ। ৬.০০।

৭৫১ নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, রবীন্দ্র চর্চা ভবন, ১৩৯৩ ব। ৯৪ পৃ। ১২.০০।

৭৫২ রবীন্দ্র নাটকে ট্র্যাজিডী ; ২য় সং। কলি, চৈতালির রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৪। ১৫৪ পৃ। ১২.০০।

৭৫৩ রবীন্দ্রনাথ ও রাশিয়ার চিঠি। কলি, চৈতালির রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৩৯০ ব। ৩৬ পৃ। ৩.০০।

৭৫৪ সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : প্রবাসী। কলি, চৈতালির রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৬। ৫৩২ পৃ। ২০.০০।

৭৫৫ সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। কলি, বুক-পাথ, ১৩৬৯ ব। ১২৪+১০ পৃ। ৬.০০।

সোমেন্দ্রনাথ বসু, সম্পা

৭৫৬ রবীন্দ্র অভিধান। কলি, বুকল্যাণ্ড, ১৩৬৯-৭৫ ব। ৪ খণ্ড। ৮.০০ প্রতি খণ্ড।

সোমেন্দ্রনাথ বসু, সম্পা

৭৫৭ স্মৃতিকথা ; ৩য় সং। কলি, চৈতালিক, ১৩৯৩ ব। ৯৩ পৃ। ১২.০০।

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৫৮ রবীন্দ্র চিত্রকলা : রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা। কলি, প্রে'জ পাব, ১৯৮২। ৩৩০ পৃ। ১৫.০০।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৫৯ যুক্তিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দ-মীমাংসা। কলি, রবীন্দ্র ভারতী, ১৩৭৮ ব। ৯৩ পৃ। ৩.৭৫।

৭৬০ রবীন্দ্রনাথের গান। কলি, করুণা প্রকাশনী, ১৯৬১। ১৬, ১৭৭ পৃ। ৩.০০।

সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার

৭৬১ কথাসাহিত্যে রবীন্দ্র আনন্দ। (উপভোগ পর্ব)। কলি, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৭। ২০·০০।

সৌরীন্দ্র মিত্র

৭৬২ খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে। কলি, আনন্দ, ১৯৭৭। ১৮,৬০০ পৃ। ৪০·০০।

সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

৭৬৩ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। কলি, পারেনীয়ারস্, ১৯৫৪। ২, ১৩০ পৃ। ৩·০০।

৭৬৪ দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ। কলি, শিশির ৬, ১২০ পৃ। ২·০০।

৭৬৫ রবীন্দ্রনাথের গল্প ও বাঙলার সমাজ। কলি, শিশির পাব, ১৯৬১। ১২, ৩০০ পৃ। ৬·০০।

৭৬৬ রবীন্দ্র স্মৃতি। কলি, শিশির, ১৯৫৮,। ৬,২৩৬ পৃ। ৩·০০।

স্বরবিতান-সূচীপত্র

৭৬৭ অদ্যাবধি সংকলিত রবীন্দ্র সংগীত স্বরলিপির সন্ধান; ষষ্ঠ সং। কলি, বিশ্বভারতী, ১৩৮২ব। ৭৯ পৃ। ৪·৫০।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

দেখুন, প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

৭৬৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব। কলি, চলন্তিকা, ১৩৭৬ব। ৩৩১পৃ। ১২·০০।

হরনাথ পাল

৭৬৯ নাটা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ। কলি, কালিকাটা, ১৯৬০। ৬,১১৭পৃ। ২·৭৫।

৭৭০ রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য; ২য় সং। কলি, এল. ব্যানার্জী ১৯৭৭। ৩০৪ পৃ। ১২·০০।

হরপ্রসাদ মিত্র

৭৭১ রবীন্দ্র সাহিত্যপাঠ। কলি, ডি.এম. লাইব্রেরী, ১৩৭০ব।

হরপ্রসাদ মিত্র, সম্পা.

৭৭২ রবীন্দ্র-চর্চা। কলি, সুরভী, ১৯৬১। ৪,২২৭পৃ। ৫·০০।

হরি গঙ্গোপাধ্যায়

৭৭৩ রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য। কলি, এশিয়া প্রেস, ১৯৫৩। ১৫পৃ। ১·০০।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৭৪ কবির কথা। কলি, কাহিনী, ১৩৬১ব। ৭৬ পৃ। ২·৫০।

৭৭৫ রবীন্দ্রনাথের কথা। কলি, সান্যাল, ১৩৫৩ব। ৩·৫০।

হরীন্দ্রনাথ দত্ত

৭৭৬ রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ নাট্যশালা। কলি, টেগোর রিসার্চ ইন্, ১৯৮৩, ৫৩ পৃ। ৬·০০।

হাবিবুর রহমান, মুহম্মদ

৭৭৭ রবীন্দ্র প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩। ৭,২০৯ পৃ। ৩৫·০০।

হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দেখুন, গোবিন্দনারায়ণচট্টোপাধ্যায়ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পা.

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৭৮ উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, নবপত্র, ১৯৮০। ২৪১ পৃ। ২৫·০০।

৭৭৯ ঠাকুরবাড়ীর কথা; পরিবর্ধিত ২য় সং। কলি, সাহিত্য সংসদ। ২৫·০০।

৭৮০ দুই মনীষী। কলি, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬, ১৮৯ পৃ। ৬·০০।

৭৮১ ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ। কলি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৪·৭৫।

৭৮২ রবীন্দ্র-দর্শন; ৪র্থ সং। কলি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৫ব। ১৮৪ পৃ। ১৬·০০।

৭৮৩ রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব। কলি, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৮·০০।

হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল

৭৮৪ রবীন্দ্র সাহিত্যের অভিধান। কলি, লেখক, ১৯৬১। ২৬৪ পৃ। ৪·৫০।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৭৮৫ অ-চেনা রবীন্দ্রনাথ। কলি, দে'জ, ১৯৮৪। ১৮০ পৃ। ২০·০০।

৭৮৬ রবীন্দ্র সম্ভব কাব্য। কলি, কথাশিল্প, ১৩৭৯ ব। ২৭৪ পৃ। ১৬·০০।

আরও দেখুন, ইন্দ্রজিৎ, ছদ্মনাম

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অনু.

দেখুন, সাইকস, মার্জোরী।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

৭৮৭ সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ। কলি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো, ১৯৫৯। ৮,১৪২পৃ। ৩·৫০।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

৭৮৮ রবীন্দ্রনাথ। কলি, বুক কোং, ১৯৪১। ৪,৮৯ পৃ। ০·৭৫।

# সংযোজন


অর্চনা মজুমদার

৭৮৯ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। কলি, ওরিয়েন্ট।

অন্নপূর্ণা দেবী

৭৯০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কোন্নগর, ১৯৬৭।

অপর্ণা মৈত্র

৭৯১ ত্যাগী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। ১৯৭৩।

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

দেখুন, রাজ্যেশ্বর মিত্র ও অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, সম্পা.

অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৭৯২ কাব্যে অপরাজিতা। ১৯৬৭।

অমরেন্দ্র কর

৭৯৩ রবীন্দ্র প্রতিভা। কলি, কমলা, ১৯৫০।

অমিতা সেন

৭৯৪ আনন্দ সর্বকাজে। কলি, টেগোর রিসার্চ ইন, ১৯৮৩। ১০,২১২ পৃ। ১৮·০০।

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

৭৯৫ কবির গল্প শুনি। কলি, নয়াপ্রকাশ, ১৯৬২।

অমিয়কুমার সেন

৭৯৬ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। কলি, ওরিয়েন্ট।

অমিয়কুমার সেন, অনু

দেখুন, পিয়রসন, উইলিয়াম।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৭৯৭ রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন। কলি, সাধনা মন্দির, ১৯৭৩।

৭৯৮ রবীন্দ্রনাথের মানসী। কলি, শাখি পাইব্রেরী।

অরবিন্দ ঘোষ

৭৯৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৭৩।

অরুণ ভট্টাচার্য

৮০০ রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা। কলি, বুক হোম, ১৩৮২ব। ১৪৫ পৃ। ১৮·০০।

অশোক কুণ্ডু

৮০১ শিলাইদহ কুঠিবাড়ী ও রবীন্দ্রনাথ। ১৯৭৫।

অসীম রাহা

৮০২ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ। কলি, ১৯৭২।

অসীমা মৈত্র

৮০৩ শতবর্ষের আলোয়। ১৯৬৯।

আলী আহসান, সৈয়দ

৮০৪ রবীন্দ্রনাথ : কাব্যবিচারের ভূমিকা। ঢাকা, আহমদ পাব. হাউস, ১৯৭৪। ২৩১ পৃ। ২০·০০।

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

৮০৫ শিল্পীত স্বভাব। কলি, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৬৯।

আশা দাস

৮০৬ বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ। কলি, ১৯৬৭।

আশিষ সান্যাল

৮০৭ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য। ১৯৭৪।

ইন্দিরা দেবী

৮০৮ আবির্ভাব। ১৯৬১।

ইন্দ্রজিৎ

৮০৯ সোনার তরীর দিগ্‌দর্শন। ১৯৬৭।

ওয়েন, তান

দেখুন, শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েন।

কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

৮১০ রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য। বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

৮১১ ছোটদের রবীন্দ্রনাথ।

৮১২ মহাকবির জীবনকথা। কোন্নগর, ১৯৬১।

কালিদাস রায়

৮১৩ রবীন্দ্রকাব্য বিচারের ভূমিকা।

কালিপদ রায়

৮১৪ শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ। ১৯৮২।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দেখুন, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সম্পা.

কিরণশশী দে

৮১৫ রবীন্দ্র সংগীতের প্রামাণ্য

স্মৃতি প্রসঙ্গে। কলি, এ. মুখার্জী, ১২৬৪।

কিতীশ রায়

৮১৬ আমাদের বিশ্বকবি, কলি. পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১২৬১।

কিতীশচন্দ্র কুশারী

৮১৭ রবিরশ্মালো। কলি, ইউ. এন. ধর।

ক্ষেত্র গুপ্ত

৮১৮ রবীন্দ্র গল্প বিষয়ে। কলি, গ্রন্থনিলয়, ১২৮২।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৮১৯ রবীন্দ্রনাথ। কলি. জয়শ্রী পুস্তকালয়, ১৩৭৮ব।

গায়ত্রী দেব

৮২০ রবীন্দ্রনাথ।

গোপালচন্দ্র রায়

৮২১ রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন। কলি. পুস্তক বিপণি, ১২৮৬। ২০'০০।

গোপাল মুরলিধর

৮২২ রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ : পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্র চর্চা। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১২৮১। ৬,৩৩৪ পৃ। ৩৪'০০।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

৮২৩ রবীন্দ্র সাহিত্যপাঠ।

চণ্ডীচরণ দত্ত

৮২৪ দত্ত মজুমদার।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮২৫ রবীন্দ্রনাথ। ১২৬১।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

৮২৬ রবীন্দ্রনাথ : নানা চোখে। কলি, জ্ঞানদা পাব।

চিত্রিতা দেবী

৮২৭ রবীন্দ্র জয়ন্তী (নাটক)।

জটাধারী মালাকার

৮২৮ রবীন্দ্রকাব্যে অলংকার। কলি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১২৭১।

জয়ন্তী ঘোষ

৮২৯ বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ। কলি. মডার্ণ কলাম। ৫০'০০।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৩০ রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ১২৬৮।

জীবেন্দু রায়

৮৩১ রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ। কলি, সাহিত্যশ্রী। ২৩'০০।

৮৩২ সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি ও রবীন্দ্র সাহিত্য। কলি, সাহিত্যশ্রী। ৩২'০০।

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

৮৩৩ আধুনিক কবিতার মানচিত্র। কলি, চে'ঞ্জ, ১২৮৬। ২২২ পৃ। ৩০'০০।

জেনোকি, সম্পা.

৮৩৪ কবি প্রণাম। ১২৭১।

জ্যোতিপ্রসাদ ঘোষ

৮৩৫ রবীন্দ্র প্রবাহ (১ম খণ্ড)। ১২৬১।

জ্যোতির্ময় ঘোষ

৮৩৬ রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি। কলি, ১২৮৬। ৮'০০।

৮৩৭ সত্য যে কঠিন। কলি, গ্রন্থশুদ্ধ প্রকাশনী, ১২৮২। ১২১ পৃ। ২৫'০০।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সম্পা.

৮৩৮ পচিশে বৈশাখ। পাবনা।

টাইসন, কেউকা কুশারী

৮৩৯ রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে। কলি, এ মুখার্জী, ১২৮৬। ৬০'০০।

তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়

৮৪০ রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চর্য। ১৩৭৩ব।

দক্ষিণারঞ্জন বসু, সম্পা.

৮৪১ মধুরাংশু, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা। ১২৬১।

দিনদার, সম্পা.

৮৪২ রবীন্দ্র স্মৃতি। কলি, মেঘদূত, ১২৭১।

দীপেন চট্টোপাধ্যায়

৮৪৩ রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন। কলি, আলফা, ১২৭১।

দুলাল চৌধুরী

৮৪৪ আমি তোমাদেরই লোক। কলি, পুস্তক বিপণি, ১২৮২।

দেবী মিত্র

৮৪৫ স্মৃতিকথা। ১২৭৫।

ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

৮৪৬ রবীন্দ্র শব্দকোষ। কলি, ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১২৭১।

নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

৮৪৭ রবীন্দ্র দর্শন। বাঁকুড়া, ১২৮৮।

নরেন্দ্রনাথ পাহা

৮৪৮ রবীন্দ্রনাথের ৮১তম জন্মদিনে সভাপতির অভিভাষণ। ১৩৪৬ব।

নরেশনাথ মৈত্র

৮৪৯ রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েকটি দিক। কলি, ১২৮৬।

নিরঞ্জন সেন

৮৫০ ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। ১২৬১।

নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৫১ রবীন্দ্র প্রভাকর। কলি, ছন্দশিকা, ১২৭৫। ১ম খণ্ড।

পার্থ বসু

৮৫২ গায়ক রবীন্দ্রনাথ। কলি, আনন্দ, ১৯৮৬। ১২.০০।

পুলিন বিহারী সেন, সম্পা.

৮৫৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলি, বিশ্বভারতী। ২ খণ্ড।

প্রতিমা দেবী

৮৫৪ চিত্রলেখা।

প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত

৮৫৫ রবীন্দ্র সৃষ্টি বিচিত্রা। কলি, ১৯৬৯।

প্রফুল্ল কুমার সরকার

৮৫৬ গুরুদেবের শান্তিনিকেতন। কলি, বুকল্যাণ্ড।

প্রফুল্ল চন্দ্র দাস, সম্প.

৮৫৭ আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ।

প্রবাসজীবন চৌধুরী

৮৫৮ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ। কলি, সংস্কৃতি বৈঠক, ১৩৪৬ ব।

প্রবোধ চন্দ্র সেন

৮৫৯ বংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের স্থান। কলি, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী, ১৩৮৮ ব।

প্রমথনাথ বিশী

৮৬০ রবীন্দ্রনাথের কবিগুরু। কলি, মিত্র ও ঘোষ।

প্রমোদ দাস

৮৬১ কবিগুরু। ১৯৬১।

প্রমোদ সেনগুপ্ত

৮৬২ যুগের বিচারে রবীন্দ্রনাথ, রঁমারোঁলা ও গান্ধী। কলি, র‍্যাডিক্যাল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সম্পা.

৮৬৩ শতাব্দী শতক। ১৯৬১।

বাসিরবরণ ঘোষ

৮৬৪ কবি প্রণাম। কলি, নাথ পাব.। ১৪'০০।

বারীন্দ্র বসু

৮৬৫ কবি মানস। কলি, ১৯৭২।

বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়

৮৬৬ রবীন্দ্র নক্ষত্রতত্ত্ব। কলি, ওরিয়েন্টাল। ৩৫'০০।

বিশ্বনাথ দে

৮৬৭ রবীন্দ্র বিচিত্রা। ১৯৭১।

বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, সম্প

৮৬৮ রবীন্দ্র সুভাষিত।

বীরেন্দ্র বসু

৮৬৯ কবি মানস। কলি, টাউজি, ১৯৭২।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৮৭০ রহস্যপুজারী রবীন্দ্রনাথ। কলি, সুশীলা প্রকা., ১৯৬৮।

ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

৮৭১ রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের নারী। ১৯১৩।

ভবানন্দ দত্ত

৮৭২ রবীন্দ্র প্রতিভা। গৌহাটী, ১৯৬১।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৮৭৩ পরমবন্ধু রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। ১৯৬৩।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

৮৭৪ বিশ্বসাহিত্যের লেখক। ১৯৬৩।

ভাস্কর মিত্র

৮৭৫ রবীন্দ্রনাথ : গীতিকবি ও সুরকার। কলি, রম্যবীণা, ১৯৮০।

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী

৮৭৬ বিংশ শতাব্দীর শেষ। সাহিত্যিক। ১৯৩৩।

মিহির কুমার ঘোষ

৮৭৭ রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক। কলি, বিশ্বাস পাব., ১৯৬৪।

মুজতবা আলী, সৈয়দ

৮৭৮ চতুরঙ্গ। ১৯৬০।

মৈত্রেয়ী দেবী

৮৭৯ ঘরে বাইরে রবীন্দ্রনাথ। কলি, রূপা, ১৯৭৬।

৮৮০ শতবর্ষ পরে। ১৯৭০।

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৮৮১ মানসীর রবীন্দ্রনাথ। ১৯৬৪।

রবীন্দ্র সংসদ

৮৮২ অর্ঘ্য। উলুবেড়িয়া, সংসদ, ১৩৫০ব।

রমেন দাস

৮৮৩ রবির আলো। কলি, এশিয়া, ১৯৬১।

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

৮৮৪ সাধক কবি রবীন্দ্রনাথ। কলি, ১৯৭২।

রাখাল রায়চৌধুরী

৮৮৫ সবারে করি আহ্বান। ১৯৭১।

রাজেশ্বর মিত্র ও অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, সম্পা.

৮৮৬ রবীন্দ্র স্মরণিকা। ১৯৬১।

রামানুজ মিশ্র

৮৮৭ স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত। কলি, লেখক।

শান্তিচরণ চট্টরাজ

৮৮৮ কবিগুরু স্মরণে।

শঙ্খ ঘোষ

৮৮৯ নির্মাণ আর সৃষ্টি। কলি, বিশ্বভারতী। ২৮'০০।

শরৎচন্দ্র বসু

৮৯০ রবীন্দ্রনাথের বড়দীঘল জন্মদিনে সভাপতির ভাষণ।

শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা
৮২১ রবীন্দ্র-রামানন্দ। মধ্যমগ্রাম, সংস্থা, ১৯৬৫।

শিবচন্দ্র লাহিড়ী
৮২২ মানসী প্রতিমা : রবীন্দ্র কবিতার ইমেজ। কলি, গ্রন্থনিলয়, ১৯৮২।

শিবনারায়ণ রায়
৮২৩ রবীন্দ্রনাথ। কলি, মিত্রালয়, ১৩৮২ব।

শিবানী চট্টোপাধ্যায়
৮২৪ সীমার মাঝে অসীম তুমি। কলি, ১৯৬৫।

শিবানী রায়
৮২৫ রবীন্দ্র-উপন্যাসে পাশ্চাত্য অভিঘাত। কলি, বিশ্বভারতী। ১৫'০০।

শুকসত্ত্ব বহ
৮২৬ রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়। কলি, ভারতী, ১৩৭৬ব।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার
৮২৭ যাত্রাপথের আনন্দগান। কলি, আনন্দ। ১৬'০০।

শৈলেন্দ্র মজুমদার
৮২৮ শতাব্দীর কবি। ১৯৬০।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৮২৯ রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ। ১৩৪৭ব।

শ্রীনাথ চক্রবর্তী
৯০০ রবীন্দ্রায়ণ। ১৯৬১।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৯০১ রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ। ১৯১২।

সতীশচন্দ্র রায়
৯০২ গুরুদক্ষিণা। কলি, বিশ্বভারতী। ১৯২২।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৯০৩ রবীন্দ্র মঙ্গল। কলি, সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৮ব। ৪,৯০ পৃ।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সম্পা.
৯০৪ রবীন্দ্র স্মৃতি। কলি, পূর্বাশা প্রেস। ১'৫০।

সন্তোষচন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পা.
৯০৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬২।

সমালোচক
৯০৬ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৪।

সরলা কর
৯০৭ শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়। কলি, সুপ্রকাশন, ১৩৬০ব।

৯০৮ ৭ই পৌষের ইতিহাস।

সুখময় সেনগুপ্ত
৯০৯ নীলকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। কলি, প্রগতি প্রকা., ১৯৮০।

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
৯১০ পঁচিশে বৈশাখ। ১৯৬৬।

সুধাময় দাশগুপ্ত
৯১১ রবির আলো। ১৯৬২।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা
৯১২ রবীন্দ্রনাথ।

সুধীর চন্দ্র কর
৯১৩ সাতই পৌষে রবীন্দ্রনাথ। কলি, লেখক। ০'২৫।

সুনীল বরণ দেব
৯১৪ শিশু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদানের একটি দিক। ১৯৫০।

সুনীল ভট্টাচার্য, সম্পা.
৯১৫ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। ১৯৬১।

সুবোধচন্দ্র প্রামানিক
৯১৬ রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা। কলি, শতাব্দী, ১৯৬২।

সুব্রত রুদ্র, সম্পা.
৯১৭ রবীন্দ্র নাটকে কৌতুক। কলি, নাথ পাব.। ১৫'০০।

সুশীলকুমার গুপ্ত
৯১৮ রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রসঙ্গ : গদ্য-কবিতা। ১৯৬৬।

সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়
৯১৯ রবীন্দ্র-পরিচয়। কলি, বিশ্ব-ভারতী।

সূত্রধার পত্রিকা
৯২০ রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সম্পর্কিত ঘটনাপঞ্জী। ১৩৬৮ ব।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৯২১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬১।

স্বদেশরঞ্জন দাস
৯২২ সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি। কলি, নৃপেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়। ০'২৫।

হরিহর শেঠ
৯২৩ রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর। ১৯৬১।

হরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
৯২৪ নৌকাডুবির পরে। কলি, জিজ্ঞাসা।

হায়দার চৌধুরী মোফাজ্জল
৯২৫ রবীন্দ্র পারক্রমা। ১৯৬৩।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
৯২৬ নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। কলি, ওরিয়েন্ট, ১৯৮২।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৯২৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬৪।

হেমচন্দ্র চক্রবর্তী
৯২৮ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। রংপুর, লেখক।

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
৯২৯ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলি, বসুমতী।

## "গ্রন্থাগার এ বিজ্ঞাপন" দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক-বৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা (টাকা) | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট | — ৫০০ | —৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট | — ৪৫০ | —৫৫০ |
| অর্দ্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | — ২৫০ | —৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ | — ৪০০ | —৫০০ |
| অর্দ্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | — ২৫০ | —৩৫০ |
| সিকি পৃষ্ঠা : ঐ | — ১৫০ | —২৫০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন :

**সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা**

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

পশ্চিমবঙ্গ

ফোন : ২৯-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

## ॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal

—মূল্য—১·০০

Library Service In India To-day.

—মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা-চক্রের বিবরণ।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১।

মূল্য—৫·০০ [ বাঁধানো ১০·০০ ]

খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের এবং বিশিষ্ট, কবি সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—৫ টাকা

৩৯-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৪ মূল্য—৩·০০

আদিত্য ওহদেদার : গ্রন্থবিদ্যা ২য় সং, ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ : —১৫ টাকা

সুলভ সংস্করণ : —২০ টাকা

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাঃ গ্রন্থকার নামা। ২য় সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই —মূল্য—২০ টাকা

The West Bengal Recognised Non-Govt, Educational Institution Employees(Death-Cum-Retirement Benefit Scheme 1981 এবং W.B. Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে : —মূল্য-৮·০০

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd No RN- 2674-47

Volume 36 : No 2 May-June 1986

CENTRAL LIBRARY

পাওয়া যাচ্ছে

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রমীল চন্দ্র বসু কৃত

# গ্রন্থকার নামা

২য় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে-বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

• • •

আদিত্য কুমার ওহদেদার-এর

গ্রন্থবিচার

২য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

• • •

The West Bengal, Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benifit) scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

12 MAR 1992

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay, for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta—700 005
Editor : Ramkrishna Saha

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬ ৩-৪ সম্পাদক : রাধাকৃষ্ণ সাহা ১৩৯০

## ॥ সূচীপত্র ॥


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহে পরিসংখ্যান ( সম্পাদকীয় ) | |
| প্রমীল চন্দ্র বসু | |
| ইতস্তত: ( স্মৃতিচারণ ) | |
| গীতিকা চক্রবর্তী ও দীপঙ্কর সেন | |
| আজকের মুদ্রণ শিল্প | |
| সুকুমার ভট্টাচার্য্য | |
| পুস্তকের কার্ডিকরণ ও এবং লেখিকার প্রতিক্রিয়া | ১৭ |
| শোক সংবাদ | ২৩ |
| গ্রন্থাগার সংবাদ | ২৪ |

## 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬.০০
খোলা : প্রতি সংখ্যা ৬.০০

১৪ বর্ষ ( ১৩৭১ ), ১৫ বর্ষ ( ১৩৭২ )
১৭ বর্ষ ( ১৩৭৪ ), ১৮ বর্ষ ( ১৩৭৫ )
২৪ বর্ষ ( ১৩৮১ ), ২৫ বর্ষ (১৩৮২)
২৬ বর্ষ ( ১৩৮৩ ), ৩০ বর্ষ (১৩৭৭)
৩১ বর্ষ ( ১৩৮৮ )
৩২ বর্ষ ( ১৩৮৯ )
৩৩ বর্ষ ( ১৩৯০ )
৩৪ বর্ষ ( ১৩৯১ )

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর-মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৮৮ ( বৈশাখ )
১২ বর্ষ, ১৩৮৯ ( জ্যৈষ্ঠ )
১৩ বর্ষ ১৩৭০ ( ফাল্গুন-চৈত্র )
১৬ বর্ষ ১৩৭৫ ( অগ্রহায়ণ )
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ ( জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন )
২০ বর্ষ, ১৩৭৭ ( বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক )
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ ( জ্যৈষ্ঠ, মাঘ )
২২ বর্ষ ১৩৭৯ ( মাঘ, চৈত্র )
২৭ বর্ষ ১৩৮৪ ( পৌষ, ফাল্গুন )
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ ( বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ )

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিবর্তে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র


756.3


বর্ষ ৩৬, সংখ্যা ৩—৪ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯০


## সম্পাদকীয়

### পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহে পরিসংখ্যান

বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার সমূহের দৈহিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের শুধু নয় সব ধরনের গ্রন্থাগারেরই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে পূর্ণসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিকের অধীনে পরিষেবার ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটেছে। মহাবিদ্যালয় সমূহে উপযুক্ত শিক্ষাগত মান সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হচ্ছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি ঘটেছে। গ্রন্থাগারে পুস্তক, পত্র-পত্রিকার সরবরাহ বেড়েছে। এ বক্তব্য সর্বজন বিদিত।

কিন্তু অনেকে প্রশ্ন তুলছেন গ্রন্থাগারে এই যে প্রভূত অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার থেকে সমাজের কি উপকার হচ্ছে। তাঁরা আরও বলবেন যে গ্রন্থাগারে অর্থবরাদ্দ বাড়লেও কাজের কিছু হচ্ছে না। শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি জনিত সাফল্য ছাড়া আর কিছু বলার নেই। সরকার পক্ষের লোকেরা একটা সাফল্যের তালিকা প্রণয়ন করে এ বক্তব্যের জবাব দিতে পারবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তালিকার মধ্যে গুণগত বক্তব্য থাকবে কিন্তু পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করার অসুবিধা থাকবে।

গ্রন্থাগার হতে সমাজ বা কর্তৃপক্ষ কি কি উপকার পেয়ে থাকেন সে সম্পর্কে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানের কিছু কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। Cost analysis, Demand analysis, Cost benefit analysis প্রভৃতি পদ্ধতি পাশ্চাত্য গ্রন্থাগার প্রয়োগ হচ্ছে এবং তারা এর দ্বারা তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে পারেন যে গ্রন্থাগার পরিষেবা থেকে দেশ বা সংস্থা কি কি সুবিধা পেয়ে থাকে। এই নূতন দিকটি 'তথ্যের অর্থনীতি' নামে পরিচিত। নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রন্থাগার বা তথ্য বিজ্ঞানীরা তাদের কর্তৃপক্ষ কে কতটা সন্তুষ্ট করতে পারছেন সে কথা বলা মুস্কিল। কারণ প্রতিনিয়তই তাদের বাজেট বরাদ্দ হ্রাস পাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে কিছু কর্তৃপক্ষ বুদ্ধিকুশলী ব্যক্তি নিরোগের বদলে অন্য ব্যক্তি নিয়োগ করে গ্রন্থাগার চালানোর চেষ্টা করছেন। সে কথা এখন থাক। এদেশের গ্রন্থাগারগুলির পরিচালকমণ্ডলী সচেতনভাবেই গ্রন্থাগারে যে কাজকর্মের পরিসংখ্যান রাখেন এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করেন এবং কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে গ্রন্থাগারের অগ্রগতি কোন পথে, কিভাবে হচ্ছে বা হবে।

আমাদের দেশে তথাকথিত উন্নত গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশই পরিসংখ্যান রাখার ব্যবস্থা রাখেন না—এ কথা বলা বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে না। কত বই কেনা হল, কত পত্রিকা রাখা হয় ইত্যাদি ধরনের পরিসংখ্যান হয়ত

সর্বত্রই পাওয়া যাবে। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের জন্য যে সমস্ত তথ্য রাখার প্রয়োজন তা কতটা সংগ্রহ ও সংকলন করা হয় তা সহজেই অনুমেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতেও পরিসংখ্যান রাখার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। রাজ্যের আটটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচীনতম যেটি তার অবস্থাও একই রকম। পাঠককে কত পাঠক এলো বা দিনে কতগুলি টেবিলে দেওয়া হ'লো তার হিসেব হয়ত রাখা হয় কিন্তু সেগুলি সংকলন করার পর বিশ্লেষণ করা বা তার ভিত্তিতে পরি-কল্পনা রচনা করার কোন ব্যবস্থা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এর থেকে ভিন্নতর নয়। এমন কি জাতীয় গ্রন্থাগারেও এ ব্যবস্থা আছে বলে শুনি নি।; কলেজগুলির অধিকাংশের একই অবস্থা দেখা যায়। যদিও প্রত্যেক কলেজে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। তা সত্ত্বেও কেন পরিসংখ্যান রাখা হয় না তার কারণ অজ্ঞাত। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের পরিকল্পনাকারদের অবস্থা হলো উপযুক্ত পরিসংখ্যা-নের অভাবে তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন তা বাস্তবিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও অনুমান ভিত্তিক মাত্র। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিসংখ্যান রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। গ্রন্থাগারিক ও কর্তৃপক্ষ উভয়ের এর উপযোগিতার সম্পর্কে ধারণার অভাব আছে। পুরনো আমলে একটা রিটার্ণ মাঝে মাঝে DSEO-র অফিসে জমা দেওয়া হ'ত। সে ব্যবস্থা আজও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু সেগুলির সত্যতা যাচাইয়ের যেমন কোন ব্যবস্থা নেই, আবার প্রেরিত তথ্য-গুলির সংকলন করার ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। LLA-প্রশিক্ষিত হলেও তার কর্মীনিয়োগের ব্যবস্থা হচ্ছে না। আটটি DLO-এর পদ অনুমোদিত হলেও আজ পর্যন্তও একজন DLO-নিয়োজিত হন নি। গ্রন্থাগার অধিকারের উপর তলায় কিছু অফিসার নিয়োগ হলেও জেলা স্তরের প্রশাসনিক কাঠামো Social Education বিভাগের উপর নির্ভরশীল। ফলে অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে পরিসংখ্যান রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে একাধিকবার উচ্চারিত হলেও এ দিকটি প্রশাসন কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে পরিসংখ্যান রাখার জন্য কিছু ফর্ম প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারী স্তরে সেগুলি এখনও গ্রহণ করা হয় নি। সাধারণ গ্রন্থা-গারের কর্মীদের হয়ত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা উচ্চ নয়। কিন্তু সেই দুর্বলতা কাটিয়ে তোলার দায়িত্ব কার? পরিষদের পক্ষ থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৪০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অন্যতম আলোচ্য বিষয় 'গ্রন্থাগারে পরিসংখ্যান'। সম্মেলন হয়ত রাজ্যের সমগ্র গ্রন্থাগার কর্মীর মনে পরিসংখ্যান সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি সক্ষম হবে না তবে একটা সচেতনতার সূত্রপাত করতে পারবে এ আশা করা অন্যায় হবে না। এখানে রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট মানের ফর্ম ছাপিয়ে গ্রন্থাগার গুলির মধ্যে নিয়মিত-ভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে এর উপযোগিতা নিয়ে বারবার আলোচনা করতে হবে—তবেই একটা সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারবে।

# ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

**প্রবীর চন্দ্র বসু**

সপ্তম পর্ব

রেঙ্গুনের স্মৃতি

পূর্বেই বলেছি দু বছর আগে ১৯২১ সালে আমি একবার রেঙ্গুন গিয়েছিলাম। সেবার সেখানে ছিলাম সপ্তাহ-খানেক। দ্বিতীয়বার ছিলাম প্রায় এক মাস রেঙ্গুন শহরটি দেখে আমার ভালই লেগেছিল। পরিকল্পনা মত তৈরী কয়েকটি সরল ও প্রশস্ত রাস্তা পরস্পরের সাথে সমান্তরাল ভাবে শহরের বুক চিরে চলে গেছে। আর তুলনামূলক ভাবে তাদের চাইতে কিছু অপ্রশস্ত হলেও একই প্রকার সরল রাস্তা প্রধান রাস্তাগুলিকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করে তাদের সাথে সমকোণের সৃষ্টি করেছে প্রধান রাস্তাগুলির এক একটা বিশেষ নাম ছিল, যেমন মার্চেন্ট ষ্ট্রীট, ফেজার ষ্ট্রীট, মন্টগোমারি ষ্ট্রীট ইত্যাদি। আড়াআড়ি রাস্তাগুলো ছিল প্রধানতঃ সংখ্যা বাচক। যেমন ফার্স্ট ষ্ট্রীট, সেকেণ্ড ষ্ট্রীট ইত্যাদি। তবে এই আড়াআড়ি রাস্তাগুলোর কোন কোনটা বেশ প্রশস্ত ছিল এবং সংখ্যাবাচক না হয়ে সেগুলিরও বিশেষ বিশেষ নাম ছিল। শহরটি বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। কয়েকটা পার্ক এবং বড় একটা লেকও ছিল রেঙ্গুনে।

তখন পর্যন্ত কলকাতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের বাসস্থান হিসেবে ফ্লাট সিষ্টেমের বাড়ীর বেশী আবির্ভাব না হলেও রেঙ্গুনের প্রায় সমস্ত বাড়ীই ছিল ফ্লাট সিষ্টেমের। কয়েকতলা উঁচু বাড়ীর মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি। প্রত্যেক তলায় সিঁড়ির উভয় দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি ফ্লাট। সিঁড়িটা সকলের। মনে আছে আমাদের তখনকার বক্ষণশীল এবং অনভ্রান্ত চোখে একই বাড়ীতে বহু জাতির এবং বহু পরিবারের লোককে প্রায় গায়ে লাগালাগিভাবে বাস করতে দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম। শুনেছিলাম আগে রেঙ্গুনের বেশীর ভাগ বাড়ীই ছিল কাঠের তৈরী। এ সময়ে অবশ্য অধিকাংশ বাড়ীই ছিল ইঁটের তৈরী পাকা বাড়ী। আরও শুনেছিলাম রেঙ্গুন মিউনিসিপালিটির আইনে প্রত্যেক বাড়ীর অভ্যন্তর ভাগ প্রতি বছর এবং বহির্ভাগ প্রতি তিন বছর অন্তর চুনকাম অথবা রঙ্ করা বাধ্যতামূলক ছিল। কাজেই সেখানকার বাড়ীঘর সাধারণতঃ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; ঝিমঝাম এবং স্বাস্থ্য সম্মত ছিল। আবার পিঠোপিঠি ভাবে অবস্থিত সব বাড়ীর পিছন দিকে কিছু জমি সকলকে অবশ্যই ছেড়ে তবে বাড়ী করতে হত। আর ঐ ছাড়া জমি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে একটা পাকা গলির মত করে সব বাড়ীর যা কিছু আবর্জনা পিছনের ঐ বড়ো গলিতে ফেলাই নিয়ম ছিল। মিউনিসিপালিটি থেকে নিয়মিত ভাবে ঐ আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা। কাজেই সদর রাস্তার কোন আবর্জনা না থাকায় শহরের রাস্তা বেশ পরিচ্ছন্ন।

রেঙ্গুনে আমি আমার অফিসের বাসায় উঠেছিলাম। তাঁর বাসা ছিল এক শান্ত এবং অভিজাত পাড়ায়, ৬১ নম্বর সরণীর (41St Street) একটা তিনতলা বাড়ীর তেতলার এক ফ্লাটে। ঐ রাস্তার একটা দিক আমার দাদার বাসার ২/৩ টে বাড়ীর পরে এগিয়ে একটা প্রধান রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। ঐ প্রধান রাস্তার অপর দিকে একটি মনোরম পার্ক বা উদ্যান ছিল। ঐ উদ্যানের মধ্যে একটা সুন্দর বাড়ীতে ছিল বর্মা সরকারের সরকারি দপ্তর বা সেক্রেটো-

নিয়েছে। দাদার বাসার রাস্তার দিকে একটা ছোট খোলা বারান্দা থেকে ঐ উদ্যানের দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক ছিল। ৪১ নম্বর রাস্তাটার অন্যদিকে দাদার বাসার ৪/৫টা বাড়ী পরে একটা বাড়ীর তিনতলার ফ্লাটে সপরিবারে বাস করতেন আই বি ইন্সপেক্টর আমাদের গ্রামের জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার সেই কাকা।

আমার দাদা আমাকে হঠাৎ দেখে বেশ আশ্চর্য্য হলেন। আমিও কম আশ্চর্য্য হইনি। আমি মনে করেছিলাম সেখানে বাসটি আমি খালিই দেখব। কিন্তু দেখলাম আরও দু'জন অপরিচিত ভদ্রলোক ইতিপূর্বে সাময়িক ভাবে আশ্রয় নিয়েছেন সেখানে। এঁরা ছিলেন দাদার পূর্ব পরিচিত বন্ধু ভারত সরকারের অডিট ডিপার্টমেন্টে কর্মরত। সরকারি কাজে কয়েকমাসের জন্য রেঙ্গুনে এসেছেন কলকাতা থেকে। ভালই হল আরও দুজন সঙ্গী পেলাম খালি বাসায়। এঁরা ছাড়া বাসায় পেলাম আর এক ব্যক্তিকে। আমাদের জীবনে চলার পথে কতলোকের সান্নিধ্যেই তো আসি। কজনকে আর মনে রাখি। কিন্তু কখন কখন এমন এক এক জনের সংস্পর্শে আমি যাদের কথা সহজে ভুলতে পারি না। দাদার বাসার সর্বসময়ের কাজের লোক কৈলাস ছিল সেই শ্রেণীর একজন। কাঁচা পাকা ও খোঁচা খোঁচা দাড়ি সহ ভাঁত মুখ, মধ্যবয়সী কৈলাস ছিল কুমিল্লার লোক সরল প্রকৃতির এই লোকটি খুবই সৎ ও বিশ্বাসী এবং কর্মঠও বটে। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন হলেও আমার দাদার স্বার্থ সম্পর্কে খুবই সতর্ক ও সচেতন। দাদার বন্ধুরা একটু বে-হিসেবী চালে চলার সংসারে খরচ বেশী হলে সে বিরক্ত হত এবং দাদাকে সাহস করে কিছু বলতে না পেরে তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে, তার ক্ষোভ আমার কাছে প্রকাশ করে মন হালকা করতো। দুই বন্ধুর মধ্যে একজনের গায়ের রং একটু বেশী ময়লা ছিল। তাঁর অসাক্ষাতে তাঁর উল্লেখ করতে হলে কৈলাস তাঁকে 'কালো হেন বাবু' বলে উল্লেখ করতো। এই 'কালো হেন বাবু' সম্বন্ধেই তার অভিযোগটা ছিল বেশী। তিনি বড় বেশী পান খান, চায়ে তাঁর চিনি লাগে বেশী, অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোন—এইসব অভিযোগ আর কি। নারী বর্জিত নরওদের এই সংসারে অন্য অশান্তি আর কিছু না থাকার সময়টা আমার ভালই কেটেছিল।

রেঙ্গুনে পৌঁছে সেদিনই সন্ধ্যার পর দাদার সাথে আমাদের জ্ঞাতি কাকা পুলিশের সেই আই. বি ইন্সপেক্টরের বাসায় গেলাম। গ্রামে তাঁদের এবং আমাদের বাড়ী একেবারে পাশা পাশি। উভয় পরিবারের মধ্যে সম্পর্কও ছিল সৌহার্দ্য-পূর্ণ। ছাত্রাবস্থায় পুলিশের দৃষ্টিতে আমি একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে চিহ্নিত হলেও এবং আমারও পুলিশের প্রতি মনে যথেষ্ট বিরাগ থাকলেও এই কাকা কলকাতার থাকা কালে কাকা এবং কাকীমা উভয়ে আমার প্রতি স্নেহাসক্ত ছিলেন এবং আমাদের গ্রাম উন্নয়নের ব্যাপারে আমার কাজ-কর্মে প্রীতই ছিলেন। তখন তাঁদের বিশেষতঃ কাকীমার আহ্বানে কলকাতার কাঁটা-তার ঘেরা এবং পুলিশ প্রহরী বেষ্টিত এক পুলিশ বারাকে তাঁদের বাসায় মধ্যে গেছে যেতাম।

রেঙ্গুনে এদিন আমাকে দেখেই কাকা বলে উঠলেন 'তুমি যে রেঙ্গুনে এসেছ সে খবর আমি আন্দামানে বসেই জেনেছি এবং এদের ( অর্থাৎ তাঁর বাড়ীর লোকদের ) সে কথাই বলছিলাম এতক্ষণ। কোন একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আবার এজেন্ট হয়েই দেখলাম, "। এজেন্ট হবার আসল কারণ তাঁকে খুলেই বললাম। শুনে বললেন "এটাই তো ভুল করেছ। ইন্সিওরেন্স এজেন্টদের পুলিশের লোক সন্দেহের চোখেই দেখে।" জাহাজে পুলিশের লোকদের ব্যবহার কথা উল্লেখ করে বললাম "এখানে পৌঁছবার আগেই ওরা আমার মনটা তিক্ত করে দিয়েছে। এরপর হয়তো আমাকে এখানে অযথা হয়রান করবে অনুমান করে মনটা আমার খারাপই আছে।" তিনি বললেন "ওসব দলটলের সাথে এখন তোমার সক্রিয় যোগাযোগ আছে কিছু ?" সেটাই ছিল না। সে কথাই বললাম। সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বাস করলেন। বললেন "ঠিক আছে, খবর নিয়ে তুমি আর সন্দেহ ভাজন নেই জানা গেলে আমি এখানে এদের বারণ করে দেব। এরা কিছু উৎপাত করবে না।" ওঁদের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমরা ফিরে আমার উদ্যোগ-

করতে থাকায় আমার দাদা ও আমাকে পরদিন রাত্রে ওঁদের বাসায় যাবার নিমন্ত্রণ জানালেন।

বাল্যকাল থেকেই আমার প্রাতঃ ভ্রমণের অভ্যাস। পরদিন প্রত্যুষে দাদার বাসার অদূরে সরকারি দপ্তরে সংলগ্ন উদ্যানটিতে গিয়েছি বেড়াবার উদ্দেশ্যে. সংখ্যায় বেশী না হলেও ইতিমধ্যে আরও কিছু লোক এসেছেন সেখানে একই উদ্দেশ্যে। দেখলাম কুড়ি বাইশ বছর. বয়সের সুদর্শন দুটি বর্মী যুবক একটা বেঞ্চে বসে হাসি খুশির সাথে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ কি কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং একজন পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে অবলীলাক্রমে অপরজনের বাহুতে বিঁধে দিল। চিনাক দিয়ে রক্ত বার হয়ে আক্রান্ত ছেলেটির পরিচ্ছদ রক্তাপ্লুত হয়ে গেল। লোকজন ছুটে এসে ছেলে দুটিকে পৃথক করে দিয়ে আক্রান্ত ছেলেটিকে কোন ডাক্তার খানায় অথবা হাসপাতালে নিয়ে গেল। শুনলাম অতি তুচ্ছকারণে ঘটনাটি ঘটেছে। আরও শুনলাম এই রকম অতি তুচ্ছ কারণে ওদেশে হিংসাত্মক ঘটনা নাকি অহরহ ঘটে থাকে। বিপ্লবীদের কথা ছেড়ে দিলে তখনও সদাসর্বদা খুনোখুনির রাজনীতি আমাদের বঙ্গভূমিতে আমদানি না হওয়ায় এরকম বীভৎস দৃশ্যের সাথে আমাদের পরিচয় হয়নি। মনে আছে চোখের সামনে হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে এবং এখানে এরকম ঘটনা নিত্য ঘটে শুনে বিস্মিত ও স্তম্ভিতই হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে অবশ্য আমাদের এখানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় এবং খুনোখুনির রাজনীতিতে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা দেখে দেখে এবং সে রকম ঘটনার কথা শুনে শুনে আমাদের চোখ ও মন এই রকম বীভৎস ব্যাপারে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

ঐ দিন সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আমার দাদা ও আমি ঐ কাকার বাসায় উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্তার পর কাকা বললেন "কাজকর্ম কিছু করছো, না বেকার আছ? পুলিশে কাজ করবে? আমরা তিন পুরুষ পুলিশে কাজ করছি। (ওঁর বাবা ও ঠাকুর্দা পুলিশের দারোগা ছিলেন)। আমার ছেলেরা কেউ এখনও চাকরি করার উপযুক্ত হয় নি। কারও চাকরির জন্যে আমি এ পর্যন্ত কখনও সুপারিশ করিনি। তুমি গ্রাজুয়েট আছ। আগে তুমি পুলিশের সন্দেহভাজন থাকলেও এখন সম্ভবতঃ আর নেই। যদি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ না থাকে তা হলে আমি চেষ্টা করলে পুলিশের দারোগার চাকরি একটা তোমার হতে পারে।" সে যুগে সাধারণ লোক পুলিশকে ভয় করতো। দারোগাদের মাহিনা কত ছিল মনে নেই। কিন্তু প্রচুর অর্থাগমের উপায় ছিল। আর দারোগার ক্ষমতার দাপট এবং প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসীম। নিজ নিজ এলাকায় সে যুগের দারোগারা ছিলেন একজন ক্ষুদে সম্রাট বিশেষ. গল্প শুনেছিলাম একজন জেলার বাঙালী জজসাহেব ছুটিতে তাঁর পল্লীর বাসভবনে এসে বিধবা পিসিমাকে প্রণাম করলে পিসিমা তাঁকে "থানার দারোগা হও বাবা" বলে আশীর্বাদ করেন। জজসাহেব দারোগার চাইতে তাঁর পদমর্যাদা ও মাইনে যে অনেক বেশী সে কথা বলায় পিসিমা বলেন "তা হোক বাবা, তুমি দারোগাই হও। দেখনা এখানকার দুর্দান্ত প্রতাপের যে জমিদার, যার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়, তিনি পর্যন্ত থানার দারোগাকে কত খাতির করেন।"

চাকরি করলে, চাকরি প্রার্থী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের পক্ষে দারোগার চাকরি সে যুগে সত্যই লোভনীয় ছিল। পুলিশের চাকরির প্রতি আমার মনে অবশ্য প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা ছিল। কাকার প্রস্তাবে আমি সবিনয়ে তাঁকে বললাম, "অনাহারে মৃত্যু হলেও পুলিশের চাকরি আমি করব না।" আমার উত্তরে তাঁর খুশি হবার কথা না। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে পরে বললেন "আমারই ভুল হয়েছিল"। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "তাই বলে ভেব না কাল যা বলেছি তা আর আমি করবো না." সত্যই এর পরে রেঙ্গুনে আমি যে কদিন ছিলাম তার মধ্যে এক সময়ে কলকাতায় আমাকে কলকাতার পুলিশের সূত্রে যে সব উৎপাত সহ্য করতে হয়েছিল সেরকম কোন ঘটনা এখানে ঘটে নি। সেদিক দিয়ে আমার দিন নিরুপদ্রবেই কেটেছিল রেঙ্গুনে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগে চাকরি করেন বলে ঐ কাকার প্রতি

আমার মন কিছু অনুসন্ধিৎসু থাকলেও তাঁর নানা সাংস্কৃতিক গুণে থাকায়, যেমন সঙ্গীত, সাহিত্য অভিনয়চর্চায় আগ্রহ ও অনুরাগ, এবং পল্লীর উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ইত্যাদি তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণও ছিল। তাঁর প্রথমা কন্যা কুমারী নীলিমা বসু তাঁর তত্ত্বাবধানে সঙ্গীত শিক্ষা করে সঙ্গীতে নাম করেছিল এবং হিজ মাস্টার্স ভয়েসের গ্রামোফোন রেকর্ডে তার গাওয়া সুন্দর শ্যামা সঙ্গীত রেকর্ড করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় অকালে মেয়েটির মৃত্যু হয়। কাকার লেখা উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল সে যুগে। তখনকার অবিভক্ত বঙ্গদেশের খুলনা জেলার 'টাউন হাপ্তে' গ্রামে এক বার এক আবর্তিত প্রতিযোগিতায় কাকা নজরুল ইসলাম এবং ঐ কাকাও ঐ প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন এবং তিনজনের বিচারক মণ্ডলীর তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে আমাকেও সেখানে স্থান দেওয়া হয়েছিল। রেঙ্গুনে সেদিন কাকার ঘরে দুঃখ দেওয়ায় আমিও দুঃখিত হয়েছিলাম, কিন্তু উপায় ছিল না। একদিন সন্ধ্যার পর দালার ঘাটে রাস্তার দিকের ছোট বারান্দায় বসে আমরা গল্পগুজব করছি এমন সময় হঠাৎ বাতাসে ভেসে আসা তীব্র এবং উৎকট এক গন্ধ নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করায় সমস্ত শরীর যেন গুলিয়ে গেল। আর মনে হল উদরে তখনও যদি অন্ন প্রাশনের অন্ন উপস্থিত থাকে তা'হলে সেই অন্নসহ উদরস্থ সমস্ত কিছু একটি বার হয়ে আসবে। এমন পরিচ্ছন্ন পাড়ায় এরকম বিকট ও বিশ্রী গন্ধ কিসের এবং কোথা থেকে আসছে এই প্রশ্নের জবাব শুনলাম এটা হচ্ছে ব্রহ্মদেশের সুবিখ্যাত (?) 'ঙাপ্পির' গন্ধ। সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' নামে কবিতায় উল্লিখিত এই 'ঙাপ্পি বা নাপ্পি' নাকি দীর্ঘদিন ধরে মাটির হাঁড়িতে মাটির নীচে পুতে রেখে পচান চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ এবং এমন কি সব কিছু এবং অদ্ভুত সব মশলা ও দ্রব্য সহযোগে প্রস্তুতকরে তৈরী হয়, আর ব্রহ্ম সমাজে নাকি এই ঙাপ্পির যথেষ্ট সমাদর, পাড়ার কোন বাড়ীতে ঙাপ্পি তৈরী হচ্ছিল তাই এই গন্ধ! বিস্মিত হলেও ভাবলাম "ভিন্ন রুচিহিঃ লোকা"। আমাদেরও তো ভারতে কত লোক মছলিখোর বলে বিদ্রূপ করে। আবার আপাকার দিনের শুদ্ধাচারী বাঙালী ব্রাহ্মণ অথবা বিধবা পেঁয়াজ রসুনকে অস্পৃশ্য মনে করলেও ভারতের কোন কোন অঞ্চলের নিরা-মিষাশী সম্ভ্রান্তজন এবং শুদ্ধাচারিণী বিধবারাও সব্জি হিসাবে গণ্য করে তা নির্দ্বিধায় আহার করেন। অতএব খাদ্যের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে ঝামেলা না বাড়িয়ে নীরবে সহাবস্থান ছাড়া শান্তিতে বাস করার আর অন্য উপায় কি? বেশ অসুবিধা বোধ করলেও আমরা ঙাপ্পির গন্ধটা বরদাস্ত করেই নিলাম।

একদিন রেঙ্গুন থেকে একা ট্রেনে ইনসিন নামে এক জায়গায় বেড়াতে গেলাম। সেখানে যাবার উদ্দেশ্য, বাইরে থেকে হলেও, সেখানকার জেল খানাটা একবার দেখে আসা। কয়েক বছর আগে দেশ গৌরব সুভাষচন্দ্র বসু (তখনও তিনি নেতাজী নামে পরিচিত হন নি) কিছুদিন এই ইনসিন জেলে বন্দী ছিলেন। কাজেই সুভাষ ভক্ত আমাদের কাছে ইনসিন জেল তীর্থ বিশেষ ছিল। সেই তীর্থ দর্শনের শান্তি নিয়েই রেঙ্গুনে ফিরে এসে ইনসিন যাবার কথা যখন দাদার বাসার তত্ত্বাবধায়ক কৈলাস চন্দ্রকে বললাম তখন সে সগর্বে আমাকে জানালে যে ওদের কমিন্সার বর্মণ উপাধিধারী নিতান্ত দারিদ্র্য পীড়িত কোন ব্যক্তি বর্মা মুলুকে এসে নানা দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটিয়ে শেষে ঐ ইনসিন গিয়ে ছোটখাট একটা প্রেস স্থাপন করেন। এখন সেই প্রেসের খুবই শ্রী বৃদ্ধি হয়েছে। দেশের অনেক লোককে তিনি সেখানে কাজ দিয়েছেন। তাঁর ভাগ্য এখন ফিরেছে। এখন তিনি বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। লোক হিসাবেও তিনি অতি সজ্জন; পরোপকারী এবং অমায়িক। কৈলাসের কথা শুনে মনে হল প্রেসের সাহায্যেও তো দেশের গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব। এ পথটার কথা ভেবে দেখা দরকার। ইনসিন যাবার আগে বর্মণ বাবুর ইনসিন অবস্থিতির কথা জানলে ইনসিনে অনুসন্ধান করে তাঁর সাথে দেখা করতাম এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সুবিধা মনে করলে তাঁর ওখানে প্রেসের কাজকর্ম দেখার সুযোগ পাওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতাম। যাই হোক এই উদ্দেশ্যে পরে আবার একদিন ইনসিন যাব বলে মনে ভেবে রাখলাম।

রেঙ্গুনে অল্পদিনই ছিলাম। এই সময়কার অন্য কিছু কিছু কথা যা মনে আছে স্মৃতির পট থেকে তা উদ্ধার করে খুব সংক্ষেপে বলছি। প্যাগোডা হচ্ছে বৌদ্ধদের ধর্মমন্দির রেঙ্গুনের সোয়েডাগন প্যাগোডা বর্মার সর্ববৃহৎ প্যাগোডা কিনা মনে নেই, তবে এক প্রসিদ্ধ এবং জমকালো প্যাগোডা। এটি শহরের এক প্রান্তে বেশ উঁচু এক টিলার ওপরে অবস্থিত। কথিত আছে এখানে ভগবান বুদ্ধের দেহের পবিত্র অংশ বিশেষ (relic) রক্ষিত আছে। তাই মন্দিরটি বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র ও আকর্ষণীয়। শহরের ভিতরে বহুদূর থেকে মন্দিরের ঊর্ধ্বভাগ রৌদ্রে সোনালী রঙে ঝলমল করছে দেখা যেত। সত্য কিনা জানি না শুনেছিলাম কাঁচা হলুদের মত রঙের মন্দিরের ঐ ঊর্ধাংশের সমস্তটা বহু মূল্যের সোনার পাত দিয়ে মোড়া। শহরের মধ্যস্থলে শুধু প্যাগোডা নামে আরও একটা প্যাগোডা ছিল।

পূর্বে বলেছি রেঙ্গুন শহরে কয়েকটি সুদৃশ্য পার্ক বা উদ্যান এবং একটি বড় লেক বা সরোবর ছিল। শহর-বাসীদের বিনা খরচায় চিত্ত বিনোদনের জন্যে শহরের কেন্দ্র-স্থলে 'ফিচি' পার্ক নামে এক উদ্যানে রেঙ্গুন করপোরেশন কর্তৃক প্রতি সপ্তাহের এক নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পরে নৃত্য গীত বাদ্যের ব্যবস্থা করা হত। এখানেই আমি সর্বপ্রথম জল তরঙ্গ নামে সুমিষ্ট বাজনার সাক্ষাৎ লাভ করি আর সর্বপ্রথম বর্মার বিখ্যাত 'পোয়ে নৃত্য' দেখি।

রেঙ্গুনের একটা বড় রাস্তার উপরে প্রতিদিন রাত্রিকালে অস্থায়ী বিরাট এক নৈশ বাজারের আবির্ভাব হত। পরদিন সকালে তার আর কোন চিহ্ন দেখা যেত না। মাত্র দুটি সরু কাঠির সাহায্যে চীনারা কি অদ্ভুত কৌশলে এবং কত দ্রুত গতিতে ভাত খায় তা এই নৈশ বাজারেই আমি সর্বপ্রথম দেখেছিলাম। রেঙ্গুনের রাস্তাঘাটে জনসমাগম দেখে আমার ধারণা হয়েছিল এবং সে ধারণা ভুল ছিল না, যে সেখানে বর্মী অপেক্ষা অ-বর্মীরাই সংখ্যাধিক ছিল। চীনা, জাপানী ইত্যাদি পীতকায় জাতি ছাড়া ভারতীয়দের সংখ্যাও প্রচুর ছিল। সিন্ধি এবং গুজরাটিরা ব্যবসায়ী ছিল। দক্ষিণ ভারতের চেট্টিয়ারদের সাধারণতঃ টাকা লেনদেনের কারবার ছিল। তামিল তেলুগু ভাষী শ্রমিক শ্রেণীর অনেক লোকের বাস ছিল এখানে। বাঙালীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি জেলার অনেক বাঙালী মুসলমান 'সামপান' নামে একরকম ছোট নৌকো চালনার পারদর্শী ছিল। রেঙ্গুন নদীতে প্রচুর সামপান চলাচল করতো। মধ্যবিত্ত ও উচ্চ সম্প্রদায়ের অল্পসংখ্যক বাঙালী ব্যবসায়ে রত থাকলেও বেশীর ভাগই ছিলেন চাকরি জীবি। বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত দুর্গাবাড়ী এবং কোলে একাডেমী নামে উচ্চ বিদ্যালয় এই দুটির সুপরিচিত এবং সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান ছিল। বাঙালীদের একটা কালীবাড়ীও ছিল রেঙ্গুনে। শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় তখনও উল্লেখযোগ্য ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

রেঙ্গুন থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে পেগু শহরে গিয়েছিলাম একদিন ট্রেন যোগে সেখানকার প্যাগোডায় বুদ্ধদেবের বিশাল এক শায়িত মূর্তি ছিল। যতদূর মনে পড়ে শুনেছিলাম ঐটাই বর্মাদেশে বুদ্ধদেবের বৃহত্তম শায়িত মূর্তি, রেঙ্গুন নদীর অপরদিকে ছিল ডালা নামে এক নিভৃত পল্লী। মনে পড়ে এক অপরাহ্নে সেখানে বেড়াতে গিয়ে এক ভদ্র পাড়ার রোমান্স গন্ধী এক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম! ইনসিন, পেগু এবং ডালা ছাড়া রেঙ্গুনের পাশেই অবস্থিত থিনাজন নামে এক শহরতলীতেও দু' একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। থিনাজনে অনেক বাঙালীর বাস ছিল। তখনও রেঙ্গুন শহরের বাইরে সব জায়গাতেই লোকের বাসের জন্য সাধারণতঃ কাঠের বাড়ীই ছিল। ইটের পাকা বাড়ী বিশেষ দেখি নি।

পূর্বে শুনেছিলাম ও বইতে পড়েছিলাম এবং এখন বর্মাদেশে এসে দেখলাম এদেশের মেয়েরা খুব পরিশ্রমী এবং কর্মঠ। দেখেছি বর্মী মেয়েরা বিচিত্র রঙের বর্মী লুঙ্গি এবং পুরা হাতার ব্লাউজ বা জ্যাকেট পরে বর্মী স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে নিজ চুলের অথবা তার সাথে দীর্ঘ পরচুলা যোগ করে মাথায় বিরাট, বিরাট খোঁপা বেঁধে এবং প্রসাধন সামগ্রীতে মুখের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে বাড়ীর বাইরে সর্বত্র সব সময়ে অবাধে বিচরণ করে এবং হাটবাজার করা থেকে

শুরু করে দোকানদারী এবং নানা রকম শারীরিক পরিশ্রমের কাজও করে থাকে। তুলনামূলক ভাবে বর্মী পুরুষরা অলস এবং আরামপ্রিয়। বর্মী মেয়ে ও পুরুষ প্রায় সকলেই বর্মা চুরুট খেতে অভ্যস্ত। আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে যারা বর্মা চুরুট খেতে পারে না তারা সবুজ রঙের প্রায় এক হাত দীর্ঘ এবং চুরুটের মত পরিধির 'সেলি' বা ঐ ধরণের কি একটা নামের ফড়োদামের একরকম তামাকের ধুম পান করে প্রচুর।

একদিন অপরাহ্ণে রেঙ্গুনের এক বড় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা বাড়ীতে 'রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার ও বিনা চাঁদার পাঠাগার' (**Ramakrishna Mission Library and Free Reading Room**) লেখা সাইনবোর্ড দেখে উৎফুল্ল মনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখলাম, দোতলার কাঠের মেঝের এক প্রকাণ্ড হল ঘরে বড় বড় টেবিলে অনেকগুলি সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র ছড়ানো আছে এবং সংখ্যায় বাঙালী বেশী হলেও অন্যান্য জাতির লোকও সেখানে ঐ সব পত্র পত্রিকা পাঠ করছে। আমার উৎফুল্ল হবার দুটো কারণ ছিল। কলকাতায় থাকতে আমি কলেজ স্ট্রীট এলবার্ট ইনস্টিটিউট অথবা আপার সার্কুলার রোডে, (এখনকার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড) রামমোহন লাইব্রেরীতে বিনা চাঁদার পাঠাগারে সংবাদপত্র এবং অন্য পত্র পত্রিকা পাঠের জন্য নিয়মিত যেতাম। এখানেও সে সুযোগ পাওয়া যাবে এটাই আমার উৎফুল্ল হবার প্রথম কারণ ছিল। দ্বিতীয় কারণ ছিল অন্যরকম। ইতিপূর্বে অনেক সময়ে ভবিষ্যতে জীবনটাকে কোন পথে চালনা করবো এই চিন্তাসূত্রে ভেবেছি অন্য কোন কাজে নিজেকে নিযুক্ত না করে এবং সব ছেড়ে দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ধর্মের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দিলে মন্দ কি। কিন্তু যোগাযোগ এবং সুযোগের অভাবে ভাবনাটার পরীক্ষা নিরীক্ষা এ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠে নি। এখন মনে হল সুযোগ ও সম্ভব বলে ঐ পন্থাটার বিচার করে দেখলে হয় এখানে কিন্তু মিশনের এই লাইব্রেরীটা আমার বাসার থেকে বেশী দূরে না হলেও মিশনের অফিস এবং কর্মকেন্দ্র অন্যত্র বেশ একটু দূরে। ভাবলাম কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে গিয়ে স্বামীজিদের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করবো। চিঠিটা পরিত্যাগ না করলেও ইতিমধ্যে আর একটা আইডিয়া বা চিন্তা মাথায় এলো।

মিলনের পাঠাগারে কোন একটা পত্রিকায় বরোদার লাইব্রেরীর আধুনিক ঢঙের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাঠ করে মনটা ঐ দিকে আকৃষ্ট হল। ভাবলাম লাইব্রেরীর ভিতর দিয়ে ও তো শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পসাধনায় রত মানুষদের সেবামূলক কাজ করা যেতে পারে। ঐ পত্রিকায় বরোদার লাইব্রেরীর কিউরেটর হিসাবে নিউটন মোহন দত্ত নামের উল্লেখ ছিল। দত্ত বাঙালী না হতেও পারেন। সেই জাতি ঠিক না জানায় ইংরেজিতেই তাঁকে আমরা অভিলাষ জানিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় গ্রন্থাগার পরিচালনা শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ওখানে আমার সুযোগ পাওয়া সম্ভব কিনা জানতে চেয়ে তাঁকে একখানা চিঠি দিলাম। পরে অবশ্য জেনেছিলাম তাঁর বাবা ছিলেন বাঙালী আর মা ছিলেন ইংরেজ মহিলা। তাঁর জন্ম হয়ে ছিল ইংলণ্ডে। তিনি নিজে বাংলা জানতেন না।

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। আমার যে মামাতো ভাইকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে তিনি যখন তাঁর ব্যবসায় শুরু করবেন তখন আমি বেকার থাকলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করবো। হঠাৎ সেই মামাতো ভাইয়ের এক জরুরী চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন যে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান খুলবার জন্য এখন প্রস্তুত হয়েছেন। আমি যেন পত্রপাঠ কলকাতায় ফিরে যাই। আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে কলকাতায় ফিরে যাওয়াই আমার নৈতিক কর্তব্য মনে হওয়ায় আমি কলকাতায় ফিরে যাবার উদ্যোগ নিলাম। ইনসিনের বর্মণ বাবুর সাথে অথবা রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিদের সাথে আমার আর দেখা করা হল না। নিউটন মোহন দত্ত মশায়ের কাছ থেকে ও তখন পর্যন্ত কোন চিঠি পাই নি। কাজেই আমি কলকাতাতেই ফিরে এলাম।

(ক্রমশঃ)

# আজকের মুদ্রণ শিল্প

**গীতিকা চক্রবর্ত্তী. ও দীপঙ্কর সেন**

প্রিন্টিংলাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং টেকনোলজি

গত পঞ্চাশ বছর ধরে মুদ্রণ শিল্পের এতটা উন্নতি হয়েছে যে আজকের দিনে ছাপাখানার কাজ প্রায় ফলিত বিজ্ঞান। হাতে কম্পোজ করা টাইপ ফরমায় এঁটে আগের মত লেটার প্রেস পদ্ধতিতে তা ছেপে নিয়ে প্রাচীন রীতিতে কোনমতে বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রকের সব দায়িত্ব এখন আর ফুরিয়ে যায়না। আজ মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে শুধু ফোটোগ্রাফিই যুক্ত হয়নি। যুক্ত হয়েছে কমপিউটার, যুক্ত হয়েছে ইলেকট্রনিক্সের যাবতীয় শিল্পপ্রথা। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে ছোটখাটভাবে কোন কাজ আর করা হচ্ছে না। স্বল্প আয়োজনে সিল্ক স্ক্রিন এবং লাইনোকাটের কাজ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন পৃথিবীর নানা দেশের সেরা শিল্পীরা। মুদ্রণশিল্প উন্নীত হয়েছে কলা বিদ্যার পর্যায়ে।

এ আলোচনার সূত্রপাত গোড়া থেকেই করা যাক। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে যাঁরা মুদ্রণশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বিদেশে যেতেন তাঁদের জানানো হত মুদ্রণের মূল পদ্ধতি তিনটি—(১) লেটারপ্রেস; (২) লিথোগ্রাফি এবং (৩) ফোটোগ্রেভিয়র। আজ তার সঙ্গে আর একটি পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে যার মূল দুটি শাখা হল জেরোগ্রাফি (Xerography) এবং সিল্ক স্ক্রীন প্রিন্টিং। এছাড়া আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গীতে মুদ্রণশিল্পকে দুটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। ইংরেজীতে একটির নাম দেওয়া হয়েছে "ইমপ্যাক্ট টাইপ" যাতে কোনপ্রকার চাপের সাহায্যে একটি সমতল থেকে অপর একটি সমতলে কালি লাগিয়ে দেওয়া হয়। একটি উদাহরণ হল টাইপ বা ব্লকের উপরের কালির প্রলেপ কাগজের উপর সঠিকভাবে লাগানো। এছাড়া "নন-ইমপ্যাক্ট টাইপ প্রিন্টিং" এতে চাপের কোন ব্যাপারই নেই। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে মুদ্রণের অগ্রগতি পুরোদমে হয়নি এবং হওয়া সম্ভবও নয়। এর মূল কারণ দুটি। প্রথমত আমাদের অনাত্ম মূল সমস্যা নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্য থেকে উদ্ভূত। সে সমস্যার সমাধান না হলে মুদ্রণের উন্নতি হওয়ার কথা চিন্তা করা অবাস্তব। দ্বিতীয়ত মুদ্রণের যেগুলো সেরা প্রায়োগিক প্রকরণ তার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে বিদেশের উপর নির্ভর করে থাকি। এছাড়াও ছোটখাট কয়েকটি কারণ আছে। এ দেশে ভাল কাগজ এবং ছাপার কালি পাওয়া যায় না বললেও ভুল হবে না। ভারতবর্ষে মোটর গাড়ী, জাহাজ এবং এরোপ্লেন তৈরী হচ্ছে। মুদ্রণের ক্ষেত্রে ভারতীয় যন্ত্রাবিদ তার নির্মাণ করার প্রতিভাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারছে না। অতি সাধারণ স্তরের কিছু যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কিছুই আমরা তৈরী করছি না! এদেশের যারা সেরা মুদ্রক তাঁরা বিদেশ থেকে আনা কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নিজেদের কৌলীন্যের প্রমাণ দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে জার্মান কবি ও নাটকার বেরটল্ট ব্রেখ্‌টের একটি কথা মনে পড়ে তিনি লিখেছেন—**Glorious is the feeling of happiness in those who oil a new machine before it display its strength in those who fill a blank space on old map in those who dig the foundation of a new house,**

their house" আমাদের মুদ্রকেরা তাঁদের নিজেদের বাড়ীর ভিত প্রস্তুত করতে এখনো পারেননি। বহুপদী কিভাবে যে তিনটি মূল প্রথার ছাপাখানার কাজকে ভাগ করা হয়েছিল তারমধ্যে লেটার প্রেস প্রাচীনতম। এই পদ্ধতিতে মুদ্রণীয় ছবি অথবা হরফকে উঁচু করে গড়ে নেওয়া হয় বলে তাকে ইংরেজিতে 'রিলিফ প্রসেস' বলা হয়। টাইপ দিয়ে হরফ ছাপা এবং ব্লক দিয়ে ছবি ছাপা হল লেটারপ্রেস পদ্ধতির সবচেয়ে বড় কথা।

বিগত পাঁচশ বছরের ইতিহাসের সমীক্ষা করার সময় আমরা দেখি যে মানুষের জীবনে নিত্য নূতন রঙ এবং রসের যোগান দিচ্ছে মুদ্রক সম্প্রদায়, টাইপ বা ছাপার হরফ হল মুদ্রণের বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি সরঞ্জাম। মুদ্রণের ইতিহাসে আছে উনিশ শতকের শেষ অংশ থেকেই যন্ত্রের সাহায্যে টাইপ গড়ার কাজ শুরু হয়। অল্প খরচে অনেকগুলো ম্যাট্রিক্স বা ছাঁচ তৈরী করে নিতে না পারলে তা সম্ভব হত না। প্রয়োজনের তাগিদ ছিল বলেই এর জন্য অভাব মিটাবার মত জিনিষ আবিষ্কার করতে খুব বেশী সময় লাগেনি। ক্রমে যান্ত্রিক উপায়ে টাইপ কম্পোজ করতেও অসুবিধা হল না। পাঞ্চ কাটাবার মেশিন তৈরী করার পর টাইপ ঢালাইয়ের কাজে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

সাম্প্রতিক কালে টাইপ ঢালাইয়ের কাজের বেশীরভাগ অংশ যান্ত্রিক উপায়ে সম্পন্ন হলেও আদিযুগের হাতের কাজকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায়নি। যে টাইপ তৈরী করা হবে কাগজের ওপর খুব বড় করে তার একখানা ছবি এঁকে নিয়ে ম্যাট্রিক্স তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়। মূল যে নক্সা থেকে এই ছবিটিকে বড় করে নেওয়া হয় তা হল শিল্পীর অতি নিপুণভাবে আঁকা একটি ডিজাইন। ক্ষেত্র বিশেষে কোন টাইপের ছাপ অথবা একটি টাইপ থেকেও একাজ শুরু করা যায়। এপিডায়াস্কোপ দিয়ে মূল জিনিষটিকে খুব সহজে ম্যাজিক লণ্ঠনের পদ্ধতিতে প্রক্ষেপ করা যায়। প্রক্ষেপ করা নকসাকে অনুসরণ করে মূল নকসার একটি খুব বড় আকার এঁকে নেওয়া মোটেও কঠিন নয়। এই মূল নকসাকে বনিয়াদ রূপে খাড়া করে টাইপ ডিজাইনের কাজ শুরু হয়। এনলার্জ করা ছবিগুলির গভীরতা পাঁচশ সেন্টিমিটারের মত। সুতরাং ভুলত্রুটির সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। নকসার প্রতিটি আঁচড় বা দাগ নির্ভুল রাখার জন্য এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মাপজোপ করার মান হল এক ইঞ্চির দশহাজার ভাগের এক ভাগ।

পরের ধাপে নমুনা হিসাবে একটি অক্ষর বা প্যাটার্ন লেটার পাঞ্চ কাটার যন্ত্রটির পথনির্দেশের জন্য তৈরী করে নেওয়া প্রয়োজন। তার নানা প্রণালী আছে। মোমের প্রলেপ লাগানো একটি কাঁচের পাতের উপর ড্রয়িংকে জায়গামত স্থাপন করে কোন অক্ষরের বাইরের সীমারেখা বা আউটলাইন এঁকে নেওয়া হল একটি পদ্ধতি। মোমের প্রলেপের ভিতর থেকে কুরে ফেলার পর কাঁচের পাতটি সংবেদনশীল বা সুবেদী (সেনসিটাইজড) করে নিয়ে সেটিকে একটি ইলেকট্রোলিটিক (Electrolytic) বাথে চুবিয়ে তার উপর তামার পালি বা তলানি ফেলার আয়োজন করা হয়। এই তলানির পিছনে টাইপ তৈরী করার ধাতু স্থাপন করে কাজটি সেরে ফেলতে হয়। জিনিসটি ½ ইঞ্চি পুরু থাকে আর হরফটির নিজস্ব উচ্চতা থাকে এক ইঞ্চির ষোল ভাগের একভাগ। নমুনা তৈরীর আরও নানারকম নিয়ম আছে।

টাইপ তৈরীর জন্য যে যে ধাতু ব্যবহার করা হয় তা ঢালাইয়ের কাজের উপযোগী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ঢালাইয়ের পর নিরেট দেহে সূক্ষ্ম টাইপ গড়ে তুলবার জন্য যা কিছু গুণ থাকা দরকার সেগুলো তার থাকতেই হবে। যথেষ্ট চাপ সইবার এবং অবিরাম কাগজের মসৃণ গায়ে ঘষা লাগা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল মুদ্রণীয় অবস্থায় থাকার শক্তিটি হল তার অন্যতম প্রধান গুণ। খাদ মিশ্রিত এই ধাতুতে মরচে ধরলে চলবে না এবং ঢালাইয়ের সময় কাস্টিং মেশিনের কোন ফাঁকে পিতের মত জমে গেলেও তা দিয়ে কাজ হবে না। সীসার সঙ্গে অ্যান্টিমনি এবং টিন মিশিয়ে নিলে এই চাহিদাগুলো মেটানো যায়।

আজকের উন্নতিশীল দেশগুলিতে ফাউন্ডিতে তৈরী টাইপ অথবা লাইনোটাইপ। ইন্টারটাইপ শ্রেণীর যন্ত্রের লোক প্রায়ই বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশে শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ফোটোগ্রেভিয়র এবং ফোটোলিথোগ্রাফির অসাধারণ অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও অক্ষর যোজনার জন্য লাইনো, মনো অথবা ইন্টারটাইপ যন্ত্রের উপরই আমরা নির্ভর করেছি। ফোটো কম্পোজিং চালু হবার পর আপেক্ষিক ভাবে নতুন মুদ্রণ পদ্ধতিগুলোর লিপ্সত হয়েছে বিস্তৃততর। হাতে কম্পোজ করা অথবা গলান সীসার তৈরী টাইপ কম্পোজ করে, তার ছাপ নিয়ে নেগেটিভ/পজিটিভ তৈরীর ক্লান্তিকর প্রথা আজ উঠে গেছে। মুদ্রণের ইতিহাসে এ এক নতুন অধ্যায়।

সমস্ত ফোটোটাইপ সেটিং যন্ত্রের মূল দুটি জিনিসের একটি হলো নেগেটিভ টাইপের ছাঁচ ও অপরটি 'লেন্স'। এর সঙ্গে চাই একটি কৃত্রিম আলোকের রশ্মি। আলোর এই রশ্মি লেন্সের মধ্য দিয়ে এবং নেগেটিভ টাইপের ছাঁচের স্বচ্ছ অংশের ভিতর দিয়ে আলোকচিত্র গ্রহণ করার উপযোগী (লাইট সেন্সিটিভ) ফিল্ম অথবা ফোটোগ্রাফিক কাগজের উপর প্রক্ষেপ করতে হয়। অধিকাংশ ফোটো-কম্পোজিং যন্ত্রেই নানা আকারের হরফ কম্পোজ করা যেতে পারে। সেজন্য হয় নানা আকারের ছাঁচ ব্যবহার করা নয়ত লেন্স দিয়ে হরফের অথবা বড় প্রতিবিম্বের চিত্র গ্রহণ করতে হয়। এসব ছবি ফিল্ম অথবা কাগজে ঠিক জায়গায় ফুটিয়ে তোলার জন্য হয় সেগুলোকে যথা-যথভাবে স্থাপন করতে হয় নয়ত লেন্স, আয়না অথবা তিনদিকওয়ালা কাঁচ (প্রিজম) দিয়ে সে কাজ করে নিতে হয়। তখন হরফের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের সামগ্রিক মাপের দিকেও নজর না দিলে চলে না।

একালে মুদ্রণশিল্প এত সূক্ষ্মতা অর্জন করেছে যে বিগত যুগের মুদ্রকেরা বর্তমান যুগের ছাপাখানার কাজে হাত দিলে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করবেন। এখন উচ্চ-স্তরের ছাপাখানায় বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কাজ করানো হয়ে থাকে। তাঁরা কেউ ইলেকট্রনিক্সের লোক, কেউ পদার্থ-বিদ্যার লোক, কেউ অপটিক্সের কেউ বা কম্পোজিং টাইপোগ্রাফি অথবা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ।

কম্পিউটারের সাহায্যে আজকাল কেমন করে অক্ষর যোজনা চলেছে সে সম্পর্কে দু এক কথা বলা যাক। বিশে শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে অক্ষর যোজনার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। তখন তখন অসমান আকারে কম্পোজ করা পঙ্‌ক্তিগুলোকে কম্পিউটারের মাধ্যমে সমান করে তোলা হত। পঙ্‌ক্তির শেষে কোন শব্দকে ভাঙতে হলে কম্পিউটারই যথাস্থানে হাইফেন বসিয়ে অক্ষর যোজকের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছিল। লাইনাসেক যন্ত্রের সতর্কতারী অংশে (মনিটার) টেলিভিশনের স্ক্রিনের মত একটি পদার্থ কম্পোজ করা শব্দগুলিকে ফুটিয়ে তুলে কোথায় কি ভুল হয়েছে তা যাচাই করবার সুযোগ দিত।

তারপর এক বিশেষ ধরণের স্বয়ংক্রিয় ফিতের সাহায্যে পঙ্‌ক্তিগুলোকে সমান এবং নির্ভুল অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যেত। এক সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত "দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন" গ্রন্থে একটি প্রবন্ধে লেখা হয়েছে—"এবার সহজ ভাষায় কম্পিউটার সম্পর্কে কিছু বলছি। কম্পিউটার হলো সেই শ্রেণীর যন্ত্র যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব পত্র এবং তথ্যবিতরণের কাজ করে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, একটা কম্পিউটার মাত্র এক সেকেণ্ডে যতগুলি যোগ করতে পারে তা করতে একজন মানুষের দিনে চব্বিশ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করেও ত্রিশ বছর লাগবে। কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি অতুলনীয়। তাছাড়া তার ভুল বড় একটা হয় না।"

"বেশীরভাগ কম্পিউটারই ডিজিটাল কম্পিউটার। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়েই তাদের যত কাজ কারবার। ডিজিটাল কম্পিউটারের তিনটি মূল অংশ। প্রথম, ইনপুট এবং আউটপুট ইউনিট, দ্বিতীয় মেমারি এবং তৃতীয় সেনট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। সেসব তথ্যের ভিত্তিতে কম্পিউটার

কাজ করে ইনপুট ইউনিট সেগুলিকে গ্রহণ করে থাকে। ইনপুট ইউনিট সেগুলিকে গ্রহণ করে থাকে। তারপর আউটপুট ইউনিট কাজটি শেষ করে। মেমরির কাজ হল যেসব তথ্য এবং নির্দেশের ভিত্তিতে কাজ হবে সেগুলিকে কমপিউটারের স্মৃতির পটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত করে রাখা। তবে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটই কমপিউটারের আসল কাজটি করে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। চালক ছাড়া যেমন মোটর গাড়ী চলে না ঠিক তেমনই কমপিউটারও পরিচালনার অভাবে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকে। কমপিউটারে কাজ করবার জন্য একটি কর্মসূচী (programming) লিপিবদ্ধ করতে হয়। প্রোগ্রাম বলতে এখানে কতকগুলি নির্দেশের কথা বোঝায়। এই নির্দেশের ভিত্তিতেই কমপিউটার বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাধান করে থাকে।—

"বাটের দশকে কমপিউটার দিয়ে কেবলমাত্র জাস্টিফিকেশন (একটি পঙক্তিকে টাইপ এবং স্পেস দিয়ে সামানাসে ফাঁক না রেখে একটি বাঞ্ছিত দৈর্ঘ্যে দাঁড় করানো) এবং লাইনের শেষে হাইফেন চিহ্ন বসানো ছাড়া আর কিছু করা যেত না। কিন্তু এখন কমপিউটারের কাজ তার চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। কমপিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অক্ষরযোজক যন্ত্রগুলির চাবি টেপার কাজ (key.board operation) পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা এ যুগে সম্ভব। কম্পোজ করা জিনিস সংক্ষেপ, সংশোধন এবং সম্পাদনার ব্যাপারে কমপিউটার ছাড়া আজ আর চলে না।"

"কমপিউটারের দক্ষতার উদাহরণ হিসাবে কেবলমাত্র লাইনোট্রোন 303 কি কি করতে পারে তাই উল্লেখ করছি।

১। প্রতি মিনিটে ১৫০টি পঙক্তি তৈরী করা।

২। ৪ থেকে ৭২ পয়েন্টের টাইপে অক্ষরযোজনা করা। প্রয়োজনমত টাইপের আকার আধ পয়েন্ট করে বাড়ানো। এক পয়েন্ট বলতে স্থূলভাবে ১ ইঞ্চির বাহাত্তর ভাগের এক ভাগ বোঝায়।

৩। বিভিন্ন পঙক্তির মাঝে মাঝে প্রতিটিতে ½ পয়েন্ট করে ফাঁকা জায়গা বৃদ্ধি করা।

৪। ২৪টি পর্যন্ত আধারের প্রতিটিতে ১৭৪টি হরফ রাখার সুযোগ।

৫। অপ্রতিদ্বন্দ্বী টাইপ ফেসের সংগ্রহ।"

মুদ্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে প্রাচীনতার বিচারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে লিথোগ্রাফি। লিথোগ্রাফি কথাটির অর্থ কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলা উচিত পাথর দিয়ে মুদ্রণ। লিথোগ্রাফির অস্তিত্ব কতগুলি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে পাথরের ওপর মুদ্রণীয় নক্সা তৈরী করা হয় তার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। পাথরটির উপর একধরণের তৈলাক্ত কালি দিয়ে কিছু এঁকে নিলে তার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার একটি নূতন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। কারণ তৈলাক্ত কালির ভিতরের স্টিয়ারিক বা ওলিয়িক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে মুদ্রণের জন্য ব্যবহার্য পাথরের মুদ্রণীয় এলাকা ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট অথবা ক্যালসিয়াম ওলিয়েটে পরিণত হয়। তার ধর্ম চর্বিটে কালিকে আকর্ষণ করা আর জলকে প্রতিহত করা। অমুদ্রণীয় অংশটির জন্য আরেকটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন। কারণ সেই অংশে যাতে কালি না ধরে তার ব্যবস্থা করতেই হবে। গাম আরাবিক অর্থাৎ আরবী আঠা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের উপর মাখালে যে নূতন যৌগিক পদার্থ তৈরী হয় তার নাম ক্যালসিয়াম আরাবিনেট এবং তা জলকে আকর্ষণ করে এবং তৈলাক্ত কালিকে প্রতিহত করে। এমনি করে একটি পাথরের একটি দিকে একই সময়ে দুটি যৌগিক পদার্থ তৈরী করে নেবার পর একসঙ্গে কালি এবং জলের প্রলেপ লাগালে জায়গা মত কালি এবং জল লাগিয়ে অনায়াসেই ছাপার কাজ করা যায়। একই রকম রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে ক্রমে দস্তা বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত থেকে মুদ্রণ আরম্ভ হয়। কারণ এই ধাতব চাদরগুলিকে মেশিনের বেলনাকার অংশের গায়ে এঁটে নিয়ে দ্রুতগতিতে কাজ করা সম্ভব। পাথর

বা সাদর থেকে সরাসরি কাগজের উপর ছাপার নাম ডাইরেক্ট প্রিন্টিং। আর সেসব থেকে একটি রাবারের চাদরে মুদ্রণীয় নক্সাটি ছেপে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় অফসেট। অর্থাৎ ডাইরেক্ট নয় বলেই অফসেট। ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে অফসেট লিথোগ্রাফি এযুগে বিশেষ লোক প্রিয়তা অর্জন করেছে। হরফ মুদ্রণের ক্ষেত্রেও লিথোগ্রাফি লেটার প্রেসকে কোণ ঠাসা করে ফেলেছে। লিথো মুদ্রণের এতটা উন্নতি হয়েছে ওয়েব অফসেট যন্ত্রের জন্য। ওয়েব অফসেট কন্টিনুয়াস অসাধারণ ভাল কাজ করছে। এ যন্ত্রে মুদ্রণীয় কাগজকে টুকরো হিসাবে ছাপা না চড়িয়ে লাটাইয়ে সুতো পরানোর মতন করে পরিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত রোটারি প্রেসের মত ওয়েব অফসেট প্রচণ্ড বেগে কাজ করে। প্রায় সব ওয়েব অফসেট যন্ত্রেই একসঙ্গে কাগজের দু'পিঠ ছেপে নেওয়া যায়। এর ইংরেজী নাম "পারফেকটার"। ওয়েব অফসেট প্রেসে একসঙ্গে নানা রঙের কালি দিয়ে ছেপে নেবার ব্যবস্থাও আছে। অধুনা প্রায় সমস্ত বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রই লেটার প্রেসের পরিবর্তে লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছাপিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

মুদ্রণের এ সমীক্ষায় চিত্র মুদ্রণের কথা কিছুটা না বললে এ আলোচনা হয়ে উঠবে অসম্পূর্ণ। মুদ্রণের এই দিকটিতেও ভারতবর্ষেও একজন মানুষ কিছু মৌলিক কাজ করে গেছেন। আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে উপেন্দ্রকিশোরের বৈজ্ঞানিক চিন্তা হাফটোন ব্লক তৈরির কাজে গাণিতিক নির্ভুলতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সকলেই জানেন যে ফটোগ্রাফ শিল্পীর আঁকা ছবি কিম্বা "ট্রান্সপারেন্সি" প্রভৃতির ব্লক তৈরী করে ছাপার কাগজের উপর সেসব ছেপে নিতে না পারলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা মস্ত ফাঁক থেকে যায়। সংবাদপত্রের সমসাময়িক পাঠকবৃন্দ একদিকে যেমন নতুন নতুন সংবাদ পড়তে চান অপরদিকে এও চান যে সেসব সংবাদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলী মুদ্রণ করা হোক।

আমরা যেসব ছাপা ছবি দেখি লেটার প্রেসের নিজস্ব ভাষায় সেগুলো মূলতঃ "লাইন" অথবা "হাফটোন" ছবি। "লাইন" ছবির অর্থ হল রেখাচিত্র যাতে সাদা আর কালো ছাড়া আর কিছু নেই। "হাফটোন" ছবিতে সাদা আর কালো ছাড়া তাদের মাঝামাঝি কালিমার নানাপ্রকার আঁচ বা আমেজ দেখতে পাওয়া যায়। হাফটোন ব্লকের নেগেটিভ তৈরী করার জন্য ক্যামেরার ভিতর যেখানে ফোটোগ্রাফিক প্লেট অথবা ফিল্ম থাকে ঠিক তার সামনে আড়াআড়িভাবে বসানো যে কাঁচের পর্দা লাগানো হয় তাকে বলে "হাফটোন স্ক্রিন"। "এই রুল বা লাইন প্রতি স্কয়ার—ইঞ্চিতে ৪০ থেকে ২০০ পর্যন্ত লাইন সচরাচর ব্যবহার করা হয়। খুব করা কাঁচের মধ্যে দিয়ে তোলায় যে নেগেটিভ হয় তার প্রত্যেক গোড়াই লাইন আর ছোট ফুটকি। এই নেগেটিভ থেকে তামা বা দস্তার ব্লককে ছবি তুলে, খোদাই করে 'হাফটোন ব্লক' তৈরী হয়"। হাফটোন স্ক্রিন ফটোলিথোগ্রাফির কাজকেও সার্থক করে তুলেছে। এই পৃথক আঁচ বা আমেজের দিকটিকে সঠিক ভাবে ফুটিয়ে তোলাই হাফটোনের কাজ। উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুবিনয় রায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন "এবার সংক্ষেপে লাইন ছবির ব্লক (ব্লক মানে, যে ছবি থেকে খোদাই ছাপ হয়) তৈরীর কথা বলি। প্রথমে ক্যামেরার সাহায্যে মূল ছবিটির (অর্থাৎ যে ছবি থেকে ব্লক বানাতে হবে) একটা নেগেটিভ তোলা হয়, যেমন আমরা সাধারণ ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে করে থাকি। কিন্তু এই নেগেটিভ ছবিটি সাধারণ ফটোগ্রাফির মত উল্টো না উঠে সোজাই ওঠে। ক্যামেরার লেন্সের সামনে আয়নায় লাগানো একটি ত্রিকোণ কাঁচ থাকে, তারই সাহায্যে সোজা ছবি ওঠানো যায়"।

"নেগেটিভে মূল ছবির সাদা জায়গা কালো উঠে, কালো জায়গা ওঠে সাদা। এরপর তামা বা দস্তার ব্লকের উপর লিকুইড এমোলিয়াম বাইক্রোমেট, ডিমের সাদা অংশ প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরী করা একরকম আঠালো জিনিষ লাগিয়ে শুকিয়ে নিয়ে অন্ধকার ঘরে একটি কাঁচ লাগানো ফ্রেমের মধ্যে নেগেটিভের পিছনে তামা বা দস্তার ব্লকটি লাগিয়ে কিছুক্ষণ ফ্রেমটিকে রোদে রাখা হয়। নেগেটিভে যে যে জায়গা সাদা আছে, ব্লকের সেই সেই জায়গায় রোদ লাগে।"

"তারপর ফেস থেকে ফলক খুলে নিয়ে গরম জলে ভিজালে কেমিক্যাল রোধ লাগে নি এবার উপর থেকে আঠালো জিনিষটি ধুয়ে উঠে যায়। এবার ঐ ফলককে আরকের সাহায্যে খোদাই করা হয়—অর্থাৎ যেখানে রোধ লেয়েছে সেসব জায়গা বাদে অন্য জায়গা আরকে ক্ষয় পেয়ে নীচু হয়ে যায় : ছবির লাইনগুলি উঁচুই থেকে যায়। তারপর আর কি ? খোদাই শেষ হলে ফলকটিকে ছেঁটে ঠিক করে কাঠের তক্তার উপর লাগিয়ে ছাপার হরফের সমান উঁচু করা হয়। কাজের সুবিধার জন্য এবং খরচ কমাবার জন্য তামার বা দস্তার পাতলা পাতলা চাদরের উপর খোদাই করা হয় : শেষে কাঠের উপর জুড়ে নিয়ে কাজের উপযোগী করা হয়।"

সুবিনয়বাবু এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। তারপর ব্লক তৈরীর কাজ আরো অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ধাতুর ফলকের উপর এক্সপোজার দেবার জন্য রোদের অপেক্ষায় বসে থাকার কোন প্রয়োজন আজ আর নেই। বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম আলোর সাহায্যে সে কাজ করা হচ্ছে। বহুবর্ণের ছবি মুদ্রণের কাজও এখন বিশেষ ভাবে এগিয়ে গেছে। "দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন" গ্রন্থের ছবি ছাপার কলাকৌশল প্রবন্ধে নীলমনি সেনগুপ্ত লিখেছেন— "রঙিন ছবি ছাপার জন্য প্রতিটি মূল রঙের একটি আলাদা নেগেটিভ দরকার। রাসায়নিক পদ্ধতিতে কাঁচের ফটোগ্রাফিক প্লেট অথবা ফিল্মের উপর এই নেগেটিভ তৈরী করা হয়। প্রকৃতির তিনটি মূল রং হল সবুজ (Green), বেগুনি ( Blue-Violet ) এবং কমলা (Orange-Red)। আবার এই রং গুলির সংমিশ্রণে নানা রঙের সৃষ্টি হয়। সবুজ এবং বেগুনি মিশে হয় হলুদ (Yellow) রং এবং বেগুনি ও কমলার সংমিশ্রণে পাওয়া যায় নীলাভ লাল (Magenta)। এইগুলিই আমরা আকাশের রামধনুতে দেখি। এ হল প্রকৃতির আলোর মধ্যস্থিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আচরণের কথা"।

"কিন্তু মুদ্রণের সময় ছাপাখানায় ব্যবহৃত রঞ্জিন পদার্থের মিশ্রণে যে ফলাফল আমরা পাই তা ঠিক একরকম নয়। মুদ্রণ শাস্ত্রে এ নিয়ে Additive এবং Subtractive theory-র বিস্তারিত গবেষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে শুধু এইটুকু বলছি যে, রঞ্জিন পদার্থের অর্থাৎ ছাপাখানার নানা রঙের কালির আচরণের ধরনটা একটু আলাদা—সেখানে হলদে হল বেগুনীর অমেজাবিহীন এবং সবুজে নীল কমলা বিহীন। ঠিক এইকারণেই ভিন্ন ভিন্ন রঙের নেগেটিভ তৈরী করতে তার বিপরীতধর্মী ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে। যেমন হলুদ রঙের নেগেটিভের জন্য বেগুনী ফিল্টার, কমলার জন্য সবুজ ফিল্টার এবং সবুজ-নীলের জন্য কমলা ফিল্টার ব্যবহার করতেই হবে।"

এইভাবে প্রতিটি রঙের নেগেটিভ তৈরী করার পর দেখা যায় যে, যে রকম ফল পাওয়া উচিত ছিল তা ঠিক পাওয়া যায় নি। আমরা নীলাভ-লাল ( Magenta ) নেগেটিভে এই দোষটি বেশী করে দেখি তবে হলুদ রঙের নেগেটিভেও কিছু দোষ থাকে, তার কারণ যে রঙগুলির কথা আগে বলা হয়েছে আলো প্রতিফলন ( Reflection ) ও আত্মসাৎ (Absorption) করার শক্তি বাঞ্ছিত মাত্রায় থাকে না। সেই জন্য সেগুলিকে নির্খুত করতে হলে নেগেটিভগুলোকে সংশোধন করতে হবে। একে ইংরেজীতে Colour Correction বলা হয়। ফটোগ্রাফির সাহায্যে যে উপায়ে এই সংশোধন করা হয় তাকে Masking Method বলে। কারণ এই কাজে একটি রঙের নেগেটিভ কিম্বা পজিটিভ আর একটি রঙের নেগেটিভ বা পজিটিভের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে একটি রঙের নেগেটিভের অন্তর্গত অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি আর একটি রঙের নেগেটিভ এসে বন্ধ করে দেয়। .....ফিল্টারের ব্যবহার সম্বন্ধে আগে দু'এক কথা লিখেছি। এই ফিল্টারগুলি রঙিন-কাঁচের টুকরো অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কাঁচের মত পদার্থ যা ছবি তোলার সময় পদার্থ বিদ্যার নিয়মানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মূল রঙকে ছেঁকে আলাদা করে নেয়।"

ঐ বইটিতে আর একটি প্রবন্ধে ( পৃঃ ৩৮৯ ) বলা হয়েছে—"ইউরোপ-আমেরিকায় ফটো এনগ্রেভিং এর কাজ খুবই উন্নত হয়ে উঠেছে। একাধিক যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে এই বিভাগের কর্মীরা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা

অর্জন করার আগেই সুন্দর ব্লক বা প্লেট অনায়াসে তৈরী করেছেন। এ যুগের ডার্করুম ক্যামেরা দিয়ে এমন অনেক কিছুই করা যায় যা ফটোএনগ্রেভিং-এর গোড়ার যুগে কল্পনাও করা যেত না। অবশ্য এর জন্য আধুনিক প্রসেস ক্যামেরা ব্যবহার করার মত সুশিক্ষিত কর্মীও প্রয়োজন। ফটোএনগ্রেভিং-এর ( তথা চিত্র মুদ্রণের ) দিগন্তে স্ক্যানার যন্ত্র এক নূতন যুগ এনেছে। এক রঙের কাজের জন্য যে সব ইলেকট্রনিক স্ক্যানার ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলি মূল চিত্রটির আলো-ছায়ার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করার সঙ্গে সঙ্গেই অধিক স্থিতি সহ প্লেট অথবা ফরমে তৈরী করে দিচ্ছে। আর ইলেকট্রনিক কালার স্ক্যানার বিভিন্ন রঙের উপযোগী আলাদা আলাদা মুদ্রণীয় সমতল তৈরী করে বিস্ময়কর ভাবে মানুষের হাতের কাজকে লাঘব করে দিচ্ছে। মুদ্রণের ইতিহাসে সময়ের বিচারে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে গ্রাভিয়র প্রিন্টিং যার অন্য নামটি হল ইনটাগলিও ( Intaglio )। লেটার প্রেসে মুদ্রণীয় অংশটি থাকে সবচেয়ে উঁচুতে। লিথোগ্রাফিতে প্লেট অথবা পাথরের খণ্ডের উপর মুদ্রণীয় এবং অমুদ্রণীয় অংশ একই সমতলে থাকে আর গ্রাভিয়রে মুদ্রণীয় এলাকা অমুদ্রণীয় এলাকার চেয়ে নিচে থাকে। গ্রাভিয়রের মুদ্রণীয় সিলিণ্ডারে কালি লাগালে নিচু অংশগুলি কালিতে ভরে যায়। তারপর যান্ত্রিক উপায়ে অমুদ্রণীয় অংশের কালি মুছে নিয়ে ছাপার কাজ চলে। গ্রাভিয়র মুদ্রণে ছাপার জিনিষগুলোকে একটি ধাতব পাতের উপর ফোটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়। তারপর এমনভাবে অ্যাসিডে ভিজিয়ে দেওয়া হয় যাতে মুদ্রণীয় অংশগুলি অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে ক্ষয় যায়। এচিং এর কাজ সারা হলে প্লেটটিকে রোটারি মেশিনে এঁটে নিলেই হল। খুব বেশী টানের কাজ না হলে ফোটো-গ্রাভিয়র মুদ্রণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠে। সাম্প্রতিক-কালে "লেজারের" সাহায্যে প্রিন্টিং প্লেটগুলোকে সরাসরি এচ করা সম্ভব হচ্ছে।

আমাদের দেশে গ্রাভিয়র মুদ্রণপদ্ধতি তেমন লোকপ্রিয়তা অর্জন করে নি। এর মূল কারণ মূলত অর্থনৈতিক। সুইডেনের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবং চীন দেশেও ফোটোগ্রাভিয়র যথেষ্ট লোকপ্রিয় মুদ্রণ পদ্ধতি।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মুদ্রণকে আজকাল "ইমপ্যাক্ট টাইপ" এবং "নন ইমপ্যাক্ট টাইপ" এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। নন্ ইমপ্যাক্ট টাইপ প্রিন্টিং সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ এ পর্যন্ত যতগুলি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে সেগুলি প্রায় সবই ইমপ্যাক্ট টাইপের পর্যায়ভুক্ত। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা কর্তৃক প্রকাশিত Science and Technology Illustrated গ্রন্থের একবিংশতি খণ্ডের ২৬০০ পৃষ্ঠায় আছে—ইমপ্যাক্ট প্রিন্টিংএর সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় উদাহরণ হল ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার। তারপর আছে—**The printing element consists of a rectangular grid, or matrix, of wires. Usually dot matrix elements range in rows from 5 by 7 to 9 by 9 in size, although there are some as dense as 11 by 11 or even denser.** বেগুলিতে ৯×৯ এলিমেন্ট থাকে। যেখানেই তারা মিলিত হয় সেখানেই একটি ডট সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি হরফই কতগুলি ডটের নমুনা হিসাবে তৈরী হয়। ডটের সংখ্যা যত বেশী হয় হরফ তৈরীও তত্ই নিখুঁতভাবে করা যায়। উপরোক্ত গ্রন্থটিতে শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে : **Dot—matrix Printers are extremely versatile. The same printer can be run at speeds of 180 characters per second (cps) down to 60 cps (a fast human typist can produce six characters per second...**

**...The other common type of impact printer is the daisy wheel or thimble printer. It has a print wheel or a thimble shaped device with the actual letters embossed on it. It is almost always slower than a dot-matrix printer but produces higher quality print, like that of a good typewriter. Thus it is used when appearance is important.**

Both daisy wheels and dot matrix printers usually make their imprint by striking a ribbon. Some dot-matrix units use either heat or electricity to produce a pattern on specially treated paper. However because the paper is so expensive, such methods are fallen into disuse.

নন ইমপ্যাক্ট প্রিন্টিং-এর ক্ষেত্রে এলিমেন্ট বলে যাকিছু জিনিষটি কাগজের সংস্পর্শে কখনও আসে না। এক ধরণের নন্ ইমপ্যাক্ট প্রিন্টিংএর নাম "ইঙ্ক জেট প্রিন্টিং।" এ ধরণের প্রিন্টারগুলোতে কতগুলি ছোট ছোট ফোয়ারা বা নলের মুখের মত থাকে। তা দিয়ে হরফের নকসা অনুসারে কালি স্প্রে করা হয়। দ্রুত এবং শব্দহীন এই পদ্ধতিতে যে কোন জটিল ধরণের নকসাকে রূপ দেওয়া যায়। এগুলির সাহায্যে রঙিন কাজও করা যায়।

সবচাইতে দ্রুতগতিতে যেসব প্রিন্টার কাজ করে সেগুলোর অনেক নাম। সেগুলি লেজার (laser) প্রিন্টার এবং কপিয়িং মেশিনের মত কাজ করে। হরফের নকসাকে ট্রেস করবার জন্য লেজার রশ্মিকে কাজে লাগানো হয়। লেজার সে নকসাকে একটি ড্রামের উপর ট্রেস করে দেয়। মুদ্রণীয় কাগজকে ড্রামের উপর চেপে ধরে রাখলে it picks up the electrostatic change and residual heat left by the laser, so that five printing dust is attracted and fused onto the paper when the laser has traced its characters.

পারদর্শের বলাই ফোটোগ্রাফিক প্রিন্টিং এবং সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং সম্বন্ধে। অধিকাংশে অফিস কাজাদিতে কপি করার কাজে ফোটোগ্রাফিক প্রিন্টিং বিশেষ কার্যকর বলে মনে করা হয়। সেলেনিয়াম এমন একটি পদার্থ যার উপর আলো পড়লে তার ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। ফোটোগ্রাফিক মুদ্রণের জন্য সেলেনিয়ামের প্রলেপ লাগানো একটি প্লেটের উপর যে জিনিষটি কপি করতে হবে তাকে স্থাপন করতে হবে। যখন কপির উজ্জ্বল নকসাটি কাগজের উপর এসে পরে তখন কালো অংশগুলিতে পজিটিভ রীতিতে চার্জ এবং নেগেটিভ রীতিতে চার্জ করা মুদ্রণীয় গুঁড়ো কালিকে আকর্ষণ করে। এমনি করে মুদ্রণীয় এলাকায় গুঁড়ো কালি লেগে যায় এবং যন্ত্রে স্বল্প সময়ের উত্তাপ প্রবাহের ব্যবস্থা থাকার ফলে গলে গিয়ে কাগজের মধ্যে প্রবেশও করে। বলা বাহুল্য এর জন্য মূল জিনিষটিকে অবিকলভাবে নকল করে নিতে কোন অসুবিধা হয় না।

স্ক্রিন প্রিন্টিং বলতে যে দুটি জিনিষের কথা সব চেয়ে বেশী করে মনে আসে সেগুলো হলো একটি Stencil এবং অতি সূক্ষ্ম একটি পর্দা অথবা কাপড়ের টুকরো। Stencil টিকে পর্দাটির উপর স্থাপন করতে হয় এবং তার উপর দিয়ে কালি ঢেলে দিতে হয়। Stencil-এর নিচের অংশগুলি কালির প্রবাহকে প্রতিহত করে এবং খোলা জায়গাগুলি দিয়ে বিনা বাধায় বেরিয়ে আসে। সিল্ক স্ক্রিনের একটি মস্ত বড় সুবিধে হলো তা কুটির শিল্পের মত গড়ে তোলা যায়।

# পুস্তকের বর্গীকরণ ও এক লেখিকার প্রতিক্রিয়া

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য

Classification (Theory)-এর ক্লাসের অব্যবহিত আগে এক পিরিয়ড বিরাম থাকতো। ঐ সময় আসতো গীতা। গীতা ওর ডাক নাম। যেটি ওর ব্যবহৃত ও প্রচলিত নাম, সেটিতে বাংলার সাহিত্যপ্রেমী মানুষ সবাই ওকে চেনেন। ওর লেখা সাম্প্রতিক কালের একটি বই পাঠক-পাঠিকার মনে বিপুল সোলা দিয়েছে; কেউ বলছেন কী শক্তিশালী লেখনী! কেউ বা বলছেন, বাংলা কথা সাহিত্যের দৈন্য ঘুচলো এবার।

আমি নিজেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই ক্লাসে অপাংক্তেয়। আমি যা হারিয়েছি তা হলো অন্য ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় বয়সের সমতা। তার উপর অসম বয়সের এই প্রৌঢ় ছাত্রের এককালের সহপাঠিনী যদি এইভাবে প্রতি বুধবার আসে আর লাস্ট বেঞ্চ-এ বসে, গল্প-গুজব করে, তাহলে আমরা (গীতা ও আমি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবো সবার, আর আমাদের আলাপচারী ডিস্টিংক্ট্ হয়ে উঠবে—এইটাই ছিল আমাদের আশঙ্কা। পরে বুঝেছিলাম, আমাদের আশঙ্কা ভিত্তিহীন। গীতার পরিচয় এই ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরাও পেয়েছিল এবং ওর হৃদয় মাধুর্যে সকলেই প্রায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আমি গীতাকে বললাম, আজ প্রফেসর চক্রবর্তী প্রেডিকেবল্‌স্ পড়াবেন। গীতা বললো, কতো পাঁচ এখানে পাবে দাখো—রবীন্দ্রনাথ তো পঞ্চ হাজার না লিখে সপ্ত হাজারও লিখতে পারতেন। আমি বললাম, কী বলছো এসব?

গড়গড় করে আবৃত্তি করে চললো গীতা। পাথাপ গাঁধা প্রসাদ পরে আছেন ভগবন্ত, মেহোগিনীর মন্ত্র জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ, সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা অশ্বাদিত মধু যেমন যুথী অনাঘ্রাতা ভৃত্য নিত্য ধুলো ঝাড়ে ঘর পুরোমাত্রা, ওরে আমার ছন্দোময়ী সেথায় করবি যাত্রা।

আমি কিছু জিগ্‌গেস করার আগেই বললো, রবীন্দ্রনাথই কি শুধু পঞ্চে ভক্ত? এই আবদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যাপার এস্ আর রঙ্গনাথন তো ফার্স্ট ল হিসেবে এই কথাটিকেই সোচ্চার করে ছিলেন—Books are for use—বই ঐ মেহোগিনীর মন্ত্র জুড়ে থাকবে আর তৃষিত পাঠক বঞ্চিত হবে, বই সে জন্য নয়। বই পাঠক-পাঠিকার ব্যবহারের অনুরূপ কথা বোধ হয় টেনিসন-এর ভ্রমণপ্রেমী ইউলিসিস্‌ও বলেছিলেন মরচে ধরে থাকার জন্য তরবারি নয়, ব্যবহারে দীপ্ত পাবে, তবেই তো তরবারী।

How dull it is to pause, to make an end
To rust unburnished not to shine in use!

কিন্তু রঙ্গনাথনও তো পাঁচের বেশি বা পাঁচের কম গ্রন্থাগার কানুনের জন্ম দিতে পারতেন, অথচ তিনিও পাঁচের ভক্ত দিয়ে গেলেন পঞ্চ কানুন:

Books are use (বই, সে তো ব্যবহারেরই জন্য) Every reader his book (প্রতি পাঠকেরই জন্য চাই বই, আছে বই) Every book its reader (প্রতিটি বইয়েরই জন্য আছে নির্দিষ্ট পাঠক) Save the time of the reader (পাঠকের সময়টুকুকে বাঁচাও, মোহাই) Library is a growing organism (গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান সংগঠন)

প্রফেসর চক্রবর্তী ক্লাসে ঢুকলেন। গীতা চলে গেল।

প্রেডিকেব্‌ল্‌স্‌এর ক্লাস হলো। ক্লাসিফিকেশন-এর প্রেডিকেব্‌ল্‌স্‌ কেন? কারণ, বর্গীকরণ হলো একটা মানসিক প্রক্রিয়া যেখানে আমরা গ্রুপ বা বর্গ বানাই। কার গ্রুপ বা বর্গ? বস্তুর বা ঘটনার। অনেক মানুষকে এক জায়গায় মনে মনে সাজিয়ে বাঙালী বলছি। আবার বাঙালী-বিহারী-রাজস্থানী সমেত অনেক মানুষকে মনে মনে সাজিয়ে ভারতীয় এই বর্গটি রচনা করছি। কিসের ভিত্তিতে? সাদৃশ্যের ভিত্তিতে। একটি কুকুরের সঙ্গে একটি হাতির সাদৃশ্য নেই, যদিও দুইই 'পশু' শ্রেণীর অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' আর ঐ নোবেল পুরস্কার পাওয়া কবিতার বই 'গীতাঞ্জলী' এক কী? প্রথমটি উপন্যাস, দ্বিতীয়টি কাব্য, ফলে সাদৃশ্য নেই। অথচ দুই-ই একই শ্রেণীর অন্তর্গত, তার নাম সাহিত্য; শেষের কবিতাও সাহিত্যের বই, গীতাঞ্জলিও তাই; কেউ বলবেন না ওদের বিষয়বস্তু ভূগোল কিম্বা পদার্থবিদ্যা।

ঠিক এই কারণেই পাঁচটি predicableকে শিখে নিতে হয় বর্গীকরণের পটভূমি হিসেবে। পাঁচটি প্রেডিকেব্‌ল্‌ এর নাম:

পরাজাতি (Genus)
অপরাজাতি (Species)
লক্ষণ (Differentia)
গুণ (Property)
নৈমিত্তিক গুণ (Accident)

এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম গীতার কথার মর্মার্থ। প্রেডিকেব্‌ল্‌ বা বিধেয় হবার বোসা, কিম্বা বলা যায় 'বিধেয়-র জন্য বিধেয়-র' সংখ্যা পাঁচ।

ব্যাপারটি সোজা। বিধেয় কে হতে পারে? বাক্যে তো দুটি ভাগ, উদ্দেশ্য আর বিধেয়। বিধেয় কে হতে পারে? বিধেয় হতে পারে পরাজাতি যেমন:

মানুষ মরণশীল বা মানুষ জীব—এই বাক্যে 'মরণশীল' মানুষের তুলনায় উচ্চশ্রেণী অর্থাৎ ওর denotation বা সংজ্ঞার্থ অনেক বেশি, যেমন 'জীব' এরও। অথবা "প্রতিটি বাঙালী ভারতীয়" বললে বেশ বোঝা যায়, 'ভারতীয়' 'বাঙালীর পরাজাতি।

কিছু ভারতীয় নিশ্চয়ই বাঙালী কিছু পশু তো নিশ্চয়ই মানুষ এরকম বললে বিধেয়টি যে উদ্দেশ্যের তুলনায় অপরাজাতি, সংজ্ঞার্থে অনেক ছোট, তাও আমরা বুঝি।

মানুষতো বিবেকবুদ্ধি যুক্ত পশু। তার বিবেক-বুদ্ধিটাই তো তাকে পৃথকীকরণ করে পশুর অন্য সব অপরাজাতি বা Species থেকে—যেমন বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, সিংহ এই সব থেকে। অতএব এই বিবেকবুদ্ধিটাই হলো differentia বা লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষও বই, আবার সুনীতি চাটুজ্জের ও-ডি-বি-এল্‌ (অরিজিন এ্যান্ড ডেভেলপমেণ্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ)ও বই। বিষবৃক্ষ-র differentia কী? উপন্যাস হিসেবে এটি সাহিত্যের অন্তর্গত। সুতরাং সাহিত্যই হলো বিষবৃক্ষের Differentia।

পরের বুধবার আবার গীতা এলো। আমি বললাম, আমরা লাইব্রেরী সায়েন্স পড়ে কুলকিনারা পাচ্ছিনা আর তুমি এর 'ডিটেল্‌স্‌' জানলে কী করে? প্রেডিকেব্‌ল্‌এর সংখ্যা কটা, তুমি জানলে কী করে?

সেদিন গীতার মনটা ভালো থাকার কথা নয়। সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকায় ওর বহু প্রশংসিত বইয়ের রিভিউ বেরিয়েছে। যিনি গ্রন্থ-সমালোচনা করেছেন, তাঁর নামও সেখানে প্রকাশিত। ঐ সমালোচক ও গীতা দুজনে ভিন্ন সাহিত্যগোষ্ঠীর সদস্য। গীতার বইকে একেবারে ডুবিয়ে ছেড়েছে ঐ সাহিত্য সমীক্ষা। এমন কথাও লেখা আছে: বইটির পৃষ্ঠসংখ্যা ও অবয়ব ভালোই পয়সা দিয়ে কেনার পর পাঠক-পাঠিকা খুশি না হলে ওজন-দরে বিক্রী করে কিছু অর্থ পেতে পারেন, এই যা সান্ত্বনা।

গীতা বললো, তোমার সমস্যা তো জানি। বড়ো লাইব্রেরি, অনেক অনেক বই। কোন্‌ বইটি কোথায় রাখবে যে, পাঠক-পাঠিকা কাউন্টারে এসে বইটি চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে ওটি তার হাতে তুলে দিতে পারো। কিম্বা পাঠক একটি বই ফেরৎ দিয়ে গেলেন; সেটি যথাস্থানে রেখে আসতে হবে। অতো শ্যাকের মধ্যে ঐ বইয়ের

যথাস্থান বা সঠিক ঠিকানা কী করে খুঁজে বের করবে? তোমার সমস্যার মতোই আমার সমস্যা। কোন্‌টিকে কোথায় রাখবো।

উৎসুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ব্যাগে রাখলো। ব্যাগ থেকে বের করলো একটি বই—বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অভিধান সদৃশ একটি বই। বইটি গীতাকে উপহার দিয়েছেন এক ভদ্রমহিলা। উৎসর্গপত্রের আগের সাদা পাতাটিতে তিনি যা লিখেছেন, সেটির দিকে গীতা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

"শ্রদ্ধেয়া মহাশয়া,

গত বইমেলায় আপনাকে দেখেছি স্টলে-স্টলে ঘুরে খোঁজ করতে এই **Thesaurus** তথা শব্দ ভাণ্ডারটির জন্য। কিন্তু এটি পান নি—তাও লক্ষ্য করেছি। এখন কলেজ স্ট্রীট এসেছিলাম বাচ্চার জন্যে বেবি ফুড কিনতে। বাংলা ভাষার এই **Thesaurus**টি দেখতে পেলাম। বেবি ফুড কেনা আর হলো না। আপনার...উপন্যাসটি এতোই মুগ্ধ করেছে আমাকে যে বেবিফুডের বদলে বইটি কিনে আপনার প্রকাশকের কাছে রেখে গেলাম। আমার এই ক্ষুদ্র উপহারটি গ্রহণ করলে কৃতজ্ঞ থাকবো। ইতি—

করবী দত্ত

৭৮/৫বি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৬

গীতা পুনরাবৃত্তি করলো: কোন্‌টিকে কোথায় রাখবো? রিভিউএর ঐ নিন্দা আর উপহার পত্রের এই স্তুতি—এই দুটির কোন্‌টি কোথায় রাখবো? মনে করো আমার হৃদয়টাই একটা লাইব্রেরি—হৃদয়ে অনেক স্ট্যাক আছে—অপ্রেম-অবহেলা-অনাদর-অপমানের স্ট্যাক, আবার আনন্দ আবেগ-আদর-আরামের স্ট্যাক—তুমি এই ঘটনা ঠিকমত ক্লাসিফাই করে দিতে পারো?

অপ্রতিভ হলাম। হৃদয়টাই লাইব্রেরি এরকম কাব্যিক কথা শুনিনি কখনও। নিজের কোর্সের জ্বালায় মরছি—এতোগুলি অল্প-বয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে পড়াশুনা করে ফেল করে গেলে অপমানে, লজ্জায় মরে যাবো। আজ প্রফেসর চক্রবর্তী নলেজ ক্লাসিফিকেশন ও বুক ক্লাসিফিকেশনের পার্থক্য বোঝাবেন। বুক ক্লাসিফিকেশন মানে নলেজ ক্লাসিফিকেশন ছাড়া আর কিছুই নয়—কেবল বই নামক পার্থিব বস্তুটির বৈশিষ্ট্যের জন্য কয়েকটি এ্যাডজাস্টমেন্ট আছে। গীতাকে বললাম।

গীতা বললো, শুনেছি তোমাদের বুক ক্লাসিফিকেশনের ফাইভ এ্যাডজাস্টমেন্টএর কথা। আমি তো এই কথাই বুঝি, ক্লাসিফিকেশন সবাইকেই করতে হয়—শাড়ির দোকানের মালিককেও শাড়ির গ্রুপ বানাতে হয়, ওষুধের দোকানের মালিককেও বিভিন্ন রোগের প্রয়োজনে বিভিন্ন যে-সব ওষুধ লাগে, সে সব ক্লাসিফাই করে রাখতে হয়, আবার নববধূ-গৃহবধূকেও সংসারের প্রয়োজনে মসলাপাতি, বাসনকোসন ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস বিভিন্নগ্রুপ বর্গ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখতে হয়।

শাড়ী, ওষুধ, সংসারের জিনিসপত্র আর বই—সবার ক্ষেত্রেই তো আর ক্লাসিফিকেশনের সমস্যা একরকম হতে পারে না। মিহিজামে আমার ভাইপোর (খুড়তুতো দাদার ছেলে) বৌ তো ঘর সাজাতে গিয়ে মধুর শিশি কোথায় রাখবে, তাই নিয়ে ভেবে আকুল—ওটি শিশুখাদ্য, আবার দিদি-শাশুড়ির কবিরাজী ওষুধ খল-এ ছেড়ে দেবার জন্য লাগে, আবার মধু পূজা-অর্চনায় লাগে; তাহলে শিশু খাদ্যের সঙ্গে, নাকি ওষুধপত্রের সঙ্গে, নাকি পূজা-অর্চনার উপচারের সঙ্গে—কোথায় মধু রাখবে?

মধুরেণ সমাপয়েৎ—আমরা দুজনেই পরস্পর ঠাট্টা করে বললাম, কারণ, প্রফেসর চক্রবর্তী ঝড়ের বেগে ক্লাসে ঢুকলেন।

উনি প্রায় একই কথা বললেন। বললেন, একটা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বা কোষগ্রন্থে তো অনেক বিষয় বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো থাকে—যেমন,

**Garden crops**
**Geography of ancient world**
**Geometry**
**German Etymology**
**God**
**Greek sculpure**
**Ground transportation**

কিন্তু বুঝতে হবে, এই বিষয়গুলি যথাক্রমে Technology, General Geography, Pure Sciences Language, Religion

এইসব শ্রেণীর অন্তর্গত। কোয়ন্টম বই তো একটি বা (কয়েক খণ্ড)। তাকে তো আর সব শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট তাকে (স্ট্যাকে) রাখা যাবে না, রাখতে তো হবে একটি এবং মাত্র একটি জায়গাতেই। তাহলে Generalia বা Generalities নামে একটি ক্লাস বা শ্রেণীর অবশ্যই দরকার। তাছাড়া, ভাবীকালে উদ্ভূত subject বা বিষয়কে ঠাঁই দিতে এমনি একটি শ্রেণীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। চাঁদে যাওয়া কিম্বা দূরদর্শন মেয়েমত—এরা বর্তমান কালের বিষয়; একশ বছর আগে তো আর এই বিষয়গুলির জন্ম হয়নি। এইরকম ভাবী বিষয়বস্তুকে ঠাঁই দিতেই Generalia classএর সৃষ্টি।

মিহিজামের ঐ নববধূর মধুর লিপি রাখার কথা মনে পড়লো। মধুর লিপিকে শিশুখাদ্য, কবিরাজী ওষুধের সাজ সরঞ্জাম ও পূজার উপচার কোনও জায়গাতেই না রেখে একটি চতুর্থ জায়গায় রাখতে হবে তাহলে।

দ্বিতীয় এ্যাডজাস্টমেন্ট Form class সম্বন্ধেও গীতা কী সুন্দর কথা বললো সেদিন। সাহিত্যে সব লেখকই তো একরকম form বা রূপ গ্রহণ করেন না। কেউ নাটকার, কেউ কবি, কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ প্রবন্ধকার। দীনবন্ধু মিত্র শাসক ইংরেজদের অত্যাচার রূপায়িত করেছেন 'নীলদর্পণ' নাটকে। আবার একই প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'আনন্দমঠ'এ দেখতে পাই। এবারদিকে প্রবন্ধকার একই প্রসঙ্গ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। Subject বা বিষয় তো একই। তবুও নীলদর্পণ, আনন্দমঠ আর ঐ প্রবন্ধের বই আলাদা আলাদা জায়গায় থাকবে।

গীতার চোখ ছল্ ছল্ করে উঠলো। জানো, আমরা পাঁচ বোন একটা বড়ো পালঙ্কে শুতাম। বড়দির বিয়ে হলো মালদার উকিলের সঙ্গে। মেজদির বিয়ে হলো কৃষ্ণনগরে এক মদ্যপ ব্যবসায়ীর সঙ্গে, মারধোর করে ওর মুখের জিওগ্রাফি বদলে দিয়েছে, তবুও ও স্বামীর শয্যা-সঙ্গিনী। আমার পরের বোনটি, মৃদুলা, ওর তো অধ্যাপক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কলকাতাতেই। ছোট-বোনের খবর তো জানোই। সেদিন কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে চিতার শোয়াবার সময় তুমি তো ছিলে। এবার বলো তো, ফেলে আসা দিন আর কি ফিরে পাবো—বোনেরা কে কোথায় শোয়, সবই তো শুনলে ছোটটি বা শেষ কোথায় শুয়েছে। তাও তুমি দেখেছ—কোনদিন তো আর ঐ পালঙ্কে একসঙ্গে সববোন ঘুমাতে পারো না!

আমার ধান্দা ছিল classification invariably separates as it collocates—এই উদ্ধৃতি দিয়ে explain বা elucidate ক'রে যে-প্রশ্ন থাকবে, তার উত্তর তৈরি করার। এই প্রসঙ্গ যে কেউ এতো বেদনার স্মৃতি দিয়ে মনে ধারণ করতে পারে, তা কি আর জানতাম! Form class তো poetry, drama, fiction, essay জানি; কিন্তু তাদের উকিল জামাই, ব্যবসায়ী জামাই, অধ্যাপক জামাই কিম্বা যমরাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়—এসব চিন্তা তো আমার মাথাতেই আসে না।

তৃতীয় এ্যাডজাস্টমেন্ট হলো Form Division। পদার্থ বিজ্ঞান অভিধানের forms লেখা যায়। Dictionary of Physics। আবার Periodical বা সাময়িক পত্রের আকারেও পদার্থবিজ্ঞান লেখা যায়। যেমন লেখা যায় প্রবন্ধের আকারে, বা রচনা সংগ্রহের collection) আকারে। তাই একই বিষয়বস্তুর বইও বিভিন্ন আলমারিতে চলে যায়।

Notation বা সাংকেতিক চিহ্ন পড়ানো হচ্ছে, এমন সময় একদিন গীতা এলো। বললো, এখনও তোমার সেই বুক ক্লাসিফিকেশনের এ্যাডজাস্টমেন্ট চলছে? এ্যাডজাস্ট তো করতেই হবে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্রেম, অর্থ অন্বেষণ আর যশোলাভের ক্ষেত্রে এ্যাডজাস্ট করতেই পারলেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে নিজেকে বলেছেন:

"পতঙ্গ যে অঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, একেবারে পরাণ কাঁদে!"

অর্থ বার্থ অন্বেষণে হয়ে, আত্মসমীক্ষা করেছেন:

ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল কণ্টকগণে
কমল তুলিতে!
নারিলি ইন্দ্রিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
ও বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মা, কেমনে!"

যশ নাকি মধু-কবি পাননি। শোন কথা!

"সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে—
মাৎসর্য্য বিষদন্ত, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?"

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ক্ষণেকের জন্যে তাকিয়েছি মাথারও দিকে। গীতা বললো, সিঁথির দিকে তাকিয়ে আছ কেন? Notation নেই বলে?

মনটা খারাপ হয়ে গেল এই কথা শুনে। সত্যিই ওর সিঁথিতে সিঁদুর নেই—বিবাহিতা সধবার notation বা সংকেত। বেচারার সাহিত্য-সাধনা ওকে বিয়ে করার ফুরসংও দেয়নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আলোচনার যোগ্য নয়। ওর সেন্টিমেন্ট ইমোশনকে আহত করবে। বিশেষতঃ ক'দিন আগেই ওর ছোটবোন ব্লাড ক্যান্সারে মারা গেছে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটালো গীতা। মোটরগাড়ির নাম্বার, ডাক্তারের গাড়ীতে লাল যোগের চিহ্ন (+), হাসপাতালে নবজাত শিশুর সঙ্গে লাগানো টোকেন নাম্বার এমনি কতো প্রসঙ্গ তুললো।

এরা সবাই সংকেত বহন করে—এরা (notation) দু কাঠা জমির ওপর ত্রিশটি ক্লাস-ইউনিট বিশিষ্ট স্কুলের বাড়ি বানাতে হলে সেটি কেন বহুতল হয় আর দুবিঘা জমির ওপর ঐ স্কুল বিল্ডিং কেন একতল বিশিষ্ট হয়, তা বোঝালো। বুঝিয়ে বললো, বইয়ের শিরদাঁড়ায়, পিছনে যে notation লেখা হয়, তা বড়ো হয়ে যাবে ঐ বহুতল 'বাড়ির মতোই, যদি base ছোট হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের সাম্রাজ্যকে (Universe of Knowledge)কে অল্প কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি ওর মুখের দিকে। ও তো কোনও দিন Library Science পড়েনি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিষয়ের কিছু বই নিজের চেষ্টায় হয়তো পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু এমন লোকায়ত আঙ্গিককে কী করে বিষয়টিকে বুঝে নিয়েছে!

বিস্ময় বাড়িয়ে দিল যখন বললো, মেলভিল ডিউই তো জ্ঞানের সাম্রাজ্যকে দশভাগে ভাগ করেছেন।

দ ধ স
ভা বি ফ
চা সা ভূ সা

[ গীতা উচ্চারণ করলো এইভাবে : দশ/ভাগে/ চাসাভূসা ] না হলে, আমাদের লেখা উপন্যাসে ৮১১, ৪৪৩ এই ছয় ডিজিটেরও কম ডিজিটে নোটেশন করা যেতো।

আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই হলো :

দ ধ স
ভা বি ফ
চা সা ভূ সা

সে আবার কী? গীতা বললো,

কেন, দ-তে= দর্শন
ধ-তে =ধর্ম
স-তে= সমাজবিজ্ঞান
ভা-তে= ভাষা
বি-তে= বিজ্ঞান
ফ-তে= ফলিত বিজ্ঞান
চা-তে =চারুকলা
সা-তে= সাহিত্য
ভূ-তে =ভূগোল-ইতিহাস
সা-তে =সাধারণ শ্রেণী

এরপর, পঞ্চম, এ্যাডজাস্টমেন্ট Index অর্থাৎ নির্ঘণ্ট (পরিশিষ্ট) পড়া শেষ হলো। আরও পাঁচএর গন্ধযুক্ত বিষয়, যেমন APUPA, PMEST শেষ হলো। তিন চার মাস কেটে গেল। আবার আর একটি পাঁচকেও পেলাম—Combination order of facets পড়ার সময়। সমস্যা হলো, যদি English literatureকে তিনটি formএ ভাগ করা হয় ইংরেজি কবিতার স্টাক, ইংরেজি নাটকের স্টাক আর ইংরেজি উপন্যাসের স্টাক—এইভাবে—তাহলে এক পাঠক—যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের বই খুঁজছেন, তাকে ঐ কবিতা, নাটক, উপন্যাস সব স্টাকেই ঘুরে ঘুরে বই সংগ্রহ করতে হবে। এই বিভাজনের তো একটা uniform বা একরূপ নীতি চাই।

এখানে Bliss-এর How a subject is studied

কিম্বা

E. J. Coates-এর Notation of purpose

কিম্বা

Ranganathan P M E S T

কিম্বা

Whole—Part theory

কিম্বা

Dependence theory

এই পঞ্চ মতবাদের আলোচনা পড়লাম। গীতা কিন্তু আর আসে না।

হঠাৎ গীতা এলো একদিন। গীতা কাঁদছে বলছে, তোমাদের লাইব্রেরীর ক্লাসে কেউ নেই। আছে শুধু লেখক-বই-পাঠক। এই তিনী ছাড়া কেউ নেই। কেউ নেই।

কেন কী হলো? আমি জিগ্যেস্ করলাম, তোমার সেই পঞ্চেন্দ্রিয় মতে পঞ্চ দর্শন কী হলো? গীতা বললো, না, Wordsworth এর We are seven এর সেই little college girl এর মতো আমি আর 'grave' বা কবরে শুয়ে থাকা মৃতদেহের কতোদিন গুন্‌তিতে ধরে গুনবো বলতে পারো? আমি আর ছোট বোনকে পাঁচ বোনের মধ্যে গুনবোনা।

ওর কান্নার বেগ আরও বাড়লো। কাঁদতে কাঁদতেই একসময় বললো—গত রাতে ওর কৃষ্ণনগরে বিয়ে হওয়া মেজদি আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে।

এখন আমরা তিন বোন। শুধু তিন। তুমি তো জানো সুকুমার বোনেদের বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্বই যেন নেই। আমরা বোনেরা পরস্পরকে কতো ভালবাসি!

বিয়োগান্ত পরিণতিতেই কাহিনীটি শেষ হয়ে যেতো। প্রফেসর চক্রবর্তী ক্লাসে ঢোকার মুহূর্তে, কলেজ স্ট্রীটের গীতার পাবলিশারের দোকান থেকে এক কর্মচারী হন্তদন্ত হয়ে লাস্ট বেঞ্চ পর্যন্ত ধাওয়া করলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেটি বললো, দিদি আপনার লেখা আমাদের ঘরের বইটি একাদেমী পুরস্কার পেয়েছে। দিল্লী থেকে এইমাত্র ট্রাঙ্ককল এলো।

এইদিন আর প্রফেসর চক্রবর্তীর ক্লাস করলাম না। গীতার সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম প্রকাশকের দোকানে। আজ দিনটা সেলিব্রেট করতেই হবে।

# শোকসংবাদ

**অভিজিৎ দাস**

গত ৩০শে আগষ্ট, ১৯৮৬ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সক্রিয় সদস্য এবং রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রী অভিজিৎ দাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৫ বৎসর।

**ইরা ব্যানার্জী**

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মী গত ১০ই মে সে চিত্তরঞ্জন হলোনীতে তাঁর বাসভবনে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্বামী ও একমাত্র কন্যাকে রেখে যান। রাজনৈতিক জীবনে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ ছাড়া Civil Defence, Indian Red Cross Society, Lady Welfare Office প্রভৃতি সমাজ সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরিষদের ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাক্তন কৃতি ছাত্রী—১৯৬৬ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাথে কর্মসূত্রে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐ কাজে যুক্ত ছিলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সুন্দর সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সত্য নিষ্ঠ, আদর্শবাদী, স্পষ্টবক্তা এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্না মহিলা ছিলেন।

**সত্যেন্দ্রনারায়ণ ভৌমিক**

গত ৬ই আগষ্ট, ১৯৮৩ জাতীয় গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মী শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ ভৌমিক গ্রন্থাগারে আসার পথে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত ভৌমিক ন্যাশনাল লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকর্মীদের কাছে তিনি খুব প্রিয় ছিলেন।


**শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে**

**ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার-এর নতুন বই**

# গ্রন্থবর্গীকরণ

**গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে**

**সহজ ভাষায় লেখা দুরূহ বিষয়**

# গ্রন্থাগার সংবাদ

সংকলন : অনুপকুমার সরকার

**কলিকাতা**

**নজরুল পাঠাগার, শিয়ালদহ :** গত ২৬শে মে, ১৯৮৬ পাঠাগারের পক্ষ থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৮৭তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে নজরুলের প্রথম কবিতা 'মুক্তি' মুজফ্ফর আহমদ (কাকাবাবু)-এর সম্পাদনায় এই গ্রন্থাগারের (পূর্বতন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

**নারকেলডাঙ্গা সাধারণ সমিতি :** গত ২২শে মে, ১৯৮৬, পাঠাগারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী এবং পাঠাগারের সপ্তবিংশতিতম বর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ-হিসাবে বই-লেখা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

**মহাজাতি সাধারণ পাঠাগার, (বোসপুকুর, কলিকাতা-৪২**

গত ১৫-১৬ই মে, ১৯৮৬ পাঠাগারে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এই বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে পাঠাগারে চিত্র প্রদর্শনী, বইমেলা, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৯ শে মে পাঠাগারের উদ্যোগে 'অবনমহলে' রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী পালন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নৃত্য নাট্য ও রবীন্দ্রনাটক অনুষ্ঠিত হয়।

**চব্বিশ পরগণা**

**আর্য্য লাইব্রেরী, নারায়ণপুর :** গত ২২শে জুন, ১৯৮৬ রবিবার রাজের প্রয়াত উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন সদস্য বক্তব্য রাখেন এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

**প্রগতি সংঘ পাঠাগার, উত্তমপুর আগর পাড়া :** গত ২১শে ও ২২শে জুন, '৮৬ প্রগতি সংঘ ও প্রগতি সংঘ পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার' এবং 'রবীন্দ্র সাহিত্যে ভাবনা ও কল্পনা' এই দুটি বিষয়ের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

**প্রফুল্ল পাঠাগার, ইছাপুর, গোবরডাঙ্গা :** গত ৮ই এপ্রিল ১৯৮৬ গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন প্রফুল্ল বিশ্বাস স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক শ্রীরণজিৎ কুমার মিত্র এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীপ্রবীর দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইছাপুর জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুশীল কুমার দাস।

**সন্তোষ পাঠাগার, প্রতাপগড়, হিজলী :** গত ১—৪ঠা মে, '৮৬ মে দিবসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠাগারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত "বিশ্বে শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ" শীর্ষক পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে বহু দর্শকের সমাগম ঘটে। এ ছাড়া ৩রা ও ৪ঠা মে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গত ১৭ই মে'র মূল অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও গীতি আলেখ্য পরিবেশন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীখগেন্দ্র রাউত এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীঅজয় সরকার।

**সজনবাগ পাঠাগার, ঘাটকল, দমদম ক্যান্টনমেন্ট :** গত ১৭ ই মে '৮৬ শনিবার পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা' ও পুরস্কার বিতরণী সভা

অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী। তিনি তাঁর বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের জীবনাদর্শ ও কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং পাঠাগারে এই ধরণের অনুষ্ঠান করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের পরিচালন সমিতির সক্রিয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

বর্ধমান

চরাবিবিহাট সুকান্ত স্মৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বেড়া : গত ১৬ই আগস্ট গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন দাঁই ছাটে পৌরপ্রধান শ্রীভীষ্মদেব ভট্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিগত ১৯৮০ সালে এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এতদিন অস্থায়ী গৃহে গ্রন্থাগারের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল।

পানুড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, পানুড়িয়া : গত ১৫ই ও ১৬ই আগস্ট পানুড়িয়া সাধারণ পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবস, সুকান্ত জন্মজয়ন্তী পালন ও জাতীয় সংহতির উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে সুকান্তের জীবনের উপর একটি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবামাপদ মাজি।

**সারস্বত লাইব্রেরী, আহমদপুর :** গত ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৬ গ্রন্থাগারে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'মানুষ, সমাজ ও গ্রন্থাগার'। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীহরি গোপাল চৌধুরী এবং প্রধান বক্তা ছিলেন জেলার লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সদস্য অধ্যাপক শ্রীধীরেন সুর। সভার শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

বাঁকুড়া

**বাণীমন্দির, পাত্রসায়র :** গত ৯ই মে, ১৯৮৬ সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পলাশডাঙ্গা হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীকালাচাঁদ নায়েক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

মালদহ

**তরুণ সংঘ পাঠাগার, খৈলসালা :** গত ২রা মে, '৮৬ পাঠাগারের ১৯৮৫-৮৬ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার ব্যবহারে পাঠকদের উৎসাহবৃদ্ধিকল্পে প্রথম তিনজন শ্রেষ্ঠ পাঠককে পুরস্কৃত করা হয়। পাঠাগারের সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে 'গণশিক্ষায় গ্রন্থাগারের সক্রিয় ভূমিকা' এবং "গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে বর্তমান সরকারের সহযোগিতার কথা' আলোচনা করেন।

মেদিনীপুর :

**জেলাগ্রন্থাগার, জঙ্গলকুক :** গত ২রা, ৪ঠা, ৭ই, ও ৯ই মে,' ৮৬ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৯ই মে,'৮৬ পুরস্কার বিতরণ ও কবিপ্রণাম অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ এই সঙ্গে বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী (১৩৯২) উপলক্ষে আয়োজিত বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর স্বরচিত গল্প প্রতিযোগিতার সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সংকলক : অনুপকুমার সরকার

সুকান্ত ভট্টাচার্যের সমগ্র রচনার একত্রিত সংকলন

# সুকান্ত সমগ্র

দাম : ৩৫·০০

ছাড়পত্র—১২.০০ ॥ ঘুম নেই—৮.৫০ ॥ পূর্বাভাস—৭.৫০
মিঠেকড়া—৯.০০ ॥ অভিযান—৪.০০ ॥ হরতাল—৫.০০

# SUKANTA BHATTACHARYA

A Selection of his Poems : 20.00

Translated by : Kshitish Roy

Foreward by : Hiren Mukherjee

সুকান্তের নির্বাচিত কবিতার পাণ্ডুলিপি চিত্র
কবিতা লিপি ১০.০০

সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১৩৫০ এর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন
অকাল ৬·৫০

অলোক ভট্টাচার্য প্রণীত সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রামাণ্য জীবনী—
কবি সুকান্ত ৭·৫০

অরুণাচল বসু ও সরলা বসু রচিত স্মৃতিকথা
কবি-কিশোর সুকান্ত ১০.০০

মিহির আচার্য সম্পাদিত সুকান্তনামা ৩.০০

সুকান্ত ভট্টাচার্যের অলোকচিত্রের প্রতিলিপি—
১১" × ১৪" দাম : ৩·০০ ॥ ৫½" × ৮" দাম : ২·০০

সারস্বত লাইব্রেরী ॥ ২০৬ বিধান সরণী । কলিকাতা-৭০০ ০০৬

# রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : গ্রন্থপঞ্জী

তাপস ভট্টাচার্য

## বিষয় নির্দেশিকা

( মূল অংশের ক্রমিক সংখ্যা ডানদিকে নির্দেশিত )


অলংকার দেখুন ছন্দ ও অলংকার

আধুনিকতা—শিল্পসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা ৪৫৬

কথা সাহিত্য

কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৪৫০

কথা সাহিত্যে রবীন্দ্র মানস ৭৬১

রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য ৪৬৭

কবিতায় রবীন্দ্রনাথ

কবিতাগুচ্ছ ২৩২

'কবিতার' রবীন্দ্রনাথ ২০২

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত ৭২৮

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ ৪২১

কবি মনীষা

রবীন্দ্র-মনীষা ৮১

কবি মানস

কবি মানস ৮৬৫,৮৬৯

রবীন্দ্র মানস ২৪৬

রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে ৫৭৯

কিশোর সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের কিশোর সাহিত্য ৭৮

কোষ গ্রন্থ

রবীন্দ্র অভিধান ৭৫৬

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ ২১৬

রবীন্দ্র শব্দকোষ ৬৬৪,৮৪৬

রবীন্দ্র রচনার ইংরেজী অনুবাদ

সূচী : কবিতা ও গান ৭০৯

রবীন্দ্র সাহিত্যের অভিধান ৭৮৪

গদ্যরীতি

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য ২৮১

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি ২৬

গ্রন্থপঞ্জী

রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী ৩০৮,৩৮১

রবীন্দ্র গ্রন্থ বাংলাক্রমিক সূচী ৩৫২

রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী ২৬৮

গ্রন্থাগার

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ৪৪২

চিত্রকলা

আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ ২৬৯

আলো আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র চিত্রকল্প ৬৭৫

চিত্রলেখা ৮৫৪

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ৬০১

রবীন্দ্র চিত্রকলা ৪৯২

রবীন্দ্র চিত্রকলা : রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিকা ৭৫৮

ছন্দ ও অলংকার

ক্ষণকালের ছন্দ ৭৩৭

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ৩৭১

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ৮৫৯

বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ ৩৭২

রবীন্দ্র কাব্যে অলংকার ৮২৮

ছড়া ও ছবিতে রবীন্দ্রনাথ

একশ রবির ছড়া ছবি ২০১

একলো ছড়া রবিঠাকুর ৭৩৮

ছোট গল্প

রবীন্দ্র গল্প বিষয়ে ৮১৮

রবীন্দ্র গল্পে ভূতপ্রেত ৬০০

রবীন্দ্র গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ ১৭৭

রবীন্দ্রনাথ : ছোট গল্পের সমাজতত্ত্ব ১৭৮

রবীন্দ্রনাথের গল্প ও বাঙলার সমাজ ৭৬৫

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ৫০৯

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৪০১

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও উপন্যাস ১৪১

জাতীয় সংগীত—ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত ৩৭৪


মূল গ্রন্থপঞ্জী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে

ট্র্যাজেডী
ট্র্যাজেডী ও রবীন্দ্রমানস ৫১০
রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডী চেতনা ২০৬
তথ্যপঞ্জী—ছোটগল্প
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : তথ্যপঞ্জী ৩৩৭
—প্রবন্ধাবলী
রবীন্দ্র পত্রাবলী : তথ্যপঞ্জী ২৭০
ধর্ম
ধর্ম পথিক রবীন্দ্রনাথ ৪৬০
রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ৪১৮
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ২৫০
—শ্রীকৃষ্ণ
রবীন্দ্র মানসে বাঁশী শ্রীকৃষ্ণ ১৪
ধর্মগ্রন্থ—উপনিষদ্
উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ ৭৭৮
উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস ৫১০
রবীন্দ্র চেতনায় উপনিষদ ১১
নন্দন তত্ত্ব
রবীন্দ্র নন্দন তত্ত্ব ৮৬৬
নারী
কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী ৩৫১
রবীন্দ্র কাব্যে নারী ৬৭১
রবীন্দ্র জীবনের অনন্যা ৫৬৬
রবীন্দ্র মানসে নারী ৪৮২
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী ৫৬৮
রবীন্দ্র সাহিত্যের নরনারী ১১১
নৃত্য
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য ৩৯৬
নৃত্য ৩৫৯
রবীন্দ্রনাথের পূর্বাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত ও নৃত্য ৫৯৭
নোবেল পুরস্কার
নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্র সম্বর্ধনা ২০১
নোবেল প্রাইজ ও রবীন্দ্রনাথ ২০
পত্র সাহিত্য
আশিষ : সন্তু ( রবীন্দ্রনাথের চিঠি ) ৫০৪
চিঠি পত্রে রবীন্দ্রনাথ ৪৫৮, ৬২৬
মাধুরীলতার চিঠি ৩৪১
রবীন্দ্র-এন্ড্রুজ পত্রাবলী ৫০৫
রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী ১১৪
শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ ৪০০
—রাশিয়ার চিঠি
রবীন্দ্রনাথ ও রাশিয়ার চিঠি ৭৫০
রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি ৬০১
রাশিয়ার চিঠি ও রবীন্দ্র ভাবনা ৫৮৭
সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি ১২২
পদাবলী
পদাবলীর তত্ত্ব সৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ ৬০৩
রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৪৪৫
পরলোকচর্চা
রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা ৪৮
প্রকৃতি
কবিগুরু ও পদ্মা ৩০৫
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৬১
রবীন্দ্রনাথ ও নদী ৫৪২
প্রবন্ধ সাহিত্য
রবীন্দ্র প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার ৭৭৭
রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য ৪২৫
রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য ঃ বিচিত্র প্রবন্ধ ৬৭২
প্রাচীন সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য ৭৭০
প্রেম
রবীন্দ্র শিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণব ভাবনা ৬৮১
রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেম ৩০৪
বন্দেমাতরম্
বন্দেমাতরম্ ও রবীন্দ্রনাথ ৬৬০
বাংলা সাহিত্য—কবিতা—আধুনিক—কবি মানসে
রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতা এবং নানা প্রসঙ্গ ৮৭
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগের ইতিহাস ৪৮৪

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা : ৩য় পর্যায় ঃ
—রবীন্দ্রযুগে ৪৮৫
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৬৮৭
বাংলার পল্লী
গ্রামের কাজে রবীন্দ্রনাথ ৬৩১
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী ২৫৬
বিজ্ঞান
রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার ১৭৪
রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান ৩০২
রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা ৪৭০
রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস ৬০
বিদেশী—রবিতীর্থে
রবিতীর্থে বিদেশী ৩৬৮
বৌদ্ধ দর্শন
পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ ৫৬০
বৌদ্ধ ধর্ম
বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ ৮০৬
বৌদ্ধ সংস্কৃতি
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ৭০৫
ব্রহ্ম বিদ্যালয়—স্মৃতি কথা
ব্রহ্ম বিদ্যালয় ১০
ভ্রমণ
দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ ৭৬৪
দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ ১৫১
বাহিরে-বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ ৬০৯
বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ৮২৯
বিশ্ব ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ২৬৭
বিশ্ব সভায় রবীন্দ্রনাথ ৫১৭
রবীন্দ্র সংগমে স্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ ৭২৬
—আমেরিকা
রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা ২৫০
—ইউরোপ
কবির সঙ্গে য়ুরোপে ৩১৭
—চীন
বিতর্কিত অধ্যায় ৬০৭
—জাপান
রবীন্দ্র দৃষ্টিতে জাপান ৫৮৬
—ঢাকা
ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ ১৯১
—দাক্ষিণাত্য
কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ৩১৬
—পারস্য ও ইরাক
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ ১৬৯
—সোভিয়েত ইউনিয়ন
সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ৬২০
মনোবিদ্যা—মনঃসমীক্ষা
রবীন্দ্র মানস ঃ মনঃ সমীক্ষণের দৃষ্টিতে ৩২
মানব ধর্ম
রবীন্দ্র চেতনায় মানবধর্ম ২৫৯
মূল্যায়ন
অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৯৩
অনন্য রবীন্দ্রনাথ ৩১২
অন্তর্লোকযাত্রী রবীন্দ্রনাথ ৬১১
আটপৌরে রবীন্দ্রনাথ ২০৪
আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ১১৮
আমার রবীন্দ্রনাথ ৩৪০
আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ ৩৪৬,৪৫৭
ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৩৭০
কথা কোবিদ রবীন্দ্রনাথ ৩০৯
কথা বলার কাজ ৪০৪
কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ ৭১৭
কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ১২৯
কবি সার্বভৌম ৫১৫
কবির স্বপ্ন ৫৫১
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ৫৩১
কালপুরুষ ৪৬০
ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ ৩৭৮
গল্প-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ৬৯৪

চিকিৎসাবিদ রবীন্দ্রনাথ ৪১১
জনগণমন অধিনায়ক ৭১৮
জনগণের রবীন্দ্রনাথ ৭১৯
জাতি গঠনে রবীন্দ্রনাথ ৪৮০
জীবন মৃত্যুর ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ ২০৭
দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ ০৫৪
ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ ৫৩২
নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ৭৫১
নীলকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ১০৯
পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৫৭৮
বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ ৪০১
ভারত-আত্মা রবীন্দ্রনাথ ৩০৩
ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ ৭৮১
ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ ৩৭৩
মহামানবের সাগরতীরে ২৪৮
মানুষ রবীন্দ্রনাথ ১৫২
মুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ ৩১৩
যুক্তিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দমীমাংসা ৭৫৯
রবি-বীক্ষিতা ৭৪৩
রবি প্রদক্ষিণ ২১২
রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয় ৭২০
রবীন্দ্র-চিন্তা ৬৫১
রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ২৫৩
রবীন্দ্রনাথ ১১৭,২৮০
রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে ৫১৯
রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প ৭১৫
রবীন্দ্রনাথ : শতবর্ষ পরে ৭৭
রবীন্দ্রনাথের কবিগুরু ৮৬০
রবীন্দ্রনাথের কিশোরের জগৎ ৬৪৭
রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ ৮৩১
রবীন্দ্র প্রতিভা ১০০,৭৯০
রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ১৭৫
রবীন্দ্র মনন ৬০৩
রবীন্দ্র সঙ্গ ১০৫
রবীন্দ্র সমীক্ষা ৫৪৬
রবীন্দ্র হৃদয় ৫৬৫
রাবিন্দ্রিকী ২৮৩
রিয়্যালিস্ট রবীন্দ্রনাথ ৪০৪
রুদ্রপূজারী রবীন্দ্রনাথ ৮৭০
রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ ৫১৪
রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ৭০৪
লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ ৭১১
শতবর্ষ পরে ৮৮০
শতবর্ষের আলোয় ৮০০
শতাব্দীর কবি ৮৯৮
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৩৫৭
শিল্পীত স্বভাব ৮০৫
সাধক কবি রবীন্দ্রনাথ ৮৮৪
স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ ৩১৪
হাজার বছর পরে আমাদের কবি ৬০৭

রবীন্দ্র অনুরাগী কবিবৃন্দ
রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ ৮৩

রবীন্দ্র অনুরাগিণী মহিলাবৃন্দ
রবি অনুরাগিণী ৪৫

রবীন্দ্র উপন্যাস
ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ২৮৪
রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ৪৮৬
রবীন্দ্র উপন্যাস : দেশ ও কাল ৪৪৮
রবীন্দ্র-উপন্যাস পরিক্রমা ৫
রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা ৬৪৩
রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প ১৯৮
রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠভেদ ৫৫
রবীন্দ্র উপন্যাসে পাশ্চাত্য অভিঘাত ৮৯৫
রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায় ২৪৫
রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য : উপন্যাস ৬১২
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও উপন্যাস ১৪১
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ৩৩৬,৪৯৬,৭৮৯
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : কলা প্রসঙ্গ ৬৪২

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নবমূল্যায়ন ২৭
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : সাহিত্য ও সমাজ ৪৯৭
রবীন্দ্র উপন্যাস—ঘরে বাইরে
ঘরে বাইরে ও রবীন্দ্রনাথ ১৯০
রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে ৫৬৪,৬১৪
রবীন্দ্র উপন্যাস—চার অধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ও চার অধ্যায় ৬১১
রবীন্দ্র উপন্যাস—নৌকাডুবি
নৌকাডুবির পরে ২২৪
নৌকাডুবির প্লট ১৮৫
রবীন্দ্র উপন্যাস—যোগাযোগ
রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ৫৪৩
রবীন্দ্র উপন্যাস—শেষের কবিতা
রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা ১৫০,২১০
রবীন্দ্র কাব্য
আধুনিক কবিতার মানচিত্র ৮০৩
কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী ৩৫১
কবিগুরু ( রবীন্দ্র কাব্যের মূলসূত্র ) ৭২
কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য ৫২২
কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার রূপ ও রস ২১২
কাব্য পরিক্রমা ১
কাব্য-সাহিত্যে 'আমি'র কথা ৫৬৩
কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৫৫৪
কাব্যে অপরাজিতা ৭১২
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৪৫১
মানস সুন্দরী ১০১
রবি-রশ্মি ২০৮
রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্প-সূত্র ৬১৬
রবীন্দ্র কবিতা শতক : প্রথম দশক ২২৩
রবীন্দ্র কাব্য ১৮০
রবীন্দ্র কাব্যে গোধূলি ২২৪
রবীন্দ্র কাব্যে নির্ঝর ৩১৩
রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা ১৩,১৩৮,৩১৪
রবীন্দ্র কাব্যপাঠ : মনোবিকাশের ধারার অনুসরণ ১১৭
রবীন্দ্র কাব্যপাঠ ও নবপর্যায় ১১৬
রবীন্দ্র কাব্য বিচারের ভূমিকা ৮১৩
রবীন্দ্র কাব্য ভাষা ৭২৫
রবীন্দ্র কাব্য রূপের-বিবর্তন-রেখা ১৮৮
রবীন্দ্র-কাব্যালোক ৩৮
রবীন্দ্র কাব্যালোচনায়-রবীন্দ্রনাথ ৬৯৭
রবীন্দ্র কাব্যে অলংকার ৮২৮
রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৪৪১
রবীন্দ্র-কাব্যে গ্রন্থী পরিকল্পনা ৬৬৯
রবীন্দ্র কাব্যে নারী ৪৭১
রবীন্দ্র কাব্যে পশ্চিমালোক ১৬০
রবীন্দ্র কাব্যে ফুল ৫৪১
রবীন্দ্র কাব্যে বস্তুবিচার ৩১৫
রবীন্দ্র কাব্যে রূপকল্প ১৬৮
রবীন্দ্র কাব্যের গোধূলি পর্যায় ৬১০
রবীন্দ্র কাব্যের নতুন-কথা ৩২৮
রবীন্দ্র কাব্যের পূর্ণবিচার ৬২১
রবীন্দ্র কাব্যের শিল্পরূপ ২০৬
রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায় ১৮২
রবীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য ৪১৪
রবীন্দ্রনাথ : কাব্যগ্রন্থ পাঠের ভূমিকা ১২
রবীন্দ্রনাথ : কাব্যবিচারের ভূমিকা ৮০৪
রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা ১০
রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য ৬০৬
রবীন্দ্রনাথের কাব্য ২১৪
রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য ৭৭৩
রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য ৪২২
রবীন্দ্র নির্মাণ : কবিতার অবয়ব ২৪০
রবীন্দ্র রচনার ইংরেজী অনুবাদ সূচী :
কবিতা ও গান ৭০১
রবীন্দ্র সম্ভব কাব্য ৭৮৬
রবীন্দ্র-সাধনা ৬০০
সহজ নিসর্গতা রবীন্দ্রনাথ ৪৬৮

রবীন্দ্র কাব্য—কল্পনা
কল্পনা ৯২
—কড়ি ও কোমল
মিঠে কড়া : ইহা কড়িও নহে কোমলও নহে
পুরো সুরে মিঠে কড়া ১০১
—গদ্যকবিতা
গদ্য কবিতা ও তার বিবর্তন : রবীন্দ্রনাথ ও তার উত্তর সূরিবৃন্দ ৭৪৫
রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রসঙ্গ : গদ্যকবিতা ৯১৮
রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা ২৮২
—গীতাঞ্জলি
গীতাঞ্জলির ভাবধারা ১৬৭
গীতাঞ্জলি-সমালোচনা ১০৬
—ধর্মগ্রন্থ—উপনিষদ
রবীন্দ্র কাব্য ও উপনিষদ ১১
—নবজাতক
রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' ৬১৫
—পূনশ্চ
রবীন্দ্রনাথের 'পূনশ্চ' ৬১৬
—পূরবী
রবীন্দ্রনাথের পূরবী ৬৬
—বলাকা
বলাকা কাব্য পরিক্রমা ১৭১
রবীন্দ্রনাথের বলাকা ৬৭
—বীরকুমার বধ
বীরকুমার-বধ-কাব্য ৫০৭
—মহুয়া
রবীন্দ্রনাথের মহুয়া ৬৮
—মানসী
মানসী পরিক্রমা ১৩৭
মানসী প্রতিমা : রবীন্দ্র কবিতার ইমেজ ৮১২
মানসীর রবীন্দ্রনাথ ৮৮১
রবীন্দ্রনাথের মানসী ৭৩,৪৮১,৭১৮
—সেঁজুতি
রবীন্দ্রনাথের সেঁজুতি ৪২৪
—সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী ২,৬৯
সোনার তরী কাব্য পরিচয় ২০৯
সোনার তরীর দিগ্‌দর্শন ৮০১
রবীন্দ্রচর্চা
রবীন্দ্র-চর্চা ৭৭২
রবীন্দ্র চর্চার ভূমিকা ২১৮
রবীন্দ্র চিন্তাচর্চা ৪৭৫
রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ : পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা ৮২২
রবীন্দ্র বীক্ষা : রবীন্দ্রচর্চার বাৎসরিক সংকলন ১—১ ৫৫
রবীন্দ্র জীবনী
অ-চেনা রবীন্দ্রনাথ ৭৮৫
অনেক মানুষ একটি মন ৫৫১
অনা রবীন্দ্রনাথ ৪০
অমৃতের উৎস সন্ধানে ২৩৭
আমাদের কবি ৫০১
আমাদের গুরুদেব ৬৭৯,৭২৩
আমাদের বিশ্বকবি ৩২৭,৮১৬
আমাদের রবীন্দ্রনাথ ২৮৮
আমার দেশের মানুষ ১৫
আমি তোমাদেরই লোক ৮৪৪
কবি রবীন্দ্রনাথ ৩৫
এই যা দেখা ৫৭০
কবি ও সন্ন্যাসী ৪২
কবি-কথা ৫৭১,৭১৬
কবিগুরু ৮৬১
কবিগুরুর গল্প ৫২৬
কবি রবীন্দ্রনাথ ১০৭,৪৬৬
কবির কথা ৭৭৪
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১১৫

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৬,১২৯
কেরাণী রবীন্দ্রনাথ ৩৩
ক্ষমাপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথ ৪০
খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে ৭৬২
গুরু দর্শন ৬৬৬
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ৫০০
ছন্দে বাঁধা ছোট্ট কবি ৩৮৯
ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ ৫২৭
ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ ৪১৫
ছোটোদের রবীন্দ্রনাথ ১৮৭,৮১১,৮৫০
ছোট রবি ৫৩৭
ছোট্ট রবি ৫২৮
জমিদার রবীন্দ্রনাথ ৪৪
জীবনশিল্পী ২৯
জীবন বাণী ৪৩০
তরুণ রবি ৩০২
তীর্থংকর ২৬৫
তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ২৭৬
দক্ষিণের বারান্দা ৫২১
দুই মনীষী ৭৮০
নবীন রবির আলো ৪২৬
পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ৩৪
প্রভাত-রবি ৪২৭
প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ৬২
পঁচিশে বৈশাখ : রবীন্দ্র জীবন কথা ৭৪৯
বাংলার সোনার ছেলে ২৬৪
বালক ৫১১
বালক রবীন্দ্রনাথ ৬২৭
বিংশ শতাব্দীর সেরা সাহিত্যিক ৮৭৬
বিদায়-গোধূলি ২০
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ৮৬,৭৪১,১২৮,২৯৭,০০০
ভাগবতী তনু রবীন্দ্রনাথ ৪
ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ৫০৫
মর্তের রবীন্দ্রনাথ ৫৫৫
মনীষী রবীন্দ্রনাথ ৫২৪
মহাকবির জীবন কথা ৮১২
রবি কথা ৩৮০
রবি-কাহিনী ৩২০
রবিচ্ছবি ৩৮৮
রবিজীবনী ৪০৭
রবিঠাকুর ৬২০
রবিপ্রভা ২৪৪
রবির আলো ৪৮৪,৮১৭,৮৮০,৯১১
রবির কর ৬৫৮
রবি-সনাথ ৬৩
রবীন্দ্রকথা ১৭১,৪৪৪
রবীন্দ্র-গীতা ৫৬১
রবীন্দ্র-চরিত ৪২৮
রবীন্দ্র জীবন কথা ৩৮২
রবীন্দ্র জীবনপঞ্জী : ১৮৬১—১৯৪১ ৪৭৮
রবীন্দ্র জীবনপ্রভাত ১৭২
রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক ৩৮৩
রবীন্দ্র দিনপঞ্জী ১৭,৩২২
রবীন্দ্রনাথ ১৮,১৯,২২,১৫,১০৬,২৭৩,৩০৬,৩০৮
৩১০,৪১৪,৫২১,৭৮৮,৮১৯,৮২০,৮২৫,
৮৩০,৮৯০,৯১২
রবীন্দ্রনাথ : উত্তর পক্ষ ৪৬১
রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ৩৪২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৫২,৬৭৭,৭৯০,৭৯৯,৮৫৩,৯০৫
৯২১,৯২৭
রবীন্দ্রনাথের কথা ৭৭৫
রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন ৮২১
রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা ৭১০
রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জী ৯২০
রবীন্দ্র পরিচয় ৫০০,৬৮০
রবীন্দ্র প্রতিভা ২৮
রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী ৩৮৪
রবীন্দ্র-সাগর-সঙ্গমে ৪৪৭

শতাব্দীর সূর্য ২৬৩
শিশু-রবি ৪৪০
সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৫৮২
সীমার মাঝে অসীম তুমি ৮৯৪
সূর্যবার্তা ১৭
সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ ৭৫৫
সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ ৫১
স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথের জীবন চরিত ৮৮৭
স্বর্গের কাছাকাছি ৫২০
স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ ৫১
হে বন্ধু, হে প্রিয় ৫২

—বংশ পরিচয়
বংশ পরিচয় ২৪৩
রবি ঠাকুরের কথা ৬৪০

রবীন্দ্র দর্শন
আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ ১২২
পথের শেষ কোথায় ১১১
পাশ্বজনের সখা ১২০
পূর্ণের সন্ধানে-রবীন্দ্রনাথ ২১১
বাল্মীকির কবিতত্ত্বলাভ ও রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা ২৭৮
রবীন্দ্র দর্শন ৫৮৩,৭৮২,৮৪৭
রবীন্দ্র দর্শন অন্বীক্ষণ ৭১৩
রবীন্দ্রনাথ : কবি ও দার্শনিক ৪৯৫
রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ ৬৫৬
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ২৮৫
রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন ৩৬১
রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন ৭১৭

রবীন্দ্র নাটক
কালের যাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক ৫৭৫
নাট্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ৭৬৯
মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ৫৬২
রবীন্দ্রনাটক প্রসঙ্গে ২৩৮
রবীন্দ্রনাটকে কৌতুক ১১৭
রবীন্দ্রনাটকের গানের ভূমিকা ৫৫৩
রবীন্দ্র নাটকে ট্র্যাজিডী ৭৫২
রবীন্দ্র নাটকের ভাবধারা ৪৯৩
রবীন্দ্র নাট্যধারা ১২৩
রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা ১৪,১০১
রবীন্দ্র নাট্য পরিচয় ৫৯৪
রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ ৩৯৬
রবীন্দ্র নাট্যসমীক্ষা ১৪৮
রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা ৬৭৮
রবীন্দ্র নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য ১০০
রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ নাট্যশালা ৭৭৬
রবীন্দ্রনাথের আত্মরূপ ও রবীন্দ্রনাট্যে বিবর্তন ২৯৩
রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক ১৪৯,৮৭৭
রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সম্পর্কিত ঘটনাপঞ্জী ৯২০
রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা ৬৪৪
রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য ৫১৩
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৭৮৭

রবীন্দ্র নাটক—অচলায়তন
রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন ৭০১,৮৪০

—কাব্যনাট্য
রবীন্দ্র-নাট্য-প্রসঙ্গ : কাব্যনাটক ৭২৭,৭৪৬

—কাব্যনাট্য—রাজা ও রাণী
রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী বিশ্লেষণী ৬৮৪

—গীতিনাট্য
রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ৩৫৫
ইন্দ্রাণীর ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ৪১৮

—চতুরঙ্গ
চতুরঙ্গ ৮৭৮

—চার অধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় ৮৯৮

—নৃত্যনাট্য
রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ৩৫৫

—বিসর্জন
রবীন্দ্র-প্রতিভা ১৪৩

—মালিনী

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯০

রবীন্দ্রনাথের মালিনী ১

—রক্তকরবী

কবিগুরুর রক্তকরবী ২৫২

রক্তকরবীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য ২৮৬

রক্তকরবীর মর্মকথা ৪৮৭

রক্তকরবীর লোকায়ত ভাবনা ২৭১

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী ৪৯০

—রাজা

রবীন্দ্রনাথের রাজা ৭০২

রবীন্দ্রনাটক—সাংকেতিক নাটক

রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা : রূপক সাংকেতিক ২৭০

রবীন্দ্রনাথ ২য় পর্ব : সাংকেতিক নাটক ১৬

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক ৫০২

রবীন্দ্রনাথ-অনুরাগীবান্ধবসমূহ-সত্যজিতের পরিবার

সত্যজিতের পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ ৫০

—অরবিন্দ

অরবিন্দ রবীন্দ্র ৫৪৮

দুই কবি-রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ ৭০৬

—ওয়ার্ডসওয়ার্থ

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ ৮

—কালিদাস

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ : তুলনাত্মক সমীক্ষা ৪৫৭

প্রয়ী ৫৯২

রবীন্দ্র কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৪৪১

—গ্যেটে

দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ ৭৪২

—গৌরগোবিন্দ গুপ্ত

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ও গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ২৭২

—জীবনানন্দ

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ ১০০

—টলস্টয়

টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৫৯১

গ্রন্থাগার ১

—দান্তে

দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ ৭৪২

—দিনেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র সঙ্গীত : রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ ১৬২

—দ্বিজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৪

—নজরুল

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাঙলাদেশ ৫০৪

রবীন্দ্রনাথ—নজরুল—জীবনানন্দ ১০০

—নন্দলাল

তিন শিল্পী : নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর ৬২৫

—বঙ্কিমচন্দ্র

অন্যোন্যদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ৫৩

ত্যাগী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ৭১১

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১১২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র ৫৭

সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ৬৪৯

—বাল্মীকি

প্রয়ী ৫৯২

—বিবেকানন্দ

চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ১১৪

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ২২৭

রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেলেননি ২৬০

—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

ওকাম্পো'র রবীন্দ্রনাথ ১৪৪

রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে ৮০১

—মধুসূদন

মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ ৩১২

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল ১৬১

মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা ৪৫৩

সনেট-এর আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ২২৬

—মৃণালিনী দেবী

কবিপত্নী মৃণালিনী ৩৩৩

—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ৭৪,৬৪৬
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাগান্ধী ৭১৬
টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৫৯১
পরমবন্ধু রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ৮৭০
সুজনের বিচারে রবীন্দ্রনাথ, রঁমা রোলা ও গান্ধী ৮৬২
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ৬৩৮
—রঁমা রোলা
সুজনের বিচারে রবীন্দ্রনাথ, রঁমা রোলা ও গান্ধী ৮৬২
—রামকিঙ্কর
তিন শিল্পী : নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর ৬২৫
—রামমোহন
সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ ২৪১
—রামানন্দ
রবীন্দ্র-রামানন্দ ৮১১
—রোটেনস্টাইন
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন ১০১
—শরৎচন্দ্র
প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য ৬
ব্রিটিশ আমলে পথের দাবী এবং রবীন্দ্র-শরৎ প্রসঙ্গ ১৩৩
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ১৯৩,৩০৫
—শিশির কুমার
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশির কুমার ৩০
—সজনীকান্ত
রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত ২২৫
—সুভাষ চন্দ্র
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ৩৩০
—হীরেন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ ২৪৯,৯০১
—সাধারণী
অর্ঘ্য ৮৮২
অজ্ঞাতঃ ৪৭২
অনালোচিত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ২১৮
অন্যান্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২৩৫
অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ৩৩৩
আবির্ভাব ৮০৮
এ আমির আবরণ ৫৭৪
একত্রে রবীন্দ্রনাথ ৪১
কবিকণ্ঠ ৬৬২
কবি পরিচিতি ১৫৬,২৩০,৫৪৫
কবি প্রশস্তি ৫৪০
কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা ৬০২
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ২১৬
কুসুমে বন্ধন ৬৮২
কেন, রবীন্দ্রনাথকে চাই ৪০১
গুরু-শিক্ষা ১০২
ঘরে বাইরে রবীন্দ্রনাথ ৮৭৯
জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ ৪৭৭
জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল ৭০২
তবে তাই হোক ৭৫০
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ৪৫৪
নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১২৬
নানা রবীন্দ্রনাথ ৫৪
নির্বাণ ৩৫৮
নির্মাণ আর সৃষ্টি ৮৮৯
প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ৭৪৮
প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ৮০৭
পঁচিশে বৈশাখ ১০,৫১৬,৬০৫,৮০৮,৯১০
বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ২৫৭
বাইশে শ্রাবণ ৩১৮
বাণীবিতান ৪৮১
বৃত্তাবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ ৬৬৫
বিশ্ববিদ্যার আনন্দ প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ ৩১
মুক্তি সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ২৯১
মুখোমানস : রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী
বিশেষ সংখ্যা ৭৪০
রবি কবিকা ৬০৪
রবিঠাকুরের পাগলা কাইল ৪৬
রবি-তর্পন ৫৫০,৬৪৫

রবি-পরিক্রমা ৩১৯
রবি প্রকাশ ৩৪৯,৬৯২
রবি প্রদক্ষিণ ৭৪৭
রবি-বন্দনা ১৬৩
রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ ৮৬১
রবি সম্ভাজন ১০৫
রবীন্দ্র জন্মোৎসব ৩২০
রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ ৮১১
রবীন্দ্র জয়ন্তী ৮২৭
রবীন্দ্র জীবনের ভগ্নাংশ ৩৬৭
রবীন্দ্রনাথ : উত্তরাধিকার ২৪২
রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা ২০০
রবীন্দ্রনাথ ও পশ্চাত্য ১১০
রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা ১৫৪
রবীন্দ্রনাথ, না রবীন্দ্রনাথ ৩৪৫
রবীন্দ্রনাথকে যে কথা বলা হইল না ১১১
রবীন্দ্রনাথের ৮১ তম জন্মদিনে সভাপতির অভিভাষণ ৮৭৮
রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার ১৫৫
রবীন্দ্রনাথের চোদ্দোনা মানুষ ৩৮৫
রবীন্দ্রনাথের স্কেচবুক এবং ৭৭
রবীন্দ্রনাথের ষড়শীতম জন্মদিনে সভাপতির ভাষণ ৮৯০
রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা ৭৫৪
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন ৩৬৭
রবীন্দ্রনামা ৩৭৭
রবীন্দ্র প্রভা ২৫৮
রবীন্দ্র বাণী ৪১০,৪৫৯
রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী ১৫৭
রবীন্দ্র মঙ্গল ৯০৩
রবীন্দ্র মানস ৭৫
রবীন্দ্র শতায়ন ১৪২
রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ ৪০৮
রবীন্দ্র সুভাষিত ৮৬৮
রাজা রাজদ্রোহী, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ ১২১
শতাব্দী শতক ৮৬৩
শারদোৎসব দর্শন ৬৬৮
সংস্কৃত অনুশীলনে রবীন্দ্রনাথ ৬৯৩
সত্য যে কঠিন ৮৩৭
সব পেয়েছির দেশে ৪৬৯
সবারে করি আহ্বান ৮৮৫
সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ৩০১
সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : প্রবাসী ৭৫৪
সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : শান্তিনিকেতন ৭০০
সোনার তরীর পাখিরা ৭০৩
সৃজনী ৪৭৯
সৃষ্টি ও মননের নানাদিকে রবীন্দ্রনাথ ৬৫০

রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যানুশীলন
রবীন্দ্রনাথ কেমন করে লিখতেন ৫৬
রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য ৫৮

রবীন্দ্র সংগীত
অদ্যাবধি সংকলিত রবীন্দ্র সংগীত গ্রন্থপঞ্জী সন্ধান ৭৬৭
কথা ও সুর ২৮৯
গানের লীলার সেই কিনারে ৭১৪
গায়ক রবীন্দ্রনাথ ৮৫২
গীতবিতান ১৮৬
গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ৩৭১
ধ্বনির শিল্প : রবীন্দ্র সংগীত ৭০৭
বাঙলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্র সংগীত ৭১
রবিকররেখা ৭৩৪
রবীন্দ্র গানের মুক্তধারা ৮০০
রবীন্দ্র গীতি ২২৮
রবীন্দ্রনাথ : গীতিকবি ও সুরকার ৮৭৫
রবীন্দ্রনাথের গান ৭৬০
রবীন্দ্রনাথের গান, অথবা মাধুরী—রূপের বন্ধনে ৬১০
রবীন্দ্রনাথের গীত সাহিত্য ৬১৮

রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান ২৩০
রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য ৫৯৭
রবীন্দ্র সংগীত ৫৪৭,৫৮৪,৫৯৮
রবীন্দ্র সংগীত : কথা ও সুর ১৪৫
রবীন্দ্র সংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা ৩৬৪
রবীন্দ্র সংগীত চিন্তা ৭৩২
রবীন্দ্র সংগীত জিজ্ঞাসা ৬৯৯
রবীন্দ্র সংগীত পরিক্রমা ৩১
রবীন্দ্র সংগীত-পরিমণ্ডল ২২৯
রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ ৩৬৫,৬২২
রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা ৫৯৯
রবীন্দ্র সংগীত বীক্ষা : কথা ও সুর ৩৬৩
রবীন্দ্র সংগীত : রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ ১৮২
রবীন্দ্র সংগীত : লোকসংগীত, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব ৫১৩
রবীন্দ্র সংগীত সাধনা ৭০৩
রবীন্দ্র সংগীত সুষমা ১৬৩
রবীন্দ্র সংগীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা ১৬৪
রবীন্দ্র সংগীতায়ন ১ ৭০০
রবীন্দ্র সংগীতে বৈচিত্র্য ৬৫
রবীন্দ্র সংগীতের ইতিবৃত্ত ৫৮৫
রবীন্দ্র সংগীতের উৎসর্গ ৫৬৯
রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমপর্যায় ৩২৫
রবীন্দ্র সংগীতের ত্রিবেণী সঙ্গম ১২৭
রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা ৬১৭
রবীন্দ্র সংগীতের নানা দিক ৮৮,৪৬২,৪৬৫
রবীন্দ্র সংগীতের প্রামাণ্য সুর প্রসঙ্গে ৮১৫
রবীন্দ্র সংগীতের ভূমিকা ১৪৬
রবীন্দ্র সংগীতের স্বরসংগতি ও সুর বৈচিত্র্য ৮৯
রবীন্দ্র সাহিত্যে সংগীত ভাবনা ৬৮১
রবীন্দ্র সুধাকর ৩১৫
রবীন্দ্র রচনার ইংরেজী অনুবাদ সূচী :
কবিতা ও গান ৭০১
যাত্রাপথের আনন্দগান ৮৯৭
সংগীত পরিক্রমা ৩১০
সংগীত সম্বন্ধ ২৭৪
সংগীতে রবীন্দ্রনাথ ৩৪৯
সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান ৩৫০
সুরের আগুনে ৬৬৪
সুরের গুরু ৬৪
সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ ১৫৮
হিন্দু-সংগীত ও কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথ ১৬৬
রবীন্দ্র সংস্কৃতি
রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস ৩৩১
রবীন্দ্র সাহিত্য
কবি মানসী ২২২
চিত্রগীতিময়ী রবীন্দ্র বাণী ১৭০
পুনশ্চের কবি রবীন্দ্রনাথ ৬৬৭
বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ ৯৯
বাস্তবের পটভূমিতে রবীন্দ্র সাহিত্য ১৩২
বিশ্ব সাহিত্যের লেখক ৮৭৪
রূপ মঞ্জরী ৮২৪
রবি-পরিক্রমা ১৪৭
রবি-প্রদক্ষিণ ৫২০
রবিয়ানা ২১
রবীন্দ্র অন্বেষা ১৩৪
রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে চরিত্র ব্যাখ্যান ৪২৩
রবীন্দ্র গ্রন্থ-পরিচয় ৪৭৪
রবীন্দ্র-চর্যা ২৭৯
রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা ১৮,৪২৯
রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক ৩৮৩
রবীন্দ্র নির্দেশিকা ৩২১
রবীন্দ্র পরিক্রমা ৯২৫
রবীন্দ্র পরিচয় ৯১৯
রবীন্দ্র প্রতিভা ৮৭২
রবীন্দ্র প্রবাহ ৮৬৫

রবীন্দ্র প্রজাকর ৮৫১
রবীন্দ্র রচনা সমুচ্চয় ৪৯০
রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৩৯৭,৮৬৭
রবীন্দ্র-বিচিন্তা ৮০
রবীন্দ্র বিতান ৮৪
রবীন্দ্র-বীক্ষা ৩২৪
রবীন্দ্রমনন ও রবীন্দ্র সাহিত্য ২৭০
রবীন্দ্ররচনা-অনুনিদেশিকা ৬৮৮
রবীন্দ্র-সমীক্ষা ৮২
রবীন্দ্র সরণী ৩১৮
রবীন্দ্র সাহিত্য পরিক্রমা ১৪০
রবীন্দ্র সাহিত্য পরিচয় ২৫৪
রবীন্দ্র সাহিত্য-পরিচিতি ২০৯
রবীন্দ্র সাহিত্যপাঠ ৭৭১,৮২৩
রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা ৩৯৯
রবীন্দ্র সাহিত্য : মৃত্যুর অমৃতপাত্র ৬০৮
রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্যপ্রভাব ৭৬৮
রবীন্দ্র সাহিত্যে নবরাগ ৬১৪
রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লী ও প্রকৃতি ৪৯১
রবীন্দ্র-সাহিত্যে-পল্লীচিত্র ৪০০
রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী ৪০৫,৮৭১
রবীন্দ্র সাহিত্যে সংগীত ভাবনা ৬৮১
রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিপর্ব ৬০৪
রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা ২০৫
রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েক দিক ১১২
রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েকটি দিক ৮৪৯
রবীন্দ্র সাহিত্যের নরনারী ১১৯
রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় ৫৭৬
রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা ৩২৬
রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা ৬২৮,৮৫৫
রবীন্দ্র-সুভাষিত ৪০৬
রবীন্দ্র-রচনা বীক্ষা ২৭৭
রবীন্দ্রায়ন ৩৬৯,১০০
রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু ৬১০
রবীন্দ্রনাথ ১১,১৮১,৭০৬
রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য ৭০৮
রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য ৫২৫
রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য ৬০৬
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : সাহিত্য ও সমাজ ৪৯৭
রবীন্দ্রনাথের কালান্তর ৬৭০
রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : সাহিত্যচিন্তা ৬৫২
রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' ২৬২
রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চপর্ব ৮৪০
রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য ৩৬১
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ৭১
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ৮৫৮
লেখালিখি ১ ৩৪৪
শা-জাহান ১৫৪
সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি ও রবীন্দ্র সাহিত্য ৮৩২
সাহিত্য ও সমাজচিন্তা ৩১১
সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ ১০৩
সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ ৬৪৮
সাহিত্য-সৃষ্টি ৪০৮
সাহিত্যালোক ৩৭

রবীন্দ্র সাহিত্য—ইংরেজী
রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজী ভাষা-ও-সাহিত্য ৩৮৭
রবীন্দ্র রচনার ইংরেজী অনুবাদ সূচী :
কবিতা ও গান ৭০৯
—ধর্মচেতনা
রবীন্দ্র সাহিত্যে-ধর্মচেতনা ৩৩৪
—পালিভাষা
পালিভাষা-সাহিত্য-বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ ৫৫৩
—বিকাশ
পরিজন-পরিবেশে-রবীন্দ্র-বিকাশ ৬৮৬

রবীন্দ্র প্রতিভার উন্মেষ ১০৯

—রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ

সমাজ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে

রবীন্দ্রসাহিত্য সমীক্ষা ১০২

—সমালোচনা

রবীন্দ্র-বিদ্রূপ ইতিবৃত্ত ১১০

রবীন্দ্র সাহিত্য—সমালোচনার ধারা ১১১

সাহিত্য ও সমালোচনা : কবি স্মরণে ২১০

হাস্য গল্প

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক ও অন্যান্য প্রবন্ধ ৩৫৬

রাজনীতি

কারাগার কক্ষেরোষ রবীন্দ্রনাথ ২৬৬

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ৩৬৬

জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ ৬২৪

দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ৫৭২

বন্দীহত্যা, বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ ২৬৭

বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ৫০৩

রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ ২২০

রবীন্দ্রনাথ ও মানবাধিকার ৬৬৩

রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা ২৯৯

রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ৭৬

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা ৬৩২

সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি ও রবীন্দ্র সাহিত্য ৮০২

সাধক স্বাধীনতার অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ ৮৫

—আন্তর্জাতিকতা

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ৩২৯

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা ২২১

—কমিউনিজম

রবীন্দ্রনাথ ও কমিউনিজম ৩৬

রেনেসাঁস আন্দোলন

বাংলার রেনেসাঁস ও রবীন্দ্রনাথ ২৮৭

লোক সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ ও লোক সংস্কৃতি ৬৭৬

লোক সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ও লোক সাহিত্য ১২৪

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ৬৫৭

লোক সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও রবীন্দ্রনাথ ৪১২

শান্তিনিকেতন আশ্রম

আমাদের শান্তিনিকেতন ৭২৪

গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন ৫১২

গুরুদেবের শান্তিনিকেতন ৮৫৬

রবির আলোকে শান্তিনিকেতন ৭০১

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ৪০০

রবীন্দ্রনাথ ও সেকালের শান্তিনিকেতন ৪০৬

শান্তিনিকেতন আশ্রম ০

শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ ৭২১

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী ৩৮৬

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ও গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ২৭২

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ৩৫০

শান্তিনিকেতন-স্মৃতি ৩৬৪

শান্তিনিকেতনে সুখের বারমাস্যা ৪৯

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা ৭২২

শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায় ১০৭

শিক্ষা ব্যবস্থা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ৩৭৬,৬৫০

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা ৭২১

রবীন্দ্রমানস ও শিক্ষা ৬২৯

রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন ৪৮৩

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ৮১৪

শিক্ষাচিন্তা : রবীন্দ্ররচনা সংকলন ৬৭৪

—জাতীয় শিক্ষানীতি—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ৮০৬

শিল্পতত্ত্ব
রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব ৭৮৩
শিশু সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ : শিশু সাহিত্য ৫০৮
রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য ও শিশু চরিত্র ১২৫
রবীন্দ্র-শিশু সাহিত্য-পরিক্রমা ১৮১
শিশু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদানের একটি দিক ১১৪
শ্রদ্ধাঞ্জলি
কবি প্রণাম ৩০৭,৬৪১,১৮৫,৮৩৪,৮৬৯
প্রণাম নাও ২১৫
রবি প্রণাম ৫০৬
রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ৩৭৫
রবীন্দ্র প্রণাম ৫৫২
লহ প্রণাম ৬৩১
শ্রীনিকেতন
শ্রী নিকেতনের গোড়ার কথা ৬৪১
সংস্কৃত সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য ৮১০
সমকালীন কবি
দুই কবি ৪০৫
রবীন্দ্র সমকালীন কয়েকজন কবি ৭
সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ ১৮০
সমকালীন সাহিত্যিক
প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য ৬
সমাজনীতি
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : সাহিত্য ও সমাজ ৪৯৭
রবীন্দ্রনাথের গল্প ও বাঙলার সমাজ ৭৬৫
রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : সমাজচিন্তা ৬৫১
রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা ১১৬
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ ৪৯৯
সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ ১৭৬
সাহিত্য ও সমাজচিন্তা ৩১১
সমালোচক
রবীন্দ্র কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ৬৯৭
সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ১১৩
সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ৬৭১
সাহিত্যতত্ত্ব
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ৪৭৬
স্মরণিকা
কবি স্মরণে ২১০
কবিগুরু স্মরণে ৩৬২,৮৮৮
জয়ন্তী উৎসর্গ ২১১,৫৫৪
প্রবাসী ষষ্ঠীবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ৭১২
মধুপর্ক : রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা ৮৪১
রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী : স্মরণিকা ৪৭৩
রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১১৫
রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংখ্যা ৬১৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ৫৩৮
রবীন্দ্র-শতবর্ষ ২৫১
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা ৪৫০
রবীন্দ্র স্মরণিকা ৮৮৬
রবীন্দ্র স্মরণে ১০৮
রবীন্দ্র স্মারক গ্রন্থ ১০৪,১২৬,৪১৬,৫০১
শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসর্গ ২১৪,৪১৭
সাহিত্য ও সমালোচনা : কবি স্মরণে ২১০
স্মৃতিকথা
৭ই পৌষের ইতিহাস ১০৮
আনন্দ সর্বকাজে ৭২৪
আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ৫৫৬
কবি-তীর্থের পাঁচালী ৫৭৭
কবির গল্প শুনি ৭২৫
গুরুদেব ৫৫৭
ঘরোয়া ২৪
চন্দননগরে বিশ্বকবি ৫১৩

পিতৃস্মৃতি ৫০৬
পুনা স্মৃতি ৬৮৩
পুরানো সেই দিনের কথা ৩৯১
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ৫১৮
মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ৭০
রবি অস্তমিত ৫৮১
রবিতীর্থে ১০৫,৪৩২,৪৩৭
রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর ১২৩
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ ৮০২
রবীন্দ্রনাথ : কালিম্পঙের দিনগুলি ৫৭৩
রবীন্দ্রনাথ : নানা চোখে ৮২৬
রবীন্দ্র স্মৃতি ১২৮,১৭০,৪১৯,৪৪১,৫৮৮
৭৬৬,৮৪২,৯০৪
রবীন্দ্র স্মৃতি কথা ৭৩৫
সব হতে আপন ৫৫৮
সাতই পৌষে রবীন্দ্রনাথ ১১৩
সেকালের রবীন্দ্র-তীর্থ ৫৮১
স্মৃতি কথা ৫১০,৭৫৭,৮৪৫
স্মৃতি চিত্র ৩৬০

—জোড়াসাঁকো
জোড়াসাঁকোর ধারে ২৫

—ঠাকুরবাড়ি
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ৭৬৩
ঠাকুরবাড়ি ২১৭
ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় ২০৪
ঠাকুরবাড়ির কথা ৭৭৯

—শাহজাদপুরে
শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ ৩০৪

—শিলাইদহ
শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ ৫৮০
শিলাইদহ কুঠিবাড়ী ও রবীন্দ্রনাথ ৮০১
শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ৪০২

হাস্য পরিহাস
রবীন্দ্র নাটকে কৌতুক ১১৭
রবীন্দ্রনাথের হাস্য পরিহাস ১৯৫
রবীন্দ্র-রঙ্গ ৬৭৩
রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস ৬৭১

## "গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

### বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা টাকা | বিশেষ সংখ্যা টাকা |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : শেষ মলাট— | ৩০০ | ৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট— | ৪৫০ | ৫৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ— | ২৫০ | ৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ | ৩০০ | ৪০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | ২৩০ | ৩০০ |
| সিকি পৃষ্ঠা : ঐ | ১৩০ | ২০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে

যোগাযোগ করুন :

**সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা**

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম-৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

পশ্চিমবঙ্গ

ফোন : ২৯-৭৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।



## পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২.০০

Library Service in In India To-day. মূল্য—৩.০০

গ্রন্থাগার পরিষদের সূবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২ মূল্য—৫.০০

৩৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭১ সংখ্যা আলোচিত-প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ—

বাঁধাই মূল্য—১৫.০০

৩৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৪ মূল্য—৩.০০

• • •

**শীঘ্রই প্রকাশিত হবে**

**ডঃ আদিত্য ওহদেদার-এর**

## গ্রন্থবর্গীকরণ

সুললিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

• • •

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue : Rs. 4.00

Licensed to post without per-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2014-74

Volume 36 : No. 13 1986

পাওয়া যাচ্ছে

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রবীণচন্দ্র বসু কৃত

*গ্রন্থকার নামা*

২য়-সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

• • •

অজিত কুমার গুহঠাকুরতা-এর

গ্রন্থবিদ্যা

২য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

• • •

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees ( Death-cum-Retirement Benefit ) Scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Asian Printers, P-12, C. I. T. Road, Sch. 52, Calcutta—700014
Editor : Ramkrishna Saha

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ৫ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা ভাদ্র ১৩৮৯

## সূচীপত্র

JADAVPUR UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY


গ্রন্থাগার ও জাতীয় সংহতি ( সম্পাদকীয় ) ১

প্রশীল চন্দ্র বসু

ইতস্ততঃ ( আলোচনা ) ৩

প্রবাল কান্তি হাজরা

গ্রামোন্নয়নে গ্রামীণ গ্রন্থাগার ১১

অনিল চন্দ্র পাল

কলকাতার আন্তর্জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাসের ধারা ১৪

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব ১৯

১৯৮৫ সালের সার্টিফিকেট কোর্সের উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের তালিকা ২২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি লিব এস সি ও এম লিব এস সি পরীক্ষার ফল ২৩

গ্রন্থাগার সংবাদ ২৮

বিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গ্রন্থাগারিকের অন্তর্ভুক্তি ( সরকারি আবেদনামা ) ২৯

পরিষদবার্তা ৩১

## 'গ্রন্থাগার পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬.০০
খোলা : প্রতি সংখ্যা ৪.০০

১৪ বর্ষ ( ১৩৭১ ), ১৫ বর্ষ ( ১৩৭২ )
১৭ বর্ষ ( ১৩৭৪ ), ১৮ বর্ষ ( ১৩৭৫ )
২৫ বর্ষ ( ১৩৮১ ), ২৫ বর্ষ (১৩৮২)
২৬ বর্ষ ( ১৩৮৩ ), ৩০ বর্ষ (১৩৭৭)

৩১ বর্ষ ( ১৩৮৮ )
৩২ বর্ষ ( ১৩৮৯ )
৩৩ বর্ষ ( ১৩৯০ )
৩৪ বর্ষ ( ১৩৯১ )

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলির যুগ্মসংখ্যা। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ (বৈশাখ)
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ ( জ্যৈষ্ঠ )
১৩ বর্ষ ১৩৭০ ( ফাল্গুন-চৈত্র )
১৬ বর্ষ ১৩৭৩ ( অগ্রহায়ণ )
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ ( জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন )
২০ বর্ষ, ১৩৭৭ ( বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক )
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ ( জ্যৈষ্ঠ, মাঘ )
২২ বর্ষ ১৩৭৯ ( শ্রাবণ, চৈত্র )
২৭ বর্ষ ১৩৮৪ ( পৌষ, ফাল্গুন )
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ ( বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ )

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ছড়িয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ছড়িয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিবর্তে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬, সংখ্যা ৫ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ভাদ্র ১৩৯৩


## সম্পাদকীয়

### গ্রন্থাগার ও জাতীয় সংহতি

বিগত কয়েক বছর যাবৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে বেশ কিছু আন্দোলন হচ্ছে। আন্দোলনগুলি শান্তিপূর্ণ থাকছে না হিংসাত্মক ঘটনার সংক্রমণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। দাবীগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের দাবী বেশ প্রাধান্য লাভ করছে। কোন কোন স্থানে স্বাতন্ত্র্যের দাবী আদায়ের নামে নিপীড়ন, অত্যাচার, উচ্ছেদ চালানো হচ্ছে। পাঞ্জাবে খালিস্তান, অন্ধ্রে তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্রে স্বতন্ত্র বিদর্ভ আন্দোলন, ত্রিপুরার উপজাতি অর্থাৎ T.N.V-আক্রমণ প্রভৃতি উদাহরণ সর্বজন বিদিত। এমন কি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র গোর্খাল্যাণ্ডের দাবী নিয়ে হিংসাত্মক আন্দোলন হচ্ছে। আন্দোলনের ফলে বহু সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সমগ্র ভারতে এক অস্থিরতার লক্ষণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জাতীয় সংহতির উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। দাবীগুলি উচিত কি অনুচিত সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে দাবী আদায়ের নামে বলপ্রয়োগ বা হিংসার আমদানি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি সমর্থন করতে পারেন না।

প্রশ্ন উঠতে পারে এর সঙ্গে গ্রন্থাগারের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? সম্পর্ক আছে। গ্রন্থাগার কর্মীরাও সমাজে বাস করেন। তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। যে কোন ধরণের অশান্তি হিংসাত্মক ঘটনার ধাক্কা গ্রন্থাগারকে রেহাই দেয় না। জানা গেছে যে বেশ কয়েকজন গ্রন্থাগারিককে দার্জিলিং জেলায় নিপীড়ন করা হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

এছাড়াও দেখা যায় যে এ ধরণের উগ্র ক্ষুদ্রস্বার্থ জনিত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের বিভ্রান্তি ক্রমশঃ বাড়ে, উত্তেজনা ছড়ায়, কোন স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় থাকে না। ফলে বহু মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে সামাজিক কাজ কর্ম থেকে দূরে সরে থাকেন। সামাজিক সংস্থাগুলিও স্বাভাবিক কাজ কর্ম চালাতে পারে না। গ্রন্থাগারের কর্ম ধারাও নানাভাবে ব্যাহত হয়। পাঠকেরাও স্বাভাবিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে না।

দার্জিলিং জেলার বিশেষ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নজরে আসে যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় দার্জিলিং জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল। মাথাপিছু আয়ের পরিমাণের হিসাবে ঐ জেলার স্থান চতুর্থ। সমগ্র রাজ্যে মাথাপিছু গড় আয় যেখানে ১২৪ টাকা দার্জিলিং জেলার মাথাপিছু গড় আয় ৪২০ টাকা। ১৯৭৭ সালের

অথচ দার্জিলিং জেলায় ৩০ বছরে পৌরিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা যেখানে ছিল ৬৫ পরবর্তী ১ বছরে তার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে দার্জিলিং জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। ভৌগলিক কারণেই পড় গ্রন্থাগারের সংখ্যা সেখানে বেশি থাকার যৌক্তিকতা যথেষ্ট রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে আন্দোলনকারীরা অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে সেখানে আন্দোলন করছে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীরা নানা গবেষণার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছেন যে সারা সমাজে যদি নিরক্ষরতার হার বেশি থাকে তবে আর্থিক দিক থেকে তারা দুর্বল থাকে; সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের অন্তরায় হয়। যদি জনসাধারণের প্রচলিত ভাষার বই, পত্র পত্রিকার সংখ্যা কম থাকে তাহলে তাদের মধ্যে গুজবের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজ সহজ হয়। সরলতার সুযোগ নিয়ে আবেগ প্রবণতা বাড়ানো যায়। বেশ কিছু অধিবাসীকে উত্তেজিত করা যায়। অনেকেই প্রলোভনের শিকার হয়ে পড়ে।

এই অবস্থা বেশ কিছুদিন চলতে পারে যদি বাধা না পায় বা প্রশ্রয় পায়। দার্জিলিং এর অবস্থা অনেকটা এই ধরণের। এরকম ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কি ভূমিকা থাকতে পারে যা গ্রন্থাগারের পক্ষে এরকম উস্কানির মোকাবিলা করা সম্ভব কি না। উত্তরে বলা যেতে পারে যে একা গ্রন্থাগারের পক্ষে এর নিরসন করা সম্ভব নয়। তবে গ্রন্থাগার সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সহায়তায় ধীরে ধীরে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে যার ফলে বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যায়।

গ্রন্থাগার কার্যতঃ শিক্ষা, তথ্য, সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের মধ্যে সঠিক তথ্যের আদান প্রদান যদি সুষ্ঠুভাবে ঘটতে থাকে তাহলে বিভ্রান্তি ছড়ানো সহজ হয় না। যদি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে তথ্য ব্যবহারের অভ্যাস বাড়ানো যায় তবে যুক্তিবাদী মন গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। তবে এটা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া।

দার্জিলিং জেলার বাস্তব পরিস্থিতি হলো পাহাড়ী এলাকায় সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা যথেষ্ট থাকলেও কিছু মৌলিক সমস্যা থেকে যাচ্ছে। পাহাড়ী এলাকায় বহু মানুষ নেপালী ভাষাভাষী। কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজী পড়তে পারেন। কিন্তু নেপালী ভাষায় প্রকাশিত বই পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেক কম। ফলে পাহাড়ী এলাকার জনসাধারণের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নেপালী এ্যাকাডেমী প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে তাঁরা এদিকে নজর দেবেন অর্থাৎ নেপালী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সংস্থা সচেষ্ট থাকবেন।

কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা কি হতে পারে। প্রথমতঃ পুস্তক, পত্র-পত্রিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে যে সব বই, পত্র-পত্রিকা সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, জাতিবিদ্বেষ ছড়ায় বা রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করে সেগুলিকে সযত্নে পরিহার করতে হবে। জাতীয় সংহতি সুষ্ঠু সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক বই, পত্র-পত্রিকার প্রচার বাড়ানোর দিকে বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। তাহলেও সমস্যা মিটবে না। অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ও বই পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ফলে জনসাধারণের মধ্যে সুষ্ঠু চিন্তা, ধ্যান ধারণার প্রসার ঘটানোর জন্য বিভিন্ন মৌখিক পদ্ধতি যথা বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ছবি আঁকা প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। অধিকাংশ মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে একথাও ঠিক অবস্থা অত্যন্ত কঠিন। আবার একথাও ঠিক যে ধীর মস্তিষ্কে পরিকল্পনা নিলে এবং ধৈর্য্য ধরে তার রূপায়ন করলে সাফল্য আসবেই।

# ইতস্ততঃ

## ( স্মৃতিচারণ )

প্রমীল চন্দ্র বসু

অষ্টম পর্ব

[ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শুরু করার উদ্যোগপর্ব—উত্তর ভারত ভ্রমণ—সেকালের জিনিসপত্রের বাজারদর এবং নানা বিষয়ের হালচাল ]

বোধহয় ১৯৩১ সালের শেষে অথবা ১৯৩২ সালের গোড়ায় আমি কলকাতায় ফিরে এলে প্রস্তাবিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমার মাতুলপুত্রের সাথে আমার বিস্তারিত আলোচনা হল। প্রধানতঃ রড সিমেন্ট, লোহার জিনিসপত্র ইত্যাদি বাড়ী তৈরীর জিনিসপত্রের দোকান হবে এটি। এ ধরণের কাজ আমার মনঃপূত ছিল না আমার মামাতো ভাইয়ের তা জানা ছিল। তা সত্ত্বেও আমার প্রতি তিনি বিশেষ আস্থাশীল থাকায় তাঁর সহযোগী হিসাবে এই কারবার আমাকে দেতে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত বনেদী ঘরের ছেলে হিসাবে তাঁর মন ছিল উদার এবং আমার প্রতি স্নেহশীলও ছিলেন তিনি। তাই খুব উদার শর্তে তাঁর সাথে কারবারে যোগ দেবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। তাঁর সমতুল্য মূলধন ব্যবসায়ে নিয়োগ করার সামর্থ্য আমার না থাকায় স্থির হল ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধন তাঁর চাইতে আমার অনেক কম পরিমাণের হলেও ব্যবসায়ে লাভ হলে উভয়ের লভ্যাংশ সমান হবে, আর লোকসান হলে প্রথম দু বছর সে লোকসানের ভার তিনিই বহন করবেন। যদি আমি কখনও ঐ ব্যবসায় আর লিপ্ত থাকতে না চাই তা হলে সময় থাকতে তাঁকে তা জানালে তিনি আমাকে ছেড়ে দেবেন। আমার অনুকূলে এই সকল সুসম ব্যবস্থা আমার মাতুল পুত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নির্ধারণ করায় ব্যবসায়ে নামলে আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ সচেতন থেকে পূর্ণ সততার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করব বলে কৃতসংকল্প হলাম। আমার এক অগ্রজের এবং মাতাঠাকুরাণীর সাহায্য ও উৎসাহ আমাকে ব্যবসায়ে কিছু উৎসাহিত করলো।

অন্যান্য প্রশ্ন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং তা পাওয়ার উপর ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভরশীল ছিল। মাতুল পুত্র দক্ষিণ কলকাতায় বাস করতেন। এই ব্যবসায়ে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রও ছিল দক্ষিণ কলকাতা। আবার এই সময়ে দক্ষিণ কলকাতা এবং তার আশেপাশে চারিদিকে অনেক বাড়ী তৈরী হচ্ছিল। তাই আমাদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে দক্ষিণ কলকাতাই ছিল তাঁর পছন্দ। তিনি আমার মত জিজ্ঞাসা করলেন। 'অন্বেষণ কিবা রাত কিবা দিন হিসাবে আমি তার মতকেই প্রাধান্য দিলাম। উপযুক্ত স্থানে সুবিধামত ভাড়ার ঘর না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করাই সঙ্গত হবে বলে স্থির হল, কিন্তু এই খানেই হল মুস্কিল। পছন্দমত জায়গায় এবং সাধ্যমত ভাড়ার ঘরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। কাজেই অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ইতি মধ্যে আমাদের পরিবারের ও আত্মীয়ের মধ্যে ৩।৪ জনের সাথে মাস-খানেকের জন্য উত্তর ভারতের কয়েক জায়গায় ভ্রমণের আমার এক সুযোগ উপস্থিত হল। অন্য কোন নেশা আমাকে কোনদিন আকর্ষণ করে নি; কিন্তু নিকটে হোক আর দূরে হোক ভ্রমণের সুযোগ আমাকে হাতছানি দিত। সে সময়ে বা তার পূর্বে আমি মধ্য কলকাতায় বাস করতাম। দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত

স্থানের সন্ধান করার সুযোগ বা অভিজ্ঞতা আমার ছিলনা। কাজেই ঐ উদ্দেশ্যে স্থান সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত আমার বিশেষ কিছু করারও ছিল না। তাই মামাতো ভাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমিও উত্তর ভারত ভ্রমণোন্মুখ বন্ধুর অন্তর্ভুক্ত হলাম। এবং এই যাত্রায় দিল্লী, আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, কিষ্কাচল, এলাহাবাদ, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি স্থান ঘুরে এলাম। এই সূত্রে সে যুগের দু'চার কথা যার প্রত্যক্ষ পরিচয় বা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এ যুগের লোকের আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে তার উল্লেখ করলে হয়তো কারও কারও মনে কৌতুকের সৃষ্টি হতে পারে। তাই সে রকম দু চার কথার উল্লেখ করছি এখানে।

সে যুগের রেলগাড়ী এখনকার মত সরকারী সম্পত্তি ছিল না। তার মালিকানা এবং পরিচালনার দায়িত্ব ছিল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে, ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ইত্যাদি নামের ভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির, এখনকার রেলের মত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জায়গায় তখন ছিল প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম (Inter class) এবং তৃতীয় এই চারটি শ্রেণী। তখন নিরানব্বই গাড়ীর প্রচলন হয়নি সে সময়ে। বিত্তবান ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতেন। তার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছুলোক মধ্যম শ্রেণীতে এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর লোক তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সুদৃশ্য এবং আরামপ্রদ চামড়ার গদি আঁটা বেশ প্রশস্ত বেঞ্চ থাকতো। কামরার মধ্যখান ফাঁকা থাকতো। সাধারণত দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার উপরে এবং নীচে রাত্রিকালে চারজন এবং প্রথম শ্রেণীর কামরায় দু'জন যাত্রীর শয়নের ব্যবস্থা থাকত এবং প্রত্যেক কামরার সংলগ্ন ঐ কামরার অল্পসংখ্যক যাত্রীর জন্য স্নানের ঘর এবং পায়খানা থাকতো, এই দুই শ্রেণীতে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা ছিল এবং অন্যান্য কিছু কিছু সুযোগ সুবিধার আয়োজনও থাকতো। মধ্যম শ্রেণীর (Inter class) ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার প্রায় দেড়গুণ ছিল বলে লোকে একে দেড়া ভাড়ার গাড়ী বলতো। অশিক্ষিত লোক এবং অপরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরিহিত যাত্রীরা এই গাড়ীতে উঠতে গেলে গাড়ীর ভিতরের যাত্রীরা 'দেড়া ভাড়ার গাড়ী' বলে উঠতেন, আর তাই শুনে আরোহনোদ্যত যাত্রীরা মারমুখী হয়ে জোর করে সেখানে ওঠার চেষ্টা না করে দ্রুত সরে গিয়ে অন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠতেন, আবার এই শ্রেণীর গাড়ীতে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশী সঙ্কীর্ণ বেঞ্চির উপরে প্রধানতঃ নারকেলের ছোবড়ার গদি বসান থাকতো বলে লোকে একে গদির গাড়ীও বলতো। গল্প আছে, একবার পল্লীগ্রামের এক অশিক্ষিত লোক ভুল ক্রমে মধ্যম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসে আছেন। চলতি ট্রেনে টিকিট পরিদর্শক এসে তার টিকিট দেখে যখন বললেন "এটা তো গদির গাড়ী আর তোমার টিকিট তো তৃতীয় শ্রেণীর" তখন যাত্রীটি তাড়াতাড়ি গদিটি উঁচু করে তুলে দিয়ে বেঞ্চির কাঠের উপর বসে পড়ে বলেছিলেন "এই নাও তোমার গদি, এবার তো আর তোমার বলার কিছু নেই"। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ছিল অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। তাদের জন্য আরামপ্রদ কোন ব্যবস্থার আয়োজন তো থাকতোই না বরং সবরকম কষ্ট এবং অসুবিধে ভোগ করেই তাঁদের যাতায়াত করতে হত। হাওড়া থেকে দিল্লীর তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ঠিক কত ছিল মনে নেই। তবে সামান্য কিছু কম বা বেশী (সম্ভবতঃ কম) দশ টাকার মত ছিল সে কথা মনে আছে। দুর্গা পূজার ছুটি বা অন্যান্য পর্বাদি উপলক্ষে রেল গাড়ীতে কিছু ভিড় হলেও এবং আসন সংরক্ষণের প্রথা প্রচলিত না থাকলেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের হাত পা মেলে শুয়ে বসে যাওয়ার বড় একটা অসুবিধে হত না। সস্তা ভাড়ায় দীর্ঘ মেয়াদী ফিরতি টিকিট (return ticket) এর ব্যবস্থা ছিল; ৮।১০ জনের আসনের তৃতীয় শ্রেণীর ছোট কামরা অথবা বেশী সংখ্যক আসনের বড় কামরার সমস্তটা, সকল আসনের মোট ভাড়া সময় থাকতে মিটিয়ে দিয়ে সমস্ত কামরাটা সংরক্ষিত কামরা হিসেবে ব্যবহার করার নিয়ম ছিল। কিন্তু কামরার

জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের চাইতে বেশী সংখ্যক আরোহীকে কামরায় নিয়ে যাওয়া যেত না। সে যুগে লোক আইন শৃঙ্খলা মেনে চলতে অভ্যস্ত ছিল। তুচ্ছ কারণে অথবা বিনা কারণে যখন তখন টেনের বিপদ সঙ্কেতের শিকল টেনে যাত্রীদের অবথা হয়রানি বা অসুবিধার সৃষ্টি করতো না। সন্ন্যাসী অথবা ভিক্ষুক ছাড়া বিনা টিকিটের যাত্রী বেশী একটা দেখা যেত না। রেলের মাল সরঞ্জাম অথবা যন্ত্রপাতি নষ্ট করার অথবা অপহরণের প্রবণতার অস্তিত্ব ছিল না বলা চলে।

সে যুগে হরিদ্বার, মথুরা, বারাণসী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলে অন্যান্য খাদ্য বস্তু ছাড়াও দুধ, ঘি এবং পেঁড়া, রাবড়ী ইত্যাদি ক্ষীরের ও দুধের খাবারের মূল্য বেশ সুলভ ছিল। উৎকৃষ্ট রাবড়ীর প্রতি সেরের মূল্য বোধ হয় আট আনার ঊর্ধে ছিল না। কলকাতায় রাবড়ীর দর একটাকা সেরের বেশী না হলেও তা ঐ রকম উৎকৃষ্ট ছিল না। এই সূত্রে কলকাতার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাজার দর কেমন ছিল উল্লেখ করা যেতে পারে। সকালে এবং বিকালে গোয়ালা ( সাধারণতঃ পশ্চিমা ) বাড়ীতে গরু এনে দুধ দুহে দুধ যোগান দিত। দর ছিল টাকায় পাঁচ সের ; সাড়ে চার সের। তবে পরে দাম বৃদ্ধি পেয়ে টাকায় চার সের পৌঁছে বহুদিন যাবৎ ঐ দর স্থিতিশীল হয়ে থাকতে দেখেছি। পল্লীগ্রামে টাকায় ষোল সের আঠারো সের দুধ বিক্রী হতে দেখেছি। মোটা চালের দাম ছিল দু টাকা চার আনা বা আট আনা প্রতি মণ—সের বা কিলো নয়, চল্লিশ সেরে এক মণ হত। বেশ ভাল চাল চার টাকা বা পাঁচ টাকা মণ দরে পাওয়া যেত. কাটা পোনা মাছ শীতকালে ছ'আনা আট আনা বা দশ আনা সের দরে পাওয়া যেত। তবে বর্ষাকালে দাম বেড়ে চোদ্দ আনা একটাকা কখনও কখনও পাঁচ সিকা পর্যন্ত হত। বড় ইলিশ মাছ একটা চার পাঁচ আনায় অথবা কখন কখন তার চাইতে কমেও দু আনা, দশ পয়সাতেও পাওয়া যেত। ইলিশের মরশুমে গঙ্গার ধারে ধারে প্রচুর টাটকা ইলিশ মাছ সস্তায় পাওয়া যেত জেলের কাছে, কলকাতার কথা মনে নেই তবে গ্রামাঞ্চলে পার্শে, ট্যাংরা, কই, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ওজনে বিক্রি হত না, বিক্রি হত ভসা হিসাবে। ঐ সব মাছের মধ্যে বড় সাইজের গুলি আবার কুড়ি হিসাবেও বিক্রি হত। বিভিন্ন মাছের কুড়ির সংখ্যা আবার ছিল বিভিন্ন। কোন মাছের কুড়ি হত ছাব্বিশটায়, কোন মাছের আটাশটায়, আবার ত্রিশটাতেও কুড়ি ধরা হত কোন কোন মাছের। বর্ষাকালে কুচো চিংড়ি প্রায় এক মালসায় ধরে এইরকম পরিমাণে পাওয়া যেত আধ পয়সায়।

সে যুগে তখনকার চার পয়সায় এক আনা গণনা করা হত। ষোল আনায় অথবা চৌষট্টি পয়সায় একটাকা হত। টাকা ছিল কিছু খাদ মেশানো রূপার তৈরী ; আকৃতি ছিল গোল। এক টাকার কাগজে নোট ছিল না। টাকার ভাঙানির জন্যে প্রচলিত ছিল আধুলি অর্থাৎ আট আনা, সিকি অর্থাৎ চার আনা আর দু আনি। এগুলো সবই রূপার এবং আকৃতি গোল। তার নীচে ছিল এক আনি, নিকেলের তৈরী, গোলাকৃতি ধারে ঢেউ খেলানো, আরও নীচে তামার পয়সা অর্থাৎ দু পয়সা, এক পয়সা, আধলা অর্থাৎ আধ পয়সা এবং পাই পয়সা। এ সবই ছিল তামার তৈরী এবং গোলাকৃতি। শুনেছি আরও আগে কড়ির চলন ছিল জিনিসপত্র কেনা বেচার জন্য। তিনটা পাই পয়সায় হত এক পয়সা আর বারো টায় এক আনা। কলকাতায় এবং এতদঞ্চলে পাই পয়সার চলন কিছু কম হলেও উড়িষ্যায় পাই পয়সার যথেষ্ট প্রচলন ছিল দেখেছি। মনে আছে পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানে ভিখারীর দল একটা পাবলা অর্থাৎ পাই পয়সা দে একটা পাবলা দে বলে বাঙালী তীর্থযাত্রীদের পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে যেত। আবার সেখানে ছই অর্থাৎ টাকনা দেওয়া গরুর গাড়ী গরু ছাড়া মানুষেও আরোহী সমেত টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। সম্ভবতঃ অত্যন্ত দরিদ্র বলে গরু কেনার বা পালন করার সামর্থ্যের অভাবে এই ব্যবস্থা ছিল।

আবার অন্য কোন কোন জিনিস পত্রের দরে ফিরে যাই। কলুর ঘানির খাঁটি সরষের তেল পাঁচ আনা সাড়ে পাঁচ আনায় একসের পাওয়া যেত। কলের তেলের দাম আরও কম ছিল। খাঁটি গাওয়া ঘি চোদ্দ আনা, একটাকায় এক

সের। সাদা চিনি পাঁচ আনা আর লাল চিনি সাড়ে চার আনা সের। সুগন্ধে ভরপুর ভাঙ্গা সোনা মুগের দর ছিল একটু বেশী, ঠিক মনে নেই। কিন্তু সে জিনিস আজকাল আর বড় একটা দেখাই যায় না। এক আলু ছাড়া অন্য কোন তরকারী ওজনে বিক্রি হতে দেখিনি। সে সব জিনিস বিক্রি হত হয় ভারা হিসাবে নয় গণ্ডা পণ হিসাবে। পাকা আম টুকরি অথবা শ' হিসাবে বিক্রি হত। ফলন কম বা বেশী হবার উপরে দরের তারতম্য হত। তবে ভাল জাতের আমের শ' সাধারণতঃ দু টাকা আড়াই টাকার মধ্যে ছিল। টুকরি কিনলে আরও সস্তা।

আট পৌরে দশ হাত ধুতি একখানা চোদ্দ আনায় এবং শাড়ী একটাকায় মিলতো। মিহি ও সৌখীন ধুতি এবং শাড়ীর দাম অবশ্য কিছু বেশী ছিল। গহনার সোনার দাম খুব বাল্যকালে যেন একুশ টাকা বাইশ টাকা ভরি ছিল মনে পড়ে। তবে সাতাশ আটাশ টাকা সোনার ভরির কথা খুবই মনে আছে।

সে কালে মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ চাকুরিজীবি মানুষের মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকার মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। কারও মাসিক মাহিনা একশ টাকা হলে লোকে তাঁকে খুব সম্ভ্রমের চোখেই দেখতো। Plain living and high thinking এই আপ্ত বাক্যের নির্দেশ মেনে না চললেও স্বল্পাংশে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে স্বচ্ছন্দচিত্তে মেনে চলতেন অনেকেই। তা ছাড়া যৌথ পরিবার প্রথা ও জিনিস পত্রের দাম (পয়সার মূল্য বেশী হওয়ার) কম থাকার সবসময়ে চতুর্দিকেই অভাবের হাহাকার শোনা যেত না।

কলকাতায় বাসের চলন তখনও হয় নি। ঘোড়ায় টানা ট্রাম দেখিনি—তখন ইলেকট্রিকে চলা ট্রামের প্রচলন হয়েছে। এখনকার মেল ট্রামে প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টা শ্রেণী ছিল। ট্রাম এখনকার মত এত সুদৃশ্য ছিল না অথবা ট্রামে এত আরামদায়ক ব্যবস্থার ও আয়োজন ছিল না। ভাড়া কত ছিল সঠিক মনে নেই। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া এক আনা ও প্রথম শ্রেণীর দু আনা। তবে অনেক পরে, তখন বাসের ও আবির্ভাব হয়েছে, সম্ভবতঃ ১৯৩০ সালের পরে, বেলা বারটা থেকে তিনটা পর্যন্ত ট্রামে 'সস্তার মধ্যাহ্ন ভাড়া' (cheap mid day fare) প্রথার প্রচলন হয়েছিল। এই প্রথায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে দু পয়সা এবং প্রথম শ্রেণীতে তিন পয়সা ভাড়া দিতে হত। অনেক দিন আগে ট্রাম বদল করে কোথাও যেতে হলে দু দিককার ট্রামের জন্য কি সস্তায় এক সাথে ট্রান্সফার টিকিট পাওয়া যেত। বাঙালী মেয়েদের ট্রামে বাসে যাতায়াতের রেওয়াজ যখন গড়ে ওঠে নি এবং রিকশারও বেশী চলন হয়নি তখন কোথাও যেতে হলে বাঙ্গালী মহিলারা জানালার খড়খড়ি বন্ধ করে আবৃ বন্ধ করে ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত করতেন। বেশী মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যও ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হত।

ভাড়ার ঘোড়ার গাড়ীর আবার শ্রেণী বিভাগ ছিল। হালকা গড়নের কিউ গাড়ীর ছাদ সাধারণতঃ তোলা করা যেত। ঐ গাড়ী সৌখীন লোকের হাওয়া খাওয়ার উপযোগী। এতে মালপত্র বহন করে যেত না। এ ছাড়া ছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রচুর পাল্কী গাড়ী। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী আকারে এবং আয়তনে দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা ছোট; সাধারণতঃ হাড় জিরজিরে রোগা পটকা দুটো ঘোড়ায় টানতো সে গুলো। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী বলিষ্ঠ একটা বা দুটো ঘোড়ায় টানতো। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর গতি ছিল মন্থর, উভয় শ্রেণীর গাড়ীতেই গাড়ীর মাঝামাঝি জায়গায় দু পাশে দরজা থাকত। দরজার উপরিভাগে ছিল খড়খড়িযুক্ত জানালা। ভিতরে গাড়ীর সামনের দিকে এবং পিছনের দিকে সমান্তরাল ভাবে বসলে প্রত্যেকটাতে সাধারণতঃ দু-জন বসার উপযোগী গদি দেওয়া বেঞ্চি প্রত্যেক বেঞ্চির দু দিকে খড়খড়ি দেওয়া জানালা। খড়খড়িগুলো উপরদিকে টেনে তুলে দিলে জানালা বন্ধ হয়ে যায় আর নীচের দিকে নামিয়ে দিলে জানালার জায়গাটা ফাঁকা থাকে, ভিতরে বাতাস সঞ্চালন করে এবং বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। পর্দা প্রথার প্রাধান্য থাকায় জানালার ব্যবস্থা এরকম ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর দরজা-

ছিল কালো আর তৃতীয় শ্রেণীর রঙ গেরুয়া রঙের হলদে ছোপ দেওয়া। উচ্চ শ্রেণীর গাড়ীর দরজা দুটির বাইরের দিকে সাদা রঙে দ্বিতীয় শ্রেণী জ্ঞাপক উপর-নীচে টানা লম্বা দুটো দাঁড়ি এবং তৃতীয় শ্রেণী জ্ঞাপক তিনটে দাঁড়ি থাকত। শ্রেণী জ্ঞাপক চিহ্নের নীচে প্রত্যেক গাড়ীর নিজস্ব রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখা থাকতো। ছাদের সামনের দিকে চালকের বসার জায়গা থাকতো। এবং ছাদের অন্য তিন দিক লোহার শিকের বেড়া থাকতো। গাড়ীর ভিতরে সকল যাত্রীর বা লটবহরের জায়গা না হলে বাড়তি লোকজন বা জিনিসপত্রের স্থান হত ছাদে। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাকড়া গাড়ীর ভাড়া ছিল কম।

মোটর গাড়ীর প্রাচুর্য না হওয়া পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান ব্যক্তিদের থাকত সম্ভ্রম উদ্দীপক এক বা একাধিক নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ী। গাড়ীর সামনের দিকে ছাদের সংলগ্ন আসনে পরিচয় ও সুদৃশ্য লোক ও পাগড়ি পরিহিত কোচম্যান বা চালক চাবুক হাতে উপবিষ্ট থাকতো। পিছনে পা দানিতে পরিষ্কার ধবধবে উর্দি ও পাগড়ি পরিধান করে সহিস ছাদের উপরের আংটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো; বেশীর ভাগ গাড়ীকে একটা আবার কোন কোন গাড়ীকে দুটো হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং মসৃণ দেহের বৃহৎ আকারের ঘোড়া টেনে নিয়ে যেত। সে সব ঘোড়া দেখেই বোঝা যেত তাদের যত্ন ও পরিচর্যায় মালিকের কার্পণ্য নেই। তাদের লাগাম ও অন্যান্য সাজসজ্জাও ছিল খুব জমকালো এবং আভিজাত্য জ্ঞাপক। ঐ ঘোড়ার পায়ের টাবগা শব্দে অশ্বগতির মধ্যেও যেন একটা আভিজাত্যের ছাপ থাকতো। ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার পায়ের শব্দ থেকে এ শব্দের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। গাড়ীর ভিতরে সামনে ও পিছনের দিকে মুখোমুখী দুটো আরামদায়ক ছামড়ার গদি আটা বেঞ্চি এবং ধরে বসার জন্য গাড়ীর ধার ঘেঁষে চারিদিকে চামড়ার বেল্ট। এ সব গাড়ীতে সাধারণতঃ জানালা থাকতো না। গাড়ীর মাঝামাঝি জায়গায় দুদিকে টানা দরজা। দরকার মত ঐ দরজা টেনে বন্ধ করা যেত। তবে গাড়ী চলাকালে অধিকাংশ সময়ে তা খোলাই থাকতো। গাড়ীগুলির রং এবং পালিশ সবসময়ে চকচক করতো। উপরে চালকের আসনে তার পায়ের নীচে বেল বা ঘন্টা লাগানো থাকতো। পথচারীকে সতর্ক করার জন্য চালক পায়ের চাপ দিলে সুমধুর অথচ গাম্ভীর্য পূর্ণ মিষ্ট শব্দ শোনা যেত। সে শব্দে পথিক মুগ্ধ ও সতর্ক দুইই হত। আজ ঘোড়া গাড়ীর বিশেষত বাড়ীর ঘোড়া গাড়ীর সে দৃশ্য সবকিছুর অন্তরাল অতি বিরল হওয়ায় তার একটু বিস্তৃত বিবরণই দিলাম।

সে যুগের কোন লোক বহুদিনের ব্যবধানে এ যুগে হঠাৎ দিল্লী গেলে তাঁর অবস্থা বোধ হয় রিপ ভান উইঙ্কল এর মত হবে। তখনকার দিনে নিউ দিল্লীর দক্ষিণ দিকে যেখানে মনুষ্য বসতির শেষ সীমা ছিল সেখানে থেকে কুতুব মিনারের দূরত্ব ছিল বেশ কয়েক মাইল। এই পথটা যেতে চারিদিকে মানুষের বাসের কোন ঘরবাড়ী দৃষ্টিগোচর হত না। দিল্লীতে তখন টাঙ্গা বা একাগাড়ীই ছিল সাধারণ মানুষের যাতায়াতের প্রধান যান। আজ তা বিরল বা লুপ্ত প্রায় হয়েছে। কুতুব মিনারের সেদিনের সে পথের চারি দিককার জনশূন্য প্রান্তর আজ লোক জনের বসতিতে এবং দোকানপাটে জম জমাট। শুধু এই দিকেই নয় দিল্লীর চারিদিকেই আজ একই অবস্থা। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চতুর্দিকে শহরের বিস্তৃতি ঘটেছে। সে সময়ে আজকের মত শহরের ভিতরে বা বাইরে দ্রষ্টব্য স্থানে নিয়ে কোন সংস্থা ছিল না। যে যার নিজের চেষ্টা ও সামর্থ্য মত এই কাজ সেরে নিত।

আমার এইবার আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণকালের দু একটা স্মৃতির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। আগ্রায় এক পান্থশালার সামনে দেখি বেশ ভিড়। ভিড়ের লোকেরা একটা খুব উঁচু অশ্বত্থ গাছের দিকে ঊর্ধ্ব নেত্র হয়ে চেয়ে আছেন। অনুসন্ধানে জানলাম মহিলাদের স্নানাগারের দেওয়ালে স্নানরতা কোন মহিলার রাখা বস্ত্র সেখান থেকে উধাও হয়েছে। অনেক অনুসন্ধানে দেখা গেল কপির এই

কৃষ্ণ আর কেউ নন, এক মর্কট প্রবর। তিনি সেই উঁচু গাছের খুব উঁচুডালে বসলে বস্ত্র নিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন আর মিটিমিটি নীচের লোকজনকে দেখছেন। আর নীচে থেকে অপহৃত বস্ত্র ফেরত দেবার আবেদনের প্রত্যুত্তরে মনে মনে মুখ ব্যাদন করছেন। অবশেষে তাই মৃগশাবককে বলা এবং কিছু মিষ্টান্ন উৎকোচ দিয়ে সেই বস্ত্র উদ্ধার করা হল।

আগ্রার এক দই এর দোকানের দৃশ্য আমার অনভ্যস্ত চোখে অদ্ভুত মনে হয়েছিল। পশ্চিমে সাধারণতঃ টক দইয়ের চলন ছিল। আমাদের এদিকে দই আন্দাজমত ছোট বড় হাঁড়িতে পাত্র হয় দেখেছি। ঐ দোকানে দেখলাম বড় বড় কোলায় (লম্বা আকারের বড় জালা বিশেষ) জমাট বাঁধা টক দই রয়েছে। কোলার তলার দিকে একটা ছিদ্রে হাতা বা চামচ ঢুকিয়ে দই বার করে নিয়ে সে দই বিক্রি হচ্ছে। নীচের দই সরে যাওয়ায় ওপরের জমাট দই নিজের ভারে নীচে নেমে এলে উপরে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে আবার দুধকে দই পাতার উপযোগী করে নিয়ে ঢেলে দেওয়ায় ঐ দুধ জমাট বেঁধে দইয়ে পরিণত হচ্ছে। এই ভাবে দই বিক্রি ও দই পাতার কাজ একই সঙ্গে চলতে থাকায় পাত্রের দই আর কখনও খালি হয় না। এ যেন গল্পের মধুসূদন দাদার শিশু পড়ুয়া গোপালকে দেওয়া দধিজন্তার যার ভেতরে দই কোন দিন শেষ হয় না। মথুরার বিশ্রাম ঘাটে অজস্র কচ্ছপের সমাবেশ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে মথুরায় গিয়ে দেখি শহর যথেষ্ট সম্প্রসারিত হলেও যমুনার জল এবং কচ্ছপের প্রাচুর্য যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়েছে। সেবার যে সব জায়গায় গিয়েছিলাম তার মধ্যে হরিদ্বারের শান্ত, নির্জন এবং সমাহিত পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করেছিল। মনে হয়েছিল সমস্ত জীবনটা নিরুদ্বেগ ধ্যান ধারণায় কাটিয়ে দেবার উপযুক্ত স্থান এই হরিদ্বার। অশান্ত মনকে শান্ত করতে মনের অস্থিরতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মনে স্থিরতা আনতে বোধ হয় এ রকম আর দ্বিতীয় স্থান নেই অন্য কোথাও। কিন্তু জগৎ পরিবর্তনশীল। হরিদ্বারেরও পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমবার হরিদ্বার দর্শনের সেই অনুভূতি পরবর্তী কালে আর কোন বারই উপলব্ধি করি নি।

তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্য ছাড়া আগেকার দিনের বাঙালী সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের লোকের মধ্যে এখনকার মত দেশ-ভ্রমণের আগ্রহের বিশেষ সৃষ্টি হয় নি। উচ্চ মধ্যবিত্ত আইনজীবি, অধ্যাপক ইত্যাদি শ্রেণীর অল্প কিছু লোক পূজার ছুটিতে হয়তো বিহারের কোন জায়গায় অথবা বারাণসীতে দিন কতকের জন্য ঘুরে আসতেন সপরিবারে। যাঁরা কর্মসূত্রে কলকাতা অথবা অন্যত্র বাস করতেন পূজার ছুটিতে তাঁরা অন্যত্র না গিয়ে সাধারণতঃ নিজেদের গ্রামের বাড়ীতেই যেতেন। রেলে যাত্রী বেশী না হওয়ায় রেলে ভ্রমণ জনপ্রিয় করার জন্য রেল কোম্পানী নানারকম সুলভ ভাড়ার ব্যবস্থা করতেন। উত্তর বঙ্গে এবং পূর্ব বঙ্গে ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের গাড়ীতে যেতে হত। এক সময়ে এই রেল কোম্পানী 'ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াও (Travel as you like) নামে এক ব্যবস্থার টিকিট দিতেন। এই ব্যবস্থায় দশ টাকায় তৃতীয় শ্রেণীর এবং পনের টাকায় মধ্যম শ্রেণীর টিকিটে ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের যে কোন দিকে যে কোন জায়গায় পনের দিনের মধ্যে যতবার ইচ্ছা ঘুরে আসা যেত। মনে আছে একবার বোধ হয় ১৯০৯ সালে আমার সহকর্মী শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় আর আমি এই ব্যবস্থার টিকিট কিনে একত্রে রংপুর জেলার সৈয়দপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং, ঢাকা প্রভৃতি নানা স্থানে গিয়েছিলাম এবং শিলিগুড়ি পর্যন্ত এই টিকিটে গিয়ে সেখান থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় দার্জিলিং এবং কালিম্পং ঘুরে এসেছিলাম।

আমাদের পরিবারের ও আত্মীয়দের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে যে বার পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে এসেছিলাম সেবার গয়া যাওয়া প্রসঙ্গে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্যকলাপের কিছু উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। আগেকার দিনে তীর্থযাত্রীদের উপরে পান্ডাদের দৌরাত্ম্য ও নির্যাতনের কাহিনী সর্বজনবিদিত ছিল। তা সত্ত্বেও ধর্মপ্রাণ তীর্থ

যাত্রীরা গয়া যেতেন এবং পাণ্ডাদের জুলুম এবং উপদ্রব বাধ্য হয়ে সহ্য করতেন। পাণ্ডাদের এই বেআব্রু নিবারণে ভারত সেবাশ্রম সংঘ পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে জয়ী হওয়ায় এক অসাধ্য সাধনের গৌরব অর্জন করেন। তীর্থযাত্রীদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে, চিরদিনের জন্য পাণ্ডাদের হাত থেকে তাদের উদ্ধারের উপায় করে এই সংস্থা সর্বজনের ধন্যবাদার্হ হন। সেবার গয়া যাবার উদ্দেশ্যে আমরা বারাণসী থেকে ভারত-সেবাশ্রম সংঘকে এক পোষ্ট কার্ডে সাধারণ যাত্রী হিসাবে আমাদের গয়া যাবার এবং সেখানে তাঁদের সাহায্য লাভের অভিপ্রায় জানালাম। কবে কোন ট্রেনে গয়া পৌঁছব সে কথাও লেখা হল। বেশ ঠাণ্ডার মধ্যে শেষ রাত্রে গয়ায় পৌঁছে আমরা দেখে বিস্মিত হলাম যে গেরুয়া বসন ধারী সঙ্ঘের নবীন এক সন্ন্যাসী সুপারিশ এবং গোত্র পরিচয়হীন আমাদের লেখা সেই পোষ্ট কার্ড খানি সম্প্রসারিত হাতের চেটোয় করে রেলওয়ে প্ল্যাটফরমের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নীরবে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর সাহায্যে আমরা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে গিয়ে উঠলাম। সেখানে তাঁদের ব্যবস্থাপনায় আমাদের কাজকর্ম নিখুঁতে এবং অতি সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হয়েছিল। সঙ্ঘের সেবাদর্শ এবং কার্যকলাপ আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালেও গয়ায় গিয়ে সঙ্ঘের সেই সেবাদর্শ অব্যাহত আছে দেখেছি।

এই রচনায় পূর্বকালের নানা বিষয়ের হালচাল এবং নানা জিনিষপত্রের বাজার দরের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার সময় হচ্ছে সাধারণতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরবর্তী কাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার (১৯৩৯ সাল) পূর্ব পর্যন্ত। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার কিছু পূর্বের কোন কোন বিষয়ের কিছু এর অন্তর্ভুক্ত আছে। এই রকম একটা বিষয়ের উল্লেখ করে এই পর্ব শেষ করছি।

ইতি পূর্বে সে কালের জিনিসপত্রের দামের কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। এবার ১৯১১-১২ সালের কলকাতার বাড়ী ভাড়ার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই সময়ে আমার বয়স তখন প্রায় চার পাঁচ বছর, কলকাতায় ভবানীপুরে বকুল বাগান রোডে একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে আমার পিতৃদেব পরিবারের সকলকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। তাঁর পরলোক গমনের পূর্বে (১৯১৩) বছর দুই আমরা ছিলাম সেখানে। সে যুগে মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থরা সাধারণতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গৃহে বাস করতো। ফ্ল্যাট সিস্টেমের প্রবর্তন হয় নি তাঁদের জন্যে তখনও ঐ বাড়ীতে তিনটি শয়ন ঘর, তার সাথে লাগোয়া একটা লম্বা হল ঘর, সামনে ও পিছনে ছোট বারান্দা। বেশ বড় একটা খোলার চাল দেওয়া ঘরকে দু ভাগ করে একদিকে আমিষ ও অন্য দিকে নিরামিষ রান্নার ব্যবস্থা ছাড়া উঠানে জলের কাঠের সিঁড়ি কল-পায়খানা (তখন অধিকাংশ বাড়ীতে খাটা পায়খানা ছিল) এবং বাড়ীর ভিতরে লিচু গাছ সমেত একটা বেরা উঠান ছিল। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই বাড়ীর মাসিক ভাড়া ছিল পনের টাকা।

আমি ভেবেছিলাম ভ্রমণ পর্ব সেরে কলকাতায় ফিরে দেখবো ইতিমধ্যে আমাদের দোকানের জন্য ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম তখনও উপযুক্ত কোন ঘরের সন্ধান পাওয়া যায় নি। অগত্যা পূর্ণ উদ্যমে নতুন কাজে নামার আগ্রহকে মনে চাপা রেখে ক্ষুণ্ন মনে আবার পূর্ব আস্তানা মধ্য কলকাতায় আমহার্স্ট ষ্ট্রীট ডাকঘরের পাশে কোরিস চার্চ লেনে (এখনকার ডাক্তার কার্তিক বসু লেন) পুরানো মেসে ফিরে গেলাম।

# গ্রামোন্নয়নে গ্রামীণ গ্রন্থাগার

ডঃ প্রবালকান্তি হাজরা

গ্রন্থাগার বলতে কি বোঝায়, তা সুন্দর ক'রে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর 'লাইব্রেরী' নামক প্রবন্ধে। এর মূল সুরটা হোলো—মানব হৃদয়ের সবরকম অনুভূতি বিচিত্রধর্মী বইয়ের মধ্যে বন্দী হ'য়ে রয়েছে। অক্ষরের বন্দীদশা ঘুচিয়ে অনুভূতিগুলিকে মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারে বিচিত্রধর্মী বইয়ের সঞ্চয়ভাণ্ডার—'পাঠাগার'। আবার পাঠাগার হ'লো সর্বজনীন পাঠশালা—এখানে সব শ্রেণীর, সব বয়সের মানুষের অবাধ আমন্ত্রণ।

বেশ কিছুকাল আগে লোকে গ্রন্থাগারে যেতেন অবসর বিনোদনের জন্য গল্পের বই প'ড়ে সময় কাটানোর জন্যে। কেউ কেউ যেতেন প্রাচীন ইতিহাস বা দেশবিদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের হদিশ পেতে। কিন্তু সত্যিকার জ্ঞানার্জনের প্রয়াস ছিল একান্ত সীমিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে প্রায় সব দেশেই সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তায় ও এসেছে পরিবর্তন। তাই মানুষ আজ নানা বিষয়ে চিন্তা করেছেন, ভাবছেন। এই বিবিধ ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে বিচিত্রধর্মী বইয়ের প্রকাশনায় ও নানা আলোচনায়। সাহিত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি সমাজনীতি কৃষি কারিগরী শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি নানান বিষয়ে বিচিত্র ভাবনার বই দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। স্বভাবতই এগুলি থেকে জ্ঞানআহরণের আকুতি, জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু মনকে অহরহ আকর্ষণ করছে। তাই গ্রন্থাগার আজ সব ধরণের জিজ্ঞাসু মনের আকাঙ্খাপূরণে সচেষ্ট হয়েছে।

গ্রন্থাগারের উপরিউক্ত ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির আরও বহুবিধ সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব বিষয়ে পাঠকসমাজের অবহিত করার জন্যই এই আলোচনা। ভারতবর্ষের পরাধীনতার সময় বিদেশী শাসকদল এদেশের গ্রামগুলির উন্নয়ন ব্যাপারে প্রায় নিস্পৃহ ছিলেন। তাই গ্রামশিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি জীর্ণদশায় পৌঁছে গিয়েছিল। স্বাধীনোত্তর কালে ভারতবর্ষের প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামের কথা নিয়ে আলোচনা করা হ'লে ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়টি প্রায় অবহেলিতই ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে গ্রামজীবনের উন্নতির চেষ্টা করা হ'লেও আশানুরূপ ফললাভ হয়নি। বাস্তবে আমরা গ্রামের যে চিত্র দেখি, তাতে পঞ্চাশ বছর আগেকার গ্রাম এবং পরবর্তীকালের গ্রামের মধ্যে খুব একটা ধরা পড়ে না। যাহোক কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা গেলে ও, মানসিকতা এবং জীবনযাত্রা প্রণালীতে গ্রামগুলির অবস্থা যে পূর্ববৎই রয়েছে, তা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। গ্রামে গ্রামে আজ রাজনৈতিক পরিবর্তন চোখে পড়লেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি যে উল্লেখযোগ্য ভাবে ঘটেনি তা স্বীকার করবেন। গ্রামের এই স্থবিরতা—মানসিকতা ও ও দারিদ্র্য জর্জর পরিবর্তন সাধনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নানা চিন্তা ভাবনা হয়েছে। সে পথ ধ'রে কাজ ও চলছে। এই কাজের বলিষ্ঠ সহায়ক হ'য়ে উঠতে পারে এই গ্রামীণ গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার অর্থে শুধু একটা বইভর্তি ঘর নয়। এখানে গ্রন্থাগারিক ও কর্মী, পাঠক,-সদস্যবৃন্দ ও পাঠাগারে আসা উৎসাহী মানুষের কথাই বলা হচ্ছে।

এই সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তার ও সার্বিক উন্নয়নের একটা প্রাথমিক রূপরেখার পরিকল্পনা গ্রহন করা যেতে পারে। ক্রমশঃ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বারা এর বাস্তবরূপে একটি উপযুক্ত প্রকল্প রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

পাঠাগারের ভূমিকা ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার প্রসঙ্গে আসার আগে 'শিক্ষা' কথাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। 'শিক্ষা' এবং 'বিদ্যা' দুটি কথাকে একই অর্থের পরিপূরক মনে করলে ভুল হবে। বিদ্যা আহরণের জন্য শিক্ষা আচরণের। আমরা আলোচনা করছি শিক্ষা নিয়ে। এই শিক্ষার অভাবই আমাদের দেশের যাবতীয় দুর্গতির মূলে। বিভিন্ন মনীষী শিক্ষাকে সার্বিক ও গণমুখী ক'রে গণ-শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। যা আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের আটাত্রিশ বছরকালেও ক'রে উঠতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমাদের দেশের যাবতীয় দুর্গতির মূলে রয়েছে অশিক্ষা। এই অশিক্ষাই নানা কুসংস্কারের জন্মদাতা। এই অশিক্ষাই মানুষকে পরস্পরের মধ্যে মিলতে দেয় না, ধর্মের দোহাই দিইয়ে রেখে মানুষে মানুষে ভেদের ও অসম্প্রীতির প্রাচীর গ'ড়ে তোলে—সব রকম কল্যাণের পরিপন্থী হ'য়ে উঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষা এমন হবে, যা মানুষের দেহ মনের বিকাশ সাধন করে সমাজ জীবনকেও বিকশিত করে তুলবে। এমনি শিক্ষা ব্যবস্থাই তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে গ'ড়ে তুলেছিলেন—যার একটিতে পাওয়া যায় মানসিক বিকাশের শিক্ষা, অন্যটিতে দেহের ও সমাজ জীবনের উৎকর্ষের শিক্ষা। এই পথ ধরে দেশ ও জাতিকে গ'ড়ে তুলতে পারলে শিক্ষা হবে সার্থক।

পাঠাগারে যাঁরা আসেন, তাঁরা কমবেশী শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁদের শিক্ষা নিজের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে থাকলে তার সার্থকতা নেই। শিক্ষার চরম লক্ষ্য সহানুভূতির-বিস্তৃতিতে। সেই বিস্তার ঘটাতে হবে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে। আমরা জানি অশিক্ষিত মন একান্তভাবে আপন স্বার্থের সীমায় আবদ্ধ। তার আনুগত্য কেবলমাত্র নিজের ও আপনজনের প্রতি। অপর পক্ষে শিক্ষিত মনের সহানুভূতি আপন পরিবারকে ছাড়িয়ে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীকে ছাড়িয়ে আপন সমাজ, সমাজ ছাড়িয়ে দেশ, দেশের সীমানা অতিক্রম ক'রে বিদেশ—এক কথায় সমগ্র মানব সমাজে পরিব্যাপ্ত। এই যে মন, এই মন নিয়েই গ্রামের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। শুধু সাক্ষরতার মান পর্যন্ত গ্রামের মানুষকে শিক্ষা দেবার আত্ম-তুষ্টিমূলক মানসিকতা যেন আমাদের না জাগে।

আজকাল গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় হয়েছে। বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভের ব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষার ব্যবস্থাটা থাকে না। তাছাড়া সার্বিক শিক্ষাও সেখানে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থানীতিক ব্যবস্থায় আশা করা যায় না। তাই বিদ্যালয়ের বাইরে গ্রামের মানুষকে, বিশেষতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে সাহায্য করা যায়—তাতেই শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সে প্রসঙ্গে আসা যাক্। পূর্বেই বলেছি, এটি একটি কাঠামো। এটি নিয়ে বিদ্বজ্জন ভাববেন—এটিই শেষ কথা নয়।

প্রথমেই আমি জোর দিতে চাই সেই শিক্ষার উপর যা গ্রামের মানুষদের পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ দূর ক'রে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভাব এনে দিতে পারে। বর্তমান দিনের স্বার্থপর রাজনীতি ঠুনকো লোভের টোপ ফেলে গ্রামের মানুষকে 'ঘুড়োর বলে' পরিণত করেছে। যে যার স্বার্থ নিয়ে দৌড়েচ্ছে, প্রতিবেশীর দিকে নজর নেই। পারস্পরিক বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ানোর সদিচ্ছা নেই। এ আচরণ সামাজিক আচরণ নয়। তাই আমাদের পাঠাগারের পাঠকবন্ধুদের প্রাথমিক কাজই হবে—যে যার প্রতিবেশীর মনে পারস্পরিক মিলনের সুফল বিষয়ে চিন্তা করতে শেখানো—প্রত্যেকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাই উন্নতির সোপান, প্রত্যেকের উন্নতিতে সকলের উন্নতি, আমারও উন্নতি—এই সহযোগিতার বোধ জাগিয়ে তোলা।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামের মানুষ নানাবিধ কুসংস্কারে আবদ্ধ। তাঁরা গতানুগতিক জীবনযাত্রা মেনে এসেছেন, তাই অনিবার্যভাবে নানা কুসংস্কারকে ধর্মের অঙ্গ মনে ক'রে সেগুলিরই অনুসরণ করেন। আমাদের পাঠকদের কাজ হবে—মানুষের মন থেকে এই সব কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করা। পাঠাগার চত্বরে কোন উপলক্ষে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে গ্রামের মানুষদের আমন্ত্রণ জানিয়ে, যুক্তির সাহায্যে তাঁদের কুসংস্কারের কুফল সম্বন্ধে বোঝানো। এভাবে ধীরে ধীরে তাঁদের জড় মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

তৃতীয়তঃ, পরিবেশ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন

করাতে হবে। পাঠাগারে আলোচনার ব্যবস্থা ক'রে, কিংবা ছুটির দিনে পাঠকেরা কয়েকজন দলবদ্ধভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে, মানুষের মনের কাছাকাছি আসতে পারেন, তাঁদের মনে পরিবেশগত ধারণা জাগাতে পারেন। আজকাল নির্বিচারে পাখীহিংসা চলেছে, প্রকৃতির রাজ্যে পাখীদের কলকাকলী আনন্দতান সৃষ্টি ক'রে ক্লান্ত মানবমনে সান্ত্বনার প্রলেপ এনে দেয়—সেই নিরপরাধ পাখীগুলোকে বধ করা নৈতিক অপরাধ—এ বোধ জাগানো উচিত। ধূমপানের অবাধ বিস্তার অ-ধূমপায়ীর নিকট অসহনীয়, কলকারখানার ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে, গ্রামের চলাচলের পথঘাটে বত্রতত্র মলমূত্রত্যাগ অস্বস্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর—ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের সচেতন ও সতর্ক করানো উচিত। আজকাল কৃষিকাজে ব্যবহার্য কীটনাশক ঔষধের অযথেচ্ছ এবং অবৈজ্ঞানিক প্রয়োগ কেমন করে জীবনহানির কারণ হচ্ছে, পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে এ সব বিষয়ে গ্রামের নিরক্ষর বা শিক্ষাবিহীন মানুষকে পাঠকগণ অবহিত করাতে পারেন।

চতুর্থতঃ পাঠাগারের বিভিন্ন ধরণের বইয়ের সংগ্রহে কেন কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের বেশ কিছু বই থাকে। তা হ'লে আগ্রহী কৃষকগণ তাঁদের সমস্যা সমাধানের তাগিদেও পাঠাগারকে ব্যবহার করবেন। গ্রামীণ অর্থনীতির মূলই তো কৃষিকর্ম, উৎপাদন বৃদ্ধি। এ বিষয়ে পাঠাগার তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক বা কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের এনে মাঝে মাঝে আলোচনার আসর ডাকলে বিশেষ উপকার হয়। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সপ্তাহের কোন নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের পাঠাগারে আনানোর ব্যাপারে পাঠকগণ উদ্যোগী হ'তে পারেন।

একই ভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে বেকার যুবকদের হাঁস মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, মৌমাছি পালন, ছাগ পালন প্রভৃতি লাভজনক বৃত্তিতে উৎসাহদান, প্রয়োজনমত বিভিন্ন শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণ বা কাছাকাছি অনুরূপ পালনকেন্দ্র পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে পাঠাগার ও পাঠকগণ সার্থকভাবে অগ্রণী হ'তে পারেন। এতে পাঠাগার যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করবে তেমনি সামাজিক কর্তব্য পালন করাও সম্ভব হবে।

পঞ্চমতঃ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সীমিত সময়ে ভূগোল—ইতিহাস পড়ে। কিন্তু পুস্তকের নীরস পাঠ তাদের কতটুকুই বা আকর্ষণ করতে পারে। পাঠাগারে যদি ভ্রমণ কাহিনীর পুস্তক বেশ কিছু রাখা হয় এবং ভ্রমণ প্রিয় মানুষদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা কথনার আসর বসানো হয়, তবে ছাত্র-ছাত্রী এবং পাঠকগণও সত্যকার ভূ-পরিচয় লাভ ক'রে, ঐতিহ্য মণ্ডিত পুরাকীর্তির স্থানের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লাভ করে ভূগোল-ইতিহাস পাঠে আনন্দ খুঁজে পাবেন। পাঠাগারে রক্ষিত নানা দেশের মানচিত্র, চার্ট, ঐতিহাসিক মর্যাদাযুক্ত স্থানের আলোকচিত্র বা পোস্টার-আদি রাখতে পারলে ভ্রমণ বিষয়ে আগ্রহ বাড়বে। ভ্রমণ যে শিক্ষার অঙ্গ এটা ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে শুধু শুনেই থাকে। পাঠাগার থেকে মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন হ'লে, অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন স্থানের লোক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারবেন এবং এর মধ্য দিয়েই তারা লোক-শিক্ষা লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির চাক্ষুষ পরিচয় পাবেন।

ষষ্ঠতঃ নৈতিক শিক্ষা বিস্তারে পাঠাগার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। পাঠাগারে মনীষীদের জীবনী ও বাণী সম্বলিত পোস্টার ফটোগ্রাফ তো থাকবেই, উপরন্তু থাকবে তাঁদের লেখা বই পত্র। কিন্তু শুধু এ সবেই পাঠাগারের দায়িত্ব শেষ হয় না আজকাল শিক্ষা-ব্যবস্থায় নীতিশিক্ষার স্থান নেই বলে ছাত্র-ছাত্রী তথা বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে ও নানা ধরণের অসৌজন্য বা অবিনীতভাব —তাঁদের আচার-আচরণ, কথাবার্তায় অসংলগ্নতা, কথা দিয়ে কথা না রাখা, কাজ ও সময় বিষয়ে সচেতন-না-থাকা প্রভৃতি নীতিহীন ভ্রষ্ট মানসিকতা প্রাধান্য পাচ্ছে। এ গুলির প্রতিরোধে প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা। পাঠাগারে বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিবসকে কেন্দ্র ক'রে আলোচনা, মনীষী-জীবন সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহী করে তাঁদের আদর্শ-

বোধ, সময়নিষ্ঠা, কর্তব্য সচেতনতা বিষয়ে উৎসুক্য জাগায়। শৈশব, ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনে মনীষীদের জীবন যাপন-রীতি কেমন ছিল, কেন তাঁরা এত বড় হ'য়েছেন, কোন আদর্শকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের আচরণ কিরূপ ছিল—এ সব নিয়ে আলোচনায় ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চয়ই নৈতিক শিক্ষালাভ করবে। ছাত্রাবস্থাই আদর্শ গ্রহণের বয়স, এই সময়ই তারা একটা আদর্শ আঁকড়ে ধরতে চায়। পাঠাগার উদ্যোগী হ'য়ে এভাবে স্থানীয় তরুণদের সৎ আদর্শে, শুভবোধে উদ্দীপ্ত ক'রে তুললেই তাদের মনের প্রসারতা ঘটবে এবং আপনা থেকেই তাদের মনে নৈতিক চেতনা দানা বাঁধবে।

সপ্তমতঃ গ্রামে অসংখ্য মানুষ পড়াশুনা তো দূরের কথা, নামটুকুও সই করতে জানেন না। নিক্ষেরতার অভিশাপ মাথায় নিয়ে তাঁরা নানা প্রকার বঞ্চনার শিকার হ'য়েছেন, হচ্ছেন। ফলে সাক্ষরতা ও পঠনের যে কি সুফল, তা তাঁরা অনুধাবন করতে পারছেন না। পাঠাগারের পাঠকরা যদি পালাক্রমে সপ্তাহে দু'একদিন এই সমস্ত মানুষের সাক্ষর ক'রে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাহ'লে যে বিদ্যা তাঁরা আহরণ করেছেন, তাকে ছড়িয়ে দিয়ে একটা সামাজিক কর্তব্য পালন করা যায়। শুধু বয়স্কদের কেন, গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায়—অনেক দুস্থ পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়েও যায় না, বা তাদের বাবা-মাও তাদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার প্রয়োজন অনুভব করেন না—এদের কথাও চিন্তা করা যেতে পারে। স্কুলে-না-যাওয়া এই সব ছেলেমেয়েরা বড় হ'য়ে শুধু সাক্ষরহীনের সংখ্যাই বাড়াবে না, নিরক্ষতার অভিশাপ মাথায় নিয়ে নানারকম অ-সামাজিক কাজে লিপ্ত হ'য়ে নিজেদের জীবন এবং সমাজ জীবনকেও কলুষিত করে তুলবে। এদের অক্ষরজ্ঞানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে যাবার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে যদি একটা পরিকল্পনা পাঠাগার তথা পাঠকবৃন্দ গ্রহণ করেন, তা হ'লে একটা সামাজিক দায়িত্বে সকলে বাঁধা থাকবে।

মোটামুটি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে গ্রামাঞ্চলে সুশিক্ষা বিস্তারে গ্রামাঞ্চলে পাঠাগারের ভূমিকা কতটা প্রসারিত হ'তে পারে—তা আলোচনা করা হোল। কিন্তু এখানেই পাঠাগারের কর্মক্ষেত্র সীমিত নয়, গ্রামের স্বাস্থ্য, চিত্ত-বিনোদন এবং সুস্থ মানসিকতার বিকাশ সাধনেও পাঠাগার নানাবিধ ভূমিকা গ্রহণ ক'রে গ্রামোন্নয়নে সাহায্য করতে পারে।

গ্রামের পথঘাট, ব্যবহার্য পুকুর, ডোবা-নালা প্রায়শই সংকীর্ণ হ'য়ে, অপরিসর হ'য়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হ'য়ে ওঠে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। এ গুলির সংস্কার সাধনে পাঠকবৃন্দ উদ্যোগী হ'তে পারলে গ্রামীন পরিবেশ ভিন্নরূপ পায়। এই সব শুভকরী কর্ম-প্রচেষ্টার প্রভাব গ্রামের মানুষজনকেও উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পরিচ্ছন্ন মনের জন্ম দেবে।

গ্রামের মানুষ গ্রামীণ জীবনে আনন্দ বা চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ কম পান। গ্রামের এই একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। সন্ধ্যাবেলা রামায়ণ-মহাভারত পাঠ কিংবা ধর্মকথা আলোচনা, কীর্তন কথকতা বা সমাজ-বিষয়ক নানা আলোচনায় গ্রামের মানুষকে কিছু সময়ের জন্য মুক্তির আনন্দের স্বাদ দেওয়া যেতে পারে। পাঠাগার কর্তৃপক্ষ এবং পাঠক সাধারণের উদ্যোগে নাটক-যাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, মাঝে মাঝে গ্রামীণ জীবনে এই বৈচিত্র্য আনয়ন শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার নয়। তাছাড়া প্রতি বছর একটা বিশেষ সময় স্থির ক'রে যদি প্রদর্শনীমূলক কোন কিছু আয়োজন করা যায়, তা হ'লে গ্রামের মানুষ উৎসাহ পাবেন এবং গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উপলব্ধি করবেন। কৃষি-বিজ্ঞান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবেশ ও কারিগরী বিষয়ক কোন কিছুকে অবলম্বন ক'রে পোষ্টার-প্রদর্শনী, কিংবা গ্রামে উৎপাদিত সেরা ফসলের প্রদর্শনী গ্রামের মানুষজনকে আগ্রহী করে তুলবে আরো ভালো ফসল ফলাতে। এই উৎসাহ পরবর্তী বছর গুলিতে নিশ্চয়ই সুফল দেবে।

বর্তমানকালে নানা প্রয়োজনে শহর বা নগর জীবনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে

শহরের চাকচিক্য ও জৌলুষে অনেককে মোহান্ধ ও দিশেহারা করে তুলছে। গ্রামের সরল কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী শহরের মাটিতে পা দিয়েই তার বাইরের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়। গ্রামীণ জীবন ও পরিবেশ অপেক্ষা শহরের জীবনই যেন এদের হাতছানি দিতে থাকে। শহরের অন্তঃস্থলের পরিচয় অপেক্ষা বাইরের বিকৃত রুচি আর বিকৃত মানসিকতার শিকার হয় এরা সহজেই। ফলে তাদের চাল-চলনে, কথায় বার্তায়, পোষাক-আষাকে, আচার আচরণে শহুরে নোংরামী ও হেলেদোলানো গ্রামের শান্ত নিগ্ধ পরিবেশকে দূষিত ও কলুষিত করে—গ্রামীণ জীবনে অভদ্রতা নেমে আসে। তার প্রভাব পরিবারে, সমাজেও পড়ে। পাঠক সাধারণ এইসব কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের মনকে পাঠাগার কেন্দ্রিক ক'রে ধীরে ধীরে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারলে গ্রামীণ পরিবেশের সহজ, সরল আড়ম্বরহীন জীবনে স্বাভাবিকতা বজায় থাকে। পাঠাগারের নানা অনুষ্ঠানে এদের যুক্ত করলে, এদের মনে সুস্থতা বোধ ও সুস্থ রুচির ধারণা গড়ে তোলা গেলে, সমাজের প্রভূত কল্যাণ হয়। তারা যেহেতু গ্রামের ছেলে-মেয়ে, গ্রামের উন্নতির সঙ্গে এদের উন্নতিও যে জড়িত—এ বোধটাই সৃষ্টি করতে হবে। তাহ'লে এদের সহযোগিতায় গ্রামীণ পরিবেশ, গ্রামের অর্থনীতি, গ্রামের কল্যাণ উন্নতির লক্ষ্যে পরিচালিত হ'লে সমাজে নতুন প্রোগ্রেসের সৃষ্টি করবে। এভাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গ্রামের শিক্ষাবিস্তারে যেমন সহায়তা করবে, তেমনি গ্রামের নানা উন্নতি ও কল্যাণকর কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, গ্রাম কল্যাণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হ'য়ে উঠবে।

# মধ্যযুগের ভারতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাসের ধারা

অনিলচন্দ্র পাল

ইস্‌লামের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে গ্রন্থ এবং জ্ঞানার্জনের জন্য মুসলমানের এক অদম্য স্পৃহা। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ তাঁর অনুগামীদের এক স্থলে নির্দেশ দিয়েছিলেন জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। 'প্রয়োজন-বোধে যে কোন মুসলমান চীনদেশে গিয়েও জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে পারেন'। ইস্‌লামধর্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্ব থেকেই আরববাসীদের সঙ্গে ভারতবাসীর এক সু-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তা শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থকে লক্ষ্য করেই গড়ে ওঠেনি; সাংস্কৃতিক পর্যায়েও এক সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল। ভারতবাসীদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ফলেই ইউরোপের নানান দেশে আরবীয় পৌঁছে দিয়েছিলেন গণনের জন্য ভারতীয় সংখ্যা এবং আর্যভট্ট, লীলাবতীর গাণিতিক সূত্রগুলি। আর তব বিনিময় ঘটেছিল চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে। তাঁরা প্রাচীন গ্রীক জ্ঞানের উৎসধারা সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন; তাই অনেক মুসলমান কবীর রচনাকর্মে আরিস্টটল ও প্লেটোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্থাপত্যকর্মে গ্রীক প্রভাব ছাড়া, পারস্যদেশের প্রভাবটিও লক্ষ্য করার মতো। বিভিন্ন বিদ্যার শাখা প্রশাখা সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সেই অমূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডারগুলি স্বদেশবাসীদের মধ্যে প্রচার, ধারণ ও বহনের জন্য বিভিন্ন বিদ্যার গ্রন্থরাজির ভাষান্তর এবং লিপিকরণের কাজ সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের ভাষান্তরিত গ্রন্থরাজ ব্যবহারযোগ্য স্থানে সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। তাঁদের মৌলিক চিন্তার ফসলগুলিকে গ্রন্থাগারে বসেই ইতালীর মন্টে কাসিনো (Monte Cassino) ও ত্রিবোলী (Trivoli) তে এবং স্পেনের টোলেডো (Toledo) সহ অন্যান্য জ্ঞানের পীঠস্থানে আরবীয় জ্যোতির্বিদ্যা, কাঁচের চশমা, পদার্থবিদ্যা

প্রসারণ, চিকিৎসাবিদ্যা, গাণিতিক সূত্রবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্রের অনুলেখন অনুষ্ঠিত হত। অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবহার তাঁরা এভাবেই করতে শুরু করেছিলেন।

তবে ইসলামের ইতিহাসে যিনি সার্থকরূপে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁর নাম হল সর্বজন শ্রদ্ধেয় খলিফা ( ধর্মগুরু ) হারুণ-অল-রসিদ ( ৭৮৬-৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ )। তাঁর দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল পারস্যের রাজধানী বাগদাদে একটি গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে পারসিক ভাষায় অনুদিত গ্রীক চিন্তার দার্শনিক ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ। এই শিক্ষাসদনের নামটি ছিল বেইৎ-অল্-হাকিমত, অপর নামটি হল দার-অল-হাকিমা। হারুণের লোকান্তরিত হওয়ার পরে তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মামুন এই গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাসংগঠনখানির আরো উন্নতি করেছিলেন এবং পরবর্তী প্রায় ছ'শো বছর পর্যন্ত এই গ্রন্থাগার নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় পারসো সর্বত্র জ্ঞানের আলো বিতরণ করে চলেছিল। কিন্তু ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হুলাকু নামে এক দুর্দম মোগল সেনাপতির বাগদাদ শহর আক্রমণে গ্রন্থাগারের সেই ঐতিহ্যের বিলুপ্তি ঘটে। এই গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের অন্যতম খ্যাতনামা মনীষী হলেন দার্শনিক ও মহাকোষ রচয়িতা ইবন্ সিনা। তিনি ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০০৭ সাল পর্যন্ত বুখারীয়ে বর্তমান ছিলেন। মামুন বিজিত রাজ্যের ধনসম্পদের মধ্যে গ্রন্থকে সম্পদ জ্ঞান করতেন। তাই শত শত উটের পীঠে সাবধানে পুঁথিগুলিকে স্থাপন করে বাগদাদ অভিমুখে প্রেরণ করতেন। তিনি এতো উদার প্রকৃতির প্রশাসক ছিলেন যে বায়-ই-ইলম্ গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্তা অনুলিপিকার ছিলেন জনৈকা মহিলা এবং এই বিদুষী মহিলার নিয়োগে তাঁর অনুমোদন ছিল।

উপরি উক্ত সৌরচন্দ্রিকা উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হল এই যে ইসলামের প্রথম পর্যায়ের সাংস্কৃতিক ধারাটির পর্যালোচনা করা। ইসলামে প্রতিষ্ঠিত এই সাংস্কৃতিক ধারাটি বিশ্বের বিচিত্রা রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছিল বন্যার মতো ইসলাম ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। ভারতবর্ষেও সেই একই ধারার সমুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই জালালুদ্দীন খলজী ( ১২৯০-১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দ ) নিজে ছিলেন একজন গ্রন্থপ্রেমী ভারতীয় সুলতান। তিনি আমীর খসরুর মতো একজন প্রখ্যাতনামা কবি ও দার্শনিককে গ্রন্থাগারিকের পদে অভিষিক্ত করে সে যুগে গ্রন্থাগারিক বৃত্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সর্বযুগের বিদ্যানুরাগী মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।

পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ( ১৩৫১-১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দ ) জ্বালামুখী দেবীর মন্দির আক্রমণ করে ১৩০০ খানি অমূল্য গ্রন্থ নগরকোট থেকে দিল্লীতে বয়ে সহকারে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন এবং সমস্ত গ্রন্থগুলির বোঝা হিন্দু বিদ্বানদের দিয়ে পারসিক ভাষায় অনুবাদের এক সার্থক ব্যবস্থা করেন। তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারের ঐ সব অনূদিত গ্রন্থাবলীর স্থান হয়।

সম্রাটবংশের বাদশাহ তিমুর ( ১৩৭০-১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দ ) ও তাঁর পুত্র শাহ রুখের হিংসাত্মক কাজকর্ম সর্বত্র নিন্দিত হলেও, তাঁদের সাহিত্যপ্রীতি, স্থাপত্যপ্রীতি, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিপ্রীতির কথা সর্বত্র ছিল বন্দিত। তাঁরা গ্রন্থাগার স্থাপন করে, তাকে শিক্ষাপীঠে রূপান্তরিত করে সর্বস্তরের মানুষের ধন্যবাদার্হ হয়েছিলেন। তাঁদের সেই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তী বংশের সম্রাট বাবুরের ( ১৪২৬-১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ ) মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। তাঁর আত্মজীবনীতে একটি ঘটনার উল্লেখ প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি কিভাবে জনৈক মোগী খানের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন সাহিত্যসৃষ্টির নিমিত্তকর্মে। এই মোগী খাঁ ছিলেন পরবর্তীকালে পরাজিত ইব্রাহিম লোদীর গ্রন্থাগার অধিকর্তা।

সম্রাট বাবুরের পুত্র সম্রাট হুমায়ুনেরও গ্রন্থপ্রীতি ছিল। তিনি নিজে একজন বিদগ্ধ পুরুষ ও বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর পাঠস্পৃহা ও গবেষণা করার অনন্ত আগ্রহ ছিল। তিনি আলীকিয়াস নামে জনৈক তুর্কি নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষকে ভৌগলিক গবেষণার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেছিলেন।[১]

১. Education in medieval India—K. L. Ray. Delhi, 1984 P 106

তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার থেকে গবেষণার তথ্য সরবরাহ করতেন। ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুন দিল্লী দুর্গে অবস্থিত গ্রন্থাগার থেকে যখন কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁর অনাত্ম সন্তান কুমার কামরাণকে পাঠের জন্য দিয়েছিলেন, তখন উপযুক্ত গ্রন্থচয়নের অভাব (Lack of proper book selection) অনুভব করে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। হুমায়ুন দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হন ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ভারত থেকে বিতাড়িত হন। আবার ভারতের ভাগ্য বিধাতার ক্ষমতায় ফিরে আসেন। এতো ঘটনার পরেও তিনি সেই পুরানো দিনের গ্রন্থাগারিক বন্ধু বাহাদুরকে ভুলতে পারেননি। আবার দিল্লীর পুরানো কিল্লায় প্রতিষ্ঠা করেন একটি গ্রন্থাগার। একদিন সান্ধ্য উপাসনার পূর্বে পাঠে তিনি এতো নিমগ্ন চিত্ত ছিলেন যে—আজানের ধ্বনি তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি; হঠাৎ স্মৃতি ফিরে পেয়ে দ্রুতগতিতে নেমে আসার সময় গ্রন্থাগারের লোহার সিঁড়ির একটি পৈঠায় তাঁর পদস্খলন হয়। আর সেই পতনেই তাঁর ঘটে মহাপ্রয়াণ।

সম্রাট হুমায়ুনের দেহাবসানের পর মহামতি সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। হুমায়ুনের দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষালাভের সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তবে মহামতি আকবর ছিলেন গুণগ্রাহী। তিনি বিদ্বান ও গুণবান লোকের কাজ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলিকে কাজে লাগাবার নামে এক সমন্বয়বাদী ধর্ম সংস্থাপনে ব্রতী হয়েছিল। আর সেই সূত্রেই তিনি সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছিলেন সর্ব ধর্মের গ্রন্থের সমবায়ে রচিত এক বিশেষ ধর্মীয় (Special Religious Library) অপূর্ব গ্রন্থাগার। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ছিল ঐ সব ধর্মগ্রন্থসমূহ। মহামতি সম্রাট, মোল্লা পীর মহম্মদকে এই বিচিত্র গ্রন্থাগারের স্থায়ী গ্রন্থাগারিকরূপে নির্বাচিত করে নিয়োগপত্র দেন। উক্ত গ্রন্থাগারিক মহোদয় নিম্নোক্ত উপায়ে গ্রন্থরাজির পর্যায়ক্রমে সূচিকর্ম সম্পন্ন করতেন:

প্রথম পর্যায়ে: কবিতাগ্রন্থ, গীতাঞ্জলি, হস্তরেখাবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে: ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, সুফীমতবাদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতি।

তৃতীয় পর্যায়ে: টীকা ও টিপ্পনী, প্রচলিত বিষয় (Folk tradition), ধর্মতত্ত্ব ও বিধিবিধান।

তাঁর রাজকীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম আকর্ষণীয় সংগ্রহ ছিল: তাঁর নবরত্ন সভার অন্যতম প্রাণপুরুষ বহু কৈজীকৃত সংগ্রহের উপহার। পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৪,৬০০ সংখ্যায় সীমিত। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বহুদূর। তিনি বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থের ভাষান্তর করেছিলেন। ঐ সব গ্রন্থের মধ্যে হিন্দী, সংস্কৃত, গ্রীক, আরবী ও পারসিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থও ছিল। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি পারসিক ভাষায় অনূদিত হয়ে রাজকীয় গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছিল।

১। আইচি-ই-আদিল্-ই-মীর্জা।
২। কৃষ্ণযোগী।
৩। গঙ্গাধর।
৪। মহাভারত।
৫। রামায়ণ।
৬। অথর্বন (অথর্ববেদ)।
৭। লীলাবতী।
৮। তাজক (জ্যোতির্বিজ্ঞানের খ্যাতনামা গ্রন্থ)।
৯। বাবুর স্মৃতি।
১০। কালীদমন।
১১। নল দময়ন্তী।
১২। তারিক-ই-আলফী (হাজার বছরের ইতিকথা)।

গ্রন্থের মূল্যমান অনুসারে এবং পুস্তকের অন্তর্নিহিত মূল্যকে অনুসরণ করে গ্রন্থাগারের পুস্তক ভাণ্ডার বিভাজিত হত। তাছাড়া বিভাজনের ক্ষেত্রে বাস্তবিক বিষয়ীভূত গ্রন্থাবলীর একত্র সংস্থাপনের রীতিটিও লক্ষণীয় ছিল। ভাষাভিত্তিক বিভাজনের নিয়ম ছিল বিভিন্ন ভাষার রচিত গ্রন্থগুলির একত্রে সংস্থাপন: হিন্দী, পারসিক, গ্রীক, কাশ্মীরী, আরবী ইত্যাদি। একই ভাষার কবিতা ও গদ্যে রচিত গ্রন্থাবলীর পৃথকীকরণের ব্যবস্থাটিও ছিল সুসংহত,

ফৈজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল ফজল জন্মেছিলেন ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে। শৈশবের বয়সেই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন। দশ বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানস্পৃহা এতো বেশি ছিল যে তাঁর মন সম্পূর্ণ এক অতৃপ্তিতে ভুগছিল। আকবরনামায়ে তাঁর উক্তিটি তাই স্মরণীয় হয়ে রয়েছে: 'দিনের বেলা তো বিজ্ঞানাদি আলোচনায় কোন মতে কাটতো। কিন্তু রাত্রে আমার ঘুম ছিল না। আমি নগরের বাইরে ময়দান পেরিয়ে, যেতাম প্রধানতঃপক্ষে ধনবান দীন দরিদ্র সাধুদের কুটিরদ্বারে। কিন্তু তবুও প্রকৃতাধার পাওয়াই মেলেনি। এক একবার ভাবতাম চীনদেশের জ্ঞানীদের কাছে যাই, আবার ভাবতাম লামাদের কাছে যাই, তিব্বতে। আলাপ করি (তথ্য লাভের জন্য)। আবার ভাবতাম দরাজদেশের সন্ন্যাসীদের কাছে যাই। কখনো বা ভাবতাম হিস্পানের পর্তুগালের রাজদের দিকে মন টানছে। আবার ভাবতাম পারস্যের অগ্নিপূজকদের কাছে গিয়ে জেনাভেস্তার গূঢ় তত্ত্ব গ্রহণ করি। আমার নিজ-ধর্মের অনুরাগী বা খ্রীষ্টিবাদীদের প্রতি আমার অশ্রদ্ধা ছিলনা।'২ এ হেন আবুল ফজল পরম পরিতৃপ্তি পেয়েছিলেন এই গ্রন্থাগারে বসে পাঠাভ্যাস করে।

পারসী কবি ফৈজীই ছিলেন এই রাজকীয় গ্রন্থাগারের কর্ণধার। গ্রন্থাগারিক ফাদওয়ালে সাহ, নামে অন্য একজন শিল্পী গ্রন্থগুলির সুবর্ণ, রৌপ্য অলঙ্করণ ছাড়াও, নৃশংপটগুলির যথার্থ রূপায়নের ব্যবস্থা করতেন।

সমসাময়িক দু'জন পর্যটক মানরিক (Manrique) ও দা লা (De Laet) তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে সাক্ষ্য রেখে গেছেন এই গ্রন্থাগার সম্পর্কে। আকবরের গ্রন্থসম্ভারের পূর্ণসংখ্যা জানার উপায় নেই। কিন্তু এঁদের ভাষ্য অনুসারে জানা যায় আগ্রাতে অবস্থিত গ্রন্থাগারে ২৪,০০০ হাজার গ্রন্থ ছিল। এবং এগুলির তৎকালীন মূল্য ছিল ৬৪,৬০৭০১ টাকা। তাছাড়া তাঁরা সন্তোষে উক্তি করেছেন: সম্ভারকরণ এবং অলঙ্করণ সম্পর্কে।

মহামতি আকবরের উত্তরাধিকারী ও পুত্র বাদশাহ জাহাঙ্গীর এ-বিষয়ে পিতার থেকে কম গুণসম্পন্ন ছিলেন না। অসংখ্য পাণ্ডুলিপি দিয়ে তিনি রাজকীয় গ্রন্থাগারের সম্পদ বৃদ্ধি করে ছিলেন। তাঁর গ্রন্থাগারের অধিকর্তা ছিলেন মন্তর খাঁ। গ্রন্থাগারের দেওয়ালগুলি ফোলা অলঙ্করণ ও চিত্রিত ছাদে চিত্রিত ছিল।

বাদশাহ শাহ্‌জাহানের পুত্র দারা-শিকোহ্ ছিলেন সুফীবাদী মুসলমান। ধর্মাভ্যাস অপেক্ষা আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতি তাঁর ছিল সমধিক আগ্রহ। তাই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ভারতীয় দর্শন, সুফীতত্ত্ব, ইসলাম ধর্মের মূলতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য তিনি রাজকীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহটিও ছিল অতুলনীয়। অকালে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ না করলে সে যুগে তিনি অনন্য অবদান রেখে যেতে পারতেন।

মোগল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ বাদশাহ্ শাহ্-আলম-২য় (১৭৬০-১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) আর একবার চেষ্টা করে গড়ে তুলেছিলেন এক মনোরম গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ। গোলাম কাদির নামে একটা অমানুষ প্রকৃতির লোক, নিজের হাতে উপড়ে দিয়েছিল বাদশাহের দুটি চোখ, সেই লোকটাই বুকে ৮ টি কাঠের বাক্সে তাঁর গ্রন্থাগারের সব সম্পদ নিয়ে সরে পড়ে।

উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতেও মধ্যযুগে গড়ে উঠেছিল গ্রন্থাগার। বাহ্‌মনি রাজ্যের মন্ত্রী মুহম্মদ গাওয়ান, একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি সবার সুন্দর গ্রন্থাগার সেখানে তিন হাজার মূল্যবান গ্রন্থ ছিল। তাঁর একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও ছিল, যা তিনি

২। অনুবাদে ক্ষিতিমোহন সেনকে অনুসরণ করেছি।
মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা
— ক্ষিতিমোহন সেন, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ পৃ ৩২

সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলে বাহমনি বাদশাহদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল।

বিজাপুরের আদিলশাহী বাদশাহদের রাজকীয় গ্রন্থাগারটি অবস্থিত আনসারী মহলে। আজো সেই আনসারী মহল দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে, অতীতের স্মৃতির রোমন্থন করে। এই গ্রন্থাগারে সমস্ত সম্পদ উদ্ধার করে লুঠের মাল হিসেবে নিয়ে আসেন দিল্লীতে, ঔরঙ্গজেব।

টিপু সুলতানের (১৭৮৩-১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) রাজধানী ছিল মহীশূরে। পরে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে স্থানান্তরিত হয়। সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারও। তাঁর গ্রন্থাগারে প্রাচ্যবস্তুর সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় গ্রন্থরত্নও স্থান ছিল। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার ছিল সূফী সাধক নিজাম-আল-দীন আউলিয়ার। তাঁর মহাপ্রয়াণে তাঁর এক আফগান শিষ্য মুজফ্ফর খাঁ তাঁর গুরুর সঞ্চিত গ্রন্থাদি লক্ষ্ণৌ শহরে নিয়ে আসেন। বাবুর তাঁর স্মৃতি-চারণায় এই অপূর্ব সংগ্রহের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন: 'এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন তাঁর ভাবশিষ্যেরা'।

মহাকবি তুলসীদাস গোস্বামীর বন্ধু আব্দুল রহিম খান খানান, মহামতি আকবরকে একখানি পারসিক ভাষায় অনূদিত 'বাবুরনামা' ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট বাবুর মুক্তকণ্ঠে নিজাম-আল-দীন সূফীর এই গ্রন্থাগারের সপ্রশংসা উল্লেখ করেছেন। স্বীকার করেছেন তাঁর সাহিত্যকীর্তির ক্রিয়াকর্মে এই গ্রন্থাগারের অবদানের কথা। গ্রন্থাগারের সঞ্চিত মূল্যবান পুস্তকরাজির কিছু অংশ এখন আমেরাবাদে, কিছু অংশ পাটনার সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে। গবেষণার কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দী খাঁনের অন্যতম সভাসদ মীর মুহম্মদ আলী সাহেবের একটি অমূল্য গ্রন্থাগার ছিল। তা ছাড়া মীর মুন্সীর গ্রন্থাগারের আরবী, পারসিক আর উর্দু গ্রন্থগুলি এখন ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করছে।

সহায়িকা পঞ্জী:


১. (The) Dictionary of Islam Hughes (T.P.), Delhi, 1975.

২. (The) History of India (Muhammadan Period Elliot, (Sri H.M.)

৩. Cities of Mughal India— Gavis's (Hambay), New Delhi 1977.

৪. (A) New history of medieval India Banerjee. (R. C) New Delhi 1979.

৫. Life and condition of the people of Hindusthan. N. D. 1959.

৬. History of libraries (D. N.) Marshall. New Delhi 1983.

## গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব

### বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গত ৭ই জুন, ১৯৮৬ ( বুধবার ) বিকাল ৪ টায় সাহা ইনস্টিটিউট অফ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স হলে বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। প্রধান অতিথি এবং দীক্ষান্ত ভাষণ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের ডীন অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ডাইরেক্টর শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ বলেন যে পরিষদে ১৯৩৭ সাল থেকে এই শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কিছুদিন শিক্ষণ বন্ধ ছিল। পরিষদের প্রথম সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শিক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে রাজ্য সরকারের পক্ষে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার ফলে যেমন বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, তেমনি গ্রন্থাগারিকদের চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্র বাড়ানো হয়। এর জন্য পরিষদকে এক বছরের ছটি থেকে সাতটি বিভাগও খুলতে হয়। এই শিক্ষাক্রম রাজ্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। পরিষদে সাপ্তাহান্তিক ও গ্রীষ্মকালীন বিভাগে এটি সেকশান চালু আছে। ভবিষ্যতে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করা হবে। পরিশেষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আশীর্বাদ এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন প্রধান অতিথি ডঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তাঁর দীক্ষান্ত ভাষণে বলেন "প্রথমেই আমি সেই যারা অভিজ্ঞান পত্র গ্রহণ করছেন, সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কারণ তারা যে প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট পাচ্ছেন তার শিক্ষাক্রমের মান খুবই উঁচু এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি আশা রাখি আপনারা অদূর ভবিষ্যতে চাকুরী পাবেন অথবা উচ্চতর যোগ্যতা অভিজ্ঞান পত্রের সাহায্যে প্রমাণ করতে পারবেন। তবে জীবন ও জীবিকার বাইরে একটু মনে রাখা প্রয়োজন যে সমাজে কতগুলো পেশা এবং কাজ থাকে যাকে শুধু ব্যক্তিগত জীবনের জীবিকার সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে ফেললে চলে না। গ্রন্থাগারিকের পেশা এ ধরণের একটি পেশা কারণ গ্রন্থাগারিক শুধুমাত্র একটা নিয়মমাফিক কাজ করছেন না, তিনি দেশের, সমাজের জ্ঞানভাণ্ডারের কেন্দ্রবিন্দু। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে যেখানে অজ্ঞানের অন্ধকার প্রাচীনকাল থেকেই আছে, যেখানে জ্ঞানের প্রসার এবং তার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রন্থাগারও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপনারা জানেন যে প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে অল্পসংখ্যক শাসক শ্রেণী জনসাধারণের অধিকাংশকে জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত করে রাখতেন। আমাদের ধর্ম গ্রন্থগুলিতে আছে যে শূদ্রের বা ক্ষত্রিয়দের জ্ঞানার্জনের অধিকার নেই অর্থাৎ পেশাগতভাবে এটা তাঁদের কাজ নয়। ব্রাহ্মণদেরই কেবল জ্ঞানার্জনের অধিকার আছে। এমনকি অপরকেও তাঁরা শিক্ষা দিতে পারেন। আমাদের দেশে ছোট খাওয়া মানুষ প্রায় সকলেই শূদ্র ছিলেন [ যেমন কৃষক, মজুর ক্ষুদ্রশিল্পী, ইত্যাদি ] এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী তাদের জ্ঞানার্জনের অধিকার ছিল না। এছাড়াও যে সময় নারীদের শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। এবং এই কারণে রামায়ণ, মহাভারত এবং নাটকগুলোতে মহিলাদের অশিক্ষিত বলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ শূদ্র ও নারীদের শতকরা ৯০ অশিক্ষার অন্ধকারে ছিল। আজ দেশের ৬০ ভাগ নিরক্ষর। যে ৪০ ভাগ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বলে ধরা হচ্ছে তাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষিত বা শিক্ষা পেয়েছেন কতজন সেটা সন্দেহের বিষয়। অথচ আমরা ৪০ বছর

হলো স্বাধীনতা লাভ করেছি। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে যে অশিক্ষা বা কুশিক্ষা ঐতিহ্য পরম্পরা ছিল সেটা যে একেবারে উঠে গেছে তা নয় এবং উঠে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অশিক্ষা বা কুশিক্ষা দূর করা হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে এই পরিবর্তন আনার বলা হচ্ছে মডেল স্কুলের মাধ্যমে। সেখানে শিক্ষা দেওয়া হবে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। বর্তমানে যে সমস্ত স্কুলগুলিতে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে ধনিক শ্রেণীর ছেলে মেয়েরাই সুযোগ পায়। এদেশে ইংরাজী না জানলে চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রেও অসুবিধা আছে। মডেল স্কুল যদি সেই ধরণের হয় [ যে ভয় আমরা করছি ] তাহলে সবিকাংশ জনসাধারণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। সাধারণ মানুষ যারা রুটি রুজির জন্য যেমন নিপীড়িত ছিল এখনও তেমনি থাকবে। এই আশঙ্কা করার অনেক কারণ আছে। আমরা আজকাল প্রায়ই শুনি যে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছাবার জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। এবং সে জন্য হুজাতিক সংস্থাগুলোকে এখানে আসার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে। আমদানির উপর বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হচ্ছে। এতে কি দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হয়ে যাবে?

যাঁরা গ্রন্থাগার বিদ্যা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাঁরা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে আজ একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তা হল গ্রন্থাগার আন্দোলন। আজ কয়েক বছরে এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে এখানে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭০০-র মত ছিল, সেখানে এখন গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৫০০ অর্থাৎ চারগুণের বেশী। গ্রামে গঞ্জে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলো ই সংগ্রহে নানাভাবে সরকারী সাহায্য পাচ্ছে। এটাকে মানসিক প্রক্রিয়া করলে হবে না। আমাদের দ্বারা পরিচালিত লে সেটা বাস্তবিক প্রক্রিয়া হয়। তাতে গণসমর্থন থাকে ।। সুতরাং গ্রামে গঞ্জের গ্রন্থাগারে যখন আমাদের কেউ যখন গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব নিলাম, তখন মনে রাখতে হবে গ্রন্থাগার হচ্ছে জনশিক্ষার কেন্দ্রস্থল। গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করে তোলা। তাদের বোঝানো এর মাধ্যমে শুধু প্রথাগত শিক্ষাই নয়, তার বাইরেও একটা সামাজিক শিক্ষা এর মাধ্যমেও পাওয়া যেতে পারে। তাদের মধ্যে একটা গণচেতনা, স্বদেশ চেতনা এবং ব্যাপক পরিবর্তনের বৈপ্লবিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ একটা বৃহত্তর গণচেতনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে এই গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে স্মরণ করতে হবে। এটা গ্রন্থাগারিকের নৈতিক দায়িত্ব।

আজ যারা অভিজ্ঞান পত্র নিচ্ছেন তারা হয়তো অবগত আছেন যে আমরা যেমন জীবিকার প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে যে সমাজ তার চাহিদা পূরণের আদর্শ নিয়ে জীবন গঠন করার প্রয়োজনীয়তা বেশি করে দেখা দিয়েছে। আমরা যদি স্মরণে রাখি যে যেখানে শিক্ষা প্রসারের সুযোগ নেই সেখানে গ্রন্থাগার একটি আলোকবর্তিকা। আমরা যাঁরা যোগ্যতা অর্জন করেছি তাঁরা গ্রন্থাগারের কাজে আত্মনিয়োগ করার ক্ষেত্রে যদি মনে রাখেন যে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়াই তার কর্তব্য এই আদর্শকে সামনে রেখে সকলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে সমাজের অশেষ কল্যাণ হবে।

এরপরে পরিষদের সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন এই পাঠক্রমে শুধু কলকাতার ছেলেমেয়েরা পড়ে তাই নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এমনকি সুদূর ত্রিপুরা, মণিপুর, আন্দামান বিভিন্ন রাজ্য থেকেও ছেলেমেয়েরাও পড়তে আসেন। তিনি উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান। ডঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে সমর্থন করে তিনি বলেন এই কৃতী ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করবেন এবং তখন আপনারা মনে রাখবেন আমাদের মতো দেশে যেখানে জনশিক্ষার প্রসার পিছিয়ে আছে, সেখানে গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। গ্রন্থাগারের কাজকে অন্যকাজের সাথে তুলনা করা ঠিক নয় কারণ এতে মানুষের সেবার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। এরপর তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে এই আন্দোলন উনিশশতক

থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং এখনও অনেক উনিশশতকের গ্রন্থাগার গ্রামেগঞ্জে আছে। দেশের স্বাধীনতার পূর্বে যুব সমাজকে সংগঠিত করার জন্য এই গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা ছিল, আজ যদিও স্বাধীনতার পূর্বেকার আদর্শের ভাটা পড়েছে তবুও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এখনও গ্রামে গঞ্জে যে পাঁচ হাজার গ্রন্থাগার আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে স্বেচ্ছাসেবী তরুণ কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেই জন্য যাঁরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করছেন বা করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি হয়তো চাকরী জীবনে প্রবেশ করে নানা দাবীদাওয়ার জন্য হয়তো সংগঠিত হবেন কিন্তু তার সঙ্গে সমাজকে যে কিছু দেয় আছে বা সমাজের জন্য যে কিছু করণীয় আছে সে কথা স্মরণ রাখেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শিক্ষণকার্য পরিচালনা করা ছাড়াও সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনা করে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রন্থপ্রীতি বৃদ্ধি করা, তাদের গ্রন্থাগারমনস্ক করা, গ্রন্থাগার-গুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ইত্যাদি। শুধু গ্রন্থাগারিকই নয় যে কোন মানুষ, যিনি গ্রন্থাগার ভালবাসেন, শিক্ষাকে ভালবাসেন তারাই এই প্রতিষ্ঠানের যোগ দিতে পারেন। তিনি বলেন শুধু সার্টিফিকেট লাভের পাঠ ক্রমই শেষ নয় এটা শুধু মাত্র তার পরবর্তীকালে হয়তো আপনার আরও উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা নেবেন কিন্তু তার সঙ্গে পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তাও আছে সবশেষে প্রতিনিধি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

## ১৯৮৫ সালে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

প্রথম শ্রেণী ( মেধা অনুযায়ী )

| রোল নং | নাম | রোল নং | নাম |
|---|---|---|---|
| ১৩ | মধুচ্ছন্দা রায়চৌধুরী | ১৮ | মৌসুমী চ্যাটার্জী |
| ১ | অঞ্জনা রায় | ১৫৫ | স্বপন চক্রবর্ত্তী |
| ৭ | চন্দনা দে | ১৫৪ | স্বপন কুমার বিশ্বাস |
| ৪০ | অমলকৃষ্ণ জানা | ৬০ | ভবতোষ মুখোপাধ্যায় |
| ১২৩ | রামকৃষ্ণ দে | ৩৩ | সুমিতা ভট্টাচার্য্য |
| ২৬ | রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় | ১০৯ | শেখ আমির আলি |
| ১৫৩ | স্বদেশপ্রিয় মুখার্জী | ১১০ | নির্মল কুমার পাল |
| ৮৮ | হরিপ্রসাদ শর্মা | ৯৫ | কালিপদ পাল |
| ১১৭ | প্রবীর পাল | ১৪৩ | সুব্রত কুমার চৌধুরী |
| ১৫০ | সুকুমার সান্যাল | ২৮ | গীতা পান্ডে |
| ৭৮ | চন্দন কুমার মুখোপাধ্যায় | ৭৫ | বিভাসিন্ধু রায় |
| ১৫৬ | স্বপন কুমার দাস | ১৫৭ | স্বপন কুমার দাস |
| ২২ | পম্পি মুখার্জী | ৩২ | সুমনা বসু |
| ১৪২ | তপন কুমার চক্রবর্ত্তী | ১৮ | মতিলাল ব্যানার্জী |
| ১২ | লালিমা মজুমদার | ১২২ | প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় |
| ৯১ | কমলকান্তি দাস পোদ্দার | ১০৭ | সীতারাম রায় |
| ৩৫ | তনুশ্রী মুখার্জী | ১৪০ | শুভদেব ব্যানার্জী |
| ১০০ | মহঃ আয়ুব হোসেন | ৫০ | অপূর্ব কুন্ডু |
| ৩১ | শুক্লা সরকার | ৮৫ | দীপঙ্কর সিন্হা রায় |
| ৪০ | অমিত কুমার পাল | ৬৭ | বিপ্লব কুমার দেব |
| ৪৬ | আনন্দময় চক্রবর্ত্তী | ১২১ | সহদেব লাহা |
| ৭১ | বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় | ৬৫ | বিজন বাগচী |
| ৫০ | অসীম কুমার চক্রবর্ত্তী | ৮৪ | দীনবন্ধু দে |
| ১২০ | প্রদোষ কুমার বাগচী | ১২৪ | সুবিমল অধিকারী |
| ১৬ | মাধুরী বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮ | গায়ত্রী দে |
| ৯০ | জামীল আখতার | ১৩৫ | শিবাজী প্রসাদ চ্যাটার্জী |
| ১৭ | মিরা লালা | ৩৪ | ভন্না হাজরা |

| রোল নং | নাম | রোল নং | নাম |
|---|---|---|---|
| ১৪৮ | সুজিত রায় | ১৪৪ | সুব্রত কুমার দাস |
| ৫৮ | অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় | ১৬০ | তন্ময় চাটার্জী |
| ২৫ | রাখী সাহা | ১০৫ | নরহরি মন্ডল |
| ৫৯ | অশোক কুমার সান্যাল | ১৪ | জয়দেব বসু |
| ৮২ | ধীরেন্দ্র নাথ মন্ডল | ১৫৯ | স্বপন কুমার মোদক |
| ১ | গৌরী রাউথ | ৩১ | চমল দে সরকার |
| ৯২ | নিখিল কর্মকার | ৪২ | অমলকান্তি সাহা |
| ৪৫ | অমিয় বরণ গোস্বামী | ১৬ | মিতা দাস |
| ৫৬ | অসিত কুমার ঘোষ | ১৬৫ | তুষারকান্তি চক্রবর্তী |
| ১১৮ | প্রদীপ কুমার হালদার | ১০০ | মহঃ আকবর হোসেন |
| ১৪৭ | সুব্রত বোস | ৮০ | ধীরাজ ঘোষ |
| ১৫২ | সুশীল কুমার সাহা | ৬৪ | বিপুর কুমার মন্ডল |
| ৫৪ | অসীম কুইতি | ১৪৬ | সুদীপ কুমার সিনহা |
| ৬০ | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ৫২ | অরুণকৃষ্ণ রায় |
| ২৯ | শান্তা চক্রবর্তী | ৬৮ | বিপুল চক্রবর্তী |
| ৫১ | অপূর্ব রায় | ১৩৮ | সীতেশ চন্দ্র ধর |
| ৪৯ | অরূপ কুমার বসাক | ১৪৫ | সুব্রত হাজরা |
| ১১২ | নীতিশ চন্দ্র সাহা | ৬৬ | বিক্রমজিৎ চৌধুরী |
| ৫৫ | অসীম পাল | ৮১ | ধীরেন্দ্র ঘোষ |
| ৪৪ | অমিতাভ দাস | ১০২ | মহঃ আতিকুল্লা |
| ১১৪ | পঙ্কজ কুমার রায় | ২১ | পটল প্রামাণিক |
| ১১ | জয়ন্ত কুমার দত্ত | ১১১ | নিশীথ কুমার সাহা |
| ১৩০ | সনৎ কুমার সিংহ ঠাকুর | ১৪১ | শত্র বরণ ঘোষ |
| ৭২ | বিশ্বজিৎ মুখার্জী | ৪৮ | অপু সাহা |
| ১৫৮ | স্বপন কুমার মান্ডা | ১০৯ | নির্মল কুমার মৌলিক |
| ১৬৭ | উত্তম কুমার বেরা | ১৩৪ | সত্যনারায়ণ গুপ্ত |
| ২৭ | রেখা গাঙ্গুলী | ৪৭ | অনিল কুমার মাহাতো |
| ৪১ | অমল রায় | ৬১ | বলাই কৃষ্ণ দাঁ |
| ৩০ | শাশ্বতী প্রতিহার | ৭৭ | চন্দন কুমার ঘোষ |
| ১২৭ | সদানন্দ গোপ | ১৬৬ | উদয়ন অচার্য্য ভাদুড়ী |
| ২ | অজু মজুমদার ( বিশ্বাস ) | ১৯ | মহঃ আবদুল্লা |
| ৯৩ | জীবন কুমার রক্ষিত | ৮৭ | সৌভন্ন ব্যানার্জী |
| ২৪ | পূর্ণিমা পাত্র | | |

| রোল নং | নাম | রোল নং | নাম |
|---|---|---|---|
| ১৩১ | সরোজ কোনার | ৩ | বীথিকা প্রামাণিক |
| ৮৬ | গোপাল ভৌমিক | ১৪ | মধুমিতা গজেন্দ্র মহাপাত্র |
| ১১১ | প্রদীপ প্রামাণিক | ৩৮ | অলোক কুমার দে বিশ্বাস |
| ১০০ | সত্যনারায়ণ গড়াই | ১৬৪ | ধনেশ্বর রায় |

দ্বিতীয় শ্রেণী ( রোল নং অনুযায়ী )

| রোল নং | নাম | রোল নং | নাম |
|---|---|---|---|
| ৩ | অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮৯ | ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য |
| ৪ | বীণা গৃহ | ৯৭ | মাধব কুমার বিশ্বাস |
| ৬ | চম্পা ভট্টাচার্য্য | ১০৪ | আহমেদ মৈনুদ্দিন |
| ১০ | জ্যোৎস্না হাজরা | ১০৬ | নিমাই চন্দ্র কোলে |
| ১১ | কল্পনা ঘোষ | ১০৮ | নীলমণি সামন্ত |
| ১৯ | নীলাঞ্জনা কুমার | ১১৬ | প্রবীর কুমার দে |
| ২০ | পূরবী মুখোর্জী | ১২৪ | রামতনু দত্ত |
| ৩৭ | অজিত মিত্র | ১২৬ | রতন কুমার চন্দ |
| ৫৭ | অলোক বৈদ্য | ১২৮ | সাধন চন্দ্র দালাল |
| ৬২ | বেলাল আহমেদ রাজী | ১৩২ | সত্যনারায়ণ কটিয়াল |
| ৬৯ | বিকুপদ কামিল্যা | ১৩৬ | শ্যামাপদ অধিকারী |
| ৭০ | বিকুপদ সামন্ত | ১৪৯ | সুকুমার চন্দ্র মাইতি |
| ৭৩ | বিশ্বনাথ নাথ | ১৫১ | সুনীল কুমার মন্ডল |
| ৭৪ | বিশ্বরঞ্জন নাথ | ১৬১ | তপনালোক ব্যানার্জী |
| ৭৬ | চন্দন মজুমদার | ১৬৩ | তরুণ কুমার সরকার |
| ৭৯ | দেবকুমার চক্রবর্ত্তী | ১৭১ এন | নির্মল রায়চৌধুরী |
| ৮৩ | দিবাকর দে | | |

# যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

## বি. লিব. এস. সি. বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা

### ১৯৮৫

প্রথম শ্রেণী ( মেধা অনুযায়ী )

| | নাম |
|---|---|
| ১ | শ্যামল কান্তি সাহা |
| ২ | অলকা রায় |
| ৩ | শ্যামল কুমার পাল |
| ৪ | গোপা সেন |
| ৫ | গৌতম কুমার ঘোষ |
| ৬ | সর্বাণী গোস্বামী |
| ৭ | জ্যোতির্ময় নাগ |
| ৮ | আম্বতী নন্দী |
| ৯ | ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী |
| ১০ | মধুমিতা দেববর্মা ( রাণা ) |
| ১১ | বন্যা দত্ত |
| ১২ | অরুণ কুমার ভুঁইয়া |
| | বৃন্দনারায়ণ প্রধান |
| ১৩ | সবুজ দাসগুপ্ত |
| ১৪ | সুনয়নী মুখার্জী |
| ১৫ | অমর কুমার সাহা |
| ১৬ | লিপিকা রায় |
| ১৭ | তপশ্রী দাস |
| | শ্যামসুন্দর চৌধুরী |
| ১৮ | শুভ্রা বোস ( বিশ্বাস ) |
| | হারাধন চক্রবর্তী |
| ১৯ | মনীষা সেন |
| ২০ | স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় |
| | সৈকত ঘোষ |
| ২১ | অসিত রঞ্জন বিশ্বাস |
| | শুভ্রা বোস |

দ্বিতীয় শ্রেণী ( মেধা অনুযায়ী )

| | নাম |
|---|---|
| ২২ | অর্চনা গাঙ্গুলী ( দে ) |
| ২৩ | মিতালী চট্টোপাধ্যায় |
| ২৪ | কর্ণা চক্রবর্তী |
| ২৫ | ভীমচন্দ্র দাস |
| ২৬ | প্রণতি ঘোষ |
| ২৭ | পলি সরকার |
| ২৮ | লিয়েনা পাণ্ডুলা লক্ষ্মী নরসম্মা |
| | গৌরাঙ্গ কর্মকার |
| ২৯ | পুষ্পারিণী বসু ( সেন ) |
| ৩০ | সোমনাথ চক্রবর্তী |
| ৩১ | সন্তোষ কুমার দাস |
| | স্বপন কুমার দে |
| | শিবপ্রসাদ রায়চৌধুরী |
| ৩২ | রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় |
| ৩৩ | কেকা পান্ডে |
| ৩৪ | মৈত্রেয়ী দে [ চক্রবর্তী ] |
| ৩৫ | তন্দ্রা মুখার্জী |
| ৩৬ | ধীরেন্দ্র নাথ দাস |
| ৩৭ | কণিকা সেনগুপ্ত |
| | স্বপন কুমার ভুঁইয়া |
| ৩৮ | নৃপুর মুখোপাধ্যায় |
| ৩৯ | নীলোৎপলা সিনহা |
| | সৌমেন কুমার রায় |
| ৪০ | রাজহরি কুন্ডু |
| ৪১ | সুচিস্মিতা চক্রবর্তী |

| | নাম | | নাম |
|---|---|---|---|
| ৪২ | শিল্পী সেন ( হালদার ) | ৫৫ | অতুল কুমার গুপ্ত |
| | শিলুধা দাস | ৫৬ | সলিল কুমার চাকলাদার |
| ৪৩ | মঞ্জু সেনগুপ্ত ( বাগচী ) | ৫৭ | তপন নন্দী |
| ৪৪ | পাপিয়া মুখার্জী | ৫৮ | অশোক কুমার মিত্র |
| | অনিমা মিত্র | ৫৯ | শঙ্কর চন্দ্র বিশ্বাস |
| ৪৫ | দীপেন্দু ব্যানার্জী | | বাণী কুমার পাল |
| ৪৬ | অশোক কুমার মন্ডল | ৬০ | মৌসুমী সিরি |
| ৪৭ | সুরোজ কুমার বিশ্বাস | ৬১ | মধুসূদন চক্রবর্তী |
| ৪৮ | জয়দেব বর্মণ | ৬২ | আলি ইমাম শা |
| ৪৯ | মৃণাল কান্তি সরকার | ৬৩ | সুরেন্দ্র নাথ পাল |
| | কল্যাণী প্রামানিক | ৬৪ | মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী |
| ৫০ | বন্দনা চৌধুরী ( ঘোষ ) | | সোনালী চ্যাটার্জী |
| ৫১ | নিমাই চন্দ্র গড়াই | ৬৫ | বিভূতি ভূষণ সেন |
| ৫২ | শিবশঙ্কর মাইতি | ৬৬ | অরবিন্দ ঘোষ |
| ৫৩ | জয়ন্তী সেন | ৬৭ | ভাস্কর কান্তি চক্রবর্তী |
| ৫৪ | মধুশ্রী ঘোষদস্তিদার | ৬৮ | রঞ্জিত কুমার মিত্র |

## যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

## এম. লিব. আই. এসসি. বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল, ১৯৮৫

প্রথম শ্রেণী [ মেধানুযায়ী ]

| | নাম |
|---|---|
| ১ | জুয়ান কুক সরখেল |
| ২ | সুরেন্দর কুমার কাপুর |
| ৩ | গৌর চন্দ্র বসাক |
| ৪ | অজয় কুমার শ্রীবাস্তব |
| ৫ | রাধানাথ রায় |
| ৬ | গৌরী ঘোষ |

দ্বিতীয় শ্রেণী [ মেধানুযায়ী ]

| | নাম |
|---|---|
| ৭ | মনোজ কুমার রায় |
| ৮ | মঞ্জু সেনগুপ্ত ( দে ) |
| ৯ | মধুসূদন চন্দ্র |
| ১০ | যতীন্দ্রনাথ শতপথি |
| ১১ | গীতিকা চক্রবর্তী ( বক্সী ) |
| ১২ | কাঞ্চিক বন্দ্যোপাধ্যায় । |

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এম. লিব. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য শ্রীজুয়ান কুক সরখেল বিশ্ববিদ্যালয় পদক এবং সৌগত স্মৃতি পদক পান এবং বি. লিব. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য শ্রীশ্যামল কান্তি সাহা যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পদক, হিমানী ঘোষ স্মৃতি পদক এবং ঐতিহাসিক পদক পান।

প্রতিবেদক—

সৌম্য গোস্বামী

## গ্রন্থাগার সংবাদ

### চব্বিশ পরগণা জেলা

**শশধর পাঠাগার, সুবচর :** গত ২৯শে জুন, ১৯৮৬ পাঠাগারের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। কার্যকরী সমিতিতে সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জী ও শ্রীসৌমেন্দ্র বিশ্বাস।

### বাঁকুড়া জেলা

**নড়রা পল্লী গ্রন্থাগার :** গত ৫ই মে, ১৯৮৬ গ্রন্থাগারে কাজী নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক পার্থ দে এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীনকুল মাহাতো। সঙ্গীত ও আলোচনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

**বালিধা নেতাজী সঙ্ঘ যুবাল লাইব্রেরী :** গত ২১শে আগষ্ট, ১৯৮৬ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে ৫০ জন কৃষকের সামনে উন্নত প্রথায় চাষবাস এবং ঐ বিষয়ে সরকারী সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি-সহায়ক বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ লাইব্রেরীর কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। কার্যকরী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে শ্রীঅমিয় রঞ্জন দাস এবং শ্রীশচীনন্দন সাহা।

### বর্ধমান জেলা :

**নিতাইগোপাল স্মৃতি গ্রন্থাগার, কাঞ্চননগর :** গত ২৪শে জুলাই, ১৯৮৬ গ্রন্থাগার ভবনে ২০ জন সদস্য বরণ করেন। বরণ অনুষ্ঠানটি শহীদ শিবশঙ্কর সেবাসমিতির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

**পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর :** গত ১৬ই সেপ্টেম্বর গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের দ্বারোদঘাটন করা হয় এবং প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত রাধাকান্ত দীক্ষিতের নামানুযায়ী পাঠকক্ষের নামকরণ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান জেলার সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীমনীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী।

### মালদহ জেলা :

**প্রগতি সঙ্ঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ঋষিপুর :** গত ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ ঋষিপুর উচ্চবিদ্যালয় ভবনে গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীনীলকণ্ঠ উপাধ্যায়। সভায় ছত্রিশজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিগত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ও ১৯৮৫-৮৬ সালের আয় ব্যয় অনুমোদন ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সংকলক—অনুপকুমার সরকার

## বিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে গ্রন্থাগারিকের অন্তর্ভুক্তি

[ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের অবগতির জন্য জানাই যে পরিষদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবীর মধ্যে অন্যতম দাবী ছিল বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বিদ্যালয়ের Academic Council-এর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবার সুযোগ দেওয়া। পরিষদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে রাজ্য সরকার উপরোক্ত দাবী মেনে নেন এবং এই ব্যাপারে পর্ষৎ বার্তার ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে Circular-টি প্রকাশিত হয়। কিন্তু অনবধানতাবশতঃ এই Circular-টি 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত হয়নি। সকল বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের জ্ঞাতার্থে এই Circular-টি প্রকাশিত হল। ]

No $\frac{777 - \text{Edn (s)}}{8B-3/83}$ dated 9.8.84

14. for rule 29, *substitute* the following rule :—

"29. Staff Council.—The Committee of each institution shall constitute a Staff Council composed of all whole time teaching and non-teaching staff, permanent and temporary working against sanctioned posts or sanctioned additional posts for not less than two years, with the Head of the Institution as its president. The Secretary of the Council shall be elected from amongst its members. The Council may discuss all matters of academic interest and other problems relating to the development of the institution and may recommend to the Committee, measures for improvement of the institution. The Committee shall record the action taken on the recommendation, indicating reasons in the case of its non-implementation" ;

15. for rule 30, *substitute* the following rule :—

"30. Academic Council.—(1) The Committee of each Institution shall constitute an Academic Council composed of the Head of the Institution, the Assistant Headmaster or Assistant Headmistress, if there be any, as the case may be, and not more than 3 members elected from amongst the members of the teaching staff including the Librarian and the Assistant Librarian where there is one, working against sanctioned posts or sanctioned additional posts for not less than two years.

The Head of the institution and the Assistant Headmaster or the Assistant Headmistress, as the case may be, shall be the President and the Secretary of the Council respectively.

Where there is no Assistant Headmaster or Assistant Headmistress, one from amongst the elected members shall be elected Secretary of the Academic Council. In case of any casual vacancy, it shall be filled up by election at a meeting convened for the purpose. The Head of the institution shall preside over the meeting.

In case of an Institution with Higher Secondary Classes ( Classes XI and XII ) recognised by the West Bengal Council of Higher Secondary Education, the total number of members of the Academic Council including the President and the Secretary shall, in no case, exceed 5.

(2) The Head of the Institution shall convene a meeting within one month from the first meeting of the newly constituted or reconstituted Managing Committee and the teacher-members including Librarian, Assistant Librarian, if any, of the Academic Council shall be elected in that meeting. Where is an Ad-hoc Committee or an Administrator, the Academic Council shall be constituted as per provisions of this rule as and when directed by the Executive Committee and shall continue to function for the period determined by the Executive Committee from time to time.

(3) The Council may discuss matters connected with (i) admission, (ii) promotion, (iii) selection of books, (iv) time table of school hours and (v) measures relating to the improvement of teaching and co-curricular activities. The Head of the Institution shall, ordinarily, be guided by the advice of the Council in matters specified above. But the Head of the Institution may, for reasons to be recorded in writing, overrule the advice of the Council, in which case any member of the Council who may be in disagreement with the decision taken by the Head of the Institution, may refer the matter to the Committee whose decision thereon shall be final.".

By order of the Governor
Sd/- A. K. Basu,
Secy. to the Govt. of
West Bengal

Notification No. S/1/85 Dated 14. 1. 85

Copy forwarded for information to :—

1) Heads of all recognised Non-Govt. Secondary Schools in West Bengal.
2) Director of School Education, West Bengal,
3) All District Inspectors of Schools, S.E.
4) All Teachers' organisations.
5) Regional offices, Calcutta, Burdwan, Midnapore, North Bengal.
6) 'Parsat Varta' for notification.

Sd/—S. R. Bhattacharjee
Secretary
West Bengal Board of Secondary
Education.

# পরিষদ কথা

কোচবিহার জেলা শাখা : গত ২২ শে এপ্রিল, ১৯৮৬ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে পরিষদের কোচবিহার জেলা শাখা ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কোচবিহার জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে "গ্রন্থাগার আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি" সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মী, ছাত্র, শিক্ষক, যুব, শ্রমিক, মহিলা, সরকারী কর্মচারী, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে ঐ আলোচনা সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। আলোচনায় মূল বক্তব্য রাখেন উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট সদস্য ও যুব-নেতা শ্রীমনোজ রায়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক শ্রীচিন্ময় দত্ত এবং পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির কোচবিহার জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন দে। মূল প্রস্তাব পেশ করেন পরিষদের কোচবিহার জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীবিমল ব্যানার্জী। সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে শ্রীদীপেন চন্দ মহাশয় তাঁর বক্তব্যের পর সভার কাজ শেষ করেন।

চব্বিশ পরগণা জেলা শাখা, বারাকপুর মহকুমা উপ-সমিতি : গত ৩রা এপ্রিল, '৮৬ হইতে ৬ই এপ্রিল, '৮৬ পরিষদের বারাকপুর মহকুমা উপসমিতির উদ্যোগে পানিহাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঐ প্রতিযোগিতার মধ্যে আবৃত্তি, প্রবন্ধ, বিতর্ক সঙ্গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষদিনে সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জলপাইগুড়ি জেলা শাখা : গত ১ই এপ্রিল, ১৯৮৬ বুধবার পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা শাখার সাধারণ সভা বীরপাড়ার জুবিলী ক্লাব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি শ্রীকিল্যাণ দে। সম্পাদক মনোজিৎ মৈত্র সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকার ব্যাখ্যা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা এবং প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার সম্পর্কে উল্লেখ না থাকায় তিনি প্রতিবেদনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সদস্য শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী।

মালদহ জেলা শাখা : গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ মালদহ জেলা গ্রন্থাগারে পরিষদের মালদহ জেলা শাখার সপ্তম দ্বিবার্ষিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুনীল মৈত্র, ( সভাপতির অনুপস্থিতিতে )। সম্মেলনে ১৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্র পাল এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষা শ্রী লোকেন্দ্র চৌধুরী। সভায় জাতীয় শিক্ষানীতি, জাতীয় সংহতি সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর জেলার জন্য ২১ জনের একটি নূতন কমিটি গঠিত হয়। ঐদিন বিকালে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে "নিজের জেলাকে জানুন" এই বিষয়ের উপর একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ( মাধ্যমিক ) মীর মহম্মদ হোসেন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সদস্য শুভাশিস চৌধুরী।

মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা : গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, '৮৬ বহরমপুর কলেজ প্রাঙ্গণে পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার দ্বাদশ সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা উন্নয়নের দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে গ্রন্থাগারটিকে স্থানান্তরিত করে গ্রন্থাগারের

পরিসেবার উন্নয়ন, সৈদাবাদের গ্রন্থাগার ভবনের সংস্কার এবং নূতন প্রাপ্ত জমিতে ভবন নির্মাণ ত্বরান্বিত করার দাবী গৃহীত হয়।

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি বাঁকুড়া জেলা শাখা : গত ২৪শে জুন, ১৯৮৬ বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে জেলা শাখার স্বাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১১২ জন দর্শক ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি শ্রীক্ষৌণিশচন্দ্র বিশ্বাস। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকেতন ভট্টাচার্য। আলোচনার পর পুনরায় শ্রীক্ষৌণিশচন্দ্র বিশ্বাসকে সভাপতি, শ্রীসতীনাথ ব্যানার্জীকে সম্পাদক ও শ্রীসন্দীপ দত্তকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৭ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সুবীর চাটার্জী ( ১২ই জুলাই কমিটি )। সভার উদ্বোধন করে বাঁকুড়া জেলা স্কুল বোর্ড এর সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন মণ্ডল ১৯৭৯ সালের পর রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতিতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতি দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেন।

সংকলক : অনুপকুমার সরকার

---

পরিষদের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ

ডঃ আদিত্য ওহদেদার-এর

# গ্রন্থবর্গীকরণ

সুললিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মূল্য : শোভন সংস্করণ—৪০.০০

ছাত্র-সংস্করণ—৩২.০০

প্রাপ্তিস্থান : পরিষদ কার্যালয়

## তথ্য বিজ্ঞানের রূপরেখা

**অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী**

কলিকাতা, ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৮৬

১০+১৪৮ পৃ। ৩০.০০ টাকা।

বিগত এপ্রিল মাসে অজয় বাবুর 'তথ্য বিজ্ঞানের রূপরেখা' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। অজয়বাবু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক। ইতিপূর্বে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার গ্রন্থাগারিক পদে বৃত ছিলেন। এ বইটি তাঁর গ্রন্থাগার তথা তথ্য বিজ্ঞানে প্রথম বাংলা বই হলেও তিনি লেখক হিসাবে নতুন নন। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে ইতিপূর্বে তাঁর আরও দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি 'ইতিহাসের হীরে জহরত' নামে ফিচার প্রায়ই প্রকাশ করে থাকেন।

'তথ্য বিজ্ঞানের রূপরেখা' বইটি লেখার জন্য এবং ওয়ার্ল্ড প্রেস এটি প্রকাশ করার জন্য প্রশংসার দাবী করতে পারেন। বইটিতে মোট ১০টি অধ্যায় আছে। ভূমিকা বাদে প্রথমে পটভূমিকা, তথ্যের উৎস, পাঠকের পাঠাভ্যাস, তথ্য সংগঠন ও পরিবেশন (৩টি), পরিপূরক সেবা, তথ্য ব্যবস্থা, তথ্যকেন্দ্র, মানবের ভূমিকা, তথ্য পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এছাড়া বিষয়-সূচি, ব্যবহৃত প্রতিশব্দের তালিকাও সবশেষে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় তথ্য বিজ্ঞানের পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে এটি সর্বপ্রথম। ইতিপূর্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর কিছু বই প্রকাশিত হলেও 'তথ্য বিজ্ঞানের' কোন বই প্রকাশিত হয় নি। অবশ্যই এখানে তথ্য বিজ্ঞানকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান থেকে পৃথক করে দেখছি। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের বয়স ৩০ পার হয়ে গেছে। পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স আগামী সালে পঞ্চাশ বছর পার হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্স ১৯৪৫-৪৬ সালে বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা তথা বি. লিব এসসি কোর্স পড়ানো শুরু হয় তাও আজ প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করেছে সালে অনেককাল আগে। ১৯৬৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি সম্প্রতি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও বি. লিব. এসসি প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এছাড়া সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে পরিষদের, রহড়া রামেজ হোমের, কালিম্পং এর, বাণীপুরের সার্টিফিকেট কোর্স সমূহ। সর্বোচ্চ স্তরে ডক্টরেট ডিগ্রীর ব্যবস্থা যাদবপুর, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। এ সমস্ত প্রশিক্ষণে পাঠরত ছাত্র সংখ্যার পরিমাণ বছরে সাড়ে ছয়শতর মত। এদের মধ্যে অনেকেই বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পঠন-পাঠনে আগ্রহী। ইতিপূর্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে সব বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি সংখ্যায় অপ্রতুল শুধু নয় বিষয় বৈচিত্র্যের বিস্তারও অনেক কম। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা বা আকাঙ্খা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যতম কারণ হিসাবে যা অনুমান করা যায় তা হ'লো লেখকের অভাব। প্রকাশক বা অর্থের অভাব আজ বড় বাধা নয়। ভাল বই পেলে প্রকাশকের অভাব হচ্ছে না। বিশেষ করে রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে গ্রন্থাগার পরিষেবার সম্প্রসারণ কম হয় নি। ফলে গ্রন্থাগারের বিজ্ঞানের প্রকাশনের বিরল ক্ষেত্র সৃষ্টি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

যাহোক পরিমণ্ডলের আলোচনা ছেড়ে বিষয়ের ক্ষেত্রে আসা যাক। বইটির নামকরণ করা হয়েছে 'তথ্য বিজ্ঞানের রূপরেখা'। বিভিন্ন ক্ষেত্রে লেখক ডকুমেন্টেশনকে তথ্য বিজ্ঞানের অর্থে ব্যবহার করেছেন। তথ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস

উল্লেখ করতে গিয়ে বিভিন্ন লেখকদের মত পার্থক্যের বিষয়টিও লেখক উল্লেখ করতে ভোলেন নি। কিন্তু তথ্য বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হলো 'তথ্য ও তার প্রকৃতি' এই বিষয়টি বইতে অনুল্লেখ থেকে গেছে। তবে পটভূমিতে ডকুমেন্টেশনের সংজ্ঞা সমেত বিদেশে ও ভারতবর্ষে ডকুমেন্টেশনের অগ্রগতি সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

'তথ্য সংগঠন ও পরিবেশন' সম্পর্কিত বিভিন্ন বক্তব্য তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরণের তথ্য পরিষেবা, প্রস্তুতি করণ সম্পর্কে ও সার সংক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তথ্য পরিষেবার মধ্যে শুধুমাত্র Current Awareness Service এবং Selective Dissemination of Information-এর আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় Indexing কে সূচিকরণ নামে অভিহিত করেছেন লেখক যদিও বাংলা ভাষায় সূচি-করণ বলতে Cataloguing কেই সাধারণতঃ বোঝানো হয়ে থাকে। এই বিভাগে ১৪ ধরণের নির্ঘন্টের আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য POPSI ও PRECIS-তুলনা মূলক আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় দফায় সাধারণ, তথ্য Abstracting service নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Reprographic Service তথা প্রতিলিপি পরিষেবার বিষয়টি 'পরিপুরকসেবা' নামক বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদ পরিষেবাও এই বিভাগে উল্লেখিত হয়েছে। তথ্য ব্যবস্থা তথা ( Information system ) এর বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বল। MEDLARS, GEOREF INIS, AGRIS, সম্পর্কিত আলোচনা সংক্ষেপ করা হয়েছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তথ্য সংস্থাগুলির যথা Chemical Abstracting Service, Biological Information Service, VINITI, Excerpta Medica প্রভৃতির উল্লেখ নেই।

তথ্যকেন্দ্র সমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে INSDOC, DRTC, SSDC, SENDOC, DESIDOC, BARC এর পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে INSDOC সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মানকের ভূমিকা বিভাগে মানকের সংজ্ঞা, সংস্থা, ভারতীয় মানক সংস্থা সম্পর্কে, কয়েকটি ভারতীয় মানকের উল্লেখ, ISBN, ISSN, প্রভৃতি উল্লেখিত হয়েছে। সর্ব-শেষে তথ্য পরিকল্পনার বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে NISSAT এর উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটের উপর বইটি ডকুমেন্টেশন সংক্রান্ত একটা ধারণা দেয়। কিন্তু তথ্য বিজ্ঞানের কাঠামো বইটি মাধ্যমে গড়ে ওঠে না।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে তথ্য বিজ্ঞানের পরিসীমা নির্ধারণে যেখানে মতপার্থক্য বর্তমান সেখানে সমালোচকের উপরিউক্ত মন্তব্য অনুচিত। আমি এই প্রসঙ্গে শুধু একটা সংজ্ঞার উল্লেখ করবো যা ১৯৬৬ সালে আমেরিকান ডকুমেন্টেশন ইনস্টিটিউট যখন তাদের নাম পরিবর্তন করে আমেরিকান এ্যাসোসিয়েশন অফ ইনফরমেশন সায়েন্স নামে অভিহিত হতে আরম্ভ করে তখন তাদের পক্ষ থেকে তথ্য বিজ্ঞানের একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। তাদের সভাপতি রবার্ট এস টেলর একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা অবশ্যই প্রণিধান যোগ্য—

**Information Science is that discipline that investigates the properties and behaviour of information, the forces governing flow of information, and the means of processing information for optimum accessibility and usability. It is concerned with that body of knowledge relating to the origination, collection, organization, storage, retrieval, interpretation, transmission, transformation and utilization of information. This includes**

the investigation of information representation in both natural and artificial system, the use of codes for efficient message transmission, and the study of information processing devices and techniques such as computers and related to such fields as mathematics, logic, linguistics, psychology, computer technology, operations research, the graphic art communications, library science, management, and other similar fields. It has both pure science component, which enquires into subject without regard to its application, and an applied science component which develops services and products.

( ARIST vol. 1, 1966 ).

এই প্রসঙ্গে হ্যারড বকের একটা মন্তব্য উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না।—"লাইব্রেরিয়ানশিপ ও ডকুমেন্টেশন হলো তথ্য বিজ্ঞানের ফলিত দিক"।

যাহোক একটা প্রাথমিক স্তরের বই থেকে আমরা এত কিছু আশা করতে পারি না। আমরা আশা করবো ভবিষ্যতে আরো অনেক বই এ বিষয়ে লেখা হবে।

শ্রীচতুর্ভুজ

সুকান্ত ভট্টাচার্যের সমগ্র রচনার একত্রিত সংকলন

# সুকান্ত সমগ্র

দাম ঃ ৩৫.০০

হাড়পত্র—১২.০০ ॥ ঘুম নেই—৮.৫০ ॥ পূর্বাভাষ—৭.৫০
মিঠেকড়া—১.০০ ॥ অভিযান—৩.০০ ॥ হরতাল—৫.০০

# SUKANTA BHATTACHARYA

A Selection of his Poems : 20.00
Translated by : Kshitish Roy
Foreward by : Hiren Mukherjee

সুকান্ত নির্বাচিত কবিতার পাণ্ডুলিপি চিত্র
কবিতা লিপি ১০.০০

সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১৩৫০ এর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন
আকাল ৬.৫০

অশোক ভট্টাচার্য প্রণীত সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রামাণ্য জীবনী—
কবি সুকান্ত ৭.০০

অরুণাচল বসু ও সরলা বসু রচিত স্মৃতিকথা
কবি-কিশোর সুকান্ত ১০.০০

মিহির আচার্য সম্পাদিত সুকান্তনামা ৩.০০

সুকান্ত ভট্টাচার্যের আলোকচিত্রের প্রতিলিপি—
১১"X১৩" দাম ঃ ৩.০০ ॥ ৫½"X৮" দাম ঃ ২.০০

## সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬ বিধান সরণী। কলিকাতা-৭০০ ০০৬

## "গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

### বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠার | সাধারণ সংখ্যা | বিশেষ সংখ্যা |
|---|---|---|
| | টাকা | টাকা |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট— | ৫০০ | ৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট— | ৪৫০ | ৫৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ— | ২৫০ | ৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ | ৩০০ | ৪০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | ২৫০ | ৩০০ |
| সিকি পৃষ্ঠা : ঐ | ১৫০ | ২০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে

যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

৫৫।১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম-৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

পশ্চিমবঙ্গ

ফোন : ২১-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বেঙ্গল লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েশন" এই নামে হবে।



## পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২.০০

Library Service in In India To-day. মূল্য—৩.০০

গ্রন্থাগার পত্রিকার সূচী ১৩৮২ সংখ্যা ১৩৮২ মূল্য—৫.০০

৩১ এম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ—

বাঁধাই মূল্য—১৫.০০

৩১ এম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৪ মূল্য—৩.০০



ডঃ আদিত্য ওহদেদার-এর

## গ্রন্থবর্গীকরণ

সুললিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

• • •

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue : Rs. 4.00

Licensed to post without per-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-74

Volume 36 : No. 5 August-September, 1986

পাওয়া যাচ্ছে

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রমীলচন্দ্র বসু কৃত

গ্রন্থকার নামা

২য়-সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য ছুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

• • •

আদিত্য কুমার গুহঠাকুরতা-এর

গ্রন্থবিদ্যা

২য়-সংস্করণ ১৯৮৬

দোভাঁজ সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

• • •

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees ( Death-cum-Retirement Benefit ) Scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsored Library Employees' Service Rules এন্থে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Asian Printers, P-12, C. I. T. Road. Sch. 52, Calcutta—700014
Editor : Ramkrishna Saha.

CENTRAL LIBRARY

12 Nov 1992

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ৬ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | আশ্বিন ১৩৯০

## ॥ সূচীপত্র ॥


রাজ্য গ্রন্থাগার পরিস্থিতি ও (সম্পাদকীয়) ১

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতে গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি ৫

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (বিষয় সমীক্ষা)

গ্রন্থাগার বৃত্তির আচরণ বিধির ভিত্তি ও অন্যান্য দিক ৬

জয়শ্রী সেন ও দীপা রায়চৌধুরী

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি ৮

ভবানী প্রসাদ ঘোষ

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধির প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল্যায়ন ১১

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদ বিহারী দাস

গ্রন্থ-গ্রন্থাগারের এবং পাঠক-গ্রন্থাগারিক সম্পর্ক ও নৈতিক প্রসঙ্গ ১৩

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি ১৫

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস)

গ্রন্থাগার ও নৈতিক দায়িত্ব ১৭

কঙ্কণ সরকার

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি ২০

অমর নাথ চট্টোপাধ্যায়

জন গ্রন্থাগারে কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব ২৩

স্বপন চৌধুরী

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি ২৬

আশোক কুমার জানা

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি ২৭

শিবানন্দ পাল

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি ২৯


CENTRAL LIBRARY

## 'গ্রন্থাগার পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—০৬.০০
খোলা : প্রতি সংখ্যা ৪.০০

১৪ বর্ষ ( ১৩৭১ ), ১৫ বর্ষ ( ১৩৭২ )
১৭ বর্ষ ( ১৩৭৪ ), ১৮ বর্ষ ( ১৩৭৫ )
২৪ বর্ষ ( ১৩৮১ ), ২৫ বর্ষ (১৩৮২)
২৬ বর্ষ ( ১৩৮৩ ), ৩০ বর্ষ (১৩৭৭)

৩১ বর্ষ ( ১৩৮৮ )
৩২ বর্ষ ( ১৩৮৯ )
৩৩ বর্ষ ( ১৩৯০ )
৩৪ বর্ষ ( ১৩৯১ )

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ ( বৈশাখ )
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ ( জ্যৈষ্ঠ )
১৩ বর্ষ ১৩৭০ ( ফাল্গুন-চৈত্র )
১৬ বর্ষ ১৩৭৩ ( অগ্রহায়ণ )
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ ( জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন )
২৩ বর্ষ, ১৩৭৭ ( বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক )
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ ( জ্যৈষ্ঠ, মাঘ )
২২ বর্ষ ১৩৭৯ ( মাঘ, চৈত্র )
২৭ বর্ষ ১৩৮৪ ( পৌষ, ফাল্গুন )
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ ( বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ )

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিষদে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬, সংখ্যা ৬ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | আশ্বিন ১৩৯০


## সম্পাদকীয়

### রাজ্য গ্রন্থাগার পরিস্থিতি সম্পর্কে কার্যনির্বাহক সমিতির মূল্যায়ন

বিগত ২১শে জুলাই তারিখে কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় রাজ্য গ্রন্থাগার পরিস্থিতি ও আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচিত বিষয়-সমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো।

(১) সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। রাজ্য বাজেটে সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়-বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রায় ৬ কোটি টাকা এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সার্ভিস রুল এবং অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রবর্তিত হয়েছে। এই সময়ে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পঃ বঙ্গ গ্রন্থাগার আইনের সংশোধন, যার ফলে এই আইনের বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার এবং গ্রন্থাগার অধিকর্তার কাজ ও দায়িত্বের আরো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা; রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদে কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি (১ থেকে ২); গ্রন্থাগার কর্মীদের এল এল এ-র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনা; এল এল-এর কার্যকাল বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলি এই গুরুত্ব-পূর্ণ সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং কলিকাতা নগর গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলছে।

সরকারী নিয়ন্ত্রণে বাণীপুর ও কালিম্পং-এ সার্টি-ফিকেট কোর্স চালু হয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই অগ্রগতিতে যে দুটি ত্রুটি এখনো পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হল :

(ক) জেলা স্তরের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে না ওঠার ফলে গ্রন্থাগার নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান, উন্নত-মানের পরিসেবার আয়োজন এবং নিয়মিত ভাবে এল এল এ-র কাজ পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে। ৪টি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অফিসার পদের নির্বাচন শেষ হলেও আজো পর্যন্ত ঐ পদে কেউ নিয়োজিত হন নি। অপর ৪টি পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি এখনো প্রকাশিত হয় নি। শিক্ষা-বিভাগের সদাব্যস্ত অন্য অফিসারদের উপর জেলার গ্রন্থাগার উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়ার ফলে সে কাজ যথাযথ ভাবে পালিত হচ্ছে না। অবিলম্বে এই অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন।

(খ) বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও ভাতাদির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত নিয়মিত মাসিক বেতন দেওয়ার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নি। সরকারী জটিল পদ্ধতির ফলে কর্মীদের এই দুর্ভোগ সইতে হচ্ছে। এই অবস্থার অবিলম্বে অবসান প্রয়োজন।

(২) রাজ্য গ্রন্থাগার পরিস্থিতির আর একটি উল্লেখ-যোগ্য দিক হলো বিপুল উৎসাহ সহকারে রাজ্য সর-কারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থ মেলার অনুষ্ঠান এবং জেলাস্তরে গ্রন্থমেলার আয়োজন। গ্রন্থমেলা ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গভীর ছাপ ফেলতে শুরু করেছে।

(৩) রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন তা হল :

(ক) ১০০টি নূতন গ্রামীণ গ্রন্থাগার/প্রাইমারী ইউ-নিট লাইব্রেরীকে শহর গ্রন্থাগারের মর্যাদা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) ন্যূনতম শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ১১৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার/প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরীকে শহর গ্রন্থাগারের মর্যাদা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) পঞ্চাশ বছরের অধিক পুরানো বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে আর্থিক অনুদানের কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) গ্রামীণ ও প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরীগুলিকে ১০০০ টাকা, শহর গ্রন্থাগারগুলিকে ৩০০০ টাকা এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে ১০,০০০ টাকা করে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য প্রতিবছর অতিরিক্ত আর্থিক অনুদান প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ (১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে এই অতিরিক্ত আর্থিক অনুদান প্রদানের কর্মসূচী কার্যকর হয়েছে);

(ঙ) গ্রন্থাগারগুলিতে শৌচাগার/বাথরুম নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক অনুদান প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ;

(চ) শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপনের কার্যক্রম অনুমোদন (কর্মসূচীর রূপায়ণ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে);

(ছ) বাংলা ক্রয় লতা গ্রন্থতালিকার নূতন সংস্করণ (পূর্ববর্তী সংস্করণ ১৯৮০) প্রকাশকের উদ্যোগ গ্রহণ;

(জ) যথাযথ মর্যাদা সহকারে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঝ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের ভবন নির্মাণের জন্য জমির বন্দোবস্ত করা।

(৪) যে সব উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো পর্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়নি সে সব বিদ্যালয়ে যাতে সত্বর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায় তার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। আনন্দের বিষয় বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্য সরকার আরো ১৫০টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি ও গ্রন্থাগার প্রবর্তন অনুমোদন করেছেন। রাজ্য সরকারের কাছে পরিষদের দাবী এই যে প্রতিটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও তা সম্প্রসারিত করতে হবে। শিক্ষার স্বার্থে এই কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য নিয়মিত আর্থিক অনুদানের একটি নীতি প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সর্বশেষ ইউ জি সি বেতনক্রম (৭০০-১৬০০ টাকা) চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু ইউ জি সি নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ দুটি বিষয়ে (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও অন্য একটি বিষয়ে) স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অযৌক্তিক সর্তের ফলে বিভিন্ন কলেজের শূন্যপদে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। পরিষদের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে বারবার ইউ জি সি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেও কোন সুরাহা হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুটের ত্রুটির ফলে কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপ ও সহ-গ্রন্থাগারিকরা সিনেট বা কোর্ট নির্বাচনে গ্রন্থাগারিক কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও স্ট্যাটুটের পরিবর্তন করানো সম্ভব হয় নি। আনন্দের বিষয় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় সহ ও উপ-গ্রন্থাগারিকরা যাতে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন তার জন্য "গ্রন্থাগারিক"-এর সংজ্ঞার যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির কর্মী-সংখ্যা, স্থান সঙ্কুলান, আর্থিক অনুদান প্রভৃতি বিষয়ে কোন মান নির্ধারিত না হওয়ায় কাজের ক্ষেত্রে নানা-রকম জটিলতা দেখা দিচ্ছে।

(৬) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সমুন্নতি ও সম্প্র-সারণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার ফলে আর্থিক অনুদান, গ্রন্থাগারের সংখ্যা, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের পরিষেবা আজো মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান, জীবন জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ, অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা আজো অনুভূত হচ্ছে না। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা এখনো পৌঁছাতে পারিনি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সচেতন কর্মীদের বিষয়-গুলি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে আমরা অনুরোধ করি।

(৭) আর একটি বিষয় সম্পর্কে আমরা সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ঘটছে, তা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। ক্লাস নোট ও বাজারী নোটের মোহজালে আবদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের যদি আমরা সত্যিকারের শিক্ষা দিতে চাই, তাহলে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষা পরিকল্পনা রচয়িতা, শিক্ষক সমাজ ও গ্রন্থা-গারিকদের এই বিষয়ে নজর দিতে হবে।

## ১ জাতীয় শিক্ষানীতি ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বিপুল বিতর্কের সূচনা হয়েছে। ভারত সরকার প্রচারিত "চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন" নামক দলিলটি এই বিতর্কের সূচনা করেছে। গভীর পরিতাপের বিষয় যে স্বাধীনতার ৩৮ বৎসর পরেও আমাদের দেশের শতকরা ৬৪ জন মানুষ আজও নিরক্ষর। বিদ্যালয় বা উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ অতি অল্প মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির কথা না তোলাই ভাল। সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আজও আমরা আবদ্ধ। ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান গ্রহণের দশ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স

পর্যন্ত শিশু ও কিশোরদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা আজ ১৯৮৬ সালে আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়। ১৯৬৮ সালে গৃহীত শিক্ষানীতিও কার্যকর হয়নি। ভারতের বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা আজও খোলা আকাশের নীচে একজন মাত্র শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে "শিক্ষা" নামক বস্তুটি আয়ত্তের আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছে। বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের সরবরাহ বা শিক্ষণের জন্য ব্ল্যাকবোর্ডের কোন ব্যবস্থা নেই। এর সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচীও সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ ও অতি অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে যেসব দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয় করে তার মধ্যে আমাদের ভারত অগ্রগণ্য। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় সমস্যা জর্জরিত একটি রাজ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যয় বৃদ্ধির যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা কেন্দ্রীয় সরকার ও অধিকাংশ রাজ্য সরকারের মনঃপূত নয়; কারণ তারা মনে করেন শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ অ-ফল প্রসূ। দুঃখের বিষয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়নের পথনির্দেশ দেওয়ার পরিবর্তে এই দলিলে এবং সর্বশেষ গৃহীত সরকারী নীতিতে যে সুপারিশ করা হয়েছে তা পরিণামে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো সংকুচিত করবে। দেশের জরাজীর্ণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সমস্যার প্রতি উদাসীন থেকে মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে মডেল স্কুল স্থাপন; শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ কমিয়ে বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহদান এবং শিক্ষার আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহা; প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে তথাকথিত প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার উপর প্রাধান্য দান প্রভৃতি কর্মসূচী এই সর্বনাশা নীতির বিভিন্ন দিক।

আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা শিক্ষার এই সব প্রশ্নে বিশেষভাবে বিচলিত, কারণ আমরা জানি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গভীর পরিতাপের বিষয় মূল দলিলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে বিরাট ভূমিকা আছে তা কোথাও উল্লিখিত হয়নি। আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনা রচয়িতারা এমন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারেন যেখানে গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকলেও চলে। এই দৃষ্টি ভঙ্গি নূতন নয়। রাধাকৃষ্ণন কমিশন ও কোঠারী কমিশনের রিপোর্টে গ্রন্থাগার সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তা সুকৌশলে অবহেলিত হয়েছে। ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্ট লাল ফিতায় বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে আমাদের স্মৃতির অগোচরে চলে গেছে। ভারতের মাত্র পাঁচটি অঙ্গ রাজ্যে আইনানুগ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমগ্রদেশে আজও চরম অবহেলিত। কেন্দ্রীয় সরকার তার সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন সৃষ্টি করে, যে সংগঠনটিকে জন্মাবধি আর্থিক ও সাংগঠনিক দৃঢ়ত্বের দিক থেকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষানীতির সঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ সম্পর্কে জাতীয় নীতি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। ব্যাপক আলোচনার পরিবর্তে তাড়াহুড়া করে একটি জাতীয় নীতি তৈরীর চেষ্টা চলছে। জাতীয় শিক্ষা ও গ্রন্থাগার নীতি সম্পর্কে পরিষদের বক্তব্য রাজা কনভেনশনের মাধ্যমে বলা হয়েছে। ভারত সরকার নিয়োজিত কমিটির কাছেও পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আমরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করব এই সম্পর্কে সরকারী নীতি কি তা জানার জন্য। জাতীয় শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই অরাজকতা দূর করার একটাই মাত্র পথ—সর্বস্তরের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যৌথ আন্দোলন। এই যৌথ আন্দোলনই পারে আমাদের দেশের মানুষের উপযোগী যথার্থ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার নীতি গড়ে তুলতে। গ্রন্থাগার কর্মীদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করতে চাই।

### ১০ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অবলুপ্তায়ন

সম্প্রতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অবলুপ্তায়নের এক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে কয়েক মাস আগে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (এন সি ই আর টি) উদ্যোগে দিল্লীতে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক বা ভোকেশনাল স্কীমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না তা বিচার করা। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে এই আলোচনাচক্র উপলক্ষে প্রচারিত মূল দলিলে বলা হয়েছে যে এই ধরণের শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাগারে নিয়োজিত হবে। পরিষদ মনে করে এন সি ই আর টি পরিকল্পিত এই শিক্ষা কর্মসূচী চালু হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অবলুপ্তায়ন ঘটবে। তাই পরিষদের পক্ষ থেকে এই উদ্দেশ্যে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে সামগ্রিকভাবে দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়ায় এই ধরণের শিক্ষণ

কেন্দ্র থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের চাকুরীর সম্ভাবনা খুবই কম। অধিকন্তু এই শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাগারের উপযোগী আদৌ নয়। তাছাড়া উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই ধরনের শিক্ষাক্রম গ্রহণের সুযোগ ও সম্ভাবনা, পাঠক্রম ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আমাদের গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই অবমূল্যায়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত।

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে রাজ্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীর সুযোগ সম্ভাবনা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের আংশিকীয় পরিকাঠামোর কথা বিবেচনা না করে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার হোক এটা আমরাও চাই। কিন্তু বৃত্তিগত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সব প্রশ্ন বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আরো লক্ষ্য করেছি যে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. লিব. এস সি কোর্সে কর্মরত গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে চার দশক আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সান্ধ্যকালীন শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছিল কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য। সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরাও এই শিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছিলেন। তাদেরও এই সুযোগ থেকে এখন বঞ্চিত করা হল। আমরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ বি লিব কোর্সের অবলুপ্তি ঘটিয়ে শুধুমাত্র ২ বৎসরের মাষ্টার অব লাইব্রেরী সায়েন্স কোর্স রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন. দুঃখের বিষয় এতবড় একটা পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক বা বৃত্তিমূলক সংগঠনগুলির কোন অভিমত নেওয়ার চেষ্টা হয়নি. বিষয়টি নিয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভাবনা-চিন্তা করতে আমরা অনুরোধ করছি।

## ১১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি এবং পার্থিব সম্পদের বিপুল বিনাশের কথা এখনো ভুলে যায় নি। তাই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে বিশ্বযুদ্ধ তথা নক্ষত্রযুদ্ধের যে মহড়া আবার শুরু হয়েছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিশ্বের মানুষ আজ ব্যাপক শান্তি আন্দোলনের অংশীদার। গ্রন্থাগার কর্মীরাও এই শান্তি আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন না। তাই আমাদের দেশে শান্তির স্বপক্ষে যে সব মিছিল-সমাবেশ হচ্ছে তাতে আমরা অংশ গ্রহণ করেছি। আমাদের মানব ও পার্থিব সম্পদকে বাঁচানোর তাগিদে। গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আমাদের আবেদন বিশ্বযুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, শান্তি সমাবেশ ও মিছিলের অংশীদার হোন।

বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নগ্ন আক্রমণে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। দক্ষিণ আফ্রিকা, নিকারাগুয়া প্রভৃতি দেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও সংহতি।

আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির খেলা শুরু হয়েছে। এদের হাতে বলি হয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। ধর্মান্ধতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতপাতের বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ চাইছে আমাদের দেশের জাতীয় সংহতিকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে। দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি বিপন্ন।

আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা কি এই সব প্রশ্নে নীরব থাকব? আমাদের পরিষদের প্রথম সভাপতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম বর্ষে আমরা যেন ভুলে না যাই যে আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা, ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব এবং ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অত্যাচার লক্ষ্য করে আমাদের মহান কবি তাঁর লেখনীর বলিষ্ঠ ধারায় উজ্জীবিত করেছিলেন মানুষকে অন্ধত্ববুদ্ধির বিরুদ্ধে। গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে তাই আমাদের বক্তব্য সতর্ক থাকুন বন্ধু-দেশ, আজ বিপদ, কিংবা আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। হতাশা নয়, আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের এই সব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হবে।

# ভারতে গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি

বিষয় সমীক্ষা

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বৃত্তি হল একটি জীবিকা বা পেশা যার পিছনে থাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান বা বিদ্যার তত্ত্বগত শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা, যা অন্যান্য সাধারণ জীবিকা বা পেশাগত বিদ্যা ও কর্মকৌশল থেকে বেশী।

পরিষেবার আত্মনিয়োগের আদর্শ বৃত্তির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা বৃত্তিকে দেয় সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার। নৈতিকতামণ্ডিত একটি সামাজিক চুক্তি নিহিত থাকে—সেটা হল পরিষেবার শর্ত, বিদ্যার অপব্যবহার না করা ও উন্নতমান বজায় রাখা। পরিষেবার সামাজিক মূল্য অনুযায়ী সমাজ স্বীকৃতি দিলে তবেই একটা পেশা বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বৃত্তি এক মহৎ জীবিকার পর্যায়ে উন্নীত হয়। সামাজিক উপকারিতার ভিত্তিতে বৃত্তিকুশলদের গুণ ও যোগ্যতার নিশ্চয়তা দেয় বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠান। উল্লিখিত বিচারে গ্রন্থাগারিকতা একটি বৃত্তি হিসাবে বিবেচিত।

সকল বৃত্তির একটি নৈতিক আচরণবিধির প্রয়োজন থাকে। কারণ সমাজ চায় বৃত্তির উপর অর্পিত আস্থার প্রতিদান। গ্রন্থাগারিকতা যেহেতু একটি বৃত্তি হিসাবে বিবেচিত সেইহেতু তার একটা নৈতিক আচরণবিধি থাকা চাই।

বৃত্তিগত আচরণবিধির প্রথম সূত্রপাত ঘটে গ্রীসদেশে চিকিৎসা বিদ্যার আদিগুরু হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কর্তৃক প্রবর্তিত স্নাতক চিকিৎসকদের শপথনামায়। কালক্রমে অন্যান্য বৃত্তির ক্ষেত্রেও অনুরূপ আচরণবিধি প্রবর্তিত হয়।

উন্নত কোনো কোনো দেশে গ্রন্থাগারিকদেরও আচরণবিধি প্রবর্তিত হয়েছে, যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে (১৯০৮) এবং বৃটেনে (১৯৮০)। ভারতে ১৯৮৪ সালে ইয়ার্সালকের একাদশ সেমিনারে একটি সর্বসম্মত আচরণবিধি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। জাতীয় ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের অভিমত নির্ণয়ের জন্যে একটি খসড়া আচরণবিধি প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনস ইন ইণ্ডিয়া।

প্রস্তাবিত আচরণবিধি প্রবর্তনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য এবং মূল নীতিসমূহ ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচনার মাধ্যমে নিরূপিত হবে। তাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী, গ্রন্থাগারের সম্পদ, ইত্যাদির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রসঙ্গ বিবেচিত হবে। মূল নীতি এক হলেও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের কর্মী, সদস্য, পাঠ্যবস্তু ও কার্যনির্বাহের তারতম্য অনুযায়ী আচরণবিধি প্রণীত হতে পারে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের শিক্ষকদের প্রতিও আচরণবিধি প্রযোজ্য। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে আচরণবিধির পরিমার্জন হতে পারে। প্রারম্ভিক উদ্যোগ গ্রহণ ও রূপায়ণের দায়িত্ব হল বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের। আচরণবিধির চূড়ান্ত সাফল্য ও কার্যকারিতা বৃত্তিজীবীদের উপর বর্তায়, আচরণবিধি লঙ্ঘিত হলে শাস্তিদানের অবকাশ এদেশে আপাতত নেই। বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হোক এই সম্মেলনে।

---

ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় এই বিষয়ের আলোচনা চক্রের পরিচালক ছিলেন।

# গ্রন্থাগারবৃত্তির আচরণবিধির ভিত্তি ও অন্যান্য দিক

অজিতাভ চট্টোপাধ্যায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

## সূচনা

কোন বৃত্তির (Profession) প্রধান উদ্দেশ্য জীবিকার জন্য অর্থোপার্জন নয়। অর্থোপার্জন অনুষঙ্গী হলেও, বৃত্তি হল একটি নিঃস্বার্থ সাধনা যার প্রধান লক্ষ্য হল মানব সেবা। তাই সব জীবিকাকে বৃত্তি আখ্যা দেওয়া যায় না। বৃত্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে এবং কেবলমাত্র সেই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলে তবেই কোন জীবিকাকে বৃত্তি বলা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল নৈতিকতা (ethics)। কোন বৃত্তির মহৎ উদ্দেশ্য যাতে যথাযথ ভাবে পালিত হয়, সেজন্য সেই বৃত্তির একটি নৈতিক আচরণবিধি থাকা বাঞ্ছনীয়। এই আচরণবিধি বৃত্তিভুক্ত ব্যক্তিদের আয়, ক্ষমতা ও খ্যাতি সংক্রান্ত স্বার্থে ঊর্ধে তাদের সামাজিক দায়িত্বের প্রতি সচেতন করিয়ে, তাদের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাদের সেবা কার্যের একটি নির্দিষ্ট মান রক্ষা করে বৃত্তির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে।

## ১ গ্রন্থাগারিকতা

বৃত্তির উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশই আজ গ্রন্থাগার বৃত্তিতে পরিস্ফুটিত। ফলে গ্রন্থাগারিকতা এখন বহুলাংশে একটি সুসম্পন্ন বৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই বৃত্তির জন্য একটি নৈতিক আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভূত হয় শতাধিক বৎসর পূর্বে আমেরিকায়, সেখানকার গ্রন্থাগারিকদের প্রতিষ্ঠান আমেরিকান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েসনের স্থাপনার পর এবং ১৯২৯ সালে এই প্রতিষ্ঠান একটি আচরণবিধি গ্রহণ করেন যা পরে কয়েকবার সংশোধিত হয়। ভারতে এই ধরনের আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তা প্রথম ধ্বনিত হয় সম্ভবতঃ ১৯৫০ সালে (১), দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, সুদীর্ঘ ৩৫ বছরেও ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের জন্য কোনো সর্বসম্মত আচরণবিধি গড়ে ওঠে নি।

## ২ আচরণবিধি

আচরণবিধি প্রণয়নের কাজ সহজসাধ্য নয়। ফ্লেক্সনারের মতে সঠিক আচরণ ও চরিত্রের বিজ্ঞানই নীতিশাস্ত্র একথা বলা সোজা, কিন্তু কোন্ বিশেষ বা সব অবস্থায় কোন্‌টি সঠিক আচরণ তা বলা কঠিন। (২) স্বভাবতই কোনো বৃত্তির আচরণবিধি একটি অপরিবর্তনশীল দলিল হতে পারেনা কারণ সব পরিস্থিতির জন্য যেমন কোন একটি আদর্শ আচরণ হতে পারেনা, তেমনি সবরকমের পরিস্থিতিকেও আগে থেকে অনুমান করা যায় না। সুতরাং একটি আচরণবিধিতে পরিস্থিতি ও গ্রন্থাগারের ধরনের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় অভিযোজন ও পরিমার্জনের সুবিধা সহ কেবলমাত্র কতকগুলি সাধারণ নির্দেশ থাকতে পারে। পরিবর্তনশীল সমাজের ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে-কোনো আচরণবিধির নিয়মিত পরিবর্তন ও সংশোধনের ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

## ৩ গ্রন্থাগারিকের আচরণবিধি

গ্রন্থাগারিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হল সঠিক সময়ে, সঠিক ব্যবহারকারীকে সঠিক তথ্য বা তথ্য সম্বলিত নথি প্রদান করা। তাই গ্রন্থাগারিকের আচরণবিধি এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হয়। গ্রন্থাগারিকের আচরণবিধির ভিত্তি কি হবে সে সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকতে পারে, তবে সাধারণভাবে ভিত্তি হিসাবে নিম্নলিখিত নীতিগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। নিজের কাজ, নিজের প্রতিষ্ঠান, বৃত্তির অন্যান্য সদস্য, জনগণ ও নিজের প্রতি আনুগত্য (৩)
২। চরিত্রের সততা
৩। গ্রন্থাগারের কাজে সহযোগিতা ও মিলেমিশে কাজ করার মনোবৃত্তি
৪। নিজ স্বার্থের ঊর্ধে সেবা
৫। সহকর্মী ও ব্যবহারকারী বা পাঠকদের সঙ্গে আচরণে নিরপেক্ষতা
৬। দেশের আইনের প্রতি আনুগত্য

## ৪ পঞ্চসূত্র

এই নীতিগুলি ছাড়াও ডঃ রঙ্গনাথন প্রবর্তিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রগুলিকেও আচরণবিধির ভিত্তি

হিসাবে ব্যবহার করা উচিত কারণ এই সূত্রগুলি হল সমস্ত গ্রন্থাগার কার্যের পথনির্দেশক নীতি। রঙ্গনাথনের সূত্রগুলি কার্যকর করতে হলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে এই কথা মনে রেখে যে, গ্রন্থাগারের সংগ্রহ শুধুমাত্র সংরক্ষণের জন্য নয়, ব্যবহারের জন্য, জাতি, ধর্ম, দল নির্বিশেষে প্রত্যেকেই তার প্রার্থিত গ্রন্থ পাবার অধিকারী, গ্রন্থেরও অধিকার আছে তার পাঠক পাবার, প্রত্যেক পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্মীর সময় অমূল্য এবং গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। যদি এমন কোনো আচরণবিধি তৈরী হয় যাতে এই পঞ্চসূত্রের উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তাহলে তা কোনো গ্রন্থাগারিকের গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

## ৫ আচরণবিধির নানাদিক

প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে তাঁর গ্রন্থসংগ্রহ ছাড়াও নানা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসতে হয়। এদের প্রত্যেকের প্রতি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে গেলে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি অসংগত আনুকূল্য প্রকাশ না করে প্রত্যেকের সঙ্গে যথাযোগ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই কাজে যে গ্রন্থাগারিকের মনস্তত্ত্ব অনুধাবনের ক্ষমতা যত বেশী হবে, তিনি তত বেশী সফল হবেন। গ্রন্থাগারিকদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

**৫১ গ্রন্থাগারিক ও কর্তৃপক্ষ**—যে কোনো গ্রন্থাগারের কর্মপন্থা নির্ধারণের দায়িত্ব থাকে সেই গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের উপর। কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে গ্রন্থাগারিক কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নীতিগুলি সঠিকভাবে কার্যে পরিণত করবেন। গ্রন্থাগারিককে তাঁর কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে এবং সংঘাত ও অবাধ্যতা এড়িয়ে চলতে হবে।

**৫২ গ্রন্থাগারিক ও তাঁর সহকর্মী**—সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের সময় গ্রন্থাগারিককে তাঁর আচরণে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। এর ফলে তাঁর পক্ষে প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সর্বোৎকৃষ্ট সেবা লাভ করা সম্ভব হবে।

**৫৩ গ্রন্থাগারিক ও তাঁর পাঠক**—পাঠকদের জন্যই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব একথা মনে রেখে গ্রন্থাগারিককে তাঁদের সর্বপ্রকার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারিককে প্রত্যেক পাঠকের মানসিক গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে তার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং আচরণে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে।

**৫৪ গ্রন্থাগারিক ও যোগানদার**—গ্রন্থাগারের প্রধান যোগানদার হল গ্রন্থবিক্রেতা। এছাড়াও আছে নানা ধরনের সাজসরঞ্জাম বিক্রেতা। প্রত্যেক যোগানদারেরই চেষ্টা থাকে তার প্রতিযোগীকে হারিয়ে গ্রন্থাগারের অর্ডার সংগ্রহ করা এবং সরবরাহকৃত জিনিসপত্রের দাম তাড়াতাড়ি আদায় করা। এর ফলে অনেক সময় গ্রন্থাগারিকের সামনে নানা প্রকার প্রলোভনের সৃষ্টি করা হয়। এক মহৎ পেশার সদস্য হিসাবে গ্রন্থাগারিকের ঐ ধরনের প্রলোভন থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

**৫৫ গ্রন্থাগারিক ও তাঁর সংগ্রহ**—একজন গ্রন্থাগারিক একাধারে তাঁর সংগ্রহের তত্ত্বাবধায়ক ও প্রচারক। তাই তাঁর সংগ্রহ সম্পর্কে তাঁর দায়িত্ব দ্বিবিধ, যথা সংগৃহীত দ্রব্য সমূহের সঠিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং সেগুলিকে সর্বাধিক ব্যবহারের উপযোগী করে রাখা। প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের এই দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

**৫৬ গ্রন্থাগারিক ও তিনি নিজে**—একজন গ্রন্থাগারিকের উপর যে আস্থা স্থাপন করা হয়, নিজেকে তার উপযুক্ত করে তোলা এবং নিজের বিবেকের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া তাঁর কর্তব্য তাই সব সময়েই তাঁর চেষ্টা হবে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে উন্নত করা, নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা বজায় রাখা এবং এমন কোন কাজের অংশীদার না হওয়া যার দ্বারা তাঁর সহকর্মী বা ব্যবহারকারীদের মনে তাঁর সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণার উদ্রেক হয়।

**৫৭ গ্রন্থাগারিক ও তাঁর বৃত্তি**—প্রত্যেক গ্রন্থাগারিক তাঁর বৃত্তির সম্মান ও মর্যাদার তত্ত্বাবধায়ক। তাই তাঁর এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যাতে তাঁর বৃত্তির সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় বা তার মূল ভিত্তি লোকচক্ষে হেয় হয়। সর্বদাই তাঁর চেষ্টা হবে তাঁর বৃত্তিভুক্ত ভ্রাতাদের সাহায্য করা, সে সাহায্য যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, এবং তাঁর সহযোগী গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে তোলা যাতে গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তিগত ও বস্তুগত হিত সংরক্ষিত হয়।

**৫৮ গ্রন্থাগারিক ও সমাজ**—একজন গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব শুধুমাত্র তাঁর পাঠকদের প্রতিই নয়, সমগ্র সমাজের প্রতি। তাই তাঁকে সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে তাঁর গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং পাঠকদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হতে হবে। সেই সঙ্গে তাঁর চেষ্টা হবে পাঠকদের রুচিকে হালকা সাহিত্য থেকে সরিয়ে সুস্থ ও জ্ঞানদায়ী সাহিত্যের দিকে নিয়ে যাওয়া।

৫৯ গ্রন্থাগারিক ও আইন—গ্রন্থাগারিককে তাঁর নিজের দেশের আইন, গ্রন্থস্বত্ব, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বাধানিষেধ সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। তাঁকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন পাঠককে এমন কোনো গ্রন্থ সরবরাহ না করা হয় যাতে তাঁর মনে কোনো সাম্প্রদায়িক আবেগ, ঘৃণা বা অসৎ ভাবনার সৃষ্টি হয়।

**৬ উপসংহার**

ভারতীয় গ্রন্থাগার বৃত্তির ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তা আজ সন্দেহাতীত। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় ও রাজ্যস্তরের গ্রন্থাগার পরিষদগুলির তাই যৌথভাবে অবিলম্বে এই কাজে অগ্রসর হওয়া দরকার।

**গ্রন্থপঞ্জী**

(১) Ram Labhya. "Library ethics" **Bulletin Indian Library Association V.I. 1950 ; P. 89-90.**

(২) Greer (Agnes F.P.) "Professional ethics for library workers" **Library journal,** V. 42 No. 11 Nov. 1917 ; P. 691-892,

---

# গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি

**জয়শ্রী সেন ও দীপা রায়চৌধুরী**
রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচার ॥ সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস

**ভূমিকা :**

বৃত্তি বলতে সাধারণতঃ আমরা সেই সমস্ত জীবিকাকে বুঝি যা তত্ত্বগত জ্ঞান ও কর্মকুশলতার দাবী রাখে। চিকিৎসা, আইন ইত্যাদি বৃত্তির মতো গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি হিসাবে সামাজিক স্বীকৃতির অধিকারী। মর্যাদা ও সুবিধাদি প্রদানের বিনিময়ে সমাজ বিভিন্ন বৃত্তির কাছে যোগ্যতা ও দায়িত্বসম্পন্ন নৈতিক আচরণের প্রত্যাশা করে। সেজন্য প্রতিটি বৃত্তির একটি নৈতিক আচরণবিধি থাকে। এই আচরণবিধি বৃত্তি সংশ্লিষ্ট নানা-অন্যায় ভালোমন্দ ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করে।

১১০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়নের চেষ্টা লক্ষিত হয় এবং ১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নৈতিক আচরণবিধি প্রচলিত হয়।

ব্রিটেনে ১৯৬২ সালে অধ্যাপক ডি জে ফসকেট তাঁর চমকপ্রদ এক ভাষণে "The creed of a librarian—no politics, no religion, no morals" সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন। বহু আলোচনার পর ১৯৮৩ সালে ব্রিটেনে গ্রন্থাগারবৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি গৃহীত হয়।

যদিও এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারবৃত্তির তথাকথিত কোনো নৈতিক আচরণবিধি প্রণীত হয়নি, তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র (১৯৩১) এই বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধির প্রতি দিক নির্দেশ করে।

সম্প্রতি জাতীয় স্তরে ইয়াসলিক ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নৈতিক আচরণবিধি প্রবর্তন বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যস্তরে আলোচনার জন্য বিষয়টি নির্বাচিত করে সময়োচিত ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার ছাড়াও জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা নেহাত কম নয়। বর্তমান অবস্থায় যেখানে দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন, সেখানে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের, গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অসীম। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি গ্রন্থাগারিকেই গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়নের প্রত্যাশী।

**গ্রন্থাগারবৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি রূপায়ণে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব :**

**ক) পাঠক/সদস্যদের প্রতি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব—**

অতীতে গ্রন্থাগারিকের কাজ ছিল প্রধানতঃ বই সংগ্রহ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ; কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থাগারিকের কাজ পাঠক ও পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এই সমন্বয় সাধনের জন্য গ্রন্থাগারিককে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি পালন করতে হয়।

১। পাঠকের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও তা সমাধানের উদ্দেশ্যে পাঠকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা;

২। সঠিক তথ্য সঠিক সময়ে সঠিক পাঠকের কাছে নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপিত করা ও সরবরাহকৃত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা;

৩। রঙ্গনাথনের মতে যে কোনো বাণিজ্যিক সংস্থার মতো গ্রন্থাগারের উপযুক্ত প্রচারের প্রয়োজন। এতে পাঠক সদস্যরা গ্রন্থাগারের সম্পদ ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন।

**খ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি গ্রন্থাগারিকের আচরণ—**

সাধারণতঃ গ্রন্থাগারিক ছাড়াও বিশেষ কমিটি বা কাউন্সিলের ওপর গ্রন্থাগার পরিচালনার কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। পরিচালন কমিটি ও গ্রন্থাগারিকের পারস্পরিক সাহায্যে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্ভব হয়। কাউন্সিল বা কমিটি গ্রন্থাগারের বিভিন্ন লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পনা করেন এবং গ্রন্থাগারিক তাঁর জ্ঞান ও প্রয়োগশীলতার দ্বারা সেই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। কমিটির সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের মতের মিল থাকাই বাঞ্ছনীয় কারণ তা অনিবার্যভাবে পাঠকসদস্য ও গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বার্থের পরিপূরক।

**গ) গ্রন্থাগারের নিজস্ব যোগ্যতার পরিবর্ধন—**

গ্রন্থাগারিক তাঁর নিজস্ব ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হবেন। তাঁর দায়িত্বপূর্ণ পদের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি যে বিভিন্ন কাজ করতে পারবেন তা এইরূপ—

১) নিজেকে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগতভাবে যোগ্য করে তোলা;

২) বিভিন্ন সভাসমিতি, আলোচনা সভা, বক্তৃতা ইত্যাদিতে যোগদান করা এবং তা থেকে লিখিত বা অলিখিতভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করা;

৩) সুষ্ঠু ও উপযুক্ত তথ্যসেবার জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, বই পঠনপাঠন করা;

৪) বিশেষজ্ঞ প্রণীত সাম্প্রতিক তথ্যাদি তা যে কোন মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক না কেন সে সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা।

**ঘ) সহকর্মী ও বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্যদের প্রতি গ্রন্থাগারিকের আচরণ—**

গ্রন্থাগারকে সাধারণভাবে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের এক যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার স্থান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিক অনেকাংশে গ্রন্থাগারকর্মীদের উপর নির্ভরশীল। একারণে তাঁর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন—

—বৃত্তিকুশলী কর্মীনিয়োগ;

—নিয়োগের পর প্রাথমিক অবস্থায় যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মীদের কাজ দেওয়া এবং সে ব্যাপারে কর্মীদের অসুবিধা দেখা দিলে তা আলোচনা করা;

—কোনো বিভাগে কোনো কর্মীর দক্ষতার অভাব দেখা গেলে তাকে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা; এবং নতুন কাজে তার আগ্রহ আছে কিনা, তা লক্ষ্য রাখা;

—কর্মীদের অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

—বৃত্তিগতশিক্ষা নেই এমন কর্মীদের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ গ্রহণে সাহায্য করা।

**ঙ) গ্রন্থাগারের ব্যবহারীয় সম্পদের প্রতি মমত্ববোধ—**

প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকই জানেন যে তিনিই তাঁর গ্রন্থাগারে সমস্ত ঐশ্বর্যের তত্ত্বাবধায়ক এবং ব্যাখ্যাকারী। এজন্য তাঁর ওপর দুধরনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে—

—বিভিন্ন সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ—

—প্রতিটি সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট সজ্জা, রঙ্গনাথনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী 'প্রত্যেকটি বইয়ের ব্যবহারকারী থাকা প্রয়োজন; এজন্য অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থার প্রয়োজন, তা নয়তো বই ক্রমশঃ তার পাঠক হারাবে এবং অব্যবহৃত বই-এর সংখ্যা হবে ক্রমবর্ধমান।

**চ) গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনায় গ্রন্থাগারিক—**

রঙ্গনাথনের পঞ্চম সূত্র অনুসারে গ্রন্থাগার একটি বর্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান। সুতরাং গ্রন্থাগারিককে সাম্প্রতিক গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয় জানতে হবে এবং সেই অনুসারে গ্রন্থাগারে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিতে হবে। প্রয়োজনে বৃত্তিকুশল ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়, যেমন গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ক আইন সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে, যাতে পাঠকরা Photocopy, xerox ইত্যাদির সাহায্যে এই আইন লঙ্ঘন না করেন অপরদিকে পুস্তক বা পত্রপত্রিকা সরবরাহকারী ব্যবসায়ীরা যাতে অসাধুতার আশ্রয় না নিতে পারেন।

**ছ) কর্মনির্বাহে নিরপেক্ষতা ও আর্থিক চরিত্রের প্রতি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব—**

—গ্রন্থাগারের আর্থিক সামর্থ্যের কথা মনে রেখে গ্রন্থাগারিককে বিভিন্ন অংশাকের সুরুচিপূর্ণ পুস্তক, পত্রপত্রিকা এবং অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে;

—সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে নিরপেক্ষ থাকতে হবে;
—গ্রন্থাগারে পুস্তক, পত্রপত্রিকা সরবরাহকারী ব্যবসায়ীরা অনেক সময় সর্বাপেক্ষা লাভের জন্য নানা-রকম অসৎ উপায়ের আশ্রয় নেয়। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে কার্যনির্বাহে নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত লাভের আশা ত্যাগ করতে হবে।

**ঙ) গ্রন্থাগারবৃত্তির বিকাশের প্রতি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব—**

সামাজিক প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের উন্নতির প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের উন্নতিতে গ্রন্থাগারবৃত্তির বিশেষ ভূমিকা আছে। গ্রন্থাগার বৃত্তি একটি মহৎ বৃত্তি—নিজের কাজের মধ্য দিয়েই সমাজের কাছে তা তুলে ধরতে হবে। এই বৃত্তির বিকাশের জন্য গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত হবেন অথবা রচনায় সাহায্য করবেন।

**চ) গ্রন্থাগার শিক্ষণের উন্নয়নের প্রতি গ্রন্থাগারিকের লক্ষ্য—**

—গ্রন্থাগারিক অবশ্যই কোনো বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হবেন। সাধারণতঃ গ্রন্থাগারবৃত্তি প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও গ্রন্থাগারবৃত্তিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর এমনকি ডক্টরেট উপাধিও দেওয়া হয়; গ্রন্থাগারিকগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই শিক্ষণে সাহায্য করতে পারেন।

—এছাড়া, বক্তৃতা বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষণে সাহায্য করতে পারবেন।

—গ্রন্থাগার পরিদর্শন কালে ব্যবহারিক শিক্ষণে সাহায্য করতে পারেন।

—নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক রচনা করে ছাত্রদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দান করতে পারেন।

**ছ) নৈতিক আচরণবিধির রূপায়ণের সুবিধা ও অসুবিধা:**

যদিও ব্যবহারিক জীবনে বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়নের প্রয়োজন, কিন্তু সেটিকে বাস্তবায়িত করা জটিল।

**সুবিধা**

—গ্রন্থাগারবৃত্তির সামাজিক ও আর্থিক স্বীকৃতি লাভ;
—বৃত্তিগত সংহতি সাধন ও দক্ষ গ্রন্থাগারিক সৃষ্টি;
—অনৈতিক কার্যকলাপে বাধা হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজসাধ্য।

**অসুবিধা**

বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সমাজে নৈতিক আচরণ-বিধির মান বিভিন্ন এবং সময় ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তনশীল। এই কারণে কোনো সমাজে যা নৈতিক আচরণবিধির মান হিসাবে স্বীকৃত অন্য সমাজে তা স্বীকৃত নাও হতে পারে।

**জ) বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা**

১। বৃত্তির উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার মনোভাব গ্রন্থা-গারিকদের মধ্যে সঞ্চারিত করা;

২। বৃত্তি শিক্ষণের মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে অংশগ্রহণ করা;

৩। বিভিন্ন নির্দেশিকা পুস্তক তালিকা, ইস্তাহার ও পুস্তিকা, পত্রপত্রিকা, পোস্টার, পুস্তক ও দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রদর্শনী, বেতার, সংবাদপত্র, দূরদর্শন ইত্যাদিকে মাধ্যম করে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রচার করা অর্থাৎ জন-মানসে প্রচারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারে ভাবমূর্তি প্রকাশ করা;

৪। বৃত্তিগ্রহণকারী সদস্যদের অনৈতিক আচরণে বাধা করা হলে তার হাত থেকে তাকে রক্ষা করা, বা নিযুক্তকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের মতবিরোধ হলে তার সমাধানে এগিয়ে আসা; এবং

৫। গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসাহী এবং সমমানসিকতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের এই বৃত্তিগ্রহণে উৎসাহিত করা।

**উপসংহার:**

গ্রন্থাগারবৃত্তির আচরণবিধির একটি বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের গ্রন্থাগারবৃত্তির কলাকুশলীদের এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদকে সম্মিলিতভাবে অগ্রণী হতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে Rome was not built in a day—সবার বিন্দু বিন্দু চেষ্টার ফলস্বরূপ আমাদের নৈতিক আচরণবিধি একদিন সিন্ধুরূপে প্রকাশিত হবে, যার সুফল হয়তো ভবিষ্যতের গ্রন্থাগারিক-দের কার্যক্ষেত্রকে আরও ফলপ্রসূ ও সার্থক করে তুলবে। "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?"

**নির্দেশিকা:**

1. Boaz, Martha. Code of ethics, profe-ssional. (In Encyclopaedia of Library and Information Science. V. 5, 1971).

2. Does the library profession really have a code of ethics? Special Libraries, 59, 5 ; 1968.

3. 11th National Seminar of IASLIC, Hyderabad, 1984.

4. Foskett, D. J. The creed of a librarian—no politics, no religion, no morals. London, LA, 1962.

5. Mukherjee, A. K. Librarianship : its philosophy and history. New Delhi, Asia Publishing, 1966.

6. Ranganathan, S. R. Five Laws of Library Science, Madras Library Association, 1931.

7. Usherwood, Bob, Towards a code of professional ethics. Aslib Proc. 30, 6 ; 1981.

---

# গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল্যায়ন

ভবানী কুমার ঘোষ

ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, কলিকাতা

সেবামূলক বৃত্তির মধ্যে গ্রন্থাগার বৃত্তি সমাজ জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু বলা যত সহজ কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা শক্ত। আমরা অনেকেই এই বৃত্তিকে বেছে নিয়েছি কিন্তু কাজেও কি এই বৃত্তির সর্বাঙ্গীন দায়িত্বের কথা ভেবে দেখি? সুতরাং দায়িত্ব সম্বন্ধে যখন আমরা কোনও বিশেষ নিয়ম চালু করতে পারিনি তখন গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধির মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে যে আচরণবিধির মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা।

## ১ গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি কি?

গ্রন্থাগারে কাজ করার সময় আমরা যখন একটি নিয়ম মেনে চলি তখন তাকে বৃত্তির নিয়মাবলী বলে আখ্যা দিতে পারি। অর্থাৎ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যেকটি একই নিয়মে বাঁধা থাকবে। এই দেয়া-নেয়া থেকে শুরু করে গ্রন্থাগারিক নির্বাচন বই নির্বাচন, খরচের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সব বিষয়গুলির একটি সমতা থাকা দরকার। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা যেন মনে করতে পারেন সব গ্রন্থাগারে একই নিয়মে চলছে। অবশ্য এই নিয়মের সমতা রক্ষা করা ভীষণ কঠিন ব্যাপার। আমাদের রাজ্যে দেখা যায় এক একটি গ্রন্থাগার নিজ নিজ নিয়মে চলছে। এর ফলে গ্রন্থাগার বৃত্তির কাঠামো জোরদার হচ্ছে না। ব্যবহারকারী পাঠকের দল ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের মত যদি আচরণ বিধির সমর্থনে কোনও আইন গঠিত হয় তাহলে গ্রন্থাগার বৃত্তির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে আইনের বিশেষ নিয়মে সরকারী তৎপরতা বাড়বে এবং গ্রন্থাগারিক বৃত্তির আমূল পরিবর্তন আসবেই। সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের সাফল্যের নিদর্শন, আমরা গ্রন্থাগার পরিষেবার দায়িত্ব তুলে নিয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আচরণ বিধির আইনতঃ দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি আরও বেশি সামাজিক পদমর্যাদা পাবে।

## ২ গ্রন্থাগার বৃত্তি সম্বন্ধে সজাগ হওয়া প্রয়োজন

যে বৃত্তির জন্য আমরা আন্দোলন করে চলেছি সেই বৃত্তির কার্য পরিকল্পনার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা সরকার। কিন্তু তার আগে আমাদের বুঝতে--জানতে হবে বৃত্তি কথাটির অর্থ কি? বৃত্তি সম্বন্ধে আমরা কতটুকু সজাগ? বিশেষ বিশেষ কাজের ভালোবাসার মূল্যায়নকে বৃত্তি আখ্যা দিতে পারি। যে কোন বৃত্তি মানসিক অনুশীলনের ফল। সুতরাং গ্রন্থাগার বৃত্তি যখন আমরা গ্রহণ করেছি তখন নিছক চাকুরী করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। কারণ আমাদের বৃত্তি অপরের সেবার জন্য। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারে আসেন, চলে যান শুধুমাত্র সময় কাটানোর

জন্য। কিন্তু সামাজিক জীব হিসাবে তার অবদান হওয়া উচিত অন্যান্য বৃত্তির তুলনায় দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা। গ্রন্থাগার বৃত্তির আসল স্বরূপ গ্রন্থাগারকে ভালোবাসা ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী পাঠককে ভালোবাসা।

### ৩ ডঃ রঙ্গনাথনের পাঁচটি সূত্রের অবদান

ডঃ রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক পাঁচটি সূত্র আজও আমরা মেনে চলি কারণ গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে এর বাইরে কোনও নিয়ম চালু হয়নি। যেহেতু গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞের দল এই সূত্রগুলির মূল্য দেন তখন এই সূত্রগুলিকে কাঠামো বানিয়ে আচরণবিধির মূল্যায়ন ও আইনতঃ ব্যবহার প্রয়োগ কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

### ৪ আচরণবিধি মূল্যায়ন প্রবর্তনের কয়েকটি দিক

### ৪১ গ্রন্থাগারবৃত্তির কর্মদক্ষতা বিচার করা

আমাদের সবসময় নজর রাখতে হবে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে যাঁরা আসছেন তাদের দক্ষতা কতটুকু। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, সুষ্ঠুভাবে বৃত্তি নির্বাচন না হওয়ায় গ্রন্থাগারিকের হতাশাচ্ছন্ন ভাব। সেজন্য এই বৃত্তিকে বেছে নিচ্ছেন এমন মানুষের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সজাগ থাকা দরকার। যে কোন বৃত্তি সেই বিষয়ের কর্মদক্ষতা আছে এমন মানুষকে নিয়োগ করে। এতে শুধুমাত্র বৃত্তির প্রসারতা হয় তা নয় সামগ্রিকভাবে বৃত্তির মূল্যায়ন বেড়ে যায়।

### ৪২ গ্রন্থাগারবৃত্তির সততার মূল্যায়ন

ব্যবহারকারী বা অনুসন্ধিৎসু পাঠককে যথোচিত সাহায্য করার জন্য গ্রন্থাগারবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু সেই কাজের মধ্যে থাকা দরকার গ্রন্থাগারিকের সততা, পাঠকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঠিকমত তুলে ধরার নৈতিক দায়িত্বই সততার পরিচায়ক। সবসময় মনে রাখতে হবে গ্রন্থাগারিকের ঠিকমত উত্তর প্রদানের উপর অন্যান্য বৃত্তিকুশলী মানুষেরা নিজ নিজ বৃত্তির উন্নতি সাধন করতে পারেন। সুতরাং সততার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

### ৪৩ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আচরণবিধির মূল্যায়ন

আমরা বৃত্তি সম্বন্ধে যত কথাই বলি না কেন সব কিছু নির্ভর করে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যদি মজবুত না হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই বৃত্তির অসামঞ্জস্য দেখা যায়। সুতরাং সাধারণ গ্রন্থাগারে অর্থনৈতিক কাঠামোর সমতা রাখা একান্ত প্রয়োজন। সমতার অভাবে গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার রকমফের দেখা যায়।

### ৪৪ গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আচরণবিধির মূল্যায়ন

গ্রন্থাগার বৃত্তি শুরু হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষালাভের পর। তারপর আসে গবেষণার কাজ। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন পাঠক্রমের ব্যবস্থা। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের হেরফের দেখা যায়। কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে Documentation সম্বন্ধে পড়ানো হচ্ছে আবার অন্য প্রতিষ্ঠানে সেই বিষয়ে কোনও আলোচনাই হয় না। শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণভাবে শিক্ষার সুযোগ পায় না। অপরদিকে গবেষণা কাজের ক্ষেত্রের সমতার অভাব। কোনও কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার হয় না। এই বিষয়ে আচরণবিধি সংক্রান্ত আইন তৈরী হওয়া প্রয়োজন।

### ৫ আচরণবিধির জন্য ব্যবস্থা

আচরণবিধির মূল্যায়ন করতে গিয়ে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় আইনতঃ ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজনীয়তা এখনই দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কে? এর জন্য প্রয়োজন একটি working group। যাদের দায়িত্ব হবে গ্রন্থাগার আইনের মত আচরণবিধি আইন প্রবর্তনের জন্য একটি খসড়া তৈরী করা এবং আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মিলিত প্রচেষ্টায় এর খসড়া গড়ে তোলা সম্ভব। সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যে নিরলস ভূমিকা আছে—অদূর ভবিষ্যতে তাদের প্রচেষ্টায় আচরণবিধি সম্বলিত গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক কাঠামো গড়ে উঠবেই।

# গ্রন্থ-গ্রন্থাগারিক এবং পাঠক-গ্রন্থাগারিক সম্পর্ক : নৈতিকতা প্রসঙ্গ

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদ বিহারী দাস
ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্‌স্টিটিউট লাইব্রেরী

## বৃত্তিগত নৈতিক আচরণবিধির আবশ্যকতা

গ্রীক শব্দ "এথোস্" (অর্থাৎ প্রথা বা চরিত্র) হতে "এথিক্স্" শব্দের উদ্ভব। দর্শনের যে শাখা মানবিক চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে, তা হ'লো "এথিক্স্"।

কয়েকজন ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে কাজ করে তাকে বৃত্তি বলা যায় না। যে কোন বৃত্তির পিছনে দু'টি উদ্দেশ্য থাকে—(১) জনসাধারণকে কোন একটি পরিষেবা দেওয়া এবং (২) সঙ্গে সঙ্গে সমবৃত্তিভুক্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। বৃত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—মননশীল কাজকর্ম, একটি বিশেষ দর্শন, কতকগুলি বিশেষ টেকনিক, বৃত্তিগত শিক্ষা, বৃত্তিকুশলীদের সংস্থা, একটি নৈতিক আচরণ-বিধি এবং সর্বোপরি নিঃস্বার্থ জনসেবার আদর্শ। সুতরাং কোন কাজকে বা পেশাকে বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতি পাবার জন্য একটি নৈতিক আচরণবিধি অবশ্য থাকা দরকার। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

## বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা

অভিধানে ব্যক্তি বিশেষের প্রধান পেশা, কারবার, চাকরীকে বৃত্তি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জগতে যত ধরনের পেশা আছে তাদের মধ্যে কতকগুলি কারিগরী পেশা আখ্যা দেওয়া হয় আর বাকীগুলি সমাজে বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়। প্রথমোক্তটির দিক থেকে যতই শেষোক্তটির দিকে এগোন যায়, কোন পরিষ্কার সীমা-রেখা লক্ষ্য করা যায় না। আবার দেখা গেছে যে এক কালের কারিগরী পেশা পরবর্তীকালে বৃত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। বৃত্তিগত কার্যাবলীর জন্য উচ্চস্তরের তত্ত্বগত জ্ঞান ও কর্মকুশলতার প্রয়োজন হয়। যে কোন বৃত্তিতে কাজের মান ও প্রয়োগ কৌশলের গুণগত উন্নতি হয়ে থাকে—বিরামহীন, সুসম্বদ্ধ এবং উন্নয়নমূলক গবেষণার মাধ্যম। গ্রন্থাগারিকতারও প্রসার এবং উন্নয়ন হচ্ছে তার প্রয়োগ কৌশলের বিভিন্ন দিকের উপর ঐরূপ গবেষণার মাধ্যমে। তাই গ্রন্থাগারিকতা আজ বৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত। এবং দেশে-বিদেশে এটির যথেষ্ট স্বীকৃতি আজ মিলছে।

১৮৭৬ সালে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকতার ক্ষেত্রে "নৈতিকতা" প্রসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। ১৯৮০ সালে বোস্টনে "নৈতিকতার" উপর জোরদার আলোচনা শুরু হয়। ১৯২২ সাল হতে আমেরিকান লাইব্রেরী আসোসিয়েশন অনেকগুলি কমিটি নিযুক্ত করেন এবং একটি নৈতিক আচরণবিধি গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে এটি বহুবার পরিমার্জিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে ১৯৫০ সাল হতে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। যদিও এ বৃত্তি বর্তমানে অনেক অগ্রসরতা লাভ করেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন সর্বজনস্বীকৃত নৈতিক আচরণবিধি এখনো পর্যন্ত গ্রহণ করা যায় নি।

## গ্রন্থাগারিকতার নৈতিক দায়িত্ববোধ

গ্রন্থাগারিকতা যেখানে বৃত্তিগত সেবা হিসেবে স্বীকৃত সেখানে এই সেবা ব্যবস্থায় প্রয়োগমুখী নৈতিক দায়িত্বাদি এড়িয়ে গেলে চলবে না। আর এগুলি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র হ'তেই উদ্ভূত হতে বাধ্য। ডঃ রঙ্গনাথন কর্তৃক প্রকল্পিত পঞ্চসূত্র মাথায় রেখেই ব্যবহারিক আচরণবিধি তৈরী করতে হবে। গ্রন্থাগারের প্রতিটি কাজ এই পঞ্চ-সূত্রের আদর্শ অনুযায়ী সম্পাদন করলে আপনা হতেই নৈতিক দায়িত্ব পালন করা হবে।

(ক) গ্রন্থ, (খ) পাঠক এবং (গ) গ্রন্থাগারিক/ গ্রন্থাগারকর্মী এই তিন নিয়েই গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার সেবা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এই তিনটির পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। এই প্রসঙ্গে আলোচনাকালীন বক্তব্য-গুলি ক—গ এবং খ—গ-এর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সম্পূর্ণ আচরণবিধির এ

সম্পর্কিত অংশটি তৈরী করার সময় নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্যগুলি ভেবে দেখার দাবি রাখে।

**গ্রন্থ-কর্মী সম্পর্ক : নৈতিক দায়িত্ব**

গ্রন্থাগারিক গ্রন্থ ও পাঠকের মধ্যে সংযোগকারীর কাজ করেন। তাই গ্রন্থাদি ক্রয় হতে শুরু করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার মাঝে বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগারিকের কতকগুলি দায়-দায়িত্ব এসে যায়।

(ক) গ্রন্থাদির কোনরকম শারীরিক ক্ষতি রোধ করা। এই ক্ষতি হতে পারে প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়া, পোকামাকড় এবং কিছু অ-পাঠক মনোভাবাপন্ন পাঠকদের আক্রমণে। এর যে কোন একটি বন্ধ করতে সবরকমের (আইনানুগ/বৈজ্ঞানিক) পন্থা অবলম্বন করা গ্রন্থাগারিকের অন্যতম নৈতিক কর্তব্য।

(খ) সংগৃহীত গ্রন্থাদির ব্যবহার তথা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা। পাঠকদের কাছে গ্রন্থাদিকে পরিচিত করা এবং পরবর্তী ধাপে পঠনে আগ্রহী করার জন্য নানাভাবে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে প্রচার পুস্তিকা, আন্তঃ-গ্রন্থাগার লেনদেনে অংশগ্রহণ, সদ্যসংগৃহীত গ্রন্থাদির পরিচিতি তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদির মাধ্যমে।

(গ) গ্রন্থাদিতে নিহিত তথ্যাবলী/বক্তব্যগুলির প্রসারণের জন্য উপযুক্ত পাঠকদের কাছে সেগুলির সংক্ষিপ্তসার (এ্যাবস্ট্রাক্টস্) তুলে ধরার চেষ্টা করা।

(ঘ) খ এবং গ-কে সার্থক করে তুলতে হ'লে আরো মূলমন্ত্রে গ্রন্থ সংরক্ষণ, উপযুক্ত বর্গীকরণ ও সূচীকরণ, মঞ্চ-সংগঠন এবং তাক নির্দেশ ব্যবস্থার প্রয়োগ।

(ঙ) গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত লেখক কিংবা প্রকাশক কর্তৃক দাবীকৃত গ্রন্থস্বত্বের স্বার্থ রক্ষা করা। জেনে শুনে এমন কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ প্রতিলিপিকরণের জন্য ধার দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ।

(চ) গ্রন্থ-ভিত্তিক তথ্যসেবা ব্যবস্থা খুবই তৎপরতার সহিত করা প্রয়োজন। "নয়া-সংযোজন" পত্রিকা, সারায়ন, ইনডেক্স, অ্যাকসেশন লিস্ট ইত্যাদির প্রকাশন এবং সঞ্চালন দ্রুততর করা উচিত।

(ছ) যে সব গ্রন্থের কোন পাঠক পাবার নিশ্চয়তা নেই সে সব গ্রন্থ কেনায় বিরত থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থ নির্বাচন করার সময় বিক্রেতা/প্রকাশক কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।

(জ) গ্রন্থরক্ষা গ্রন্থ-ব্যবহার সমীক্ষা ভিত্তিক হওয়া উচিত। অনাথায় টাকা খরচ করে কেনা গ্রন্থাদি পাঠক কর্তৃক ব্যবহারের আশায় অনির্দিষ্টকাল উন্মুখ হয়ে পড়ে থাকবে। এটা গ্রন্থাগারিকের নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রতি অনাস্থার পরিচায়ক।

(ঝ) কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বজায় রাখার খাতিরে কিছু কিছু গ্রন্থ বা তথ্যের চূড়ান্ত গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। যে সব গ্রন্থ নৈতিক চরিত্র, আঞ্চলিক সংহতি এবং সামাজিক সম্প্রীতির পরিপন্থী—সামগ্রিকভাবে সেগুলির পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করা উচিত।

**পাঠক/ব্যবহারকারী—কর্মী সম্পর্ক : নৈতিক দায়িত্ব**

একজন সার্থক গ্রন্থাগারিককে কেবলমাত্র সংগৃহীত পাঠ্যসামগ্রীগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেই চলবে না, তার পাঠক সমাজকেও জানা—তাঁদের, পছন্দ/অপছন্দের বিষয়, তাঁদের বৃত্তি ও অন্যান্য চাহিদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। এতে সংগ্রহের "সর্বোচ্চ ব্যবহার" ত্বরান্বিত হবে।

(ক) ব্যবহারকারীর বিজ্ঞানুগ পছন্দ জানতে হবে। এর জন্য ব্যবহারকারী-সমীক্ষা করা দরকার। ভবিষ্যৎ গ্রন্থ-সংগ্রহ এই সমীক্ষার ফলের সঙ্গে সমতা রেখে গড়ে তুলতে হবে।

(খ) সমস্ত ব্যবহারকারীকেই সমান নজরে দেখতে হবে। এবং গ্রন্থ/তথ্যাদির ব্যবহারের উপর কোন ধরণের বাধা আরোপ করা চলবে না। অবশ্য যে সব গ্রন্থ/তথ্যের ব্যবহারের ব্যাপারে আইনগত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যেগুলি ব্যবহার করলে সম্প্রীতি কিংবা আঞ্চলিক সংহতি বিঘ্নিত হতে পারে, সেগুলি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়।

(গ) ব্যবহারকারীদের পূর্ণ সন্তোষবিধানের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাতে হবে।

(ঘ) ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে (যদি উগ্র-মনোভাবাপন্ন হয়) কোন অবস্থাতেই ধৈর্যচ্যুতি না হওয়াই নীতিসম্মত।

(ঙ) গ্রন্থের জগতে ব্যবহারকারীর পথনির্দেশক এবং বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে গ্রন্থাগারিককে। তাই তাকে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। কি করে কোথায় এবং কি আকারে

আকাঙ্ক্ষিত তথ্যটি চটজলদি পাওয়া সম্ভব, সে ব্যাপারে পাঠকদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া গ্রন্থাগারিকের নৈতিক দায়িত্বের অঙ্গ।

(৮) প্রয়োজনবোধে ব্যবহারকারীদের গ্রন্থ তথা গ্রন্থাগার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'লে পরিষেবা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাদির সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব হবে। ব্যবহারকারীর আগ্রহ ও ধৈর্য বজায় থাকতে থাকতেই তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাঁর হাতে তুলে দিতে হ'লে পূর্বোক্ত সমস্ত কাজই বেশ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে হবে। ফল স্বরূপ, ব্যবহারকারীর মূল্যবান সময় কম খরচ হবে।

সর্বোপরি ব্যবহারকারীদের সঙ্গে অতিথিসুলভ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়, এবং সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও সর্বদাই তাঁদের দাবি ও স্বার্থ সংরক্ষণের আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে।

এ পর্যন্ত আলোচিত নৈতিক আচরণবিধিগুলির যে কোন একটির পালনে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি যদি পরিলক্ষিত হয়, তবে তদন্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে নিয়মানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ থাকা উচিত। এ প্রবন্ধে কেবল গ্রন্থাগারিকের অবশ্যপালনীয় নৈতিক দায়িত্বগুলির কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দায়িত্ববোধ কেবল এক পক্ষের ওপর চাপানো বাঞ্ছনীয় নয়। পাঠকদের কাছ হতেও কিছুটা দায়িত্ববোধ আমরা আশা করতে পারি। মূলতঃ এই প্রবন্ধে গ্রন্থ বলতে বইকেই বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য ধরণের গ্রন্থের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক দায়িত্বগুলির সামান্য প্রয়োগ বৈচিত্র্য ঘটতে পারে। যা হোক্, আচরণ বিধি তৈরী করা নিঃসন্দেহে একটা জরুরী প্রয়োজন--অবশ্য এর জন্য সময় লাগবে। কিন্তু কিছু মূল দায়িত্ব পালন এখনই প্রয়োজন। সে কারণে ভবিষ্যৎ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রাজ্যস্তরে আচরণবিধির একটি খসড়া শীঘ্র প্রণয়নের আবেদন রাখছি।

---

# গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

নেতাজীনগর কলেজ

## ০ ভূমিকা

বৃত্তিমূলক কাজে আচরণবিধির বাঁধাধরা ছক প্রায় সব জীবিকাতেই দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনবিদ, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি এঁরা সকলেই স্বক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলেন। এমন কি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত যে শ্রমিক, মজুর কাজ করেন, যত ছোটখাট কাজই হোক না কেন, তাঁদের জীবিকাতেও একটা আচরণবিধি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেই ধরণের আচরণবিধি গ্রন্থাগারিক বৃত্তির ক্ষেত্রে এখনও তেমন সুস্পষ্ট হয়নি।

## ১ আচরণবিধি কি?

এখন দেখা যাক, আচরণবিধি বলতে আমরা কি বুঝি। 'বৃত্তি' বলতে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের দ্বারা নির্দিষ্ট একটি বিশেষ ধরণের কাজকে বোঝায়। বৃত্তি হিসেবে যে কোন কাজেরই কিছু নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব আছে। সেই দায়দায়িত্ব পালনে কিছু রীতি-নীতি মেনে নিয়ে নিয়মকানুন তৈরী হয়। এই সবটা মিলিয়েই হয় সেই বৃত্তি বা জীবিকার আচরণবিধি। এই জীবিকাতে দায়িত্ব থাকে সমগ্র সমাজের উপর, সেই সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্বও বহন করতে হয়। 'জনসেবায় নিবেদিত-প্রাণ' এই মনোভাব নিয়ে এই জীবিকা গ্রহণ করতে হয়।

### ২.১ ক্ষেত্র ও পরিবেশ

গ্রন্থাগারিক বৃত্তির আচরণবিধি মেনে চলার ক্ষেত্র ও পরিবেশ কিন্তু সর্বত্র এক নয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, যে কোনও অফিস বা কোম্পানীর গ্রন্থাগারিক, এঁরা তাঁদের প্রত্যেকেরই ক্ষেত্র ও পরিবেশ একের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এই ভিন্ন ক্ষেত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী

সমান দায়-দায়িত্ব নিয়ে স্বক্ষেত্রে নিজের বৃত্তিগত আচরণ মেনে কাজ করতে হবে।

### ১.২ পাঁচটি অবশ্য স্মরণীয় বিষয়

গ্রন্থাগারের কাজ করার সময় গ্রন্থাগারিককে পাঁচটি মূলমন্ত্র অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। যে মন্ত্রের স্রষ্টা এস. আর. রঙ্গনাথন এবং তাঁর মন্ত্র পাঁচটি যথাক্রমে :— (ক) পুস্তক ব্যবহারের জন্যই, (খ) প্রতিটি পাঠকের জন্যই বই আছে, (গ) প্রতিটি বইয়ের পাঠক আছে, (ঘ) পাঠকের সময় বাঁচাও, (ঙ) গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধনশীল।

গ্রন্থাগারিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীও বিভিন্ন ধরণের, তবে সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠক-সদস্যই হোন কিংবা শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের ছাত্রছাত্রী/শিক্ষক/গবেষকই হোন অথবা অফিস, শিল্পকারখানার কর্মীবৃন্দই হোন—যাঁরাই গ্রন্থাগারে আসবেন তাঁদের নিজস্ব জ্ঞান ও শিক্ষার চাহিদা মেটাতে সকলের প্রতি গ্রন্থাগারিকের প্রধান দায়িত্ব হল সঠিক পুস্তকটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর হাতে তুলে দেওয়া। পাঠ্যপুস্তক, সহায়কগ্রন্থ, পত্রপত্রিকা এমন কি সংবাদ-পত্রের কোন পাতার কোন বিশেষ অংশটুকু সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর প্রয়োজনে লাগবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হবে গ্রন্থাগারিককে।

### ২. গ্রন্থাগারিকের ব্যবহার

গ্রন্থাগারিক তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অথচ মধুর ব্যবহার দিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীকে গ্রন্থাগারের ব্যবহারে আকৃষ্ট করবেন। যে কোন শ্রেণীর ব্যবহারকারীই হোন না কেন, বিশেষ যত্ন ও সহায়তার মাধ্যমে তাঁকে জিজ্ঞাসা বস্তুর উত্তর খুঁজে দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

### ২.১ গ্রন্থাগার সম্পদের প্রতি মমত্ব

গ্রন্থাগারের যাবতীয় সম্পদের প্রতি গ্রন্থাগারিকের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব আছে। গ্রন্থাগার-অন্তর্ভুক্ত যা কিছু আছে, পুস্তক, পত্র পত্রিকা, আসবাবপত্র ইত্যাদি সকলেরই সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আছে। কোনও সম্পদ নষ্ট হলে ছিঁড়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার ব্যবহারযোগ্য করে তোলা এবং হারিয়ে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকা, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব। গ্রন্থাগারের যাবতীয় তথ্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের।

### ২.২ গ্রন্থাগারিকের সচেতনতা

গ্রন্থাগারিককে আধুনিক জগতের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত ক'রে রাখতে হবে। তাঁর জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য সবরকম বিষয়বস্তু সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে হবে, তথ্যগত জ্ঞানের মাত্রার উন্নতি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

### ৩. গ্রন্থাগার ও কর্মী

গ্রন্থাগারের অবিচ্ছেদ্য অংশ গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ। গ্রন্থাগারিক তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল, সমভাবাপন্ন হবেন, সেইসঙ্গে গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজকর্মে শিথিলতা দেখা না দেয় কর্মীদের সে-বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

### ৪. গ্রন্থাগার ও ব্যবহারকারী

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবহারকারী আসেন। গ্রন্থাগারে কোন্ কোন্ লেখকের কি কি বই আছে, কি কি পত্র-পত্রিকা আছে, তথ্যগত ও তত্ত্বগত জ্ঞান আহরণের জন্য কোন বই বা দলিলটি খুঁজতে হবে, ক্যাটালগ কার্ড কি করে দেখতে হয়, বই নেবার জন্য বিধিমত আবেদন-পত্র (রিকুইজিশন স্লিপ) বা কোনও বই পরবর্তীকালে নেবার জন্য চাহিদা-পত্র (ডিমান্ড স্লিপ) কি ক'রে পূরণ করতে হয়, কিছুই জানেন না। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব হল ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে নির্ভুলভাবে শিখিয়ে দেওয়া। ব্যবহারকারীদের মনের দ্বিধা ও সংকোচ তখন দূর হয়, তাঁরা সহজভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন।

### ৫. আচরণবিধির সুবিধা

নৈতিক আচরণবিধি রূপায়ণের সুবিধা এই যে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে সব গ্রন্থাগারের রূপ ও চরিত্র এক নয়। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলির নিজস্ব আচরণবিধি কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিছুটা তৈরী ক'রে নিতে হবে। যদিও উদ্দেশ্যের প্রভেদ নেই—অধিক সংখ্যক পাঠককে অল্পসময়ের মধ্যে যত বেশী সম্ভব পরিসেবার দ্বারা তুষ্ট করা।

### ৬ বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

আচরণবিধি রূপায়ণে বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান জড়িত, ফলে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে যাঁরা কাজ করছেন, নির্দিষ্ট আচরণবিধি না থাকায় কর্মক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধা, ভালমন্দ সব জানবার ও বিচার করার সুযোগ এই প্রতিষ্ঠানের আছে। একটা সুস্পষ্ট আচরণ-বিধি তৈরী করা বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব। গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচীতে গ্রন্থাগারিকের নৈতিক

আচরণবিধি সম্পর্কে একটি বিষয় সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন। পরবর্তীকালে এই আচরণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের দ্বারা যথার্থ পালিত হচ্ছে কিনা বা আচরণ-কাঠামোর মধ্যে কর্মক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা, প্রতিষ্ঠানকে সবই খতিয়ে দেখতে হবে।

**উপসংহার**

নৈতিক আচরণবিধি গ্রন্থাগারিককে সামাজিক মর্যাদা দেবে। পাঠকশ্রেণী ও ব্যবহারকারী সকলেই গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিকুশলতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবেন এবং শিক্ষা-ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের মূল্য ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবেন। এক আচরণবিধি মেনে চলার ফলে সম-শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা ও পরিসেবার রূপও একই হবে। ফলে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পরস্পর একটি সমভাবাপন্ন মনোভাব গড়ে উঠবে। গ্রন্থাগারিকরাও পর-স্পরের প্রতি সহিষ্ণু ও সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন।

---

# গ্রন্থাগার ও নৈতিক দায়িত্ব

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস)
ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট

**ভূমিকা**

প্রথমত নৈতিক আচরণবিধি কি এবং কোনো জীবিকার তার প্রয়োজন কেন এই প্রশ্ন বিশ্লেষণে দেখা যায়, মূলত বৃত্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণ। বিভিন্ন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেনে গ্রন্থাগার বৃত্তি সম্পর্কিত নৈতিক আচরণবিধি উপ-স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু ভারতবর্ষে এই নিয়ে সবেমাত্র আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচ্য এই প্রবন্ধে গ্রন্থা-গারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য মোটামুটিভাবে আলোচনা করে সেই সঙ্গে অনুষঙ্গী নৈতিক আচরণবিধি নির্দেশ করা হয়েছে।

**১ নৈতিক আচরণবিধি কি**

যে কোনো বৃত্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সমাজ তথা মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগস্থাপন এবং মানব-কল্যাণের মধ্য দিয়ে পেশাগত উৎকর্ষসাধন। মর্যাদা ও সুবিধাদি প্রদানের বিনিময়ে সমাজ ও বিভিন্ন বৃত্তির কাছে তাদের বিশেষ দায়িত্বপালন সম্পর্কে, যোগ্যতা ও দায়িত্বসম্পন্ন নৈতিক আচরণের প্রত্যাশা করে। সেজন্য প্রতিটি পেশা বা বৃত্তির একটা নৈতিক আচরণবিধি থাকে যার উদ্দেশ্য মূলত দুটি—

ক) সভ্যবৃন্দের কর্মদক্ষতার উন্নতিসাধন এবং কর্ম-প্রসারণের মধ্য দিয়ে সামাজিক তথা পেশাগত প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং

খ) প্রত্যেকের সংযত আচরণ ও ব্যবহারিক সাম্যের মধ্য দিয়ে বৃত্তিগত উৎকর্ষসাধন।

**২ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সম্পর্কিত পরিবর্তিত ধারণা**

এখন প্রথম উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলো-চনা শুরু করা যাক—

সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রথমদিকে গ্রন্থাগার পুস্তকাদির সংরক্ষণশালা হিসেবে পরিগণিত হত এবং গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা ছিল সংরক্ষকের। পর-বর্তীকালে গ্রন্থাগার শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে এবং গ্রন্থা-গারিকের ঐ বিষয়ক সম্বন্ধীয় তত্ত্বগত জ্ঞান (যথা, বর্গী-করণ, সূচীকরণ, পুস্তক সংগ্রহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি) স্বীকৃতি লাভ করল। তৃতীয় পদক্ষেপে দেখা যায় গ্রন্থা-গারিকের মর্যাদা শিক্ষক সমতুল বা বিশেষ উচ্চতর যোগ্যতার দাবী রাখে। ধীরে ধীরে এই জীবিকা চিকিৎসা বা আইনের মত বৃত্তি বা পেশা হিসেবে পরিগণিত হল। বর্তমান পর্যায়ে দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের মধ্যে কর্মকুশলতা, পাঠকসদস্য, গ্রন্থনির্বাচন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে পার্থক্য।

**● গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য**

আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রন্থাগারিকের উল্লিখিত কার্যবিধি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা একাধারে শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাকেন্দ্র এইরূপ সংস্থার সহিত যুক্ত গ্রন্থাগারের পরিপ্রেক্ষিতে হলেও এর সাধারণ প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না। কর্তব্যগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) শিক্ষাপ্রদানমূলক

(খ) গবেষণামূলক

(গ) প্রশাসনমূলক

(ঘ) বৃত্তির মানোন্নয়নমূলক

এই কর্তব্যগুলি সুষ্ঠুভাবে পালনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পাঠকসদস্যের প্রতি গ্রন্থাগারিকের বিভিন্ন দায়িত্ব গড়ে ওঠে। পাঠকসদস্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) ছাত্র (২) গবেষক (৩) বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষক সম্প্রদায় এবং (৪) বিশেষ পেশাবলম্বী যেমন, চিকিৎসক, সাংবাদিক, সংস্থাপরিচালক ও অন্যান্য।

**৪ কর্মপ্রসূত নৈতিক আচরণবিধি**

আমরা গ্রন্থাগারিকের প্রতিটি কার্যবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার পরে তার যথাযথ ও সুন্দর প্রয়োগের জন্য নৈতিক আচরণবিধি নির্দেশ করব। আমাদের এই আলোচনা সোভিয়েত সহকর্মীদের, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পাঠকসদস্যদের এবং গ্রেটব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত নৈতিক আচরণবিধির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

**৪. ১ শিক্ষামূলক দায়িত্ব**

পাঠকদের, মূলত ছাত্রদের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ব্যবস্থা যেমন, বর্গীকরণ, পুস্তকবিন্যাস এবং গ্রন্থাগার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে অবহিত করা। পাঠকসভ্যদের, বিশেষত ছাত্র, গবেষণায় নিযুক্ত ব্যক্তি এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন পুস্তক সম্বন্ধে অবহিত করা। অনুন্নয়ন সেবা এবং তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারিক শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করে এবং গ্রন্থাগারিকের এই দায়িত্বের মধ্য দিয়ে সমগ্র গ্রন্থাগারবিদ্যার মান উন্নীত হয়। এই কর্তব্যজনিত গ্রন্থাগারিকের নৈতিক দায়িত্ব নিম্নরূপ :—

**আচরণবিধি ১ :** গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তকাদি এবং গ্রন্থাগার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগসুবিধা সম্পর্কে পাঠকদের মূলতঃ ছাত্রদের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম, দ্বিতীয় ও না রেখে প্রতিটি পাঠকসদস্যকে সমান ভাবে সাহায্য করা। তৃতীয় সূত্রের প্রতিশ্রুতি রক্ষা।

**আচরণবিধি ২ :** পাঠকসদস্যদের পাঠাভ্যাসের বিকাশ ও উন্নয়নে নানাভাবে চেষ্টা করা গ্রন্থাগারিকের নৈতিক দায়িত্ব।

**আচরণবিধি ৩ :** ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি সদস্যের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত যে-কোন অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন থাকা ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

**৪. ২ গবেষণাসংক্রান্ত দায়িত্ব**

মূলত গবেষণা জড়িত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চতুর্থ আইন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হ'তে পারে। প্রতিদিন নানাবিধ নতুনতর বিষয় আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে এবং সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তকাদি যা পৃথিবীর নানা দিক থেকে প্রকাশিত হচ্ছে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া গবেষকদের পক্ষে সহজ কাজ নয়। এইখানে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব হ'ল গবেষণায় নিযুক্ত সদস্যের গবেষণার বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকা, সেই সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস এবং প্রয়োজনমত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করা আর এইভাবেই পাঠকসদস্যের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের অপচয় রোধ করা। এই আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব হ'ল—

**আচরণবিধি ৪ :** বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকা ও পাঠকসদস্যকে সময়মত তথ্য পরিবেশন এবং পুস্তক প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করা।

**আচরণবিধি ৫ :**

গ্রন্থাগারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনানুযায়ী পুস্তকাদি নির্বাচন যা বর্তমান গবেষণায় ও সেই সঙ্গে নতুন বিষয় সম্পর্কিত গবেষণার উদ্যোগী হ'তে সাহায্য করবে। গ্রন্থাগারের নীতি ও নির্ধারিত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেও গ্রন্থাগারিকের নির্বাচন যেন বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে এবং জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে অসামঞ্জস্যতার সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হয়।

**আচরণবিধি ৬ :**

নিজের তথা বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে নানান গবেষণার বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকা, একই বিষয়ে কর্মরত গবেষককে সচেতন করা, গবেষণা পরিকল্পনায় সাহায্য করা এবং নতুন

চিন্তাধারা বা বিষয়ের জন্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা।

**আচরণবিধি ৭ :**

বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে Bibliographic Service ও পুস্তকাদি আদান-প্রদানের মাধ্যমে ঐক্য বজায় রাখা।

**আচরণবিধি ৮ :**

নিজ গ্রন্থাগারের বিশেষ সুযোগ সুবিধা যাতে প্রয়োজনভিত্তিক অনুরোধে অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির পাঠক সদস্যও লাভ করতে পারেন সেই বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের দ্বিধাহীন মনোভাব হওয়া উচিত।

**৪.৩ প্রশাসনমূলক জ্ঞান**

গ্রন্থাগারে কর্মীস্বার্থ ও অর্থনৈতিক সমস্যা জড়িত নানান অসুবিধার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য গ্রন্থাগারিকের প্রশাসনমূলক বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালন সংক্রান্ত বিভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক নীতি যেমন Operations Research, System analysis এমনকি Computer-ও গ্রন্থাগার জগতে প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

**আচরণবিধি ৯ :**

মুখ্য গ্রন্থাগারিক পরিচালন সংস্থা ও গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মিসভ্যের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হন। উভয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখাও অন্যতম প্রধান কাজ।

**আচরণবিধি ১০ :**

গ্রন্থাগার-কর্মী নির্বাচন পদপ্রার্থীর কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক ও সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রয়োজনমত অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতেই হওয়া উচিত।

**আচরণবিধি ১১ :**

মুখ্য গ্রন্থাগারিক সহকর্মীদের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে এবং অন্যান্য সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। সহকর্মীদের দায়িত্ব এবং কর্মবোধের স্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং পেশাগত উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা উচিত।

**আচরণবিধি ১২ :**

গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান সংস্থা এই কথা স্মরণে রেখে তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনমত সেইগুলির ব্যবহার ও বৃত্তিভুক্ত অন্যান্য সহকর্মীর সাহায্য গ্রহণে সংকোচহীন হওয়া উচিত।

**আচরণবিধি ১৩ :**

গ্রন্থাগার নীতি ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমালোচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে সহকর্মীদের তথা পাঠকসদস্য এবং বৃত্তিভুক্ত অন্যান্য সদস্যের মতামতের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

**৪.৪ বৃত্তিগত মানোন্নয়নমূলক**

বৃত্তিভুক্ত সদস্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং বৃত্তিমূলক পত্রিকায় অবদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষাগত তথা বৃত্তিগত উন্নতির সুযোগ থাকা উচিত।

**আচরণবিধি ১৪ :**

গ্রন্থাগার বিদ্যা একটি শিক্ষামূলক বৃত্তি এবং এর উন্নতি গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিগত উন্নতির ওপর নির্ভরশীল।

**আচরণবিধি ১৫ :**

বৃত্তির মানোন্নয়নকল্পে উপযুক্ত ব্যক্তিকে পেশাভুক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান।

**আচরণবিধি ১৬ :**

বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য হওয়া এবং বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদান ও পত্রিকাগুলিতে অবদানের মধ্য দিয়ে বৃত্তির উন্নয়নে যত্নবান হওয়া।

**আচরণবিধি ১৭ :**

সহকর্মীদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত শিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ প্রদান।

**৫. পেশাগত সুনাম রক্ষার জন্য নৈতিক আচরণবিধি**

এখন আমাদের আলোচনা সূচিত হবে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যা গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিগত কার্যবিধির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সাধারণ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা পাই—

**আচরণবিধি ১৮ :**

সমাজ প্রগতি ও সমাজোন্নয়নে গ্রন্থাগারের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যখনই ব্যক্তিবিশেষ পেশাভুক্ত হন তখনই

প্রশাসনিক সংস্থা, পাঠকসমাজ, সহকর্মী সাধারণভাবে সমাজের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করার নৈতিক দায়িত্ব থাকে।

**আচরণবিধি ১১ঃ**

গ্রন্থাগারের সম্পত্তি রক্ষা এবং পাঠকসদস্যের মধ্যে তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।

**আচরণবিধি ২০ঃ**

সরকারী পদ কোনোসময়েই ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

**আচরণবিধি ২১ঃ**

গ্রন্থাগারিকের সংযত ও সুন্দর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বৃত্তির প্রতি জনগণের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা উচিত।

**আচরণবিধি ২২ঃ**

বৃত্তির প্রতি নিঃস্বার্থ, সেবাজনিত মনোভাব থাকা উচিত।

**৬. পরিশিষ্ট**

আমাদের এই আলোচনা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারিকের সাধারণ কার্যবিধির পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে এবং সেই কার্যবিধির উপর ভিত্তি করে নৈতিক আচরণবিধি নির্দেশিত হয়েছে। উল্লিখিত কার্যবিধি উচ্চশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ভুক্ত গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সম্পন্ন গ্রন্থাগারিকের কর্তব্যের কথা স্মরণে রেখে করা হয়েছে তবুও এর প্রয়োগ সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য বিশেষ গ্রন্থাগার যেমন হাসপাতালের জন্য, বন্দীদের জন্য বা জনসাধারণ ইত্যাদির জন্য গ্রন্থাগারের দায়িত্ব বা কর্তব্য কিছুটা ভিন্ন স্বাদের।

প্রসঙ্গতঃ, সময়ের সঙ্গে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পরিবর্তিত হবে। অতএব যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে নৈতিক আচরণ-বিধিরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হওয়া প্রয়োজন।

**নির্দেশিকা ঃ**


1. A L A Bulletin ; 1939.
2. Bandyopadhyay Das. (Ratna) : Ethics for an institutional library (Proceedings of the XIth National seminar of IASLIC, Hyderabad, 1984)
3. Ghosh (GB) & Banerjee (BN) : Trends of information service in India. 1974.
4. Library Association Record, October, 1980.
5. Shaffer (DE) : Maturity of libraianship as a profession, 1968.


# গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি


**কল্যাণ সরকার**
পোঃ ময়নাগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি


**বৃত্তির সংজ্ঞা**

প্রামাণ্য সভ্যতার পরে একদিন মানুষের জীবিকার প্রয়োজন হলো বাঁচবার তাগিদে। সেদিন থেকে সমাজের প্রতিষ্ঠা ও কর্মবিভাজন। তারপর যুগে যুগে, পরি-বর্তনের ধারায় প্রাথমিক বিভিন্ন জীবিকা (কাঠকুড়ানো, পশুপালন ও কৃষিকর্ম) পরিণত হয়ে উঠতে লাগলো। আর তখনই জীবিকার সঙ্গে এলো তত্ত্ব, জ্ঞান, নৈতিকতা ও কর্মকুশলতা। আগেকার কর্মকুশলজীবিকা উন্নত নতুন রূপ পেলো। এইভাবে জীবিকার ক্রমবিকাশ সভ্যতার বিবর্তনের বিদ্যাগত বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক দায়-দায়িত্বে ভিন্ন স্বীকৃত ও মর্যাদা লাভ করল। সঙ্গে নাম হলো বৃত্তি (Profession)। একজন ইংরেজ লেখক বৃত্তির সংজ্ঞায় বলেছেন.—

Profession is a mode of livelihood which is connected with theory and technique or in other words there exist both the theoretical and technical aptitude alongwith the morality —সুতরাং কোনো জীবিকাকে বৃত্তির স্তরে উন্নীত করে দিতে পারে প্রয়োজনীয় উন্নত জ্ঞান, তত্ত্বভিত্তিক প্রশিক্ষণ

ও হিতব্রতী কর্মকুশলতা। এ আলোকে আমরা গ্রন্থাগার-বৃত্তি কতখানি বৃত্তিলক্ষণযুক্ত তা ভাবার অবকাশ পেতে পারি।

### গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা

গ্রন্থাগার বৃত্তি নিয়ে সে-আলোচনার পূর্বে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক নিয়ে সামান্য কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করি। আমরা জানি যে গ্রন্থাগার মানেই গ্রন্থ, পাঠক এবং গ্রন্থাগারিকের পারস্পরিক মিলনের অপূর্ব ক্ষমতা।

এই মুহূর্তে গ্রন্থ সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। গ্রন্থ ছাড়া গ্রন্থাগার অকল্পনীয় এবং গ্রন্থ হচ্ছে মানুষের অপরিসীম জ্ঞানভাণ্ডারের ক্ষুদ্র ও স্বতন্ত্র একক। আর পাঠক অর্থে আমরা আপামর জনসাধারণকেই বোঝাতে চাইছি। এবং পাঠক অবশ্যই সমাজ-নিরপেক্ষ নয়।

গ্রন্থ ও পাঠক এই উভয়ের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ গড়ে তোলার সমস্ত রকম দায় ও দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। কাজেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যুগে গ্রন্থাগারিকের দায়-দায়িত্ব খুব একটা কম নয়। ব্রাসেলসে International Congress of Libraries and Documentation Centre (1966)-এর এক সভায় তাই বলা হয়েছে—

It is the purpose of the public libraries to make it possible for all men, according to their needs and circumstances to enjoy whatever benefits, full access to books and related forms of record may bring them...—সুতরাং গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের প্রয়োজন ও অবস্থার বিচারে যতদূর সম্ভব যতবেশী পরিমাণ বই ও জ্ঞানের রূপ-রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় তার চেষ্টায় সতত নিরলস সেবা করে যেতে হবে। গ্রন্থাগার যেহেতু প্রাণহীন জ্ঞান-সত্তা, সেজন্য এ দায়িত্ব সমগ্রই গ্রন্থাগার কর্মীর, গ্রন্থাগার বৃত্তির।

যখন সময় ছিলো হীনমানসিকতায়, গ্রন্থ ছিল চার দেওয়ালে বন্দী; মানুষ ছিল দারুণ অন্ধকারে দু'একজনে আটকো শুধু ফন্দী। এরূপ অবস্থায় গ্রন্থাগারিক শুধু গ্রন্থরক্ষক ছিলেন। কিন্তু সেদিন অন্তগত; সংকীর্ণতার অশুভ নাগপাশ থেকে ছিন্ন করে গ্রন্থাগারকে আজ ক্রমেই ক্রমমুখী করে তোলার চলছে আয়োজন। বৃহৎ জন-সাধারণের কাছে সাম্যের ভিত্তিতে তার জন্মগত অধিকার অর্থাৎ জ্ঞানকে পৌঁছে দেবার জন্য চলেছে নিরলস প্রচেষ্টা। এর জন্য গ্রন্থাগারকে চার দেওয়ালের বাইরে বের করে আনা হয়েছে। বাইরের বৃহৎ ও জটিল জীবন স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়েছে এর কর্মস্রোতকে। সমাজের প্রয়োজনে সমাজের যাবতীয় সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন তথা সমাজের প্রতিটি মানুষের সামাজিক মানোন্নয়নের দায়িত্বও এসে পড়েছে গ্রন্থাগারের ওপর। ব্যাপক অর্থে গ্রন্থাগারকক থেকে গ্রন্থাগারবৃত্তির সম্মানিত সেবাব্রতের ধারায়। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে গ্রন্থাগার যদিও গ্রন্থসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর কর্মপরিধির অপরিসীম সামাজিক ব্যাপকতা ও বৃত্তিনিষ্ঠা সর্বাগ্রে স্বীকার্য।

### গ্রন্থাগার কর্মীর বৃত্তিগত ভূমিকা

এই স্বীকৃতির অব্যবহিত পরে আমরা গ্রন্থাগারিকের বিভিন্ন দিক ও দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করে দেখতে পারি। প্রশ্ন হলো গ্রন্থাগারকর্মীর কর্তব্য ও দায়িত্ব কি শুধুমাত্র তার জীবিকার প্রয়োজনে? শুধুই অর্থের লিপ্সা, আর কোন টান নেই? এই বিরাট কর্মকাণ্ড কি শুধু কর্মকুশল একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব, না সামাজিক জ্ঞান, তত্ত্ব, প্রযুক্তিকৌশল; অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সার্থকতা পায়? বিষয়টি আমরা আলোচনা করে দেখতে পারি।

যে কোন বৃত্তির মতন গ্রন্থাগারবৃত্তির মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী নয়, পরস্পরসহগামী দিক রয়েছে। তা হলো:— (ক) ব্যক্তিগত দিক, (খ) সামাজিক বা মানবিক দিক। ব্যক্তিগত দিকসমূহ যেমন ব্যক্তিকে সমাজনিষ্ঠ করে তোলে, তেমনি সামাজিক বা মানবিক দিকসমূহও সমাজকে ব্যক্তিনিষ্ঠ করে তুলতে চায়। এজন্য যে কোনো বৃত্তির পেছনে সামাজিক দায়-দায়িত্ব, মর্যাদা ও সুবিধাদানসহ একটি ব্যক্তি সাপেক্ষ নৈতিকতাও ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং গ্রন্থাগার-বৃত্তিরও অন্যান্য বৃত্তির মতো অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব ছাড়াও বেশকিছু নৈতিক দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন সর্বাগ্রে এসে যায়। এগুলো নিয়ে আমরা নিচে আলোচনা করে দেখতে পারি।

### ব্যবহারকারীদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার

গ্রন্থাগারিকের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো পাঠক বা সদস্যের প্রতি। গ্রন্থাগারিক এমন কিছু করবেন না যাতে পাঠক বিরক্ত বা দুঃখিত হন। তাকে সর্বদাই পাঠক বা সদস্যের সমস্যার প্রতি সমাধানের প্রতি আগ্রহী হতে হবে। কোনো প্রকার বিরক্তি বা অনীহা প্রকাশের স্থান গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নেই। তাকে সর্বদাই স্মিতহাস্য ও নিরপেক্ষ জ্ঞানবিতরণে সিদ্ধহস্ত হতে হবে। একথা চলে না যে গ্রন্থাগারবৃত্তির মূলে লুকিয়ে আছে গ্রন্থ ও পাঠকের সংযোগ স্থাপন। জনসংযোগ ব্যতীত গ্রন্থ, গ্রন্থাগারিক এবং জ্ঞানের কোনো [illegible] প্রয়োজনও নেই।

এজন্য ভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক এবং প্রবাদপুরুষ ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন তাঁর বিশ্ব-খ্যাত The Five Laws of Library Science এর প্রথম সূত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন—Books are for use.

পুস্তককে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্য এক-জন গ্রন্থাগারিককে পাঠকের সঙ্গে যে কী পরিমাণ একাত্ম হতে হয় তার বর্ণনা ডঃ রঙ্গনাথনেই মেলে—

It is a noble profession. A librarian derives his joy seeing the dawn of joy in the face of the readers helped by him to find the right book at the right time. —সুতরাং পাঠকের দিকে চেয়ে, সেবার মহান ব্রত নিয়ে গ্রন্থাগারিককে নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে সজাগ থাকতে হয়ঃ

(ক) উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বই পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া;

(খ) পুস্তক লেনদেনে কোনোরূপ বৈষম্য বা বিরক্তি প্রদর্শন না করা;

(গ) ধনী দরিদ্র কৃষক মজদুর শিশু বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর পাঠকের সাহায্যে সমানভাবে এগিয়ে আসা;

(ঘ) সীমিত পাঠকের সহযোগিতাই শুধুমাত্র কাম্য নয়, পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিতে সম্প্রসারণমূলক কল্যাণধর্মী কাজে অংশ গ্রহণ;

(ঙ) পাঠকের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা যেমন অর্থ-নৈতিক অসুবিধার দিকে নজর দিয়ে সম্ভব মতো পাঠের সুযোগ করে দেওয়া;

(চ) আন্তর্গ্রন্থাগার লেনদেন, যেমন জেলা গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হয়, পাঠককে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া;

(ছ) পাঠকের রুচির পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে গণ-মুখী করে তোলা।

## কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য

গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনার প্রাথমিক পদক্ষেপই হলো গ্রন্থাগার সমিতির গঠন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে গ্রন্থাগারিকের ওপরেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত আছে; কিন্তু তা নয়। প্রকৃত-পক্ষে এক পরিচালনসমিতির কাছে তাঁকে দায়ী থাকতে হয়। সুতরাং সমিতির সঙ্গে সযত্নে বিরোধ এড়িয়ে একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক, সুস্থ মানসিকতা ও কর্ম উদ্দীপনার সৃষ্টি করা গ্রন্থাগারিকের অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব। এইরূপ দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে গ্রন্থাগারিককে নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে সহৃদয় দৃষ্টি দিতে হয়ঃ

(ক) সময় মতো গ্রন্থাগার সমিতির নির্বাচন, গঠন ও কার্যাবলী প্রণয়নের ব্যবস্থা করা;

(খ) সমিতিভুক্ত প্রত্যেকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, কোনোরূপ সুবিধা-দানের প্রশ্নে বৈষম্য না করা;

(গ) গ্রন্থাগারের যাবতীয় সমস্যাগুলোকে ঠিক ঠিক সময়ে তাদের কাছে উপস্থাপিত করা এবং তাদের সমস্যার প্রকৃতি ও পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করা;

(ঘ) কোনোরূপ কাজের প্রশ্নে সমিতির বিরুদ্ধাচরণ না করে বুদ্ধি ও বিশ্বাস দিয়ে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়া;

(ঙ) কর্মনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ সেবা বিতরণের দ্বারা প্রকৃত কর্মবীরের সম্মান অর্জন করে নেওয়া। এরূপ কাজের জন্য গ্রন্থাগারিককে সময়মত গ্রন্থাগারের সমস্ত প্রকার কাজ, হিসাবনিকাশ, বৃত্তিমূলক বিভিন্ন কাজ করতে হয়;

(চ) গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ, পুস্তকনির্বাচন, পাঠকসদস্য ভুক্তিকরণ, অধস্তন নিয়োগ প্রশ্নে গ্রন্থাগারিককে সমিতির পথপ্রদর্শক ও কর্মসচিবের ভূমিকা পালন করতে হবে;

(ছ) সমিতির গৃহীত কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করে তুলবেন তিনি।

## সহকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য

সহকর্মী ও অধস্তনদের প্রতি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব কম নয়। তাদের সমস্যার প্রতি নজর ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক আচরণ তাঁর কার্যোদ্ধারের প্রশ্নেই একান্ত প্রয়োজন। Licklider বলেছেন—Each member of the staff should be regarded by the librarian as a colleague and should be encouraged to realize that his work, however menial it may appear, is essential for the smooth working of the whole establishment.

এজন্য গ্রন্থাগারিক একদিকে যেমন তাঁর কার্যোদ্ধারের প্রশ্নে দৃঢ়, তেমনি তাঁদের সমস্যার প্রতি হবেন সহৃদয়। তাঁরা কে কত ঘণ্টা কাজ করলেন বা কে কোন অসুবিধায় পড়লেন—এ সমস্তই তাঁকে ধৈর্যসহকারে শুনতে ও বুঝতে হবে। কোনোরূপ বৈষম্য সুলভ মনোভাব, বিরক্তি, অশ্রদ্ধা ও ভীতি প্রদর্শন তিনি অন্তত করবেন না।

## বৃত্তির প্রতি অনুরাগ

এ ছাড়া গ্রন্থাগারিককে আপন বৃত্তির প্রতি ও নিজেদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি যত্নবান হতে হবে। তিনি সর্বদাই মনে প্রাণে নিজেকে জনগণের কল্যাণে ব্রতী আদর্শনিষ্ঠ কর্মী বলে মনে করবেন। নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির দিকেও সযত্ন প্রয়াস

চালাতে হবে। কেননা উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণ ভিন্ন যুক্তর সামাজিক ভাবমূর্তি উন্নতি করা সম্ভব নয়।

এজন্য তাঁকে নিজেদের পঠনপাঠন ও প্রশিক্ষণে যত্নশীল হতে হবে।

**গ্রন্থাগারের বিষয়সম্পত্তির প্রতি মমতা**

গ্রন্থাগার যেহেতু শেষ পর্যন্ত অনেককে নিয়ে অনেকের জন্যে গড়ে ওঠা একটি ক্রম বর্ধমান সামাজিক প্রতিষ্ঠান; সেজন্য গ্রন্থাগারের একটি প্রশাসনিক দিকও রয়েছে। এই প্রশাসনিক দায়-দায়িত্বও সম্পূর্ণ গ্রন্থাগারিকের এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগারের বিষয়সম্পত্তির প্রতিও তাঁকে কড়া নজর দেওয়া তার অবশ্য কর্তব্য।

**উপসংহার**

এই সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে -The library is a nucleus of all social activities and the philosophy of such an institution should be compatible with the ideals of the society, because it has been created for the society and by the society. [K. Ramakrishna Rao] - সুতরাং গ্রন্থাগারের এই মহান ব্রতপালন শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিকের একক প্রচেষ্টার ফল নয়। সমাজমনস্ক মানুষের মতো তিনি কাজ করবেন ঠিকই কিন্তু সমাজ যেখানে সুস্থ ও সুন্দর হয়ে ওঠেনি সেখানে তার কাজের প্রকৃতি দুরূহ। তাই গ্রন্থাগারিকের নৈতিক দায়িত্ব পালন শুধু মুখের কথা নয়। খুবই ভাববার বিষয়। কেননা, সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন মানসিকতা সম্পন্ন লোকের সন্নিবেশ রয়েছে। তাই এরূপ কাজে সমাজের সকল অংশের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

আবার এইরূপ আচরণবিধির পরিমাণ ও প্রকৃতি বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড না থাকায় গ্রন্থাগারিকগণ নিজেদের ভূমিকা সচেতন হয়ে ওঠার অবকাশ পান না।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো হয় যদি ইয়াসলিক বা ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মতো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের যথাযথ সহযোগিতা ও বিধিতালিকা প্রণয়নে প্রবর্তকের ভূমিকা পাওয়া যায়। কেননা আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ঐতিহাসিক ভূমিকা এক্ষণে আমাদের মনে পড়ে যায়।

# জনগ্রন্থাগারে কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
কেন্দ্রগর পাবলিক লাইব্রেরী অ্যান্ড রিডিং রুম

**জনমুখী গ্রন্থাগারের লক্ষ**

গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হল জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাতে সকল শ্রেণীর মানুষকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসা যায়। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে গ্রন্থাগারকে হতে হবে এমন এক প্রতিষ্ঠান যা শুধু জ্ঞানীর জ্ঞান বৃদ্ধিতেই সাহায্য করবে না, নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর জ্ঞান অর্জন করতেও সাহায্য করবে। মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে, গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে সাহায্য করবে, সংস্কৃতিকে রক্ষা করবে। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার শুধু গ্রন্থ-সংরক্ষণ কেন্দ্র, জ্ঞানীর জ্ঞানচর্চার স্থান বা শুধু চিত্ত-বিনোদনের জন্য নয়, গ্রন্থাগার আজ তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত।

**গ্রন্থাগার কর্মীর মুখ্য কর্তব্য**

বর্তমানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা যথাযথ পালন করতে হলে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যথেষ্ট দায়িত্বশীল হতে হবে। গ্রন্থাগারের পরিসেবা নির্ভর করে কর্মীদের সম্মিলিত সহানুভূতিশীল কার্যকলাপের ওপর।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে রাখিয়াছে।" এই পরিত্রাণের পথ যে

গ্রন্থাগারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে তাকে কেমন হতে হবে সে সম্পর্কে কবিগুরু বলেছেন- "লাইব্রেরীকে ব্যবহার্য করতে গেলে লাইব্রেরীর পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাংগ সম্পূর্ণ হওয়া চাই নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা শহরের মতো হয়ে ওঠে যার বাড়ীঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।" এই কথাগুলির মধ্যেই নিহিত আছে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ইঙ্গিত। সহস্র পথের চৌমাথায় দাঁড়ানো পথিককে পথের নির্দেশ দেবে কে—গ্রন্থাগারিক। লাইব্রেরীকে ব্যবহার্য করে তুলবে কে—গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীরা।

বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে "সংসারে জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার উপায় মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া। সেই ভুবন সৃষ্টি করতে সাহায্য করতে পারে একমাত্র গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব অন্যান্য যে কোন বৃত্তির মানুষ অপেক্ষা অধিক।

কোন গ্রন্থাগারই শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিকের একক প্রচেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে না। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের প্রধান, সেই কারণে তাঁর দায়িত্ব সর্বাধিক হলেও সকল কর্মীদেরই পরিসেবার কাজে যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব কতটা তা নির্ধারণ করতে হলে আমরা দেখতে পাই যে গ্রন্থ ও পাঠকের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টিই গ্রন্থাগারিকের মূল দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলো দায়িত্ব এসে যায়। প্রায় সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগারেই গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব মোটামুটি একই রকম হলেও জনসাধারণের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব কিছু অধিক। কারণ এখানে পাঠক নির্দিষ্ট শ্রেণীর নয় বা তাঁদের চাহিদা কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং জনসাধারণের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলে আশা করা যায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার বা বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলাদা আলোচনা দরকার হয় না। যদিও হয় সে বিষয়টা ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারিকদের সুচিন্তিত মতামতের ওপর ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র জনসাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনায় অবতীর্ণ হলাম।

### গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর চাহিদা মেটানো

পাঠক বা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রতি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব নির্ভর করে পাঠকের তৃপ্তির ওপর। তাঁর কর্তব্য হওয়া উচিত তথ্যকে ব্যবহারকারীর উপযোগী করে পরিবেশন করা। ব্যবহারকারী নিরক্ষর হলে তথ্যকে পড়ে শুনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক তাদের বিভিন্ন চাহিদা নিয়ে গ্রন্থাগারে আসেন বা ভবিষ্যতে আসবেন সেই সমস্ত পাঠকের সাহায্যের জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে গ্রন্থাগারিককে কাজ করতে হবে। পাঠকের চাহিদা আগাম জানা যায় না আবার অনেক সময় পাঠক নিজের চাহিদার কথা যথাযথ ব্যক্ত করতে পারেন না। পাঠকের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য প্রস্তুত থাকা গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য। পাঠক নিজের চাহিদার কথা প্রকাশ করতে না পারলে কৌশলে যথাসম্ভব কম প্রশ্নে তা জেনে নিয়ে তথ্য পরিবেশন করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রন্থাগারে না থাকলে আনিয়ে নেওয়ার অথবা নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ যেখানে ঐ তথ্য পাওয়া যাবে সেখানে পাঠককে প্রেরণ করা গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য। পাঠকের সেবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পাঠক সৃষ্টি করা, পাঠকের মনে সামাজিক ন্যায় নীতি বোধ জাগানো, হতাশার গ্লানি থেকে মুক্ত করা ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে গ্রন্থাগারের প্রতি নির্ভরশীল করে তোলার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের থাকা উচিৎ। গ্রন্থাগারের কার্যকলাপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে গ্রন্থাগারিককেই।

গ্রন্থাগারিকদের কাজের মাধ্যমেই গ্রন্থাগার বৃত্তির বিকাশ সম্ভব। পরিসেবার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিককে পাঠকদের কাছে আপনজন হতে হবে, গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকের কাছে আসতে পাঠক যেন ভীত না হয়। ব্যবহারের দ্বারা পাঠকের মনে এই বোধটা জাগিয়ে তুলতে হবে যে গ্রন্থাগারিকই একমাত্র বন্ধু যিনি যে কোনো বিষয়ে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন।

### কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগী মনোভাব

কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন, গ্রন্থাগারিকের প্রাথমিক দায়িত্ব হল তা রূপায়িত করা। এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যে তার ফলে গ্রন্থাগারের পাঠক বা গ্রন্থাগার আন্দোলনের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিনা। সে-রকম কোন সম্ভাবনা থাকলে যুক্তিযুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টা মীমাংসা করা, প্রয়োজনে গ্রন্থাগার পরিষদ বা সরকারের দৃষ্টিগোচর করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের।

গ্রন্থাগার পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। পরিচালন সমিতির কাছে গ্রন্থাগার ও পাঠকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। পরিচালন সমিতির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জন্য পাঠক ও গ্রন্থাগারের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

**নিজেদের গুণগত মানোন্নয়ন**

পরিসেবার জন্য গ্রন্থাগারিককে সর্বদা নিজের গুণগত ও বৃত্তিগত মানোন্নয়নে সচেষ্ট থাকতে হবে। তার জন্য নিয়মিত বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও সংবাদের খোঁজখবর রাখা, নতুন নতুন প্রকাশনার সংবাদ, সংবাদ সংগ্রহ, প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনা পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে হবে সমগ্র দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারগুলির বিশেষত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে হবে যাতে পরিসেবার সুবিধা হয়। যেহেতু সকলের জন্য গ্রন্থাগার সেই কারণে বৃত্তিগত ও সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

**সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার**

মনে রাখতে হবে একা গ্রন্থাগারিকের চেষ্টায় পাঠকদের সুষ্ঠু সেবা করা সম্ভব নয়। কর্মীদের কাজের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও আগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রেখে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে। তাঁদের বোঝাতে হবে যে তাঁদের অবদান কিছু কম নয়। পাঠকদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কি ধরণের হওয়া উচিত সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। কারণ পাঠকদের প্রতি গ্রন্থাগারের যে কোন কর্মীর ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারিকের অনুপস্থিতিতে গ্রন্থাগারের স্বাভাবিক কাজ কর্ম ব্যাহত না হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, যে সকল কর্মী পাঠকের সেবায় নিযুক্ত থাকবেন তাঁরা যেন গ্রন্থাগারের নীতি, আদর্শ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূলকথা স্মরণ রেখে পাঠকের সেবা করেন।

গ্রন্থাগারিককে বিভিন্ন সম্মেলন ও বৃত্তি কুশলীদের সভা সমিতিতে উপস্থিত হয়ে সকলের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজ পরিবারভুক্ত বলে মনে করে আচরণ করতে হবে। সহযোগিতা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করবে। পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় থাকলে সমাজের সকলের কাছে গ্রন্থাগারিকরা শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

**জাতীয় সম্পদ**

গ্রন্থাগারের যাবতীয় সম্পদকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে তার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি যত্নবান হতে হবে। সংরক্ষণের ব্যাপার সম্যক জ্ঞানের অভাব থাকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্রন্থাগারের প্রতিটি সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে তা লিপিবদ্ধ করে যেতে হবে যাতে পরবর্তী গ্রন্থাগারিক সহজেই বিষয়টা উপলব্ধি করতে করতে পারেন। পক্ষপাতমূলক আচরণের ফলে গ্রন্থাগারের মূল সম্পদ গ্রন্থ যাতে ব্যক্তি বিশেষের সম্পদে পরিণত না হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের বোঝাতে হবে যে গ্রন্থাগারের সম্পদ সকলের জন্য এবং তা রক্ষা করার সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

**অর্থের সদ্ব্যবহার**

গ্রন্থাগারের আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা করে কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। অর্থের সদ্ব্যবহার যাতে হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অপচয় রোধ করে উত্তরোত্তর গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্রতী হতে হবে।

দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে সহজ বিজ্ঞানসম্মত উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করে তার ফলাফল এবং নৈতিকতার বিধিনিষেধ গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিগোচর করতে হবে যাতে বৃত্তিগত শিক্ষার পাঠক্রমে সেগুলির অন্তর্ভুক্তি বিবেচিত হয়।

**আচরণবিধি নিরূপণ ও রূপায়ণে প্রতিষ্ঠানের বৃত্তিগত ভূমিকা**

আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকের নৈতিক আচরণবিধি নির্ধারণ করে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের আচরণবিধি নির্ধারণ করলেই যে সকল গ্রন্থাগারিক তা মেনে চলবেন বা চলতে পারবেন সেটা আশা না করলেও অন্তত এটুকু আশা কার অন্যায় হবে না যে ধীরে ধীরে সকল গ্রন্থাগারিকই বৃত্তিগত আচরণবিধি মেনে চলতে সচেষ্ট হবেন। সুবিধা অসুবিধা যদি কিছু থাকে সে বিষয়ে সুপরামর্শ দেওয়ার ও সাহায্য করার দায়িত্ব বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানের।

# গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি

**শ্রীবদন চৌধুরী**
গ্রন্থাগারিক, সরশুনা উচ্চ বিদ্যালয়, কলিকাতা-৬১

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রয়োজনেই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কাজেই এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঠিক পরিচালনা ও সঠিকভাবে পরিসেবার জন্য গড়ে উঠেছে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি। বৃত্তি হিসাবে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি এখন আমাদের দেশে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই যথেষ্ট মর্যাদা পূর্ণও বটে। কিছুকাল আগেও এই বৃত্তিটা এতটা মর্যাদাপূর্ণ ছিল না। সুতরাং মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গেই ভাল ভাল ছাত্রদের মধ্যে গ্রন্থাগার বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য যথেষ্ট আগ্রহ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শুধু মর্যাদাই বৃদ্ধি হয় নাই, সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারিক পদের জন্য উচ্চ বেতন হার দেখা যাচ্ছে, যেটা আগে তেমন ভাবে দেখা যেত না। এগুলি সম্ভব হয়েছে গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধ বৃত্তিমূলক সংগঠনগুলির দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলে।

সুতরাং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকতার অর্থ এবং গ্রন্থাগারিকের কাজ দ্রুত পরিবর্তন ও দায়িত্ব বৃদ্ধি হচ্ছে। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির মূলে ছিল, গ্রন্থাগার নামক জ্ঞান ভান্ডার এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা সর্বপরি পাঠকের চাহিদা অনুসারে গ্রন্থ প্রদান করা। কিন্তু বর্তমান কালে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি ক্রমশঃ তথ্য বিশ্লেষণের রূপ পাচ্ছে। কারণ তাঁকে উপরিউক্ত জ্ঞান ছাড়াও উপযুক্ত তথ্য সরবরাহের আধুনিক কলাকৌশল আয়ত্ব করতে হচ্ছে।

তাই বর্তমানে কোন পাঠক গ্রন্থাগারিকের মূল্যবান সহযোগিতা ছাড়া তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন না। সুতরাং এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের এক বিরাট দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। এক কথায় গ্রন্থাগারিককে The guide the philosopher and the friend বলা হয়। তাই গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পাঠকের সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করে, পাঠকের সঠিক তথ্য প্রদান করা, বর্তমানের তথ্য বিস্ফোরণের ফলে যে সমস্যা দেখা যাচ্ছে, তার ঠিক তাল রেখে চলতে না পারলে গ্রন্থাগারিক তার মর্যাদা পাবে না।

Second Law of Library Science আছে Every reader his book এই কথাতেই গ্রন্থাগারিকের উপর যে বিরাট দায়িত্ব এসে গেছে, তার সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে গ্রন্থাগারিককে হতে হবে একজন উচ্চ জাতের Salesman, কারণ বহু রকম পাঠক আসবেন তাঁর কাছে। বিভিন্ন প্রশ্নের সাহায্যে বিরক্ত করবে, কিন্তু Salesmanship মানসিকতার দ্বারা সেই পাঠককে তার চাহিদা অনুসারে তথ্য প্রদান করতে হবে। গ্রন্থাগারের বই হইতে যদি তার প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া যায়, তখন Reference Service অথবা Inter library loan-এর সাহায্যে কোথায় পাওয়া যাবে অথবা সঠিক তথ্য তাঁকে প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে Union Catalogue-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

Forth Law of Library Science-এ আছে Save the time of the reader এই কথা মনে রেখে প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের উচিত পাঠকের তথ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রদান করা। বর্তমানে দেখা যায় যে একজন পাঠক একের অধিক বই বা অন্য কিছু চাহিয়া, পছন্দ না করলে গ্রন্থাগারিকগণ বিরক্ত হন, এটা ঠিক নয়। কবিগুরুর ভাষায় গ্রন্থাগারিকের চাই অতিথি পালনের যোগ্যতা, শুধু 'আসি যাই মাইনে পাই, কাজ করলে উপরি চাই' এই মানসিকতার শিকার হয়ে উঠলে, গ্রন্থাগার আন্দোলনের জগতে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে।

তাই নিজের যোগ্যতাকে আরও উন্নত করার জন্য আরও শিক্ষার প্রয়োজন এবং এই বিষয়ের উপর আরও চর্চা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিক কখনও পাঠকের প্রতি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নেবে না। সকল সময় professional দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করবে। পাঠকের সহিত এমনভাবে ব্যবহার করবে না যাহাতে পাঠক গ্রন্থাগারিককে খুব নীচু ভাবেন।

সকল গ্রন্থাগারিকের উচিত অন্য গ্রন্থাগারিককে সাহায্য করা এবং সকলের মধ্যে সহমর্মিতা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা। সকল গ্রন্থাগারিকের উচিত তাঁর নিজের professional-এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা এবং মহত্ব প্রকাশ করা। একজন গ্রন্থাগারিক কখনও অন্য professional-এর লোকেদের প্রতি বা তাঁর পূর্বসূরীর প্রতি এমন কোন মন্তব্য বা ব্যবহার করবে না যাতে তার চরিত্রের প্রতি, সর্বোপরি গ্রন্থাগারিক সমাজের প্রতি পাঠকের বিরূপ ধারণা তৈরী হতে সাহায্য করবে।

গ্রন্থাগারিকের উচিত তাঁর সহকর্মীদের কাজে উৎসাহ দেওয়া এবং যাতে তাঁরা কোন কাজে গাফিলতি না দেখাতে পারে, তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং এমন কোন

ব্যবহার করবে না, যাতে সেই কর্মী মনে কষ্ট পান। সকল সময় সহকর্মীর মত ব্যবহার করতে হবে।

মানুষের যেমন শরীরের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, তেমনি গ্রন্থাগারিকদেরও উচিত গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সম্পদের প্রতি যত্নবান হওয়া। সমস্ত সম্পদ যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ছিঁড়ে গেলে বা নষ্ট হবার পূর্বেই বাঁধাই করে সারিয়ে নেওয়া উচিত, যাহাতে সম্পদটি আরও ভালভাবে বেশীদিন ঠিক থাকে। তাছাড়া আগুন, বিভিন্ন পোকামাকড়, ধুলো ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের উচিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী এবং আর্থিক চরিত্রের প্রতি সততা, পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন কিছুর প্রতি কোন দুর্বলতা না রেখে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন মত নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন করতে হবে।

বিভিন্ন পাঠক নিয়ে গ্রন্থাগারিকের কাজ, তাই সকল সময়ই গ্রন্থাগারিককে সর্বকিছু Tackful manage করতে হবে, অন্যথায় তার দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে।

গ্রন্থাগারিকের উচিত আগে তার গ্রন্থাগারের সম্পদের প্রতি পরিচিত হওয়া এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা। যাতে পাঠককে ঠিকমত guide করতে পারা যায়। তাছাড়া বিশেষজ্ঞকে সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করা।

গ্রন্থাগারিকদের এই কাজের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অন্যথায় গ্রন্থাগারিক বৃত্তির উপর আসবে চরম আঘাত।

এইজন্যই বৃত্তিমূলক সংগঠনের উপর অনেক দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্য এসে যাচ্ছে। সংগঠনের দায় এই বৃত্তির অন্তর্গত সকল সদস্যদের স্বার্থরক্ষা ও বৃত্তির মান উন্নত করা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা, তেমনি সকল সদস্যদের চরিত্র অমলিন রাখা, বৃত্তির উন্নতির জন্য তাঁদের জ্ঞান ও গবেষণা স্পৃহা সদা জাগ্রত রাখা এবং বৃত্তিগত সংহতি ও শৃংখলা রাখার ব্যাপারে সংগঠনের বিরাট দায়িত্ব আছে। তাই আচরণীয় ও অবশ্য পালনীয় কতকগুলি আচরণ বিধি, নীতি ও নিয়ম প্রয়োজন। তাছাড়া তাঁদের সততা ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রেও সংগঠনগুলির বিরাট দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে।

বর্তমানে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরের জন্য সমস্ত গ্রন্থাগার সংগঠনগুলি এবং এই বৃত্তিতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে একযোগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

তাই সংগঠনকে খুব শক্তিশালী হতে হবে এবং এই বৃত্তির লোকেদের সামনে উচ্চ আদর্শ রাখতে হবে। তা না হলে এই বৃত্তিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যাবে না। তাই সমস্ত বৃত্তিধারীকে কাজের মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় রাখতে হবে এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

●

# গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি

**আলোক কুমার জানা**
ঝিকিরা কেদারনাথ সাধারণ পাঠাগার, হাওড়া

## সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণের সংগে গ্রন্থাগারিকের সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। গ্রন্থাগারিককে এই বৃত্তির আদর্শে ও কর্মকুশলতার উপর নির্ভর করে গ্রন্থাগারের সামগ্রিক পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিতে হয়। কার্য নির্বাহ ব্যবস্থা সুঠাম না হওয়ার জন্য অনেকাংশেই এই বৃত্তির ভাবমূর্তি সম্পন্ন হয়।

## পাঠকদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি

দায়িত্বের সংগে সংগে আপনা হতেই প্রশ্ন আসে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব কতটুকু। স্বভাবতই এই ক্ষেত্রে এমন কিছু ব্যক্তি আসিয়া পড়ে; যাহাদের সহিত গ্রন্থাগারিকের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। এই ব্যক্তি-সমাজই পাঠক। গ্রন্থাগারের সহিত পাঠক সমাজ অংগাংগীভাবে জড়িত। এদের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি রাখা গ্রন্থাগারিকের প্রধান দায়িত্ব। গ্রন্থাগারিক যদি পাঠকদের প্রতি অবজ্ঞা বশত তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে না পারেন তাহলে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে অসচেতনতার পরিচয় দেবেন। সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ যেখানে প্রথাভুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত, সেই মানুষ যখন গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রবেশ করেন তখন তাদের অনেক কিছুরই পাওয়ার থাকে; আর এই পাওনা সবই মেটাতে পারেন গ্রন্থাগারিক, পাঠকদের সংগে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থা-

গারিকের ভূমিকা এমন হওয়া উচিত যাহাতে কোন পাঠক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিতে না পারে। পক্ষপাত-দুষ্ট গ্রন্থাগারিক কখনই গ্রন্থাগার বৃত্তির সফলতম রূপ হতে পারে না। গ্রন্থাগারিকের উচিত প্রতিটি পাঠককে সমান চোখে দেখা। প্রতিটি সমস্যাকে গুরুত্ব অনুযায়ী সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। প্রত্যেক পাঠকের অভাব অভিযোগ গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিগোচর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ গ্রন্থাগারকে পাঠোপ-যোগী করে তুলতে হলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

### কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের মধুর সম্পর্ক

পাঠক সমাজ যেমন গ্রন্থাগারের সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িত তেমনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যাহাদের অনুসন্ধিৎসু মন সর্বদাই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যকে পাঠকদের মধ্যে পৌঁছে দিতে চায় তাহারাও এই ব্যবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের সম্পর্ক মধুময় হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন. কারণ এমন অনেক সমস্যা আসে কিংবা প্রশ্ন আসে, যাহা গ্রন্থাগারিকের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সমস্যা এবং পরিবেশের সহিত জড়িত থাকার জন্য সমস্ত কিছুই তাহাদের গোচরে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক যদি তাদের নিকট উপদেশ নেয় কিংবা আলোচনা করে তাহলে সবকিছুই সহজ সাধ্য হইয়া ওঠে।

### সহকর্মীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক

গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা নিলেও সহ গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মী যাহারা এই বৃত্তির সহিত যুক্ত তাহাদের অবদানও কম নয়। এই সমস্ত কর্মীদের অবজ্ঞা করে গ্রন্থাগারিক একলা চলার পথ অবলম্বন করলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হতে পারে না। তাই গ্রন্থাগারিকের উচিত অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুময় করে তোলা ও তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করা। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তাঁদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ সমস্ত ক্ষেত্রেই সহকর্মীদের সহযোগীতা নিয়ে গ্রন্থাগার পরি-চালনা করা উচিত।

### সম্পদ সংরক্ষণে দায়িত্ববোধ

গ্রন্থাগার বৃত্তি সফল হইয়া উঠিতে পারে না যদি না গ্রন্থাগারের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এই দায়িত্ব পালনে সতর্কতার দিকে বেশী নজর দিতে হয়। পাঠক যদি পুস্তক ব্যবহারের যথেচ্ছ অধিকার ভোগ করে তাহলে সম্পদের স্থায়িত্বও অনেকাংশে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। পুস্তক কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সব পাঠকের সঠিক ভাবে জানা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে পাঠক-দের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। পুস্তক ছাড়াও গ্রন্থাগারে এমন সমস্ত সূক্ষ্ম জিনিস থাকে যেগুলো ব্যবহার করার কৌশল জানা প্রয়োজন। যেমন রেডিও, টি. ভি. এই সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করিতে গেলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। অথচ এগুলো পাঠকদের একান্ত প্রয়োজন। পাঠকদের হাতে এই মূল্যবান জিনিসগুলো তুলিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার যথাসময়ে জিনিসগুলির মেরামতি করা, পুস্তকের রক্ষণা-বেক্ষণ ইত্যাদি কাজগুলি গ্রন্থাগারিকের নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করা উচিত।

### আর্থিক সামঞ্জস্য বিধান

অর্থনৈতিক দিকটা নজর দেওয়া গ্রন্থাগারিকের উচিত, গ্রন্থাগারের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হলেই সামগ্রিক-ভাবে বিকশিত হবার পথ খুঁজে পায়। আবার অর্থ যাহাতে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করা হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে সমস্ত দিক থেকে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে গ্রন্থাগারের উন্নতির দিকে নজর দিতে হবে।

গ্রন্থাগারের সব কিছুই বিফল হবে যদি না গ্রন্থা-গারিক এবং তাঁহার সহকর্মীরা নিয়ত উন্নয়নশীল গ্রন্থা-গার বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেদের অবহিত না রাখেন। কত সহজভাবে পাঠকদের মন জয় করা যায়, কিভাবে তাহা-দের সময় বাঁচানো যায়, এ সবই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায়। এছাড়া অনেক সমস্যা আছে, যেমন সূচীকরণ, বর্গীকরণ, গ্রন্থাগার প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়-গুলির উন্নত পরিবর্তন করার জন্য শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজেই গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে অবহিত থেকে গ্রন্থাগার পরি-চালনার উন্নতি সাধন করার একান্ত প্রয়োজন।

### নৈতিক আচরণের প্রতিবন্ধকতা

গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সবসময় নৈতিক আচরণ বিধি মানিয়া চলা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে গ্রন্থাগারিক যদি স্থানীয় ব্যক্তি না হন। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাপের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। আর গ্রন্থাগারিক নিরপেক্ষতা বজায় না রাখতে পারলে এই বৃত্তির সার্থকতার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই গ্রন্থাগারিকের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের জন্য সুস্থ পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। এই পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ এবং পাঠক সমাজ সকলেরই মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা অপরিহার্য।

# গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি

শ্রীশিবানন্দ পাল
গ্রন্থাগারিক, রাণীগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার

**ভূমিকা**

যে সব জীবিকার পিছনে তত্ত্বগত জ্ঞান ও কর্মকুশলতা থাকে। সেগুলি সমাজে বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সেই হিসাবে চিকিৎসা, আইন ইত্যাদি বৃত্তির মতো গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সামাজিক স্বীকৃতির অধিকারী। এই বৃত্তির একটি সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধির প্রয়োজন আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের (১৯৭৯) পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

**গ্রন্থাগারিকের সীমাবদ্ধতা:**

আজ বাংলাদেশের ছত্রছাড়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যেখানে সামাজিক অবক্ষয়কে প্রশ্রয় দেওয়ার এবং নৈতিকতার মানকে অবনত করে দেবার চেষ্টা চারিদিকে সুকৌশলে ছড়িয়ে পড়ছে তার বিরুদ্ধে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীর একার পক্ষে কোন কিছু করা অসম্ভব। চাই সংশ্লিষ্ট-সকলের যৌথ প্রয়াস।

**পাঠক ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব**

এতদিন ছিল গ্রন্থাগারিকের কাজ বই সংগ্রহ, সূচীকরণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ। কিন্তু আজ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের কাজের পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। আজ গ্রন্থাগারিককে সরাসরি পাঠককে সাহায্য করতে হয়। তাই আজকের দিনের গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর কয়েকটি নৈতিক আচরণ গ্রন্থাগার পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে যায় যেমন—

ক) পাঠকের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন।

খ) পাঠকের চাহিদার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

অবশ্যই গ্রন্থাগারিককে তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগারে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। নিজের গ্রন্থাগারের সম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক তথা গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। অন্যদিকে গ্রন্থাগারকে পুরোপুরি ব্যবহারকারীদেরও অনেক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব হল ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়ে অবহিত করা। নইলে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিসেবা সম্ভব হবে না। গ্রন্থাগারের সম্পদ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। যেমন ক্যাটালগ কার্ড ক্যাবিনেট থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসে কোন ব্যবহারকারী কর্মীদের সেই পুস্তকটি চাইলেন। ক্যাটালগ কার্ডটি নষ্ট হল।

**গ্রন্থাগারের যাবতীয় সম্পদের প্রতি দায়িত্ব**

গ্রন্থাগারিককে যেমন নিজের গ্রন্থাগারের যাবতীয় সম্পদ সম্পর্কে যত্নবান থাকতে হবে তেমনি সেই সম্পদের সৎ ব্যবহারের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। নতুন নতুন বিষয় সম্পদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়ন করতে হবে এবং সেগুলির প্রতি ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

**গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রতি**

গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ হল সেবা; ব্যক্তিগতভাবে পাঠককে সেবা করা। গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মীদের ব্যক্তিত্ব জ্ঞান এবং কর্মীসংখ্যার উপর এই সেবার গরিমা ও পরিমান নির্ভরশীল।

যে কোন গ্রন্থাগারিকের নিজের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সহকর্মীদের সুষ্ঠু পরিচালনার উপরও এই ব্যক্তিগত সেবা ও তাহার যথাযথ ব্যবস্থার পরিমাণ নির্ভর করে। গ্রন্থাগারিক তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন এমনভাবে পরিচালনা করবেন যাতে জনসাধারণের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার পরামর্শদাতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মীদের মধ্যে যাতে উচ্চমানের নায়পরায়ণতার বিকাশ ঘটে এবং কর্মীদের মধ্যে আসে কর্মতৃপ্তি।

**কর্মনির্বাহে নিরপেক্ষতা ও আর্থিক চরিত্রের প্রতি**

গ্রন্থাগারিক, তথা গ্রন্থাগার কর্মী নিজেদের জনসাধারণের চাকুরে ভেবে হীনমন্যতা রোগে ভুগবার বা সরকারী চাকুরে ভেবে "আসি যাই মাইনে পাই, কাজ করলে উপরি চাই" গোছের আত্মঘাতী মানসিকতা থাকা উচিত নয়। আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনায় বিভোর থাকলেও

চলবে না। একটা বড় সামাজিক দায়িত্ব পালনের অধিকারী—এই মানসিকতা নিয়ে নিজেকে পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। শুধু শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা থাকলেই চলবে না।

সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। কিন্তু মিশতে গিয়ে নিজেকে হাল্কা প্রকৃতির বা হাস্যাস্পদ করলে চলবে না। ব্যবহারকারীদের সঙ্গে সুন্দর সহযোগিতা এবং মিষ্ট ব্যবহার গ্রন্থাগারের কাজের পক্ষে অনেক সহায়ক।

**বুদ্ধিমত্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষিপ্রতা ও কর্মক্ষমতা :**

বিভিন্ন চরিত্রের সুস্থ পাঠক সমাজ। পুস্তকের চরিত্র বিবিধ। এই বিবিধের মাঝে মিলনের সেতু হলেন গ্রন্থাগারিক। তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তায় কোন জটিলতার নিষ্পত্তি করবেন তেমনি আপন কর্মদক্ষতায় জটিল পরিস্থিতি এড়িয়ে চলে প্রতিষ্ঠানটিকে গৌরবের সঙ্গে জনস্বার্থ-মুখী করে গড়ে তুলবেন।

সহানুভূতি প্রবণ, সহমর্মী ও সহকর্মীদের মধ্যে কর্মী-দের প্রতি সহানুভূতি প্রবণ যাতে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি না ঘটে, কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকে। অধৈর্য ও অসহিষ্ণু হলে চলবে না। কত রকমের পাঠক, কত রকমের সম্ভব অসম্ভব প্রশ্নের সমাধান করার জন্য আসবে সে সবই হাসিমুখে শুনতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত কর্মীকে একসঙ্গে হাসিমুখে।

**নীতি বোধ :** একটি সুস্থ নীতিবোধ যেমন মানুষের সচেতন সংগ্রামশীল করে গড়ে ওঠার সাহায্য করে। তেমনি প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে একটি সাধারণ নীতিবোধ না থাকলে গ্রন্থাগারটি তার স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারে না। এই নীতিবোধ কেমন হবে—(ক) পুস্তক চুরি বন্ধ (খ) পুস্তকের সযত্ন ব্যবহার (গ) সময়ানুবর্তিতা (ঘ) পুস্তকের প্রতি ভালবাসা (ঙ) পাঠকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (চ) নিরপেক্ষতা (ছ) প্রয়োজনে বিতর্ক পরিহার করে পরিশ্রম করা ইত্যাদি।

**সহকর্মীদের প্রতি**

গ্রন্থাগার পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত আধাবৃত্তিমূলক কাজের কর্মীদের এবং সহকারী বা শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অধস্তন কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রাথমিক শিক্ষণের সুযোগদান সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকের যত্নবান থাকা উচিত। বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের জন্য বা উচ্চ-শিক্ষালাভের জন্য তার সহানুভূতি থাকা দরকার। গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষণ-ছুটি দেওয়ার ব্যাপারেও সহানুভূতি থাকা দরকার। তাতে কর্মীদের মধ্যে উৎ-কর্ষতা বাড়বে বা এই পরিসেবাকে উন্নত করবে।

**নৈতিক আচরণবিধি রূপায়ণের সুবিধা অসুবিধা :**

নৈতিক আচরণবিধি রূপায়ণের সুবিধা এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে উল্লেখ করতে হয় যে এই আচরণ বিধি গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দকে দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবার প্রেরণা যোগাবে। কর্মী-দের মনোবল তথা মানসিক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে। তেমনি নৈতিক আচরণ বিধি রূপায়িত হলে অসুবিধায় পড়বেন তাঁরা যাঁরা গ্রন্থাগারকে বিশেষ একটি শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য সীমাবদ্ধ রাখতে চান এবং সংকীর্ণ আত্মস্বার্থে মগ্ন থাকেন।

**আচরণবিধি রূপায়ণে বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা :**

আচরণবিধি রূপায়ণে বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। এই ধরণের আচরণবিধি জাতীয় স্তরে যেমন ইয়াসলিক ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উদ্যোগী হয়েছেন, তেমনি বাংলাদেশে সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির জন্য একটি সাধারণ নৈতিক আচরণবিধি প্রনয়ণের বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি যদি যৌথভাবে উদ্যোগী হন তবে তা বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন-দ্বয়ের ভূমিকাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে আশা রাখি।

## "গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

### বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠার জন্য | সাধারণ সংখ্যা টাকা | বিশেষ সংখ্যা টাকা |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট— | ৫০০ | ৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট— | ৪৫০ | ৫৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ— | ২৫০ | ৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ | ৩০০ | ৪০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | ২৫০ | ৩০০ |
| সিকি পৃষ্ঠা : ঐ | ১৫০ | ২০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪×১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০×১৮ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন :

**সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা**

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পিন১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম-৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

পশ্চিমবঙ্গ

ফোন : ২১-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বেঙ্গল লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েশন" এই নামে হবে।



## পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২.০০

Library Service in In India To-day. মূল্য—০.০০

গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২ মূল্য—৫.০০

৩৫ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭১ সংখ্যা আলোচিত-প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ—

বাঁধাই মূল্য—১৫.০০

৩৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী,১৯৮৪ মূল্য—৩.০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার-এর

## গ্রন্থবর্গীকরণ

সুললিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

• • •

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue : Rs. 4.00

Licensed to post without per-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—[illegible]
Regd. No. RN-2674-74

Volume 36 : No. 5 August-September, [illegible]

12 MAR 19[illegible]

পাওয়া যাচ্ছে

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রবীলচন্দ্র বসু কৃত

**গ্রন্থকার নামা**

২য়-সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

• • •

আশিস কুমার ওহদেদার এর

গ্রন্থবিদ্যা

২য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

• • •

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees ( Death-cum-Retirement Benefit ) Scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsored Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Asian Printers, P-12, C. I. T. Road. Sch. 52, Calcutta—700014
Editor : Ramkrishna Saha.

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৭-৮ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৫

## ॥ সূচীপত্র ॥


এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়) ১

ফণিভূষণ রায়

গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান ৩

অশোককুমার রায়

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা ৮

বিশ্বনাথ দাস

গ্রন্থাগারে পত্রপত্রিকার পরিসংখ্যান ১০

বেলা দত্ত

গ্রন্থাগারে পত্রপত্রিকার স্থান ও তার পরিসংখ্যান ১৩

সন্তোষকুমার বসাক

গ্রন্থাগারে যে বই ফেরত আসে না ১৬

শিবানন্দ পাল

পঃ বঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে

পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা, বর্ধমান জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান তথা ১১

৪০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৭

৪০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের তালিকা

পরিষদ সংবাদ : গ্রন্থাগার আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি ৪৬

জাতীয় শিক্ষানীতির উপর আলোচনাচক্র ৫০


LIBRARY

## 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্ত্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬·০০

খোলা : প্রতি সংখ্যা ৪·০০

১৪ বর্ষ (১৩৭১), ১৫ বর্ষ (১৩৭২)
১৭ বর্ষ (১৩৭৪), ১৮ বর্ষ (১৩৭৫)
২৫ বর্ষ (১৩৮১), ২৫ বর্ষ (১৩৮২)
২৬ বর্ষ (১৩৮৩), ৩০ বর্ষ (১৩৭৭)

৩১ বর্ষ (১৩৮৮)
৩২ বর্ষ (১৩৮৯)
৩৩ বর্ষ (১৩৯০)
৩৪ বর্ষ (১৩৯১)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ (বৈশাখ)
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ (জ্যৈষ্ঠ)
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ (ফাল্গুন-চৈত্র)
১৬ বর্ষ, ১৩৭৫ (অগ্রহায়ণ)
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ (জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন)
২০ বর্ষ, ১৩৭৭ (বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক)
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ (জ্যৈষ্ঠ, মাঘ)
২২ বর্ষ, ১৩৭৯ (মাঘ, চৈত্র)
২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পুস্তক মূল্য প্রদেয়।
যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিষদে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

একজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখছেন।

সমবেত প্রতিনিধিবর্গের একাংশ

ভাষণরত গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
শ্রীকমলকুমার বসু (মেয়র)

বক্তব্যরত জনৈক প্রতিনিধি

মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী

উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ

সম্মেলনের প্রতিবেদকবৃন্দ

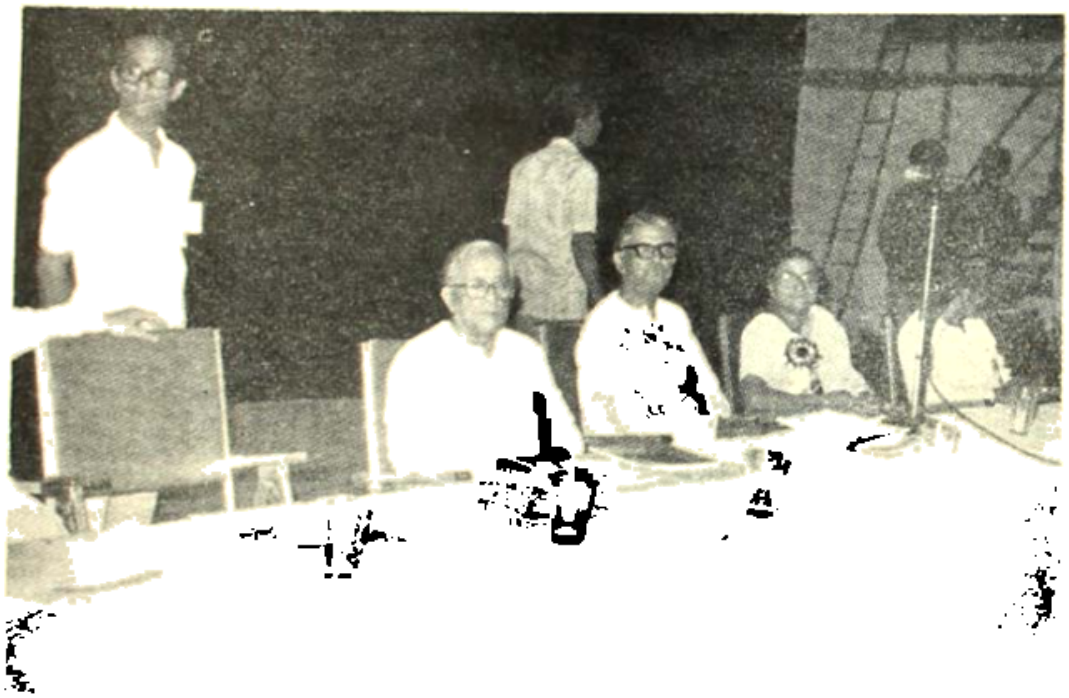

৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ সম্মেলনের সভাপতি শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন জনৈক সদস্য

আলোচনাচক্রের পরিচালকসহ পরিষদের নেতৃবৃন্দ

# বিজ্ঞপ্তি

## ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়

আগামী জুন মাসের শেষার্ধে কুচবিহারে ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সম্মেলনের তারিখ ও অন্যান্য কর্মসূচী পরবর্তী কালে ঘোষণা করা হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় স্থির হয় যে আগামী সম্মেলনে নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ে আলোচনা হবে : (ক) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পর্যালোচনা (খ) বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। সম্মেলনে আলোচনার জন্য যাঁরা প্রবন্ধ উপস্থাপনে আগ্রহী তাঁদের নিম্নলিখিত যে কোন একটা বিষয়ে বা নিম্নলিখিত বিষয়ের যে কোন একটি দিকের উপর অনধিক ১২০০ শব্দের মধ্যে একপৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখিত প্রবন্ধ ২৫শে মে তারিখের মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিবের নিকট পেশ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি নিম্নে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হল

### (১) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পর্যালোচনা

এখন থেকে একশ বছরের কিছু আগে মেলভিল ডিউই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন। ভারতে রঙ্গনাথনের প্রচেষ্টায় পঞ্চাশ বছর আগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রবর্তিত হয়। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা অনেক প্রসারিত হয়েছে। আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এমন একটি ক্রমবর্ধমান ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বিদ্যা যার সার্থকতা নির্ভর করে প্রয়োগ বা ব্যবহারিক দিকের উপর। এইক্ষেত্রে একদিকে যেমন আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের উপাদানগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তা পর্যালোচনা করতে হবে, অপরদিকে আমাদের দেশের আর্থ—সামাজিক পটভূমিকার কথাও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার, বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিপুল প্রসার ঘটেছে। প্রশ্ন উঠেছে এই সব গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে গিয়ে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন? এই সব প্রশ্ন বিবেচনা করে ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে "পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পর্যালোচনা" বিষয়টিকে প্রধান আলোচ্য বিষয় বলে স্থির করা হয়েছে। প্রবন্ধ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হওয়া একান্ত প্রয়োজন :—

(১) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা—রাজ্যের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার উপযোগিতা।

(২) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ন্যূনতম পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার ( স্থান, শিক্ষক ও কর্মী, বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও ওয়ার্কশপ, বই ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি ) পর্যালোচনা।

(৩) বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বিষয়গত মান নির্ধারণ—আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয়—আমাদের দেশের পটভূমিকায় গ্রন্থাগার পরিচালনা ও পরিষেবার বিভিন্ন দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত।

(৪) বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতির পর্যালোচনা—শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিমুখী সংযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োগ।

(৫) বর্তমান মূল্যায়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতির পর্যালোচনা—অবিরাম বা নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি, ব্যবহারিক কাজ ও প্রজেক্ট ইত্যাদি মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ।

(৬) বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়ে স্বল্পকালীন শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা।

(৭) বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতা।

(৮) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মান নির্ধারণ সংস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং এই সম্পর্কে সুপারিশ।

(৯) গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। এই গ্রন্থাগারগুলিতে বিরাট সংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োজিত আছেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হল গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। বিশেষ কোন একটি গ্রন্থাগার বা বিশেষ কোন কর্মীর সমস্যা সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় নয়। তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সমস্যা নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতি বিবেচনা করবেন। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং উক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত কর্মীদের সামগ্রিক সমস্যা নিয়েই সম্মেলনে আলোচনা হবে। আলোচনা সুসংগঠিত করার জন্য গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাকে নিম্নলিখিত গ্রুপে ভাগ করা হবে :

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

(খ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

(গ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

(ঘ) সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

(ঙ) বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

আরুণ সরকার
কর্মসচিব

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬, সংখ্যা ৭—৮ সম্পাদক: রামকৃষ্ণ সাহা কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৯৩


## সম্পাদকীয়

### এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন এবার অনুষ্ঠিত হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে বিগত ১১-২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে। বহু বছর পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো। সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল খিদিরপুরে ১৯৫৫ সালে। সাধারণতঃ রাজ্যের একমাত্র গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মফঃস্বল শহরে। কখনো কখনো গ্রামাঞ্চলেও অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বা মফঃস্বলে সম্মেলন অনুষ্ঠান করার পিছনে যে যুক্তি কাজ করে তাহলো দেশের সমগ্র জনসাধারণকে যাতে গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসাহিত করা যায়। লক্ষ্য করা গেছে যেখানেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানকার মানুষ গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছেন, গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসাহ বেড়েছে।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ গ্রন্থাগার সম্মেলন মফঃস্বলে অনুষ্ঠান করার অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কারণ হলো বিগত কয়েকবছর যাবত বহুতর গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার পরিচালক স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সদস্যরা সম্মেলনে যোগদান করতেন। বিতর্কে অংশ অংশ নিচ্ছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ও গর্বের বিষয়। শিলিগুড়ি সম্মেলনে ছয় সাতশর মতো প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন, পুরুলিয়াতে তার সংখ্যা দাঁড়ায় আটশর মতো। আমাদের ধারণা ছিল কলকাতায় প্রতিনিধিদের সংখ্যা বেড়ে এক হাজারের মত হবে। এই রকম একটা হিসেবের ভিত্তিতে সাংগঠনিক তোড়জোড় শুরু করা হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে প্রতিনিধিদের সংখ্যা ১২ শত ছাড়িয়ে গেছে।

কলকাতায় সম্মেলন অনুষ্ঠান করার পিছনে একটা ঘটনা আছে। ৪০ তম সম্মেলন অনুষ্ঠান করার স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল কুচবিহারে ১৯৮৫ সালে। স্থান, তারিখ ঘোষণা করার পরে সম্মেলনের ঠিক কয়েকদিন আগে জানা গেল যে কুচবিহার শহরের বিদ্যালয়গুলিতে হঠাৎ পরীক্ষা গ্রহণের কর্মসূচী পড়ে গেছে ফলে স্কুলগুলি পাওয়া যাবে না। কুচবিহার এমন একটা বড় শহর নয় যে সেখানে রাতারাতি আটশ-হাজার প্রতিনিধির থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফলে সংগঠকরা বিপাকে পড়ে সম্মেলন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। সম্মেলন স্থগিত রাখার খবর সব জায়গায় পাঠানো সত্ত্বেও দুচার জন বন্ধ খবর না পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন। সংগঠকরা তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেও হয়রানির হাত থেকে তাঁরা রেহাই পাননি। যাহোক একদিকে প্রতিনিধিদের সংখ্যাবৃদ্ধি যেমন আনন্দের বিষয় অপরদিকে সংগঠকদের সেটা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কেননা সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিষয়টি এখন খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। ষাট-সত্তর হাজার টাকার কমে সম্মেলনের বাজেট করা যাচ্ছে না। কেননা শুধু প্রতিনিধি নয় অন্ততঃ ১০০-১৫০ স্বেচ্ছাসেবী কর্মী সম্মেলন সংগঠনের কাজে বেশ কিছুদিন নিযুক্ত থাকেন। এবারের সম্মেলনেই পরিষদের প্রায় দেড়শত স্বেচ্ছাসেবী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এর ফলে জেলা স্তরের সংগঠনগুলি সম্মেলন অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কেউ কেউ মনে করেন যে এর হাত থেকে রেহাই পেতে হলে সম্মেলনের চরিত্র বদলাতে হবে। অর্থাৎ 'প্রতিনিধিভিত্তিক' সম্মেলন অনুষ্ঠানে করার কথা বলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে তবুও বছরে একবার না হলেও দুবছরে

অন্ততঃ একবার সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্মীরা এক-সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা করতে পারেন। সারা ভারতে এর চেয়ে বড় সম্মেলন হয় না। যাহোক উভয় পক্ষের বক্তব্যের পিছনেই যুক্তি আছে। ভবিষ্যতে কিভাবে সমস্যাগুলি সমাধান করা যাবে সেটা আলোচনা করা যাবে।

এবারের সম্মেলন উপলক্ষ্যে পরিষদের পক্ষ থেকে আলোচ্য প্রবন্ধ হাজার কপি ছাপা হয়েছিল। ফলে সমস্ত প্রতিনিধিদের কপি আমরা দিতে পারিনি। এটা অবশ্যই ত্রুটি হয়েছে। সম্মেলনের জন্য যে স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেটা সবাইকে এককপি করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যেহেতু সমস্ত প্রতিনিধি আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পাননি এজন্য 'গ্রন্থাগারে' সেগুলির পুনর্মুদ্রন করা হয়েছে। সম্মেলনের কার্যবিবরণী এবং অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রকাশ হলো। এবারের সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে বা সুযোগে বার্ষিক সাধারণ সভা ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। একজন এতে আপত্তি করেছেন। আলোচ্য বিষয়ের উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে এবং আলোচনাও হয়েছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ ভাল। এটা আনন্দের কথা। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ৪৮ জন প্রতিনিধি। এবারকার সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। সম্মেলনের সংগঠনের সভাপতি ছিলেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র শ্রীকমলকুমার বসু। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল স্বীকৃত হয়েছিলেন। সম্মেলনের পূর্বে জানা যায় যে তিনি ঐ সময় কলকাতায় থাকছেন না। ফলে সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীকে কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। যাহোক শ্রীচৌধুরীই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে মোট ১০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে আলোচনা-চক্রের পরিচালনা করেন ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়।

## বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগারের প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে যাওয়ায় স্থির হয়েছে যে চলতি ইসু অর্থাৎ ফাল্গুন আগে প্রকাশিত হবে. কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ তার পরে প্রকাশিত হবে। আশা করা যায় যে বৈশাখ মাস থেকে গ্রন্থাগার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

চত্বারিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অনাতম আলোচ্য বিষয় গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ

# গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান*

ফণিভূষণ রায়

### সংখ্যার সাহায্যে পরিমাপ

কোনও বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা উপলব্ধি বোঝাতে আমরা অনেক সময় পরিমাণবাচক বিশেষণ ব্যবহার করে থাকি, যেমন অল্প, বেশী, অনেক যথেষ্ট ইত্যাদি। কিন্তু শব্দগুলি দিয়ে পরিমাণের আভাষ দেওয়া গেলেও পরিমাণটা ঠিক কত তা এক-জনের পক্ষে অপরকে বোঝানো সম্ভব হয় না। কিন্তু পরিমাণটা যদি সংখ্যার সাহায্যে নির্দিষ্ট করে জানানো সম্ভব হয় তবে তা দিয়ে বক্তার বা লেখকের বক্তব্য শ্রোতা বা পাঠকের কাছে সহজ এবং সুনির্দিষ্ট হতে পারে। যদি বলি কোন্ সভায় অনেক লোক হয়েছিল, ঘর ছাপিয়ে গিয়েছিল, তা হলেও শ্রোতা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না ভিড়ের পরিমাণ কত ছিল; কিন্তু যদি বলি ৪০০ সিটের হলে সমস্ত সিট ভর্ত্তি হয়ে প্রায় ৫০ জনের মত লোক দাঁড়িয়েছিল, তা হলে সকলেই বুঝবেন যে প্রায় ৪৫০-এর মত লোক হয়েছিল।

### সংখ্যা থেকে পরিসংখ্যান

কাজেই যে কোনও ঘটনার পরিমাণের দিকটিকে সুস্পষ্ট করে দেখাতে হলে আমরা সংখ্যার সাহায্য নিয়েই থাকি। যেমন দু'ডজন ডিম ৪ সের আলু, ৫ লিটার দুধ, ২০ জন লোক ইত্যাদি। আবার অনেকগুলি ঘটনার এই পরিমাণগত সমষ্টি দীর্ঘ সময় ধরে সাজিয়ে রাখলে যে পরিসংখ্যান তৈরী হয়, তার মধ্য থেকে অনেক বিজ্ঞান-ভিত্তিক তথ্য বার করে নেওয়া যায়। পরিসংখ্যানের মূল দাম এখানেই। তা সঠিক হলে এবং সঠিকভাবে বিশ্লে-ষিত হলে আমাদের কর্মপন্থা নির্দ্ধারণে সহায়তা করে, আমাদের ভুলচুক বার করতে এবং তা শুধরে নিতে সাহায্য করে।

### গ্রন্থাগার জগতে পরিসংখ্যান

আমাদের গ্রন্থাগার জগতে পরিসংখ্যান এখনও অনু-পস্থিত এবং অবহেলিত। ফলে আমাদের সকলের অনেক বক্তব্য অনেক সময়েই ব্যক্তিগত মতামতে দাঁড়িয়ে যায়। অল্পদিন আগের সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে একজন প্রতিনিধি মন্তব্য করেছিলেন যে গ্রন্থাগার আইন করলেই যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খুব পরিবর্তন হয় তা ঠিক নয়; তার প্রমাণ মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ। সেখানে আইন হলেও গ্রন্থাগারগুলির অবস্থার বা ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন আসে নি।

### পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের অভাব

আমরা এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলাম কতকগুলি প্রাথমিক পরিসংখ্যানের সাহায্যে যেমন আইন প্রবর্তনের পূর্বের এবং পরের স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের সংখ্যা, তাদের ভৌগলিক নির্বাচন বা অবস্থান, তাদের আর্থিক বরাদ্দ, তার বণ্টন, কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি, তাঁদের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে। তখনই মনে হয়েছে পাঠক সংখ্যা বেড়েছে কিনা এবং বেড়ে থাকলে কি-পরিমাণ বেড়েছে, গ্রন্থসংখ্যা এবং গ্রন্থসংগ্রহের হার কিভাবে বদলেছে, গ্রন্থাগারে গ্রন্থপাঠ, গ্রন্থক্রয়ের পরিমাণ বদলেছে কিনা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারই আমাদের অজ্ঞাত। অথচ যে রাজ্যে সর্বভারতীয় সম্মেলন হল সেই অঞ্চলের গ্রন্থাগারে এ-ধরণের পরি-সংখ্যান রাখা হয়, অন্যের রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারের বার্ষিক প্রতিবেদনে তার প্রমাণ আছে। মনে মনে একটু দুঃখিত বোধ করছি যে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান থাকলে সম্মেলনের ঐ সদস্যটির মতামতকে আরও বিনয়ভাবে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করা যেত।

উপযুক্ত পরিসংখ্যান হাতে থাকলে যে কোন গ্রন্থা-গারের পক্ষেই তার কর্মধারাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনেক বেশী সংগঠিত করে গড়ে তোলা চলে। তা না হলে সব কাজকর্ম বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হবে। ফলে কাজ কর্মের ফলাফল চোখ বেঁধে কানামাছি খেলার মত হবে। যাকে ছুঁতে চাই তাকে ছুঁতেও পারি, আবার নাও ছুঁতে পারি। বরাত ঠুকে কাজ করার মত হবে।

---

* পুনর্মুদ্রিত

**পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান**

এবারের গ্রন্থাগার সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় 'গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান' এই দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিসংখ্যানের উপযোগিতার কোন তত্ত্বগত আলোচনা এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। ঐ আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রত্যেক গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যানকে বিশ্লেষণ করে দেখা এবং দেখানো যে ঐ পরিসংখ্যান আমাদের গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংগ্রহ, গ্রন্থ-ব্যবহারকারী এবং গ্রন্থব্যবহার সম্পর্কে কি কি তথ্য দেয়, এবং জনজীবনে তার ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করতে কোন পথে চলার নির্দেশ দেয়। আমরা যেভাবে চলছি তা মোটামুটি ঠিক কিনা এবং পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তা কি ধরণের হওয়া বাঞ্ছনীয় তা এই পরিসংখ্যানই কিছু কিছু বুঝিয়ে দিতে পারবে। এই জন্য আমরা এবারে অনুরোধও করেছি যে প্রত্যেক গ্রন্থাগারিক নিজ নিজ গ্রন্থাগারের কতকগুলি ন্যূনতম পরিসংখ্যান নিয়ে সম্মেলনে যোগদান করুন। সম্ভব হলে তাকে বিশ্লেষণ করে নিজের বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে আসুন। পরিসংখ্যান সঠিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কল্পিত পরিসংখ্যান দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। তা বিশ্লেষণকে ভ্রান্ত পথে চালিয়ে দিয়ে গ্রন্থাগারের ক্ষতি সাধন করে।

**পরিসংখ্যান সংকলনের উদ্দেশ্য :**

যাঁরা কর্মরত তাঁদের পক্ষে নিজ নিজ গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান দেওয়া সহজও বটে বাঞ্ছনীয়ও বটে। যাঁরা কোথাও কর্মরত নন তাঁরা তাঁদের পছন্দমত যে কোন গ্রন্থাগারের তথ্য নিয়েই সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন। কিন্তু তথ্যাদি অসত্য বা কল্পিত প্রমাণিত হলে তাঁর প্রবন্ধ আলোচনার অযোগ্য বলে বাতিল হয়ে যেতে পারে।

**পরিসংখ্যানের বিষয় :**

**১ প্রথম প্রয়োজন গ্রন্থসংগ্রহ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান**

কোনও গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংগ্রহ আইন প্রণয়নের আগে কি ছিল এবং কিভাবে বেড়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে তা জানা আমাদের প্রথম প্রয়োজন। এই পরিসংখ্যান প্রধান প্রধান বিষয় অনুযায়ী হওয়াই প্রয়োজন। যদি তা একান্তই না পাওয়া যায়, তবে যে-ভাবে পাওয়া যায় তাইই দিতে হবে। ১নং ফর্মটি—এই মোট গ্রন্থসংগ্রহ সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার কসড়া।

**১নং ফর্ম : গ্রন্থ সংগ্রহ বৃদ্ধির পরিসংখ্যান**

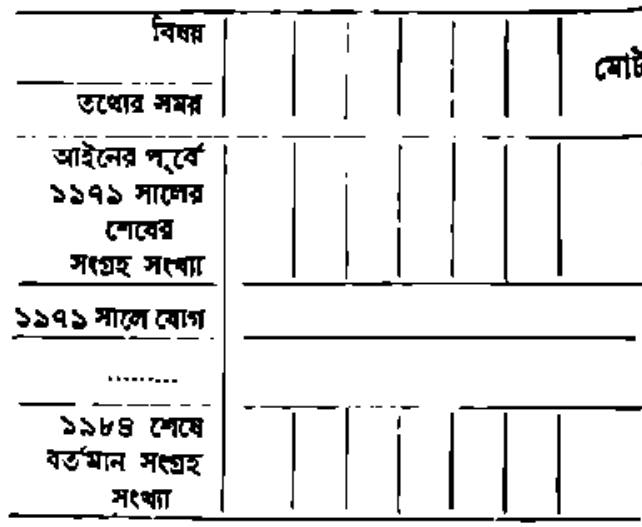


**২ দ্বিতীয় প্রয়োজন গ্রন্থের লেনদেন সম্পর্কিত পরিসংখ্যান**

প্রত্যেক গ্রন্থাগারই দৈনিক এক বা দুধরণের গ্রন্থ লেনদেন করে থাকেন। এক, গ্রন্থাগারের মধ্যের পাঠ-কক্ষে বসে পড়বার জন্য। দুই, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়বার জন্য। দুধরণের তথ্যের আলাদা হিসাব রাখা বাঞ্ছনীয়। হিসাব রাখার সোজা উপায় মোটামুটি প্রথম ফর্মের মতই একটি ফর্মে ছকে নেওয়া যায় বাঁ দিকের অংশে দৈনিক তারিখ লেখা হবে এবং বাকি অংশটি বিষয় অনুসারে ভাগ করা থাকবে (২নং ফর্ম)। দৈনিক যে বই গ্রন্থাগারে বসে পড়তে দেওয়া হবে বা বাড়িতে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে, তা পড়বার জন্য পাঠক, বা ধার নেওয়ার জন্য গ্রাহক, যে স্লিপ সই করে দেন সেগুলিকে দিনের শেষে দুটি ভাগে বিষয় অনুসারে সাজিয়ে নেওয়া হবে। তারপর বিভিন্ন বিষয়ের স্লিপগুলি গুণে নির্দিষ্ট ফর্মের নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট বিষয়ের সঠিক ঘরে, সংখ্যা-গুলি লিখে রাখতে হবে। মাসের শেষে সংখ্যাগুলি পর পর যোগ করলেই এক মাসে কোন বিষয়ের কতগুলি করে বই পাঠকক্ষে পড়া হয়েছে বা গ্রন্থাগার থেকে ধার নেওয়া হয়েছে তা বার হয়ে পড়বে।

যদি তথ্য থাকে তবে আইন প্রণয়নের পূর্বের বছর অর্থাৎ ১৯৭৮ এবং তার পরের বছরগুলির সঠিক লেনদেনের সংখ্যা দিয়ে দেবেন ৩নং ফর্ম অনুসারে।

২নং ফর্ম : গ্রন্থ ঋণের দৈনিক হিসাব

| বিষয় / তথ্যের তারিখ | | | | | | | | | | | | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | |
| ৩০ | | | | | | | | | | | | |
| ৩১ | | | | | | | | | | | | |
| মোট | | | | | | | | | | | | |

৩নং ফর্ম : গ্রন্থ ঋণের বার্ষিক হিসাব

| বিষয় / তথ্যের সাল | | | | | | | | | | | | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..... | | | | | | | | | | | | |
| ১৯৭৮ | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | |
| ১৯৮৪ | | | | | | | | | | | | |

### ৩ তৃতীয় প্রয়োজন গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পরিসংখ্যান

মনোবিজ্ঞানী বা সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন যে নারী পুরুষ ভেদে, বয়স ভেদে, শিক্ষা বা পেশা ভেদে মানুষের পাঠরুচির বা অনুরূপ পাঠ সংশ্লিষ্ট বস্তুর চাহিদা বদলায়। কাজেই যে গ্রন্থাগারকে মানুষের শিক্ষামান রুচির বা চাহিদাকে অবলম্বন করে গড়ে তুলতে হয় তার জানা দরকার যে তার সেই সমস্তের প্রকৃত ব্যবহারকারী বা সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের স্বরূপ এই দিক থেকে কি রকম। অর্থাৎ ব্যবহারকারী বা সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের মহিলা পুরুষে বিভিন্ন বয়সের লোকেদের, বিভিন্ন পেশার লোকেদের সংখ্যা কত করে।

এ বিষয়ে গ্রন্থাগারকে তৎকালীন ব্যবহারকারীদের তথ্যাদি পেতে হবে তাঁদের সদস্যভুক্তির আবেদন পত্র, গ্রন্থাগারে হাজিরার খাতা ইত্যাদি থেকে। যাঁরা প্রকৃত ব্যবহারকারী নন অথচ ব্যবহারকারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে (এক্ষেত্রে অঞ্চলের অন্য লোকেরা), তাঁদের সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যেতে পারে আদমসুমারী বা কোন অনুরূপ সমীক্ষা থেকে।

এর প্রথম অংশটি খুবই সোজা। তা হ'ল কতজন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন। ঐ গ্রন্থ লেনদেনের মতই ফর্ম ছকেই রাখা সম্ভব। তা দৈনিক হাজিরা থেকে মাসিক তথ্য সংকলন করা যায়। বারো মাসের তথ্য যোগ করে বছরের তথ্য তৈরী করা সম্ভব (৪নং ফর্ম)। ১৯৭৮ সাল থেকে বাৎসরিক তথ্য সাজিয়ে দেখা সম্ভব যে তার পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা (৫নং ফর্ম)।

**৫নং ফর্ম : পাঠক ও গ্রাহকের দৈনিক হাজিরার হিসাব**

| তথ্যের মাস / তথ্যের তারিখ | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | ..... | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| মোট | | | | | | | | |

**৫নং ফর্ম : পাঠক বা গ্রাহকের বার্ষিক হাজিরার হিসাব**

| মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা | |
|---|---|
| ১৯৭৮ সালে | |
| ১৯৭৯ ,, | |
| ১৯৮০ ,, | |
| ..... | |
| ..... | |
| ১৯৮৪ ,, | |

হাজিরা থেকেই নারী-পুরুষ, বয়সের ক্রম, শিক্ষাস্তর, পেশা প্রভৃতি ভেদে ব্যবহারকারীদের তথ্য সংকলন করতে ফর্মে অনেক জটিলতা আসবে, হিসাব রাখাও সহজ হবে না। কাজেই সেভাবে না করতে যাওয়াই ভালো। এ সম্বন্ধে তথ্য সংকলন আমরা সদস্যদের জমা দেওয়া সদস্য-ভুক্তির আবেদনপত্র থেকেই করতে পারি। প্রথমে প্রত্যেক সদস্য সম্বন্ধে কতকগুলি করে তথ্য ছোট ছোট স্লিপে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এগুলি হল যথাক্রমে :

| একপিঠ | অপরপিঠ |
|---|---|
| সদস্য সংখ্যা | সদস্যের পাঠরুচি ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| সদস্যের নাম ... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| নারী/পুরুষ | গ্রন্থাগার সম্বন্ধে মন্তব্য |
| ঠিকানা ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | গ্রন্থসংগ্রহ সম্বন্ধে ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| বয়স ... ... ... ... ... মাতৃভাষা ... ... ... ... ... ... | |
| শিক্ষা ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | সেবা সম্বন্ধে ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| পেশা ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |

যদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকে তবে ক্যাটালগের কার্ড ব্যবহার করতে পারেন। তার দুদিকে উপরের তথ্যগুলি লিখে ফেলা যাবে। যদি খরচের জন্য কর্তৃপক্ষ অসম্মত হন, তবে অসন্তুষ্ট না হয়ে একটি হাফ ফুলস্কেপ কাগজকে তিনবার ভাঁজ করলে যে আকারের স্লিপ তৈরী হবে তাতে প্রায় একই মাপের জায়গা পাবেন।

প্রথমে সদস্যভুক্তির আবেদন পত্র থেকে সব স্লিপ-গুলি তৈরী করে নিতে হবে। তারপর স্লিপগুলির এক এক বিশেষত্বকে প্রাধান্য দিয়ে সাজিয়ে যে পরি-সংখ্যান পাওয়া যাবে তা লিখে নিতে হবে। তার জন্য কয়েকটি ফর্ম—ছকে দেওয়া হল।

৬ নং ফর্মের—বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ হিসাবে। (প্রথমে নারী পুরুষ তথ্য হিসাবে এবং তার মধ্যে বয়স হিসাবে সাজালে পাওয়া যাবে।)

৭ নং ফর্ম—বিভিন্ন এলাকার নারী পুরুষ হিসাবে। (প্রথমে নারী পুরুষ এবং তার মধ্যে ঠিকানা হিসাবে সাজালে পাওয়া যাবে।)

৮ নং ফর্মের তথ্য—বিভিন্ন শিক্ষাস্তর হিসাবে। (প্রথমে নারী পুরুষ এবং তার মধ্যে শিক্ষাস্তর হিসাবে—মাধ্যমিকের নিম্নে। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ, এবং গ্র্যাজুয়েট ও তার বেশী শিক্ষিত এই হিসেবে।)

১ নং ফর্মের তথ্য—বিভিন্ন পেশার হিসাবে। প্রথমে নারী পুরুষ এবং তার মধ্যে পেশা হিসাবে সাজালে পাওয়া যাবে। পেশার জন্য আদম-সুমারী নির্ধারিত সংজ্ঞা নেওয়াই ভাল।

**৬নং ফর্ম : বয়স হিসাবে সদস্যদের তথ্য**

| নারী-পুরুষ / বয়সের স্তর | নারী | পুরুষ | মোট |
|---|---|---|---|
| শিশু ও কিশোর ১৪ বৎসর পর্যন্ত | | | |
| উত্তর কিশোর হতে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত ১৫—৫০ পর্যন্ত | | | |
| প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পঞ্চাশোর্ধ | | | |
| মোট | | | |

**৭নং ফর্ম : বাসস্থানের এলাকা হিসাবে সদস্যদের তথ্য**

| নারী ও পুরুষ / রাস্তার/ এলাকার নাম | নারী | পুরুষ | মোট |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| মোট | | | |

**৮নং ফর্ম : শিক্ষার স্তর হিসাবে সদস্যদের তথ্য**

| নারী ও পুরুষ / শিক্ষাস্তর | নারী | পুরুষ | মোট |
|---|---|---|---|
| মাধ্যমিকের নীচে | | | |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক | | | |
| গ্রাজুয়েট ও তদূর্ধ্ব | | | |
| মোট | | | |

**৯নং ফর্ম : পেশা হিসাবে সদস্যদের তথ্য**

| নারী-পুরুষ / পেশার নাম | নারী | পুরুষ | মোট |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| মোট | | | |

**চতুর্থ প্রয়োজন এলাকা সংক্রান্ত তথ্যাদি—**

প্রত্যেক মানুষ যেমন শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিজে গড়ে তুলতে থাকে, তেমনি তার পারিপার্শ্বিক ভৌগলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি অবস্থাও তার অনেকটা গড়ে—তুলতে থাকে। ফলে কোনও অঞ্চলের লোককে জানতে হলে তাঁদের ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা ধ্যানধারণা খানিকটা হদিস দিতে পারে ঠিকই কিন্তু অনেকটা জানার উপাদান এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতর লুকিয়ে থাকে। ফলে অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই যদি সাধারণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্য হয় তবে সেবার এলাকাকে সামগ্রিক জানার দায়িত্ব তার পক্ষে অস্বীকার বা অন্যান্য কথা গুরুতর অপরাধ। এলাকাকে জানা বলতে বোঝায় সেখানকার মানুষের জীবন যাত্রার সব দিককে জানা। এর সমস্ত উপাদান বিভিন্ন ধরণের আদমসুমারী বা সমীক্ষার মধ্যে থাকে। মানুষের

জীবনযাত্রার বহু দিককে জানা আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টার পক্ষে সাধ্যের অতিরিক্ত হবে। তাই এ আলোচনার জন্য অঞ্চলের মানুষের জীবনের কয়েকটি সাধারণ দিকের পরিসংখ্যানসহ বর্ণনায় আমরা সন্তুষ্ট হব। এই সাধারণ দিকগুলি হল—

ক আয়তন ও অবস্থান

খ জনসংখ্যা—স্ত্রী, পুরুষ, বয়স, শিক্ষা, পেশা প্রভৃতি হিসাবে

গ শিক্ষা—শিক্ষায়তন (স্কুল কলেজ) প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা সংস্থা, ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাদানের বিষয়, বিদ্যা-চর্চার গবেষণার সহায়ক প্রতিষ্ঠান।

ঘ স্বাস্থ্য—চিকিৎসা ব্যবস্থা—রোগাদির প্রাদুর্ভাব

ঙ যোগাযোগ—যানবাহন, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ, টেলিফোন

চ গণ সংযোগ মাধ্যম—খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশন।

ছ আর্থ—সামাজিক—ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান, যোজনা, কৃষি সম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ দ্রব্যাদি অন্য প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, আবাসন।

জ সমাজ কল্যাণ—উন্নয়ন ব্যবস্থা, সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন কর্মধারা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও কর্ম-ধারা।

এর প্রত্যেকটির তথ্য বিভিন্ন ধরণের—ফর্ম ছকে সংকলন করা যেতেও পারে। বিষয় অনুসারে ফর্মের প্রকারভেদ হতে পারে বলে কোন একটি সাধারণ ফর্ম ছকে দেওয়া গেল না।

**গ্রন্থাগারিকদের কাছে আবেদন**

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারিকদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, যে সব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তার কিছু কিছু পরিসংখ্যান আপনাদের গ্রন্থাগারের নথিপত্র ছেঁকে এখনই সংকলন করে নেওয়া সম্ভব। কতকগুলির তথ্য হয়তো ফর্ম তৈরী করে এর পর থেকে রাখা সম্ভব হবে। আপনারা যা এখনই আছে তা সংকলন করতে থাকুন এবং বেগুলি এর পর থেকে করা সম্ভব তার জন্য ফর্ম ছকে তথ্য যোগাড় করতে থাকুন। সংকলিত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আপনার বক্তব্য তৈরী করে সম্মেলনে আলো-চনার জন্য পরিষদের কাছে পেশ করুন। কল্পিত বা অসত্য তথ্যকে কখনই গ্রহণ করবেন না। তথ্যের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু পরি-সংখ্যানের ব্যাপারে অল্পসল্প ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতাকে স্বীকার করে ও বক্তব্য পেশ করা একটি স্বীকৃত পন্থা।

মনে রাখবেন যে গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের ব্যাপারে আমরা একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বাস করছি। যেটুকু সাধ্যের ভিতরে সেটুকু পরিসংখ্যান নিয়ে ঝাপসা দেখে কাজ করতে পারাও এর থেকে উন্নততর অবস্থা হবে।

এবারের সম্মেলনে খালি হাতে আসবেন না। আপনার পরিসংখ্যানের প্রদীপ যদি খুব অল্প আলোও দেয় তাতেও আমাদের উপকার হবে।

# পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা

**অশোক কুমার রায়**
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, রিষড়া

১। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে দীর্ঘদিন ধরে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। দীর্ঘদিনের সংগ্রহের ওপর নির্ভর করে এই পরিসংখ্যান, কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে ওঠে নি। গত পাঁচ বছর ধরে গ্রন্থাগার আইন হবার পর গ্রন্থাগার-গুলিতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এই ব্যয় কতটা সার্থক হয়েছে তার মূল্যায়ন-এর প্রয়োজন আজ এসেছে। এই পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে উন্নতির ধারা কোন দিকে, কতটুকু কিভাবে নেওয়া যাবে। এই পরিসংখ্যান এক একটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে সংগ্রহ করে তার সমষ্টি নিয়ে পর্যালোচনা করা যাবে। এক একটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে সাধারণতঃ চারটি ভাগে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা যায়। ভাগগুলি হলো: গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংগ্রহ, সংগৃহীত গ্রন্থের ব্যবহার, ব্যবহারকারী এবং গ্রন্থাগারের সেবার এলাকা। এক একটি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে তার উন্নতির ধারা বোঝা সম্ভব হবে।

এ আলোচনায় আমার গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে যে পরিসংখ্যান প্রস্তুত করার ইচ্ছা একদিন হয়েছিল সেটাই আজ উক্ত চারটি ভাগে উপস্থাপিত করছি।

১১ গ্রন্থাগারের পরিবেশ—

গ্রন্থাগারটির কর্মধারা আলোচনার পূর্বে গ্রন্থাগারটি যে এলাকায় অবস্থিত তার একটা বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া যাক। যে অঞ্চলে গ্রন্থাগারটি অবস্থিত তা হলো শিল্পাঞ্চল। রাসায়নিক শিল্প, ইস্পাত শিল্প, যন্ত্র-শিল্প, কাচশিল্প, ফার্টিলাইজার, পাটশিল্প ছাড়াও অন্যান্য অনেক ছোটখাটো শিল্প আশেপাশে রয়েছে। কর্মক্ষেত্রের বিস্তার ১.৩ বর্গমাইল। গত আদমসুমারী মতে এলাকার মোট জনসংখ্যা ৮১ হাজারের মত। শিক্ষিত পুরুষ ২৯ হাজার, এবং মহিলা ১৫ হাজার।

এলাকার শিক্ষায়তনগুলির সংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৬; মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯৭; মহাবিদ্যালয়—১।

২ গ্রন্থাগারের কর্মধারার বিবরণ

২১ গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংগ্রহ সম্পর্কিত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে—

(ক) পুস্তক সংগ্রহ

গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা বিষয়ানুসারে বর্গীকৃত (ডিউই বর্গীকরণ) করলে আমরা পাই:—

| বিষয় | গ্রন্থ সংখ্যা |
|---|---|
| সাধারণী | ২৭২ |
| দর্শনশাস্ত্র | ২২৩ |
| ধর্মশাস্ত্র | ১৮৬৪ |
| সমাজবিজ্ঞান | ৩০৪ |
| ভাষাবিজ্ঞান | ১১৪ |
| বিজ্ঞান | ২০৭ |
| ফলিত বিজ্ঞান | ৩০৪ |
| ললিতকলা | ৪৩৬ |
| সাহিত্য | ১৮৪১ |
| ইতিহাস, ভূগোল | ১২২২ |

মোট সংগৃহীত পুস্তক ১৪৮৪৭-এর মধ্যে পরি-সংখ্যান বলছে সাহিত্য ধর্ম এবং জীবনীর স্থান বেশী।

গত পাঁচ বছরের প্রত্যেক বছরে কি কি বিষয়ের বই কেনা হয়েছে তার বিশ্লেষণ করতে ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৩-৮৪ এই পাঁচ বছর নেওয়া হয়েছে।

২২ অনুলয় সেবা

গ্রন্থাগারটি সাধারণত স্থানীয় জনসাধারণকে অনুলয় সেবা দিয়ে থাকে।

বই লেনদেনের বাইরে গ্রন্থাগারে যে সব প্রশ্ন পাঠকরা পেশ করেন তার কয়েকটি মোটামুটিভাবে সাজালে আমরা পাই:—

(ক) কোন এক কবিতা কোথায় আছে।
(খ) বিখ্যাত লেখকের ছোট গল্প কোথায় আছে।
(গ) পশ্চিমবঙ্গের মন্দির সম্পর্কিত প্রশ্ন।
(ঘ) রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদা সম্পর্কিত প্রশ্ন।
(ঙ) বনৌষধি সম্পর্কিত অনুসন্ধান।
(চ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কিত অনুসন্ধান।
(ছ) বিভিন্ন পেশা ও পাঠক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন।
(জ) বিভিন্ন খেলাধুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান।

২২১ সংগৃহীত গ্রন্থের ব্যবহার সম্পর্কে

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে সাহিত্য, কিশোর সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণবিষয়ক বই নেওয়ার প্রবণতা বেশী। গ্রন্থাগারে বছরে কাজের দিনগুলিতে যে পরিমাণ বই লেনদেন হয় তা হলো ১৪৮১১। পরি-সংখ্যানে দেখি কোন ধরনের বই কত লেনদেন হয়:— কিশোর সাহিত্য: ১৬০১; সাহিত্য ও উপন্যাস: ১৪৪৫; ধর্ম: ১৫৬৭; বিজ্ঞান: ১০৫২ ভ্রমণ: ৮০৮ ২২২ প্রতিনিয়ত বই লেনদেন ছাড়াও পাঠককে পত্র-পত্রিকা বাদে খেলাধুলো, পাঠ্যপুস্তক, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, বিষয়ক বই দেওয়া হয়।

ব্যবহারকারী সম্পর্কে: গ্রন্থাগারের পাঠকদের। পুরুষ ও মহিলা হিসাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা জানতে পারি কতজন পুরুষ বা মহিলা গ্রন্থাগারের সাহায্য ২৩১ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬৭২ জন তার মধ্যে:

| | | বিষয়সমূহ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৎসর | বরাদ্দ টাকা | ০০০ | ১০০ | ২০০ | ৩০০ | ৪০০ | ৫০০ | ৬০০ | ৭০০ | ৮০০ | ৯০০ |
| ৭৯-৮০ | ১৮৭৮ | ১০ | ২ | ৬৮ | ১০ | ১০ | ১১ | ০ | ১০ | ১৪ | ১৪ |
| ৮০-৮১ | ৬১০১ | ৭২ | ১৫২ | ২০১ | ৩০ | ২৭ | ৪১ | ৬২ | ৫২ | ১০২ | ৮০ |
| ৮১-৮২ | ৬০৮০ | ১০ | ৬ | ৭০ | ২১ | ১০ | ৩১ | ৪২ | ১৮ | ২০৮ | ১২ |
| ৮২-৮৩ | ৪২৬৪ | ২ | ০ | ৭৮ | ১ | ৫ | ০ | ১১ | ১৩ | ১৮ | ৮২ |
| ৮৩-৮৪ | ১০৭১২ | ০ | ১৮৮ | ১১ | ১১ | ৩৭ | ৪৬ | ৫৮ | ৬০ | ১৪০ | ১০ |

কিশোর: ০১২; যুবক: ১৫২; মধ্যবয়স্ক: ১৩৩ বৃদ্ধ: ৭৫; মোট: ৬৭২

২০২ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৮০ জন। তার মধ্যে:

কিশোরী: ২০; যুবতী ১৫; মধ্যবয়স্কা: ৪০ বৃদ্ধা: ৫; মোট: ৮০;

২০০ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পেশাগত দিক বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই:

ছাত্র: ৪৭২; শিক্ষক: ৪৮; অফিসকর্মী: ১০২ শিল্পশ্রমিক: ৬০; গৃহিণী: ৪০; মোট: ৭৫২

ছাত্র সংখ্যার মধ্যে বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী বিদ্যালয়ের ছাত্রও আছেন।

# গ্রন্থাগারের পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান

বিশ্বনাথ দাস
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

জীবিকার্জনের জন্য বৃত্তিগ্রহণ করতে হয়। এই বৃত্তির পরিমাণগত পরিমাপ করতে হলে পরিসংখ্যান একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ যেসব কাজ পরিষেবা-মূলক। এই পরিষেবার কাজের জন্য পরিসংখ্যান রাখতেই হবে এক তা একান্ত প্রয়োজনীয়। পরিসংখ্যান হল দীর্ঘদিনের যে কৃতকাজ তার তালিকা প্রণয়ন। গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজে এই পরিসংখ্যান পেলে তার কাজের উন্নতি অথবা অবনতির হিসাব চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই পরিসংখ্যান দেখে যদি আমরা বুঝি গ্রন্থাগারের উন্নতি হচ্ছে তবে তা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। ঐ গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতিই আমরা চালিয়ে যেতে পারি। আর যদি দেখা যায় গ্রন্থাগারের অবনতি হচ্ছে তবে ঐ পরিসংখ্যান বিবেচনা করে তার একটি সংশোধন পদ্ধতি আমরা বের করতে পারি। পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় যাদের জন্য গ্রন্থাগার তাদের প্রয়োজন মিটছে কিনা, এবং গ্রন্থাগারের যে সব তথ্যাদি আনা হচ্ছে তা উপযুক্ত ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা।

গ্রন্থাগারের পত্র পত্রিকার পরিসংখ্যান আলোচনা প্রসঙ্গে আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। ১৯৭৫ সালের পত্রিকা ক্রয়ের জন্য ৬০ থেকে ৬৫ হাজার টাকার অনুমোদন নেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। তবে এই গ্রন্থাগারে মোট বাজেটের কত শতাংশ টাকা পত্রপত্রিকা বাবদ খরচ করা হবে তার কোন ঠিক থাকে না। এই পত্রপত্রিকাগুলি পাঠতালিকার সাহায্যকারী হিসাবে কেনা হয়।

গ্রন্থাগারের পত্রপত্রিকাকে বেশী করে যাতে ব্যবহার-কারীরা পায় তার জন্য কি কি পত্রিকা আসে তার প্রকাশ-ক্রম অনুযায়ী একটি পরিসংখ্যান রাখা উচিত। ঐ প্রকাশক্রম অনুযায়ী প্রতিমাসে কত পত্রিকা এসেছে, কোন পত্রিকা আসেনি এবং তার জন্য একটা পরিসংখ্যান রাখা যেতে পারে। পরিসংখ্যান দেখে পত্রিকার প্রকাশক-দের স্মারকপত্র পাঠানো যায়। এটা দেখে পাঠকদেরও বলা যায় যে পত্রিকা আসেনি তার জন্য স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে এসে যাবে।

**Periodicals will be purchased in 1985**

| Frequency of Periodicals | No. of Periodicals |
|---|---|
| Daily | 3 |
| Weekly | 19 |
| Fortnightly | 6 |
| Monthly | 42 |
| Bi-monthly | 10 |
| Quartery | 120 |
| Others | 19 |
| Total | 219 |

**Statistics of periodicals received in the month of December 1984**

| Frequency of periodicals | No. of periodicals received. | No. of Reminder issued. |
|---|---|---|
| Daily | 3 | — |
| Weekly | 21 | 1 |
| Fortnightly | 5 | 1 |
| Monthly | 23 | 19 |
| Bi-monthly | g | 5 |
| Quartely | 50 | 79 |
| Quarterly | 12 | 10 |
| Total | 119 | 115 |

বিগত বৎসরে কি কি এবং কতগুলো পত্রিকা পাওয়া গেল তার একটা পরিসংখ্যান রাখতে হয়। এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি কোন্ খাতে কোন বিষয়ে কোন ভাষায় কতগুলি পত্রিকা আমরা পেয়েছি।

প্রতিমাসে পত্রিকা ব্যবহারকারীদের একটা পরিসংখ্যান রাখা যেতে পারে। এই পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে বোঝা যাবে কোন কোন বিষয়ের পত্রিকার কতটা চাহিদা আছে। যে বিষয়ের পত্রিকার চাহিদা বেশী সেগুলি সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া যায়। তবে গ্রন্থাগারিকের লক্ষ্য থাকবে সব পত্রিকাই যাতে ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করেন। কোন পত্রিকায় কি ধরনের আলোচনা আছে গ্রাহককে বুঝিয়ে দিতে হবে।

Accession Statistics of Periodicals in 1984.

| Reading Materials | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By Beng. | 5 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 6 | 12 | 1 | 29 |
| Purchase Eng. | 31 | 11 | 4 | 75 | 8 | 2 | 1 | 21 | 16 | 16 | 185 |
| By Beng. | 3 | X | X | 3 | X | X | 1 | X | 1 | X | 8 |
| Gift Eng. | 5 | 1 | X | 5 | X | X | 1 | X | X | X | 12 |
| By Beng. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Exchange Env. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Statistics of Periodicals issued during February 1985

| Subject | Readers | | |
|---|---|---|---|
| | Teachers | Students | Others |
| 000 | 17 | 15 | 23 |
| 100 | 3 | 19 | X |
| 200 | 2 | X | 5 |
| 300 | 14 | 32 | 19 |
| 400 | 2 | X | 1 |
| 500 | X | 1 | 2 |
| 600 | 1 | X | 21 |
| 700 | 7 | 16 | 3 |
| 800 | 4 | 25 | 58 |
| 900 | 12 | 16 | 1 |

পত্রিকা বিভাগের সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে Indexing, Abstracting এবং Documentation এর পরিসংখ্যান তৈরী করা। যা শুধু সাধারণ পাঠকপাঠিকা নয় গবেষকদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ বর্তমানে একই বিষয়ে বিপুল পরিমাণে পত্রিকা বের হচ্ছে। পাঠ্য বিষয় অনেক, সময় কম তাই এই তিনটি পরিসংখ্যান অবশ্য প্রয়োজন। তথাপি পরিবেশনে গ্রন্থাগারকর্মীরও সুবিধা। ডঃ রঙ্গনাথনের পঞ্চনীতির প্রথম চারিটি নীতি এই তিনটি পরিসংখ্যানের সাহায্যে যথোপযুক্ত ব্যবহার করা যায়। পাঠকের সময় বাঁচিয়ে ঠিক পত্রিকা সঠিক পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া যায় এবং অখ্যাত পত্রিকাও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই পরিসংখ্যান প্রতি সপ্তাহে রাখা উচিত।

এর ছক দেওয়া হ'ল যেহেতু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এই পরিসংখ্যান রাখার কোন ব্যবস্থা নেই সেজন্য এই ছকের সংখ্যাগুলি পূরণ করা সেলনা।

Specimen of Statistical Table.

Week No..... ....Month..... Year.....

| Subject | No. of Periodicals indexed | No. of articles abstracted | No. of articles reproduced |
|---|---|---|---|
| 000 | | | |
| 100 | | | |
| 200 | | | |
| 300 | | | |
| 400 | | | |
| 500 | | | |
| 600 | | | |
| 700 | | | |
| 800 | | | |
| 900 | | | |

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পুরোনো বাঁধানো বাংলা পত্রিকা আছে। এই পত্রিকাগুলির জন্য দূর দূর থেকে অনেক অধ্যাপক বিশেষ করে গবেষকগণ অনুসন্ধানে আসেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি খুঁজে পান। অনেকের প্রয়োজন মেটাবে এই কথা ভেবে তার একটা তালিকা এখানে দিলাম।

**সাধারণী:** অমৃত ১-১১ বর্ষ, অলকা ২-৩ বর্ষ, গ্রন্থাগার ৭-১ বর্ষ; দেশ ২২-৪৬ বর্ষ; নারায়ণ ১-৮ বর্ষ; পরিচয় ১-৪৩ বর্ষ; প্রবর্তক ১৩৪০-১৩৫৭; পূর্বাশা ১৩৫৩-১৩৭২; প্রবাসী ১-৭৭ বর্ষ; বঙ্গ-দর্শন ১২৭৯-১৩২০ বর্ষ; বঙ্গবাণী; বিচিত্রা ১-১২ বর্ষ।

**দর্শনশাস্ত্র:** মানবমন ৭, ১২ বর্ষ; বিশ্বভারতী পত্রিকা ৫-২১ বর্ষ; ভারতবর্ষ ১-৫৫ বর্ষ; মালঞ্চ ২-৭ বর্ষ; মোহম্মদী ১৪-১৯ বর্ষ; মাসিক বসুমতী ৩-৩৮ বর্ষ; রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ১-১২ বর্ষ; শনিবারের চিঠি ১৩-৩৬ বর্ষ; চতুরঙ্গ ২-৩৭ বর্ষ; চতুষ্কোণ ১৩-১৮ বর্ষ।

**ধর্ম:** আর্যশাস্ত্র ১, ২ বর্ষ; উদ্বোধন ৬৬-৮১ বর্ষ; উপাসনা ২৪, ২৫ বর্ষ; তত্ত্ববোধিনী ২-২৩ বর্ষ; নবনূর ২৩ বর্ষ; বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম।

**সমাজবিজ্ঞান:** আর্থিক উন্নয়ন ১৪ বর্ষ; আর্থিক প্রসঙ্গ; কায়স্থ পত্রিকা ৩১, ৪৬ বর্ষ; শিক্ষা ও সাহিত্য ৫৬-৫৮ বর্ষ।

**বিজ্ঞান:** জ্ঞান-বিজ্ঞান ১১৫০-৬৬ বর্ষ; প্রকৃতি ১-১৫ বর্ষ।

**ফলিত বিজ্ঞান:** আয়ুর্বেদ ভারতী ৮, ১ বর্ষ; চিকিৎসা জগৎ ৪৪ বর্ষ।

**ললিতকলা:** অভিনয় ৬, ৭ বর্ষ; খেলার আসর ৩-৫ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা ৭-১২ বর্ষ।

**সাহিত্য:** উত্তরসূরি ১৮-২২ বর্ষ; উদয়ন ১-২ প্রভাতী ৩ বর্ষ; এক্ষণ ১১ বর্ষ; কথা সাহিত্য ২-৩২ বর্ষ; কবিতা ২-২২; ক. বি; বাংলা সাহিত্য পত্রিকা ৪, ৫ বর্ষ; কালিকা ১ বর্ষ; কৈশোরক ২-২৮ বর্ষ; খেয়া ১ বর্ষ; গল্পভারতী ১১-১৩ বর্ষ; জয়শ্রী ৪১-৪৫ বর্ষ; জন্মভূমি ১-৫ বর্ষ; দাসী ১ বর্ষ; নব্যভারত ২৮ বর্ষ; নবজীবন ১-৫ বর্ষ; নিরুক্ত প্রদীপ ৫, ৬ বর্ষ বর্তমান ১, ২ বর্ষ; ভারতী ২৪-৪৫ বর্ষ; মানসী ও মর্মবাণী ১-২১ বর্ষ; যমুনা ৫-৮ বর্ষ; সমকালীন ১০, ১১ বর্ষ; সখা ও সাথী ৪ বর্ষ; সমালোচনী ১-৩ বর্ষ; সন্দীপন ১১৬৩ বর্ষ; সমসাময়িক ১৩৪৭ বর্ষ; সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ৫-৪৭ বর্ষ; সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩, ১৪ বর্ষ; সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৩-৭২ বর্ষ; সাহিত্য ২-২৩ বর্ষ।

# গ্রন্থাগারে পত্র পত্রিকার স্থান ও তার পরিসংখ্যান

(একটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিশেষ গ্রন্থাগারের সমীক্ষা)

কেয়া দত্ত—গ্রন্থাগারিক-২য়
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট্ অফ কলেরা এ্যান্ড এন্টারিক ডিজিজেস্।

## ১ ভূমিকা

বর্তমান যুগে পরিসংখ্যান যে কোন বিষয়ের পরিমাণগত পরিমাপ ও একান্ত প্রয়োজনীয়। যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের দীর্ঘদিনের সংগ্রহ পরিসংখ্যানের পরিমাপের সঠিক মান নির্দেশ করে। ইহা বিষয়ের গুণগত বিশ্লেষণেরও ক্ষমতা রাখে। এর সাহায্যে নির্দিষ্ট বিষয়ের ত্রুটি সংশোধন ও অবস্থাকে উন্নত করার হদিশও পাওয়া যায়. যে কোন গ্রন্থাগারে হয়ত পত্র-পত্রিকা বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বহু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে কিন্তু এই অর্থ ব্যয় করে কতদূর পর্যন্ত তাকে সার্থকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, তার পরিমাণগত কোন পরিসংখ্যান হয়ত রাখার প্রয়োজন হয়নি. কিন্তু একমাত্র পরিসংখ্যানই সেই বিষয়ের বাস্তব অবস্থাকে নির্ণয় করতে আমাদের সাহায্য করে।

আমার কর্মস্থল অর্থাৎ NICED-এর গ্রন্থাগারটি একটি গবেষণা কেন্দ্রের অন্তর্গত। সেই জন্য এখানকার সংগ্রহ মূলতঃ আন্ত্রিক রোগের ওপর।

## ১১ গ্রন্থাগারে পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ সম্পর্কে

এখানে পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করা হয় গবেষকদের প্রয়োজনানুসারে। সে জন্য বছরের প্রথমেই গত-বছরের পত্রিকার তালিকা প্রত্যেক পাঠককে দেওয়া হয়। তিনি তাঁর মতানুসারে পত্রিকার নামের পাশে সুপারিশ জানান বা প্রয়োজনে নতুন নাম তালিকাতে সংযোজন করেন। সুপারিশ অনুসারে পত্রিকাটি সংগ্রহ করা হয় এবং যে পত্রিকাতে সমর্থন কম থাকে তা বর্জন করা হয়। কিন্তু ব্যতিক্রমও থাকে; যেমন, নির্দিষ্ট বিভাগের জন্য যদি একটিও সমর্থন পাওয়া যায় তবে তা সংগ্রহ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পশু-সংক্রান্ত বিভাগে মাত্র একজন পাঠক থাকায় তাঁর মতানুসারে পত্রিকা রাখা হয়।

১১১ বিষয়গত বিচারে এই গ্রন্থাগারের পত্রিকাকে মোট পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং সমস্ত বিষয় সম্বলিত পত্রিকাকে একটি ভাগে রাখা হয়। বিষয়গুলি নিম্নরূপ: মাইক্রোবায়োলজি, ইমিউনোলজি, এপিডেমিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ক্রমবর্ধমান। সময়ের সংগে তাল রেখে যেভাবে তথ্যের পরিমাণ বাড়ছে সেই অনুপাতে পত্র-পত্রিকা সংগ্রহের চেষ্টা চলছে, কিন্তু সমস্ত পত্রিকা সংগ্রহ সম্ভব নয় স্থানাভাবে। এই জন্য পাঠকেরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের রিপ্রিন্ট সংগ্রহ করেন বা অন্য গ্রন্থাগার থেকে পত্রিকা আনিয়ে নেন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখানে মাইক্রোফিল্ম রীডার কাম প্রিন্টার আনার কথা চিন্তা হচ্ছে। বছরের সংগে নির্দিষ্ট বিষয়ের পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধির তালিকা নীচের সারণিতে দেওয়া হল।

| বিষয় | ডিউই বর্গীকরণের দশভাগ হিসাবে | ১১৮০ | ১১৮১ | ১১৮২ | ১১৮৩ | ১১৮৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মাইক্রোবায়োলজি | ৬১৬.০১ | ৫ | ৮ | ৮ | ১৬ | ২০ |
| বায়োকেমিস্ট্রি | ৬১২.০১৫ | ৯ | ১০ | ১০ | ১৪ | ১৪ |
| ইমিউনোলজি | ৬১৬.০৭৯ | ৪ | ৭ | ৭ | ৯ | ১০ |
| এপিডেমিওলজি | ৬১৪.৪ | ২ | ২ | ২ | ৩ | ৫ |
| ক্লিনিক্যাল | ৬১৭.০৭ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ২৮ | ৩০ |
| চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় | ৬১০ | ১০ | ১২ | ১০ | ১২ | ১৪ |

১১২ঃ পত্রিকার সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণও বেড়েছে। নীচের সারণি থেকে বেটা বোঝা যায়।

| বছর | পত্রিকার সংখ্যা | ব্যয়িত অর্থ (টাকায়) | | পত্রিকা প্রতি গড় ব্যয় |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৮০ | ৪১ | ৪৬,৫০০.০০ (প্রায়) | = ৪.৬৫×১০⁴ | টা. ১৪৮.৮০ (প্রায়) |
| ১৯৮১ | ৫৮ | ৫০,৫০০.০০ (প্রায়) | = ৫.০৫×১০⁴ | টা. ৮৭০.৭০ (প্রায়) |
| ১৯৮২ | ৮৫ | ৬৬,৫০০.০০ (প্রায়) | = ৬.৬৫×১০⁴ | টা. ১১৪৬.৫৫ (প্রায়) |
| ১৯৮৩ | ৮২ | ১,০০,০০০.০০ (প্রায়) | =১০.০০×১০⁴ | টা. ১২৫৬.১৫ (প্রায়) |
| ১৯৮৪ | ৯৮ | ১,১৭,৫০০.০০ (প্রায়) | =১১.৭৫×১০⁴ | টা. ১১৯৮.৯৮ (প্রায়) |

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮১ সালে ব্যয়ের পরিমাণ বেশ বেড়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, পত্রিকার সংখ্যা এক্ষেত্রে বেড়েছে ১৭টি এবং পত্রিকার জন্য ব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। কিন্তু ১৯৮২ সালে পত্রিকার সংখ্যা না বাড়লেও ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েছে। প্রায় ১৬ হাজার টাকা। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পত্রিকা বিদেশ থেকে আসে বিভিন্ন এজেন্টদের মাধ্যমে। বিদেশীমুদ্রার মূল্য, ভারতীয় মুদ্রায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সঙ্গে ক্রমশঃ বাড়ছে পত্রিকা সংগ্রহের মূল্য। ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে একই কারণে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি একত্রে মোট ব্যয়কে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে মধ্যে পত্রিকার গড়মূল্য হ্রাস পেয়েছে ভারতীয় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে।

নীচের লেখাচিত্রে X অক্ষরকে বছর হিসাবে এবং Y অক্ষরকে মূল্য হিসাবে ধরা হয়েছে।

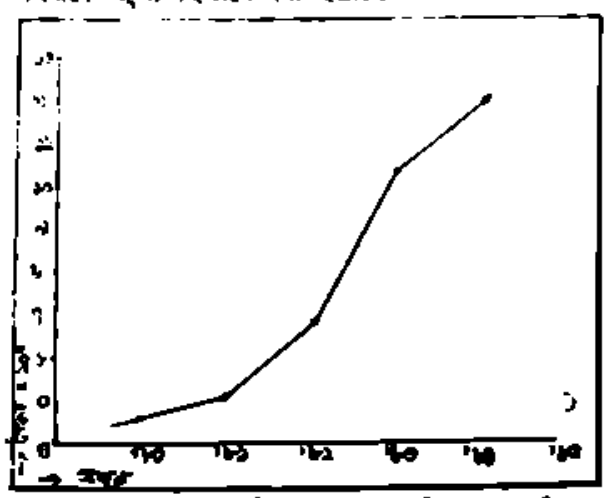

বছরের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধির লেখাচিত্র।

থেকে বোঝা যায় যে এখানে কাজকর্ম বেশ সন্তোষজনক কিন্তু গবেষক সংখ্যা ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ নির্দেশ করে যে, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে কাজকর্মের গতি ক্রমবর্ধমান।

| বিষয় | ১৯৮০ | ১৯৮১ | ১৯৮২ | ১৯৮৩ | ১৯৮৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| মাইক্রোবায়োলজি | ১ | ১ | ২ | ৩ | ১১ |
| বায়োকেমিস্ট্রি | — | — | ৩ | ৩ | ২ |
| ইমিউনোলজি | ২ | ২ | ২ | ২ | — |
| এপিডেমিওলজি | — | — | ১ | ১ | — |
| ক্লিনিকাল | — | — | — | — | — |

১১৪ গবেষণাগারের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার হওয়ায়, এখানকার গ্রন্থাগারিককে, পাঠকের বহুমুখী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, যা পত্রিকা লেন-দেনের মধ্যে পড়ে মূলতঃ যে প্রশ্ন সর্বাধিক হয় তা হল, কোন নির্দিষ্ট পত্রিকা যা আমাদের গ্রন্থাগারে নেই তা কোথায় পাওয়া সম্ভব বা "ইন্টার লাইব্রেরী লোন" এর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব কিনা। তাছাড়া কোন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের লেখকের ঠিকানা বা কোন পত্রিকায় নিজের প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য নির্দিষ্ট প্রকাশকের ঠিকানা প্রভৃতি কিভাবে পাওয়া সম্ভব? কোন্ পত্রিকায় কোন্ পাঠকের প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে কি ভাবে তার রিপ্রিন্ট সংগ্রহ করা যায় সেই সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন।

বাইরের পাঠকেরও বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয় গ্রন্থাগার কর্মীদের।

**১২ সংগৃহীত পত্রিকার ব্যবহার সম্পর্কে:**

NICED গ্রন্থাগারে পত্রিকা সংগ্রহ করা হয় গবেষক বা পাঠকদের চাহিদা অনুসারে। এখানে পত্রিকা এলে সেগুলি পাঠকদের দেবার জন্য যত দ্রুত সম্ভব গ্রন্থাগারের নিয়মানুসারে সেগুলি স্ট্যাম্পিং বা এন্ট্রি করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১২১ পত্রিকা কতবার ব্যবহার করা হল সেই হিসাব নিলে দেখা যায় যে, পাঠক তার নিজস্ব বিষয়ের পত্রিকা বছরে গড়ে ৭৫-৮০ বার সংগ্রহ করে। অপরপক্ষে অন্যান্য পত্রিকা যা তাঁর গবেষণায় সাহায্য করতে পারে অথচ নিজস্ব বিষয়ের উপর নয়, এরূপ পত্রিকা নেন বছরে ২০-২৫ বার।

কিন্তু কয়েকটি পত্রিকা তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়। যেমন Current Contents-Life Science. এক বছরে এই পত্রিকার মোট ৫২ টি সংখ্যা আসে এবং প্রত্যেক পাঠক সেটির প্রত্যেক সংখ্যা সংগ্রহ করে।

১২২ গ্রন্থাগারে পাঠকদের বিনা বাধায় সমস্ত পত্রিকার সম্মুখীন হতে দেওয়া হয়, ফলে যে যার প্রয়োজনানুযায়ী পত্রিকা সহজে সংগ্রহ করতে পারে। এখানকার প্রত্যেক বিভাগের জন্য পত্রিকার স্থান নির্দিষ্ট আছে এবং সেখানে বিভিন্ন পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাকে ডিস্প্লে বোর্ডের উপর রাখা হয় এবং সেই সব পত্রিকার পুরানো সংখ্যা সেখানে একত্রে রাখা হয় যাতে পাঠক সহজে সেগুলির সন্ধান পায়।

তাছাড়া, প্রত্যেক সপ্তাহে কি কি বিষয়ের কোন কোন পত্রিকা গ্রন্থাগারে এল তারও একটি তালিকা এখানে রাখার ব্যবস্থা থাকে।

**১৩ ব্যবহারকারী সম্পর্কে**

এখানকার পাঠকদের ন্যূনতম যোগ্যতা এম.এস.সি. বা এম.বি.বি.এস। সাধারণভাবে তিন শ্রেণীতে পাঠকদের ভাগ করা যায়। ১) গবেষক-ছাত্র বা রিসার্চ ফেলো, যাঁরা পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী সংক্রান্ত গবেষণার কাজে আসেন, ২) গবেষক শিক্ষক বা রিসার্চ অফিসার, অর্থাৎ পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীধারী, ৩) বহিরাগত।

১৩১ গবেষক ছাত্র বা রিসার্চ ফেলো:

এখানে পাঠকদের ফেলোশিপ দেওয়া হয় যোগ্যতা অনুসারে। তাদের কাজের বিষয়ও ঠিক করা থাকে। এর ফলে, তাঁরা যখন গ্রন্থাগারে আসেন তাঁদের নির্দিষ্ট বিষয়ের পত্রিকা সংগ্রহেই আগ্রহ বেশী দেখা যায়।

১৩২ পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীধারী বা রিসার্চ অফিসার:

এই পাঠকদের নিজস্ব বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা করতে হয়, ফলে তাদের পত্রিকা সংগ্রহও নির্দিষ্ট থাকে। অপর পক্ষে যে সমস্ত বিভাগে রিসার্চ ফেলো থাকে তাদের গাইড হিসাবেও এই পাঠকদের, পত্রিকা সংগ্রহে সাহায্য করা ও নির্দিষ্ট পথে যাওয়ার নির্দেশ দিতে হয়।

১৩৩ বহিরাগত:

এই পাঠকেরা গ্রন্থাগারের সংগ্রহ-তালিকা সম্বন্ধে বিশদভাবে খোঁজ খবর নিয়েই তবে আসেন, সচরাচর, 'Inter Library Loan' ছাড়া বাইরের পাঠকদের কখনই পত্রিকা দেওয়া হয় না। তবে রিডিং রুমে সবাই সব বিষয়ের পত্রিকা দেখতে পারেন।

১৩৪ গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যার তালিকা প্রমাণ করে যে পাঠকসংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

| বছর | মোট সদস্য সংখ্যা | গবেষক-শিক্ষক | গবেষক-ছাত্র |
|---|---|---|---|
| ১৯৮০ | ৩৫ জন | ২৬ জন | ৯ জন |
| ১৯৮১ | ৩৬ জন | ২৪ জন | ১২ জন |
| ১৯৮২ | ৩৮ জন | ২৬ জন | ১২ জন |
| ১৯৮৩ | ৪১ জন | ২৯ জন | ১২ জন |
| ১৯৮৪ | ৪৭ জন | ৩১ জন | ১৬ জন |

বিভাগ অনুসারে পাঠক সংখ্যা নিম্নরূপ:

| বিভাগ | পাঠক | ১৯৮০ | ১৯৮১ | ১৯৮২ | ১৯৮৩ | ১৯৮৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মাইক্রোবায়োলজি | গবেষক-শিক্ষক | ৬ | ৭ | ১ | ১০ | ১১ |
| | গবেষক-ছাত্র | ২ | ৩ | ৬ | ৫ | ৫ |
| বায়োকেমিস্ট্রি | গবেষক-শিক্ষক | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৪ |
| | গবেষক-ছাত্র | — | — | — | — | ১ |
| ইমিউনোলজি | গবেষক-শিক্ষক | ৩ | ২ | ৩ | ৩ | ৪ |
| | গবেষক-ছাত্র | ৩ | ৫ | ৪ | ৪ | ৪ |
| এপিডেমিওলজি | গবেষক-শিক্ষক | ৬ | ৭ | ৮ | ৮ | ৮ |
| | গবেষক-ছাত্র | ৩ | ২ | — | ১ | ১ |
| ক্লিনিক্যাল | গবেষক-শিক্ষক | ৫ | ৪ | ৩ | ৩ | ৩ |
| | গবেষক-ছাত্র | — | ২ | ২ | ২ | ২ |

১৪ মন্তব্যঃ

এখানে যে সমস্ত বিষয়ে নতুন করে সংগ্রহ শুরু হয়েছে সেই সমস্ত পত্রিকার ১০-১৫ বছরের পুরানো সংখ্যা না থাকায় পাঠকদের খুব অসুবিধা হয়। কারণ গবেষণার কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগও খোলা হয়েছে, কিন্তু স্থানাভাবে পুরানো পত্রিকা আনানো সম্ভব হচ্ছে না। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য 'মাইক্রোফিল্ম রীডার কাম প্রিন্টার' আনার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। যেহেতু 'Library is a growing organism' সেহেতু নতুন বিভাগ ও তার ফলে গ্রন্থাগারে সংগ্রহের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়বে। সেই সঙ্গে পরিষেবাও যাতে পাঠকদের কাজে লাগে তার চেষ্টাও করতে হবে গ্রন্থাগার কর্মীদের।

# গ্রন্থাগারের যে বই ফেরত আসে না

শ্রীসন্তোষকুমার বসাক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন কাজের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে গ্রন্থাগারের সামগ্রিক অবস্থার ছবিটি তুলে ধরে কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কোন অবস্থায় কতগুলি বই কেন ফেরত আসে না তার পরিসংখ্যান দিয়ে শুধু মাত্র এই বিষয়ের আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীগণ গ্রন্থাগারের পুস্তক লেন-দেন করার অধিকারী। শিক্ষাবর্ষের শেষে দেখা যায় মোট ভর্তি ছাত্রছাত্রী অপেক্ষা অনেক কম ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসে এবং অনেকেই পড়াশোনা মধ্যপথে ছেদ ঘটানোর জন্য পরীক্ষায় বসে না। যারা পরীক্ষায় বসে না তাদের মধ্যে অনেকেই গৃহীত পুস্তকগুলি গ্রন্থাগারে ফেরত দেয় না। ফলে গ্রন্থাগার এদের দ্বারা দিনদিনই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। এই অবস্থা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারে কমবেশী আছে বলেই এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাস) গ্রন্থাগারের গত এক বছরের (এপ্রিল-মার্চ, ১৯৮৪-৮৫) ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা (প্রত্যেক বছর একই সংখ্যক ধরে নিয়ে), পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, অনুপস্থিতির সংখ্যা, 'তাগিদপত্র' পাঠানোর সংখ্যা, গত ৫ বছরে অনাদায়ী পুস্তক এবং যারা পুস্তক ফেরত দেয়নি পরিসংখ্যান দিয়ে এই পরিস্থিতির চিত্রটি তুলে ধরে কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৮৪-৮৫ সালে মোট ভর্তি ৫৮৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪২৮ জন মাত্র পরীক্ষায় বসেছে এবং ১৬০ জন পরীক্ষায় বসেনি (অনুপস্থিত)। এরা পরীক্ষায় না বসলেও গ্রন্থাগার থেকে বই নেবার অধিকারী ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়েছে কিন্তু ফেরত দিতে আসেনি। (সারণি—১ দ্রঃ)

সাধারণতঃ যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বই ফেরত দেয় না, তাদেরকে গ্রন্থাগারের নিয়ম অনুযায়ী বই ফেরত দেবার জন্য হাতে বা ডাকে 'তাগিদ-পত্র' পাঠানো হয়ে থাকে। কাউকে প্রথম, কাউকে দ্বিতীয়, কাউকে তৃতীয়বারও 'তাগিদ-পত্র' পাঠিয়ে বই ফেরত আনার চেষ্টা করা হয়। এতে কিছু কিছু বই ফেরত আসলেও কিছু বই শেষ পর্যন্ত অনাদায়ী থেকেই যায়। এই অনাদায়ী বইগুলি ফেরত পাওয়ার জন্য ১৯৮৪-৮৫ সালে ১৬০টি 'তাগিদ-পত্র' পাঠানো হয়েছে। (সারণি—২ দ্রঃ)

এতৎ সত্ত্বেও ১৯৮০-৮৫ এই ৫ বছরে গ্রন্থাগারের অনাদায়ী পুস্তকের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে হয়েছে ১০১টি। অর্থাৎ গড় বছরের ২০.২টি বই গ্রন্থাগারে অনাদায়ী থাকছে। বেশী সংখ্যক বই অনাদায়ী রয়েছে যে শ্রেণীগুলিতে সেগুলি হলো এম এঃ নাটকে ১৭টি ও কণ্ঠ সংগীতে ১০টি বই। এছাড়া বি এ—২৬টি এবং হায়ার ডিপ্লোমা—২৫টি। (সারণি—৩ দ্র:)

সর্বমোট শ্রেণীগুলি বিশ্লেষণ করেও দেখা যাচ্ছে গত ৫ বছরে যারা যে বিষয় নিয়ে ভর্তি হয়ে গ্রন্থাগারে বই ফেরত দেয়নি সেই সব বইগুলির সংখ্যা উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজালে দাঁড়ায়—কণ্ঠসংগীতে ৪১টি, নাটকে ৩৮টি, চিত্রকলায় ১টি, রবীন্দ্র সঙ্গীতে ৬টি, যন্ত্রসঙ্গীতে ৪টি এবং নৃত্যে ৩টি। মোট ১০১টি বই গ্রন্থাগারে ফেরত আসেনি। গড় বছরে ২০.২টি বই ফেরত আসেনি। (সারণি—৪ দ্র:)

প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী পাঠ্যবর্ষকালীন সময়ে গ্রন্থাগার থেকে এক সঙ্গে দুটি বই পাওয়ার অধিকারী। ৫ বছরের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কারোও কাছে একটি, কারোও কাছে দুটি বই অনাদায়ী থেকে গিয়েছে. উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজালে দেখা যাচ্ছে —কণ্ঠসঙ্গীতে ২১ জন, নাটকে ২৫ জন, চিত্রকলায় জন, রবীন্দ্র সঙ্গীতে ৪ জন, যন্ত্রসঙ্গীতে ২ জন এবং নৃত্যে ২ জন ছাত্রছাত্রী গ্রন্থাগারে বই ফেরত দেয়নি। গত ৫ বছরে মোট ৭১ জন ছাত্রছাত্রী ১০১টি বই অর্থাৎ গড় বছরে ১৪.২ জন ছাত্রছাত্রী ২০.২টি বই গ্রন্থাগারে ফেরত দেয়নি। (সারণি—৫ দ্র:)

উপরোক্ত পরিসংখ্যানগুলি থেকে আমরা কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তে গ্রহণ করতে পারি।

সিদ্ধান্ত—১। গড় বছরে ২০.২টি করে বই গ্রন্থাগারে ফেরত আসছে না. ফলে গ্রন্থাগার দিন দিনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার.

সিদ্ধান্ত—২। বিশেষ করে এম এ কণ্ঠসঙ্গীত ও নাটকে, বি এ এবং হায়ার ডিপ্লোমাতেই অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বই ফেরত দিচ্ছে না। এর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সময়ে বিভাগীয় প্রধানদের আরও সতর্ক ও সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন.

সিদ্ধান্ত—৩। যে সকল ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 'তাগিদ-পত্র' পাঠিয়েও বই ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে প্রতিষ্ঠান থেকে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে বই আদায় করতে হবে।

সিদ্ধান্ত—৪। ৩নং সিদ্ধান্তটি কার্যকর না হলে শেষ চেষ্টা হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

**উপসংহার:**

অনেক বই আপাত দৃষ্টিতে ফেরত আর আসবে না বলেই মনে হলেও কোন কোন বই দীর্ঘকাল পরেও আবার ফেরত এসে থাকে এমনও দেখা যায়। সেজন্য প্রমাণ-পত্রগুলি যথাযথ সাজিয়ে রেখে বইগুলি ফেরত আসবে এই আশায় দিন কাটাতে হয়। দীর্ঘকাল পরেও যে বইগুলি ফেরত আসে সেগুলি স্পর্শেও যে সুখ অনুভব করা যায় তাতেই গ্রন্থাগার-কর্ম-জীবনে সার্থকতা ফুটে ওঠে।

সারণি-১

**১৯৮৪-৮৫ সালের হিসাব**

(প্রত্যেক বছর ভর্তির সংখ্যা একই আছে ধরে নিয়ে)

| শ্রেণী | বিষয় | ভর্তি সংখ্যা | পরীক্ষার্থী | অনুপস্থিত |
|---|---|---|---|---|
| এম এ | নাটক | ৪০ | ২১ | ১১ |
| ,, | কণ্ঠ সঙ্গীত | ১০৮ | ৬১ | ৩১ |
| ,, | যন্ত্র সঙ্গীত | ১ | ৮ | ১ |
| ,, | রবীন্দ্র সংগীত | ৮০ | ৭২ | ৮ |
| ,, | নৃত্য | ১৭ | ১ | ৮ |
| ,, | চিত্রকলা | ৮ | ৪ | ৪ |
| কন্‌ডেন্‌স্‌ড অনার্স | | ১১২ | ১০৭ | ৫ |
| বিএ (অনার্স) | | ৭১ | ৪৮ | ২০ |
| প্রি ডিগ্রী | | ১৩০ | ৭৫ | ৫৫ |
| হায়ার ডিপ্লোমা | | ১৩ | ৭ | ৬ |
| সর্ব মোট | | ৫৮৮ | ৪২৮ | ১৬০ |

সারণি—২
১১৮৪-৮৫ সালে 'তালিপ-পত্র' পাঠানোর হিসাব

| সাল | মারফত | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১১৮৪-৮৫ | হাত | ১০ |
| | ডাক | ১৫৩ |
| | মোট | ১৬৩ |

সারণি—৩
১১৮০-৮৫ (৫ বছরের) অনাদায়ী পুস্তকের হিসাব

| সাল | বিষয় | শ্রেণী: এম এ | কন্‌ডেন্‌স্‌ড অনার্স | বি এ | প্রি ডি | হায়ার ডিপ্লোমা | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৮০-৮৫ | নাটক | ১৭ | ৩ | ২৬ | ১ | ২৫ | ৮০ |
| " | কণ্ঠ সঙ্গীত | ১০ | ৪ | — | — | — | ১৪ |
| " | যন্ত্র সঙ্গীত | ২ | — | — | — | — | ২ |
| " | রবীন্দ্র সঙ্গীত | ৩ | ২ | — | — | — | ৫ |
| " | রবীন্দ্র সঙ্গীত | ৩২ | ১ | ২৬ | ১ | ২৫ | ১০১ |

গড় বছরে ২০.২টি পুস্তক

সারণি—৪
বিষয় অনুযায়ী ১১৮০-৮৫ (৫ বছরের) অনাদায়ী পুস্তকের হিসাব

| বিষয় | শ্রেণী: এম এ | কন্‌ডেন্‌স্‌ড অনার্স | বি এ ভড়ভড | প্রি ডিগ্রী | হায়ার ডিপ্লোমা | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নাটক | ১৭ | ৩ | ৪ | ৪ | ১০ | ৩৮ |
| কণ্ঠ সঙ্গীত | ১০ | ৪ | ১১ | ৩ | ১০ | ৪১ |
| যন্ত্র সঙ্গীত | ২ | — | — | — | ২ | ৪ |
| রবীন্দ্র সঙ্গীত | ৩ | ২ | ১ | — | — | ৬ |
| নৃত্য | — | — | ১ | ২ | — | ৩ |
| চিত্রকলা | — | — | ১ | — | — | ১ |
| মোট | ৩২ | ১ | ২৬ | ১ | ২৫ | ১০১ |

সারণি—৫
১৯৮০-৮৫ (৫ বছরের) ছাত্রছাত্রীদলের সংখ্যার হিসাব
(যাদের কাছ থেকে পুস্তক ফেরত পাওয়া যায়নি)

শ্রেণী

| বিষয় | এম এ | কনডেন্সড অনার্স | বি এ | প্রি ডিগ্রী | হায়ার ডিপ্লোমা | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নাটক | ১০ | ২ | ০ | ০ | ৭ | ২৫ |
| কণ্ঠ সঙ্গীত | ৮ | ৩ | ৭ | ২ | ১ | ২১ |
| যন্ত্র সঙ্গীত | ১ | — | — | — | ১ | ২ |
| রবীন্দ্র সঙ্গীত | ২ | ১ | ১ | — | — | ৪ |
| নৃত্য | — | — | ১ | ১ | — | ২ |
| চিত্রকলা | — | — | ১ | — | — | ১ |
| মোট | ২১ | ৬ | ২১ | ৬ | ১৭ | ৭১ |

গড় বছরে ১৪.২ জন

# পঃ বঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা, বর্ধমান জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান তথ্য

শিবানন্দ পাল
রাণীগঞ্জ শহর গ্রন্থাগার

১ যে কোন বিষয় সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা বা উপলব্ধি বোঝাতে গেলে সেই বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক তথ্য বা পরিসংখ্যানের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই পরিসংখ্যানের অভাব লক্ষণীয়। পরিসংখ্যানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সকলেই কম-বেশী উদাসীন। পরিসংখ্যান মূলক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কাজটি প্রচন্ড শ্রম সাধ্য।

ব্যাপক পরিশ্রম সাপেক্ষে কয়েকজন গ্রন্থাগারকর্মীর সহযোগিতায় বর্ধমান জেলার কয়েকটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের তথ্যের উপর নির্ভর করে আমি এই প্রবন্ধের প্রয়োজনে সারণিগুলি তৈরী করেছি। বিশেষ কারণে গ্রন্থাগারগুলির নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে না। গ্রন্থাগারগুলিতে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে. সবকটি গ্রন্থাগারই গ্রামীণ স্তরের। প্রাথমিক শ্রেণীর। গ্রন্থাগারগুলির নামের পরিবর্তে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুটি গ্রন্থাগার পুরানো। অন্যগুলির ১৯৭৯ বা পরবর্তী বছরগুলিতে স্পনসর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টা আন্তরিক। সম্পূর্ণ না হলেও যতটা সম্ভব তথ্য সরবরাহ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১১ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ সম্পর্কে : গ্রন্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন নীতি অনুসরণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়নি. স্পনসর্ড প্রথায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে দান হিসাবে গ্রন্থ সংগ্রহের ঘটনা ঘটলেও স্পনসর্ড প্রথায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তা কদাচ ঘটেছে। গ্রন্থ সংগ্রহে পাঠকের চাহিদাকে গুরুত্ব দান, নতুন নতুন বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ বা উন্নততর রুচির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি

প্রভৃতি বিষয়গুলি গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহের সময়ে নীতি নির্ধারণে বিবেচিত হয় বলে মনে হয় নি।

১১১ গ্রন্থাগারে কি কি বিষয়ের বই কতগুলি করে আছে।

১১২ গত পাঁচ বছরের প্রত্যেক বছরে কতগুলি করে বই কেনা হয়েছে এবং তার জন্য কত টাকা করে বছরে ব্যয় হয়েছে।

আমাদের অনুসন্ধান ছিল যতটা সম্ভব আধুনিক (up to date) তথ্য সংগ্রহ করা। সেই চেষ্টা আমাদের সফল হয়েছে। আমরা ১৯৮৫ সালের ১৫ই মার্চ পর্যন্ত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাই গত পাঁচ বছরের সঙ্গে এই বছরের ১৫ই মার্চ পর্যন্ত হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। স্পনসর্ড হওয়ার আগে গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ-সংগ্রহ কেমন ছিল তাও যতটা পেরেছি উল্লেখ করেছি।

সারণি—১

| গ্রন্থাগারের নাম | পুস্তকের সংখ্যা | ০ সাধারণ | ১ দর্শন | ২ ধর্ম | ৩ সমাজবিজ্ঞান | ৪ ভাষাতত্ত্ব | ৫ বিজ্ঞান | ৬ প্রযুক্তিবিদ্যা | ৭ চারুকলা | ৮ সাহিত্য | ৯ ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | ৯৩৬ | ১ | ১২ | ২০ | ৯০ | × | ২৫ | × | ২০ | ৭২৩ | ৪৫ |
| খ | ১১০০ | × | ৪ | ১০০ | ৫ | × | ৩০ | ৩০ | ২ | ৭৬৪ | ৬৫ |
| গ | ১০৯৯ | ৪ | ৩ | ৪০ | ২৫ | ১৪ | ২৪ | ৫ | ১৭ | ৪৬৪ | ৫০ |
| ঘ | ৮৭৪ | ৩ | ১৫ | ১০ | ১০ | ১ | ৫ | ৩ | ১০ | ৭৬৭ | ৫০ |
| ঙ | ৭১১ | ২ | ১১ | ১৪ | ১৩ | ৩ | ১০ | ৫ | ২ | ৬৩০ | ৩০ |
| চ | ১৪১৫ | ৬০ | ৪৫ | ৪৬ | ৩১ | ৭২ | ৭৪ | ৪৯ | ১৪৪ | ১১৩২ | ১০৫ |
| ছ | ৬১৬ | × | ৪০ | ৭ | × | × | ১০ | × | ২৩ | ৪৫৪ | ৪২ |
| জ | ২৪২০ | ৬ | ৪ | ২৭ | ১০ | ২ | ৯৩ | ৪ | ৬ | ২২৩৪ | ১০২ |
| ঝ | ১৪৯৪ | ৪ | ৬ | ২১ | ৭ | ২ | ১০ | ৬ | ৪ | ১৭৫৫ | ৭৯ |
| ঞ | ৩৫০০ | ৭ | ১১ | ৩৪ | ১২ | ৩ | ১৪ | ১১ | ৭ | ৩২৪৪ | ১৪৫ |
| ট | ৩৭৬০ | ৯ | ৯ | ৪৪ | ৭ | × | ২১ | × | ১৩ | ৩৪৪৪ | ২৬৩ |
| ঠ | ২৬৫ | × | × | ৭ | × | × | ২ | × | ১ | ২৩৪ | ১৭ |
| ড | ১৭৬৪ | ৫২ | ৫৪ | ৪৪ | ২৪৪ | ৬১ | ১২৪ | ২৪ | ২২ | ৪৫৭ | ২৪২ |
| ঢ | ৪৭৪০ | ৩১ | ১২৫ | ২৪৬ | ১৫১ | ৪১২ | ১৫০ | ২ | ৩০ | ৬৪৩২ | ৫৯৪ |
| ণ | ৩৫৬ | × | × | ১০০ | ১০ | × | ২০ | × | × | ৩১৭২ | ১০০ |

গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের বিষয়ানুগ সারণি

১১৩ গ্রন্থ লেনদেনের বাইরে গ্রন্থাগারে কোনও অনুসন্ধিৎসুর কাছ থেকে কোন প্রশ্ন পান কিনা? বিষয়টি অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে আলোচ্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে তিনটি গ্রন্থাগারে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। এই গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবহারকারী বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়, প্রশ্নগুলি জানতে চেয়েছিলেন। ধর্ম, রাজনৈতিক ঘটনা, পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ। বিজ্ঞাপন, চিকিৎসা, ভ্রমণ, পড়াশোনা প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত। প্রশ্নগুলি হল।

* পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী কোথায় কবে পাওয়া যাবে?

* শরৎ রচনাবলীর গ্রাহক কোথায় হওয়া যাবে?
* ফ্রেনের সময়?
* এলাকাভিত্তিক কতগুলি সংবাদপত্র আছে?

১২ সংগৃহীত গ্রন্থের ব্যবহার সম্পর্কে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারে পুস্তক লেনদেন হয় মামুলী প্রথায়। বর্গীকরণ সূচী অনুসরণ বা ক্যাটালগ রাখা কোনটাই নেই। এ বিষয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনায় কর্মকর্তাদের যেমন অনাগ্রহ জানতে পারা গেছে তেমনি কর্মীদের উৎসাহের অভাব দেখা গেছে। কর্মীরা অনেকটা যেন গতানুগতিক প্রবাহে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছেন। সুখের কথা, দুটি গ্রন্থাগারে কাজ আরম্ভ হয়েছে।

সারণি—২

১৯৮০-৮৫ সালে গ্রন্থক্রয় খাতে ব্যয় ও গ্রন্থ ক্রয়ের পরিমাণ

| গ্রন্থাগারের নাম | ১৯৮০ | | ১৯৮১ | | ১৯৮২ | | ১৯৮৩ | | ১৯৮৪ | | ১৯৮৫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | কতগুলি বই | ব্যয়ের পরিমাণ | কতগুলি বই | ব্যয়ের পরিমাণ | কতগুলি বই | ব্যয়ের পরিমাণ | কতগুলি বই | ব্যয়ের পরিমাণ | কতগুলি বই | ব্যয়ের পরিমাণ | কতগুলি বই | ব্যয়ের পরিমাণ |
| ক | × | @ | [illegible] | × | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | * | * |
| খ | @৩৩৩ | × | ১০০ | ১০০০/- | ১৩১ | ১২১৪/- | ৪৫৭ | ৩০৫৭/- | ১৪১ | ৯১১৫/- | * | * |
| গ | × | @ | ৬০১ | × | ১৯৩ | ১৯১৬/- | ৯৩১ | ৯১১৫/- | ৬১ | ৮৫৫/- | ৩০ | ৪০০/- |
| ঘ | × | @ | ২০৯ | × | ১৫৯ | ১৭৯৪/- | ১৫৪ | ৯১১/- | ১৫৫ | ৫৮৫/- | * | * |
| ঙ | × | × | × | × | ৩১১ | ১৫০০/- | ১৯১ | ১৫০০/- | ১৯৫ | ১৯০০/- | * | * |
| চ | @ ২১৩০ | × | ১৪২ | × | ১৪৬ | ৮৪৫/- | ২০০ | ৩৭৩৩/- | ১০৫ | ১৪১৯/- | * | * |
| ছ | × | × | × | × | ১৪১ | ১৫০০/- | ১৫৪ | ২৭৫০/- | ৮২ | ১৫৩১ | ১৫১ | ১৫০০/- |
| জ | @ ১৪৮৩ | × | ২৫৫ | ২৫০০/- | ১৯৭ | ১৫০০/- | ১৫৫ | ১৪৯৩/- | ১৪০ | ১৫০০/- | * | * |
| ঝ | @ ২৯৩০ | × | ১৪০ | × | ১৯৩ | × | ১৯৩ | × | ১৪১ | × | * | * |
| ঞ | @ ২১০১ | × | ২১১ | × | ২০০ | × | ১৪৪ | × | ১৪০ | × | * | * |
| ট | ২০৯ | × | ২০০ | × | ২০৭ | × | ১৫৩ | × | ১৪৫ | × | * | * |
| ঠ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ড | @ ১১৭৩ | × | ২১১ | ১৫০০/- | ১৭১ | ১৫০০/- | ১৩৭ | ১৪৯৫/- | ৭৪ | ১৫০০/- | * | * |
| ঢ | ২৬৬ | ২৩০/- | ২৭২ | ২১০০/- | ২১৪ | ১৫০০/- | ১৯৯ | ১২১৪/- | ১৮২ | ১৫৭০/- | * | * |
| ণ | ৯১ | ৭৪/- | ৪৭ | ৫৭৩/- | ২৭ | ১৭১/- | ১৯২ | ৬০৫/- | ১৪৩ | ১৯১২/- | * | * |

@ স্পনসর্ড হওয়ার পূর্বের গ্রন্থ সংগ্রহ।
* এই সময় কোন গ্রন্থ ক্রয় করা হয় নি।
× জানা যায় নি।

সারণি—৩

| গ্রন্থাগার-বর্ষ নাম | মোট বাজেট | ঔষধাদি | গন্ধ | মিশ্রক | [illegible] | বিজ্ঞাপন | গন্ধ | ধূপ | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | ২১০০ | ৫০০ | ৬০০ | ৭০০ | ২০০ | নাই | নাই | নাই | ১০০ |
| খ | ৪০০০ | ৮০০ | ১৪০০ | ৪০০ | নাই | ২০০ | ৪০০ | ২০০ | ২০০ |
| গ | ১৫০০ | ৪০০ | ২০০ | ২০০ | ৩০০ | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ |
| ঘ | ৪২৫০ | ১০০ | ৫০ | ৩০০ | ৩০০ | ২০০ | ৩০০ | নাই | ৩০০০ |
| ঙ | ১৪০০ | ১০০ | ৪০০ | ১০০ | ২০০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ |
| চ | ২৪৫০ | ২০০ | ৪০০ | ১৫০ | ৪০০ | ১৫০ | ২০০ | ২০৪ | ৩০০ |
| ছ | ৪০০০ | ৫০০ | ২১০০ | ৩০০ | ২০০ | ৩০০ | ২০০ | ৩০০ | ১০০ |
| জ | ৮০০০ | ৭০০ | ২৫০০ | ৬০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ১৩০০ | ২০০০ |
| ঝ | ১৪০০ | ৫০ | ৮৫০০ | ১০০ | ১৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ১০০ |
| ঞ | ১৮০০ | ১৫০ | ৪০০ | ১০০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ |
| ট | ২৮০০ | ২০০ | ১৬০০ | ২০০ | ৩০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ২০০ |
| ঠ | ২০০ | ২৫ | ৭৫ | ৫০ | ৫০ | নাই | নাই | নাই | নাই |
| ড | ২২০৮ | ২৮২ | ২৩৩ | ১৯২ | ৭০৫ | ১৬২ | ২৪৯ | ১৭৫ | ২৩৭ |
| ঢ | ৫০০০ | ৪০০ | ১৩৫০ | ৪৫০ | ৭০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৩৫০ | ৫০০ |
| ণ | ৭০০০ | ১৬৫০ | ১১০০ | ১০০০ | ১০০০ | ৫০০ | ৬০০ | ৫০০ | ৫০ |

সংগৃহীত গ্রন্থের বিষয়ানুগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত নমুনা

১২১ কি কি বিষয়ের বই কতগুলি করে ব্যবহারকারী-দের বছরে ঋণ দেওয়া হয়েছে:

১২২ গ্রন্থাগারের পাঠককে কি কি বিষয়ে বই পড়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল।

একটি দুটি ছাড়া আর সব গ্রন্থাগারেই পাঠকক্ষ নামে আলাদা স্বতন্ত্র কক্ষের অবস্থান নেই। যেখানে আছে সেখানে টি.ভি. প্রদর্শনের ভূমিকাই মুখ্য। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে লাইব্রেরী কক্ষে আলমারী পার্টিশনের দ্বারা বা একটি টেবিল দিয়ে পাঠকক্ষের কাজ চালান হয়। দৈনিক সংবাদপত্র, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকা ইত্যাদি রাখা হয়। নীচের সারণীতে কি কি ধরণের পত্র পত্রিকা গ্রন্থাগারগুলিতে সংগ্রহ করা হচ্ছে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি—৪

কি কি ধরনের পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করা হয়—

| গ্রন্থাগারের নাম | পাঠকক্ষ আছে কিনা | দৈনিক সংবাদ পত্র | পত্রিকা |
|---|---|---|---|
| ক | * হ্যাঁ | বসুমতী, আজকাল গণশক্তি | খেলা, পশ্চিমবঙ্গ, যুবমানস, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, এমপ্লয়েন্টমেন্ট গেজেট। |
| খ | নেই | আজকাল | পরিবর্তন, খেলা। |
| গ | নেই | বসুমতী | দেশ, খেলার আসর, শুকতারা, কর্মক্ষেত্র। |
| ঘ | নেই | বসুমতী যুগান্তর গণশক্তি, Statesman | Appointment Gazette, পশ্চিমবঙ্গ, যুবমানস, খেলার আসর. |
| ঙ | নেই | বসুমতী | নেওয়া হয় না। |
| চ | নেই | বসুমতী | পর্যবেক্ষক, উর্বরাদর্পণ, খেলার আসর, আনন্দমেলা, দেশ, গ্রুপথিয়েটার, Sports. |
| ছ | নেই | যুগান্তর | নতুনচিঠি, কর্মক্ষেত্র, পশ্চিমবঙ্গ, জ্ঞানবিজ্ঞান: পরিবর্তন, দেশ, কলেজ স্ট্রীট, শুকতারা, খেলার আসর। |
| জ | নেই | আজকাল | খেলা, পরিবর্তন, শুকতারা, কর্মক্ষেত্র, Appointment Gazette, Statesman (কেবলমাত্র রবিবার) |
| ঝ | X | X | X |
| ঞ | X | X | X |
| ট | হ্যাঁ | বসুমতী, গণশক্তি | দেশ, খেলার আসর, কাটোয়ার কলম। |
| ঠ | X | X | X |
| ড | হ্যাঁ | সত্যযুগ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, গণশক্তি | পশ্চিমবঙ্গ, দেশহিতৈষী, যুবমানস, খণ্ডঘোষ সমাচার খেলার আসর, কিশোর জগৎ, সোভিয়েত দেশ, নতুন চিঠি |
| ঢ | হ্যাঁ | আনন্দবাজার | দেশ, পরিবর্তন, শুকতারা, চাঁদমামা, পশ্চিমবঙ্গ; ধন ধানো, বর্ধমানের ডাক, সমাজ শিক্ষা, শিক্ষা, সমাচার। |
| ণ | * হ্যাঁ | যুগান্তর, আজকাল | দেশ, আনন্দমেলা, কলেজস্ট্রীট। |

* টি-ভি প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়.

১০ ব্যবহারকারী সম্পর্কে।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পেশাগত তথ্য কোন গ্রন্থাগারেই বিশদভাবে সংগ্রহ করা নেই। গ্রন্থাগার কর্মীদের অভিজ্ঞতা দু'একটি ক্ষেত্রে পরিচালন কমিটির কারো সাহায্য নিয়ে নিচের তথ্য সারণি প্রস্তুত করা হয়েছে।

১০১ ব্যবহারকারীদের কতজন পুরুষ/মহিলা, যুবক/যুবতী ইত্যাদি।

গ্রন্থাগারকে ব্যবহারকারীদের শিক্ষার মান অনুযায়ী যদি গড়ে তুলতে হয় তবে জানা দরকার তাদের স্বরূপ কি রকম। সেই জন্য উপরোক্ত তথ্যাদি [illegible] গ্রন্থাগারে রাখা প্রয়োজনীয়।

সারণি—৫

গ্রন্থব্যবহারকারিদের নমুনা

| গ্রন্থাগারের নাম | কিশোর কিশোরী | যুবক যুবতী | মধ্যবয়সী স্ত্রী/পুরুষ | বৃদ্ধ বৃদ্ধা | মোট স্ত্রী/পুরুষ | মোট মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | ১৮/৪ | ১৪৫/৬ | ৫০/১ | ১০/১ | ২৬৩/১২ | ২৭৫ |
| খ | ২৭/১০ | ১৬২/১৪ | ৩৪/২ | ৮/২ | ২৩১/২৪ | ২৫৯ |
| গ | ৪৬/১০ | ১৪১/১১ | ৫৫/১ | ১১/০ | ২৯৭/২২ | ৩১৫ |
| ঘ | ১২/০ | ৪৫/৪ | ৫১/০ | ১/০ | ১০৯/৪ | ১১৩ |
| ঙ | ৫/১০ | ২৬/১০ | ১৬/১ | ৪/০ | ৫১/২১ | ৭২ |
| চ | ১৬/১৯ | ৬৮/৯ | ৪৬/২ | ১২/০ | ১৪২/৩৯ | ১৯২ |
| ছ | ১৪/৩ | ৯০/২১ | ৩৩/৪ | ১/২ | ১০৮/৩০ | ১৬৮ |
| জ | ৫/২ | ১৭৫/২১ | ৯৬/১৪ | ৪/৩ | ২৮০/৪০ | ৩২০ |
| ঝ | ৪/৫ | ৫০/১ | ১৩/১৬ | ১২/১ | ৪২/২৩ | ১০৫ |
| ঞ | ৭৯/২১ | ১৯৮/২৭ | ২৩/১৩ | ১/৩ | ৩৫১/৬৪ | ৩৬৫ |
| ট | ৩৫/১৯ | ৪৪/১৪ | ১০/২ | ২/১ | ১৩৫/৩৬ | ১৭১ |
| ঠ | ২/০ | ৪৩/৫ | ১১/১৩ | ১০/০ | ৬৬/১৪ | ৮৪ |
| ড | ১০/৬ | ২৫/৪ | ৩/০ | ০/০ | ৩৪/১০ | ৪৪ |
| ঢ | ১২/৬ | ১০০/১২ | ৩০/৩৭ | ১২/১৩ | ১৫৭/৬৪ | ২৪২ |
| ণ | ৩০/১৫ | ১৯৬/১০ | ১২৮/৫ | ২৫/১ | ৩৭১/৩১ | ৪১০ |

সারণি—৬

গ্রন্থব্যবহারকারিদের প্রকারভেদ

(পেশা অনুসারে)

| গ্রন্থাগারের নাম | ছাত্র | শিক্ষক | কৃষক | শ্রমিক | আদিম কর্মী | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | ১৩৬ | ৪ | ১ | ১৯ | ৭৬ | ৫৯ |
| খ | ৬৬ | ১৩ | ১৫ | ২৭ | ৭৫ | ৬৩ |
| গ | ৪১ | ১৫ | ১৪ | ৩৩ | ৯১ | ২৩৪ |
| ঘ | ৩২ | ৪ | নেই | ৫৪ | নেই | ১৯ |
| ঙ | ২০ | ২ | নেই | ৩৭ | ২ | ১০ |
| চ | ৪০ | ৪ | ১০ | ৩ | ৭৩ | ৪২ |
| ছ | ২৪ | ৯ | নেই | নেই | ৩৩ | ৯৪ |
| জ | ৩০ | ১৬ | ৪ | ৪ | ৪২ | ২২০ |
| ঝ | ২৭ | ৩ | নেই | ৬০ | ৫ | ১০ |
| ঞ | ৯১ | ৫৩ | নেই | ১৩৬ | ৬০ | ২৫ |
| ট | ৪২ | ২৪ | ৬৪ | নেই | ২৪ | ১৩ |
| ঠ | ২১ | ৪ | নেই | ২৪ | ২২ | ১৩ |
| ড | ১২ | ৭ | ১৪ | নেই | ৪ | ৩ |
| ঢ | ৫৭ | নেই | ৭৭ | নেই | ৪১ | ৬৭ |
| ণ | ৪৫ | ১৪ | ১০০ | নেই | ৪৬ | ৬১ |

১৪ গ্রন্থাগারের সেবার এলাকা সম্পর্কে

গ্রন্থাগার পরিসেবা এক বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচী, এই কর্মসূচী রূপায়িত হবে তার সামগ্রিক বিশ্লেষণে। তাই যে জনপদ বা অঞ্চলে গ্রন্থাগার অবস্থিত সেই এলাকার ভৌগলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থাগুলি জানা প্রয়োজন।

সারণি—৭

| গ্রন্থাগারের নাম | এলাকার আয়তন | জনসংখ্যা কতজন কোন পেশার, শিক্ষিত ও নিরক্ষরের সংখ্যা | কোন শিল্প থাকলে কি ধরনের | কতগুলি শিক্ষায়তন আছে/ কি ধরনের |
|---|---|---|---|---|
| ক | ২.৫ বঃ কিমিঃ | ৮০০০<br>— | ১টি<br>কাগজ শিল্প | ৪টি প্রাথমিক<br>১টি মাধ্যমিক |
| খ | ২ বঃ কিমিঃ | ৫০০০<br>৩৬% শিক্ষিত<br>৫০% শিল্পে<br>৫০% কৃষিতে নিযুক্ত | ২-৪টি<br>ক্ষুদ্র শিল্প | ২টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র<br>৩টি প্রাথমিক<br>১টি মাধ্যমিক |
| গ | ১ বঃ মাইল | ২৭০<br>৪০% শিক্ষিত<br>বাকী কৃষিতে নির্ভরশীল নিরক্ষর | বন বিভাগ আছে<br>১টি ইঁটের কারখানা | ১টি ননফরমাল<br>১টি প্রাথমিক |
| ঘ | ১ বঃ কিমিঃ | ৬০০০<br>৫০% শিক্ষিত | ১টি<br>কাগজ শিল্প | ৪টি প্রাথমিক<br>২টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র |
| ঙ | ১ বঃ কিমিঃ | ৪০০০<br>৪০% শিক্ষিত<br>৮০% শিল্প শ্রমিক | ২টি<br>ক্ষুদ্র শিল্প | ২টি প্রাথমিক<br>১টি মাধ্যমিক<br>১টি উচ্চমাধ্যমিক |
| চ | ১.৫ বঃ মাইল | ৪০০০<br>৪০% শিক্ষিত<br>৮০% শিল্পে নিযুক্ত | •<br>কয়লা শিল্প | ০টি নন-ফরম্যাল<br>২টি প্রাথমিক<br>১টি উচ্চমাধ্যমিক<br>১টি কলেজ |
| ছ | ১ বঃ কিমিঃ | ৩৫০০<br>৬০% শিক্ষিত<br>১০% ব্যবসায়ী | নেই | ২টি প্রাথমিক<br>০টি মাধ্যমিক |
| জ | ৫ বঃ কিমিঃ | ১৫০০০<br>২০% শিক্ষিত<br>৪০% অল্পশিক্ষিত<br>৪০% নিরক্ষর | নেই | ১টি উচ্চমাধ্যমিক<br>১টি কলেজ<br>২০টি প্রাথমিক<br>৫টি মাধ্যমিক<br>১টি উচ্চমাধ্যমিক<br>১টি কলেজ |
| ঝ<br>ঞ<br>ট<br>ঠ | কোন তথ্য জানা যায় নি | | | |
| ড | ৫ বঃ কিমিঃ | ১০,৬৪৪<br>৫১২ চাকুরে<br>৬২৫৭ কৃষিজীবি<br>৫৭৯০ ছাত্র<br>১০৮০ অন্যান্য<br>৫৭০৯ নিরক্ষর | নেই | ১৫টি প্রাথমিক<br>২টি মাধ্যমিক<br>১টি উচ্চমাধ্যমিক<br>৪টি বয়স্কশিক্ষা |

ঢ /ণ কোন তথ্য জানা যায় নি

১৫ঃ প্রবন্ধের আরম্ভে বলা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে দুটি পুরানো আমলের, অন্যগুলি ১৯৭১ বা তার পরবর্তী বছরগুলিতে স্পনসর্ড প্রথার আওতায় এসেছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কিভাবে চলছে এবং গত কয়েক বছরে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা এই প্রবন্ধে করা হয়েছে। তাই তথ্য বিশ্লেষণের সাহায্যকারী হিসাবে নিচে একটি সারণী প্রস্তুত করা হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বুধবার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ মঙ্গলবার প্রতি মাসে বন্ধ থাকে।

(১) গ্রন্থাগার খোলার সময়—
১১—৬টা—ঘ, ঠ, ঢ (৩)
১২—৭টা—খ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ড (৭)
১—৮টা—ক, গ, চ, ণ (৪)
৪—৮টা—ঙ (১)

মন্তব্যঃ ১৫টি গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রায় অর্ধেক গ্রন্থাগার (৭) দৈনিক কালের সময় হলো ১২-৭টা। মাত্র একটি গ্রন্থাগার সরকারী আদেশনামা থাকে না।

(২) গ্রন্থাগারগুলি স্পনসর্ড প্রথার আওতাভুক্ত হওয়ার কাল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মাত্র দুটি গ্রন্থাগার পুরানো অর্থাৎ ১৯৫৭ (চ), ১৯৬১ (ট)। বাকী সমস্ত গ্রন্থাগার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে স্পনসর্ড প্রথায় এসেছে। যেমন ১৯৭৯=২; ১৯৮০=৫; ১৯৮১=৪; ১৯৮২=২

(৩) পুস্তকের গড় লেনদেন
হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সর্বনিম্ন গড় ইস্যু—১। বাকী হিসাব নিম্নরূপ।
১—১০=৫
১১—২০=৬
২১—৩০=২
৩১—৪০=২

১৬ উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে দুচার কথা সাধারণের ভাবাবেগ বা অনুভূতি যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রসারণ বা বিস্তৃতি ঘটানোর ক্ষেত্রে মূল্যবান বা প্রয়োজনীয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্মের মূল লক্ষ্য যে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে তাদের ভাবাবেগ, অনুভূতি গুলিকে অনুধাবন করা এবং সেই মতো তাঁর প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালিত করার প্রয়াস চালানো যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগণ গ্রন্থাগারটিকে তাঁদের মনোমত বলে মনে করে এবং সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে। নীট ফল আসবে গ্রন্থাগার আইনের সফল রূপায়ণ এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার।

বর্তমানে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একজন আধাবৃত্তি কুশলী কর্মী এবং একজন সহকারী কাজ করেন। এঁদের কাজের পরিধি কতটা বিস্তৃত হতে পারে তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা আমাদের করতে হবে। প্রতি ১০০ জন ব্যবহারকারীর জন্য যদি ১ জন, আধাবৃত্তি-কুশলী কর্মীর সুপারিশ করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে বর্তমান গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে মাত্র ১৫০ জন ব্যবহারকারীর কাছে। অর্থাৎ জনবসতির ৪ ভাগের ১ ভাগ ব্যবহারকারী হিসাবে ৬০০ জন সংখ্যার বসতি এলাকায় আজকের এক একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করা চলতে পারে। এই অবস্থায় একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার তার দ্বিমুখী পরিষেবা অর্থাৎ পুস্তক সংক্রান্ত কাজ এবং তথ্য সরবরাহ করতে পারে। তখনই গ্রন্থাগারিক তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বিমুখী কাজ নিম্নলিখিতভাবে পরিচালিত হবে।

**গ্রন্থাগারিক**

| গ্রন্থ, নথিপত্র ও তথ্য সম্বলিত উপাদান উৎস ও প্রাপ্যতা | গ্রন্থ, নথিপত্র ও তথ্য উপাদানের নির্বাচন, সংযোজন ও সংরক্ষণ | গ্রন্থাগার ও তার কাজ সংগঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ | পরিষেবা ও তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া | সমাজজীবন ও ব্যবহারকারী। |
|---|---|---|---|---|

আজ গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন ধরনের মানসিকতার মানুষ আসেন। তাঁদের মধ্যে যেমন অল্পশিক্ষিত, শিক্ষিত নানা রকমের মানুষ, বুদ্ধিজীবি, উচ্চশিক্ষিত ছাত্র/ছাত্রী, মহিলা/পুরুষ সকলেই আছেন। এখন একটা প্রশ্ন আসে। এঁরা সকলেই গ্রন্থাগার কর্মীদের কি চোখে দেখেন? গ্রন্থাগারিকদের কি মনে করেন? এটা আজকের দিনে একটি গ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

আমাদের শেষ কথা, এই প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত তথ্য যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া সংগ্রহ করা এই অল্প সময়ে সম্ভব হতো না, তাঁদের সেই সহযোগী বন্ধুদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

# ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ ১১. ৯. ৮৬

**উদ্বোধন অধিবেশন**

বিগত ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ সন্ধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির (NLEA) সদস্যদের পরিবেশিত উদ্বোধন সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু প্রথমেই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি, দর্শক এবং অতিথিবর্গকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, এটা দুঃখজনক যে স্বাধীনতালাভের প্রায় ৪০ বছর পরও আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেনি—এখনও দেশের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। সংবিধানে বর্ণিত আদর্শের রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে তিনি নয়া শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন এবং বলেন যে সার্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে বা শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণারই প্রকাশ এই শিক্ষানীতিতে নেই—কোন লক্ষ্যই নেই। তিনি বলেন যে আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের মূল দৃষ্টিভঙ্গীটাই মুষ্টিমেয় মানুষকে কেন্দ্র করে, সে নয়া অর্থনৈতিক নীতিই হোক, আর নয়া শিক্ষানীতিই হোক—আর তাই ফলশ্রুতি সীমিত মানুষের জন্য 'নবোদয় বিদ্যালয়'। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে যত বেশী মানুষকে সম্ভব শিক্ষিত করা। তাই অত্যন্ত সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যেও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, কিছু বই, পোষাক বা খাওয়ার ব্যবস্থা করা গেছে। কিছু দুর্বলতা থাকলেও পারস্পরিক আলোচনা বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেগুলিকে সংশোধন করতে হবে। শিক্ষানীতির সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে তাঁর সরকার বিগত কয়েকবছরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব করেছেন, আরও করা প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনায় গ্রন্থাগার কর্মী ও তাঁদের সংগঠনই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারেন।

ভারতবর্ষের সচেতন গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী ভূমিকার উল্লেখ করে শ্রীবসু বলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী পালন করতে ব্রতী হয়ে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর চেতনা-ভাবনাকে সাধারণ মানুষের আরও ব্যাপকতর অংশের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার—লজ্জার কথা সবার কাছে রবীন্দ্রনাথকে এখনও নিয়ে যাওয়া যায়নি—রাজ্য সরকার সে চেষ্টা করছে।

বিগত নয় বছরে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নে যতটুকু কাজ করা গেছে তার জন্য গৌরব অনুভব করে মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন যে পাঠকের চাহিদা পূরণ এবং পাঠরুচি নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তনে গ্রন্থাগারিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে—গ্রন্থাগারিক যদি সামাজিক সচেতনতা বা সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকল স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারেন, তবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে।

কাগজপত্র এবং বই-এর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার আরও বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে শ্রীবসু মনে করেন, কারণ তার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশী সহায়তা পাবেন।

পরিশেষে তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে সমবেত সকলে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি এবং কর্মপদ্ধতি সুপারিশ করবেন এবং সরকারকে সাহায্য করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তুলবেন, যাতে সমাজে সুস্থ চেতনা জাগ্রত হয়।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বিশেষ অতিথি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস বলেন যে ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ২২ ভাগ মানুষ প্রাথমিক ও মাত্র ৪ ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পার হতে পেরেছেন, মাতৃভাষায় প্রকাশিত বই পড়ে বোঝবার ক্ষমতা শতকরা মাত্র ৪ জনের—এর মধ্যে মহিলা শতকরা মাত্র ১·৩ জন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষার উল্লেখ করে শ্রীবিশ্বাস বলেন যে যেখানে জাপানে প্রতি হাজার মানুষ পিছু বছরে ১১০০০ (উনিশ হাজার) কে.জি. কাগজ ব্যবহৃত হয়, সেখানে সমসংখ্যক মানুষের জন্য আমাদের দেশে ব্যবহার হয় ৩১১ কে.জি.। ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ শিক্ষাখাতে

শতকরা ১০ ভাগ টাকা ব্যয়ের কথা বলেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা মাত্র ১ ভাগ শিক্ষা-খাতে ব্যয় করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। গ্রন্থাগার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে যদিও নয়া শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি মাত্র অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছে, action plan নামক কার্যকরী দলিলটিতে এ সম্পর্কে একটি বাক্যও ব্যয় করা হয়নি। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিগত নয় বছরে গ্রন্থাগার স্থাপন, গ্রন্থাগার খাতে অনুদান বৃদ্ধি, গ্রন্থাগার-মাধ্যমে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছে—ভারতবর্ষে কর্মীদের ক্ষেত্রে নানা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতিতে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে গ্রন্থাগারকর্মীরা রাজ্য সরকারী কর্মীদের প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা পান, কারণ বামফ্রন্ট বিশ্বাস করে যে কর্মীদের অব-হেলিত রেখে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। কিন্তু পাশাপাশি গ্রন্থাগারিক বন্ধুদেরও সুন্দর ব্যবহার এবং গ্রন্থ সম্পর্কে সম্যক অবহিতির মাধ্যমে পাঠক ও পুস্তকের মধ্যে সেতুবন্ধনের যজ্ঞে পুরোহিতের ভূমিকা, চাহিদা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যদিও অধিকাংশ কর্মীবন্ধু ঐকান্তিকতার সঙ্গে ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করছেন, খবর আছে, কিছু কর্মী সেটা করতে চাইছেন না—এই দুঃখজনক দুর্বলতা দূর করতে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

শ্রীবিশ্বাস বলেন, সারা ভারতবর্ষ বাংলার কাছে সাংস্কৃতিক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা আশা করে এবং তাই সকলকে সচেষ্ট হতে হবে তাঁদের কামনা পূরণ করবার জন্য —সকলে মিলে যত দ্রুত সম্ভব তথ্যকে ব্যাপকতম মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার, নিরক্ষরকে সাক্ষর করার কাজ করে যেতে হবে। আকাশবাণী, দূরদর্শন কখনও গ্রন্থাগারের বিকল্প হতে পারে না বলে মনে করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের উপর দাঁড়িয়ে গ্রন্থাগারকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে—শিক্ষার উপর, সংস্কৃতির উপর আক্রমণ উপেক্ষা করে—শিক্ষার সম্প্রসারণ ও সংস্কৃতিবোধকে জাগ্রত করতে বর্তমান সম্মেলন উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

গ্রন্থাগার ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্ম জয়ন্তীবর্ষে অনুষ্ঠিত এই ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে স্মরণ করা দরকার শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্যকে। তিনি বলেন যে বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকতম মানুষকে গ্রন্থাগার পরি-ষেবার আওতায় আনতে চান বলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ অগ্রণী সংগঠন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-যোগিতায় বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এটাও বাস্তব যে যাঁদের কথা মাথায় রেখে এই আয়োজন, তাঁদের মধ্যে কিন্তু শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে তেমন সচেতনতা তৈরী হয়নি—এর জন্য যে ব্যাপক আন্দোলন প্রয়োজন সেখানে অন্যান্য গণ-সংগঠনের সঙ্গে পরি-ষদেরও এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বল্পশিক্ষিত মানুষের চর্চার উপযোগী বই সম্পর্কে মনযোগ দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে শিক্ষার যথার্থ প্রসারের সঙ্গে পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রসঙ্গটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিভেদপন্থা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্র-দায়িকতা ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অগ্রণী আন্দোলনকে বানচাল করা, পিছু টানবার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একমাত্র রক্ষাকবচ ব্যাপকতম মানুষকে সচেতন করে শান্তি এবং আলোর পথে সামিল করা—এই কথা বলে শ্রীমতী বেরা উপস্থিত গ্রন্থাগারকর্মী এবং শুভা-নুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন জানান, তাঁরা যেন আগামী-দিনের "সাহিত্যের ভোজে" কলাপাতার পাত পেড়ে নিমন্ত্রণ খাওয়ানোর আয়োজনে সুচিন্তিত কর্মসূচী গ্রহণ করেন, যা সরকারকে হয়তো নতুন পথ নির্দেশ করতে সাহায্য করতে পারবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, কলকাতা কর্পো-রেশনের মেয়র শ্রীকমলকুমার বসু তাঁর স্বাগতভাষণে বলেন বহু-সমালোচিত কলকাতার জন্য গর্ববোধ করার তার প্রাণচাঞ্চল্য এবং কর্মোদ্যোগ, যা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে আকর্ষণ করে। পরাধীন দেশের রাজনৈতিক ও চিন্তাশীল মনীষীদের, যাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ, চিন্তায় গ্রন্থাগারের সামাজিক গুরুত্ব কিভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল তার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন যে ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত প্রথাগত শিক্ষার বাইরে স্বেচ্ছাশ্রমের মধ্য দিয়েই মূলতঃ বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারা এখনও বেঁচে আছে। শ্রীবসু সমবেত গ্রন্থাগারকর্মী বন্ধুদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তাঁরাই ব্যাপক পাঠককে সবচেয়ে ভাল-ভাবে পরিচালিত করতে পারেন, যদি বইকে ভালবেসে, জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে নিজেদেরকে পাগলের মতো সঁপে দেন। স্বল্পশিক্ষিত ও সদ্যশিক্ষিত মানুষদের কথা চিন্তা করে বিবিধ পাঠ্য সামগ্রীর আয়োজন করতে এবং গ্রন্থাগারগুলিকে এলাকার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সামা-জিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানিয়ে তিনি আশাপ্রকাশ করেন যে পেশাগত বা ব্যক্তিগত দাবিদাওয়ার পাশাপাশি সমাজ গড়ে তোলায় গ্রন্থাগার ও তার কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা রেখে এই সম্মেলন ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ণয় করবে। কলকাতার নগরবাসীদের পক্ষ থেকে তিনি সম্মেলনে

আগত প্রতিনিধি বন্ধুদেরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তাঁর দীর্ঘ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে দান্তে, মিল্টন, রবীন্দ্রনাথ, বার্নার্ড শ'সেল, টলস্টয়, হোমার, কীটস, গান্ধীজী প্রমুখ মনীষীদের জীবনী ও রচনা থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বই, লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকের মিলনে মানুষের জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রভাবের উল্লেখ করে বলেন যে জাতীয় জীবনে জনশিক্ষার বিস্তৃতিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা সমাজজীবনের মানোন্নয়নে, শিক্ষার বিস্তৃতিতে, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উজ্জীবনে এবং মানবতাবোধের উন্মেষে নিজেদের গঠনাত্মক কাজের জন্য আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারেন এবং সমাজের কাছ থেকে অভিনন্দন পাবার যোগ্য। গ্রন্থাগারকে হাসপাতালের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন যে হাসপাতালে শরীরের ব্যাধির নিরাময় হয়, কিন্তু গ্রন্থাগার অজ্ঞতার ব্যাধি, মনের ব্যাধি দূর করে। ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তিনি অনাতম আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসাবে 'নৈতিকতা'-কে নির্বাচন করবার জন্য সংগঠকদের ধন্যবাদ জানান এবং আশা করেন যে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা অপসংস্কৃতির জঞ্জাল দূরীভূত করে নতুন যুগের মানুষকে পথ দেখাবার কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

এরপর সম্মেলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায়।

পরিশেষে পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ শ্রীকান্তি বিশ্বাস ও শ্রীমতী ছায়া বেরা, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীকমলকুমার বসু এবং অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করার জন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উদ্বোধন অধিবেশনের সমাপ্তির পর অল্প বিরতির শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতী সুমিত্রা সেন।

## প্রথম অধিবেশন
## আলোচ্য বিষয়ঃ গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি

পরিচালকঃ ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

অধিবেশনের শুরুতে পরিচালক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন বৃত্তির ক্ষেত্রে আচরণবিধির ঐতিহাসিক পটভূমি ও বর্তমান অধিবেশনে এই আলোচ্য নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে ১৯৮৪ সালে IASLIC-এর হায়দ্রাবাদ সেমিনার এবং তারপর জয়পুরের ILA-র বার্ষিক সম্মেলন থেকেই এই আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত ও উচ্চারিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে একটি খসড়া রচনার জন্য অধ্যাপক এম. এ. গোপীনাথকে (DRTC) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যস্তরে এই ধরণের আলোচনা শুরু করা গেলে ডঃ গোপীনাথের সুপারিশ এবং এ সমস্ত আলোচনার ফলশ্রুতি মিলে একটা জায়গায় আসতে সুবিধা হবে।

এরপর তিনি প্রবন্ধকারদের মূল অংশগুলি পাঠ করতে অনুরোধ করেন। [প্রবন্ধগুলি আশ্বিন সংখ্যার গ্রন্থাগারে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।]

### গ্রন্থাগারবৃত্তির আচরণবিধির ভিত্তি ও অন্যান্য দিক

প্রথম প্রবন্ধ পেশ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়।

### গ্রন্থাগারবৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পেশ করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গ্রন্থাগারের কর্মী জয়শ্রী সেন ও সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স গ্রন্থাগারের কর্মী দীপা রায়চৌধুরীর পক্ষে জয়শ্রী সেন।

### গ্রন্থাগারবৃত্তির নৈতিক আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল্যায়ন

তৃতীয় প্রবন্ধ পেশ করেন বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারের শ্রীভবানীকুমার ঘোষ।

চতুর্থ প্রবন্ধ "গ্রন্থ-গ্রন্থাগারিক এবং পাঠক-গ্রন্থা-

গারিক সম্পর্ক ও নৈতিকতা প্রসঙ্গ" পেশ করেন যৌথ প্রবন্ধকার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারের নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাসের পক্ষে নন্দদুলাল বসাক।

### গ্রন্থাগার ও নৈতিক দায়িত্ব

পঞ্চম প্রবন্ধের প্রবন্ধকার শ্রীমতী বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপস্থিত থাকায় ষষ্ঠ প্রবন্ধের লেখিকা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের কর্মী রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস) তাঁর প্রবন্ধ পেশ করেন।

সপ্তম ও অষ্টম প্রবন্ধের প্রবন্ধকারদ্বয় কঙ্কণ সরকার ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে নবম প্রবন্ধ "গ্রন্থাগারবৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি" পেশ করেন প্রবন্ধকার স্বপন চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক, সরলা উচ্চ বিদ্যালয়।

দশম প্রবন্ধ "গ্রন্থাগারবৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি" পেশ করেন হাওড়ার ঝিঁখিরা কেদারনাথ সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅলোককুমার জানা।

প্রবন্ধসমূহের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী রামরঞ্জন ভট্টাচার্য (মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক), নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), শান্তিপদ ভট্টাচার্য (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), অমিত মুখোপাধ্যায় (২৪ পরগণা), অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় (INSDOC), হিরণ্ময় দত্ত (চুঁচুড়া দেশবন্ধু স্মৃতি বিদ্যালয়, হুগলী), গৌতম মুখার্জী (২৪ পরগণা), অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), মদন মণ্ডল (মুর্শিদাবাদ), বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), মোঃ আয়ুব হোসেন (মুর্শিদাবাদ), ধনপতি সামন্ত, রামকৃষ্ণ দে (বড় আন্দুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার), প্রদীপ রায় (মালদহ), চন্দ্রশেখর বিশ্বাস (নদীয়া), বিপ্লব দত্ত (ব্যারাকপুর জিমনাসিয়াম লাইব্রেরী, ২৪ পরগণা), শচীনন্দন সাহা, সুপ্রিয় চক্রবর্তী (বনগ্রাম), শুভ্রাংশু মিঠ, রথীরঞ্জন রায় (হুগলী), মোহিনীমোহন দাসঠাকুর, সুকুমার ভট্টাচার্য, সত্যানন্দ মজুমদার, সত্যবান দাস, সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কালনা), প্রবীর বিশ্বাস (গোবরডাঙ্গা), দীপঙ্কর সিংহরায় (আসানসোল), দিলীপকুমার দত্ত (পুরুলিয়া), সুনীলকুমার মণ্ডল (বর্ধমান), জয়ন্তী ঘোষ (কমার্শিয়াল লাইব্রেরী, কলকাতা), সুবেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা), ফণিভূষণ রায় (কলকাতা) ও রামকৃষ্ণ সাহা।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যা বিশ্লেষণ করে বলেন যে যদিও এই সম্মেলন থেকেই আচরণবিধি প্রণীত হবে না, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত এই আলোচনা ও প্রবন্ধাবলী ভবিষ্যতের খসড়া রচনায় ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগবে। বঞ্চিত, শোষিত মানুষের আচরণবিধি সম্পর্কিত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং নীতিবোধ থেকে, পাঠক বা সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে, সুনির্দিষ্ট একটা বক্তব্য নিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়াতে হবে—সংগ্রামের সাথে সাথে কর্তব্য বা দায়িত্বকেও সমাজের চোখে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমাজের জন্য সবাইকে ছেড়ে শুধু গ্রন্থাগারিকের আচরণবিধির যৌক্তিকতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে সবার আচরণবিধি নির্ধারণের দায়িত্ব বা অধিকার যেহেতু গ্রন্থাগারিকের নেই, নিজেদের দিকে তাকিয়ে, সেই দায়িত্বের কথা মনে রেখেই, নিজেদের প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে ন্যূনতম সেবার দায়িত্বটা এড়ানো সম্ভব নয়, কারণ ভুললে চলবে না যে নানা প্রতিকূলতা, নানা সমস্যার মাঝেও কিন্তু জনগণের তৈরী রাজকোষ থেকে আসছে আমাদের জীবিকা। ডঃ নরম্যান বেথুনের উক্তি উদ্ধৃত করে শ্রীরায়চৌধুরী বলেন যে মানবতার ঊর্ধ্বে কোনও বৃত্তি যেতে পারে না। গ্রন্থাগারবৃত্তির সঙ্গে পরিষেবার প্রশ্ন জড়িত আছে, কাজেই আন্দোলন যেমন করতে হবে, পাশাপাশি আচরণবিধিও পালন করতে হবে। দুটি জিনিসকে পাশাপাশি না রেখে চললে কোন আন্দোলন টিঁকে থাকতে পারে না।

পরিচালক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় আলোচনার সমাপ্তি করতে গিয়ে জানান যে অধিবেশনে ১টি প্রবন্ধ পঠিত হয়েছে এবং মোট ৩৫ জন প্রতিনিধি আলোচ্য বিষয়ের বক্তব্য রেখেছেন। এঁদের প্রত্যেককে তিনি ধন্যবাদ জানান। অপ্রিয়ভাবে সময়ের কথা মনে রেখে অনেক সময়ে বাধা দিতে হয়েছে, তার জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন।

সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির কথা মনে রেখে প্রতিকূল পরিবেশ কাটিয়ে ওঠার কথা ভাবতে হবে এবং আচরণবিধি আপনি আচরি মানতে হবে। স্বতঃপ্রণোদিত আচরণবিধি প্রণয়নের মাধ্যমেই সমাজের চোখে বৃত্তির ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বলতর হবে বলে তিনি মনে করেন, যা সামাজিক প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত।

পরিশেষে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায় প্রবন্ধকার, আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ এবং পরিচালক শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান।

## ॥ দ্বিতীয় অধিবেশন ॥

## আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগার পরিচালনা ও উন্নয়নে পরিসংখ্যানের ভূমিকা

পরিচালক : বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীফণিভূষণ রায় সম্মেলনে আলোচ্য মূল প্রবন্ধ পেশ করতে গিয়ে বলেন, যথেষ্ট পরিসংখ্যান হাতে না থাকলে প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবিধ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না—বিশেষতঃ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের তুলনামূলক আলোচনায় এক সর্বভারতীয় আলোচনাচক্রে এরকম একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর আমরা চিন্তা করি যে সমস্ত গ্রন্থাগারের কাজকর্ম, বাস্তব পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে একটা পরিসংখ্যান ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয় এবং এই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় আলোচ্য প্রবন্ধ "পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিসেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা" পেশ করেন মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, রিষড়ার শ্রীঅশোক কুমার রায়।

তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রবন্ধের লেখক এবং লেখিকা যথাক্রমে শ্রীবিশ্বনাথ দাস ও শ্রীমতী কেয়া দত্তের অনুপস্থিতিতে পঞ্চম প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শ্রীসন্তোষ বসাক তার প্রবন্ধ "গ্রন্থাগারে যে বই ফেরত আসে না" পেশ করেন।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ "পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিসেবার মূল্যায়ণে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা, বর্ধমান জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান-তথ্য" পেশ করেন শ্রীশিবানন্দ পাল।

### ॥ আলোচনা ॥

**শ্রীস্বপনকুমার সেন** (বর্ধমান)

সাধারণ গ্রন্থাগারে কেউ পুস্তক ফেরৎ না দিলে কি 'আইনানুগ ব্যবস্থা' গ্রহণ করা যায়, আলোচনার অনুরোধ জানাই।

পরিসংখ্যান রাখতে গেলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী, স্থান এবং অর্থ বরাদ্দের যোগান কোথায়?

**কমলেশ ভট্টাচার্য** (বজবজ টাউন লাইব্রেরী)

ফণিভূষণ রায়ের সারণিতে Borrowersদের বৃদ্ধি/হ্রাস বোঝা যাবে না।

স্কুল কলেজ লাইব্রেরীতে যে রেকর্ড রাখা হয় সেগুলি থেকে তথ্য পাওয়া সম্ভব।

গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ডের ও দক্ষতার হিসাবের জন্যই পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিকভাবে অনুভূত হয়।

System সম্পর্কে কি কি নথিপত্র রাখতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট গুণমানসম্পন্ন নির্দেশ উর্ধতম কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠানো প্রয়োজন।

**অমিত মুখোপাধ্যায়** (২৪ পরগণা)

কোন কোন মহল থেকে একটা কথা বলার চেষ্টা হচ্ছে যে গ্রন্থাগার আইন হওয়ার ফলে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক যোগদান করার পর থেকে নাকি গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে—এই পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন, সবাই নিজের নিজের কাজের পরিসংখ্যান রাখুন। কারণ এ ধরণের বক্তব্য বৃত্তির পক্ষে ক্ষতিকর।

সঠিক পরিসংখ্যান রাখতে পারলে বৃত্তিকুশলতা এবং নিয়োগের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

**বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়** (নেতাজীনগর কলেজ)

গ্রন্থাগারের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিসংখ্যান রাখবার প্রক্রিয়া এবং ফলশ্রুতি সম্পর্কে বলেন। এবং মনে করেন যে প্রতিটি শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের পক্ষে পরিসংখ্যান উপকারী।

**ডঃ জয়ন্তী ঘোষ** (কমার্শিয়াল লাইব্রেরী)

পরিসংখ্যান গ্রন্থাগার কর্মীর স্বার্থরক্ষাতে কাজে লাগান যায়।

**সত্যনারায়ণ রায়** (মুর্শিদাবাদ)

সাধারণ গ্রন্থাগারে যেখানে দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় না, সেখানে ফণিভূষণ রায়ের মডেল ফর্ম ব্যবহার করা সম্ভব হবে কিনা দেখতে হবে।

**তড়িৎ মিশ্র** (মালদহ)

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজের তথ্য সম্পর্কে পরিসংখ্যান রাখা দরকার। কিন্তু গ্রন্থাগারবৃত্তির বাইরেও আমরা অনেকে অন্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করি, তাই এত পরিসংখ্যান রাখা সম্ভব নয়।

**রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং মডেল ফর্মগুলির উপর কিছু সংশোধন করার প্রস্তাব জানেন। যে যে বিষয়ে ঐ ফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন

তা হল—প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, সদস্যপদ ত্যাগের খতিয়ান, সদস্যবৃদ্ধির সংখ্যা, সাধারণ ও আজীবন সদস্যসংখ্যার হিসাব ইত্যাদি।

**অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় (INSDOC)**

রিডিং-রুমে ব্যবহৃত পুস্তক/পত্রপত্রিকার ব্যবহার সম্পর্কে পরিসংখ্যান রাখার সমস্যা আছে, তবে বিভিন্ন প্রক্রিয়া/কৌশলের মাধ্যমে সেগুলি অতিক্রম করা যেতে পারে।

অন্য প্রদেশের মত পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেটের পক্ষ থেকে Annual Report প্রকাশন ও প্রকাশ করার দাবী জানান।

**পতিতপাবন কুমার**

৪নং ফর্মে নিরক্ষরদের জন্য একটা ঘর রাখা উচিত। কারণ তাঁরাও গ্রন্থাগারে আসেন।

বিভিন্ন পাড়া আছে গ্রামে, তার মধ্যে নির্দিষ্ট পাড়া থেকে পাঠক আসে না—কেন তা জানার চেষ্টা করলেও কমিটি থেকে বিরোধিতা আসে।

রুচি পাল্টানোর ব্যাপারে রাজ্যব্যাপী আলোচনা করা দরকার।

**অমিত নাগ**

যদিও গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পরিসংখ্যান রাখার কিছু অসুবিধা আছে তবু আন্তরিকতা থাকলে সে-কাজ করা সম্ভব এবং খুব কঠিনও নয়। দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসাবও রাখা যেতে পারে।

**দীপক মাইতি (সুন্দরবন এলাকা)**

ব্যক্তিগতভাবে পরিসংখ্যানকে কাজে লাগিয়ে আমরা কতটা সাংগঠনিকভাবে এগোতে পারলাম, তা জানা যেতে পারে। পরিসংখ্যানের সাহায্যে পুস্তক নির্বাচনের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায়।

**নন্দদুলাল বসাক (আই. এস. আই. লাইব্রেরী)**

পরিসংখ্যানের সাহায্যে গ্রন্থাগারে কর্মকাণ্ডের দুটি ব্যাখ্যা করা যায়।

(ক) লাইব্রেরীর নিজস্ব কাজের দিক যেমন বাজেট, কাজের মূল্যায়ন করা যায়।

(খ) পাঠকের সংক্রান্ত দিক দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাঠরুচি, বইয়ের বিষয়সমূহের ব্যবহার, প্রভৃতি দিকগুলি প্রকাশ করা যায়।

**সৌম্য মুখোপাধ্যায় (২৪ পরগণা)**

ফণিভূষণ রায়ের সারণির সঙ্গে Extension service, Reference service সম্পর্কে তথ্য পরিসংখ্যান রাখার জন্য সারণি সংযোজন করা উচিত।

**প্রবীর রায়চৌধুরী**

পরিসংখ্যান রাখতে অসুবিধার বিভিন্ন কথা অনেক বন্ধু বললেন, যেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক নয়।

১৬টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলার পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই সব তথ্য সরাসরি বিশ্বাস করা কঠিন।

অথচ সঠিক তথ্য না থাকার বিপদ আছে—বাস্তব সমস্যা দেখা দিচ্ছে। গ্রন্থাগার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এগুলো যাচ্ছে না। তিন/চার বছর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার অধিকার বাহিত হলেও এখনও পূর্ণাঙ্গ বার্ষিকী প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

বোঝা দরকার, গ্রন্থাগার কর্মীর স্বার্থে এবং গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনার স্বার্থে পরিসংখ্যান না পেলে অগ্রগতি ব্যাহত হবে। কাজেই এর গুরুত্ব বুঝে আমাদের এদিকে নজর দিতে হবে।

**বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়**

আলোচনায় চারটি প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে এবং ১৫ জন বক্তা তার উপর বক্তব্য রেখেছেন।

গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বৃত্তিকুশলীরা নিজেরা বোঝাবার আগেই পরিসংখ্যানবিদ ও শিক্ষাবিদেরা এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন। কোন দেশের বিদ্যাবত্তার বিকাশ এবং বিনোদনের সম্পদ সম্পর্কে জানতে গেলে সেই দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া দরকার। পরিসংখ্যানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব। তিনি অনুরোধ করেন যে গ্রন্থাগার কর্মীবন্ধুরা এ বিষয়ে অগ্রণী হবেন। তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যসমূহ যেন পরিষদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান।

**শ্রীঅরুণ রায়**

এই অধিবেশনে আলোচিত প্রবন্ধগুলির প্রবন্ধকার, আলোচক এবং অধিবেশনের সভাপতি শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

**সমাপ্তি অধিবেশন: ২১.১.৮৬**

সভাপতি: শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সংগঠন অভিনন্দন-বার্তা পাঠিয়েছেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায় সেগুলি পাঠ করে শোনান।

আনুষ্ঠানিকভাবে সভা শুরু করে সভাপতি বিশিষ্ট রবীন্দ্রসাহিত্যসেবক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের দেহাবসানের সংবাদ দিয়ে তাঁর এবং বিগত সময়ে যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী বা দরদীর দেহাবসান হয়েছে, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করার অনুরোধ জানান। সকলে এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন।

এরপর বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ ও আলোচনা হয়। প্রস্তাবগুলি পৃথকভাবে মুদ্রিত হলো।

(১) যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা। সমর্থন করেন শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(২) "দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিকারাগুয়ার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে প্রস্তাব" পেশ করেন শ্রীমতী শ্যামলী ব্যানার্জী। সমর্থন করেন শ্রীঅজয় ঘোষ।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

(৩) "ভারতের জাতীয় সংহতি ও ঐক্য সম্পর্কে প্রস্তাব" পেশ করেন শ্রীঅরুণ রায়। সমর্থন করেন শ্রীমতী অনুশ্রী রায়।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

(৪) "জাতীয় শিক্ষানীতি ও গ্রন্থাগারনীতি সম্পর্কে প্রস্তাব" পেশ করেন শ্রীগৌতম গোস্বামী এবং সমর্থন করেন শ্রীবীরেন চন্দ।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

(৫) "গ্রন্থাগারবৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি সম্পর্কিত প্রস্তাব" পেশ করেন আলোচনাচক্রের পরিচালক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং সমর্থন করেন শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ—

চত্বারিংশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গ্রন্থাগার-বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় উপস্থাপিত বিভিন্ন আলোচ্য নিবন্ধ এবং অংশগ্রহণ-কারীদের মন্তব্য ও অভিমত অনুযায়ী সম্মেলন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে বিজ্ঞানসম্মত এবং তত্ত্বগত শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকায় গ্রন্থাগারিকতা একটি বৃত্তি (Profession) হিসাবে সামাজিক স্বীকৃতির অধিকারী।

সেই দৃষ্টিতে অন্যান্য সামাজিক স্বীকৃতিসম্পন্ন বৃত্তির ন্যায় গ্রন্থাগার বৃত্তিরত একটি আচরণবিধির প্রবর্তন হওয়া সমীচীন বলে এই সম্মেলন মনে করে।

প্রস্তাবিত আচরণবিধি প্রবর্তনের জন্য এই সম্মেলন বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানাচ্ছে। এই আচরণবিধি প্রণয়নকালে রঙ্গনাথন-কৃত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চনীতির আলোকে যেসকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া সমীচীন সেগুলি হল:—

১। ব্যবহারকারীদের প্রতি কর্তব্য;

২। কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য;

৩. সহকর্মীদের প্রতি সাহচর্য আচরণ;

৪। বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব;

৫। কর্মীদের নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতার মানোন্নয়নের প্রতি সজাগ ও সক্রিয় থাকা;

৬। আর্থিক বিষয়াদিতে সুসমঞ্জস ও নীতিনির্ভর কার্যনির্বাহের প্রতি দায়িত্ব;

৭। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, গবেষণা এবং তথা-পরিবেষণে ন্যায়সঙ্গত কার্যনির্বাহের প্রতি দায়িত্ব।

প্রস্তাবিত আচরণবিধি রূপায়নকল্পে এই সম্মেলন মনে করে যে চূড়ান্ত আচরণবিধি প্রবর্তনের পূর্বে আঞ্চলিক ও জেলাভিত্তিক কর্মিসম্মেলনে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে প্রচার এবং তাঁদের অভিমত নির্ণয়ের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সক্রিয় উদ্যম বিশেষ প্রয়োজন।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(৬) "গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রস্তাব" পেশ করেন শ্রীসুবেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমর্থন করেন শ্রীহিরণকুমার দত্ত।

ডঃ জয়ন্তী ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন যে, কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে কিছু পরিসংখ্যান রাখা দরকার।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(৭) "পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব" পেশ করেন পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রীতরুণ রায়। সমর্থন করেন সমিতির সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ কোলে।

প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(৮) "বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রস্তাব" পেশ করেন শ্রীঅসিতাভ দাস এবং সমর্থন করেন শ্রীরঞ্জিত মিত্র।

(মুদ্রিত প্রস্তাবের সঙ্গে (ক) এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সম্পর্কে সরকারকে অভিনন্দন; (খ) পর্ষদ নির্বাচনে গ্রন্থাগারিক প্রতিনিধি রাখা, এবং (গ) গ্রন্থাগারে এ্যাটেন্ডান্ট নিয়োগ—এই তিনটি সংযোজিত হয়।)

প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(৯) "জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রস্তাব" পেশ করেন জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সভাপতি আশিস নিয়োগী এবং সমর্থন করেন শ্রীপ্রবীর দে।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১০) "কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রস্তাব" পেশ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজের শ্রীশৈলেন ঘটক এবং সমর্থন করেন নিউ আলিপুর কলেজের শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়।

সংযোজনী হিসাবে পলিটেকনিক গ্রন্থাগার সম্পর্কে কৃষ্ণনগর পলিটেকনিকের শ্রীসত্যানন্দ মজুমদার ও প্রভাতরঞ্জন সাহা কয়েকটি প্রস্তাব দেন। এছাড়া শ্রীমদন মণ্ডল (বহরমপুর কলেজ অব কমার্স) একটি সংশোধনী পেশ করেন।

সংযোজনসহ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সাইকেলে পিওনদের শিক্ষার সুযোগ দান সম্পর্কিত যে সরকারি প্রস্তাব এবং বুধবারের পরিবর্তে রবিবার ছুটির দিনের প্রস্তাব সম্পর্কে সভাপতি বলেন যে এগুলি পরিষদের কর্মসচিবের কাছে পেশ করা হোক যাতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে কার্যকর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

এছাড়া কেন্দ্রীয় ৪র্থ বেতন কমিশনের গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে শ্রীঅমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসাদ আনীত প্রস্তাব ও আরওয়াল এবং কানসারার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে শ্রীস্বপন দে ও শ্রীঅমিত মুখার্জীর আনীত প্রস্তাব দুটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দার্জিলিং-এর সেওকোটা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীধনকুমার বিশ্বকর্মা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কাজ করবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং উপস্থিত সকল প্রতিনিধিকে এই বিপদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

কর্মসচিব অরুণ রায় জানান যে দার্জিলিং জেলায় গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শাহ্বা কর্মরত অবস্থায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে নৃশংসভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য অর্থসাহায্যের আবেদনের ফলস্বরূপ যে অর্থ হাতে এসেছে তা সভাকে অবহিত করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

**সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী**

৪০তম সম্মেলনের শেষপর্বে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তিকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রথমেই তিনি দার্জিলিঙ-এর পার্বত্য অঞ্চল থেকে আগত বন্ধুদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। আমরা যারা গ্রন্থাগারিক তাঁরা কোনো জাতি ধর্ম বর্ণে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাস করি আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বে। আমরা বিশ্বাস করি মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর। গ্রন্থাগারবৃত্তির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিতরণ, মানুষের মধ্যে যে কূপমণ্ডুকতা, ধর্মবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা আছে তা থেকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলা। সুতরাং সেই বন্ধুদের প্রতি সকলকে আমাদের আন্তরিকতা জ্ঞাপন করছি।

৪০তম বঃ গ্রঃ সম্মেলন এবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো। এই সম্মেলনের প্রস্তুতি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে নিতে হয়েছে। যার ফলে আয়োজনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। তা সত্ত্বেও যে বিপুল পরিমাণে প্রতিনিধিবৃন্দ এখানে সমবেত হয়েছেন তার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্মেলনে আলোচ্য দুটি বিষয়ের ওপর যথাক্রমে ৩৬ জন এবং ১৫/১৬ জন প্রতিনিধি আলোচনায় যোগ দেন। এ থেকে বোঝা যায় গ্রন্থাগারকর্মীদের চেতনা এবং আগ্রহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চেতনার মান উন্নয়নে এবং এই আগ্রহ বৃদ্ধিতে বঃ গ্রঃ পরিষদ গর্বিত ও আনন্দিত। এবং এ জন্য তিনি সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সময়ের অভাবে সকলের সব বক্তব্য আলোচনা করা সম্ভব হয়নি এবং এ জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অনুরোধ করেন যে প্রতি বৎসর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সদস্যরা যদি প্রস্তাব পেশ করেন তাহলে সুবিধা হয়।

এর পর তিনি প্রতিনিধি, সংগঠক ও বঃ গ্রঃ পরিষদের পক্ষ থেকে সভাপতি বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস এবং গ্রন্থাগার ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির আহ্বায়ক, কলিকাতার প্রথম নাগরিক শ্রীকমল বসুকে তিনি তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লাইব্রেরী ডাইরেকটোরেটকে কর্মীদের ছুটি এবং অন্যান্য বিষয়ে সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনকে পুস্তিকা প্রকাশের যে সাহায্য প্রদান করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, এবং কর্মীবৃন্দকে এবং ছাত্রদের তাদের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি বিশেষ করে কলকাতা জেলা শাখা ও ২৪ পরগণা জেলা শাখার কর্মীবৃন্দকে যারা এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সম্মেলন আলোচনা চক্রের সুজন পরিচালক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন

গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। আলোচনায় প্রবন্ধ রচনাকারী, প্রবন্ধ পাঠকারী এবং অংশগ্রহণকারী সকলকেই তিনি তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সম্মেলনের যারা Report লিখেছেন তাঁদেরকেও তিনি ধন্যবাদ জানান। স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশনে যাঁরা প্রবন্ধ দিয়েছেন, যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং যারা এই পুস্তিকা প্রকাশে সাহায্য করেছেন তাঁদেরকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিষদের সকল কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং শিল্পীবন্ধুদের তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের এবং অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে সম্মেলনে যোগদানকারী বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দকে তিনি ধন্যবাদ জানান। ইলেকট্রিশিয়ান, মাইকম্যান ইত্যাদি ব্যক্তিদেরও তাঁদের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আরও বলেন যে এ সত্ত্বেও যদি কেউ বাদ পড়ে গিয়ে থাকেন পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি ত্রুটি মার্জনা করে এবং সকলকেই তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন একটি সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি চেষ্টা করি তাহলে এই গ্রন্থাগার আন্দোলন একটা নতুন রূপ গ্রহণ করতে পারে। ৪০তম বঃ গ্রঃ সঃ এর থেকে আমরা শপথ নিয়ে যাচ্ছি যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে; যে সামাজিক দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে সে দায়িত্ব আমরা পালন করবো এবং সাথে সাথে আমাদের অর্জিত অধিকার এবং যে অধিকার এখনও অর্জিত হয়নি তার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। আমরা আশা করি ৪১তম বঃ গ্রঃ সম্মেলনে আবার আপনাদের সঙ্গে সমবেত হবো। সেই সম্মেলনে আমরা আবার পর্যালোচনা করবো প্রকৃত অবস্থা এবং তারই ভিত্তিতে ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্ধারিত হবে। অতঃপর তিনি সমবেত সকলের জন্য তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

মুখ্যপ্রতিবেদক: শ্রীঅজয় ঘোষ
সহযোগিতায়: শ্রীমতী অনুশ্রী রায়, জয়শ্রী সেন, রীতা চন্দ

## সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

সভার প্রথমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের পাঠানো অভিনন্দনবার্তা পড়ে শোনান অরুণ রায়। অতঃপর শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সেনের মৃত্যুতে নীরবতা পালন করা হয়।

**১। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে প্রস্তাব:** "৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, সমগ্র বিশ্ব আজ ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সম্মুখীন। এই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সমগ্র মানব-সমাজ ও পার্থিব সম্পদ চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি আন্দোলন ব্যাপকতর হচ্ছে। এই সম্মেলন গ্রন্থাগার কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে মানব সভ্যতাকে বাঁচাবার প্রয়োজনে সর্বত্র শান্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুন।"

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে শ্রীসাহা বলেন: বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশের যুদ্ধের মহড়া ভারতবর্ষকে সমভাবেই প্রভাবিত করবে, একথা সুনিশ্চিত। যুদ্ধের প্রস্তুতি সাধন করতে গেলে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হবে, সেই অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করা সম্ভব। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী গ্যাব্রিয়েল গারসিয়া মারকুইজ একটি শিক্ষা সম্মেলনে শান্তির স্বপক্ষে যে বক্তব্য রাখেন শ্রীসাহা তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার-কর্মীরা দূরে থাকতে পারেন না।

প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন যে সমগ্র বিশ্বেই সকল শান্তিকামী দেশগুলি শান্তির স্বপক্ষে অভিযান চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা যারা গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত তাদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। অবশেষে গ্রন্থাগার বৃত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে এই প্রস্তাব অনুমোদনের অনুরোধ জানিয়ে তিনি প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

**২। দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিকারাগুয়ার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে প্রস্তাব:**

"৪০তম গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার ঐ দেশের

সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের ওপর নগ্ন আক্রমণের ধারা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে চলেছে। বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করে শ্বেতাঙ্গ সরকারের এই নির্লজ্জ আক্রমণকে সমর্থন করছে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই সম্মেলন দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামী মুক্তিকামী জনগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে ও সংগে সংগে নেলসন ম্যাণ্ডেলা সহ সব কারারুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তি দাবী করছে।"

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীমতী শ্যামলী বানার্জী এবং প্রস্তাবের স্বপক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করেন শ্রীঅজয় ঘোষ। প্রস্তাবটি সকলের অনুমতিক্রমে গৃহীত হয়।

**৩। জাতীয় সংহতি ও ঐক্য সমর্থনে প্রস্তাব:**

"৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছে যে স্বাধীনতা লাভের ৩১ বৎসর পরেও ভারতের সংহতি ও ঐক্য এক গভীর সংকটের সম্মুখীন। একদিকে দেশের জনগণের ঐক্যকে বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে; অপরদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি বিভক্ত ভারতকে আবার খণ্ডিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও জনশিক্ষার অভাব এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি কাজে লাগাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি গোরখাল্যাণ্ড, উত্তরখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, কামতাপুরী প্রভৃতির দাবী তুলে বিভক্ত বঙ্গদেশকে পুনরায় টুকরো করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পাঞ্জাব ও ত্রিপুরা রাজ্যেও এই ধরনের কার্যকলাপ চলছে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কোনো বিকল্প নেই। তাই এই সম্মেলন জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদসহ বিভিন্ন অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করার সংগ্রামে গ্রন্থাগার কর্মীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।"

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীঅরুণ রায়।

প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীমতী অনুশ্রী রায় বলেন:

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আমরা এই সম্মেলনেই জানতে পেরেছি যে আমাদেরই এক সহকর্মী দার্জিলিং জেলার শ্রীদুর্গা শাহ্মা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে নিগৃহীত ও গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আমাদের এই থেকেই শিক্ষা নিতে হবে যে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিতে থাকলে আগামী দিনে আঘাত আমাদের ওপরেও আসবে। গ্রন্থাগারবৃত্তি একটি মহান বৃত্তি। এই বৃত্তির মাধ্যমেই আমরা ব্যাপক জনসংযোগ করতে পারি। আমাদের সকলেরই দায়িত্ব আছে যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য সম্ঘবদ্ধভাবে কাজ করা, তাই এই প্রস্তাব সমর্থন করে এই সভার কাছে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবার আবেদন রাখছি। অতঃপর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

**৪। জাতীয় শিক্ষানীতি ও গ্রন্থাগারনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব:**

"৪০তম ব: গ্রঃ সঃ গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছে যে স্বাধীনতা লাভের ৩১ বৎসর পরেও ভারতে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে অবহেলিত হয়ে চলেছে। জনশিক্ষা প্রসারের তিনটি কর্মসূচী, যথা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ১৪ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ স্বাধীন ভারতে উপেক্ষিত।

সম্প্রতি ভারত সরকার প্রচারিত শিক্ষা সংক্রান্ত দলিলে এবং পার্লামেন্টে গৃহীত সর্বশেষ প্রস্তাবে এই সমস্যা সমাধানের কোনো মৌলিক ইংগিত পাওয়া যায়নি, অধিকন্তু শিক্ষা সংকোচনের সুস্পষ্ট পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। নয়া শিক্ষানীতিতে নিরক্ষরতা দূর করার কোনো দৃঢ় সংকল্প নেই। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য অত্যধিক ব্যয়বহুল শিক্ষা, কিছু সংখ্যকের জন্য নিম্নমানের শিক্ষা, নবোদয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অতি অল্প সংখ্যকের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে অবৈতনিক শিক্ষা আর বাদ বাকী সকলের জন্য নিজ আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয়েছে নয়া শিক্ষানীতিতে।

নয়া শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও চরম অবহেলিত। প্রথম প্রচারিত দলিলে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু বক্তব্যই রাখা হয়নি। সর্বশেষ প্রস্তাবে ২/৩টি বাক্যের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, প্রসার এবং গ্রন্থাগারিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জনশিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা এবং গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নূতন প্রস্তাবে নেই। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ এখনও লালফিতার বেড়াজালে আবদ্ধ। গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুত নীতি কবে ঘোষিত বা রূপায়িত হবে তা এখনো অজানা।

এই সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলন দেশের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক নীতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী শিক্ষা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলা হোক।"

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীগৌতম গোস্বামী।

প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীবীরেন চন্দ। প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত নয়া শিক্ষা-নীতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চরম অবহেলিত। এর রূপায়ণ সম্পর্কিত নীতি এখনও অঘোষিত। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী করেন।

এ প্রসঙ্গে শ্রীমনতোষ ঘোষ বলেন যে এই প্রস্তাবে নয়া দলিল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা কি দলিল থেকে সরাসরি উদ্ধৃত? এবং যদি উদ্ধৃত হয়ে থাকে তাহলে তার clarification দাবী করেন।

শ্রীমনতোষ ঘোষের দাবীর প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন যে নয়া দলিলে গ্রন্থাগার সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে তারই হুবহু অনুবাদ উল্লেখিত হয়েছে।

অতঃপর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

**৫। গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রস্তাব:**

"৪০তম বঃ গ্রঃ সঃ প্রতিটি গ্রন্থাগারের কার্যধারা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির বিশ্লেষণ এবং গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে:—

ক) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থ সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য, বার্ষিক সংযোজনের বৈশিষ্ট্য, সদস্যদের বৈশিষ্ট্য ও সদস্য-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, গ্রন্থ লেন দেনের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পরিসংখ্যান রাখা প্রয়োজন। পরিসংখ্যান রাখার নির্ধারিত মান অনুযায়ী ফর্ম ইত্যাদি তৈরী করার ক্ষেত্রে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ এবং রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং গ্রন্থাগার-গুলি যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য রাখে সে সম্পর্কে স্থানীয় (জেলা) গ্রন্থাগার প্রাধিকার ও গ্রন্থাগারগুলিকে নির্দেশ দিতে হবে।

খ) গ্রন্থাগারগুলি যাতে নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফর্ম অনুযায়ী নিয়মিত পরিসংখ্যান রাখে এবং নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের কার্যালয়ে তা জমা দেয় তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারগুলিকে গ্রহণ করতে হবে।

গ) প্রতিটি গ্রন্থাগার, প্রতিটি স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার এবং রাজ্য গ্রন্থাগার আধিকার যাতে প্রতি-বছর তথ্য ও পরিসংখ্যান সম্বলিত বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সভায় ৪০তম বঃ গ্রঃ সঃ-এ আলোচিত প্রবন্ধসমূহ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হোক।

ঙ) অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিতেও যাতে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান রাখা হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে।"

গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান সম্পর্কে প্রস্তাব রাখেন শ্রী সুবেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীহরণ কুমার দত্ত। প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে পরিসংখ্যান রাখা প্রয়োজন। কারণ এর তাৎপর্য বহুবিধ। যেমন পরিসংখ্যান Planning-এ সাহায্য করে। নচেৎ পরিকল্পনা defective হতে বাধ্য। যথার্থ পরিসংখ্যানের ব্যবহার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরও বৈজ্ঞানিক করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী জয়ন্তী ঘোষ বলেন যে শুধু গ্রন্থাগার সেবার ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যানের প্রয়োজন তা নয়, কর্মীদের স্বার্থেই পরিসংখ্যান রাখা উচিত। তাতে করে কোথায় কি কাজ হচ্ছে, কতটা হচ্ছে, এগুলি সবই বোঝা যায়। তিনি বলেন Commercial Libraryর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীফণিভূষণ রায় Commercial Library তে পরিসংখ্যান রাখার যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু সুফল পাওয়া গেছে।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

**৬। জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রস্তাব:**

"৪০তম বঃ গ্রঃ সঃ ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে স্বাধীনতালাভের ৩১ বছর পরও কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতায় অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নীতি ও কার্যধারা ঘোষণা করেননি। বরং জাতীয় গ্রন্থাগারের ঐতিহ্য ও মর্যাদার অবমূল্যায়ণ করে এই গ্রন্থাগারকে একটি বৃহৎ সাধারণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলেছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও কার্যধারা স্মরণে রেখে এই গ্রন্থাগার সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি ও কার্যধারা ঘোষণা করতে এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে।"

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীআশিস নিয়োগী। প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে কোনো এক সময় কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এড়াবার জন্য একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং বুদ্ধিজীবী মহলের আন্দোলনে সেই প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। তিনি আরও বলেন যে স্থানাভাব জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অপরদিকে উচ্চপদস্থ কর্মীদের সংখ্যা বাড়িয়ে অধস্তন কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের এই ভয়াবহ চিত্রটি সংক্ষেপে তুলে ধরে উপরিউক্ত প্রস্তাবটি রাখেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীপ্রবীর দে। প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগারের গৌরব বৃদ্ধি ও খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শুধুমাত্র গ্রন্থাগারকর্মী এবং পাঠকসমাজের উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকেও এর যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে এবং সঠিক পরিকল্পনা

গ্রহণ করতে হবে। এই বলে তিনি সকলকে প্রস্তাব সমর্থনের আহ্বান জানান। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

**৭। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব:—**

"বঃ গ্রঃ পরিষদের উদ্যোগে আহূত ৪০তঃ বঃ গ্রঃ সঃ বিগত আট বছরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই অগ্রগতিকে সুসংহত করবার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ণ ও সম্প্রসারণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ রাজ্য সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগার পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মীদের বিবেচনার জন্য পেশ করছে:—

৭১ রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত ও শোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে

৭১১ প্রতি জেলায় ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অফিসার নিয়োগ ও প্রশাসনিক কাঠামোর প্রবর্তন করা প্রয়োজন যেহেতু

জেলাস্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিপুল অগ্রগতি সুসংহত করা; গ্রন্থাগারগুলির নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন সুনিশ্চিত করা; এবং রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার ও স্থানীয় (জেলা) গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত কার্যকর করার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা বিভাগের কোনো সদাব্যস্ত অফিসারের পক্ষে আংশিক সময় দিয়ে এই কাজের যথাযথ তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের সর্বশেষ সংশোধন অনুযায়ী সরকার পোষিত গ্রন্থাগার ও তাদের কর্মীদের দায়দায়িত্ব স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের ওপর অর্পিত হওয়ায় জেলা স্তরে কাজের দায়দায়িত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭১২ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিষেবার মান উন্নয়ণ

এই সম্মেলন সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচী সুপারিশ করছে:

(ক) রাজ্য ও জেলাস্তরে বিভিন্ন ধরনের আন্তঃ-গ্রন্থাগার সহযোগিতামূলক কার্যধারা প্রবর্তন, নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান ও বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন, গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য পরিবেশন, গ্রন্থাগার পরিষেবার বিভিন্ন ধরনের শ্রবণ-বীক্ষণ বস্তুর (অডিও-ভিসুয়াল) প্রয়োগ, অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গ্রন্থাগারগুলির অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে বাস্তবানুগ কর্মসূচী নির্ধারণে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারসমূহের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

খ) গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হলে যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হলো: গ্রন্থাগারে সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে সদ্যসাক্ষর, অল্পশিক্ষিত এবং দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষদের গ্রন্থাগারে আনা এবং এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ নির্বাচন নীতি নির্ধারণ করা; প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ স্থাপন এবং সরকারী অনুদানের একটি অংশ এই বিভাগের জন্য ব্যয় করা; গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে আলোচনা চক্র, বিতর্ক সভা, সেমিনার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন, স্থানীয় জনগণের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য পরিবেশনের কর্মসূচী গ্রহণ করা ইত্যাদি।

৭১৩ সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিয়মিত মাসিক বেতন এবং অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে চালু করা প্রয়োজন যা এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের গাফিলতির জন্য চালু করা সম্ভব হয়নি।

৭১৪ সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য লীভ রিজার্ভ প্রথার প্রবর্তন

পশ্চিমবংগের অধিকাংশে সাধারণ গ্রন্থাগারেই সীমিত কর্মীসংখ্যা হওয়ার দরুণ গ্রন্থাগার কর্মীরা যখন অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার জন্য দীর্ঘ ছুটীতে যান তখন গ্রন্থাগারে অচল অবস্থা দেখা দেয়। এই সম্মেলন তাই অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় প্রতিটি স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের অধীনে উক্ত জেলায় অনুমোদিত কর্মী সংখ্যার শতকরা দশ ভাগ পদের জন্য লীভ রিজার্ভ কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

৭১৫ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র, কর্মী কাঠামো ইত্যাদি নির্ধারণ

এই সম্মেলন সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদকে নিম্নলিখিত বিষয়ে মান নির্ধারণে অনুরোধ করছে:

ক) বর্তমানে একই পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন নামকরণের পরিবর্তে গ্রন্থাগারের স্তরভেদের পরিপ্রেক্ষিতে মানক-নাম (Standard name) নির্ধারণ;

খ) বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র ও পরিধি নির্ধারণ;

গ) গ্রন্থাগারের বিভিন্ন পদের কর্মীদের যোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, পদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ;

ঘ) গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা, বার্ষিক সংযোজন, সদস্য সংখ্যা, গ্রন্থ লেনদেনের সংখ্যা, নিয়মিত ব্যবহার

ইত্যাদি বিবেচনা করে একটি বৈজ্ঞানিক কর্মী কাঠামো নির্ধারণ।"

প্রস্তাবটি রাখেন শ্রীতরুণ রায়। এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীবিশ্বনাথ কোলে। প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এখনও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। এই সীমাবদ্ধতা দূর করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এর পরে এই প্রস্তাবে ২/১টি সংযোজন ঘটে। যেমন—মঙ্গল ও বুধবারের পরিবর্তে ছুটীর দিন হিসাবে শনি ও রবিবারকে ঘোষণা করার দাবী করা হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন যে এই দাবী বঃ গ্রঃ পঃ এবং কর্মী সমিতির নিকট পেশ করা হবে। রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসে কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য বঃ গ্রঃ পঃ সদস্যদের মধ্যে রাজ্য ও জেলাস্তরে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করার আহ্বান জানানো হয়।

**৭২ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব:** "৪০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত ও উন্নত করার জন্য প্রস্তাবসমূহ রাজ্যসরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করছে।

ক) সব উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং অনুরূপভাবে রাজ্যের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

খ) গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ের জন্য নিয়মিত বার্ষিক অনুদান পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) গ্রন্থাগার পূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ের রুটিনে যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ থাকে এবং গ্রন্থাগারিককে যেন পরিপূর্ণভাবে গ্রন্থাগারের কাজে নিয়োগ করা হয় সে উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সরকারী নির্দেশনামা জারী করা প্রয়োজন।

ঘ) গ্রন্থাগারিকের উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে শিক্ষকদের অনুরূপ পরীক্ষাকালীন ছুটীর ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।"

প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে গিয়ে শ্রীঅসিতাভ দাশ আরও বলেন যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও সমাক প্রসার লাভ করেনি। ১৯৭৭ এর পূর্বে পূর্ববর্তী সরকার এই প্রচেষ্টার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ছিলেন না। এই ব্যবস্থা অবহেলিত ছিল। সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন একটি গ্রন্থাগার একটি হাসপাতালের চেয়ে কোনো অংশেই কম জরুরী নয়। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগার ব্যবহারের সমাক জ্ঞান লাভ করে। সেকারণে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন আশু প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ছাড়াও একজন সহকারী থাকা উচিত।

প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীরঞ্জিত মিত্র। প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলেন যে মন্ত্রীর কাছে পরিষদ যে সুপারিশ রেখেছিলেন সরকার তার কয়েকটি মেনে নিয়েছেন। যেমন: বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে Academic Council এ সদস্য করা হয়েছে। তিনি সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাবটির সংযোজন দাবী করেন। পর্ষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রতিনিধি আছেন। সেখানে যাতে গ্রন্থাগার প্রতিনিধিও থাকেন তিনি এই প্রস্তাবটিও সংযোজন করতে বলেন। আগামী দিনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আন্দোলন সম্পূর্ণ সমর্থনের দাবী রেখে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী উল্লেখ করেন যে বেতনের ব্যাপারে একটা নতুন Pay Commission খুব শীঘ্রই বসছে। এই Pay Commission-এর সামনে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী সকলের ব্যাপারটাই যাবে। সুতরাং এ ব্যাপারে নতুন করে প্রস্তাব নেওয়ার কিছু নেই।

গ্রন্থাগারিকদের Academic Council-এর সদস্য সম্পর্কে W. B. Bord of Secondary Education-এর নির্দেশনামা বেরিয়ে গেছে। কোনো কোনো বিদ্যালয় হয়তো এটা চালু করেনি। সেক্ষেত্রে পর্ষদের কাছে জানালে পর্ষদ সেইমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

সমস্ত বিদ্যালয়ে যাতে গ্রন্থাগার স্থাপন করা যায়, নিয়মিত সরকারী অনুদান এবং গ্রন্থাগার সহকারীর পদ সৃষ্টির প্রস্তাব রেখে তিনি এই প্রস্তাব সমর্থনের কথা বলেন।

**৭৩ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রস্তাব**

"কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ. জি. সি. বেতনক্রম প্রবর্তন এবং সরকারী কলেজের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে অবসরকালীন বয়স পরিবর্তনের জন্য এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, ইউ. জি. সি. এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করছে:

ক) কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মীদের ক্ষেত্রে যে অযৌক্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত করা হয়েছে তা পরিবর্তন

করে রঙ্গনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তন শিক্ষাগত যোগ্যতা পুনরায় চালু করা প্রয়োজন.

খ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার সহকারী আবশ্যিক বলে সরকারকে নির্দেশ জারী করতে হবে।

গ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের ইউ. জি. সি. স্কেল অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য 'স্টাডি লীভ' দিয়ে পড়াশোনার সুযোগ দিতে হবে।

ঘ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট/কোর্ট নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকই একমাত্র ভোটদানের অধিকারী। এ ক্ষেত্রে সহগ্রন্থাগারিকদের ভোটদানের সুযোগ দিতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুটের সংশোধন করতে হবে।

ঙ) কলেজ ও পলিটেকনিক টীচার্স কাউন্সিলে গ্রন্থাগারিক এবং সহ-গ্রন্থাগারিকদের সদস্যপদ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় স্ট্যাটুট সংশোধন করা প্রয়োজন।

চ) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ের কাঠামো ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।"

এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীশৈলেন ঘটক, তিনি আরও বলেন যে Uniform development of Colleges including Sponsored and Government Colleges—হওয়া প্রয়োজন। শ্রীসত্যানন্দ মজুমদার এবং শ্রীপ্রতিভারঞ্জন সাহা পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের সম্পর্কে সংযোজনের যে দাবী রাখেন, শ্রীঘটক তা পাঠ করেন। তিনি আরও পাঠ করেন যে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের অনুরূপ পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও ইউ. জি. সি. বেতনক্রম চালু করতে হবে। নূতন নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ন্যায় অবসরকালীন বয়স ষাট বৎসর করতে হবে।

প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়। প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে কলেজে একজন শিক্ষকের নিয়োগের যোগ্যতা হবে একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কিন্তু গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ২টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর প্রয়োজনীয়তা অযৌক্তিক। দ্বিতীয়তঃ কলেজের লাইব্রেরী অ্যাসিসটেন্ট দের ক্ষেত্রে নিয়োগের যোগ্যতা শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাশ। কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কলেজে এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনো বিশেষ সুযোগ (scope) নেই। অথচ শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি দাবী করেন। কলেজের সহ-গ্রন্থাগারিকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটে ভোট দেবার কোনো অধিকার নেই অথচ শিক্ষক তথা সমস্ত অশিক্ষক কর্মচারীরাও এই সুযোগ পেয়ে থাকেন। তিনি সহ-গ্রন্থাগারিকদের ভোটাধিকারের ক্ষমতা দাবী করেন। কলেজের সরকারী অনুদান অনিয়মিত হওয়ার ফলে অন্যান্য কাজও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তিনি বলেন যে এই অনুদান নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগারগুলির ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত।

শ্রীমদন মণ্ডল এই প্রস্তাব সমর্থন করেও আরও দুটি দাবী সংযোজনের উল্লেখ করেন। (১) কলেজে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের উচ্চতর বেতনক্রম চালু করতে হবে; (২) Pay fixation (Rs. 700—1600)-র ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা এবং বকেয়া টাকা আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে।

শ্রীশৈলেন ঘটক এই সংশোধন দুটি প্রস্তাবে সংযোজন করেন এবং এই সংশোধিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

# ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের তালিকা

## কলিকাতা

অর্চনা শ্রীমানী, অচিন্ত্যকুমার মল্লিক, অজয়কুমার ঘোষ, অজয়কুমার দাস, অজিতকুমার দস্তিদার, অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা ঘোষরায়, অনিমা সেনগুপ্ত, অনিমা রায়, অনুপ চক্রবর্তী, অনুশ্রী রায়, অপর্ণা ব্যানার্জী, অমলাংশু সেনগুপ্ত, অমলেন্দু রায়, অমিতা সেনগুপ্ত, অমিতাভ চাটার্জী, অরুণকুমার চক্রবর্তী, অরুণ রায়, অরুন্ধতী চাটার্জী, অলকরঞ্জন জানা, অশোককুমার মিত্র, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অসিতাভ দাস, আরতি বড়াল (আঢা), আলিস নিয়োগী, আশীষ ভট্টাচার্য, ইন্দ্রজিৎ রায়, ইন্দ্রনাথ রায়, ইন্দ্রাণী মিত্র, ইলা দাস, উৎপল গুহ, এম. এন. নাগরাজ, কবিতা দাস, কমলাকান্ত সাহা, কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী রায়, কার্তিক চন্দ্র দত্ত, কার্তিক ব্যানার্জী, কালী প্রসাদ, কুমার কার্তিক দে, কৃষ্ণপদ মজুমদার, কৃষ্ণা দত্ত, কৃষ্ণা সরকার, কৃষ্ণা সাহা, কেয়া দত্ত, গোপা পাল, গৌতম গোস্বামী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, গৌতম দে, গৌতম মুখোপাধ্যায়, গৌরী ঘোষ, চঞ্চল মজুমদার, চন্দনা চক্রবর্তী, চন্দ্রানিকা বিশ্বাস, চিত্রা দত্ত, চিত্রা শতপথি, চৈতালী দত্ত, ছায়া ঘোষ, জগন্ময় ভট্টাচার্য, জামিল আখতার, জয়ন্তী ঘোষ, জয়ন্তী সিদ্ধার্থ, জয়শ্রী সেন, জি. কুমারাপ্পা, জি. জি. চৌধুরী, জোৎস্না মুখার্জী, তনু মুখোপাধ্যায়, তলি রায়, তনুশ্রী দাস, তনুশ্রী মুখোপাধ্যায়, তমাল মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার দত্ত, তরুণিকা কুণ্ডু, তানিয়া দত্তগুপ্ত, তাপসকুমার প্রধান, তাপসকুমার সরকার, তাপস দত্ত, তাপস ভট্টাচার্য, দীপককুমার বিশ্বাস, দীপা রায়চৌধুরী, দেবাশিস গুপ্ত, নন্দদুলাল বসাক, নবকুমার সিনহা, ননীগোপাল বসাক, নমিতা ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্তী, নারায়ণচন্দ্র পাল, নিতাই ঘটক, নিতাইচন্দ্র ঘোষ, নিতাই দেব, নির্মলা ভট্টাচার্য, নির্মলা রায়, নীলাদ্রি পাকড়াশী, পমি সেন, পরেশচন্দ্র সাহা, পলি প্রামাণিক, পাপিয়া মুখার্জী, পুলক কর, পুষ্পবেণী দোবী, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, পূরবী সেন, প্রতাপাদিত্য ভট্টাচার্য, প্রদীপকুমার সরকার, প্রদীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ বসুচৌধুরী, প্রণবানন্দ জানা, প্রশান্ত কিশোর রায়, প্রশ্নিতা সামন্ত, প্রেমনাথ ঘটক, প্রীতি মিত্র, প্রীতিলতা সেনগুপ্তা, ফণিভূষণ রায়, বনানী সেনগুপ্তা, বরুণী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ মুখোপাধ্যায়, বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী দাস, বিমলকুমার ব্যানার্জী, বিমলকৃষ্ণ গোস্বামী, বিমল নারায়ণ সরকার, বিশ্বজিৎ দাসঠাকুর, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, বীথি বসু, বীথিকা গুহরায়, বেনুলাল সাহা, ভগবান সিং যাদব, ভাস্বতী বসু, মহঃ আসলাম, মহঃ হোসেন, মহঃ শাহাবুদ্দিন, মঞ্জু রায়চৌধুরী, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, মনোতোষ ঘোষ, মঞ্জুলা সেন, মঞ্জরী বসু, মানসী মুখোপাধ্যায়, মায়া বিশ্বাস, মিতালী চট্টোপাধ্যায়, মীনা বাসু, মীরা চট্টোপাধ্যায়, রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না রায়চৌধুরী, রঞ্জিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা বরাই, রাধানাথ রায়, রাম তেওয়ারী, রামকৃষ্ণ সাহা, রীতা (নাগ) বসু, রিংকু মুখোপাধ্যায়, রীতা চন্দ, রীণা গুহসরকার, রীণা বসাক রুমা মাইতি, লালিমা মজুমদার, লিলি সেন, লীনা দাস, লীলা পুর, হরিপদ চক্রবর্তী, হিরণকুমার দত্ত, হীরক রায়, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, শান্তনু ভট্টাচার্য, শ্যামসুন্দর সাহাপোদ্দার, শ্যামলকান্তি সাহা, শ্যামল রায়চৌধুরী, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লা মুখোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা সেনগুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ ঘটক, শিলাদিত্য ঘোষ, শতদীন্দ্রনাথ শতপথি, যূথিকা দাম, সতী দে, সত্যজিৎ বসু, সঞ্জীবকুমার দাস, সমর রায়চৌধুরী, সমীর দত্ত, সলিল চাকলাদার, সলিলচন্দ্র খান, সংকলিতা দত্ত, স্বপনকান্তি দেবপ্রাচার্য, স্বপন চৌধুরী, স্মৃতিকণা ধর, সাবিত্রী গাঙ্গুলী, স্নিগ্ধা দাস, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুমনা বোস, সুমন্তরা সরকার, সুমিতা চৌধুরী, সোমা (চক্রবর্তী) মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ মিত্র সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

## কোচবিহার

অনীমকুমার মিত্র, আশুতোষ পাল, উৎপল চক্রবর্তী, উত্তমকুমার ভৌমিক, কালীকান্ত অধিকারী, কালীনাথ ঘোষ, গজেন্দ্র রাও, গোপাদত্ত বায়, গোপাল চন্দ্র পণ্ডিত, গোপাল সরকার, চন্দন গুহ চন্দন সাহা, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, ছন্দা পাল, জগদীশচন্দ্র বর্মন, জিতেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জীবতোষ দাস, তপনকুমার পাল, তমাল দে, দিগ্বিজয় দে সরকার, দুলালচন্দ্র পাইন, দেবব্রত ভট্টাচার্য, দেবাশিস গুহ মজুমদার, নির্মলচন্দ্র চক্রবর্তী, নীরোদচন্দ্র ঘোষ, পরিতোষ আঙ্কর, প্রবীর পাল, প্রাণগোপাল দাস, বাদলচন্দ্র দাস, বাদলচন্দ্র সরকার, বাদল ভদ্র বাবলে ভট্টাচার্য, বিজয়কুমার সরকার বিজয়কৃষ্ণ পাল, বিশ্বজকুমার দে, বিমলকুমার ব্যানার্জী, বিমলকৃষ্ণ রায়, ভবেশচন্দ্র দাস, ভাস্বতী নন্দী, মদনগোপাল সাহা, মনোরঞ্জন দে, মোহনলাল মণ্ডল, রঞ্জনকুমার

বক্সী, রঞ্জিতকুমার দত্ত, রতনকুমার চন্দ, রমেন্দ্রমোহন দে, শিবেন দাস, শীতেশচন্দ্র ধর, শৈলেশচন্দ্র শর্মাধিকারী, সত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত, সাধনচন্দ্র দাস, সুখরঞ্জন সরকার, সুদর্শন গুহ, সুনীল সরকার, সুবলচন্দ্র গুহ, সুবীর দত্ত, সুবীরকুমার রায়, সুব্রত দত্ত, সুব্রত রায়।

**চব্বিশ পরগনা**

অর্চনা কুণ্ডু, অচিন্তাকুমার সাহু, অচিন্তা চক্রবর্তী, অজিতকুমার মিত্র, অঞ্জন ঘোষ, অঞ্জলী ঘোষ, এ ডি ধনঞ্জয় রাও, অনন্তকুমার দাস, অনিমা মিত্র, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ সেনগুপ্ত, অনুপকুমার শী, অনুপকুমার সরকার, অনুপম রায়, অনুপম সেনগুপ্ত, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরকুমার নাথ, অমর ঘোষ, অমলকুমার দাস, অমলকৃষ্ণ বর্মণ, অমিতা ভট্টাচার্য, অমূল্যকৃষ্ণ সমাদ্দার, অরুণকুমার মুখার্জী, অরুণাভ দাস, অরুণাভ ভট্টাচার্য, অলককুমার বসু, অশ্বিনী পুরকাইত, অশোককুমার ঘোষ, অশোককুমার মণ্ডল, অসিতকুমার ঘোষ, অসিতকুমার নাগ, অসিতকুমার পাত্র, অমিতকুমার [illegible] অসীমা ভট্টাচার্য, আনন্দকুমার সেন, আব্দুল মজিদ, আব্দুল বর মোল্লা, আবুতোরাব বিশ্বাস, আসগর আলি মোল্লা, উদয় চক্রবর্তী, কমলাকান্ত গায়েন, কমলেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণকুমার ঘোষ, কল্যাণী প্রামাণিক, কাকলী ভট্টাচার্য, কাজী ইমামুদ্দিন, কাবেরী গাঙ্গুলী, কালীজীবন সরকার, কালিদাস সেন, কালীপদ পাল, কেকা পান্ডী, কুলদেব পাল, কৃষ্ণা মুখার্জী, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, জ্ঞানশংকর ঘোষ, গীতিকা চক্রবর্তী, গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দেবনাথ, গৌতমকুমার দত্ত, গৌতম ভট্টাচার্য, গৌতম ভূষণ, গৌতম মুখার্জী, গৌরহরি দাস, গৌরাঙ্গ কর্মকার, গৌরী চৌধুরী, চঞ্চল দাশগুপ্ত, চন্দন বসু, চিত্রা দেব, চিন্ময় সরকার, জগন্নাথ মিত্র, জহর দাস, জয়ন্তকুমার রায়, জয়শ্রী দাস, জ্যোতিষ চক্রবর্তী, তনুশ্রী সেনগুপ্ত, তপনকুমার সাহা, তপন গুহ, তপন বসুঠাকুর, তপন সরকার, তরুণকুমার রথ, তরুণ বসু, তাপসকুমার নাথ, ত্রিবারকান্তি দাস, ত্রিদিব মজুমদার, দিবাকর পান্ডত, দীপককুমার নন্দী, দীপককুমার মাইতি, দীননাথ পাত্র, দেবতোষ দালাল, দীপঙ্কর রায়, দেবব্রত পাল, নন্দা ভৌমিক, নন্দিনী ভট্টাচার্য, নারায়ণী রায়, নিখিলকান্তি চক্রবর্তী, নিভীক ঘোষ, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মণ্ডল, নিরুপকুমার মণ্ডল, নীলকমল দাস, নীলিমা ভট্টাচার্য, নুরুল ইসলাম লস্কর, পঙ্কজকুমার বিশ্বাস, পরেশচন্দ্র মণ্ডল, পার্থপ্রতিম সরকার, পাপড়ি সেনগুপ্তা, পৃথা দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য, প্রদীপ বসু, প্রণব বসু, প্রবীর দে, প্রবীর বিশ্বাস, প্রশান্তকুমার দে, প্রশান্ত বসু, প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ কুমার মল্লিক, মদনগোপাল দাস, মদন নস্কর, মন্টু সরকার, মন্মথ ভট্টাচার্য, মনীষ ঘোষ, মনীষা সেন, মমতা দাস, মাখনলাল দাস, মানবেন্দ্র মণ্ডল, মানসকুমার ঘোষ, মানস গুহরায়, মিতা দাস, মিতা রায়, মিনা চক্রবর্তী (চ্যাটার্জী), মীরা দে, মোঃ আবদুল্লাহ, মোঃ আব্দুর রজ্জাক আকুঞ্চি, মোঃ আব্দুল মজিদ, যুগলকিশোর সাহা, রঘুনাথ মাহাতো, রঞ্জিৎকুমার মিত্র, রত্নাবলী দত্ত, রমাপ্রসাদ দত্ত, রফিক শেখ, রফিকুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ দাস, রবীন্দ্রনাথ বেরা, রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ দাস, রাসবিহারী মিত্র, রীতা পান্ডে, রীতা সেন, রুমা রায়, ললিতমোহন দাস, লীনা পালচৌধুরী, শঙ্কর ঘরামি, শঙ্করকুমার মালিক, শম্ভু রায়, শরৎচন্দ্র পাল, শান্তিলতা দত্ত, শ্যামসুন্দর চৌধুরী, শ্যামলকুমার সাহা, শ্যামল ভট্টাচার্য, শ্যামলী চক্রবর্তী, শিবনাথ সাধুখাঁ, শিপ্রা চৌধুরী, শিবপ্রসাদ গাঙ্গুলী, শিবপ্রসাদ ঘোষ, শিবসুন্দর সামন্ত, শিশিরকুমার মুরাল, শুভদেব ব্যানার্জী, শুভ্রা দেবদাস, শেলী ঘোষাল, শৈলজাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলা চক্রবর্তী, সত্যব্রত সেন, সন্তোষ ঠাকুর, সন্তোষ বসাক, সন্তোষকুমার বেরা, সন্দীপকুমার মল্লিক চৌধুরী, সবিতা কুণ্ডু, সমীরকুমার বসু, সমীরকুমার বিশ্বাস, সরোজ বিশ্বাস, স্বদেশকুমার বসু, স্বপনকুমার ঘোষ, স্বপনকুমার দে, স্বপনকুমার বিশ্বাস, স্বপনকুমার সরকার, স্বপনকুমার সেন, স্বপন চৌধুরী, সাথী চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ ঘোষ, স্নিগ্ধা রায়, সীমা মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মণ্ডল, সুখেন্দু সরকার, সুচেতা দত্ত, সুজাতা চৌধুরী, সুজিত রায় চৌধুরী, সুদর্শন দাস, সুনীলকুমার গাঙ্গুলী, সুমিত সান্তারা, সুমিত্রা চ্যাটার্জী, সুব্রত বসু, সোমনাথ চৌধুরী, সোমা পাল, হাসনত বৈদ্য, হিমাংশু-কুমার জোতদার।

**জলপাইগুড়ি**

অরুণকুমার ঘোষ, অরুপকুমার ভৌমিক, আজিজুর রহমান, আমিনুল হক, কল্যাণকুমার সরকার, গৌতম-কুমার সরকার, তরুণকুমার বিশ্বাস, তারাপদ সমাদ্দার, দিগেন্দ্রনাথ সাহা, দেবাশীষ মিশ্র, নীতিশ বসু, পুলক সেনগুপ্ত, প্রবাল ব্যানার্জী, বাদল গুহ, রতন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ বর্মন, শম্ভু চন্দ্র দে, শৈলেন অধিকারী, সমীরকুমার বর্ম্মন, সুকোমলকুমার দে, সুখরঞ্জন দাস, সুব্রত জোয়ারদার, সুরেশচন্দ্র পাল, সুনীল চাকী, স্বপনকুমার দাস॥

**দার্জিলিং**

অনিলকুমার চৌধুরী, করুণা কুণ্ডু, কালীনাথ দত্ত, জহরলাল দাস, দিলীপকুমার প্রধান, দীপ্তি সেনগুপ্ত, ধনকুমার বিশ্বকর্মা, নির্মল চন্দ্র রায়, পুষ্প ছেত্রী, বিকাশ ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখার্জী, বিকুপদ ঘোষ,

বীরেন্দ্র কুমার চন্দ, বীরেন্দ্র কুমার বসু, মনোজ কুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ রায়, রাধিকা প্রধান, শংকর সরকার, শিশির কুমার লাহিড়ী, সিদ্ধার্থ সরকার, সুজিত চক্রবর্তী, স্বপন কুমার লাহিড়ী, হালদার॥

## নদীয়া

অখিল বিশ্বাস, অনাথনাথ সেন, অনিল সরকার, অবনীকুমার মণ্ডল, অলোককুমার দত্ত, কল্পনা সরকার, কিরণলাল সোন্দার, কুমারেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমারেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশবলাল চক্রবর্তী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, চন্দনা চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর বিশ্বাস, জীবনকৃষ্ণ সোন্দার, তপনকুমার বিশ্বাস, তপন ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, ধনঞ্জয় হালদার, নরেন্দ্রনাথ দাস, প্রতিভারঞ্জন সাহা, প্রতুলচন্দ্র বসু, প্রবীরকুমার দে, প্রভাতকুমার সিংহ, বরুণ মুখার্জী, বিপদভঞ্জন কর, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, বিরূপদ দেবনাথ, ভরতচন্দ্র শর্মা, ভূপেন রায়, মদনমোহন মল্লিক, মাধবকুমার বিশ্বাস, রণজিত মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ প্রামাণিক, রামকৃষ্ণ দে, শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জী, শ্যামল বাগ, সতীশচন্দ্র সরকার, সঞ্জিত দত্ত, সত্যকুমার চক্রবর্তী, সত্যানন্দ মজুমদার, সনৎকুমার দত্ত, সমরেন্দ্র আচার্য, সমরেন্দ্রনাথ সরকার, সমীরচন্দ্র দে, স্বপনকুমার চক্রবর্তী, সাধনকুমার বসাক, সৌমেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, হরকালি মাইতি॥

## পশ্চিম দিনাজপুর

অচিন্ত্যকুমার দাস, অজয়কৃষ্ণ আচার্য, অনিতা চৌধুরী, অপূর্বনাথ কর্মকার, অমরেশ দত্ত, অম্বিকাচরণ চ্যাটার্জী, অসিতকান্তি ধর, অসিতকুমার সরকার, আশুতোষ রায়, কণ্ঠেশ্বর রায়, কল্যাণব্রত বর্মন, ক্ষিতীশ চন্দ্র গোস্বামী, ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল, জয়ন্তকুমার সরকার, জ্যোতিষ চন্দ্র গায়েন, তপনকুমার রায়, দিলীপকুমার ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ দাস, পঙ্কজকান্তি কর, পরেশনাথ কুণ্ডু, পরিতোষ চন্দ্র দাস, পুলক চন্দ্র সরকার, প্রতাপকুমার দেব, প্রতীপকুমার নন্দী, প্রদ্যুৎকুমার গুহ, প্রিয়নাথ বর্মন, ফণীন্দ্রনাথ সরকার, ফেরাত আলী, বিকাশকুমার চৌধুরী, বিদ্যুৎকুমার ঘোষ, মদনমোহন চক্রবর্তী, মহঃ জাহিদ, মানিক চন্দ্র চন্দ, মালবিকা কুণ্ডু, রণজিৎ আচার্য, রঞ্জিৎকুমার সরকার, রমেশ চন্দ্র দাস, রামেন্দ্র নাথ দাস, রেবুল মজুমদার, লেখুরাম সিংহ, শচীদুলাল চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ রায়, শিবেন্দ্রনাথ দাস, সরোজ সাটিরায়, সৌমেন্দ্রকুমার বর, স্বদেশচন্দ্র সাহা, স্বপনকুমার দাস, হরিদাস সাহা॥

## পুরুলিয়া

অর্দ্ধেন্দু পাল, অনন্তকুমার মাহাতো, অপরূপ চক্রবর্তী, অমলকান্ত মহান্তী, অসিতবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, আদরচন্দ্র মাহাত, আশুতোষ গড়াই, ইন্দু কুণ্ডু, ঈশ্বরচন্দ্র মাজি, খেপু মাহাত, গোরাচাঁদ ওঝা, চতুর্ভুজ মাজী, চঞ্চল শান্তিকারী, চণ্ডী দাস, তাপস রক্ষিত, তিমিরবরণ দত্ত, তুষারকান্তি চক্রবর্তী, দিলীপকুমার দত্ত, দীপক চক্রবর্তী, নারায়ণচন্দ্র মাজি, নীলকান্ত মাহাত, প্রদীপকুমার হালদার, প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাকর অধিকারী, প্রভাসরঞ্জন কুইরী, প্রসন্ন মাহাত, ফণিভূষণ দাস, ফুলচাঁদ সাহিস, বদনচন্দ্র ভাণ্ডারী, বাদলচন্দ্র গড়াই, বামাপদ খাঁরোজ, বিমল মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ কোলে, মনবোধ তন্তুবায়, মনিলাল মুরমু, সন্তোষ মাহাত, মলয় চক্রবর্তী, মহাদেব গড়াই, শিবরঞ্জন আদক, সতীশ মাহাতো, সন্তোষকুমার ঘোষ, সলিল চক্রবর্তী, সাধনচন্দ্র কুম্ভকার, সুভাষচন্দ্র লায়েক, সুব্রতচন্দ্র কুইরী, সুশান্ত হাজরা, সেখ কসম, সৌমিত্র ওঝা, হরেকৃষ্ণ গোপ॥

## বর্দ্ধমান

অদীপকুমার চ্যাটার্জী, অমিয়কুমার বসু, অমিয়কুমার ব্যানার্জী, অমিয়কুমার বোস, অবিনাশ দেবনাথ, অনিলকুমার রুদ্র, অনিতা সিংহ, অমলেন্দু ঘোষ, অমিতাভ চক্রবর্তী, অলোক সাহা, অভ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ নারায়ণ গোস্বামী, আব্দুল মমিন মিন্টা, ইলা হালদার, উত্তমকুমার দাস, কবিতা কুণ্ডু, কমলাক্ষ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণধন কুণ্ডু, কাজী আখতার হোসেন, কাজী খোদাবক্স সিদ্দিকী, কাজী গোলাম কিবরিয়া, কাজী গোলাম মোমিন, গোপীরঞ্জন দাস, গোপীকৃষ্ণ রায়, গুরুপদ হাজরা, চন্দনা মণ্ডল, জগৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, জাকিরুল ইসলাম, জাহ্নবীকুমার মুখার্জী, তপনকুমার চক্রবর্তী, তপনালোক বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার দে, তাপসকুমার সাহা, তিমির লাহিড়ী, দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু দাস, দীপঙ্কর সিংহরায়, ধনপতি সামন্ত, ধনেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নন্তুকুমার মণ্ডল, নবকুমার মণ্ডল, নারায়ণ চন্দ্র মাইতি, নির্মলকুমার মুখার্জী, নীলমণি সামন্ত, নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী, পবিত্রকুমার হালদার, প্রণবেশ চক্রবর্তী, প্রদীপকুমার দীক্ষিত, প্রদীপকুমার পাল, প্রফুল্লকুমার বেরা, প্রভাসচন্দ্র কোনার, প্রশান্তকুমার পাল, বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিভাসিন্ধু রায়, বিরজাবিহারী দাসঠাকুর, মনিভূষণ গড়াই, মহঃ জাকারিয়া, মাধবকুমার ঘোষ, মির্জা আহাম্মদ হোসেন, মিত্রা লালা, মোহিনীমোহন দাসঠাকুর, মৃদুলকুমার মিত্র, যজ্ঞেশ্বর কুম্ভার, রণজিৎ নায়েক, রতনলাল কর্মকার, রফিকুল সেখ,

রামতনু দত্ত, রামানন্দ সিংহ, রূপনারায়ণ রায়, শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, শান্তিকুমার রায়, শান্তিচরণ মণ্ডল, শিবদাস দত্ত, শুকদেব দাস, শুকদেব মুখোপাধ্যায়, শেফালী গুহ, শ্রীকুমার ঘোষ, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ মিত্র, সরোজ কোঙার, সংকটতারন মণ্ডল, স্বপনকুমার বসু, স্বপনকুমার ব্যানার্জী, স্বপনকুমার সেন, সুকুমার গড়াই, সুকুমার মণ্ডল, সুদেব চন্দ্র সাঁপুই, সুধাকর ঘোষ, সুধীরকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার দে, সুনীলকুমার মণ্ডল, সুনীলকুমার নাথ, সুবর্ণকুমার চক্রবর্তী, সুবোধকুমার গাঙ্গুলী, সেখ আব্দুল কাসেম, সেখ মহঃ ইলিয়াস, সেখ মুনসুর আলি, হরনাথ ঘোষ, হাসানত জামান, হেমন্তকুমার চক্রবর্তী।

## বাঁকুড়া

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণকুমার পাণ্ডা, অসিতরঞ্জন ব্যানার্জী, অসীমকুমার পূজারী, অর্দ্ধেন্দুভূষণ মাহাত, উত্তমকুমার রায়, উত্তমকুমার সিংহ মহাপাত্র, করুণাকেতন ভট্টাচার্য, কৌশিক বিশ্বাস, গৌরীশঙ্কর দত্ত, জগন্নাথ বটব্যাল, জয়েজয় নন্দী, জয়লের রহমান, তপনকুমার রায়, দুর্গাদাস লায়েক, দুর্গাপদ ব্যানার্জী, নরহরি মণ্ডল, নিতাইচাঁদ দিকপতি, নিমাইচন্দ্র নন্দী, নীরেন্দ্রনাথ সিংহ, নুরআলী বাহ্রেন, পশুপতি বাউড়ী, প্রভাত মহান্তি, বরুণ চট্টোপাধ্যায়, বংশীধর ঘোষাল, বাসুদেব কুণ্ডু, মধুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়, মনোজগোপাল চৌধুরী, মহাদেব পারেন, মুক্তাপদ বিশ্বাস, রথজিত কাপড়ী, শক্তিপদ সাহা, শঙ্করলাল চন্দ, শান্তিময় মণ্ডল, শিবশঙ্কর সাহা, শিশির পাল, শ্রবণকুমার পাত্র, সত্যবান মণ্ডল, সতীনাথ ব্যানার্জী, সমীরকুমার গোস্বামী, সমীরকুমার রায়, সুজয়কুমার পাইন, সৌরীন্দ্রনাথ মণ্ডল, স্ফটিকচন্দ্র গোস্বামী, হরিদাস দে, হীরালাল চ্যাটার্জী॥

## বীরভূম

অনাথশরণ মুখার্জী, অসিতবরণ সাহা, উদয়শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, উমাপদ মাকি, কালীপদ দাস, জ্যোতির্ময় নাগ, তরুণ রায়, দীপককুমার মিত্র, দীনদয়াল দাস, পরেশনাথ ঘোষ, বিজন ব্যানার্জী, বীরেন্দ্র ব্যানার্জী, মদনমোহন ডোম, মহঃ আফাজুদ্দিন হোসেন, মহঃ নাসিমুদ্দিন সিদ্দিকী, মানবেন্দ্র অধিকারী, মিহিরকুমার রায়, মিহির পাত্র, রঞ্জিত দাস, রথীরঞ্জন রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, শক্তিপদ ঘটক, শমীকবর্মন রায়, শিশির নন্দী, শোভেনেন্দু মুখার্জী, সঞ্জীবকুমার দাস, সত্যবান চক্রবর্তী, সন্তোষ ঘোষ, সনৎকুমার দে, সমীরকুমার মুখার্জী, সাক্ষীগোপাল চন্দ্র, সাত্যকি চৌধুরী, সাধনকুমার লেট, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীলকুমার পাল, সুনীলকুমার মণ্ডল, সুশান্ত রাহা, সেখ দৌলত বক্সী, সৌমেন্দ্রপ্রকাশ ব্যানার্জী॥

## মালদা

অখিলরঞ্জন সরকার, অচিন্ত্য সেন, অনিলচন্দ্র সাহা, অমলকুমার রায়, অমিতাভ দাস, অমিয় চৌধুরী, অরুণ কৃষ্ণ রায়, ভবেশচন্দ্র দাস, ভাস্বতী নন্দী, মদনগোপাল কাইয়ুম, আব্দুর রাহাক, আব্দুস সাত্তার, আশীষকুমার বিশ্বাস, উত্তমকুমার রায়, উদয়কুমার সাহা, কাজলকুমার মণ্ডল, মোহঃ আফজল হোসেন, মোহঃ আব্দুল ওদুদ, মোহা॥ কুতুবুদ্দিন, মোহাঃ সফিউল হক, মোঃ সাহবুবুল হক, খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, গোপালপ্রসাদ সাহা, গোলাম আজদানী, গোলাম রাববাণী, গৌতম রায়, গৌরপদ সিংহ, জয়কুমার সিংহ, জয়গোপাল দাস, জয়দেব দাস, জয়দেব বোস, জাহাঙ্গীর কবির, তড়িৎকুমার মিশ্র, দীনেশচন্দ্র মণ্ডল, দীপক মিশ্র, নারায়ণ গোপাল দত্ত, পরিতোষচন্দ্র কর্মকার, পরিতোষ সিংহ, পাপিয়া ব্যানার্জী, পূরবী মণ্ডল, প্রকাশচন্দ্র সাহা, প্রকাশ মিশ্র, প্রতুলচন্দ্র কর্মকার, প্রদীপকুমার রায়, প্রদ্যোৎ মিশ্র, প্রভাসচন্দ্র মণ্ডল, বিনতি তরফদার, বিমলকৃষ্ণ গোস্বামী, মধুমিতা ঘোষ, মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য্য, মন্টুচন্দ্র ঘোষ, মনোরঞ্জন সাহা, মানিক দাস, রমেশচন্দ্র মল্লিক, লম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মণ দাসগুপ্ত, লক্ষ্মণকলেশ্বর সিংহ, শুভেন্দু পাল, সমরেন্দ্রনাথ নন্দী, স্বপন চক্রবর্তী, সুধাংশু ঘোষ, সুনীলকুমার মৈত্র, সুবলচন্দ্র বসাক, সুবোধকুমার গোস্বামী, সুবোধকুমার সিংহ, সুব্রত দাস, সুব্রত ভট্টাচার্য।

## মুর্শিদাবাদ

অজিতকুমার হালদার, অনু দাসগুপ্তা, আব্দুর রশিদ, আব্দুল বাসেত, আব্দুল সুলেন, আলী হোসেন, আশীষতরু ঘোষ, কার্ত্তিকচন্দ্র কুণ্ডু, কিশোরীমোহন মণ্ডল, গঙ্গাসাগর শর্মা, চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, জয়ন্তী মাহারা, তপনকুমার ঘোষ, তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার দাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, নন্দকুমার দাস, নবীসুদ্দিন আহমদ, নরেন্দ্রনারায়ণ সাহা, নেপাল দে, প্রণবকুমার দাস, প্রণবকুমার সিংহ, প্রভাসকুমার অধিকারী, প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী, ফণীন্দ্রবন্ধু সেন, ব্রজদুলাল গোস্বামী, বিনয়কুমার মজুমদার, বরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ দাস, মদন মণ্ডল, মোঃ আইউব হোসেন, মোঃ আব্দুস সহিদ, মোঃ আব্দুস সামাজ, মোঃ ইয়াসিন আলী, মোঃ ফাহিমুদ্দিন, মোসাম্মৎ আলেসা, রতনকান্তি বিশ্বাস, রথীন্দ্রনাথ মণ্ডল, রবি জয়াদার, রমেন দে, রসিক লাল দাস, শচীনন্দন সাহা, শচীনন্দন সাহা, শিবশঙ্কর চট্টো-

পাধ্যায়, শ্যামাকান্ত চৌধুরী, সত্যনারায়ণ রায়, সত্যবান দাস, সত্যব্রত রায়, সনাতনসখা দত্ত, সীতারাম দাস, সুকুমার মাহারা, সুখেন মুখোপাধ্যায়, সুভাষ চন্দ্র মণ্ডল, স্বপন দেবনাথ॥

### মেদিনীপুর

অজিতকুমার ঘোষ, অজিতকুমার দোলুই, অঞ্জলি দাস, অনিল শাসমল, অবনীকুমার কারক, অমিত দাস, অশ্বিনীকুমার রায়, অশোককুমার দাস, অসীমকুমার গিরি, অমেমচন্দ্র খিলারী, আশুতোষ পাড়ুই, কালিপদ খাটুয়া, কালিপদ মাহাত, কালিলঙ্কর বর্মন, গজানন ভক্ত, গীতা ঘোষ (সরকার), গৌতমকুমার পতি, চন্দনকুমার মাজী, চন্দ্রমোহন অধিকারী, চণ্ডীচরণ মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন পাল, চিত্তরঞ্জন বেরা, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তকুমার পাণ্ডা, জয়হরি বেরা, জীতেন্দ্রনাথ দাশ, তপন চক্রবর্তী, তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, দামোদর রায়, দিলীপকুমার চন্দ, দুলালচন্দ্র সীট, নন্দেন্দু কিশোর সাউ, নারায়ণচন্দ্র খাটুয়া, নিতাইচন্দ্র দাস, নিতাইচন্দ্র দাস, নিতাইচন্দ্র সিং, নিতাইচরণ ভূঞ্যা, নীহাররঞ্জন সরকার, পঙ্কজকুমার রায়, প্রতাপচন্দ্র পাল, প্রণতি চট্টোপাধ্যায়, প্রত্যুষকুমার মান্না, ভবেশচন্দ্র দে, ভীমচরণ বাড়ী, মনীষী সেনগুপ্ত, মনোজকুমার মাইতি, মনোরঞ্জন দে, মানিকচন্দ্র পাল, মান্না সামন্ত (বাগ), মৃত্যুঞ্জয় সিংহ, রতনচন্দ্র দিণ্ডা, রণজিৎকুমার দাস, রাকৃষ্ণ তেওয়ারী, রামপদ দে, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, বসন্তকুমার মণ্ডল, বাদলকুমার মাইতি, বাদলচন্দ্র জানা, বাদলচন্দ্র মাজী, বিকাশচন্দ্র রায়, বিক্রমবিহারী দোলই, বিদ্যাধর মুদলী, বিমলকুমার খাটুয়া, হরনাথ গোস্বামী, হরিপদ ভুঁইয়া, হেমন্তকুমার চন্দ, শক্তিপদ নায়েক, শক্তিরঞ্জন সৎপথী, শচীনন্দন কর্মকার, শেখ আব্দুল হামিদ, শেখ আব্দুল রহিম, শুভেন্দুশেখর প্রধান, শ্যামল দাস, সঞ্জয়কুমার বল, সন্তোষকুমার দাস, সন্তোষকুমার প্রামাণিক, সর্বেশ্বর মিশ্র, স্বপনকুমার সিনহা, সাধনকুমার দাস, সাধনা দত্ত, সুকুমার মাইতি, সুজয়কুমার পানিগ্রাহী, সুপ্রীতিরঞ্জন দে, সুভাষচন্দ্র পাল, সুধীরকুমার দাস, সুশান্তকুমার গাঙ্গুলী॥

### হাওড়া

অঞ্জলি রায়চৌধুরী, অপ্টমকুমার রায়, অনিলকুমার দেয়াসী, অসিতকুমার পাল, অশোককুমার জানা, অশোককুমার দাস, আদিত্যকুমার প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী, আশীষকুমার খাঁড়া, আশীষ সরকার, কমলকান্তি দাস পোদ্দার, কল্যাণী ভট্টাচার্য, গোপাল রায়, গৌরী সান্যাল, চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, জগদীশ সাঁপুই, জ্ঞানদাপ্রসাদ মণ্ডল, তুষারকান্তি কুণ্ডুচৌধুরী, দিবাকর শেঠ, দেবনারায়ণ মান্না, পঙ্কজকুমার মজুমদার, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পিনাকীনাথ মুখার্জী, প্রণবকুমার পাল, প্রতাপকুমার ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার ঘোষ, প্রশান্তকুমার পাল, প্রান্তর বানার্জী, প্রীতি কোলে, বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী, বৃন্দাবন রায়, মনোজকুমার সেন, মনোহর মিশ্র, মহীতোষ বেরা, মাণিকলাল বেরা, মোহনলাল ঘোষ, রণজিত আদক, রিনিকা দাস, রবীন্দ্রনাথ দাস, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, শিবানী চৌধুরী, শুভেন্দু মান্না, শোভনকুমার ধর, সনৎকুমার সেন, স্বপনকুমার চন্দ্র, সবুর আলী সারেং, সমিতকুমার বানার্জী, সমীরকুমার মান্না, সরস্বতী মিশ্র, সুকুমার হাজরা, সুনীল ঘোষ, সুব্রত নাগ চৌধুরী, স্নেহময় নন্দী, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়।

### হুগলী

অনপ্ত ভট্টাচার্য, অনবদ্য সান্যাল, অনিলকুমার দত্ত, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমরনাথ বানার্জী, অমিতকুমার দত্ত, অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত মুখার্জী, অমিতা চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ দে, অরুণকুমার নায়েক, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণাভ ভৌমিক, অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, অলোককুমার রায়, অসিত চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার বানার্জী, অসীম পাল, আনন্দময়ী দাশ, আশীষকুমার মুখার্জী, উমা বাড়, কমলকুমার পাল, কল্যাণী রায়, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, কাকলি সাউরা, কালীপদ দে, কিরণময় দত্ত, কিশোর মিত্র, কৃষ্ণা ঠাকুর, গণেশকুমার গুপ্ত, গণেশ নন্দী, গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায়, চন্দনকুমার ঘোষ, চিন্তামনি কোলে, চিরঞ্জীব রয়া, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, জুড়ান সরখেল, জ্যোতির্ময়চন্দ্র রায়, তপনকুমার রায়, দীনবন্ধু ঘোষ, দুলালচন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ঘোষ, নিখিলবন্ধু গোস্বামী, নিতাগোপাল গোস্বামী, নিতানন্দ চৌধুরী, নির্মলকুমার পাল, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, নিমাইচন্দ্র মান্না, নিমাই মাল, পতিতপাবন কুমার, পীযূষকান্তি সিনহা, প্রদীপকুমার পাল, প্রদ্যোৎকুমার দত্ত, প্রদ্যোৎকুমার বসু, প্রবীরকুমার বসু, প্রবীরকুমার বসু, প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, বংশীধর দত্ত, বারীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বিজনবিহারী দাস, বিভাংশু দত্ত, বিশ্বনাথ দাস, বৃন্দাবন কর্মকার, ব্রজনাথ নন্দী, মদনমোহন ঘোষ, মদনমোহন পাল, মধুসূদন চন্দ্র, রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ দাস, রাজকৃষ্ণ দে, রামপদ পাল, রীণা বানার্জী, রেখা দত্ত, লম্পা গাঙ্গুলী, শম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়, শরদিন্দু ভুঁইয়া, শান্তনুকুমার বাগ, শিবনাথ কোলে, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, শুভ্রাংশুকুমার মিত্র, সঞ্জীবকুমার চক্রবর্তী, সঞ্জিৎ সিনহা, সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সমীরকুমার চ্যাটার্জী, স্বপনকুমার মান্না, সুকুমার পান, হারাধন নায়ক॥

## পরিষদ সংবাদ

# গ্রন্থাগার আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি

গত ১১।৩।৮৬ তারিখে বুধবার ভারত সভা হলে বিকাল ৫টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যৌথ উদ্যোগে "গ্রন্থাগার আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি" সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পরিষদের কর্মসচিব অরুণ রায় সভাপতি হিসাবে পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে গ্রন্থাগার প্রধানবহির্ভূত দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরার নাম প্রস্তাব করেন। পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রীতরুণ রায় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র।

সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী সভার শুরুতে বলেন, আপনারা জানেন বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে একটা বিতর্ক চলছে। যেহেতু শিক্ষার সাথে গ্রন্থাগার যুক্ত, সুতরাং গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে আমাদের এই বিষয়ে বক্তব্য আছে। ভারত সরকার "ন্যাশনাল লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন পলিসি" সম্পর্কে একটা কমিটি গঠন করেছেন অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। তারা একটা আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা বক্তব্য রেখেছি। (পরিষদের বক্তব্য গ্রন্থাগারের ১০৯২ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে) আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার যে দলিলটি প্রকাশ করেছেন, সেখানে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন কথা নেই। গ্রন্থাগারকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাব্যবস্থাই চলতে পারে না। জনশিক্ষা প্রসারে সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শুধু সাধারণ গ্রন্থাগারই নয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধেও কোন কথা এই দলিলে নেই। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু এটাই।

প্রথমে পরিষদের কর্মসচিব অরুণ রায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতির পক্ষ থেকে যে বক্তব্য তৈরী হয়েছে তা পাঠ করেন।

প্রস্তাবটি পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতির সম্পাদক তরুণ রায় সমর্থন করেন। প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে তরুণ রায় বলেন, ভারত সরকার তড়িঘড়ি জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছেন, যেটা আগামী এপ্রিল মাস থেকে কার্যকর হবে। সাধারণ মানুষ এবং গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে আমরা উদ্বিগ্ন। আপনারা জানেন ১৯৬৮ সালে কোঠারী কমিশনের জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণার পরে ১৯৮৬ সালে আবার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছে। অথচ আলোচনার জন্য সময় দেওয়া হয়নি। আমরা এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি এবং সেটা যাতে অন্তর্ভুক্ত হয় তাও বলেছি। যে শিক্ষানীতি চালু হয়েছে তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য করা হয়েছে। আপনারা জানেন সব রাজ্যে প্রত্যেক জেলায় একটি করে মডেল স্কুল করা হবে, এবং তাতে অল্প সংখ্যক লোক পড়তে পারবে। বয়স্ক শিক্ষা ও নিরক্ষর মানুষদের জন্য শিক্ষার কোন কথা এতে উল্লেখ নেই। এই শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষা ব্যক্তিগত মালিকানায় যাবে। এর সঙ্গে সরকারের কোন যোগাযোগ থাকবে না। এই শিক্ষানীতি চালু হলে বিভীষিকা নেমে আসবে। তাই সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন সবাই সজাগ হয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন। শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেখানে বাজেটের ২৪ ভাগ ব্যয় করেন সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার অতি অল্প অর্থ ব্যয় করেন। আশ্চর্যের বিষয় যে সরকারের শিক্ষা বিষয়ে পূর্ণ ক্যাবিনেট মিনিস্টার থাকে না তারা কিভাবে নতুন শিক্ষানীতি চালু করে। এই বিষয় উপলব্ধি করে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গ্রন্থাগারকর্মী হিসাবে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিৎ। আগামী ২০শে মার্চ জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে মিছিল হচ্ছে তাতে গ্রন্থাগারকর্মীরা যোগদান করবে। প্রস্তাবকে সমর্থন করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন গ্রন্থাগার ও প্রধানবহির্ভূত দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা। তিনি বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে একটি দলিল প্রকাশ করেছেন। শিক্ষাকে যারা সার্বজনীন করতে চান; শিক্ষাকে যারা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান তারা এই দলিল সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। স্বভাবতই এই নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কনভেনশন হচ্ছে। যেহেতু কোন শিক্ষাব্যবস্থাই গ্রন্থাগার ব্যতীত হতে পারে না। সেহেতু উপযুক্ত সময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতি এই কনভেনশন ডেকেছেন। আমার আশা তাঁরা এই আন্দোলন ব্যাপক করার প্রচেষ্টা করবেন। একজন রাজনৈতিক এবং সমাজসেবী কর্মী হিসাবে আমার মনে হয়েছে। এটা খুবই বিপদজনক। ইউনেস্কোর সংজ্ঞানুযায়ী গ্রন্থাগার হচ্ছে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। যেহেতু বর্তমান দলিলে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন কথা

উল্লেখ নেই। সেইহেতু আমাদের আন্দোলন করতে হবে শুধু তাই নয়। এই বিষয়ের মূলে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজন আছে। দেশের প্রয়োজনে, শিল্পনীতি, অর্থনীতি ছাড়াও একটি শিক্ষানীতিও দরকার। উপরিউক্ত নীতি-গুলি নির্ধারণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার। সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারছেন তাদের শিক্ষানীতি কেমন হবে। প্রাচীন ভারতে বৈশ্য ও শূদ্রের কোন শিক্ষার অধিকার ছিল না। শিক্ষার অধিকার শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ তাঁরা তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি উল্লেখ্য। মোগল সাম্রাজ্যেও শিক্ষাব্যবস্থা একই রকম ছিল। বৃটিশ শাসন ব্যবস্থাতেও শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের জন্য শিক্ষা প্রসারের কোন দৃষ্টিভঙ্গীই তেমন ছিল না। যেমন কলিকাতার বড় বড় স্কুল হয়েছে। নিজেদের দেশ শাসনের সুবিধার জন্য তারা স্কুল গড়েছেন। অর্থাৎ শিক্ষার নির্ভর করছে শাসকশ্রেণীর ইচ্ছার উপর। বৃটিশ আমলে যখন শিক্ষা ব্যবস্থা কুক্ষিগত হলো তখন দেশপ্রেমিক মানুষ শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা লিখেছেন। শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেছেন। ভারতবর্ষে তখন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উদ্যোগে মুষ্টিমেয় লোকের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। এ-সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা না হলে গ্রামের লোককে বঞ্চিত করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের অধি-বেশনেও শিক্ষাকে সার্বজনীন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে করা হয় তারও ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনে এই প্রস্তাব ওঠে এবং তা জোরদার হয়। স্বভাবতই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যারা কর্ণধার হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন তাদের কাছে আশা ছিল নিশ্চয় সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে। শিক্ষাবিদরাও ভেবেছিলেন যে যেহেতু জাতীয় কংগ্রেসের শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। সেহেতু স্বাধীনতার পর তার ব্যবস্থা হবে। নেহরুও সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তিনি থাকাকালীন তিনটি পাঁচশালা পরিকল্পনা অতিক্রান্ত হয়েছিল। তিনটি পাঁচশালা পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ব্যয় অতি অল্প করা হয়েছে। তিনটি পাঁচশালা পরি-কল্পনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক থেকে উচ্চ শিক্ষাখাতে বেশী ব্যয় করা হয়েছিল। এই উচ্চ শিক্ষাখাতে বেশী ব্যয় করা হয়েছিল। এই উচ্চ শিক্ষাও কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। শুধু শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি অবহেলা দেখান হয়। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধী এলেন—একটা করে পাঁচশালা পরিকল্পনা পার হচ্ছে, আর বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিদেশের কাছে ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বেকারের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা রোধ করার জন্য, শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত করার জন্য শিক্ষা রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ তালিকায় আসে। আর এটা করা হয় জরুরী অবস্থার সময়। আর নতুন কলেজ বা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ বন্ধ করা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজীব গান্ধী যে শিক্ষানীতির কথা বলছেন, তাও একই চিন্তার ফসল। এটা হচ্ছে শিক্ষা সংকোচনের আর একটা ব্যবস্থা। শিল্পনীতি, অর্থনীতি প্রত্যেকটাই শিক্ষানীতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্প-নীতি এবং অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে বিদেশী স্বার্থে, কারণ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী শিল্পনীতি ও অর্থ-নীতির পরিবর্তন করতে হচ্ছে। এর ফলে ভয়াবহ বেকার সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং এই শিক্ষিত বেকার কমানোর জন্য শিক্ষার সংকোচন করা হচ্ছে। কোঠারী কমিশন যুগ্ম তালিকার বিরোধিতা করেন। কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নি। রাজীব গান্ধী শিক্ষানীতি পাল্টালেন। তিনি বললেন আগের শিক্ষানীতি ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু কেন ব্যর্থ হলো তার কারণ জানানো হলো না। তিনি নিম্নলিখিত তিনজনকে নিয়ে একটি কমিটি করলেন—

(১) পি. এল. শ্রীবাস্তব—উপাচার্য, নেহরু বিশ্ব-বিদ্যালয়।

(২) সি. এল. মালহোত্রা অধিকর্তা, এন. সি. ই. আর. টি.।

(৩) মুণিষ রেন্জাক—অধিকর্তা, এস. আর. ই. সি.

তাঁরা দেশের শিক্ষানীতির জন্য সমস্যাগুলির সমাধানের পথ দেখালেন। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা সবই কথার কথা। ভারতবর্ষের ১০ লক্ষ গ্রামের মধ্যে ৫ লক্ষ গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই। পশ্চিম-বঙ্গে বামফ্রন্টের সরকারের আমলে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রামে বিদ্যালয় করা হয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এই বিদ্যালয়গুলির কোন দায়িত্ব নেয় নি। শিক্ষাকে যখন সার্বজনীন করার চেষ্টা হচ্ছে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার কোন সাহায্য বা সহযোগিতা করছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান শিক্ষানীতিতে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিস্তার বা মান উন্নয়নের কোন কথা নেই। মনে রাখতে হবে যে, সার্বজনীন শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। এর বিরুদ্ধেও আমরা প্রতিবাদ করেছি। কারিগরি শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এই শিক্ষার সুযোগ কাদের জন্য?

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হচ্ছে, এই শিক্ষানীতির ফলে জাতীয় স্তরে ঐক্য আসবে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই শিক্ষানীতিতে যে ভাষানীতির কথা বলা হয়েছে, তাও বিপদজনক এবং সেখানেও হিন্দী ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় আনার প্রস্তাব দিয়েছি। বর্তমান শিক্ষা-নীতিতে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কোন পরীক্ষা থাকবে না। বলা হয়েছে। মডেল স্কুল করে দেশের ঐক্য আনা যাবে না। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। শিক্ষাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। অর্থবল যাদের আছে, শিক্ষার সুযোগ তারাই পাবে। শিক্ষা থেকে চাকরি বিচ্ছিন্ন হবে। আলাদা "ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস" হবে। গ্রন্থাগার শিক্ষাকে সংরক্ষণ করে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগারের কোন কথা নেই। সুস্থ সংস্কৃতির জন্য, সুস্থ জীবিকার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার আবশ্যক। শিক্ষানীতির সঙ্গে শিল্পনীতি, অর্থনীতি নিয়েও চিন্তা করতে হবে। সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর ৫৫ ভাগ নিরক্ষর মানুষ ভারতবর্ষে বসবাস করবেন। সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগারের জন্য কেবলমাত্র রাজা রাম-মোহন লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনকে টাকা দিয়েই দায়িত্ব এড়িয়ে যান। এমতাবস্থায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের কর্মী সমিতি কর্তৃক আহূত কন-ভেনশন থেকে যেন প্রস্তাব নেওয়া হয় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সর্বদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র বলেন: যে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা সংক্রান্ত যে-সব দলিল প্রকাশ প্রকাশ করেছেন তা সহজলভ্য নয়। নিজে পড়ে যদি জানতে চান তাহলে বইটি পাবেন না। অর্থাৎ বইটি বিক্রয় হয় না। কিছুদিন আগে দিল্লীতে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে সম্মেলন হয়ে গেল, এবং তাতে এর সমাধানও তারা করে ফেলেছেন। অথচ তার কাগজপত্র এখনও পাওয়া যায়নি। অতীতে শিক্ষানীতি তৈরি করার ক্ষেত্রে যে গণতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা এবারে হয়নি। প্রথম শিক্ষা কমিশন ১৯৪৮ সালে হয়। সে-সময় শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি ও সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী সবার সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনা থেকে যে দৃষ্টি-ভঙ্গি বেরিয়ে এসেছিল তার উপর ভিত্তি করে শিক্ষানীতি তৈরী হয়েছিল। এর পরেও অনেক কমিটি ও কমিশন হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। কোঠারী কমিশনের যে সুপারিশ ছিল তার প্রতিও কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই নীতি কার্যকর হয়নি।

রাজীব গান্ধীর শিক্ষানীতি সংক্রান্ত দলিল গত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষামন্ত্রীদের দেওয়া হয় এবং বলা হয় আগামী তিনমাসের মধ্যে মতামত দিতে হবে। অথচ এটা একটা নীতি। শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ-এর দ্বারা প্রকাশ পায়। গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনেকে বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে বহুদেশে এটা প্রমাণিত যে সাধারণ মানুষের শিক্ষার প্রসার, মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগার হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষাকে আরও সম্পূর্ণ ও ব্যাপক করতে পারে। সদ্য সাক্ষরদের ক্ষেত্রে, গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত ও উন্নত করার জন্য শিক্ষানীতির সঙ্গে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা আছে। সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নতি, সামাজিক অবস্থার উন্নতি, জীবনের উন্নতির জন্য যে রসদ দরকার তার যোগান দেবে এই গ্রন্থাগার। সেই গ্রন্থাগারকেই লঘু করে দেখা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে গ্রন্থাগার ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। গ্রন্থাগার কর্মী-দের আন্দোলনকে অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের, অভিভাবক-দের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে পারলে আরো সাফল্যমণ্ডিত হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আছে। যদি শিক্ষার আধুনিকীকরণ করতে হয় তবে পরীক্ষাগার, গবেষণাগার, গ্রন্থাগারের সুব্যবস্থা থাকা উচিৎ। সর্বোপরি পঠন-পাঠন, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যা টাকা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হবে তা উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থাৎ ৩/৪ অংশের বেশি ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা করা যাবে না। যে সমস্ত গ্রন্থাগার আছে, সেগুলিকে আধুনিক করার ব্যবস্থা করা যাবে না। অর্থাৎ গ্রন্থাগারগুলোতে নতুন তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা সংযোজন হবে না। অথচ এশিয়াড করার জন্য, কংগ্রেস অধিবেশন করার জন্য যথাক্রমে ১,২০০ কোটি ও ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ৭টা পাঁচশালা পরিকল্পনা পার হয়ে গেল। এখন চিন্তা করার বিষয় শিক্ষাকে উন্নয়নমূলক খাতে রাখা হবে কি না? সমাজের পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষা একটি হাতিয়ার। শিক্ষাকে সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় না। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করে না শিক্ষা দিয়ে সমাজ বা দেশের কোন উন্নতি হবে। প্রতিটি মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় করা হবে ২ কোটি টাকা এবং সর্বমোট ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। অথচ এই টাকা যদি ৫০০০ কলেজ ও ৫০,০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হতো তবে প্রতিটি কলেজ ১৮ লক্ষ টাকা এবং প্রতিটি বিদ্যালয় ২ লক্ষ টাকা পেত। প্রতিটি রাজ্য থেকে যে টাকা কর হিসাবে আদায় করে তা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী একটি বক্তৃতায় বলেছেন,

"মডেল স্কুলের পঠনপাঠন থেকে অন্য বিদ্যালয়গুলো শিক্ষা গ্রহণ করবে।" অর্থাৎ এটা অন্যান্য বিদ্যালয়ের কাছে একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। মডেল স্কুল হচ্ছে আবাসিক বিদ্যালয়। অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ের লোকেদের অর্থ আছে তারাই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এখানে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় পড়ানো হবে। অথচ আমরা জানি সৃষ্টিশীলতা যদি বিকশিত করতে হয় তবে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। এই মডেল স্কুল স্থাপনের ফলে "প্রাইভেট এন্টারপ্রাইস"গুলো উৎসাহিত বোধ করছে। এবং ব্যবসাভিত্তিতে মডেল স্কুল স্থাপন হবে। গত ১২ই নভেম্বর, ১৯৮৫ তারিখে স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় এমন একটা খবর বেরিয়েছিল যে, একটি বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মডেল স্কুল করবে এবং এর জন্য .০৪ কোটি টাকা ব্যয় করবেন। অর্থের পরিমাণ ১০ কোটি টাকায় পৌঁছাবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এর পরে অন্য আর একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করেছে যে ২০ কোটি টাকা ব্যয় করে মডেল স্কুল তৈরি করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার এইসব কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে করবেন যাতে পরবর্তী-কালে এরা শোষক হিসাবে কাজ করে। এর ফলে সমাজের কিছু লোক উপকৃত হবে এবং একটা আলাদা শ্রেণী তৈরি হবে। এভাবে জাতীয় ঐক্য আসে না। শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধ তৈরি করে। রেডিও, টিভি, ভিডিও প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা তারা চিন্তা করছেন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে বলা হয়েছে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা। অথচ সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার অবশ্যই বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রয়োজন আছে। আগের শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবগুলি বর্জন করা হয়েছে। সমাজের যে অধিকাংশ লোক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তা চিন্তা করা হচ্ছে না। বিদ্যালয় স্তরে পরীক্ষা তুলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ বামফ্রন্ট সরকার যখন চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দিয়েছিল। তখন রাজ্যের বুদ্ধিজীবিদের একাংশ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন। এখন তাঁরা কোথায়? এখন তো কোন প্রতিবাদ করছেন না। সমস্ত কলেজগুলি স্বশাসিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রত্যেক কলেজ নিজস্ব ছাত্রদের সার্টিফিকেট দিতে পারবে। তখন প্রশ্ন আসবে কোন সার্টিফিকেটের মূল্য বেশী? আগে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মাধ্যমে সার্টিফিকেট পেয়েছে? তাদের—না এখন যারা পাবেন। অর্থাৎ ছাত্রদের মধ্যে বৈষম্য বাড়বে। আবার কাজের জন্য কোন সার্টিফিকেট লাগবে না। এটা কি কাম্য? জনশিক্ষার জন্য কোন ব্যয় করা হবে না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার জানেন ক্ষুধার সঙ্গে যদি জ্ঞানের আগুন পায়, তবে তা ছড়িয়ে পড়বে। তাই শিক্ষা সংকোচনের জন্য এই শিক্ষানীতি। এটা গভীরভাবে বুঝতে হবে। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এই চিন্তা-ভাবনা ছড়িয়ে দিতে হবে। এই ধরণের অগণতান্ত্রিক নীতি সম্বন্ধে সকলকে জানাতে হবে। আপনারা গ্রন্থাগারিকরা গ্রামে গঞ্জে আছেন আপনারা মানুষকে বোঝান এই শিক্ষানীতি কতটা কার্যকর হবে বা হবে না —তা নির্ভর করবে জনগণের উপর।

সভার সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন: আপনারা আমাদের প্রধান বক্তার ভাষণ শুনেছেন। সভায় মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আমরা শুধু বলবো,—গ্রন্থাগার শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এই শিক্ষানীতির বিষময় গ্রন্থাগারের উপর নেমে আসবে। সামগ্রিকভাবে এটা চিন্তা করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার হলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রসার হবে। আপনারা আলোচনা করুন বিতর্ক হোক। স্বাধীনতার ৩০ বছর পরেও আমাদের কি অবস্থা আপনারা জানেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের বিরাট সুযোগ আছে এটা নিয়ে আলোচনা করার। শুধু গ্রন্থাগার কর্মীরা এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন করে সফলতা আনতে পারবে না, অন্যদের সাথেও আমাদের নিতে হবে।

উপস্থিত শ্রীমতী ছায়া বেরা, অধ্যক্ষ ভবেশ মৈত্র এবং উপস্থিত গ্রন্থাগার কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

প্রতিবেদক: সৌম্যজ গোস্বামী

# জাতীয় শিক্ষানীতির উপর আলোচনা চক্র

উদ্যোক্তা: বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
বর্ধমান জেলা শাখা

গত ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮৬ বর্ধমান জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতির যৌথ উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতির উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সভার সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অমিত মল্লিক. সভার শুরুতে শ্রীঅরিন্দম কোঙার বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষা-নীতির কথা বলছেন. তা গ্রহণ করার আগে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন ছিল. সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দেশেও যখন এরকম নীতি ১৯৮৪ সালে গ্রহণ করা হয়. তখন একবছর ধরে আলোচনা করে সেখানে শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সারা দেশের প্রতি আড়াইজন মানুষের একজন এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে তা করা হয়নি। এখন আমাদের কাজ হলো অতীতে শিক্ষার যে সুযোগটুকুও ছিল তার সংকোচন হয়েছে কিনা তা দেখা। দ্বিতীয়তঃ কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রতি পাঁচবছর অন্তর শিক্ষানীতির কার্যকরী করার অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ৮ম লোকসভা নির্বাচনের পর ৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৫ বেতার ভাষণের মাধ্যমে কতগুলি নতুন নীতির আভাষ দিয়েছিলেন. যেমন নতুন শিক্ষানীতি. নতুন অর্থনীতি. নতুন শিল্প-নীতি ইত্যাদি। এখন এই "নতুন" শব্দটা খুবই আক-র্ষণীয়। দেখতে হবে যে এই নতুনের মোড়কে যে শিক্ষা-নীতির কথা বলা হচ্ছে তা আমাদের দেশের পুরোনো জরাজীর্ণ অবস্থার পরিবর্তন করে আমাদের উজ্জীবিত করতে পারবে কিনা?

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ—বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করে বলেন এই শিক্ষানীতিতে গান্ধীজির প্রস্তাব "স্বরাজ" এবং দেশবন্ধুর প্রস্তাব "গণতান্ত্রিক স্বরাজ" সম্পূর্ণ পরাস্ত। সাধারণ মানুষ. শ্রমিক শ্রেণী চেষ্টা করেছেন আন্দোলনের মাধ্যমে গণ-তন্ত্রের দিকটাকে মিলিতভাবে বাঁচিয়ে রাখতে। যখন এটা এগিয়ে গেছে তখনই এটা প্রগতির পদক্ষেপ। যেখানে পারে নি সেখানেই গোটা দেশটা পিছিয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির যারা প্রণেতা. তাদের বক্তব্য সকল মানুষকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয় এবং এ কারণেই তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সংকোচনের প্রয়োজন বোধ করেছেন বলে এই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলেন। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যে স্কুলগুলোতে শিক্ষা দেওয়া হয়. সেখান থেকে শিক্ষিতরাই কেবল এই শিক্ষাব্যবস্থা বা চাকুরী ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে। সমগ্র দেশের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে একটি ভাষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে. কিন্তু তা বলে এক্ষেত্রে যে শুধু ইংরাজী মাধ্যমের স্কুলগুলোই এগিয়ে আছে তা নয়. অনেক সাধারণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আজ স্নাত-কোত্তর ডিগ্রি পাচ্ছে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। গ্রামের অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে পরীক্ষায় শহরের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়ছে যেহেতু তারা (গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা) অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞানার্জন করছে। অতএব কর্তারা দেখলেন গ্রামের ছেলেরা ক্রমশঃ শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে। আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা করা হোক. যেখানে একটি সংকীর্ণ গলি থাকবে যার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রছাত্রী তাদের গণ্ডিতে পড়ে এবং যেমনভাবে সেনাবাহিনী গড়া হয়. সেভাবে তারা তাদের গড়ে তুলবে। এই শিক্ষাক্রমে গ্রন্থাগারের উল্লেখ নেই। যেহেতু গ্রন্থাগারগুলো রাজ্যের সাহায্য পেয়ে আসছে। এঁরা কম্পিউটার প্রয়োগের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু সকল মানুষকে যদি শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এই যন্ত্রকে মানুষ কি-ভাবে কাজে লাগাবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে এই শিক্ষানীতির পিছনে একটি সংকীর্ণ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে। উপরতলার লোক একে কাজে লাগাতে পারবে। এইজন্য আমাদের সংগ্রাম চালাতেই হবে। গণতান্ত্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা যাতে হয় তার চেষ্টা করতে হবে।

এরপর বক্তব্য রাখেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন. গ্রন্থাগার হচ্ছে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থারই একটা অঙ্গ। কোন দেশের একটা গ্রন্থাগার যথাযথ ব্যবহৃত হবে কিনা তা নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থার উপর। আমাদের দেশের যারা শিক্ষাবিদ বা পরিকল্পনাকার তারা গ্রন্থাগারকে শিক্ষা থেকে আলাদা করে রাখেন। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ১৯৮৫ সালের ৫ই জানুয়ারী এই নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন।

তারপর শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে কতগুলো দলিল প্রকাশিত হয়। যারা শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন তাদেরই শিক্ষানীতি "চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশন" নামে

রচিত হয়। আরও প্রকাশিত নয়, এমন দলিল শিক্ষা-মন্ত্রক, মুখ্যমন্ত্রীদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর ৩৮ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু কিন্তু আজও ভারতের বেশীরভাগ মানুষ নিরক্ষর। আমাদের জাতীয় নেতারা বারবার বলেছিলেন দেশকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করতে হবে। যে আফ্রিকা অন্ধকারে ঢাকা ছিল সেখানেও আজ শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশ পিছিয়েই রয়েছে। আমরা জানি শিক্ষা হচ্ছে চেতনা, যা পরিবর্তন আনে। সেই পরিবর্তন আনতে হলে সাধারণ মানুষের অগ্রসরতা অবশ্যই দরকার। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরক্ষরতা দূরীকরণের যথাযথ কোন পরিকল্পনা এই শিক্ষানীতিতে নেই। বয়স্ক শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ৫ লক্ষ প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে আজ ১ লক্ষ ৬১ হাজার চলে একজন শিক্ষকদের দ্বারা। শতকরা ৪০ ভাগ স্কুলের ছেলেমেয়েরা খোলা আকাশের নিচে পড়াশুনা করছে। বহু স্কুলে ব্লাকবোর্ড নেই। আমাদের দেশের শতকরা ৭৬ ভাগ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর আর পড়ে না। শতকরা ৫ ভাগ যায় উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং তার মধ্যে মুষ্টিমেয় শতকরা ৪ জন যায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। শিক্ষাখাতে ব্যয় যাতে সংকোচন করা যায়, তার চেষ্টা এই কেন্দ্রীয় সরকার করছেন। সমস্ত মানুষের কাছে যাতে শিক্ষা না পৌঁছায়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। দেখা গেছে কেন্দ্রীয় বাজেটের মাত্র ১ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। শিক্ষাদানের জন্য "মডেল" স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে পড়ানো হবে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষার মাধ্যমে। দু-তিনটি রাজ্য বাদে সব রাজ্যে যখন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা কিভাবে এই মডেল স্কুলে ভর্তি হবে? কলেজগুলোর ক্ষেত্রেও শিক্ষা বেধে দেওয়া হ'ল। অর্থাৎ এরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন। চাকুরীর ক্ষেত্রে ডিগ্রি বিচ্ছিন্ন হবে। এবং এর জন্য আলাদা পরীক্ষা নেওয়া হবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে এই শিক্ষানীতি আমাদের পূর্বের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো সংকুচিত করছে। যার ফলে দেশের নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই জন্য অবশ্যই সকলের আন্দোলন করতে হবে।

পরিশেষে বর্ধমান জেলার লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সদস্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিত মল্লিক বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রথমেই উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বর্ধমান জেলা কমিটিগুলোয় আলোচনা আরো আগে করা উচিত ছিল। কারণ সারা দেশে বহু পূর্ব থেকেই এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।

এই শিক্ষানীতি ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। আগের শিক্ষানীতিতে ১২ জন ভারতীয় ও ৪ জন বিদেশী নিয়ে আলোচনা হয়েছিল যাতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ডঃ কোঠারী। দু বছর ধরে আলোচনা চলার পর কমিশনের নীতি হিসাবে একটা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল পূর্বের শিক্ষানীতির উপর। কিন্তু নতুন শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অস্বাভাবিক দ্রুততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কথা ছিল জাতীয় বিতর্কের পর এই নীতি গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তা করা হয় নি। শিক্ষানীতি সংক্রান্ত যে সকল পুস্তিকা বা দলিল তা সকলের কাছে এমনকি শিক্ষা সংগঠনগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি কেন্দ্রীয় সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয় শিক্ষক সমিতি হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত "ন্যাশনাল সেমিনার" এর তিনদিন আগে এই পুস্তিকা বা দলিল সম্পর্কে জানতে পারেন। দ্বিতীয় দলিল (Tentative conclusion and selected issues) ২০—২৪শে জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের উচ্চপদস্থ অফিসাররা ও প্রধানমন্ত্রী সারা বছর ধরে যে ভাষণ দিয়েছেন সেগুলো গ্রহণ করতেই এত ব্যস্ত ছিলেন যে সাধারণ মানুষ সেই কি বুঝল না বুঝল সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে একদল উপরতলার মানুষ যা বলেছেন তাকেই গ্রহণ করা হচ্ছে। অতএব এই "চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশন" এ একটা স্ববিরোধীতা দেখা যাচ্ছে। অত্যন্ত দ্রুততার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা কোন পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। একবিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবীর নিরক্ষরের শতকরা ৫৫ জন মানুষ ভারতবর্ষে থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে "চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশন" সিলেকটেড ইস্যুস, এবং আরও একটি দলিল মিলিয়ে যে সুপারিশ করা হয়েছে তা শুনলে অবাক হতে হয়। আমাদের দেশের ১০ লক্ষ গ্রামের ৫ লক্ষ গ্রামে প্রাথমিক স্কুল নেই। তা সত্ত্বেও এই দলিলগুলোতে বলা হচ্ছে নতুন করে প্রাথমিক স্কুল খোলার প্রয়োজন নেই।

অন্যদিকে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ "অঙ্গনবাড়ী" শিক্ষা। সামান্য বেতনে (১০৫ টাকার বিনিময়ে) একজন যুবক একটি হ্যারিকেনের সাহায্যে কোন গাছ বা বাড়ীর বারান্দায় বসে একজন নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তুলবে। শিক্ষক নামটির উল্লেখ নেই। অর্থাৎ একজন সাহায্যকারী নিয়োগ করে তাকে দিয়েই সব কাজ করানো হবে। এই ধরনের প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার কথা যারা বলেন তারা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত কোন গ্রন্থাগারের যে প্রয়োজন আছে তা মনে করেননি। কারণ এই শিক্ষানীতির কোথাও গ্রন্থাগারের কোন

উল্লেখ নেই। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় নিয়ে গেছেন। বর্তমানে শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা ১ ভাগ ব্যয় করা হয়। আমাদের দেশের সংবিধান রচনাকালে শিক্ষা মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্থান পেল না। সংবিধানের ৪৫নং অনুচ্ছেদের ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুরা বিনাবেতনে শিক্ষা পাবে তার উল্লেখ আছে। কিন্তু তা তাদের দ্বারা হয়ে ওঠেনি। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ১০৫ টাকা বেতনে "সাহায্যকারী" নিয়োগ করা সত্ত্বেও এক-বিংশ শতাব্দীতে অর্ধেকের বেশী নিরক্ষরের বোঝা নিয়ে প্রবেশ করতে চলেছি। মাধ্যমিক শিক্ষার একটা ভয়াবহ রূপ দিচ্ছে "মডেল স্কুল", এই স্কুলের সাহায্যে উপরতলা এবং নিচুতলা অর্থাৎ সুবিধাভোগী অসুবিধাভোগী ভাগ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যা কিনা স্বাধীনতার পর অনেকগুলো বছর অতিক্রম করার পর চিন্তা করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

প্রতিবেদক
বনানী সেনগুপ্ত ও গৌতম গোস্বামী

## FORM IV

পত্রিকার নাম—গ্রন্থাগার

প্রকাশের স্থান—কলিকাতা

প্রকাশের ধরণ—মাসিক

মুদ্রাকরের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের নাগরিক কি না—নাগরিক

প্রকাশকের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা

আমি সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্গীকার করছি যে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে উপরিউক্ত তথ্যগুলি সত্য। স্বাঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

## বিজ্ঞপ্তি

### ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

**আলোচ্য বিষয়**

* পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বিষয়বস্তু শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতির নবরূপায়ণ।

* বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কিত প্রস্তাব।

সম্মেলনের সম্ভাব্য সময়—জুন, ১৯৮৭
প্রবন্ধ ও প্রস্তাবাদি আগামী ১৫ মের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।
বিস্তারিত বিবরণ পরে জানানো হবে।

অরুণ রায়
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

### "গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

### বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা টাকা | বিশেষ সংখ্যা টাকা |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট— | ৫০০ | ৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট— | ৪৫০ | ৫৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ— | ২৫০ | ৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ | ৩০০ | ৪০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ | ২৫০ | ৩০০ |
| সিকি পৃষ্ঠা ঐ | ১৫০ | ২০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪×১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০×১৮ সি. এম.
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন:

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পিং ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম-৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ২১-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন" এই নামে হবে.

### পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০
Library Service in In India To-Day. মূল্য—৩·০০

গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২ মূল্য—৫·০০

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত-প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— বাঁধাই মূল্য—৩৫·০০

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৪ মূল্য—৩·০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার-এর

## গ্রন্থবর্গীকরণ

সরলিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Annual subscription : Rs. 36·00
Single issue : Rs. 4·00

Licensed to post without per-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-74

Volume 36 : No. 7-8 Oct.-November 1986

পাওয়া যাচ্ছে

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রমীলচন্দ্র বসু কৃত

**গ্রন্থকার নামা**

২য়-সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লোক সংখ্যার সারাংশ

* * *

ডঃ অমিতা কুমার ওহদেদার-এর

**গ্রন্থবিদ্যা**

২য় সংস্করণ ১৯৮৪
শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা
সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

**গ্রন্থবর্গীকরণ**

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে সহজভাষায় বহুল বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
শোভন সংস্করণ ৪০·০০
ছাত্র সংস্করণ ৩২·০০

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benefit) Scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsored Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Ava Press, 6B, Guripara Road, Calcutta-700 015

Editor : Ramkrishna Saha.

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৯-১০ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা। পৌষ-মাঘ ১৩৯০

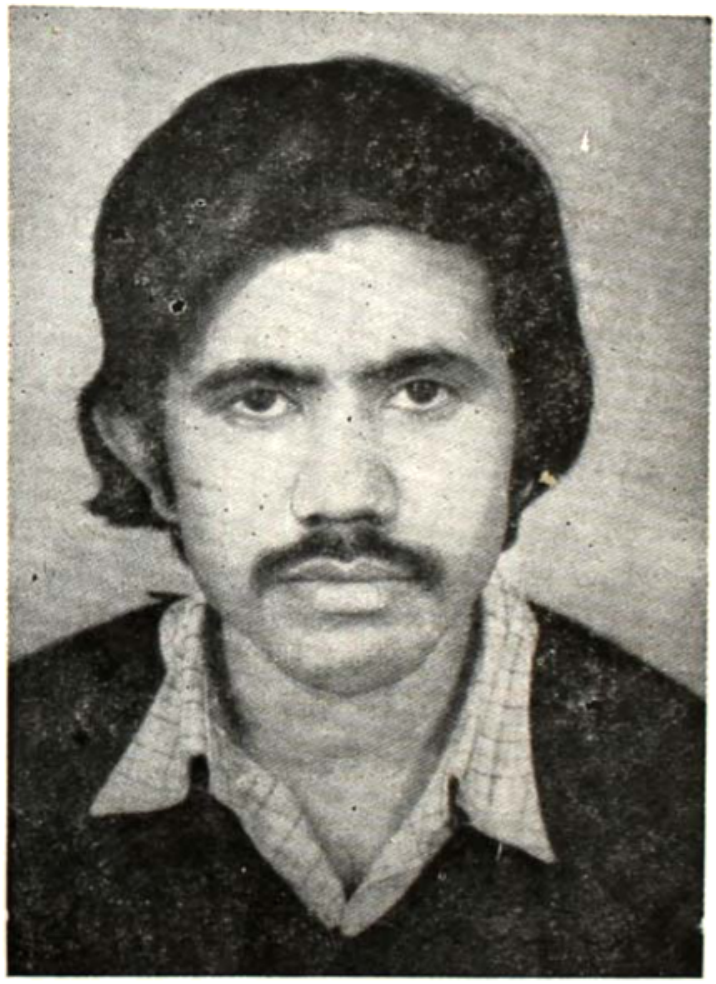

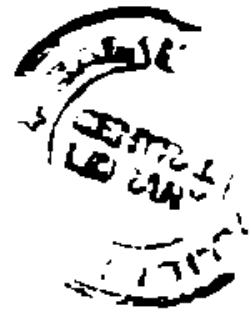

# গ্রন্থাগার পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ব বর্ত্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩.০০

খোলা : প্রতি সংখ্যা ১.০০

১৪ বর্ষ ( ১৩৭১ ), ১৫ বর্ষ ( ১৩৭২ )

১৭ বর্ষ ( ১৩৭৫ ), ১৮ বর্ষ ( ১৩৭৬ )

২৫ বর্ষ ( ১৩৮১ ), ২৭ বর্ষ (১৩৮৩)

২৯ বর্ষ ( ১৩৮৫ ), ৩০ বর্ষ (১৩৮৬)

৩১ বর্ষ ( ১৩৮৮ )

৩২ বর্ষ ( ১৩৮৯ )

৩৩ বর্ষ ( ১৩৯০ )

৩৪ বর্ষ ( ১৩৯১ )

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই তা কম মূল্যে যেগুলি সম্ভবপর তাদের জন্য দেওয়া হবে।

১১ বর্ষ, ১৩৩৮ ( বৈশাখ )

১২ বর্ষ, ১৩৩৯ ( জ্যৈষ্ঠ )

১৩ বর্ষ ১৩৪০ ( ফাল্গুন-চৈত্র )

১৬ বর্ষ ১৩৭৩ ( অগ্রহায়ণ )

১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ ( বৈশাখ, ফাল্গুন )

২০ বর্ষ, ১৩৭৭ ( বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক )

২১ বর্ষ, ১৩৭৮ ( জ্যৈষ্ঠ, মাঘ )

২২ বর্ষ ১৩৭৯ ( মাঘ, চৈত্র )

২৭ বর্ষ ১৩৮৩ ( পৌষ, ফাল্গুন )

২৮ বর্ষ, ১৩৮৪ ( বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ )

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে কুড়িয়ে পাওয়া সংখ্যাগুলি মজুত থাকা সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পূর্বের মূল্য প্রযোজ্য।

যদি কোন সংখ্যা উপরিউক্ত তালিকায় পাওয়া সংখ্যাগুলি পরিবর্তন করা হলে সেগুলি সানন্দে গৃহীত হবে।

সম্পাদক

গ্রন্থাগার পত্রিকা

# ॥ সূচীপত্র ॥


পশ্চিমবঙ্গের বই মেলা ( সম্পাদকীয় ) ১

প্রমীল চন্দ্র বসু

ইতস্তত ( স্মৃতিচারণ )

দীপক কুমার রায়

গ্রন্থাগারে সিস্টেমস এনালিসিস ১০

আফিফা রহমান

কমিউনিটির উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ১০

সনৎ কুমার প্রামাণিক

গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার ১৮

শোক সংবাদ

গ্রন্থাগার আন্দোলনের তরুণ নেতা সলিল চাকলাদারের জীবনাবসান ২১

সলিল চাকলাদার স্মরণ সভা ২১

প্রয়াত সলিল চাকলাদার স্মরণে শোক প্রস্তাব ২৩

প্রদীপ চৌধুরী

সলিল স্মরণে ২৩

টুটুল গুপ্ত

১১ই জানুয়ারী স্মরণে ২৪

প্রবোধ বিশ্বাস

সলিলকে স্মরণ করি ২৭

তাপস কুমার সরকার

## সূচীপত্র ( Contd. )


সাধী সলিল স্মরণে

পরিষদ কথা

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ০১

গ্রন্থাগার দিবস, ১৯৮৬ ০৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা ০৮

কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী ০৯

গ্রন্থাগার সংবাদ ৪৪

প্রচ্ছদ : প্রয়াত সলিল চাকলাদার

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬, সংখ্যা ৯-১০ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | পৌষ-মাঘ ১৩৯৩


## সম্পাদকীয়

### পশ্চিমবঙ্গের বই মেলা

বিগত ২০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা কলকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো। ঐ তারিখেই গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠান করা হয় শোভাযাত্রা ও প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে। বইমেলাটি রাজ্য সরকারের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। গ্রন্থ-মেলার পরিচালক কমিটিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, প্রকাশকদের দুটি সংস্থা সহ কলকাতা পুস্তক মেলার সভাপতিও ছিলেন। গতবারের তুলনায় এবারের বইমেলা বেশিদিন ধরে চলেছে। ১৯৮৬-র জানুয়ারীর বইমেলা ছিল সাতদিনের। এবারের বইমেলা পনেরো দিনের। অংশগ্রহণকারী প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার সংখ্যাও অনেক বেশি। আগেরবারের বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল অনেক তাড়াহুড়ো করে। গতবারের তুলনায় এবারের বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেক সংগঠিত ভাবে। আড়াই লক্ষের উপর দর্শক ও ক্রেতা মেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন। আগেরবারের মতই অন্য একটি মেলার শেষে একই প্রাঙ্গণে অল্প দিনের ব্যবধানে বই মেলা সংগঠিত করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক স্তরে কিছু অসুবিধা দেখা গেলেও পরবর্তীকালে সেগুলি মেটানো হয়েছে।

রাজ্যে বইমেলা এখন শুধু কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ নেই। জেলা স্তরে বইমেলার অনুষ্ঠান হচ্ছে বেশ কিছু দিন থেকেই। মফস্বলে অনুষ্ঠিত বইমেলা গুলিতে জনসাধারণের যথেষ্ট উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। বই বিক্রীও বাড়ছে। ফলে বইমেলা রাজ্যের সাংস্কৃতিক জীবনে যথেষ্ট ছাপ ফেলতে শুরু করেছে। বাংলা বইয়ের বাজার বেড়েছে, ফলে প্রকাশকরা আশানুরূপ না হলেও বিভিন্ন ধরণের বই প্রকাশে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

সরকারী বইমেলা সম্পর্কে কিছু কথা সম্প্রতি চালু করার চেষ্টা চলছে। একটা মহল থেকে বার বার বলা হচ্ছে যে 'কলকাতা পুস্তক মেলা' যেহেতু যথেষ্ট জনসমর্থন লাভ করেছে, অতএব রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন গ্রন্থ-মেলার প্রয়োজনীয়তা নেই। সুতরাং একটা মেলাই যৌথ-ভাবে অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো যে দুটি বইমেলার উদ্দেশ্য ভিন্ন। সরকারের পক্ষ থেকে বই মেলার উদ্যোগ নেওয়া হয় দুটি উদ্দেশ্যে : ১। রাজ্যের প্রকাশনাকে জনসাধারণের সামনে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা ২। রাজ্যের গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার গুলি যাতে বই মেলার মাধ্যমে পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। স্বাভাবিক কারণেই সরকারী গ্রন্থমেলায় বাংলা বইয়ের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু কলকাতা পুস্তক মেলার আকার, ধরণ-ধারণ অনেকটা আন্তর্জাতিক। সেখানে ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু ইত্যাদি দেশী-বিদেশী ভাষার প্রাধান্য হয়। ফলে জনসমাগমের পরিমাণও অনেক বেশি। আমরা অনেকেই কলকাতা পুস্তক মেলায় যাই

ইংরেজী বইয়ের আকর্ষণে। বহু গ্রন্থাগারিক, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি বইমেলার জন্য অপেক্ষা করেন। আর একটি লক্ষণীয় দিক হলো সরকারী বইমেলায় যাঁরা স্টল দেন, কলকাতা পুস্তক মেলাতেও স্টল দেন। বিক্রী নিশ্চয়ই ভাল হয় দুটো মেলাতেই, নচেৎ তাঁরা স্টল দেন কেন? শুধু তাই নয়, বেশ কিছু প্রকাশক মফস্বলের বই মেলাতেও উৎসাহ নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন।

বইমেলা সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের চিন্তাশীল ব্যক্তির মন্তব্য হাতে এলো। লেখকেরা কলকাতা ও মফস্বলের বইমেলা অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী। আপত্তি উঠেছে প্রকাশকদের একাংশের কাছ থেকে—দুই একজন প্রকাশকের আপত্তি বেশ তীব্র। এদের মধ্যে একজন আবার পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলার পরিচালন কমিটির সদস্য। তবে একজন প্রকাশক স্বীকার করেছেন যে বইয়ের বাজার বেড়েছে। আরেকজন বলেছেন মেলায় বই বিক্রী বেড়েছে এবং মফস্বলেও বই বিক্রী বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ভাবে ও জেলায় জেলায় বই মেলা অনুষ্ঠানের জন্য রাজ্য সরকার প্রশংসা দাবী করতে পারেন। মফস্বলের যাঁরা বইমেলা সংগঠন করেন তাঁরা কেউই পুস্তক ব্যবসায়ের লোক নন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে বই মেলাকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য তাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। আমরা মনে করি বই মেলার অনুষ্ঠান এবং সেখানে বহু বেশি মানুষকে টেনে আনা যায় তবেই সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের উপযোগী পরিমণ্ডল সৃষ্টি হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনও বইয়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে।

আর যে বিষয়গুলি সমালোচনার যোগ্য হয়ে উঠেছে তা হলো মফস্বলের বই মেলার সময়সূচী নিয়ে। আগে থেকে সুষ্ঠু কর্মসূচী না থাকার ফলে প্রকাশকরা অংশ গ্রহণের বিষয়ে পরিকল্পনা করতে পারেন না এবং সংগঠন তৈরী করতে পারেন না, ফলে অনেকে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। এদিকটা নজর দেওয়া প্রয়োজন। আরেকটি বিষয় পুনরুক্তি হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয়ের জন্য একটা নির্বাচিত পুস্তক তালিকা সরকার প্রকাশ করে থাকেন। প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে ঐ তালিকা থেকে আবশ্যিকভাবে ৪০% পুস্তক ক্রয় করার কথা। বই মেলা থেকেই যাতে গ্রন্থাগার গুলি বই কেনে তার জন্য চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যে সরকারী নির্বাচিত পুস্তক তালিকা পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলার অনুষ্ঠানের সময় যথেষ্ট আগে প্রকাশিত হয় না, ফলে গ্রন্থাগারগুলি সুচিন্তিত মতামত নিয়ে বই কিনতে পারেন না। পরবর্তীকালে মফস্বলে অনুষ্ঠিত বইমেলার আগেও জেলায় জেলায় তালিকা পাঠানোর বিষয়ে সরকারী উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে নির্বাচিত পুস্তক তালিকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

যাহোক বইমেলা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, সরকার যে বই মেলা চালু করেছে তা যেন বন্ধ না করা হয়। আরো সংগঠিত ভাবে যাতে তার অনুষ্ঠান করা যায় সেজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। প্রত্যেক জেলার বই মেলাও সমধানুগভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে। প্রকাশকরা যাতে সময় নিয়ে সংগঠিতভাবে এতে অংশ গ্রহণ করেন তার ব্যবস্থা নিতে হবে। ঐ মেলাগুলি কেন শুধু জেলা শহরে অনুষ্ঠিত না হয়। বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেলা অনুষ্ঠান করতে হবে। গ্রন্থাগারগুলি যাতে যথা-সময়ে নির্বাচিত পুস্তক তালিকা পান তার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য হলো যে গ্রন্থাগারগুলি অভিযোগ করছেন যে মফস্বলের বই মেলায় প্রকাশকরা যথেষ্ট সংখ্যক বই নেন না এবং বিষয় বৈচিত্র্যও তাতে কম থাকে। ফলে গ্রন্থাগার গুলি তাদের প্রয়োজনানুগ বই পান না, ফলে তাঁদের পুস্তক সংগ্রহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলকাতা বা মফস্বলের বইমেলায় নির্বাচিত পুস্তক তালিকার প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। আরেকটি দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে বই মেলায় যে কমিশন পাওয়া যায় বাইরে তার থেকে বেশি পাওয়া যায়। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা যায় কিনা সেদিকে চিন্তা করতে হবে। এটা না হলে অসাধু ব্যবসায় পদ্ধতির শিকার হবেন গ্রন্থাগারিকরা। কেউ কেউ হয়ত প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেন।

সবশেষে আরেকটি বিষয় সরকারের বিবেচনার জন্য রাখছি। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় অন্যান্য প্রদেশের বই প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কলকাতা হলো কসমোপলিটান শহর, এখানে বহু ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করেন। এখানে যদি বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্য প্রকাশনা-সমূহ প্রদর্শন করা যায়, তবে এই মেলা একটা সাংস্কৃতিক মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

# ইতস্তত:

## ( স্মৃতিচারণ )

### প্রমীল চন্দ্র বসু

নবম পর্ব

[ মনের বিচলিত অবস্থা— যেন জীবনের স্মৃতি ]

রেঙ্গুনে থাকাকালে বরোদা রাজের লাইব্রেরীর ডিউরেটার শ্রীনিউটন মোহন দত্তকে আমি যে চিঠি লিখেছিলাম এতদিনে সে চিঠির জবাব রেঙ্গুন ঘুরে কলিকাতায় আমার হাতে এসে পৌঁছিল। চিঠিতে শ্রীদত্ত আমাকে বরোদা যাবার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সেখানে গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিক পদ্ধতি শিখবার সুযোগ আমাকে দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। ইতিমধ্যে আমার ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার কথা পাকাপাকি ভাবে ঠিক হয়ে গেছে। এখন আর মত পালটানো সম্ভব বা সঙ্গত নয়। কাজেই ব্যক্তিগত কারণে বরোদা যাওয়া আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব হচ্ছে না শ্রীদত্তকে সে কথা জানিয়ে দিলাম।

যে সময়ে ( ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ ) আমরা ব্যবসায়ে নামার উদ্যোগ করছিলাম সে সময়ে সারা দুনিয়ায় ব্যবসার জগতে চলছিল মন্দার বাজার ( trade depression )। সেই অবস্থায় সব দিক ভাল ভাবে বিবেচনা না করে হঠকারিতার সাথে হঠাৎ কোন ব্যবস্থা নিলে ব্যবসায়ে মরে যাবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। এদিকে আমার মনে কাজে নেমে পড়ার অধীর আগ্রহ অথচ কাজ নেই—এরকম অলস অপেক্ষায় দিন কাটাতে কাটাতে আমি খুবই হতাশ অধৈর্য হয়ে পড়লাম। চিন্তা করে দেখলাম আমাদের কারও কোন শারিরীক না থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিনের মধ্যে আমরা যখন কাজে নামতে পারলাম না তখন আমি যদি এবার অন্য পথে চলি তা হলে সূক্ষ্ম নৈতিক বিচারে আমার পক্ষে সেটা হয়ত অপরাধ হলেও একটা অমার্জনীয় অপরাধ হবে না। বরোদা যাওয়া হবে না সে কথা জানাবার পর আমার সেখানে যাওয়াও চলে না। অথচ অযথা আর সময় নষ্ট না করে মনের অস্থির চঞ্চলতার জন্য যে কোন একটা পথে একলাই পা বাড়াবার চিন্তা মাথায় এলো।

Dignity of labour অর্থাৎ শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা পড়েছি বইতে। এ সম্বন্ধে অনেক উপদেশও শুনেছি অনেক উপদেষ্টার মুখে। যুক্তি তর্কের বিচারে আমি নিজেও ঐ নীতির সমর্থক। আবার Heaven help those who help themselves অর্থাৎ স্বাবলম্বী ব্যক্তির সহায় ভগবান এই নীতি বাক্যের প্রতিও আমার আস্থা ছিল। স্থির করলাম 'শ্রমের মর্যাদা' এবং 'স্বাবলম্বীর সহায় ভগবান' এই সকল আপ্তবাক্যের শুধু মহিমা কীর্তন না করে এদের বাস্তব রূপকে নিজের জীবনে উপলব্ধি ও প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে দেখি একবার। প্রয়াস সফল হলে শুধু যে আমার আনন্দ হবে তা নয় সে সাফল্য আমার মত বেকার অন্য অনেকের মনেও হয়তো প্রেরণা যোগাবে।

কি করা যায় ভেবে স্থির করলাম শ্রমের মর্যাদাকে সত্যই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে কাজকে নিম্নস্তরের মনে করে লোকে নাসিকা কুঞ্চন করে সেইরকম কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত। তবে যে কাজ করার জন্য উপযুক্ত

শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম বাঁকা মুটেগিরি এবং জুতো পালিশের কাজ করবো। মুটেগিরিতে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হবে। জুতো পালিশের কাজে সে প্রয়োজন নেই। কাজেই মুটেগিরির পরিপূরক কাজ হিসেবে জুতো পালিশের কাজও করা যাবে। উভয় কাজের সুযোগ পাবার পক্ষে ক্ষেত্র হিসাবে কলকাতাই যে প্রশস্ত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও এই কাজে জন্য যে পরিমাণ মানসিক প্রস্তুতি ও সাহসিকতা থাকা প্রয়োজন সন্দেহাতীত ভাবে সত্যই আমার তা আছে কিনা মনে, সে প্রশ্ন জাগালো। এই পেশায় কলিকাতার কর্মরত অবস্থায় চেনা এবং জানা অনেক লোকের সাথে দেখা হবার সম্ভাবনা। কাজেই আদর্শের অনুরাগে শ্রমের মর্যাদাকে মনে মনে উচ্চস্তরে স্থান দিলেও বাস্তব জীবনে মনের স্পর্শকাতরতা কিছু কঠিন হয়ে না ওঠা পর্যন্ত চক্ষুলজ্জাকে এড়িয়ে চলার জন্য সোজার দিকে কলিকাতার বাইরে কোন অপরিচিত জায়গায় কাজ আরম্ভ করাই ভালো বলে মনে হল।

যে কাজ করার কথা আমি চিন্তা করছিলাম সে কাজের জন্য পল্লীগ্রাম অপেক্ষা শহরাঞ্চলই যে অনুকূল হবে সহজেই তা অনুমেয় যেখানে আমি কখনও যাই নি অথবা যেখানে আমার চেনা ও জানা লোক নেই সোজার দিকে সেই রকম কোন জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে যাবার কথাই চিন্তা করলাম। কাজে অভ্যস্ত হলে চক্ষুলজ্জা এবং মনের স্পর্শকাতরতা কমে যাবে। তখন প্রয়োজনে অন্য কোন শহরে এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতায় কাজ করা সম্ভব এবং সহজ হবে। প্রাথমিক স্থান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আমার অপরিচিত ছোট বড় কয়েকটি শহরের নাম এক একটা ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় লিখে লটারি করলাম। লটারিতে বিহারের ডালটনগঞ্জের নাম উঠলো। ডালটনগঞ্জ সম্বন্ধে আমি একেবারেই অজ্ঞ। লটারিতে ঐ নাম যখন উঠেছে তখন সেখানেই আমার ভাগ্যপরীক্ষা করাই আমার ভাগ্যদেবতার নির্দেশ মনে করে আমি ডালটনগঞ্জেই যাব বলে স্থির করলাম।

আর কয়েকটা দিন বাদে দোলের উৎসব। কলিকাতার যে মেসে আমি ছিলাম সেখানে এ পর্যন্ত একাদিক্রমে প্রায় সাত বছর আমি বাস করেছি। একই মালিকের গায়ে লাগা দুটি দ্বিতল বাড়ী এবং তে নিয়ে ৩০/৩২ জন যুবক এবং অল্পবয়সী মেম্বারের এই মেস। এঁদের মধ্যে ৬।৭ জন ছাড়া আর সকলেই চাকুরীজীবি। আমি কলেজ জীবনে এখানে প্রথম যখন আসি তখন মেম্বারদের মধ্যে বোধ হয় ত্রিশের উর্ধ্বে কারও বয়স ছিল না। আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। অধিকাংশই ছিলেন ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত, এম, এন রায় অর্থাৎ মানবেন্দ্র নাথ রায়ের যার পৈত্রিক নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পৈত্রিক বাসস্থান চব্বিশ পরগনা জেলার আড়বেলিয়া গ্রামের লোক, পূর্ববঙ্গের ঢাকা, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলারও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ৫।৭ জন ছিলেন এখানে। এই মেসের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বাসিন্দাদের প্রায় সকলেই মানসিক জটিলতা ও কুটিলতা বর্জিত উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং এঁদের পরস্পরের মধ্যে এমন সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ছিল যা সচরাচর অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। ফলে মেসটি ছিল একটি প্রাণবন্ত সুখী পরিবারের মত। প্রতি বছর দোলযাত্রা উপলক্ষে অল্পবয়সী মেম্বারদের এই মেসে দিনের বেলায় খুব হৈ চৈ এবং আনন্দোৎসব হত। আর রাত্রি বেলা বেশ বড় রকমের একটা 'ফিস্ট' বা ভোজ হত। দোলের উৎসবের পূর্বে আমি ডালটনগঞ্জের যাবার সিদ্ধান্ত যখন নিলাম তখন ভাবলাম এতদিন এই মেসে থাকার পর এখান থেকে চিরদিনের জন্য যখন চলে যাচ্ছি তখন আসন্ন দোলের উৎসবের দিনটা শেষ বারের মত এখানে কাটিয়ে দোলের পরদিন আমি রওনা হব।

মধ্যে যে তিন চারদিন সময় পেলাম তার মধ্যে জুতো পালিশের সাজ সরঞ্জাম রাখার জন্য সহজে বহনযোগ্য ছোট, হালকা একটি টিনের সুদৃশ্য বাক্স, কয়েক রকমের জুতোর কালির কৌটো ও শিশি, কয়েক রকমের জুতোর বুরুশ, পালিশের পাতলা চামড়া ও কাপড় ইত্যাদি এবং মুটের

কাঁধা মাথায় রাখার দুটি কাপড়ের প্যাড কিনে নিলাম। কাঁথা সঙ্গে করে না নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে সংগ্রহ করে নেব স্থির করলাম। মুটের কাজের সুবিধা হবে বিবেচনায় হাত কাটা ফতুয়াও দুটো কিনে নিলাম।

ডালটনগঞ্জে রওনা হবার প্রস্তুতি শেষ হলে মেসের আগের দিন রাত্রে আমি দুখানা চিঠি লিখে রাখলাম। একখানা চিঠি আমার মামাতো ভাইয়ের উদ্দেশ্যে এবং তার এক খানা আমার মধ্যম ভ্রাতা যিনি আমার সাথে একই মেসে বাস করতেন তাঁর উদ্দেশ্যে। মামাতো ভাইকে লিখলাম দীর্ঘদিন কর্মহীন অবস্থায় বসে থেকে মানসিক অস্থিরতায় আমি ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছি। আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবসার প্রতিষ্ঠান কবে যে আরম্ভ করা সম্ভব হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই দেখে বাধ্য হয়ে আমি স্বাধীনভাবে কোন উপায়ে নিজের রুজি রোজগারের সন্ধানে আপাততঃ নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলাম। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর তাঁর সাথে একত্রে কাজ করার আশায় আর অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে সে অপরাধের জন্য চিঠিতে আমি তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে নিলাম। আমার দাদার চিঠিতে লিখলাম নিজের ভাগ্যান্বেষণে আমি বার হলাম। পরিবারের কেউ আমার জন্য দুঃখ অথবা চিন্তা যেন না করেন। কোথায় যাচ্ছি কাউকেই জানালাম না। ডালটনগঞ্জে রওনা হবার মুখে চিঠি দুখানা ডাক বাক্সে দেব ঠিক করলাম।

চিঠি লেখা শেষ হলে অধিক রাতে শয্যায় শুয়ে মনে হল আর মাত্র একটা দিন আমি এখানে আছি। তারপর দীর্ঘদিনের এই আশ্রয় চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে যাব। অজানা জায়গায়, অপরিচিত লোকের মধ্যে অর্থ সম্বলহীন অবস্থায় কোথাও মাথা গোঁজার একটুও জায়গা পাব কিনা কে জানে। হয়তো বা সত্যি সত্যি গাছ তলায় আশ্রয় নিয়েই নতুন জীবন শুরু করতে হবে। মনে পড়ল সেই কতদিন আগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে গ্রাম থেকে কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে প্রথমে মানিকতলা অঞ্চলে ওয়ার্কস ইনস্টিটিউশন ষ্ট্রীটে প্রধানতঃ মেস, মাড়োয়ার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ভদ্রজীবিদের জন্য নির্মিত এক বারোকে দু তিন মাস বাস করার পর সেই যে এই মেসে এসে উঠেছিলাম তখন থেকে একটানা এত বছর এখানেই সুখে দুঃখে দিন কাটিয়েছি। আর দু দিন পরে এই মেসের সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। চিরদিনের ছেদ ঘটবে।

মেসে প্রবেশ দ্বারের পাশে একজনের বাসোপযোগী খুব ছোট একটা ঘর ছিল। সে ঘরে মেসের একজন মেম্বারই বাস করতেন। ঐ ঘরটি পাওয়া গেলে আমার পড়াশুনার সুবিধে হবে বিবেচনা করে মেসের বাসিন্দা আমার মেজদা ঘরটা খালি হবার সম্ভাবনা হলে সেটা আমাদের নেবার জন্য মেসের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। ঘরটির জন্য অন্য দাবীদারও ছিলেন। আমার দাদাকে মেসের সকলে খুব ভালোবাসতেন। তাই ঘরটি আমাদের দেওয়ায় কেউ আপত্তি করেন নি। শয্যায় শুয়ে ভাবলাম এত কাণ্ড করে এই মেসে এসে উঠেছিলাম আর এখন একদিন পরে এই ঘরের মায়া কাটিয়ে আমাকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হবে।

এই সময়ে মেসে আমি ছাড়া পড়াশুনোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট মাত্র আর একের জন মেম্বার ছিলেন। বাদবাকী অন্য সকলের অধিকাংশই ছিলেন চাকরিজীবি। দুই-তিন জন ছিলেন স্বাধীন ব্যবসায়ী। বয়স প্রায় সকলেরই ত্রিশের নীচে। ত্রিশের বেশী উপরে প্রায় কেউ ছিলেন না, তাদের মধ্যে দুজন ছিলেন আইন কলেজের ছাত্র, একজন টেকনিকাল কলেজের ছাত্র, এবং একজন ছিলেন পদার্থ বিদ্যায় এম, এস, সি, পাশ। তিনি ছিলেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সি, ভি, রমণের অধীনে গবেষণায় রত একজন রিসার্চ স্কলার। তাঁর নাম ছিল কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি চেহারায় যেমন ছিলেন সুপুরুষ তেমনি তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার অমায়িক এবং নিরীহ প্রকৃতির ভদ্রলোক। পরবর্তীকালে

গবেষণা শেষে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি বোধ হয় কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন। আরও পরবর্তীকালে কলিকাতার সায়ান্স এসোসিয়েশনের ( Indian Association for Cultivation of Science ) এর ) ডাইরেক্টরের পদ গ্রহণ করেছিলেন। আজ তিনি আর ইহজগতে নেই। মেসে বয়সে আমি প্রায় সর্বকনিষ্ঠ থাকার এবং সেখানে অনেকেই দাদার বন্ধুস্থানীয় হওয়ার প্রায় সকলেই আমাকে কনিষ্ঠ ভাইয়ের মতই স্নেহের চোখে দেখতেন। সেখানে আমরা যে কজন ছাত্র ছিলাম তাদের পড়াশুনোর ব্যাপারে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সে বিষয়ে মেসকর্তারা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। পাঁচমিশালী মেসে এরকম সহযোগিতা ও সহযোগিতা বড় একটা দেখা যায় না। বিছানায় শুয়ে সেই সব কথাই চিন্তা করছিলাম।

রাস্তার ধারে এবং মেসের প্রবেশ পথের পাশেই আমার ঘরটি থাকায় প্রতিদিন চেনা লোক ছাড়া কত বিভিন্ন প্রকৃতির ও চরিত্রের অপরিচিত লোকের এই মেসে যাতায়াত নজরে পড়তো। এক ভদ্রলোকের কথা মনে হল। রোল্ড গোল্ড ফ্রেমের চশমা চোখে, শ্যামবর্ণ, পাতলা ছিপছিপে গড়নের নাতিদীর্ঘ দেহ, বয়স অনধিক চল্লিশ, সব সময় ছিমছাম জামা কাপড় পরা আমার অপরিচিত ঐ ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন আমার ঘরে এলেন; তিনি বললেন, নিকটেই তাঁর বাসা। এই পথে যাতায়াতকালে প্রায় প্রতিদিন তিনি আমাকে লক্ষ্য করেন। আমার সাথে আলাপে আগ্রহী হওয়ায় তিনি অনাহূত ভাবেই এসেছেন আমার ঘরে। তিনি ছিলেন একজন দেশীয় খ্রীষ্টান এবং এক খ্রীষ্টান মিশনের একজন কর্মী। তাঁর নাম কি ছিল মনে নেই তবে উপাধি ছিল সরকার। এই অঞ্চলের ছাত্রদের অনেক মেস, বোর্ডিং এবং হোস্টেলে তাঁর যাতায়াত ছিল, এইসব জায়গা থেকে তাঁর পছন্দমত ছাত্রদের কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্টস হলে প্রায় নিয়মিতভাবে দেওয়া খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কীয় ভালো ভালো বক্তৃতায় উপস্থিত হবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানাতেন। বুঝেছিলাম নীরবে ছাত্রদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ জন্মান ছিল তাঁর আসল কাজ। তবে ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির ছিলেন। তাই আমার কাছে তাঁর যাতায়াতের আসল কারণ আমি বুঝতে পারলেও তাঁর প্রতি আমার মনে কখনও কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নি। কথা প্রসঙ্গে একদিন অতি সহজ এবং ঘরোয়া ভাবেই তিনি স্বীকার করলেন, "আমরা খ্রীষ্টান হলে হবে কি, আমার স্ত্রী এখনও হিন্দু দেবদেবীর অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ এড়িয়ে চলতে চান"। তিনি বলেছিলেন 'তাঁদের একবার বসন্ত রোগের প্রকোপ হলে ঐ রোগ বিস্তারক বসন্তের গুটির শুষ্ক মামড়িগুলো নষ্ট করে ফেলার জন্য সেগুলো পারখানার ড্রেনে ফেলে দেবার প্রস্তাব করায় তাঁর স্ত্রী আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন এবং কপালে দু হাত ঠেকিয়ে বলেছিলেন, "বল কি, মা শীতলার অলঙ্কার কখনও পারখানায় ফেলা যায়। অমঙ্গল হবে না!"

মনে পড়লো বর্ষাকালের এক রাত্রে প্রবল বর্ষণের মধ্যে বিখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গীয় বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি বর্ষাতি জামার দেহ আবৃত করে মাথায় বর্ষাতি টুপি দিয়ে এবং পায়ে গাম বুট পরে রাস্তার জমা এক হাঁটু বা তার চাইতে বেশী জল ভেঙে একাকী হঠাৎ আমার এই ঘরে এসে উপস্থিত হয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে অনতিদূরে বৈঠকখানা রোডের একটা তেতলা বাড়ীর বাইরে আমাকে দাঁড়াতে বলে নিজে ঐ বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার একা বেরিয়ে এলেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে আবার জল ভেঙে নীরবে, আমহার্স্ট স্ট্রীট, হাড়কাটা গলি, বহুবাজার স্ট্রীট পার হয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে তাঁর বাসস্থানের কাছাকাছি এসে আমাকে ঘিরে যেতে বললেন। সেদিন তাঁর এই হঠাৎ আবির্ভাব এবং প্রস্থানের কি কারণ ছিল, আমাকে সঙ্গে নেবার উদ্দেশ্যই বা কি ছিল সে রহস্য আজও আমার অজ্ঞাত, তবে পরে জেনেছিলাম

বৈঠকখানার যে বাড়ীতে তিনি সেদিন গিয়েছিলেন সেটি ছিল একটি মেস বাড়ী এবং সেখানে কয়েকজন বিপ্লবী ছিলেন।

আমাদের মেসের প্রবেশ পথের পাশেই আমার ঘর হওয়ায় মেসের বাসিন্দাদের অনেকের পায়ের শব্দ আমার পরিচিত হয়ে গেছিলো। তাঁদের চোখে না দেখে শুধু পায়ের শব্দ শুনেই আমি বুঝতে পারতাম কে আসছেন বা যাচ্ছেন। এই শব্দের কথায় অন্য এক শব্দের কথা মনে পড়ল। অভ্যাসের ফলে বিরক্তি উদ্রেককারী শব্দ ও যে কখনও কখনও কামনার বস্তু হয়ে দাঁড়াতে পারে এটা সেই অভিজ্ঞতারই কথা। কলকাতা শহরের রাস্তার আবর্জনা ধাপার মাঠে ফেলতে নিয়ে যাবার জন্যে লরি ব্যবহারের ব্যবস্থা তখনও চালু হয়নি। আপার সার্কুলার রোড ধরে ছাদখোলা রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি ময়লা, ইঞ্জিন টানা রেল-গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হত ঐ উদ্দেশ্যে। আবার কলকাতা কর্পোরেশনের ঘোড়ায় টানা ছাদখোলা ময়লা ফেলার বহুসংখ্যক গাড়ীও ছিল। ভোরবেলা ঐ ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে ময়লা ভর্তি করে নিয়ে যাওয়া হত ধাপার মাঠে ফেলার জন্য। আমাদের মেসের অদূরে বৈঠকখানা রোডের গোখানায় এই রকম ঘোড়ায় টানা গাড়ীর একটা বড় আড্ডা ছিল, সেখান থেকে প্রায় শতখানেক খালি গাড়ী প্রত্যহ শেষ রাত্রে আমাদের মেসের পাশ দিয়ে কোরিসচার্চ লেন নামে (বর্তমানে ডাক্তার কার্তিক বসু লেন) যে রাস্তা ছিল সেই রাস্তা ধরে চলে যেত বিভিন্ন দিকে ময়লা ভর্তি করে নেবার জন্য। কোরিস চার্চ লেন তখন অনাবৃত পাথরের ঘোড়ার টেরী থাকায় ঐ সব খালি গাড়ীর চাকার লোহার বেড় এবং রাস্তার পাথরের সংঘর্ষের ফলে কর্কশটাই বিস্ফারক এক বিকট শব্দের সৃষ্টি হত, প্রত্যহ শেষ রাত্রে। প্রথম প্রথম সেই কর্কশ শব্দে ঘুম ভেঙে মনে বিরক্তির উদ্রেক হত। ক্রমে এই শব্দ যে শুধু গা সহা হয়ে গেল তাই নয় সে শব্দ যেন এক সংগীতের ধ্বনি সৃষ্টি করতো। কোনদিন কোন কারণে গাড়ীগুলি এই পথে না গিয়ে অন্য পথ ধরে চলে গেলে অভ্যস্ত এই শব্দ-সঙ্গীতের অভাব সেদিন মনে যেন এক ধরনের অতৃপ্তি এবং অস্বস্তিকর শূন্যতার সৃষ্টি করতো। প্রত্যহ এই শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি কবিতার লাইন যথা 'Awake my soul and with the sun, Thy daily roll of duty run,' স্মরণ করে আমিও উঠে পড়তাম এবং গাড়ীগুলি যে তাদের প্রাত্যহিক কর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করতে শুরু করেছে সে কথা মনে করে আমিও আমার প্রাত্যহিক কর্মে মনসংযোগ করতাম। যে দিন সে শব্দ শোনা যেত না সেদিন আমার কাজে প্রবৃত্ত হবার প্রেরণাও যেন আর থাকতো না।

সে রাত্রে মেসের শয্যায় শুয়ে মেসের আরও কতদিনের কত কথাই মনে হতে লাগল, দু একটা মজার কথা বলি। ইংরেজদের অধীন ভারতীয়দের হাতে কতটা রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া যায় তা নির্ধারণ করার জন্য বিলাতের পার্লামেন্ট নিযুক্ত, সাইমন কমিশন এসেছিলেন এ দেশে। তখন বয়কট কথাটির আমদানি হয় নি আমাদের দেশের রাজনীতিতে। তার পরিবর্তে 'হরতাল' কথাটি ব্যবহৃত হত। সাইমন কমিশনের কলকাতা আসা উপলক্ষে কলকাতায় সারাদিন ব্যাপী হরতাল পালনের ডাক দিয়েছিলেন দেশের নেতারা। হরতাল সফলও হয়েছিল। আমাদের মেসের উড়িষ্যার পাচক প্রতিদিন কার্যান্তে রাত্রে অন্যত্র নিজের বাসায় চলে যেত এবং পরের দিন অতি প্রত্যূষে এসে আমার নিজের কাজ কর্ম আরম্ভ করতো। তখন শীতকাল হরতালের দিন রান্নার ঠাকুর অন্যদিনের মত প্রত্যূষে এসেছে ঠিকই কিন্তু রান্নাঘরে না গিয়ে গায়ে কম্বল জড়িয়ে খাবার হলে চুপচাপ বসে আছে। মেসে যাঁরা খুব ভোরে ওঠেন তাঁরা ঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "কি ঠাকুর, এখানে বসে আছ? রান্নাঘরে যাচ্ছ না?" উত্তরে সে বললে, "আজ গুবাকু আছি'। সে যে সেদিনের ঘোষিত হরতালের উল্লেখ করছে সে কথা অনুমানে বুঝলেও 'গুবাকু' পদার্থটি যে কি তা কেউ ঠিক করতে পারলেন না। তাই নিয়ে গবেষণা শুরু হল। তখন বিজ্ঞানের গবেষণার রত কেদারেশ্বর

বাবুকে বাপারটার সমাধান করবার কথা বলা হল। অনেক ভাবনা চিন্তার পর তিনি এর সমাধান করে দিলেন। আগের দিন রাস্তায় রাস্তায় হরতাল ঘোষণা কালে স্বেচ্ছা সেবকরা 'গো ব্যাক সাইমন' ( Go back Simon ) অর্থাৎ সাইমন ফিরে যাও ধ্বনি উচ্চারণ করেছে। তাই উৎকলের এই পাচক পুঙ্গব 'হরতাল' এবং 'গোব্যাক' শব্দটি সমার্থ জ্ঞাপক ধরে নিয়ে 'গুবাকু' অর্থাৎ 'গোব্যাক' শব্দটি ব্যবহার করে মেসের মেম্বারদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

দেশের গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার প্রণালী কোন কোন তুচ্ছ বিষয় আমাদের মনে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে এই সাইমন কমিশনের উল্লেখে সে কথা মনে পড়লো। ঐ হরতালের দিন অপরাহ্নে সাইমন কমিশন নিয়োগের প্রতিবাদে কলকাতার এলবার্ট হলে এক জনসভা আহূত হয়েছিল। নানা সভায় উপস্থিত হবার বাতিক আমার ছিল। ঐ সভাতেও আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিন বিখ্যাত বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পালের অন্যান্য কথার মধ্যে একটি কথায় মনে কৌতুক ও বিস্ময় বোধ করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন 'হরতালে আমাদেরই তো অসুবিধে হয় তা হলেও প্রতিবাদ জানাবার উপায় হিসাবেই তো সব অসুবিধা স্বীকার করে নিয়েও আমরা এই হরতাল পালন করি। যেমন দেখুন প্রতিদিন দুপুরে আহারের সময় আমি দু পয়সার দই খেয়ে থাকি। আজ দোকান বন্ধ থাকায় আমার আর দই খাওয়া হয় নি।" একজন দেশবিখ্যাত ব্যক্তি প্রতিদিন দুপুরে ভাতের পাতে দু পয়সার দই খেয়ে থাকেন তাঁর নিজের মুখে একথা শুনে সেদিন আমার মনে যথেষ্ট কৌতুক ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। আজকের পরিবর্তিত দিনে ভাবি সেদিন একজন দেশবিখ্যাত ব্যক্তির প্রতাহ নিজের দু পয়সার দই খাওয়ার বিষয় প্রকাশ্য জনসভায় উল্লেখে সঙ্কোচ নেই ; আর আজকের দিনে ( এই স্মৃতিচারণ লেখার সময় ) দু পয়সার পঁচিশ গুণ দামের দই কিনতে চাইলে দোকানী কি মন্তব্য করবে ভেবে আমাদের শঙ্কিত হতে হয়। দিনের কি পরিবর্তনই না হয়েছে।

সেদিন অনেক রাত্রে মেসের সর্বজনীন 'বড়দা'র কণ্ঠস্বর একবার কেন শুনতে পেলাম। বড়দা বেশ আমুদে লোক ছিলেন। তাঁর অন্য দুই ভাই ঐ মেসেই থাকতেন তিনি তাঁদের বড়দা সেই জন্য মেসের অন্য সকলেরও বড়দা। লেখাপড়া বেশী করেননি। হাওড়ার রেলওয়ের 'গুডস' এ কি কাজ করতেন। কিন্তু সকলের সাথে মিলেমিশে তাস খেলায় হৈ চৈ করে মেস সরগরম রাখতেন। এক ছুটির দিনে দুপুরে বেলায় তাস খেলার উদ্দেশ্যে মেসের নীচের তলা থেকে কে একজন বোধ হয় বেলার বাঁড়ুজ্যের 'আই হ্যাজের' অনুকরণে রসিকতা করে অতি অল্পশিক্ষিত বড়দার সন্ধানে হাঁক দিলেন, "বড়দা, বড়দা, হোয়ার ইজ ইউ ?" মেসের অন্য সকলকে সচকিত করে এবং আহ্বান কারীর প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে বড়দা সকলের অট্টহাসির মধ্যে তৎক্ষণাৎ ইংরিজি ব্যাকরণের ক্রিয়াপদ শূন্যে রেখে উপরতলা থেকে উচ্চৈস্বরে উত্তর দিলেন, "বাদার, বাদার হিয়ার অ্যাম আই।"

মেসে আর এক অদ্ভুত চরিত্রের যুবক ছিলেন। অতি সুন্দর ও সুপুরুষ চেহারা তিনিও লেখাপড়া বেশীদূর করেন নি। কিন্তু সেবা মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন। মেসে কারও অসুখ বিসুখে আনাহূত ভাবে এসে অসুস্থ ব্যক্তির শয্যাপাশে বসে তার পরিচর্যায় রত হতেন। মেসের হিন্দুস্থানী ধোপার সাথে তাঁর হিন্দী ভাষায় কথোপকথন সকলের হাসির খোরাক যোগাত।

মেসের মেম্বারদের ছাড়া ময়লা এবং নোংরা জামাকাপড় সংগ্রহ করে ধোপার কাছে কাচতে দেবার এবং তা ফেরৎ নেবার এবং ঐ বিষয়ে সব হিসাবপত্র রাখার দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিজেই নিয়েছিলেন। ধোপার প্রতি হিন্দী ভাষায় তাঁর একদিনের উক্তি এক ক্লাসিকের সৃষ্টি করেছিল এবং উক্তিটি বহুদিন যাবৎ মেসের এক সরস আলোচ্য বিষয় ছিল। ধোপার নাম ছিল জগা। একদিন 'ধোপার ধোবৎ আনা জামা কাপড় ভদ্রলোকের মনের মত কাচা হয় নি। তিনি তাকে তাঁর ভর্ৎসনার সুরে উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন, "এই

রসা, ক্যাম্বসা কাপড় কাচা হ্যায়, একদম কালা ক্যাট ক্যাট করতা হয়।" রক্তকণিকার বাবুর বিশুদ্ধ হিন্দীর অর্থ সমাক হৃদয়ঙ্গম করেছিল কিনা সন্দেহ তবু ছুটি যে কিছু একটা হয়েছে অনুমানে সে কথা বুঝে মুখ কাচুমাচু করে হাত কচলাতে কচলাতে মাপ চেয়ে নিয়ে তাঁকে শান্ত করলো।

কত দিনের কত রকমের পুরানো তুচ্ছ কথা সে রাত্রে মনের মধ্যে এসে ভীড় জমাতে লাগল। এত দিনের মেসজীবনের ছেদ আর একদিন পরেই ঘটে যাবে ভেবে একটা অব্যক্ত ব্যথায় মনের ভিতরটা যেন টনটন করে উঠল। আমার অজ্ঞাতসারে এই মেস জীবনের সুখ দুঃখ আমার মনকে যে একটা মায়াজালে আবদ্ধ করেছে এতদিন তার সন্ধান পাই নি। চিরবিচ্ছেদের পূর্বমুহূর্তে সেই অবস্থাটা আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে আমাকে যেন পশ্চাতে আকর্ষণ করতে লাগল। শয্যায় শায়িত অবস্থায় ইংরেজ কবি টমাস গ্রের বিখ্যাত কবিতা এলিজি ( Elegy ) তে বর্ণিত মৃত্যুপথ যাত্রীর সেই Casting a longing lingering look behind এর করুণ দৃশ্য যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

পরের দিন সকাল হতেই দোলের উৎসবে মেতে ওঠার জন্য ছেলে সাজসাজ রব পড়ে গেল। যে যার সঞ্চয় অন্বেষে তুলে রাখা ছেঁড়া অথচ যতটা সম্ভব কম্ফা জামাকাপড় বার করে এবং তা পরে রণে অবতীর্ণ হলেন। প্রথম পর্বে মুঠো মুঠো আবির পরস্পরের মুখে ও মাথায় মাখিয়ে দিয়ে এবং পরে বালতি ভর্তি জলে রং গুলে পিচকিরি দিয়ে তা সকলের জামা কাপড় ছিটিয়ে রঙিন করার উল্লাসে হৈ হুল্লোড় ও নৃত্য করতে লাগলেন। কেউ কেউ রংয়ের বালতি ও পিচকিরি নিয়ে বাইরে চলে গেলেন নিকটে বা দূরে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে। সে সময়ে দোলের দিন ট্রাম বাস চলাচল বন্ধ থাকতো না। ট্রামে বাসে এত ভিড়ও ছিল না। কাজেই দূরে যাতায়াতের অসুবিধেও ছিল না। রাত্রের গ্রান্ড ফিষ্টের জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য একদল বেরিয়ে পড়লেন মেস থেকে কলেজ স্ট্রীটের বাজারের দিকে। ঘরে বাইরে রং খেলার মাতামাতি শেষ হবার পর দিবাপ্রহরের মধ্যভাগে আমাদের স্নান এবং আহারের পর্বও শেষ হল।

সে সময়ে রবিবারে এবং পোষ্টাপিসের ছুটির দিনে এখনকার মত চিঠি পত্র বিলি একেবারে বন্ধ থাকত না, কলকাতার পোষ্টাপিস গুলোতে। অন্য দিনের সারাদিনে বোধহয় চার বা ছয়বার ডাক বিলির পরিবর্তে ছুটির দিন চিঠিপত্র একবার বিলি হত। দোলের দিন মধ্যাহ্নে আহারাদি সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মেসের ডাক বাক্সে গিয়ে দেখি আমার নামে পোষ্টকার্ডে করেক ছত্রে লেখা একখানা চিঠি এসেছে। সেটি পাঠিয়েছেন আমার মামাতো ভাই। তিনি লিখেছেন আমাদের দোকানের জন্য এতদিনে ভবানীপুরে চড়কডাঙ্গার মোড়ে রসা রোডে ( বর্তমানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড ) ট্রাম রাস্তার উপরে পূর্ণ থিয়েটারের ঠিক উত্তর গায়ে একখানা ঘর পাওয়া গিয়েছে। কাজেই আমি যেন পত্র পেয়েই ভবানীপুরে চলে যাই, আমি করেক দিন যাবত নতুন এক পথে চলার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করছিলাম এবং সে পথে চলার জন্য আবশ্যক সাজ সরঞ্জাম ও সংগ্রহ করেছিলাম সে কথা পূর্বেই বলেছি। এই চিঠি পাবার পর আমার যাত্রা পথের দিক আবার পরিবর্তন করতে হল। জীবনে করেকবারই এমন ঘটনা ঘটেছে। ভাগ্যের এই বিধানকে মেনে নিয়ে সংগৃহীত জুতার কালি বুরুশ আর কাঁকা মুঠের মাথার প্যাডের কদিনের লালন পালনে তাদের প্রতি সৃষ্ট মমতা মাখা দৃষ্টি একবার বুলিয়ে ভারাক্রান্ত মনের পরিবর্তে সেই অপরাহ্নে আমি ভবানীপুরে অভিমুখে রওনা হলাম।

# গ্রন্থাগারে সিসটেমস এনালিসিস

**দীপককুমার রায়**
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মুখবন্ধ

সিসটেমস এনালিসিস জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তর্গতিতে আজ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সিসটেমস এনালিসিসের ব্যাপারটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রয়োগ শুরু করা হয়েছিল। তবে সৃষ্টির কাজে নয় যুদ্ধের প্রয়োজনে। এ কথার অর্থ এই যে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে পক্ষপাতিত্বই সিসটেমস এনালিসিসের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিষয়টি ছিল সৃজন ধর্মী এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিকাশের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে সুফল পাবার সম্ভাবনা জ্ঞানীগুণীরা অনুভব করতে আরম্ভ করলেন। এর কারণ বিষয়টি ছিল সর্বার্থসাধক। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সিসটেমস এনালিসিস বা বাংলায় যাকে বলা যায় পদ্ধতি বিশ্লেষন একটি প্রচলিত সর্বজন গ্রাহ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সিসটেমস এনালিসিস বিষয়টি কি? কেমন করে একটি সিসটেমসকে বিশ্লেষণ বা এনালিসিস করা যায়? সিসটেমস এনালিসিসের জন্য কি কম্পিউটার প্রয়োগ একান্তই আবশ্যক কি না?

উপরিউক্ত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক। সিসটেমস এনালিসিস বুঝতে গেলে বা এর সংজ্ঞা দিতে গেলে প্রথমে সিসটেমস ব্যাপারটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। একজন মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নির্ভর করে তার রক্তসংবহনতন্ত্র (Circulatory system) এবং শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system) সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর। যেমন মানবদেহের বিশেষ কতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর এবং পরিপাক পদ্ধতি নির্ভর করে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হচ্ছে মুখ, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র অন্ত্র, বৃহৎ অন্ত্র, মলাশয় (Colon), হজমীরস নিঃসারক গ্রন্থি ইত্যাদি। সমস্ত অংশগুলো এমনভাবে তাদের প্রক্রিয়া একে অপরের উপর নির্ভর করে চালিয়ে যায় যেন মনে হয় অঙ্কের হিসাব মিলিয়ে তারা কাজ করে চলেছে। এদের যে কোন একটি অংশে গরমিল হলেই মানবদেহের সচলতা বিঘ্নিত হতে পারে। মানবদেহের উদাহরণ গ্রহণ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সিসটেমস বা পদ্ধতি হচ্ছে কতকগুলো একত্রভাবে মিলিত অংশ যা একে অপরের উপর নির্ভর করে কোন উদ্দেশ্যলাভের সোপান সৃষ্টি করে।

যে কোন মানুষের সাধারণ শিক্ষা থাকলেই সে অতি সহজেই মানবদেহের পদ্ধতিগত দিক বা যান্ত্রিক দিক ইংরেজিতে যাকে বলা যায় human anatomical system এবং mechanical system বুঝতে সক্ষম হয়। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ব্যবস্থার যে সব জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে বা বিভিন্ন অংশ যে অবস্থার মধ্যে বিরাজ করে সে ব্যবস্থাকে বোঝা সব সময় সহজ হয়না। সুতরাং যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আজ যে ব্যবস্থা বা সিসটেম আশা করেন হয়তো আগামীতে এ ব্যবস্থা পাল্টাতে চাইতে পারেন। ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর একটি পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে পারে। প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক না কেন মূলকথা হচ্ছে উন্নততর কর্মপ্রণালীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে সজীব করে তোলা অর্থাৎ প্রয়োজনে সিসটেমস বা পদ্ধতি পরিবর্তন সাধন।

যদি কোন অজীর্ণ রোগগ্রস্থ মানুষের পরিপাক পদ্ধতি অনুধাবন করা যায় তাহলে সেই মানুষের পরিপাক পদ্ধতির সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে যে অঙ্গটির জন্য তার অজীর্ণতা

হচ্ছে সেটি অন্যান্য অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্রীকরণ করতে হবে। এই স্বতন্ত্রীকরণের কাজটি নির্ভর করে একজন ডাক্তারের দক্ষতার উপর। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যেখানে সঠিক ওষুধ নির্বাচনের মাধ্যমে ডাক্তার বহু অজ্ঞান রুগীকে সুস্থ করে তুলেছেন। রুগীদের সুস্থ হওয়াটা নির্ভর করে সে কতটা ডাক্তারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে যে একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশে কর্মরত কর্মীরা প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে বর্তমান ব্যবস্থাটি প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তনে কতটা আগ্রহী। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির যে অংশটির জন্য কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে তাকে সংশোধন করতে সেই কর্মীদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

## বিশ্লেষণ ব্যাপারটি কি

একটা সিসটেমকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে তার পৃথক ভাবে উপাদানগুলো বা অন্তর্ভুক্ত অংশগুলোর গঠন পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যপ্রণালী অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই পৃথক পৃথক অনুশীলন প্রক্রিয়াই বিশ্লেষণ।

## সিসটেম এনালিসিসের সংজ্ঞা

সিসটেম এনালিসিস এর সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনে সিসটেম এর প্রসঙ্গ আসে। সিসটেম বা ব্যবস্থার সংজ্ঞা হচ্ছে কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরস্পর নির্ভরশীল অংশের একটি সুসংবদ্ধ পূর্ণ সংগঠিত রূপকে সিসটেম বলা যেতে পারে। সিসটেমস এ্যানালিসিস হচ্ছে সংগঠিত বৈজ্ঞানিক অনুধ্যান যার মাধ্যমে একটি ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলোকে বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে সংশ্লেষণের মাধ্যমে সম্বন্ধযুক্ত করে সিসটেমসের লক্ষ্যকেও সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হয়। সিসটেমকে দেহ, সংস্থা, প্রক্রিয়া, যন্ত্র প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যেতে পারে।

মানুষের জীবনে নানা সমস্যা প্রতিনিয়তই দেখা দেয়। সেই সব সমস্যা সমাধানে সিসটেমস বিশ্লেষণের ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা বুঝতে হবে যে দক্ষতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা মানবদেহকে বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন আবার ভিন্ন ধরণের দক্ষতার প্রয়োজন হয় যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সিসটেমকে বিশ্লেষণ করতে হয়। এখন দেখা যাক্ কোন প্রতিষ্ঠানের সিসটেমকে কেমন করে বিশ্লেষণ করা যায় বিশেষতঃ এখানে বিবেচ্য বিষয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ। একথা বলা সত্য যে বিশ্লেষককে পারদর্শী হতে হবে বিশেষতঃ যে ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ করতে তিনি আসবেন। অনেক সংগঠনের কার্যাবলী একই ধরণের হয়ে থাকে। সেই কারণে যে কোন বিশ্লেষক সংগঠনগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

কোন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অংশগুলোর মধ্যে সাধারণত থাকে (ক) ক্রয় (খ) উৎপাদন (গ) বিক্রয় ও বাজার (ঘ) কর্মীবৃন্দ ও অর্থ ইত্যাদি। এ সকল অংশগুলোর কাজকর্ম সাধারণ পরিচালনের মধ্যে পড়ে। যে কোন দক্ষ বিশ্লেষক উপরিউক্ত অংশগুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

## গ্রন্থাগারও একটি কর্মবহুল প্রতিষ্ঠান

যখন একটি গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় এখন পাঠকদের এটা বোঝাতে অসুবিধা হয় যে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মত এখানেও নানা সমস্যা রয়েছে। গ্রন্থাগারের মুখ্য কাজই হল তথ্য সরবরাহ করা। সন্দেহ নেই গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ড একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্নতর। এখানে সমস্ত কাস্টমার বা পাঠকদের একই দৃষ্টিতে দেখতে হয়। গ্রন্থাগার পরিসেবার মূল কথাই হলো সমস্ত পাঠকদের তার প্রয়োজনীয় পাঠবস্তু দিয়ে সাহায্য করা।

এখন প্রশ্ন হোল যে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করবার জন্য যে কৌশল প্রয়োগ করতে হয় সেই কৌশলে কোন গ্রন্থাগারের কাজকর্মকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে কি না? গ্রন্থাগার একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারে সিসটেম এ্যানালিসিস এর প্রয়োগ করতে গেলে সেবার দৃষ্টিভঙ্গীতেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ

করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হোল কেমন করে সেবার পরিধির বিস্তার করা যাবে।

### গ্রন্থাগারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

একটি গ্রন্থাগারের জন্য মৌলিক এবং অত্যাবশ্যক প্রয়োজন হচ্ছে বই, সাময়িক পত্রপত্রিকা রাখার জায়গা ইত্যাদি। প্রকাশিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করবার এবং সেগুলো যথাস্থানে রক্ষণ করা একটি প্রধান কাজ। এরপর সেগুলো ব্যবহারযোগ্য করবার জন্য বর্গীকরণ, সূচীকরণ, নির্দেশক প্রস্তুত করে সংগঠিত করতে হবে।

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন অংশগুলো বোঝাবার জন্য একটি নকশার সাহায্য নেওয়া গেল।

### গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি

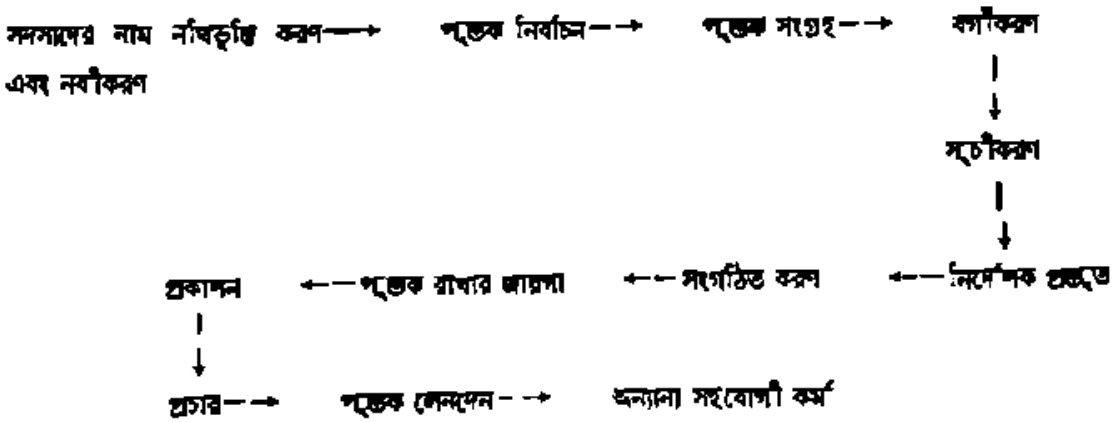


এখানে বলা বাহুল্য যে অনেক গ্রন্থাগারে অনুবাদ, গ্রেফোগ্রাফী, কম্পিউটার সার্ভিস ইত্যাদি দেখা যায় না। উপরের নক্সা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে অনেকগুলো কাজ গ্রন্থাগারিক সম্পাদন করেন। অনেক সময় যে জিনিষটি ভুলে যাওয়া হয় যে যদি কোন পাঠক না থাকে, সে গ্রন্থাগারে যত বই থাকুক না কেন তা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু গ্রন্থাগারিক পুস্তক মধ্যে বই সাজিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু একটি শাড়ীর দোকানে শাড়ীগুলো গোডাউনে সাজিয়ে রেখে দোকানী কি সন্তুষ্ট থাকতে পারে? এভাবে রঙ্গনাথনের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারের সার্থকতা নিয়ে আসে।

গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ব্যবহারকে যদি সঠিকভাবে সঠিক সময়ে সঠিক পাঠকের নিকট পৌঁছে দিতে হয় তবে সিসটেমস এনালিসিস করা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার হোক বা না হোক সিসটেম এনালিসিস করবার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। বড় গ্রন্থাগারগুলোর ক্ষেত্রে সিসটেম এনালিসিস না করলে বিশৃংখলা হতে বাধ্য। সিসটেম এনালিসিসের অপর নাম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। বৈজ্ঞানিক চিন্তার মাধ্যমে যদি কোন সংস্থাকে পরিচালনা করতে হয় তবে সিসটেম এনালিসিস অপরিহার্য। যখন গ্রন্থাগার পরিসেবার কোন অসুবিধা দেখা দেবে তখনই বুঝতে হবে গ্রন্থাগারের কোন অংশে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সময় সিসটেম এনালিসিস করে যে অংশে সমস্যা হয়েছে তাকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করতে হবে, তারপর সমস্যাটি সমাধান করতে হবে।

### গ্রন্থাগারে সিসটেম এনালিসিসের পরীক্ষা নিরীক্ষা কেমন করে সম্ভব?

সিসটেম এনালিসিসের প্রাথমিক পর্যায় যদি কোন গ্রন্থাগারের সিসটেমসের পরীক্ষা নিরীক্ষা

করতে হয় তবে প্রথমেই বুঝতে হবে গ্রন্থাগারটি কোন লক্ষ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থাগারটি জাতীয় গ্রন্থাগার হতে পারে, সাধারণ গ্রন্থাগার হতে পারে অথবা বিশেষ গ্রন্থাগার হতে পারে। গ্রন্থাগারটির সমাজ জীবনে ভূমিকা জানা হয়ে গেলে সিসটেমস এনালিস্ট তার সমস্ত বিভাগগুলো বা অংশগুলোর দিকে নজর দিতে শুরু করতে পারেন। অর্থাৎ গ্রন্থাগারটির প্রতিটি অংশের কাজগুলো অনুধাবন করতে পারে। স্বাভাবিক কারণেই একটি বড় গ্রন্থাগারের কাজকর্ম থেকে একটি মাঝারি বা ছোট গ্রন্থাগারের কাজকর্ম ভিন্নতর হবে এবং সেইজন্য সিসটেমস এনালিসিসের প্রয়োগ ও প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের হবে। সুতরাং প্রথম স্তরে গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে সিসটেমস এনালিসিসের কাজ শুরু করতে হবে। একথা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়েছে সিসটেমস এনালিসিসের মাধ্যমে কোন নূতন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় না বরং এর মাধ্যমে যে কোন গ্রন্থাগার উন্নত পর্যায়ে উঠতে পারে। সিসটেমসের পরীক্ষা নিরীক্ষা একটি গ্রন্থাগারের বিভিন্ন অংশের বা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে এবং সংগঠনের পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ করা হয়।

## পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ ব্যাপারটি কি ?

পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ হচ্ছে কোন সংগঠনের বিভিন্ন অংশের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যগুলো টেনে বার করে নিয়ে আসা। পশ্চাৎপট বিশ্লেষণের (Background analysis) উপর সিসটেমস বিশ্লেষককে অনেকটা নির্ভর করতে হয় অথবা বাইরের কোন বিশেষজ্ঞ বা কোন গ্রন্থাগার কর্মীর উপর নির্ভর করে সিসটেমস এনালিসিস চলতে পারে। সিসটেম বিশ্লেষককে বেশ কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণের কাজকে এগিয়ে নিতে হয়। তাকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টের এবং ব্যক্তির সাহায্য নিতে হয়। যে পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষককে প্রয়োগ করতে হয় সেগুলো হচ্ছে :—(ক) সংগঠনের চার্ট পরীক্ষা, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং কাজের মেনুয়েল (manual) টি অবলোকন করে নেওয়া।

(খ) প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে এবং প্রয়োজনে সমীক্ষা করা একান্ত দরকার।

(গ) ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং

(ঘ) গ্রন্থাগারটির বিভিন্ন সেকসন বা উপশাখা, বিভাগ এবং ডিপার্টমেন্টগুলোতে গিয়ে সিসটেমস বিশ্লেষককে সাক্ষাৎকার নিতে হবে।

## পশ্চাৎপট বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কি ?

পশ্চাৎপট বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সিসটেমস বিশ্লেষক (analyst) গ্রন্থাগারটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। তাকে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলো পর্যালোচনা করতে হয়।

(ক) বর্তমান অবস্থার সুস্পষ্ট চাপ—

প্রতিষ্ঠানের চার্ট মেনুয়েলের মাধ্যমে সাংগঠনিক চেহারাটি ভাল করে বুঝে নেওয়া।

(খ) বহিঃ আধিক অবস্থা :—যখন বিশ্লেষক একটি সিসটেমসের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন তখন তার মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি বা গ্রন্থাগারটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে।

(গ) অনুমিত অবস্থা :—প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিসটেমস এনালিস্ট বা বিশ্লেষক এই প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কল্পনা করতে পারেন এবং কোন্ ধরনের কর্মচারীর উপর কি ধরনের কাজ দেওয়া আছে তাও জানতে সক্ষম হন।

(ঘ) প্রয়োজনীয় অবস্থার কল্পনা :—বিশ্লেষক অনুভব করবেন কেমন করে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ফাঁক বাইরে ভবিষ্যৎ অবস্থার রূপরেখা প্রস্তুত করা যায় এবং সেই সঙ্গে বর্তমান অবস্থার উন্নতিবিধান করা যায়।

এখন একটি গ্রন্থাগারকে কল্পনা করা যাক। গ্রন্থাগারটিতে পুরানো কিছু আসবাব আছে যেগুলো একটি জীর্ণদশা ভবনে আছে। এর অর্থ দাঁড়ায় যে গ্রন্থাগার ভবনটিরও অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে

গ্রন্থাগারটির পরিবেশের কথা কল্পনা করতে হবে। একজন সিস্টেমস বিশ্লেষকের প্রথম কাজই হচ্ছে গ্রন্থাগার ভবনের মধ্যে পায়চারী করে ঘুরে ঘুরে দেখে নেওয়া যে এখানে কেমনভাবে কাজকর্ম চলছে। বিশ্লেষকের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ভাল করে দেখে নেওয়া কয়টি ধাপের মধ্য দিয়ে এবং কোন পদ্ধতির মাধ্যমে এখানকার কাজকর্ম সম্পন্ন হয়। এভাবে বিশ্লেষক পশ্চাদপট বিশ্লেষণের ( Background analysis ) মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারটির একটি ছবি পেয়ে যাবেন। একটি কথা না বললেই নয় যে পশ্চাদপট বিশ্লেষণের শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই কর্মচারীরা তাদের কাজের ধারা শুরু করেন। এমনও দেখা যায় যে বিষয় নির্দেশকের কাজগুলো ভাঙ্গা বাঁকা কাঠের ড্রয়ারের মধ্যে থাকে এবং অনেক সময় জল কার্ডের উপর পড়ে লেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। অথবা হয়তো দেখা যায় এমন কিছু মূল্যবান সাময়িক পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারে আসে যার হদিশ পাঠকেরা পায় না। আরো দেখা যায় যে অনেক সভ্য তাদের সভ্যপদ বাবদ চাঁদা যথাসময়ে দেবার ব্যাপারটাও খেয়ালে রাখে না। অনেক সভ্যরা ঠিক সময়ে তাদের বইপত্র ফেরত দেবার প্রয়োজন মনে করেন না। এগুলো উদাহরণ হিসাবে দেখানো হলো যার উন্নতিবিধান করাটা অসম্ভব নয়। এসকল ত্রুটির হাত থেকে বাঁচতে গেলে সিস্টেমস এনালিস্ট বা বিশ্লেষকের সাহায্য অবশ্য নিতে হবে। পশ্চাদ্‌পট বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিস্টেমস এনালিস্ট সিস্টেমস এনালিসিস করে যে সমস্ত কারণে উপরোক্ত অসুবিধাগুলো গ্রন্থাগারে হচ্ছে সেগুলো দূর করতে সক্ষম হবেন এবং গ্রন্থাগারটিকে একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে পারবেন।

কম্পিউটারের প্রয়োজন সিস্টেমস এনালিসিসে আছে কি ?

পূর্বেই বলা হয়েছে কম্পিউটার গ্রন্থাগারে প্রয়োগ হোক বা না হোক সিস্টেমস এনালিসিস সবসময়েই গ্রন্থাগার পরিচালনার টুল (Tool) হিসাবে কাজ করতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক গ্রন্থাগারিককে জোরের সঙ্গে বলতে শোনা যায় যে কি হবে সিস্টেমস এনালিসিস করে কারণ এখানে অন লাইন ( on line ) সার্ভিস নেই বা উন্নত দেশের গ্রন্থাগারে রয়েছে। আরো শোনা যায় যে বর্তমানে অধিকাংশে গ্রন্থাগারে সার্ভিসের মান অত্যন্ত নেমে গেছে। বই সঠিক জায়গায় পাওয়া যায় না, পাঠকরা গ্রন্থাগার এড়িয়ে চলে।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলে একথা বলা যায় যে কম্পিউটারের প্রয়োগ বৃহৎ গ্রন্থাগারেই চলতে পারে। ছোট গ্রন্থাগারে যদি সিস্টেমস এনালিসিসের সাহায্য নেওয়া যায় তবে কম্পিউটার ছাড়াও সার্ভিসের উন্নতি বিধান সম্ভব। গ্রন্থাগারের উন্নতির ব্যাপারে প্রথমেই দেখতে হবে যে সেখানে প্রয়োজনীয় সার্ভিসের উপযোগী সাজসরঞ্জাম রয়েছে কিনা। যদি তা না থাকে তবে শুধুমাত্র কম্পিউটার প্রয়োগ হচ্ছে না বলে কাজের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয় বলা সমীচীন নয়। আর একটি কথা বলা ভালো যে আজকের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সিস্টেমস এনালিসিস অপরিহার্য।

সর্বশেষে মনে রাখতে হবে যে কম্পিউটার কোন গ্রন্থাগারে প্রয়োগ করতে হলে সিস্টেমস বিশ্লেষককে যেমন একটি Flow chart প্রস্তুত করতে হবে তেমনি কম্পিউটার প্রয়োগ না করলেও সিস্টেমস এনালিসিসের জন্য Flow chart আবশ্যক। Flow chart এর মধ্য দিয়ে যে কোন সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর ছবি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। তাহলে আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল কম্পিউটারের প্রয়োগ হলে সিস্টেমস এনালিসিস গ্রন্থাগারে যতটা প্রয়োজন কম্পিউটার প্রয়োগ না হলেও গ্রন্থাগারে সিস্টেমস এনালিসিস ততটাই প্রয়োজন ॥

## গ্রন্থপঞ্জী

1. Bingham, J. E. & Davies G.—Handbook of system analysis. 1978
2. Chapman, E. A. —Library system analysis guide lines, 1970
3. Condone, R. J.—Data processing system analysis & design 1978

4. Foskett, D. J. ed —Library system and information : Proceedings of the second Anglo-Czech conference of information specialists, 1970

5. Meadow, Charles, T.—The Analysis of information system. 1973

6. Moore, Z.—System analysis : an overview (Special lib. 58, Feb. 1967)

7. Orr, R. H.—Development of methodologic tools for planning and managing library services (Bulletin of the Medical Lib. Association, 56, 1968 : July, 241—67)

8. Salmon, S. R., ed—Library automation: a state of the art review 1967.

---

# কমিউনিটির উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

আফিকা রহমান

সহকারী অধ্যাপিকা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগারের উৎপত্তি এবং মানুষের লেখার উদ্ভাবন সমসাময়িক। মানুষ যখন যাযাবর জীবন থেকে স্থিতিশীল শহরে জীবনে প্রবেশ করে তখন থেকেই মানুষের প্রয়োজনে নানা ধরণের কর্মকাণ্ড গড়ে উঠে এবং সমাজের প্রয়োজনেই গণ-গ্রন্থাগার আত্মপ্রকাশ করে। কমিউনিটি বলতে একই রাজনীতিক, পৌর, সামাজিক, ধর্মনীতিক অবস্থাভুক্ত ব্যক্তি বা সম্প্রদায়, দল ও গোষ্ঠী বুঝায়। কমিউনিটিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা শুধু ব্যাপক নয়—বহুমুখী এবং সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর কার্যপরিধির এলাকা বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হচ্ছে।

প্রাচীন গ্রন্থাগারের মূলভূমিকা ছিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। সে সময়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বর্তমানের মত এত ব্যাপক এবং সার্বজনীন ছিল না। মানব সমাজে তার ভূমিকা এত গভীর ছিল না। বর্তমানে গ্রন্থাগার আমাদের জীবনে অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। Ranganathan এর ভাষায় "Libraries have the power to produce material happiness, material joy and spiritual delight, they are social institution charged with the duty of providing the means for the perpetual self-education of one and all."

গ্রন্থাগার আজকের যুগে বিরাট এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। যত্ন ও সতর্কতার সাথে গড়ে তোলা সুনির্বাচিত সংগ্রহ দ্বারা সামাজিক, রাজনৈতিক গতিধারা পরিবর্তন সম্ভব। গ্রন্থাগার মুক্ত চিন্তার কেন্দ্র—মুক্ত চিন্তাধারা যাতে বাহত বা ব্যাহত না হয় তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত চিন্তাশীল মানুষ সৃষ্টি করা—যাঁরা স্বাধীন চিন্তার ধারক—স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে শিহরণ হয়না। গ্রন্থাগার পাঠককে বলে না 'এ জিনিষ চিন্তা কর' বা তা 'অমুক সময়ে কর'—বরঞ্চ ব্যাপক-ভাবে সামগ্রীর' উপস্থাপনা করে এবং পাঠক নিজস্ব অনু-সন্ধানের মাধ্যমে তা খুঁজে নেয় এবং ভিন্ন মতবাদের সমর্থক বা অংশীদার না হয়েও তা বুঝতে চেষ্টা করে। গ্রন্থাগার মুক্তচিন্তার ধারক এবং এর বহুল প্রচারে বিশ্বাসী। মুক্ত-চিন্তা বা স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা শত্রু হাতিয়ার, গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ এই অতি প্রয়োজনীয় মূল সূত্রটিকে যে কোন আঘাত থেকে রক্ষা করা।

গ্রন্থাগার গতিশীল প্রতিষ্ঠান। যারা কার্যকলাপের মূল্যায়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন সর্বনিম্নস্তরে হচ্ছে বর্তমান সময় 'Specialisation' এর যুগ। J. Shera বলেছেন গ্রন্থাগার সমরূপ শক্তি বা 'Homogenizing Force' নয়, বরং সমন্বয় সাধনকারী শক্তি বা 'Unifying Force' বিশেষ। মানব মনের বিচিত্র এবং বহুবিধ চিন্তার ধারা ও অভিজ্ঞতাকে একত্র স্থাপন করাই গ্রন্থাগারের কাজ। সমরূপ বা একই বিষয় সামগ্রীর সমাবেশ করা নয়।

গ্রন্থাগার মানব সমাজের জ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসাবে বিরাজ করে এবং তা স্বাধীনভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করে। গ্রন্থাগারে ব্যাপকভাবে ভিন্নতর সামগ্রীর সমাবেশের ফলেই মানুষ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হবার সুযোগ পায়। গ্রন্থাগারে বর্তমানে কমিউনিটির জনসাধারণের সার্বিক কল্যা-ণের জন্য নিত্য নূতন কার্যাবলীর সংযোজন করছে।

গ্রন্থাগার যোগাযোগের উত্তম মাধ্যম ও মানব সভ্যতার সংরক্ষণাগার। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংরক্ষণ করা যেমন এর কর্তব্য তেমনি নূতন তথ্যের বিন্যাস সাধনও এর অন্যতম দায়িত্ব। অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র সৃষ্টি করা, নূতন তথ্যের সম্প্রচার করা এবং দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে যোগাযোগ রক্ষা করা এর আবশ্যক কর্তব্য। বর্তমান গ্রন্থা-গারের ব্যবহারের আলোকেই স্থিরীকৃত হয় ভবিষ্যৎ প্রয়োজ-নের রূপরেখা। গ্রন্থাগার ব্যবহারে মানুষ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়—পরিবেশ সম্বন্ধে যত্নশীল হয় এবং দলীয় কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হয়। গ্রন্থাগারের সর্বব্যাপী ভূমিকার জন্যই বর্তমানে সমাজে কমিউনিটি গ্রন্থাগারের অবস্থান খুবই অর্থবহ ও অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থাগার একাধারে প্রতিষ্ঠানিক এবং অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার কর্মক্ষেত্র। গ্রন্থাগার মাধ্যমেই স্ব-শিক্ষা সম্ভব। বর্তমানে গ্রন্থাগারই প্রমাণ করেছে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ না করেও জ্ঞানার্জন ও বৃত্তিলাভ সম্ভব। গ্রন্থাগার একদিকে যেমন ব্যক্তিগত শিক্ষালয় তেমন জনগণের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠও বটে।

গ্রন্থাগার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের লীলাক্ষেত্র। থিয়েটার, চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ-সংগ্রহ, ছবি সংগ্রহ, পুস্তক ও বিভিন্ন প্রদর্শনী বক্তৃতার আয়োজন, সঙ্গীত, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, দলীয় কর্মকাণ্ড, সভাসমিতির স্থান, বাদ্যঘর, খেলাধূলার সংস্থান, চিকিৎসা এবং পারিবারিক পরামর্শ কেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, ধর্মীয় মিলনকেন্দ্র এমন কি অনেক গ্রন্থাগারে রেস্তরাঁর ব্যবস্থাও দেখা যায়। আধুনিক বিপনী কেন্দ্রে যেমন সূচ থেকে সর্বাধুনিক যন্ত্রটিও পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে তেমনি আজকের গণ গ্রন্থাগারেও সমাজের সকল দিকেরই প্রতিফলন থাকে।

গ্রন্থাগারের ব্যাপক ভূমিকার জন্য অবসর যাপন আজ আর কোন সমস্যাই নয়। অবসর যাপনের আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসাবে গ্রন্থাগারের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণের অবাধ, ও অধিকক্ষণ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা থাকায় গ্রন্থাগার আজ অতি জনপ্রিয় কেন্দ্র। আজ গ্রন্থাগার জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের সাথে একাত্মতা লাভ করেছে।

সমাজে গ্রন্থাগারের ব্যাপক ও বহুবিধ ভূমিকার অন্ত-নেই। কি হাসপাতালে রোগীদের পাঠ্য সামগ্রী প্রেরণে,

কি কারাগারে বন্দীদের পাঠোপযোগী গড়ে তোলার গ্রন্থাগারের সেবামূলক কার্যাবলী তুলনা বিহীন। গ্রন্থাগার প্রতি বৃদ্ধ ও যারা ঘর থেকে বের হতে পারে না বা যারা চলাচলে অসমর্থ তাদের ও পাঠ্য বস্তু সরবরাহ করে থাকে। অন্ধদের প্রয়োজন মেটানো, সমাজের ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য বড়-হরফের বিশেষ সংগ্রহ গড়ে তোলা এসবই আজ গ্রন্থাগারের কর্তব্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

ছোট শিশুদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করা গ্রন্থাগারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। দূরাঞ্চলে যেখানে গ্রন্থাগার নেই সেখানে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা ও এর কর্তব্য। গ্রন্থাগার জনসমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটায়—শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে সহায়তা করে।

গ্রন্থাগার কমিউনিটির জনসাধারণের নৈতিক জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন করে থাকে। গ্রন্থাগার শুধুমাত্র পাঠ্যবস্তু যোগান দেয়না—সক্রিয় পাঠক সমাজও গড়ে তোলে। বইয়ের ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে। ফলে বই প্রকাশনার ক্ষেত্র বিস্তৃত করে, যেমে পুস্তক-শিল্প গড়ে উঠতে সাহায্য করে। গ্রন্থাগারের মূল কর্তব্য কমিউনিটি পাঠককে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা—বিভিন্ন সামগ্রীর সমাবেশে তাদের মনোযোগ অক্ষুন্ন রাখে এবং বিভিন্ন শ্রেণী, মতবাদ, পেশা, বয়স, ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের মাঝে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহ জোগায়, Baconian মতবাদ অনুসারে পড়ার মাধ্যমেই "Full man" গড়ে তোলা একমাত্র গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই সম্ভব। গ্রন্থাগারেই মানুষের সকল গুণের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

গ্রন্থাগার শুধু প্রচার নয় তথ্যের ব্যাপ্তিসাধনেও অন্যতম ভূমিকা। প্রতিটি গ্রন্থাগারেই পাঠকের প্রয়োজন মেটানো নৈতিক দায়িত্ব ও অবশ্য করণীয় কার্য হওয়া উচিত।

বৃটিশ থিয়েটারের স্বনামধন্য Sean Kenny'র মতে গ্রন্থাগারের পুনর্জন্ম হওয়া উচিত। তাঁর মতে বর্তমানে 'গ্রন্থাগার' এই শব্দটি বর্জনীয় এবং প্রচলিত বর্তমানে গ্রন্থাগার না বলে "সংস্কৃতি ও গণ-সংযোগের কেন্দ্র" (Centre of Culture and Communication) হিসাবে আখ্যায়িত করা উচিত। সমগ্র সাহিত্য (Literature) কে যদি আমরা 'Material' বা সামগ্রী বলতে পারি তবে সব ধরণের কর্মকাণ্ডকে আমরা 'Arts' বা মানব বিদ্যা 'বলতে দ্বিধাবোধ করব কেন? এই 'Arts Centre'-এ থাকবে সিনেমা, থিয়েটার, নৃত্য, প্রদর্শনী, সভাকক্ষ ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—এবং গ্রন্থাগারিক এই একত্রীকরণ ব্যবস্থার সর্বময় পরিচালক হবেন—তিনিই এই যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নেতৃত্ব দেবেন। প্রকৃতপক্ষে Sean Kenny'র মতবাদ বাস্তবায়িত হতে দেরী নাই—আধুনিক গ্রন্থাগার তা সর্বাংশে প্রমাণ করেছে।

বস্তুতঃ বর্তমান দ্রুতগতির যুগে গ্রন্থাগারের পুরানো ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গ্রন্থাগারের নূতন সংজ্ঞার ব্যাপ্তি সাধন ঘটেছে। আজ গ্রন্থাগার কমিউনিটি তথা সামাজিক জীবনে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে। গ্রন্থাগারের ভূমিকা এক কথায় বলা যায় সার্বিকভাবে কল্যাণময়। তাই পরিশেষে A. Broadfield এর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই "The philosophy of Librarianship should be formed on the good life to be lived by every man."

# গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার

## —সনৎ কুমার প্রামানিক

একে একে নিভিছে দেউটি। শান্তিনিকেতন বলতে যে ঐতিহ্য, যে ভাবাদর্শ যে পরম্পরা আমরা বুঝি তা আজ দ্রুত অপসৃয়মান। আর সে যুগের মানুষেরাও আজ পালা করে বিদায় নিচ্ছেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে আমরা হারিয়েছি ১৯৮৫ সালের ৭ই নভেম্বর। এবছর আমরা হারালাম কবিগুরুর আপনজন আধুনিক কবি অজিত চক্রবর্তী ও কবিগুরুর স্নেহধন্য চিকিৎসক ডক্টর শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমগ্র বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল—সে সূত্রে আমরা অনেক বিপ্লবী ও চিন্তাবিদকে অনুপ্রাণিত হতে দেখেছি। এই আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন প্রভাতকুমার। প্রভাতকুমার তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। এক স্বদেশী সভায় যোগদানের ফলে গিরিডি হাইস্কুল থেকে বিতাড়িত হন প্রভাত কুমার। তখন গিরিডিতে যাতায়াত ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক হিমাংশুপ্রকাশ রায় মহাশয়ের। তাঁর মধ্যস্থতায় ১৯০৯ সালে প্রভাত কুমারের শান্তিনিকেতনে আগমন। ইতিমধ্যে জাতীয় বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রভাত কুমার। মাঝে দুইবার শান্তিনিকেতন ছেড়ে গেলেও এই জায়গার সঙ্গে তাঁর আত্মিক বন্ধন ছিন্ন হয়নি কখনও। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে পাকাপাকি ভাবে প্রভাত কুমার শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি পাঠভবনের শিক্ষক পদে ব্রতী হন। তদুপরি গুরুদেব তাঁর উপর সদ্য গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারের দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

প্রভাত কুমার ছিলেন এক বিরল প্রতিভার অনন্য সাধারণ ব্যক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতীয় জেনেসাঁ প্রসূত ভাববারণা পরিপুষ্ট ছিল তাঁর মন। রবীন্দ্র অনুসারী মননশীলতার ধারক ও বাহক ছিলেন তিনি। পুঁথিগত বিদ্যা সম্ভার তথাকথিত ডিগ্রী- বাহুল্য তাঁর ছিলনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা-সম্পন্ন যুগপুরুষের সান্নিধ্যে এসে তিনি অনুশীলন, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার জোরে বাংলার সাহিত্য জগতে আপনার আসন চিরস্থায়ী করে গেলেন। সৃষ্টি হোল অমর, কালজয়ী রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেলিক। আমরা প্রভাতকুমারকে রবীন্দ্র জীবনীকার হিসাবেই বেশী চিনি। তাঁর এই পরিচয় যথার্থ এবং অত্যন্ত গৌরবজনক। রবীন্দ্র জীবনীও সাহিত্য তাঁর মূল গবেষণার বিষয় হলেও ইতিহাস ও অনুসন্ধিৎসু বিষয়ের উপরেও ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ও অবাধ বিচরণ।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সদ্য গড়ে ওঠা শান্তিনিকেতন শিশু গ্রন্থাগারের দায়িত্বভার দিয়েছিলেন। নিজে জহুরী হয়ে সোনা কিনতে তাঁর ভুল হয়নি। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি গুরুদেবের দৃষ্টি ছিল সজাগ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি ছিলেন প্রথম সভাপতি। ১৯২৮ সালে লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য নামে অভিহিত ভাষণে তিনি গ্রন্থাগার বোধের সুন্দরপরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই। কেবল ভান্ডারী হলে চলবে না।" আর গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলেছেন তার থাকবে গুদোম রক্ষকের যোগ্যতা নয়। আতিথ্য পালনের যোগ্যতা। আরও বলেছেন—সাধারণতঃ লাইব্রেরী বলে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহবান নেই পরিচয় নেই। যে লাইব্রেরীর

মধ্যে নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি যথার্থ—সেই হল বড়ো লাইব্রেরী —আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরীকে তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরী পাঠককে তৈরী করে তোলে।"

প্রভাত কুমারকে গ্রন্থাগারিকের পদ দেওয়ার পিছনে রবীন্দ্রনাথের যে আশা ছিল প্রভাত কুমার স্বচেষ্টায় তা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন সর্বাংশে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ দেশ বিদেশে যাতায়াত করেছেন পরিব্রাজকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। যেখানে গিয়েছেন সেখানে নিজেই এনেছেন পুঁথি, পুস্তক, বৃক্ষলতা ও শিল্পসামগ্রী। এই সব পুস্তক কালক্রমে সংগৃহীত হয়েছে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে। সেগুলির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশনের দায়িত্ব পড়েছে প্রভাতকুমারের উপর। এই গ্রন্থাগারে কেটেছে প্রভাত কুমারের দীর্ঘ জীবন। প্রভাত কুমারের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি এই গ্রন্থাগারেই কি ভাবে দূর হয়েছে তাঁর দিবানিদ্রার অভ্যাস। শান্তিনিকেতনের উত্তপ্ত কোন এক নিদাঘ মধ্যাহ্নে প্রভাত কুমার যাদুর বিছিয়েছেন ক্ষণিক বিশ্রামের আশায়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন খেয়াল নেই। এমন সময় মৃদু স্বরে ডাক—"কই হে প্রভাত—আমার একখানি বইয়ের যে বিশেষ প্রয়োজন।" প্রভাত কুমার নিদ্রাজড়িত চোখে দেখেন সম্মুখে গুরুদেব। প্রভাত কুমার লজ্জা পেয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছেন দিবানিদ্রা নৈব চ। সে প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন সারাটি জীবন।

অন্য একটি ঘটনার কথা শ্রদ্ধেয় প্রভাত কুমারের মুখে শোনা। সকাল বেলার কাজের পর্ব শেষে প্রভাত কুমার ভুবনডাঙ্গার বাড়ীতে ফিরছেন। হঠাৎ প্রবেশিত কালো গাড়ীটি বাড়ীর দরজায় থামল। (গাড়ীটি বর্তমানে সর্বসাধারণের প্রদর্শনীর জন্য উত্তরায়ণে সংরক্ষিত আছে)। আরোহী স্বয়ং গুরুদেব। এসেছেন প্রভাত কুমারকে তিরস্কার করতে। অভিযোগ একজন উদীয়মান সাহিত্যিক যিনি সদ্য কিশোরভারতীতে যোগ দিয়েছেন তাঁকে কেন প্রভাত কুমার বই নেওয়ার সুযোগ দেননি। প্রভাত কুমার বিনীত ভাবে জানালেন উক্ত সাহিত্যিক অধ্যাপকের নিয়োগপত্র যথারীতি গ্রন্থাগারে না এসে পৌঁছানোর ফলে এই বিপত্তি। তিনি নিজের নামে উক্ত অধ্যাপককে বই দিতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রভাত কুমারের বুদ্ধিত্ব ও গ্রন্থাগারের নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠায় গুরুদেব সন্তুষ্ট হয়ে হাসিমুখে বিদায় নেন।

গ্রন্থাগারের দায়িত্বভার নিয়ে প্রভাত কুমার উপলব্ধি করেছেন প্রচলিত বর্গীকরণ পদ্ধতি বা Classification scheme এর সীমাবদ্ধতা। বিশেষ করে প্রাচ্য ভাষা সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রে। প্রচলিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে মেলভিল ডিউই উদ্ভাবিত দশমিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারে। কিন্তু অন্য সব বর্গীকরণ পদ্ধতি যেমন Cutter, Bliss, Brown, বা UDC র ন্যায় এ পদ্ধতিও কোঁক পাশ্চাত্য বিষয়ের দিকে। দশমিক বর্গীকরণের উদ্ভাবক আমেরিকাবাসী হওয়ায় তিনি আমেরিকার ধর্ম সাহিত্য ও দর্শনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রভাত কুমার স্বীয় প্রতিভা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তাশক্তির বলে দশমিক বর্গীকরণের মূল কাঠামোকে ঠিক রেখে বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণের এক সুন্দর উপায় বের করলেন। ডিউইকৃত ত্রিসংখ্যার ক্ষেত্র তিনি গ্রহণ করলেন ত্রিসংখ্যা পদ্ধতি। ডিউই যেখানে প্রাধান্য দিয়েছেন আমেরিকা ও ইউরোপীয় বিষয়বস্তুর উপর প্রভাতকুমার সেখানে বাংলা তথা ভারতীয় বিষয়বস্তুর উপর প্রাধান্য দিলেন। প্রভাতকুমার বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'গ্রন্থকার নামা' গ্রন্থ বর্গীকরণের ক্ষেত্রে Dewey Decimal Classification এবং C. A. Cutter কৃত Author Table এর পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থাগার জগতে প্রতিষ্ঠা

লাভ করেছে। গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভাত কুমারের এক অভিনব অবদান। প্রভাত কুমারের ঐ গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অনান্য ভারতীয় ভাষার গ্রন্থ কর্মীকুলের সহায়তা করেছে।

১৯১৮ সাল থেকে অবসর গ্রহণের কাল ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রভাত কুমার ছিলেন বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের কর্ণধার। এরই মধ্যে গ্রন্থাগার রূপ শিল্পবৃক্ষ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার তার বিশাল পুস্তকভাণ্ডার ও সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে এক সর্বের স্থান অধিকার করেছে। এ সম্ভব হতে পেরেছে প্রভাত কুমারের অসাধারণ ধীশক্তি, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার গুণে। গ্রন্থাগারের পুস্তককে যখন সম্পত্তি হিসাবে ভেবে তালা চাবির ব্যবস্থা করা হোত আর গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা ছিল পাহারাদারের তখন স্বীয় দূরদৃষ্টির বলে প্রভাত কুমার বিশ্বভারতীতে প্রচলন করেছিলেন মুক্ত তাক প্রথা বা open access system এর। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে পাঠক স্বচ্ছন্দে সাবলীলভাবে গ্রন্থ-রাজ্যে বিচরণ করতে পারে। অনেক গ্রন্থাগারে এমনকি ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে ঐ ব্যবস্থা অদ্যাপি চালু হয় নাই।

প্রভাত কুমার স্বীয় প্রতিভা, সৌজন্য ও মমত্ববোধের বলে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে একদল বিশ্বস্ত পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান কুশলী কর্মীকুলের সৃষ্টি করেছিলেন। অনেকেরই তথাকথিত পুঁথিগত বিদ্যা বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী ছিলনা। কিন্তু অধ্যবসায় ও কর্মনৈপুণ্যের জন্যে তাঁরা গ্রন্থাগারের সম্পদে পরিণত হয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র গ্রন্থাগারটি জুড়ে ছিল একটা ভ্রাতৃত্ববোধক পরিমণ্ডলীর আবহাওয়া। নিয়মের নিগড় কর্মী স্বাধীনতাকে কখনই পীড়িত করেনি। বলতে গেলে সুধীর কুমার কর, বিমল কুমার দত্ত এবং বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তি প্রভাত কুমারেরই সৃষ্টি। স্ব স্ব কর্মে রত থেকে গ্রন্থাগার বিদ্যা বা অন্যান্য বিষয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ছাড়াও প্রভাত কুমারের আমলের দুই একজন অত্যন্ত সাধারণ কর্মীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রীতি, বিনয় ও কর্মকুশলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে প্রভাত কুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের নাম। পরিণত বয়সের সুপ্রিয়বাবুর সঙ্গে কাজ করার ও তাঁর স্নেহে সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর বিনম্রতা ব্যবহার ভুলবার নয়। সুপ্রিয়বাবুর সঙ্গে গ্রন্থের প্রভাত কুমারের কাছে গিয়েছি অনেকবার। নিজগৃহে প্রভাত কুমারের সুসজ্জিত গ্রন্থাগার দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

গুরুদেব রবীন্দ্র নাথ রহস্যচ্ছলে প্রভাত কুমারকে বলতেন বইবাহিক। বই বহন ও অন্তরে তা ধারণ করে প্রভাত কুমার সে নামের সার্থকতা অক্ষুন্ন রেখেছেন জীবন ভোর। বর্তমানে আমরা যাঁরা বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে তাঁর উত্তরসূরি তাঁরা তাঁর ভাবধারাকে বহনে ও আধুনিক গ্রন্থাগারের যান্ত্রোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের মানোন্নয়নে কতখানি সক্ষম ও সজাগ—সে বিষয়ে ভাববার সময় এসেছে।

# শোকসংবাদ

## গ্রন্থাগার আন্দোলনের তরুণ নেতা
## সলিল চাকলাদার-এর জীবনাবসান

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য শাখার অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক ও ঐ সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রাজ্য শাখার কার্য নির্বাহক কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রী সলিল চাকলাদার গত ১০ই জানুয়ারী '৮৭ সিউড়ী থেকে বাড়ী ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং ১১ই জানুয়ারী ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ। মাত্র একমাস আগে সলিলের বিবাহ হয়। চাকুরী জীবনে তিনি দর্বশেষে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত ছিলেন। এর পূর্বে তিনি অমর সংঘের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২২শে জানুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৮১ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে স্নাতক হন। ১৯৮১ সালে পরিষদের সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক হন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি অল্পদিনের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৮২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কলকাতা জেলা কমিটি সম্পাদক হন এবং ঐ বৎসরই সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৮৪-৮৫ সালে তিনি সমিতির রাজ্য শাখা সহঃ সম্পাদক হন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন। শুধু গ্রন্থাগার আন্দোলন নয় শোষিত মানুষের সংগ্রামের তিনি অন্যতম সাথী ছিলেন এবং জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। প্রয়াত সলিল কলকাতা জেলায় স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সদস্য ছিলেন। ১৯৮৫-৮৭ সালে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালক হিসাবে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন। সলিলের মৃত্যুতে পরিষদের ও সমিতির তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হল। পরিষদ ও সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

## সলিল চাকলাদার স্মরণ সভা

বিগত ২৭ জানুয়ারী বিকেল ৩টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সহকারী সম্পাদক, কলকাতা স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারিকের সদস্য, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মী সলিল চাকলাদারের অকাল মৃত্যুতে এক শোক সভা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী।

শ্রীরায়চৌধুরী সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে সলিল চাকলাদারের পথ দুর্ঘটনা জনিত কারণে অকাল মৃত্যু হয়েছে। আহত অবস্থায় তাকে নীলরতন সরকার মেডিকাল

কলেজে রেখে দিয়ে যায়। অপারেশন করার পরে তার মৃত্যু হয়। মাত্র একমাস আগে তার বিবাহ হয়েছিল। গ্রন্থাগার পরিষেবা বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা বলেন যে সলিলের সঙ্গে তার পরিচয় গ্রন্থাগারের সমস্যা নিয়েই। গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিয়ে সে বহুবার এসেছে। সে ছিল সমাজ পরিবর্তনের কর্মী। তার আচরণ ছিল খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ। এমন মৃত্যু আসে যাকে মেনে নেওয়া যায় না। স্বার্থবুদ্ধি তার দেখিনি। ৫ ডিসেম্বর তার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তার পর পরই তাকে বই মেলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। বই মেলা শেষ হওয়ার পর সে সিউড়ীতে যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে এই বিপত্তি হয়। সব মৃত্যুর জন্য স্মরণ সভা করি না। সলিলের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে সলিল তোমায় ছাড়ছি না। তোমার স্মরণ সভাকে আমরা অঙ্গীকার সভায় পরিণত করতে চাই। সলিলের অসমাপ্ত কাজকে আমাদের সমাপ্ত করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণ রায় বলেন যে সলিলের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয় সিউড়ীতে ৮ই জানুয়ারী তারিখে। ১০ তারিখে তার মৃত্যু সংবাদ পাই। ১৯৮০ সালে তার সঙ্গে পরিচয়। পরবর্তীকালে সে কলকাতার গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে অন্যতম সংগঠক হয়ে ওঠে। নানা বিষয়ে মতের মিল না হলেও মনান্তর হয়নি। সে হাসিমুখে সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। সমিতির কেন্দ্রীয় অফিস তাকে কেন্দ্র করেই চলছিল। তার মৃত্যুতে সংগঠনে এক বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হলো। এই শূন্যতা পূরণ করার দায়িত্ব সবাইকে গ্রহণ করতে হবে।

পরিষদের সাধারণ সচিব শ্রীঅরুণ রায় বলেন যে সলিলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রে। ছাত্র হিসাবে সে পরিষদে আসে। ১৯৭২ সালে তাকে তিনবার হত্যার চেষ্টা হয়। দৈহিক নির্যাতনও তাকে কম সহ্য করতে হয়নি। এলাকার মানুষের চেষ্টায় ফলে সলিলের প্রাণরক্ষা হয়। জনসাধারণের নিবিড় সংযোগ না থাকলে এটা সম্ভব হয় না। বিগত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। কেন্দ্রীয় বই মেলা সার্থক করার জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে।

সত্যব্রত সেন—গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রেই সলিলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সলিল বুঝেছিল যে দুই সমিতির পারস্পরিক, সহযোগিতা ভিন্ন গ্রন্থাগার আন্দোলন বিকশিত হতে পারে না। তার নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা আমাদের কাছে উদাহরণ স্বরূপ। দুর্ঘটনার ভিতর দিয়ে একটা তাজা তরুণ হারিয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। সচেতনভাবে সমাজ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেই তার প্রতি ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা জানানো হবে।

ঢাকুরিয়া এলাকার সমাজ আন্দোলনের কর্মী শ্রীঅমল মজুমদার বলেন যে বাবু ( সলিল ) চাকলাদার অল্প বয়সে রাজনীতিতে আসে। মার্কসবাদ লেনিনবাদ সে আয়ত্ত করেছিল। তার মধ্যে প্রগতিশীলতা প্রত্যক্ষ করেছি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৯৭২ সালে এলাকায় কাজ করেছে। তার অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ফণিভূষণ রায় বলেন যে সলিল আমার পুত্রসম। আমরা জন্মাই একটা পরিবারে, কর্মসূত্রে আসি বৃহত্তর পরিবারে, সংগঠনে। সে ছিল লাজুক প্রকৃতির ছেলে। অকস্মাৎ মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তার শোকসন্তপ্ত পিতামাতা, নবপরিণীতা বধূকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই।

সভায় সলিল চাকলাদারের শ্যালক আলিস বিশ্বাস, কর্মী সমিতির হুগলী জেলা শাখার নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য, মেদিনীপুরের মৃত্যুঞ্জয় সিংহ, কলকাতার নিতাই ঘোষ বক্তব্য রাখেন। শোকসভায় প্রয়াত চাকলাদারের পিতা, তার স্ত্রী আলো বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সভার শোক প্রস্তাব পেশ করেন। শোকপ্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হলো। সলিলের প্রতি কবিতার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী প্রবোধ বিশ্বাস, শ্রীমতী টুটুল গুপ্ত, শ্রীতাপস ভট্টাচার্য।

## প্রয়াত সলিল চাকলাদার স্মরণে
## শোক প্রস্তাব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে আহূত এই স্মরণ সভা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠক ও নেতা সলিল চাকলাদারের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াত সাথী সলিল গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে সলিল এই রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠিত করার নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

প্রয়াত সলিল একজন সচেতন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সুখী সমৃদ্ধ শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমৃত্যু প্রয়াস চালিয়েছেন। নিজ এলাকায় একজন সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা সর্বজন স্বীকৃত।

এই স্মরণ সভা এই আদর্শবান কর্মীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সভা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে সলিলের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছে।

তারিখ ২৭শে জানুয়ারী ১৯৮৭

# সলিল স্মরণে

## প্রদীপ চৌধুরী

সলিল বুকের মধ্যে এক টুকরো আগুন
পুষে রেখেছিল।
অথচ জলের মতো মিশে যেতো
সকলের সাথে।

আমরা অনেকে জল হতে চাইতাম,
কিন্তু বুকে আগুন না-থাকলে
জল হওয়া সহজ.....সরল নয়।
আগামী দিনের জল-হাওয়া-আলো
আমাদের প্রত্যেকের বুকে
এক টুকরো আগুন।

সলিল বুকের মধ্যে তাই
এক টুকরো আগুন রেখেছিলো—
আগামী দিনকে আলোকিত করবে বলে!.....

# অকাল প্রয়াত সলিল (বাবু) চাকলাদারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত

"১১ই জানুয়ারী স্মরণে"

টুটুল গুপ্ত

ভোরে মানুষেরা দেবতার নাম করে
প্রার্থনা করে দিনটা শুভ হোক্
শুধু নিজেরই নয় সকলের।
সেদিন সূর্য তখনো শিশু, ঘুম ভাঙেনি পাখিদের
হঠাৎই ভোরের স্নিগ্ধতাকে নিঃশেষে মুছে দিয়ে
ইথারে ভেসে এলো, "বাবু নেই"।

• • •

"নেই"—এই অমোঘ অথচ নিষ্ঠুর সত্যকে
উপলব্ধি করতে অনেক সময় লাগলো
তবু "নেই"—এই ভয়ঙ্কর সত্যকে তো
অস্বীকার করতে পারলাম না।

• • •

আজ প্রশ্ন জাগে মনে সেদিনও তো সূর্য উঠেছিল
কর্তব্যে ছিল না কোনও ত্রুটি
কিন্তু সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তির দেখা মেলেনি সেদিন
সে ছিল বিষণ্ণ ম্লান
বাবুর বিচ্ছেদে সেও যেন মুষড়ে পড়েছে বেদনায়।

• • •

বাবু তোর ছোট খাটো শরীরটায় বাস করতো
যে আকাশের মতো বিশাল মনটা
তার তো পরিচয় পেয়েছি আমরা অনেক
আর তাই অচেনাও তোর নামেই পৌঁছে যেত
তার গন্তব্যে ঠিকানা ছিল নিষ্প্রয়োজন।

• • •

আমাদের অতি প্রিয় বাবু
পৃথিবীর শত সহস্র জনের মনে
যার পরিচয় সলিল।
বাবা মা অনেক আশায় নাম দেন

তাই আমাদের দেশে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন,
কিন্তু এমন কাউকে তো খুঁজে পেলাম না
যে বললো, "অসার্থক" তোর এই সলিল নামটা
সলিল অর্থাৎ জলের মতোই ছিলি তুই,
ছোট বড় সবার সাথেই তোর সহাস্য ব্যবহার
মনে পড়িয়ে দেয় জলকেই,
জল যেমন যখন যে পাত্রে, সেই পাত্রেরই
আকার ধারণ করে।

•

যে কোনও মৃত্যুই বড় বেদনার
তবে তোর এই অকালে চলে যাওয়া
এ যে তুলনাহীন।

• • •

পথিক চলতে চলতে তোর কীর্তির দিকে তাকিয়ে
দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।
তোর স্মৃতি বিজড়িত সংগঠন গুলো গুমরে মরছে
তাদের প্রাণ নেই, তারা আমাদের মতো
সরবে লোক জানাতে পারেনা, কিন্তু
তারাও অনুভব করে, "তুই নেই"।
আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়
যাদু ছিল, যাদু আছে, যাদু থাকবে
তুই বেঁচে থাকবি চিরকাল আমাদের বুকে
রক্তাক্ত বেদনায়।

• • •

১৯৮৭ সালটা তোর জীবনে এত অশুভ
কে জানতো?

• •

পথে যেতে যেতে
তোর শায়িত দেহের চারিদিকের
ধুমকে পড়া ভীড় কাটাতে কাটাতে
এক ঘুঁটেউলী গেঁয়ো বুড়ি বলে ওঠে
"ওরা বুঝলি কেন? যাদা ছিলি

যে দেবতার ভোগে লাগে।"

• • •

মেনে নিতে হলো, বুড়ির কথাই সত্যি
তাই এমন ভাবে হারাতে হল তোকে, অকালে
সরল গোঁয়োবুড়িও বুঝেছে
এত ভাল ছিল ব'লেই
তোকে চলে যেতে হল একা
আমাদের কাঁদিয়ে।

• • •

হয়তো বা শেষ যাত্রাকালে কেঁদেছিলি তুই,
প্রিয়জনের কথা ভেবে
যদিও সে কান্না পৌঁছায়নি নিষ্ঠুর দেবতার কানে
যদি পৌঁছাত, তবে হয়তো ফিরে পেতাম তোকে
আবার নতুন ক'রে আমাদের মা ঝ।
কত অঘটন তো ঘটে যায়ে
যদি তোর ফিরে আসাটা তেমনই একটা
অঘটন হতো তবে কার কী ক্ষতি হতো?

• • •

তোর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মৃত্যু যন্ত্রণা কল্পনা করতেও
শিউরে উঠি
কিন্তু তোর যে যন্ত্রণা সে তো ক্ষণেকের
কিন্তু যাদের রেখে গেলি, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে
তাদের যন্ত্রণার তুলনা কার সাথে?

• • •

ভাবতেও পারিনা—
পথের বাঁকে হঠাৎ ক'রে আর কোনদিনও
ভেসে উঠবে না তোর সাত রাজার ধন ভরা
ঝোলা কাঁধে সেই সর্বাহারাময় মূর্তিটি।

• • •

"আছে" আর "নেই" ছোট্ট দুটি কথা
কিন্তু দুটোর মধ্যে যে এতটাই ফারাক

আগে তো এমন ভাবে অনুভব করিনি।

* * *

যদি পরপার ব'লে কিছু থেকে থাকে,
তবে সেখানে মিলিত হবো আমরা সবাই
কিছু আগে বা কিছু পরে।
যদি সেই অদেখা সুদূর থেকে
আমাদের ডাক শুনতে পাস্—
তবে লোন্ বাবু,
তোকে কী ভুলতে পারি, তোকে কী ভোলা যায়?

# —সলিলকে স্মরণ করি—

## প্রবোধ বিশ্বাস

অপঘাত মৃত্যু এল
তোমার কলগন্ধ মুখর জীবনে,
দেহহীন একটা পোষাকের মত,
নিঃশব্দে পৌঁছলো মুখবিহীন, জিহ্বাবিহীন
কণ্ঠস্বরবিহীন মূল্যে,
মুহূর্তের জন্য ও প্রতিবাদনিও হলোনা তার পদপাতের শব্দ।
ছাত মজুরী : এই জীবন
বিচ্ছিন্ন কাহিনী আর এক থেকে অনেক-অনেক,
রাশি রাশি করুণ ঘটনার অন্তহীন বীতাকলে বিচূর্ণ,
কেবল একটাই নয়, অসংখ্য মৃত্যু আসে প্রত্যেকের কাছে
বিস্তীর্ণ পাথার ছোট্ট একটা মৃত্যু
প্রবেশ করে প্রতিটি মানুষের বুকে তীক্ষ্ণফলা
বজ্রের মতো :
যেমন অতর্কিতে প্রবেশ করেছিল তোমার বুকে।
বন্ধু, তুমি মৃত্যুহীন। নৈরাজ্যের আর নেই-রাজ্যের
অন্ধকার-দিনগুলোতে

জ্বলন্ত সন্ধ্যের মতো
তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলে।
ভরা দুপুরের মতো সুদীর্ঘ,
বিস্তীর্ণ সারাটা অঞ্চল জুড়ে ছিল তোমার আধিপত্য।
মনে পড়ে, অন্যান্য সংগ্রামী সাথীদের সাথে
মাটির বুকে পোঁতা
কালো কালো অঙ্কুরের মতো তুমি
বুকে বুক দিয়ে প্রতীক্ষা করতে।
প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আসার আগে
লক্ষ্যের বুকে
চাবুকের মতো নির্মম,
বাহুদের মতো ভয়ঙ্কর ক্রোধে কাঁপিয়ে পড়তে
নিষ্ঠুরতার মৈনাকের বিরুদ্ধে।
তুমি মাথা তুলে দাঁড়াতে নির্ভয়ে।
প্রতিদিন পরিষদ গৃহ, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার,
মুখর হতো তোমার কর্মচঞ্চলতায়,
কখনো ফেটে পড়তো তোমার কলহাস্যে।
মিটিংএ মিছিলে
প্রতিদিন শোনা যেত তোমার পায়ের শব্দ,
আগুন আর উদ্দীপনায় তোমার দীপ্ত হৃদয় জ্বলে উঠতো।
বন্ধু, ঠিক তোমার হৃদয়ের মতো এত প্রাণবন্ত
আমরা খুব বেশী দেখিনি,
চিরকালের তারুণ্যে উদ্ভাসিত তুমি
দীর্ঘকালের হে স্বাধীন সংগ্রামী সাথী।
সেখানে রুটি নেই, আলো নেই,
কোথাও কোনও আকাশ নেই, না রসদ।
কেবল প্রতিরোধে প্রতিরোধে কোণ-ঠাসা মানুষ,
দূষিত বাতাস ভরা বস্তির অন্ধকার ঘরে,
আলোহীন রাতে যাদের চোখে ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই,
সেইখানে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে
প্রতিদিন শোনা যেত তোমার পদচারণা।
বন্ধু, আজ আমরা সবাই উৎকর্ণ
মাটির বুকে কান পেতে আছি

তোমারই কণ্ঠস্বর শুনবো বলে।
প্রতিদিন শুনি তোমার কণ্ঠস্বর সংগ্রামে, ঢেউয়ে মাঠে ময়দানে।
তোমার মত দীপ্ত আমরা খুব কমই দেখেছি,
দেখিনি মাটির গভীরে এতদূর শিকড়।
তোমাকে আমরা কেমন করে ভুলবো বন্ধু,
তোমাকে আমরা কোনদিন ভুলতে পারিনা,
তোমার মধ্যে আমরা দেখেনি মানুষের প্রতিচ্ছবি,
তোমারই কণ্ঠস্বরে শুনেছি মানুষের ঐকতান।
তাই তোমার নামে আমরা শপথ নিলাম
অবিরাম চলবে আমাদের সংগ্রাম,
যতদিন না শোষিত নিপীড়িত মানুষের দুঃখ আবার
পুঞ্জিত হয়ে ওঠে স্বাধীনতায়।

# সাথী সলিল সরকার

তাপস কুমার সরকার

সংগ্রামী চেতনার মূর্ত প্রতীক সলিলদা
তুমি চলে গেলে অকালে
বাগানের সেরা মধুমল ফুলটি
ফোটবার আগে ঝরে পড়ল
অকালে নির্মম এক সকালে।
তুমি চিরকাল মোদের হৃদয়ে
সূর্যের মত ভাস্বর থাকবে
অজর, অক্ষয়, অমর, হয়ে
বিপ্লবী প্রাণ মরে না কোনদিন
সত্যের মশাল কখনও নিভতে পারে না
তাই তো তোমার মৃত্যুহীন অমর প্রাণ।
তুমি চেয়েছিলে—
অমানিশার গহন গহীন বৃন্ত থেকে
ছিঁড়ে আনবে ফুটন্ত সকাল
তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে
এক নতুন সমাজ,
থাকবে না নিরক্ষরতা, কিম্বা আকাল
এই সবছিল তোমারই অভিযান।
বহু মিছিলে সাথী—, তুমি ছিলে সামনে
সকল বাধা হেলায় তুচ্ছ করে
কণ্ঠে ছিল শেকল ছেঁড়ার গান
মুষ্টি বদ্ধ হাতে উত্তীন ছিল লাল নিশান।
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার দেওয়া ফুলে ফুলে
মালায় মালায় চলেছো। অগণিত মানুষের কাঁধে
জরাক্রান্ত উথলে ওঠা ক্ষুব্ধ প্রাণে,
তোমার অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার
শপথ নিলাম।
অমর লড়াকু সাথী তোমার
উষ্ণ রক্তিম অভিনন্দন দিলাম।

# পরিষদ কথা

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

### ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

### ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ শতবার্ষিকী হল ॥

### ২১.৯.৮৬ ॥ বৈকাল ২-৩০ মিঃ

০ গত ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৫১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী।

০১ সভার শুরুতে বিগত বছরে যাঁদের জীবনাবসান ঘটেছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশে ২মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

০২ অনেক সদস্য অভিযোগ করেন যে তাঁর সময়মতো বার্ষিক প্রতিবেদন পান নি। অনেকে আরো অভিযোগ করেন যে তাঁরা এখনও প্রতিবেদন পান নি। কর্মসচিব এই প্রসঙ্গে জানান যে প্রতি সদস্যের নামে বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে আন্ডার সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং করে পাঠানো হয়েছে। তিনি এ সংক্রান্ত সমস্ত নথি সভায় পেশ করেন। তাছাড়া বেশ কিছু অতিরিক্ত কপি সভায় বিতরণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীবিজয়া নাথ মুখোপাধ্যায় সমস্যা সমাধানের কয়েকটি পদ্ধতি সভার বিবেচনার জন্য মৌখিকভাবে পেশ করেন সেগুলি নিম্নরূপ—

১। পোস্টমাস্টার জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা

২। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো যদিও এটা ব্যয় সাপেক্ষ

৩। পোস্ট করার সার্টিফিকেট নিয়ে যদি কোন সদস্য তার এলাকার পোস্ট মাস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান তাকে যেন তার সুযোগ দেওয়া হয়।

সভাপতি এই প্রসঙ্গে জানান যে নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত হবেন তাদের কাছে এই সমস্যাগুলি জানানো হবে। যদি কোন সদস্য আন্ডার সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং এর কপি চান সেগুলি সরবরাহ করা হবে।

১। গত বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন ২৭. ১১. ৮৫ তারিখে পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীগৌতম গোস্বামী অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভার কার্য বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

এর পর ১৯৮৫-৮৬ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণী সর্বসম্মত ক্রমে অনুমোদিত হয়।

২। বার্ষিক বিবরণী অনুমোদন

কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায় ১৯৮৫-৮৬ সালের বার্ষিক বিবরণী সভায় পেশ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন—

**বিমলমঙ্গল ভট্টাচার্য ( হাওড়া ) :**

১। বার্ষিক প্রতিবেদন যাতে যথাসময়ে পাওয়া যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২। গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরি যেন শীঘ্র প্রকাশ করা হয়।

৪। কলেজ কর্মীদের ন্যায় গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি স্থির করতে হবে।

৫। কলেজ গ্রন্থাগার গুলিতে ইউ জি সির অনুদান বাড়াতে হবে সে সম্পর্কে যেন পরিষদ একটা স্মারকলিপি দেন

৬। সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনও পূর্ণসময়ের গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্পন্ন হয় নি। এ বিষয়ে যেন স্মারক লিপি দেওয়া হয়।

৭। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য কলেজ থেকে ছুটি পাওয়া যায় না, কারণ পরিষদ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে কোন আবেদন লিপি যায় নি। এটা হলে ছুটি ও টাকা দুটোই পাওয়া যেত।

**জয়ন্ত সরকার**

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য সরকারী অনুদান আসছে অথচ সেখানে গ্রন্থ নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকদের কোন ভূমিকা থাকছে না। যে বই কেনা হয় তা মূলতঃ শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুসারে কেনা হয়। ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়া হয় না।

স্কুলের গ্রন্থাগারিকদের পেশাগত উচ্চশিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। জেলার পরিদর্শক মহাশয় উচ্চশিক্ষার জন্য সম্মতি পত্র দেন না। কিন্তু গ্রন্থাগারিকের উচ্চশিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত। তিনি এ বিষয়ে পরিষদকে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানান।

উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। এর ফলে একাধিক বেতনক্রম চালু—আছে। কিন্তু এই বৈষম্য দূর করার কথা ভাবতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে সরকার যেন একটি সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করে দেন। গ্রন্থাগারিক শিক্ষক কি অশিক্ষক কর্মচারী সে দিনও পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির জন্য যে পরীক্ষা ব্যবস্থা ছিল তা তুলে দেওয়াতে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা এই কোর্সে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী যদি বিনামূল্যে প্রতিটি গ্রন্থাগারকে দেওয়া হয় তাহলে তা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। রবীন্দ্র নাথের ১২৫ তম জন্ম বার্ষিকীতে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তাব রাখেন।

**অমল মণ্ডল ( মুর্শিদাবাদ )**

খসড়া বার্ষিক বিবরণীতে মুর্শিদাবাদ জেলার শহর গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছাপা হয়েছে—৮। হবে ৭। বার্ষিক বিবরণীর ২৯ পৃষ্ঠায় আছে সার্টিফিকেট শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতনক্রম লেখা আছে ৩০০—৬০০; সেটা হবে ৩০০টা থেকে—৬৮০টাকা। মুর্শিদাবাদ জেলার সদস্য পদের সংখ্যার ত্রুটি নিয়ে তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ডিফারেন্স দরকার। পরিষদের উদ্যোগে কলেজে অধ্যাপক ছাত্র এবং গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে সেমিনার এর ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বই মেলাতে পুস্তক তালিকা অনুযায়ী বই পাওয়া যায় না। বই মেলাতে যে বই আনা হয় বেশীর ভাগ বই ই অসংস্কৃতিতে ভরা। এই ধরণের বই যাতে মেলাতে প্রদর্শিত না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ।

মুর্শিদাবাদের জেলার গ্রন্থাগারের করুণ অবস্থার বিষয়ে পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতিকে জানানো হয়েছিলো। বার্ষিক বিবরণীতে তার উল্লেখ থাকলে ভালো হতো।

**বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ( হাওড়া )**

রিপোর্ট থেকে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল। যাইহোক, সময়ের অভাবে তা সংক্ষেপিত হলো।

১। রক্তদান শিবিরে রক্ত দান করে টাকা নিয়ে রাধা কল্যাণ সমিতিতে দেওয়া হয়েছে। কেন টাকা নেওয়া হলো।

২। গ্রন্থাগার আন্দোলন, আজকে কোন পর্যায়ে রয়েছে রিপোর্টে তার কোন উল্লেখ নেই। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে কি অগ্রগতি হয়েছে তার কোনো উল্লেখ প্রতিবেদনে এ নেই।

মাতৃভাষার মাধ্যমে সেমিনার আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। মাতৃভাষার যাতে শিক্ষা লাভ করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিজয়বাবুর গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কিত বক্তব্যের উত্তরে সভাপতি বলেন যে রিপোর্টের ১৭ পৃষ্ঠায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যে যে আমরা পৌঁছতে পারিনি তার উল্লেখ আছে। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এখন পশ্চিমবঙ্গের সরকার পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক। কিন্তু বাকী অংশ এখনও নিঃশুল্ক করা যায়নি। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা আমরা বিভিন্ন জায়গায় বলি এবং এটা রূপায়ণের চেষ্টা করি। কিন্তু এটা সত্য যে তা এখনও বাস্তবায়িত হয় নি।

**সরোজ বিশ্বাস ( ২৪-পরগনা )**

সাধারণ কর্মসমিতির রিপোর্টকে সমর্থন করে বলেন যে বার্ষিক প্রতিবেদনে সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতির কথা খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের ব্যাপক দাবী দাওয়া আছে। কিন্তু কোন কোন দাবী দাওয়া মিটেছে এবং কোন গুলি মেটেনি তার কোন উল্লেখ নেই। পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সে এ পড়ার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মরত সাইকেল সিওনদের জন্য একটা কোটা থাকা দরকার।

**তরুণ বসু ( ২৪ পরগনা )**

গ্রন্থাগার পত্রিকা সঠিক সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে না। এ ব্যাপারে পরিষদকে তৎপর হতে অনুরোধ করেন।

Report এ সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতি সম্পর্কে অল্প কথা বলা হয়েছে। কর্মীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।

সামগ্রিকভাবে শিক্ষকের অবমূল্যায়নের বিষয়ে ( অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতি ) Seminar হওয়ার প্রয়োজন আছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে সুসংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন।

**রফিকুল ইসলাম ( ২৪ পরগনা )**

তিনি নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলির গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে—

১। "গ্রন্থাগার" পত্রিকা প্রকাশনা সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া

২। গ্রন্থাগার পত্রিকাতে আরও বেশী বিজ্ঞাপন যাতে পাওয়া যায় তার জন্য সচেষ্ট হওয়া ;

৩। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করা।

**আবদুস সাত্তার** ( মালদহ ) : জেলাস্তরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য কমে যাচ্ছে। তিনি জেলাস্তরের সংগঠকদের এ ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়ার অনুরোধ রাখেন। সার্ভিস রুলস এর প্রবর্তন করা প্রয়োজন। অবিলম্বে গ্রন্থাগারিকদের বয়সসীমা বাড়ানো প্রয়োজন। তাদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হোক। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর দাবী করে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই যাতে নাইট গার্ড নিয়োগ হয় সে দিকে নজর দিতে বলেন।

**লক্ষ্মীনারায়ণ রায়** ( বীরভূম ) : পরিষদের কাউন্সিল নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করতে চান তারা যে সুযোগ পাননি কারণ বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে পৌঁছায়নি। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাতে জন্য প্রবন্ধ পাঠাতে সকলকে অনুরোধ জানান। জেলা সদস্য সংখ্যা কেন কমছে সে ব্যাপারে সমীক্ষা হওয়া দরকার। গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য চালু হলে অনেক অসুবিধা দূর হবে বলে তিনি মনে করেন।

**আব্দুল মোমিন মিঞা** ( বর্ধমান ) : তিনি বার্ষিক কার্য-বিবরণীকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। জাতীয় শিক্ষা-নীতির ওপর জেলাস্তরে সেমিনার করার অনুরোধ রাখেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে যদি ১ জনও জেলা কমিটিতে থাকেন তাহলে দু'জনের সম্মিলিত চেষ্টাতে জেলা কমিটিগুলি আরও সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত হবে।

সাবডিভিশনাল লাইব্রেরি গুলিকে যদি জেলা গ্রন্থাগারের সমান মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে ভালো হবে।

**সুশান্ত লাহা** ( বীরভূম ) : পরিষদের জেলা শাখার আর্থিক দুর্বলতা আছে। মাত্র ২৩০ টাকাতে সবকিছু করা সম্ভব নয়।

তিনি ১৪ টি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে বই কেও অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ রাখেন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার' প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকরা বেতন পাচ্ছেন কিন্তু কিন্তু বই বই কেনার জন্য কোনো সরকারী অনুদান পাচ্ছেন না।

**রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী** ( ২৪ পরগণা ) : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকদের জন্য ইউ. জি. সি. যে নূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করেছেন তা অযৌক্তিক।

**গোপাল সরকার** ( কোচবিহার ) : তিনি বার্ষিক কার্যবিবরণী পূর্ণ সমর্থন করেন। শিলিগুড়িতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এর যে কোর্স চালু হয়েছিল তা ১৯৮৪ পর থেকে বন্ধ হয়ে যায়। এই এলাকাতে তিনি course টি পুনরায় চালু করার আবেদন জানান।

ডাক-বিভাগের অব্যবস্থার জন্য কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলাতে নিয়মিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সময়মত পৌঁছায় না। এই পত্রিকা যাতে নিয়মিত পৌঁছতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন।

**অমরনাথ চ্যাটার্জী** ( হুগলী ) : সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যদি সাধারণ সদস্যদের কিছু করণীয় থাকে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা।

Certificate Course এ Admission test এর ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার অনুরোধ করেন।

ব্যাঙের ছাতার মধ্যে চতুর্দিকে যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণের যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে তাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন ঘটছে। এ সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার

**সত্যনারায়ণ রায়** ( মুর্শিদাবাদ ) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন আমাদের এই গ্রন্থাগার আন্দোলনে কতটা সাহায্য করছেন সে ব্যাপারে বার্ষিক প্রতিবেদনে এ উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। এই পরিষদ পঃ বঙ্গে খুবই শক্তিশালী। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পঃ বঃ গ্রন্থাগার আন্দোলনের তুলনামূলক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন'।

**অজিত কুমার নাগ** ( ২৪ পরগণা ) : সাধারণ গ্রন্থাগারে আরো অনুমোদন নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। শৌচাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল তার রূপায়ণ হওয়া দরকার।

**গৌতম মুখার্জী** (উত্তর ২৪ পরগণা) : এবছর ১১ জন ছাত্র রক্তদান করেন। রক্তদান থেকে যে টাকা পাওয়া গেছে তা দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ হয়নি। প্রাপ্ত টাকাটা যদি Bank এ Short term recurring এ রাখা যায় তাহলে ভালো হয়।

**সত্যবান দাস** ( জিয়াগঞ্জ ) : জেলাস্তরে Training Course চালু হলে ভালো হয়। অধিকাংশ শহর এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারে চেয়ার টেবিল নেই। LLA মাধ্যমে যদি টাকার বিলিব্যবস্থা করা হয় তাহলে ভালো হয়। তবে LLA এর ঠিকমতো কাজকর্ম সঠিক ভাবে হয় না। SLC যদি এ বিষয়টি পর্যালোচনা করেন তাহলে ভালো হয়।

গ্রন্থাগারে Cash Maintenance এর ব্যাপারে যে ব্যবস্থা আছে সে সম্বন্ধে Seminar হলে ভালো হয়।

**প্রদ্যোত কুমার সিংহ** ( মালদহ ) : সুষ্ঠু শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারিকদের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কিন্তু সম্পাদকরা গ্রন্থাগারিককে তাদের হাতের পুতুল মনে করেন। স্কুল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকগণ শিক্ষকদের মর্যাদা পান না। এই সম্পর্কে সম্মেলনে কিছু করা দরকার।

**অজিত গাঙ্গুলী** ( বাঁকুড়া ) : এই জেলাতে সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে তা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ? ২ বছর এ জেলায় কোন সভা হয়নি। গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে গোলমাল আছে অবিলম্বে তা দূর করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন। যারা নিয়মকানুন বহির্ভূত কাজ করছেন তাদের শাস্তিদান হওয়া উচিত।

**তনুশ্রী রায়** ( কলকাতা ) : গ্রন্থাগারে শৌচাগার থাকা অত্যন্ত জরুরী। গ্রন্থমেলাতে ৩০% বইকেনার ব্যাপারে আপত্তি আছে।

**বন্দনা ব্যানার্জী** ( জাতীয় গ্রন্থাগার ) : Annual General meeting এ সদস্যদের Current year অবধি চাঁদা দেওয়া আছে কিনা তা পরীক্ষা হওয়া দরকার। এটা সেটা হয়নি।

**শশাঙ্ক বাগচী** ( হুগলী ) প্রতিবেদনে এ তারিখে দেওয়া নেই College & University Library তে উপযুক্ত বই নেই, কর্মী নেই। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার যেটা Report এ আছে তা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাচ্ছেন।

**পুষ্পা ছেত্রী** ( কালিম্পং ) : নেপালী ভাষার তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন গ্রন্থাগারিকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়।

**অজিত ব্যানার্জী** ( INSDOC ) : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে B. Lib. Sc. Course এ সার্টিফিকেট পাশ করা ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

**জনৈক সদস্য** : Annual Report Postal গণ্ডগোলের জন্য যে দেরীতে হাতে আসে তিনি সে কথার উল্লেখ করে বলেন যে, বর্তমানে যে 'Recorded Delivery System' আছে তার মারফৎ Annual Report পাঠালে তা সদস্যদের কাছে নির্দিষ্ট সময়েই হাতে আসবে।

তিনি আরো বলেন যে, বার্ষিক বিবরণীতে যে 'পলিটেকনিক উপসমিতি' বলে আলাদা করে দেওয়া আছে তা না দিয়ে যদি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পলিটেকনিক উপসমিতি বলে দেওয়া হয় তাহলে ভাল হয়।

তিনি বলেন জেলা গ্রন্থাগার শহর গ্রন্থাগার ছাড়াও যে Primary Unit Library, সে গুলোকে কেন্দ্র করে পাঠকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

**জনৈক সদস্য :** তিনি বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের যথেষ্ট বেতন ভাতা ইত্যাদির উন্নতি হয়েছে। কিন্তু নিজস্ব গ্রন্থাগার গৃহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। তাঁদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

**মিহির রায়** (মহকুমা গ্রন্থাগারিক, রামপুরহাট) : এখানে গ্রন্থাগারে একটি কিশোর বিভাগ খোলা হয়েছে। প্রায় ৫০০-র উপর কিশোর এই বিভাগে আসে। কিশোরদের উপযুক্ত বই সেরকম পাওয়া যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে এই বিভাগ প্রায় বন্ধ হতে চলেছে।

**মৃত্যুঞ্জয় সিংহা** ( মেদিনীপুর ) : এই জেলার সদস্য সংখ্যা কমার প্রসঙ্গে তিনি বলেন—জেলার গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়ছে, বইয়ের সংখ্যাও বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে সদস্য সংখ্যা একদম বাড়ছে না। আর কি করে যে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় তার কোন আলোচনা Annual Report-এ নেই। সদস্য সংখ্যা কেন কমেছে, তা দেখা দরকার। এই জন্য প্রত্যেক জেলার আলাদা আলাদা সমীক্ষা করা দরকার। বিভিন্ন জেলা গুলিতে কোন শ্রেণীর কর্মী কত আছেন তার একটা Statistics রাখলে ভাল হয়।

Trade Union Movement গত এক বৎসর বাবৎ হচ্ছে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোর্সে ভর্তির জন্য Admission Test পুনরায় চালু হলে ভাল হয়। মাতৃভাষায় আরো বেশী বই লেখার জন্য উৎসাহ দান করা প্রয়োজন।

**শ্যামল সাহা :** ডে স্টুডেন্টস হোম দেশে আজও উপেক্ষিত। Day Home গুলি কলেজ গ্রন্থাগারের সমগোত্রীয়। অথচ Staff Pattern এবং Pay scale-এ অনেক ফারাক রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে পরিষদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার।

**প্রভাত মহান্তি** ( বাঁকুড়া ) : পরবর্তী সম্মেলনে আলোচনার জন্য আরো বেশী সময় দেওয়ার অনুরোধ জানান।

জবাবী ভাষণে কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায় বলেন যে Admission Test প্রথা পুনরায় চালু করার মতো অবস্থা নেই। পরিষদে মাত্র ১৮০টা আসন। শুধু শুধু ৫-৭ হাজার ছেলের পরীক্ষা নেওয়া কি সমীচীন। তাছাড়া যে Machinery-র ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষা নেওয়া হতো তাতেও অনেক অসুবিধে দেখা দিয়েছে। যেমন, পরীক্ষার স্থান পাওয়ার সমস্যা, প্রশ্নপত্র, পরীক্ষকদের ফি ইত্যাদি। বই মেলা থেকে গ্রন্থাগার গুলিকে যাতে আরো বেশী বই কেনার জন্য অনুদান দেওয়া যায় এ সম্পর্কে সরকারের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগার গুলিকে রবীন্দ্র রচনাবলী বিনামূল্যে দেওয়ার কথায় তিনি বলেন যে প্রায় ২৫০০ মত গ্রন্থাগারকে সরকার রবীন্দ্র রচনাবলী দেবেন কিনা তা জানা নেই। কারণ, ইচ্ছা করলেই তো আর রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপানো যায় না। সর্বোপরি অর্থনৈতিক বাধা তো আছেই।

কলেজ গ্রন্থাগার স্তরে আলোচনা সভা আহ্বান করতে আপত্তি নেই।

প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের জন্য Refresher course কলকাতার স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সহযোগিতায় আগামী ডিসেম্বর—জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠান করার প্রচেষ্টা চলছে। এটা হলে তবেই আরও অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবা যাবে।

সার্টিফিকেট কোর্সে জেলাওয়ারি কোটা বাড়ানো সম্পর্কে শ্রীরায় বলেন যে, জেলাগুলির কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনা করে কোটা স্থির করা হয়। আজ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আগের তুলনায় কমে গেছে। সুতরাং কোটা বাড়িয়ে কতটা সুবিধা হবে তা খতিয়ে দেখতে হবে।

পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে পরিষদের পক্ষ থেকে আবেদন করা ছাড়া আর কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে যদি কেউ কোন পরামর্শ দেন, তাহলে সেই উদ্যোগ নিতে পরিষদের কোন বাধা নেই।

Medical Library-র প্রস্তাব পরিষদ গ্রহণ করেছেন। Institute of Librarians পরিচালিত কোর্স সরকার অনুমোদিত নয়।

পরিষদের পক্ষ থেকে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুব শীঘ্রই ছাত্র-ত্রাণ তহবিল চালু হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হিসাব সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষণের কথা বলছেন তা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে নিবন্ধ লেখার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীপলক : বাগচী। প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরায় বলেন যে, মুদ্রণ ত্রুটির বিষয়টি পূর্বেই স্বীকার করা হয়েছে।

Recorded Delivery প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য-Recorded Delivery করা বস্তু কবে পাঠকের কাছে পৌঁছবে তার গ্যারান্টি পাওয়া যাবে কি? তাছাড়া এটা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ।

কিশোর গ্রন্থাগার সম্বন্ধে শ্রীরায় জবাব দেন যে অনুদান বাড়ানো যায় কিনা তার চেষ্টা করা হবে।

Students Day Home এর সঙ্গে সহযোগিতা করে এগোনোর চেষ্টা করা হবে।

অন্যান্য প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এগুলি যথাসময়ে Executive Committee তে পেশ করা হবে।

**রামকৃষ্ণ সাহা** ( সম্পাদক, গ্রন্থাগার ) : বৈশাখ সংখ্যা ছাপতে অনেক দেরী হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে অন্যান্য সংখ্যাগুলি তাড়াতাড়ি ছাপানো যায়।

শ্রীসাহার মতে ভালো লেখা না পেলে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা কষ্টকর। তিনি সদস্যদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তথ্যসমৃদ্ধ লেখা পাঠাতে অনুরোধ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে—পরিষদে গ্রন্থাগার সংবাদ পাঠানো কমে গেছে। প্রতি মাসে অন্তত ৩টি মূল প্রবন্ধ থাকলে তবেই একটা সংখ্যা বার করা যায়।

বার্ষিক বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩। এরপর ১৯৮৫-৮৬ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রী গোপিকাপ্রসাদ ঘোষের পক্ষে শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়।

**প্রদীপ রায়** ( মালদহ ) : হিসাবের কিছু ভুলত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন : Total asset-এ যোগটা কোথায়? Building depreciation Schedule-ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। এর পর সংশোধনগুলি সহ আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদিত হয়।

৪। পরিষদের ১৯৮৫ সালের সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রথম স্থানাধিকারিণী শ্রীমতী মধুছন্দা রায়চৌধুরীকে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় স্মারক পদক দান করা হয়।

৫। গ্রন্থাগার পত্রিকাতে লেখা শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক দেওয়া হয় শ্রীকুনাল সিংহ ও শ্রীঅশোক কুমার প্রামাণিক-কে।

৬। অতঃপর ১৯৮৬—৮৮ সালের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়।

## পরিষদের নবনির্বাচিত কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্যদের তালিকা :

সভাপতি-প্রবীর রায়চৌধুরী, সহ-সভাপতি—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রবীর দে, ফণিভূষণ রায়, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, সুচিত্রা গাঙ্গুলী কর্মসচিব—অরুণ রায়; মুখ্যসম্পাদক—কৃষ্ণপদ মজুমদার; সহ-সম্পাদক—অনুপকুমার সরকার; কোষাধ্যক্ষ—গোপিকা প্রসাদ ঘোষ; সম্পাদক-( গ্রন্থাগার-পত্রিকা )—রামকৃষ্ণ সাহা। কাউন্সিলসদস্যগণ—অমূল্য রতন চক্রবর্তী, অসিতাভ দাস, কালিপ্রসাদ, কেকা পান্ডিত, গুরুপদ দাশগুপ্ত, গৌতম গোস্বামী, তরুণ রায়, দেবব্রত পাল, নারায়ণ চক্রবর্তী, পুলক কর, প্রাণবানন্দ জানা, রঞ্জিত কুমার মিত্র, হিরণ কুমার দত্ত, শৈলেন্দ্র নাথ ঘটক, শ্যামলী বানার্জী, সমীর দত্ত, সলিল চাকলাদার, সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ মুখার্জী, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সংযোজিত কাউন্সিল সদস্যগণ—গুণেন নন্দী, গৌতম চাটার্জী, মধুসূদন চন্দ।

# গ্রন্থাগার দিবস—১৯৮৬

অন্যান্য বৎসরের মতো বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার বুদ্ধির জন্য, বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য, স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরা যাতে গ্রন্থাগারে গিয়ে তাঁদের বিদ্যাভ্যাস অব্যাহত রাখতে পারেন ও মানুষ যেন খোলা মনে তাঁর পছন্দমত বিদ্যাভ্যাস করতে পারেন তারজন্য দরকার গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বিবেচনা করেই গ্রন্থাগার দিবসের অবতারণা। তাই প্রতিবারের মতো এবারও রাজ্য সুযোগ মল্লিক স্কোয়ারে [ ওয়েলিংটন স্কোয়ার ] অপরাহ্ণ ১ টায় গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে এই বছরটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবর্ষ। গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করছে। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন "গ্রন্থাগার যাতে কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনের উপলক্ষ না হয় এবং সংস্কৃতি সাধনাকে লোকসমাজে বিস্তারিত করার সুযোগ আজ এসেছে। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগার কর্মী, সংগঠক ও ব্যবহারকারীদের কাছে পরিষদ এই সুযোগ ও সম্ভাবনাকে সদ্ব্যবহারের আহ্বান জানাচ্ছে।

এরপরে পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অরুণ রায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির কর্মসচিব শ্রী তরুণ রায় বক্তব্য রাখেন। তাঁরা গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

সভার শেষে বর্ণাঢ্য মিছিল সহকারে সকলে ৬৯ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় উপস্থিত হয়।

সেখানেও গ্রন্থমেলার উদ্বোধনের সাথে সাথে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়।

---

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা

বিগত ১১ই জানুয়ারী রবিবার ভোর ৫টা ৩০মিঃ এ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সহ-সম্পাদক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য সলিল চক্রবর্তীর এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে পরিষদের হুগলী জেলা শাখা মর্মাহত। এই শাখার অনুষ্ঠিত সভা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

# বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

## কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী

গত ৩রা অক্টোবর শুক্রবার বেলা ২টায় পরিষদ ভবনে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী।

নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

সর্বশ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সাহা, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ চক্রবর্তী, অনুপ কুমার সরকার, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সুভেন্দু পাল, শৈলেন্দ্রনাথ ঘটক, সমীর দত্ত, অসিতাভ দাস, পুলক কর, দেবব্রত পাল, সলিল চাকলাদার, প্রবীর দে, আব্দুল মোমিন মিন্টা, সুবেন্দু ভূষণ বন্দোপাধ্যায়, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, কালী প্রসাদ, অরুণ রায়, কৃষ্ণপদ মজুমদার, প্রনবানন্দ জানা, হিরণ কুমার দত্ত, প্রবীর রায় চৌধুরী, কেকা পান্ডে, শ্যামলী বন্দোপাধ্যায়, সুচিত্রা গাঙ্গুলী, গুরুশরণ দাশগুপ্ত।

### আলোচ্য সূচী

(১) পূর্ব সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন

(২) ১৯৮৬-৮৮ সালের জন্য বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিত্বকারী কাউন্সিল সদস্য মনোনয়ন

(৩) ১৯৮৬-৮৮ সালের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতিতে তিনজন সদস্যের মনোনয়ন

(৪) ১৯৮৬-৮৭ সালের কার্যক্রম নির্ধারণ

(৫) ১৯৮৬-৮৭ সালের বইমেলা

(৬) ১৯৮৬ সালের গ্রন্থাগার দিবস পালন

(৭) ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য অডিটর নিয়োগ

(৮) বিবিধ

(১) গত ২০-৩-৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

(২) কর্মসচিব জানান যে, সাধারণত : বার্ষিক সাধারণ সভাতেই কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠানগত সদস্যের নির্বাচন হয়। এবার কাউন্সিলের সদস্য পদের জন্য প্রতিষ্ঠানিক সদস্যপদের কোন নমিনেশন জমা পড়ে নি। ফলে বার্ষিক সাধারণ সভায় এ সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কাউন্সিলের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। কর্মসচিব এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাউন্সিল সদস্য পদের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার গুলির নাম প্রস্তাব করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার গুলির নাম সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

| জেলা | গ্রন্থাগারের নাম |
|---|---|
| ১। বাঁকুড়া | ধ্রুব সমিতি।<br>গ্রাম+পোঃ—বালসী |
| ২। বীরভূম | গড়গড়িয়া গুপ্তকেশ স্মৃতি পাঠাগার<br>পোঃ গড়গড়িয়া, ভায়া-সাঁইথিয়া |
| ৩। বর্ধমান | নজরুল একাডেমী টাউন লাইব্রেরী<br>গ্রাঃ+পোঃ—চুরুলিয়া |
| ৪। কলিকাতা | আজাদ হিন্দ পাঠাগার<br>১২৪, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড<br>গড়িয়া, কলিকাতা ৭০০০৪৭<br>(খ) মাইকেল মধুসূদন পাঠাগার<br>১৭/১/২ মনসাতলা লেন<br>কলিকাতা—৭০০০২০<br>রামমোহন লাইব্রেরী এন্ড ফ্রী রিডিংরুম<br>২৬৭ এ পি সি রোড<br>কলিকাতা—৭০০০০৯ |
| ৫। কুচবিহার | দেওয়ান হাট প্রগতি সংঘ |

| | | |
|---|---|---|
| | | পোঃ+গ্রা—দেওয়ান হাট |
| ৬। | দার্জিলিং | রাণীডাঙ্গা গ্রামীণ গ্রন্থাগার<br>পোঃ রাণীডাঙ্গা<br>নকশাল বাড়ী |
| ৭। | হুগলী | শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী<br>১ নেতাজী এভেনিউ, শ্রীরামপুর |
| ৮। | হাওড়া | বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী<br>৪২/৩ লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্তী লেন |
| ৯। | জলপাইগুড়ি | জলপাইগুড়ি জেলা লাইব্রেরী,<br>রেস কোর্স, |
| ১০। | মালদহ | মালদহ জেলা গ্রন্থাগার<br>পোঃ+জেলা—মালদহ। |
| ১১। | মেদিনীপুর | বিদ্যাসাগর পাঠাগার<br>পোঃ—পুলসিটা। |
| ১২। | মুর্শিদাবাদ | বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী<br>২০, মহেন্দ্র মুখার্জী রোড<br>বহরমপুর |
| ১৩। | নদীয়া | কীর্তিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি<br>হল কাম মিউজিয়াম।<br>পোঃ—কৃষ্ণনগর |
| ১৪। | পুরুলিয়া | বালদা টাউন লাইব্রেরী<br>রাঁচী রোড, পোঃ বালদা |
| ১৫। | ২৪ পরগণা | (ক) ব্রতী সংঘ<br>৩২, ডঃ উমেশ মিত্র রোড<br>পোঃ বজবজ।<br>(খ) মহেশ্বরপুর মৃণালিনী পাঠাগার<br>পোঃ বাদু। |

৩। কর্মসচিব পরিষদের নিয়মাবলী ২৪ (III) নং ধারা অনুসারে কাউন্সিল সদস্য পদের জন্য নিম্নলিখিত ৩ জনের নাম সহযোজনের প্রস্তাব করেন—১) মধুসূদন চন্দ (খ) গনেশ নন্দী (গ) সৌমেন চট্টোপাধ্যায়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে উপরোক্ত নামগুলি গৃহীত হয়।

কর্মসচিব পরিষদের নিয়মাবলীর ৩০ নং ধারা অনুসারে কার্যনির্বাহক সমিতিতে ২ বছরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করেন—অমিতাভ দাস, সৌম্য গোস্বামী হিরণকুমার দত্ত, কালীপ্রসাদ, নারায়ণ চক্রবর্তী, ডঃ সৌরেন্দ্র-মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামলী ব্যানার্জী, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সুধেন্দু ভূষণ বন্দোপাধ্যায়, সলিল চাবলাদার। নিম্নলিখিত কাউন্সিল সদস্যদের নাম কার্যনিবাহক সমিতিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে রাখার প্রস্তাব করা হয়: শৈলেন ঘটক ও সমীর দত্ত। প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

খ) কর্মসচিব পরিষদের নিয়মবলীর ৩২ নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন এবং সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেন:

১। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতি:

ডাইরেক্টর: মঙ্গল প্রসাদ সিংহ

সম্পাদক: সৌম্য গোস্বামী

সদস্য বৃন্দ: অমলাংশু সেনগুপ্ত, অনুপ কুমার সরকার ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, হিরণ কুমার দত্ত, কালীপ্রসাদ, কৃষ্ণপদ মজুমদার, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ফণিভূষণ রায়, প্রণবানন্দ জানা, গ্রন্থাগারিক (পদাধিকারে)।

২। অর্থ ও গৃহ উপসমিতি

সভাপতি: ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ: গোপিকা প্রসাদ ঘোষ

সদস্য বৃন্দ: সৌম্য গোস্বামী, নারায়ণ চক্রবর্তী, পুলক কর, সুধেন্দু প্রামাণিক, সমীর দত্ত, সত্যব্রত ঘোষাল, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩। ডাইরেক্টরী উপসমিতি

সভাপতি: হিরণ কুমার দত্ত

সম্পাদক: অনুপ কুমার সরকার

সদস্য বৃন্দ: অমিতাভ বসু, অমিয় কুমার ব্যানার্জী, অরুণাভ ভৌমিক, কল্যানী সেনগুপ্ত, চন্দনা দত্ত, সৌম্য

গোস্বামী, লালিমা মজুমদার, মিতা দাস, পলি প্রামাণিক, প্রসাদ চাটার্জী, রঞ্জিত মিত্র।

৪। পরিষদ গ্রন্থাগার :

সভাপতি : এম এন নাগরাজ

সম্পাদক : গ্রন্থাগারিক ( পদাধিকারবলে )

সদস্য : অনুপ কুমার সরকার, অর্চনা শ্রীমানি, গৌতম গোস্বামী, কৃষ্ণপদ মজুমদার, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ।

৫। গ্রন্থাগার পত্রিকা ও প্রকাশনা উপসমিতি :

সভাপতি : নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক : রাজকৃষ্ণ সাহা

সদস্য বৃন্দ : অনুপ কুমার সরকার, অসিতাভ দাস, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন চন্দ, প্রণবানন্দ জানা, শান্তনু মুখোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস ভট্টাচার্য।

৬। ছাত্র সংযোগ উপসমিতি :

সভাপতি : রঞ্জিত মিত্র

সম্পাদক : তাপস ভট্টাচার্য

সদস্য বৃন্দ : রঞ্জিত মিত্র, অমিত পাল, অরুণ কুমার চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ কর্মকার, গৌরী ঘোষ, গৌরী রাউত, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, জামিল আখতার, মধুছন্দা রায় চৌধুরী, রীতা সেন, শিপ্রা রায়, শুভ্র দেব ব্যানার্জী, তরুণ কান্তি বোস।

৭। সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতি :

সভাপতি : অমলাংশু সেনগুপ্ত

সম্পাদক : সলিল চাকলাদার

সদস্য বৃন্দ : আব্দুল মজিদ, অমিতাভ বোস, তরুণী রায়, অরবিন্দ ঘোষ, অর্চনা শ্রীমানি, অশোক দাস, বলাই বিশ্বাস, দেবব্রত পাল, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, হরনাথ ঘোষ, নিতাই দেব, সত্যেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, শ্যামল বন্দোপাধ্যায়।

৮। বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

সভাপতি : সুচিত্রা গাঙ্গুলী

সম্পাদক : শৈলেন্দ্র নাথ ঘটক

সদস্য বৃন্দ : আব্দুল মোমিন মিস্ত্রী, অমূল্য রতন চক্রবর্তী, অনিল চন্দ্র পাল, কিংবনাথ সাঁতরা, চিত্তরঞ্জন বেরা, দীপক কুমার রায়, জুয়েল কৃষ্ণ সরখেল, নিতাই ঘটক, রবীন্দ্র নাথ মুখার্জী, সত্যানন্দ মজুমদার।

৯। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতি

সভাপতি : প্রবীর কুমার দে

সম্পাদক : অসিতাভ দাস

সদস্য বৃন্দ : অশোক কুমার রায়, বীনা চক্রবর্তী, দেবব্রত গোস্বামী, দেবতোষ দালাল, বীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর ভট্টাচার্য, রঞ্জিত কুমার মিত্র, সঞ্জয় রায় চৌধুরী, শিব প্রসাদ ঘোষ, সুনন্দা ঘোষ, তাপস ভট্টাচার্য।

**আলোচনা :**

কর্মসচিব জানান, যেহেতু সংগঠন ও সমন্বয়ের বিষয়টি সম্পাদকমন্ডলী পরিচালনা করেন, সেজন্য এবার প্রস্তাবিত ঐ উপসমিতির নাম পৃথক ভাবে প্রস্তাব করা হচ্ছেনা। বিস্তারিত আলোচনার পর নাম গুলি গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সভায় আলোচিত হয় :

ক) আকাউন্ট রাখার ব্যবস্থা আরো উন্নত মানের করা প্রয়োজন। প্রতিমাসে যাতে কার্যনির্বাহক সমিতিতে মাসিক হিসাব সম্বন্ধে রিপোর্ট করা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার।

খ) সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি প্রসঙ্গে আলোচনা হয় যে, যদি এই উপসমিতি না গঠন করা হয় তবে কাউন্সিল সভায় আলোচনার পরিধি বাড়ানো দরকার।

গ) কলকাতার বাইরে জেলায় কাউন্সিল সভা করার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ঘ) কর্মসচিব বলেন যে, ক) সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা মাসিক বেতন নিয়মিত পাচ্ছেন না এরকম অভিযোগ আছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে পরিষদকে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

খ) পরিষদের ভবনটির পুনরায় সংস্কার করার সময় এসে গেছে ; এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

গ) পরিষদের প্রকাশনা বাড়ানোর জন্য কর্মসূচী নেওয়া দরকার। যেমন, সম্মেলনের আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পৃথকভাবে ছাপানো দরকার। পরিভাষা কোষ সহ আরো বইপত্র ছাপানোর ব্যবস্থা করা দরকার।

ঘ) বিমল কুমার দত্তের "সূচীকরণ" বইটি ছাপানোর বিষয়ে লেখক মৌখিক ভাবে পরিষদকে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঙ) সম্মেলনের প্রবন্ধগুলি থেকে বেছে নিয়ে আলাদা ভাবে বই ছাপানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) প্রত্যেক জেলা কমিটির সভাতে কার্যনির্বাহক কমিটি থেকে যে কোন ব্যক্তির উপস্থিত থাকা দরকার।

ছ) পরিষদের অফিসে কাজকর্মের উপর আরো নজর দেওয়া দরকার।

জ) ছাপা-সাহায্য ভাণ্ডার পৃথক ভাবে হিসাবে দেখানো দরকার।

ঝ) গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিষয় গুলি গ্রন্থাগার পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করা দরকার।

ঞ) জেলা কমিটির হিসাবের সুবিধার্থে রসিদ বই থাকা প্রয়োজন। চাঁদা যেহেতু পরিষদ অফিসে সরাসরি জমা পড়ে এজন্য জেলায় চাঁদা দেওয়ার সঠিক রেকর্ড থাকে না। ফলে কাজকর্মের অসুবিধা দেখা দিচ্ছে।

আলোচনার শেষে সভাপতি বলেন যে কি কি বিষয়ের উপর আন্দোলন করতে হবে তা সম্মেলনে স্থির করা হয়েছে।

জেলাস্তরের চাঁদা নেওয়ার ব্যাপারে এবং রসিদের ব্যাপারে কার্যনির্বাহক সমিতিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হবে। পরিষদের অফিসের কাজকর্মে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। প্রকাশনার ব্যাপারে প্রকাশনা উপসমিতি আলোচনা করলে কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত নেবেন। সুশীল ঘোষ ও শচীদেবী মেমোরিয়াল বক্তৃতা আবার শুরু করতে হবে। অনেক বিষয়ে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদে সিদ্ধান্ত হচ্ছে, কিন্তু তা কার্যকরী করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে আন্দোলন করা দরকার।

৫ এবং ৬। কর্মসচিব বলেন যে, আগামী ২০/১২/৮৬ থেকে ৪/১/৮৭ তারিখ পর্যন্ত বইমেলা কলিকাতা ময়দানে রবীন্দ্র সদনের বিপরীত দিকে অনুষ্ঠিত হবে। ২০শে ডিসেম্বর তারিখে যথাবিহিত গ্রন্থাগার দিবস পালিত হবে। বিস্তারিত কর্মসূচী কার্যনির্বাহক সমিতি গ্রহণ করবেন। বইমেলা প্রাঙ্গনে ১৯৮৬ সালের গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হবে।

৭। সম্পাদক ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য জর্জ রীড এন্ড কোম্পানীর নাম হিসাব-পরীক্ষক হিসাবে প্রস্তাব করেন। সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই অডিটর কোম্পানীকে অডিট ফি বাবদ ৫০০-০০ ( পাঁচশত টাকা ) দেওয়া হবে।

৮। বিবিধ বিষয়ে যে আলোচনা হয় তা হলো—

ক) সম্মেলনে যে প্রস্তাব গুলি গৃহীত হয়েছে তা কার্যকর করতে হবে।

খ) রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে সাধারণ গ্রন্থাগারের যে সমস্ত কর্মীরা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন তাঁদের নাম সরকারের কাছে পাঠাতে হবে। গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সভাপতি জানান যে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ ( SLC ) যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তা এখনো কার্যকর হচ্ছে না। রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকর্তাকে এ ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চাপ দিতে হবে।

এ ছাড়া উপরোক্ত বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব এক্তিয়ার ভুক্ত বিষয়। এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে পরে কার্যকরী সমিতিতে আলোচনা করা হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কর্মসচিব আগামী ১৯৮৭ সালের ইয়াসলিস সেমিনার কলকাতা শহরে অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব পরিষদের গ্রহণ করা উচিত। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পরবর্তী সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সাইকেল শিওন পোস্টে যারা ৩ বছরের কাজ করছেন তাঁদের জন্য পরিষদে সার্টিফিকেট কোর্সে পড়ার ব্যাপারে কোন কোটা আছে কি না? যদি না থাকে তাহলে কিছু আসন ডেপুটেড প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা।

কর্মসচিব জানান যে সাধারণ ভাবেই গ্রন্থাগার কর্মীরা ডেপুটেশন পেলে পরিষদে দরখাস্ত করতে পারেন। পৃথক কোন কোটা নেই।

সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

# গ্রন্থাগার সংবাদ

## কলিকাতা

### বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী :

গত ১লা জানুয়ারী, '৮৭ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে এবং বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়-কে সংবর্ধনা জানানো হয়। গত ২৭শে জানুয়ারী, '৮৭ গ্রন্থাগার মঞ্চে সুকুমার রায় জন্মশতবর্ষ পালন করা হয়।

## জলপাইগুড়ি

### সত্যাগ্রহ স্মৃতি পাঠাগার :

গত ২৫শে ডিসেম্বর, '৮৬ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি জলপাইগুড়ি শাখার উদ্যোগে সত্যাগ্রহ ভবনে সত্যাগ্রহ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী সুরেন সেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। এই উপলক্ষে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

## মুর্শিদাবাদ

### বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী :

গত ৬ই নভেম্বর, '৮৬ গ্রন্থাগার কক্ষে প্রয়াত প্রফুল্ল কুমার গুহের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রয়াত গুহের ভূমিকা সহ তাঁর অন্যান্য অবদানের কথা আলোচনা হয়।

### শিবপুর পল্লী উন্নয়ন লাইব্রেরী :

গত ১১ই নভেম্বর, '৮৬ গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়ন ও আন্দোলন সম্প্রসারণ এই বিষয়ের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার জেলা সভাধিপতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার সহ-সভানেত্রী, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

## চব্বিশ পরগণা

### আর্যা লাইব্রেরী, নারায়ণপুর :

গত ৪ঠা জানুয়ারী, '৮৭ গ্রন্থাগারের পরিচালনায়, নারায়ণ পুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠে একটি সর্বদলীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল জাতীয় সংহতি ও গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন। আলোচনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেন।

### পান্না ভ্রাতৃসংঘ পাঠাগার :

পান্না (বনগ্রাম): গত ২৫শে জানুয়ারী, '৮৭ পাঠাগার ও আঞ্চলিক তথ্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বনগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী কেশবলাল বিশ্বাস। ঐ অনুষ্ঠানে 'সমাজ জীবনে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা' এই বিষয়ের উপর একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী জ্যোতির্ময় ঘোষ ও আরও অনেকে। সভাপতিত্ব করেন পান্না গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান শ্রী অনিল টিকাদার। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সৌজন্যে গ্রন্থাগারের উপর বিভিন্ন উদ্ধৃতি সম্বলিত পোষ্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের উন্নয়ন কল্পে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ১০১ টাকা ও শ্রীকানাই লাল রায় ১০১ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

### সূর্য সেন স্মৃতি পাঠাগার, গুড়দহ :

গত ৩রা জানুয়ারী, '৮৭ বারাকপুর মহকুমার ২নং অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন গুড়দহ এলাকায় সূর্য সেন

স্মৃতি পাঠাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ২৪ পরগণা জেলার লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সদস্য শ্রী অমিতাভ নন্দী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী সরোজ পাল। প্রধান অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি শ্রী প্রবীর দে। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ দে।

## হাওড়া

### কিকিরা কেদার নাথ সাধারণ পাঠাগার ঃ

গত ১লা জানুয়ারী, '৮৭ গ্রন্থাগারের দেওয়াল পত্রিকা মুকুল-এর শুভ সূচনা হয়। সূচনা করেন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে পত্রিকার সম্পাদক সহ বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিত।

### রসপুর পিপলস লাইব্রেরী ঃ

গত ২০-২৫শে ডিসেম্বর, '৮৬ বিবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। ২০শে ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রী বারীন্দ্রনাথ কোলে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের উপর নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২৫শে ডিসেম্বর সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

### সন্তোষনগর সাধারণ পাঠাগার, আমতা—১

গত ৪-৭ই ফেব্রুয়ারী, '৮৭ পাঠাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাতে নবীন ও খ্যাতিমান শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন।

## হুগলী

### কোতরং সাধারণ পাঠাগার ঃ

গত ৩-৩ই জানুয়ারী, '৮৭ পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দেন বিধায়ক শ্রী শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবীন নেতা শ্রী কমল চট্টোপাধ্যায়।

### নারায়ণপুর সাধারণ পাঠাগার ঃ

গত ২৬শে জানুয়ারী, '৮৭ গ্রন্থাগারের প্রাচীর পত্রিকা উন্মুখে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন পাঠাগারের প্রবীন সদস্য শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগী শ্রী দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংকলক ঃ **অরূপ কুমার সরকার**

## ভ্রম সংশোধন

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর নাম
৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের
প্রতিনিধি তালিকা থেকে বাদ গেছে
শ্রীমতি বাণী চক্রবর্তীর নাম
উক্ত সম্মেলনের প্রতিবেদকের নামের
তালিকা থেকে বাদ গেছে।
এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য
আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

## "গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন

### দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপাত্র "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পরিষদের এবং ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এর পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকদের সুবিধা বিশেষভাবে করে থাকেন।

### বিজ্ঞাপনের হার

| যেকোন পৃষ্ঠার | সাধারণ | বিশেষ |
|---|---|---|
| ক্রমাঙ্ক | সংখ্যার | সংখ্যা |
| | টাকা | টাকা |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : শেষ মলাট | ১০০ | ৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট | ৮৫০ | ৯৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা | ২৫০ | ৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ | ৩০০ | ৪০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | ২০০ | ২৫০ |
| সিকি পৃষ্ঠা : ঐ | ১৫০ | ২০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪×১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০×১৮ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে

যোগাযোগ করুন :

**সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা**

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৮, সি. আই. টি. স্কীম-৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

পশ্চিমবঙ্গ

ফোন : ২৯-৭৬১৬

চেক বা ড্রাফট "বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন" এই নামে হবে।



## পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—১.০০

Library Service in In India To-day. মূল্য—১.০০

গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২ মূল্য—৫.০০

৫১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা মালোচিত্র-প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবসমূহ—

বাঁধাই মূল্য—১৭.০০

৩৬ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পঠিত প্রবন্ধাবলী,১৯৮৬ মূল্য—৩.০০

**ডঃ আশিস্ সরকার-এর**

## গ্রন্থবর্গীকরণ

সুলিখিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Annual subscription Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-47

Volume 36 No. 9-10 December '86 - January '87

12 MAR 1992

আশিস কুমার সংযোজিত

# গ্রন্থবিদ্যা

২য় সংস্করণ ১৯৮৫

ছাত্রদের সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees ( Death-cum-Retirement Benefit ) Scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsored Library Employees' Service Rules প্রকাশ : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal – 700 073 at Asian Printers, P-12, C. I. T. Road. Sch. 52, Calcutta—700014
Editor : Ramkrishna Saha

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬, সংখ্যা ১১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ফাল্গুন ১৩৯৩

## ॥ সূচীপত্র ॥

CENTRAL LIBRARY

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন ও আমরা ( সম্পাদকীয় ) ১

প্রমীল চন্দ্র বসু

ইতস্তত ( স্মৃতিচারণ )

ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী

ভাষার অবগুণ্ঠন ১১

অমিতাভ দাস

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু ১৮

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২২, সংখ্যা ১১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ফাল্গুন ১৩৯৩


## সম্পাদকীয়

### পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন ও আমরা

পশ্চিমবঙ্গের দশম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৩শে মার্চ সোমবার। বর্তমান সরকারের আয়ুষ্কাল জুন মাস পর্যন্ত থাকলেও সরকার ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের সুপারিশ বিবেচনা না করে ২৩শে মার্চ তারিখেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন।

আমরা যারা গ্রন্থাগার কর্মী, সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের মত রাজ্যের নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহী হওয়ার কারণ আছে। পূর্বাঞ্চলের ছোট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ একদা শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষায় অগ্রগণ্য থাকলেও বিগত বছর-গুলিতে তার অবস্থা ক্রমশঃ সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। সত্তর দশকে সারা রাজ্যে এক অভূতপূর্ব অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান ছিল। স্বভাবতই রাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসীই রাজ্যের উন্নতি, সুস্থ পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অগ্রগতি কামনা করতে পারেন। তাই নির্বাচনে যে দল রাজ্যের উন্নতি ঘটানোর প্রয়াস পাবেন এবং যারা গ্রন্থাগার উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তাদের পক্ষে ভোট দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীর ব্যক্তিরা থাকলেও সকলেই একমত হবেন যে দল রাজ্যের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণে অগ্রাধিকার দেবেন তারা গ্রন্থাগার কর্মীদের মন জয় করতে পারবেন। আরও যে একটা বিষয়ে সকলে একমত হবেন তাহলো রাজ্যের গ্রন্থাগার জগতে বিগত ১০ বছরে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, গ্রন্থাগারগুলিতে অনুদানবৃদ্ধি, বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক অনুদান, পঞ্চাশ বছরের পুরাতন গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ এককালীন অর্থ সাহায্য। জেলায় জেলায় বই মেলার অনুষ্ঠান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, প্রভৃতি ঘটনা এর উদাহরণ। উন্নয়নের তালিকা শুধু সাধারণ গ্রন্থাগারকে নিয়েই শেষ করা যাবে না—বহু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ, কলেজ গ্রন্থাগারের অনুদান বৃদ্ধি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের ইউ জি সি বেতনক্রম প্রদান প্রভৃতি উজ্জ্বল পদক্ষেপ।

যেহেতু নির্বাচনের ফলে রাজ্যের প্রশাসন পরিবর্তিত হবে এবং যেহেতু প্রশাসক বদলের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক এজন্য গ্রন্থাগার কর্মীরা নির্বাচনকে উপেক্ষনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে পারেন না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রন্থাগার জগতে কোন উন্নতি হয় নি একথা বলা যাবেনা। প্রতি রাজ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন, জেলা, শহর ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপনের কৃতিত্ব অবশ্যই সেই সরকার দাবী করতে পারেন যারা এখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন এবং পশ্চিমবঙ্গে পূর্বে সেই দলের সরকার সুদীর্ঘ ২৫ বছর প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন। বিগত পঁচিশ বছরে রাজ্যে 'পাবলিক' গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭৭৬ টি। ঐ খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হতো তা প্রয়োজনানুগ ছিল কিনা। গ্রন্থাগার কর্মীরা অনেক অবহেলার সঙ্গে জীবন-যাপন করেছেন। নিয়মিত বেতন দেওয়া হত না। প্রতি ক্ষেত্রে ডি. এ. সহ অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারের আমলাদের ঘরে গিয়ে ওঁদির করতে হতো। বই কেনার কোন অনুদান ছিল না। আজকে সেই অবস্থা বজায় আছে কিনা তার বিচারের দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের অবশ্য গ্রহণ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে পরিষদ নির্বাচন সম্পর্কে কোন অভিমত জ্ঞাপন করতে পারে কি না? পরিষদ সেরকম কোন অভিমত জ্ঞাপন করছে না। তবে পরিষদ ইতিপূর্বে নির্বাচনের প্রাক্কালে যা করতো তা হ'লো প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের অনুরোধ করতো। এই ভাবেই একদিন বামফ্রন্টের কাছে গ্রন্থাগার আইনের অনুরোধ জানাতে তাঁরা ঐ দাবী তাদের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এ ঘটনা অন্য কোন দেশে এর পূর্বে ঘটেছে কিনা তা জানা নেই। বিষয়টি শুধু এখানেই থেমে থাকে নি। আইন প্রণয়নের যে কমিটি সরকার গঠন করেছিলেন তাতে পরিষদের ও কর্মী সমিতির প্রতিনিধিরা ছিলেন। আইনানুসারে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ, জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারসমূহে বেসরকারী গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিত্ব, গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে। সমগ্র ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। শুধু সাধারণ গ্রন্থাগার নয় বিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গ্রন্থাগারিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণ কমিটিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ফলে রাজ্যের গ্রন্থাগারিকরা আজ মাথা উঁচু করে কাজ করতে পারছেন।

এখন আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংহত করা ও তাদের সার্ভিসগুলি পরিশীলিত করা। কেন্দ্রের দায়িত্ব হলো ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে যাতে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার এদিকটি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের পক্ষে ঐ গুরু দায়িত্ব বহন করা কতটা সম্ভব হচ্ছে তা একমাত্র অভিজ্ঞতা দ্বারাই বোঝা যাবে। শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতি রচনা করেছেন। সেটি এখনও হাতে আসে নি। এলে তাতে অবস্থা বোঝা যাবে যে অগ্রগতির ধারা কোন খাতে বইবে।

সুতরাং রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুসংহত ও সম্প্রসারিত করার জন্য কোন পক্ষের উপর আস্থা স্থাপন করা উচিৎ তার বিচারের দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের উপরেই দেওয়া রইলো।

# ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

দশম পর্ব

## প্রমীল চন্দ্র বসু

[ ইস্ট, লোহা, সিমেন্টের মধ্যে একবছর ]

সেদিন অপরাহ্নে ভবানীপুরে এসে দেখলাম চড়কডাঙার মোড়ে, ট্রাম রাস্তার উপরে, পূর্ণ থিয়েটারের ঠিক উত্তর পারে মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় নাতিপ্রশস্ত একটা ঘর পাওয়া গেছে আমাদের দোকানের জন্য। দোকানের নাম কি দেওয়া হবে তা নিয়ে আলোচনার পর অনেকগুলি নামের মধ্যে আমার দেওয়া 'ইষ্টং ষ্টোর্স' নামটাই পছন্দ হল সকলের। পয়লা বৈশাখ ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে শুভ দিন। ঐদিন ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ ব্যবসায়ের 'হালখাতা' অর্থাৎ নতুন খাতা খুলে থাকেন। ঠিক হল নতুন বাংলা বছরের প্রথম দিনে দোকান আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হবে। প্রস্তুতি পর্বও সেইমত শুরু হল।

আমি তখন কলিকাতার মেস থেকে আমার এতদিনের আস্তানা গুটিয়ে নিয়ে পূর্ণ থিয়েটারের প্রায় বিপরীত দিকে কালীমোহন ব্যানার্জী লেনে একটা মেসে এসে উঠলাম। নতুন মেসে প্রৌঢ় এবং প্রবীণ বাসিন্দার সংখ্যাই বেশী। তরুণ বা যুবকের সংখ্যা কম। পুরোনো মেসের সেই ঘরোয়া পরিবেশ, প্রাণবন্তা, আন্তরিকতা এবং সহৃদয়তার অভাব ছিল এখানে। তবে মেসটা দোকানের খুব কাছে। সেটা আমার পক্ষে একটা বড় সুবিধে। এখানে আসার আমি বিশেষ অসুবিধে বোধ করিনি। কারণ দোকান খোলা রাখার দৈনন্দিন সময় সীমা বেঁধে দেবার এবং সপ্তাহে বাধ্যতামূলক ভাবে কেড়দিন দোকান বন্ধ রাখার আইন তখনও এখানে পাশ হয়নি। কাজেই সপ্তাহের সাত দিনই ভোরবেলা থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত দোকান খোলা থাকতো। স্নানাহার ও রাত্রে নিদ্রার সময় ছাড়া অন্য সময় মেসে থাকার অবসর আমার ছিল না।

দোকানের জিনিসপত্র খরিদ্দারদের বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্য মুটের প্রয়োজন। তাই কর্মঠ এবং বিশ্বাসী মুটে নির্বাচনে আমরা উদ্যোগী হলাম। তখনকার দিনে কলকাতা শহরে বাঙালী মুটে ছিলনা বললেই চলে। শহরের অন্যান্য অনেক জায়গার মত চড়কডাঙার মোড়েও প্রতিদিন সকালে কাঁকা নিয়ে একদল পশ্চিমা মুটে এসে বসে থাকতো সারাদিন উপার্জনের আশায়। এদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ যুবক অন্য সকলের চাইতে যেন একটু পৃথক হয়ে দূরে বসে থাকতো। তার সমস্ত মুখে বসন্তের দাগ আর একটা চোখ কানা। নাম সুখলাল। বসন্ত রোগে শৈশবে তার চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। জন্মগত ভাবে কানা না হলেও সে কানা, তাই অপয়া এই বিশ্বাসে দেশে সকলে তাকে দূর দূর করতো। মনের দুঃখে দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসেও তার নিস্তার ছিলনা। এখানেও মুটেদের মধ্যে শ্যামলাল নামে তার এক সহোদর ছাড়া অন্য সকলের কাছে সে ছিল ঘৃণ্য এবং অবজ্ঞাত। এই কারণে নাম তার সুখলাল হলেও মনে তার দুঃখের অন্ত ছিলনা। মনের দুঃখে সে আর এক চোখে করুণ ও

মিনতিভরা দৃষ্টি মেলে সব সময় বিমর্ষ মুখে বসে থাকতো দলের সকলের পিছনে। পয়সাও তার রোজগার হত কম। খুব কষ্টের মধ্যেই তার দিন চলতো। তার বৃত্তান্ত জেনে এবং তার সদা বিষণ্ণ মুখ দেখে আমরাও বুঝে বোধ করলাম। কানা ঘুষে অপরা, তাকে দোকানের কাজে নিলে দোকানের অমঙ্গল হবে, তার দেশের লোকের এই যুক্তি অগ্রাহ্য করে আমরা তাকেই দোকানের স্থায়ী মুটে হিসেবে নির্বাচন করলাম। শুধু তার দুঃখে দুঃখ বোধ করে যে আমরা তাকে নির্বাচন করেছিলাম তা নয়। তার কথাবার্তায়, আচরণে এবং চেহারা দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিল লোকটি সৎ হবে। আমাদের এই ধারণা যে ভুল ছিল না শীঘ্রই তার প্রমাণও পাওয়া গেল। একদিন দোকানের মধ্যে এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে দশ টাকার একখানা নোট তার অজ্ঞাতে পড়ে যায়। অন্য কেউ তা লক্ষ্য করেনি। সুখলাল পরে নোটটি দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে এনে আমাদের কাছে জমা দেয়। নোটটি যে সে কুড়িয়ে পেয়েছে সে না বললে আমাদের কারও তা জানা সম্ভব ছিলনা। সেও তা জানত। অল্প টাকার লোভ সে অনায়াসে সম্বরণ করেছিল। দশ টাকার তখন যথেষ্ট মূল্য ছিল। তার সততায় আমরা সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। টাকা ফেরত পেয়ে ঐ ভদ্রলোকও খুশি হয়ে সুখলালকে এক টাকা বকশিশ দিতে গেলে সে নিতে অস্বীকার করে। ভদ্রলোক কন্ট্রাক্টর ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে সুখলালকে তিনি তাঁর কার্যে দরোয়ানের একটা স্থায়ী চাকরী দিয়েছিলেন।

পয়লা বৈশাখের পূর্ব দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন সুখলাল আর শ্যামলালের সাহায্যে আমরা দোকানের জিনিসপত্র যখন সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখছিলাম তখন সৌম্যদর্শন প্রায় বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক দোকানের ভিতরে এলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সাথে আলাপ পরিচয় করলেন। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ। দোকানের অনতিদূরে তাঁর বাড়ী। ভদ্রঘরের গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা চাকরীর ধান্ধায় না ঘুরে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে জেনে তিনি খুব প্রীত হয়েছেন বললেন। আরও বললেন, "স্যার পি, সি, রায় ( আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ) চাকরীর মোহ ছেড়ে বাঙালী ছেলেদের ব্যবসা বাণিজ্যে নেমে পড়ার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বানে জানাচ্ছেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য তাঁর আহ্বানে বিশেষ সাড়া মেলে না। আপনারা এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।" তিনি আরও জানালেন তাঁর বাড়ীর মেরামতি ও সংস্কারণের জন্য কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন। প্রস্তাব দিলেন, পরের দিন সকালে কিছু জিনিস আমাদের দোকান থেকে কিনে তিনি আমাদের দোকানের প্রথম খরিদ্দার হবেন। তাঁর কথাবার্তায় এবং উৎসাহে আমরা বেশ উৎসাহিত বোধ করলাম।

অনেকের হয়তো জানা নেই, প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ সকাল বেলা কালীঘাটের কালীবাড়ীতে খুবই ভিড় হয়, ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের। নতুন খাতা এবং গণেশ মূর্তি নিয়ে তাঁরা ঐদিন হাজির হন সেখানে পূজা দিতে। আমাদের দোকানের অপর অংশীদারও স্নান সেরে খুব সকালে গেলেন লাল রঙের খেরুয়া কাপড়ে বাঁধানো খাতা ও মাটির নতুন ছোট একটি গণেশ মূর্তি নিয়ে কালীবাড়ীতে পূজা দিতে। আর আমি দোকানে রইলাম সেখানে গণেশ পূজা ও নারায়ণ পূজার উদ্যোগ আয়োজন করতে। ইতিপূর্বে দেখেছিলাম কপালে ও দেহে চন্দনের ফোঁটা কেটে গায়ে নামাবলী জড়িয়ে এবং এক হাতে খুব ছোট পিতলের এক ঘণ্টা আর অপর হাতে পিতলের ছোট একটা ফুলের সাজিতে কিছু ফুল ও ঘষা চন্দন নিয়ে উড়িষ্যার এক ব্রাহ্মণ ওনর প্রত্যহ সকালে দ্রুতগতিতে এক একটা দোকানে প্রবেশ করে অতি দ্রুতস্বরে ঘণ্টা

বাজাতে বাজাতে এবং মৃদুস্বরে মন্ত্র বলার ঢঙে বিড় বিড় করে কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে করতে দোকানে রাখা গণেশ মূর্তির উদ্দেশ্যে চন্দনমাখা দু একটা ফুলের টুকরো ছুড়ে দিতেন অর্থাৎ এইভাবে তিনি প্রতিদিন শ্রীশ্রীগণপতি দেবের দৈনিক পূজা সাঙ্গ করতেন। তাঁর আবেদনক্রমে মাসিক একটাকা দক্ষিণার বন্দোবস্তে তাঁকে আমাদের দোকানেরও ঠাকুরের নিত্য সেবাইত নিযুক্ত করা হয়। সেদিন যথাসময়ে তিনি এসে গেছেন। সুখলাল আর তার ভাই শ্যামলাল অনেক আগেই এসেছে। প্রয়োজনপ্রার্থ সাবজজও এসে গেছেন তাঁর পূর্ব কথা মত। কিন্তু আমার মামাতো ভাই সেই যে প্রত্যুষে কালীমন্দিরে গিয়েছেন তখনও পর্যন্ত তাঁর দেখা নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট আমদানি করলেও আমাদের একটা মহৎ উপকারও করেছে। আমাদের কিছু ডিসিপ্লিনের শিক্ষা দিয়েছে। পূর্বে একই উদ্দেশ্যে যেমন ট্রেনের অথবা সিনেমার টিকিট কাটার জন্য, দেব মন্দিরে পূজা দেবার জন্য, ডাকঘরে প্রয়োজনীয় কাজ সারার জন্য ইত্যাদি কাজে একই সময়ে বহু লোকের এক জায়গায় সমাবেশ হলে সকলের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা বর্জিত হুড়োহুড়ি ও ঠেলাঠেলি এমন কি মারামারিও লেগে যেত নিজ নিজ কাজ সকলের আগে সেরে নেবার ব্যস্ততায়। তার ফলে বিবাদ বিসম্বাদ এবং নানা বিড়ম্বনার ও চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে রেশনে চিনি, আটা, কেরোসিন ইত্যাদি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একজনের পর একজন নেবার জন্য লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে শিখল। ধীরে ধীরে প্রায় সর্বত্র নিজে থেকে লাইনে দাঁড়াবার এই প্রথার প্রচলন হল।

আমরা যখন দোকান খুলি সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার অনেক আগের কথা। তখনও এই লাইন প্রথার প্রবর্তন হয়নি, তাই আমার মামাতো ভাই সেদিন অতি প্রত্যুষে কালীমন্দিরে গেলেও সেখানে বহু লোকের বিশৃঙ্খল ভিড়ের মধ্যে বহুক্ষণ ঠেলাঠেলি ও হুড়োহুড়ি করে তিনি অতি কষ্টে মাটির গণেশ মূর্তিটি অক্ষত রেখে এবং নিজের গায়ের গাত্রাবরণটি হারিয়ে পুরোহিতের দ্বারা দোকানের খাতা ও গণেশ মূর্তি দেবীর পদমূলে স্পর্শ করিয়ে সিঁদুর চর্চিত করে যখন ফিরে এলেন তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে। দোকানে এক বাঙালী পুরোহিতও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব ব্যবস্থা মত দোকানে গণেশ ও নারায়ণ পূজা করার জন্য। পূজা শেষ হলে সকলকে প্রসাদ বিতরণের পর দোকানে বিক্রয়ের কাজ শুরু হল।

প্রথমেই সাবজজ তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের এক ফর্দ দিলেন। সুখলাল ও শ্যামলাল দুভাই মিলে তাঁর বাড়ীতে জিনিষগুলো পৌঁছে দিয়ে এলো। তিনি সুখলালের দুঃখের কাহিনী আগে শুনেছিলেন আমাদের কাছে। তাদের ন্যায্য মজুরীর উপরে এক টাকা বকশিশ দিয়েছিলেন তাদের। তখনকার দিনে মুটেদের ভাগ্যে এক টাকা বকশিশ লাভ এক রকম অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল। ওদের এক টাকা বকশিশ লাভের খবরে অন্য মুটেরা বেশ ঈর্ষান্বিত হয়েছিল ওদের প্রতি। সাবজজ অযাচিত ভাবে এসে আমাদের দোকানের প্রথম খরিদ্দার হিসেবে নগদমূল্যে দেড়শ টাকার জিনিষ নিয়েছেন এটা একটা শুভলক্ষণ বলেই আমরা মনে করেছিলাম এবং ব্যবসায়ের সূচনাটা উৎসাহজনক ভেবে উল্লসিতও হয়েছিলাম।

দোকানের এই ব্যবসায়ের সাথে আমি প্রায় ছ'মাস কাল সংশ্লিষ্ট ছিলাম। তার মধ্যে আবার শেষের দিকে কিছুদিন সব সময়ের জন্য দোকানে থাকতাম না। সকালের দিকে কিছু সময় এবং বিকেল থেকে রাত্রি

প্রায় দশটা পর্যন্ত দোকানের কাজকর্ম দেখতাম। দিনের অন্য সময়টা অবশ্য বেতাম। কেন এবং কোথায় যেতাম সে কথা অন্যত্র উল্লেখ করব। দোকানের কাজ আমার ঠিক পছন্দ ছিলনা একথাও যেমন সত্য তেমনি যখন নেমেছিলাম এই কাজে, তখন পছন্দ না থাকলেও কাজে কোন ফাঁকিও ছিলনা সে কথাও সত্য। তবে সবসময় একটা চিন্তা মনকে খোঁচা দিত। ভাবতাম যে দেশে আমি জন্মেছি তার জন্য আমি কি করছি।

যে সময়ে আমরা ব্যবসায়ে নেমেছিলাম সে সময়টা ব্যবসায়ের পক্ষে ছিল মন্দার যুগ। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরাও লোকসান সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন। নবাগতদের সাফল্য অর্জন আরও কঠিন। একদিন আমার মামাতো ভাই বললেন, "ব্যবসায় এই মন্দার বাজারে আজকাল এই লাইনের অনেকে কিছু কিছু দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে লোকসান বাঁচিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন।" উদাহরণ হিসেবে তিনি কয়েকজন পরিচিত ব্যবসায়ীর নামোল্লেখ করলেন। দুর্নীতি সম্বন্ধে আমার মনোভাব ওঁর ভালভাবেই জানা ছিল। আমার মনে হয়ত ওঁর কথাটা এই ইঙ্গিতটাই প্রচ্ছন্ন ছিল যে সকলেই যখন এই পথে চলছেন তখন আমরা ঐ পথ ধরে যদি বেঁচে থাকার চেষ্টা করি তাতে ক্ষতি কি? হয়তো আমার জন্য তিনি এই অপেক্ষাকৃত সহজপথ ধরতে পারছেন না এই চিন্তায় আমার মনের অস্বস্তির ভাব তখন আরও বৃদ্ধি পেল।

এই ব্যবসায়ের অসাধু পথে চলার অনেক উপায় ছিল। যেমন খাঁটি সিমেন্টের সাথে ভেজাল জিনিষ মেশাবার নানা কৌশল ও প্রক্রিয়ার কথা শুনতাম। তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে অন্য এক বস্তা খাঁটি সিমেন্ট বিক্রী করে এক বস্তার মাত্র দু পয়সা লাভ থাকত। আর বাঁকা পথে লাভের অঙ্ক অনেক বেশী হবারই কথা। খুচরা বিক্রীতে অবশ্য লাভের পরিমাণ বেশী থাকত। তাছাড়া খালি বস্তাটাও লাভ হত। তারও একটা দাম ছিল। আবার ঘরের মেঝের রং লাল করার জন্য খালিঘরের ১নং গুঁড়া লালরঙের সাথে ২নং গুঁড়া রং কিছুটা মিশিয়ে দিয়ে সমস্তটা ১নং খাঁটি রঙ বলে বিক্রী করলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষেও সে কারসাজি সহজে ধরে ফেলা কঠিন ছিল। অবশ্য সে ভাবে চললে লাভের মাত্রা অনেক বেশী থাকার কথা। দরজা জানালা রঙ করার দামী আসল হ্যাডার রঙের সাথে সস্তা দামের নিম্নমানের অর্থাৎ জাপানী হ্যাডার রঙ মিশিয়ে দিলে লাভের পড়তা ভালই ছিল। এই সব অসৎ উপায় অবলম্বন করে লাভ হবার সম্ভাবনা থাকলেও কোনদিন আমরা ঐ পথে পা বাড়াই নি। আমার মনের অস্বস্তিটা মনে থেকেই গেল। অবশেষে আমার মামাতো ভাইকে আমার মনের কথাটা একদিন খুলেই বললাম। সমস্ত কথা শুনে তিনি বললেন, "অসৎ পথে চলার প্রস্তাব তোমার কাছে আমি তো কোনদিন করি নি। তবে তবে এ ধরণের ব্যবসায়ে তোমার ঝোঁক নেই সে কথা অবশ্য তুমি প্রথমেই আমাকে বলেছিলে। আমি ভেবেছিলাম কাজে নামলে তোমার মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর হয়তো পরিবর্তন হবে। এখন সব সময়ে তোমার মনে যদি অস্বস্তি ও অশান্তি থাকে তা হলে আর কিছু দিন অপেক্ষা করে দেখ। যদি দেখ এই কাজটাকে তোমার মনের সাথে কিছুতে খাপ খাইয়ে নিতে পারছো না তা হলে অগত্যা তখন না হয় এটা ছেড়ে দিও। কিছুদিন সময় পেলে আমিও কি ভাবে কি করতে পারি বা না পারি সে কথা ভেবে দেখতে পারবো। তোমার মন না চাইলে তোমাকে এখানে আবদ্ধ করে রেখে তোমার প্রতি অবিচার করতে আমি চাই না।" আমার এ পথ ত্যাগ করে যাওয়া সম্বন্ধে মামাতো ভায়ের খোলা মনের পরোক্ষভাবে সম্মতি পেয়ে আমার মন অনেক হালকা হল।

পরিস্থিতি এবং সকল অবস্থার বিচারে প্রথম বছরে

আমাদের কিন্তু লোকসানের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েই আমরা ব্যবসায় নেমেছিলাম। তবে এই সময়ে আমরা দুজনেই কঠিন পরিশ্রম করতে কোনদিন কার্পণ্য করিনি। স্বাবলম্বীর সহায় ভগবান,—এই নীতিবাক্যে আমার আস্থা ছিল। সম্ভবতঃ এই উক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য বর্ষ শেষে হিসাব নিকাশে দেখা গেল লোকসানের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের লোকসানের পরিবর্তে কিছু লাভই হয়েছে। দেখে আমার মন খুশিই হল।

**Digoity of labour** এই নীতি নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠার আগ্রহ আমার মনে যে অনেক আগে থেকেই ছিল তা সূত্রে মনে হচ্ছে তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই দোকানের কাজেও সেই আগ্রহকে বাস্তব রূপ দেবার সুযোগ ছিল। দোকানে খরিদ্দার এসেছেন, দীর্ঘ লোহার রডকে যথামত ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়ে যাবেন বলে। দোকানের মুখে,—যে রড কেটে দেয়, সে তখন উপস্থিত নেই। খরিদ্দারকে ফেরৎ দেওয়া যায় না। কাজেই ষ্ট্রাণ্ড রোডে ( বর্তমান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড ) সিমেন্ট বাঁধানো প্রশস্ত ফুটপাথের প্রান্ত-ভাগে রাস্তার মাটির অংশে লোহার বড় বড় রড ফেলে প্রকাণ্ড দিবালোকে সর্বজনের সামনে সাধারণ শ্রমিকের মত হাতুড়ি পিটে ছেনি দিয়ে সে রড কেটে কেটে ছোট করছি কতদিন তার হিসাব নেই। আবার পুরো এক মণের ওজনের সিমেন্টের বস্তা দু হাতে ধরে মুটের মাথায় তুলে দিতে বস্তার গা থেকে সিমেন্টের গুঁড়ো জামা কাপড়ে হাতে মুখে ঝুরঝুর করে পড়ে আমাদের ভূত সাজিয়েছে কত দিন তারও গণনা নেই। এসবে কোনদিন মর্যাদা বা সম্ভ্রমহানির মনোবেদনা বোধ করিনি বরং নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রয়াসে আমরা যে আত্মাভিমানকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছি সে কথা ভেবে উৎফুল্লই হয়েছি। মনে পড়ে কলেজের ছাত্রজীবনে একদিন কলকাতার এলবার্ট হলে উত্তর পাড়ার বিখ্যাত বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনেছিলাম। বক্তৃতার মধ্যে তিনি নিজের ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় প্রসারিত করে ওজস্বিনী ভাষায় বলেছিলেন "এই হাতে একদিন বোমা তৈরী করেছি"। সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ শ্রোতাদের সপ্রশংস উচ্ছ্বাস প্রচণ্ড হর্ষধ্বনির সৃষ্টি করেছিল সভাগৃহে। আমিও ভাবাবেগে ও পুলকে শিহরিত হয়েছিলাম সেদিন। নিজের হাতে যখন লোহার রড কেটেছি তখন আমিও ভেবেছি আমিও তো বলতে পারি নীতির আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে এই হাতে আমিও প্রকাশ্য রাজপথে সাধারণ শ্রমজীবির মত লোহা কেটেছি। আর এই হাতে সিমেন্টের বস্তা মুটের মাথায় তুলে দিয়ে সারাদেহে সিমেন্টের ধূলা মেখে ভূত সেজেছি। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ল। আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট আমাদের গ্রামে অবস্থাপন্ন ঘরের সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে সে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়তো। সে আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত ও ভালোবাসত। অনেকদিন বিকেলে বা ছুটির দিন সে দোকানে আমার কাছে আসত। একদিন সে অভিমান ক্ষুণ্ন কণ্ঠে তার এক জ্যাঠামশায়ের বিরুদ্ধে আমার কাছে অভিযোগ জানাল। অভিযোগ এই যে তার ঐ জ্যাঠামশাই আমার নামটা ( সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিশক্তি ঠিকমত কাজ না করায় ) ঠিকমত স্মরণ করতে না পারায় আমাকে 'সিমেন্টওয়ালা' বলে উল্লেখ করেছেন। 'ওয়ালা' ভাষার কথাগুলো যাদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হত, উচ্চ অথবা উচ্চাসিক সম্প্রদায়ের বিত্তশালী লোকেরা সাধারণতঃ তাদের প্রতি অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশের জন্যই তা করতেন। ঐ ছেলেটি আমাকে অত্যন্ত সম্মান ও সম্ভ্রমের চোখে দেখে। আমার সম্পর্কে 'সিমেন্টওয়ালা' শব্দ প্রয়োগে সে মনে ব্যথা পেয়েছিল এবং অভিমানের সুরে তার

জ্যাঠামশাইয়ের এই উক্তির প্রতিবাদ জানিয়েছিল আমার কাছে। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি যে সিমেন্ট ব্যবসায়ী সে কথা তো সত্য। তবে সিমেন্ট ব্যবসায়ে নামায় আমার চারিত্রিক অবনতি কিছু হয়েছে বলে কি তুমি লক্ষ্য করেছ? আমার প্রতি তোমার নিজের মনোভাবের যদি কিছু পরিবর্তন না হয়ে থাকে তা হলে বুঝে গলার কাজ তো শুরু হয়েছে। তোমার মত আরও অনেক লোকতো সেই রকম একই চোখে দেখবে আমাকে। এর ফলে শ্রমের মর্যাদা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হবে তথাকথিত ভদ্রসমাজে। জানি না আমার কথায় ছেলেটির মনের দ্বন্দ্ব সেদিন অপসারিত হয়েছিল কিনা তবে আমার প্রতি তার আচরণের কোন পরিবর্তন কোনদিন দেখিনি তখন থেকে আজ আমার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে পারি ছেলেটি পরে এ্যাটর্নিশিপ পাশ করে কলকাতার এক বিখ্যাত বিলাতী এ্যাটর্নি ফার্মের অংশীদার হয়েছিল—উহার জীবনে। আজও সে আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পূর্বের মতই অটুট রেখে জীবিত আছে।

দোকানের কাজ নিয়মিত ভাবে নিষ্ঠার সাথে করে গেলেও শুধু পয়সা উপার্জনের জন্য এইভাবে জীবনযাপন করা আর আমার ভালো লাগছিল না। মনের মত অবদানমূলক কোন একটা কাজে আত্মনিয়োগের জন্য মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা বোধ করছিলাম। এই সময়ে খবরের কাগজে দেখলাম শ্রীরামপুরে তিনদিনব্যাপী হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সম্মেলন ও প্রদর্শনী হবে। শ্রীরামপুর সম্মেলনে উপস্থিত হলাম একদিন। বাল্যকাল থেকে গ্রন্থাগারের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল। আমাদের গ্রামের ছোট গ্রন্থাগারটি লালনপালনের দায়িত্ব বারো, তেরো বছর বয়স থেকে প্রধানতঃ আমার উপর পড়েছিল। সে কথা আগেই বলেছি। সেজন্যে থাকা-কালে গ্রন্থাগার বিদ্যার প্রতি আমার আকর্ষণের কথাও ইতিপূর্বেই বলেছি। শ্রীরামপুর সম্মেলন আমার গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহকে পুনরায় জাগ্রত করলো এবং ঐ বিদ্যাশিক্ষার জন্য বরোদা যাবার জন্য আমি পুনরায় আগ্রহী হলাম।

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের তখনকার সেক্রেটারী শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাথে পরিচয় এবং আলাপ আলোচনা হল। বরোদায় গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি বাঁসবেড়িয়ার কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এবং সেক্রেটারী শ্রীতিনকড়ি দত্তের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দিলেন। উহারে আমাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। কিন্তু কিছু কারণ অনুমান করা ছাড়া ঠিক কেন জানি না ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান খান বাহাদুর খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লা এবং ঐ লাইব্রেরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার আমাকে কিছু নিরুৎসাহ করেছিলেন। বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মুনীন্দ্রবাবু ও তিনকড়ি বাবুর সঙ্গে এই সময় থেকে আমার যে অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিল তা তাঁদের উভয়ের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অটুট ছিল।

বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগারসমূহের ডিরেক্টর নিউটন মোহন দত্তকে দীর্ঘদিন পূর্বে আমাকে লেখা তাঁর চিঠির উল্লেখ করে বরোদার গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষালাভের সুযোগ পুনরায় আমাকে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলাম। বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও চিঠির কোন জবাব না পেয়ে ধরে নিলাম পূর্বে তাঁর সম্মতিসূচক চিঠির সুযোগ না নেওয়ার জন্য তিনি সম্ভবতঃ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ক্ষুণ্ন এবং দুঃখিত হলাম। কিন্তু কি আর করব ভেবে পেলাম না। এই সময়ে খবরের কাগজে প্রচারিত বরোদা সরকারের এক বিজ্ঞাপনের প্রতি আমার

দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। ঐ বিজ্ঞাপনে কুটির শিল্প হিসেবে ছাতা তৈয়ারী, চামড়ার শিল্পকাজ, কাপড় কাচা সাবান তৈয়ারী ইত্যাদির যে কোন একটি বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে। বয়োসীমা যাবার অনুকূল চিঠি পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। ভাবলাম সুযোগ যদি পাই সাবান তৈয়ারীর শিল্পটা শিখে নেব। দরখাস্তের উত্তরে বঙ্গীয় সরকারের শিল্পবিভাগের চীফ কেমিষ্ট ডক্টর আর. এল দত্তের (রসিকলাল দত্ত) সঙ্গে থ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে তাঁর আপিসে দেখা করার জন্য চিঠি পেলাম। সেখানে উপস্থিত হয়ে জানলাম প্রায় আটশ দরখাস্তকারীর মধ্যে ৭০/৭৫ জনকে সাক্ষাৎকারের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে থেকে বাছাই করে মাত্র ৭/৮ জনকে নেওয়া হবে। নাম রসিকলাল দত্ত হলেও তাঁকে দেখে নিতান্ত নীরস কাঠখোট্টা গোছের বেরসিক লোক বলেই মনে হল। যেন বিদায় করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে বেজার মুখে রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন "আপনি তো আর্টস গ্রাজুয়েট। কাপড় কাচা সাবান তৈয়ারীর শিক্ষা নিয়ে আপনি কি করবেন? এ কাজে কি আপনার মন বসবে? সায়েন্স নিয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করার পর শিল্পোৎপাদনের উদ্দেশ্যেই অর্থনীতির পাঠ নিয়েছিলাম বি. এ. ক্লাসে, সে কথা খুলেই বললাম। এখন সাবান শিল্পের ব্যবহারিক শিক্ষা নিয়ে তাকে কাজে লাগাতে চাই বলায় প্রশ্নকর্তার গম্ভীর মুখে যেন ঈষৎ প্রসন্নতার আভাস দেখা গেল। তবু নির্বাচনের আশা ছেড়ে দিয়েই চলে এলাম। কিন্তু কয়েকদিন পর চিঠি পেয়ে জানলাম আমি নির্বাচিত হয়েছি।

এই কুটির শিল্পে শিক্ষা লাভের জন্য মোটামুটি ছয় মাস সময় নির্ধারিত ছিল। বেলেঘাটার ওদিকে কোথায় যেন তেরি নৌকার খাল পার হয়ে পাগলাডাঙা নামে এক জায়গায় বঙ্গীয় সরকারের শিল্প গবেষণাগারে (Industrial Research Laboratory) শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা। সেখানে প্রতিদিন বেলা সাড়ে ১০টা থেকে ৩/৩.৩০ পর্যন্ত হাতে কলমে শিক্ষা নিতে হবে। মামাতো ভাইকে ব্যাপারটা বললাম। বললাম, তিনি সম্মত থাকলে শিল্পটা শিখে নিতে চাই। মাস দেড়েকের জন্য ঘুপচিটা ছাড়া পেলে সকালে ১/১.৩০ পর্যন্ত এবং বিকেলে ৪ ৩০/৫ থেকে রাতে যতক্ষণ দোকান খোলা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি দোকানে থাকব। তিনি সম্মত হলেন।

এই ব্যবস্থামত আমি প্রতিদিন বেলা ১টার পর স্নানাহার সেরে সাইকেলে ভবানীপুর থেকে পাগলাডাঙা যেতাম এবং বিকালে সেখান থেকে এসে সাড়ে চারটে, পাঁচটায় দোকানে যেতাম। আমরা ৭/৮ জন যুবক লোহার খুব বড় বড় টবের মত কড়ায় রাসায়নিক দ্রব্যসহ চর্বি ফুটিয়ে সাবান তৈরী করতে শিখতাম। আমাদের বলে একজন হুসাইন সাহেব এম. এস. সি পাশ করা যুবকও ছিলেন। তিনি সর্বদাই এই শিক্ষাটা একটা সময়ের অপচয় বলে মন্তব্য করতেন। নোয়াখালির এক মুসলমান যুবক ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মাত্র ১৫/১৬ বছর বয়সে এক সেবাদলের সাথে তিনি মেসোপটেমিয়ার গিয়েছিলেন এক যুদ্ধ শিবিরে। সেখানকার হাসপাতালের নার্সদের অনেক রসাত্মক কাহিনী শোনাতেন তিনি আমাদের। এইভাবে গল্পগুজবে এবং হালকা কাজের মধ্যে দিয়ে দেড়মাস সময় কেটে গেলে যথারীতি পরীক্ষা নেওয়া হল আমাদের। আমাদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেটও পেলাম। কিন্তু সকলেরই ধারণা হল সত্যই আমাদের এই সময়টা নষ্ট হল। এই শিক্ষায় বিশেষ কোন লাভ হবে না। সরকারের সমস্ত আয়োজনটাই

যেন সুষুমার প্রচারধর্মীতায় ছিল। কলকাতার বাসস্থানী অঞ্চলে ছোট ছোট সাবান তৈরীর অনেক কারখানা ছিল। সেখানে যোগাযোগ করে আমরা আরও নিরুৎসাহ হলাম। সেখানকার কারখানার মালিক প্রায় সকলেরই দুরবস্থা। কারও কাছে কোন আলার বাণী শুনলাম না। মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। আবার দোকানের কাজেও উৎসাহ পাচ্ছিলাম না মনে। আমার মনের অস্থির অধিপতি মনের মধ্যে বেশ নড়াচড়া করতে লাগলেন। 'কি করি কি করি' অস্থির চিত্তে এই চিন্তা করছি এমন সময় ১৯৩৩ সালের বোধ হয় জুন মাসে সুদূর সুমেরী পাহাড়ের এক হোটেল থেকে নিউটন মোহন দত্তের নিজ হাতে লেখা মোটামুটি দীর্ঘ এক চিঠি পেলাম।

নিউটন মোহন দত্ত লিখেছেন, তিনি আমার চিঠি পেয়েছেন। দীর্ঘদিনের ছুটিতে তিনি সুমেরিতে আছেন। তাছাড়া কিছুটা তাঁর স্বভাবগত আলস্য বশতঃ চিঠির উত্তর দিতে বেশ দেরী হয়েছে। তাঁর ছুটি শেষ হলে জুলাই মাসের প্রথমে তিনি বরোদা যাবেন। সে সময়ে আমি বরোদা গেলে আমাকে তিনি লাইব্রেরীর কাজকর্ম শেখার সুযোগ দেবেন। আরও লিখেছেন শীঘ্র চাকরি থেকে অবসর নেবেন। আমি বরোদা যাওয়া সাব্যস্ত করলে বিলম্ব করা সঙ্গত হবে না। তিনি পৌঁছবার আগে আমি যদি পৌঁছই তা হলে আমার যাতে অসুবিধে না হয় সে জন্য তিনি সেখানে চিঠি লিখে দিচ্ছেন। অতঃপর আমার অস্থির চিত্ত বরোদা যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে এতদিনে কিছু স্থির হল।

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন কলকাতায় হবার এবং সেই সময়ে 'ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' (Indian Library Association) গঠনের তোড়জোড় চলছিল করেক মাস আগে থেকে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পাঞ্জাবী মুসলমান লাইব্রেরিয়ান আসাদুল্লা সাহেব ছিলেন এই তোড়জোড়ের প্রধান হোতা। তখন পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রীয় ছিল। লাহোরের হেলি কলেজ অফ্ কমার্সের (Hailey College of Commerce) লাইব্রেরিয়ান রতনচাঁদ মানচান্দা ছিলেন পাঞ্জাবের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক উৎসাহী কর্মী। ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তুতি কাজে সাহায্য করার জন্য আসাদুল্লা সাহেব মানচান্দাকে করেকমাস আগে কলকাতায় নিয়ে আসেন। কলকাতায় এসে তিনি ভবানীপুরে ছিলেন, আমাদের দোকানের কাছাকাছি। একদিন কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। তারপর তিনি মধ্যে মধ্যে আমার সাথে দেখা করার জন্য আমাদের দোকানে আসতেন।

আমি গ্রন্থাগার পরিচালন বিদ্যাশিক্ষার জন্য বরোদা যাব শুনে তিনি আমাকে বললেন পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সে সময়ে ভারতবর্ষে একমাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাও আবার একবছর অন্তর সেখানে ঐ শিক্ষা দেওয়া হয় মাত্র কুড়িজন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে। শিক্ষার্থীদের অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। ঐ বছরে অক্টোবর মাস থেকে শিক্ষা দেওয়া হবে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য দরখাস্ত করার পরামর্শ দিলেন তিনি আমাকে। বরোদায় গ্রন্থাগার পরিচালন বিদ্যা হাতে কলমে শিক্ষা লাভের জন্য জুলাই মাসে আমি বরোদা যাচ্ছি সে কথা জানিয়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে (লাহোরে) অক্টোবর মাস থেকে গ্রন্থাগার বিদ্যাশিক্ষণের যে সেশন শুরু হবে সেই সময়ে আমাকে ভর্তি করার অনুমতি চেয়ে আমি সেখানে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম।

শোনা ছিল রথযাত্রার দিন যাত্রা করলে সে যাত্রা নাকি শুভ হয়। রথযাত্রার দিন সামনেই। ঐদিন

বরোদা যাত্রা করব স্থির করলাম। তখনকার অবিভক্ত বাংলাদেশের কোন বাঙালী তখন পর্যন্ত এদেশে অথবা বিদেশে গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন নি। দেশে গ্রন্থাগারিকদের মান মর্যাদা বিশেষ ছিল না এবং বেতনও মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না। কাজেই ঐ বিদ্যা শিখে আমার লাভ কি হবে সে কথা চিন্তা করে আমার হিতৈষী ব্যক্তিরা ও আত্মীয়স্বজন যাঁরা আমার বরোদা যাবার উদ্যোগের খবর পেলেন তাঁরা প্রায় সকলেই আমাকে নিরুৎসাহ করলেন। অবশ্য আমার বন্ধুদের কেউ আমাকে আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। যথেষ্ট অর্থোপার্জন যে আমার লক্ষ্য ছিল না। আমার আদর্শ ও মানসিকতার উপযুক্ত কাজ এইখানে পাব সেই কথা ভেবেই আমি এই পন্থা বেছে নিয়েছিলাম। কাজেই আমি নিরুৎসাহ না হয়ে আমার অভীষ্ট পথে চলার জন্য প্রস্তুত হলাম। নিউটন মোহন দত্ত লিখেছিলেন কলকাতা থেকে বরোদা সম্ভবতঃ ঘরে হয়ে যাওয়াই সুবিধা। আবার দিল্লী হয়েও যাওয়া যেতে পারে। দিল্লীর পথ আমার পরিচিত বলে আমি দিল্লী হয়েই যাব বলে স্থির করলাম। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই রওয়ানার দিন সন্ধ্যার পর আমার মামাতো ভায়ের জন্য নিজের মনে কিছু দুঃখ আর মাথার অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হলাম দিল্লী এক্সপ্রেস ধরার উদ্দেশ্যে।

(ক্রমশঃ)

# ভাষার অবগুণ্ঠন

## দুর্বাদলের চক্রবর্তী

### পশ্চাৎপট

আবহমান উপাখ্যানে ব্যাবিলন এক তুলনাহীন নিঃসঙ্গতা নিয়ে বিরাজমান। সেই উপাখ্যানের ধূসর স্মৃতি কল্পনায় রঞ্জিত হয়েছে। সেই স্মৃতিতে আছে আতঙ্ক ও ভীতি, কেন না, সেগুলিও মানুষিক উত্তরাধিকার। সম্মোহনী আশার ছলনায় একদা ব্যাবিলনবাসীরা স্বর্গকে ছুঁতে চেয়েছিল। তাই তারা একটি বিরাট নগরী এবং গগনচুম্বী সৌধ নির্মাণে ব্রতী হয়েছিল, যাতে উদ্ভাসিত হতে পারত তাদের সুউচ্চ গরিমা। সিনারের মাটিতে শুরু হয়েছিল সেই বিশাল কর্মকাণ্ড। কিন্তু অলক্ষ্যে হয়তো ঈশ্বরের মুখে ছিল এক দুর্জ্ঞেয় হাসি। আশায় সম্মোহিত মানুষকে তিনি বিভ্রান্ত করলেন। ভাষা হল অবগুণ্ঠিতা। তাই সৌধ নির্মাণের শুরুতেই শেষ হল মানুষের কর্মকাণ্ড। ভাষার অবগুণ্ঠনের উন্মোচন হল না, মানুষে মানুষে সংযোগের সেতু রচিত হল না। উদ্‌ভ্রান্ত শ্রমিকেরা নিজেদের প্রকাশ করতে না পারার বেদনা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রদেশে। এই কপোল কল্পনার কাহিনীটির মধ্যে নিহিত আছে ভাষার ভিন্নধর্মী প্রকাশ।

ভাষার প্রতিকূলতাই ব্যাবেলবাসীর স্বপ্নকে রূপান্তরিত করেছিল দুঃস্বপ্নে। সেই ভাষার অবগুণ্ঠনই উত্তরকালে সাহিত্য, শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। লাটিনের মত মৃতপ্রায় ভাষা সীমিত

ছিল মুষ্টিমেয় কিছু বিদ্বজ্জনের মধ্যে। সাধারণের কাছে সে ভাষার প্রবাহ ছিল রুদ্ধ। তাই সতেরো শতকে ইউরোপের বিজ্ঞানীরা বুঝেছিলেন যে তাঁদের চিন্তার রত্নরাজীকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হলে একটি সহজ সরল এবং বেগবতী ভাষা প্রবাহের প্রয়োজন। তাই নিউটন, গ্যালিলিও, ডেকার্তে সশ্রদ্ধ চিত্তে লাটিনকে পাশে সরিয়ে রেখে সহজ অথচ সাবলীল মাতৃভাষায় শুরু করলেন বিজ্ঞান চর্চা। আর এইভাবে দুরূহ অথচ রক্তকণীয় লাটিনের যুগ শেষ হলে পর, শুরু হল বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনিঃশেষ প্রবাহ। কিন্তু এতেও ঈপ্সিত ফললাভ হল না, কেন না, আঞ্চলিক ভাষাও একটি মাত্র অঞ্চল বা দেশের মধ্যেই সীমিত, তাই অন্য ভাষাভাষীদের কাছে সে অগম্যই রয়ে গেল। অভিশপ্ত ব্যাবেলবাসীর মতই এ যুগের মানুষও ভাষার জটিল আবর্তে তাদের সফলতার চাবিকাঠি হারিয়ে ফেলল। ব্যাবেলের বেদনা তাই যুগযুগান্ত পেরিয়ে আজও ধ্বনিত।

## ভাষা অন্বেষা

জীবনের প্রয়োজনেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। ভাষার ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম নয়। মানুষের প্রয়োজনেই ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল, তাই মানুষের চাহিদার জন্যই ভাষার আরো কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকেই যায়। ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষেরা যখন একের চিন্তাধারা এবং অনুভূতি অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয় তখনই একটি দ্বিতীয় ভাষা মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এবং এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাষা যা বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে একটি সেতুর মতই বিরাজমান। তাই ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রখ্যাত ভাষাবিদ্‌রা সচেষ্ট হয়েছিলেন দ্বিতীয় একটি ভাষার অন্বেষণে। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিস্বরূপ জন্ম নিল এস্‌পারেন্তো। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে লুডোবিক ল্যাজারাস জ্যামেন্‌হফ নামে এক প্রখ্যাত পোলাণ্ডবাসী চিকিৎসক এই ভাষার উদ্ভাবন করেন।[১] এই ভাষাকে তিনি দিতে চেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক মর্যাদা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঐ বছরেই ডক্টর এস্‌পারান্তো এই ছদ্মনামের অন্তরালে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এস্‌পারেন্তোকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে এই ভাষার মাধ্যমেই তিনি অনুবাদ করেন কিছু চিরায়ত সাহিত্য যেমন হ্যামলেট, মলিয়ারের নাটক, গেটে ও গোগলের অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি[২]। কিন্তু তবুও ভাষার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হল না, রয়ে গেল সে অনন্ত রহস্যই সাধারণের কাছে। তাই লুডোবিকের আশা স্বপ্নেই থেকে গেল, বাস্তবায়িত হল না। যদিও এস্‌পারেন্তো এখনো নিশ্বাস নিচ্ছে মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে।

## ভাষার উদ্‌বর্তন

বিজ্ঞানের অগ্রগতি তথা বৈজ্ঞানিক তথা সমগ্র বিশ্বের কাছেই আজ কাম্য এবং কাঙ্ক্ষিত। বিজ্ঞানে অগ্রগণ্য দেশও অনাদেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। তাই অভিলাষিত ফললাভের উদ্দেশ্যে এক দেশের মানুষ অন্য দেশের ভাষাকে আপন করে নিতে চায়। বিভিন্ন ভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনা দ্রুত প্রসার লাভ করছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বৈজ্ঞানিক রচনাসমূহের দ্রুত স্ফীতি আশঙ্কাজনক। অনেকেই মনে করেন এই স্ফীতিই তথ্য বিস্ফোরণের অনিবার্য কারণ।

সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের মতই ভাষারও আছে উত্থান পতন। আরও আছে উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আদান প্রদানে যেমন শতকে লাটিন হয়েছিল ব্যর্থ, ঠিক তেমনি পরবর্তীকালেও এই বৈজ্ঞানিক ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আধুনিক ভাষাসমূহের মধ্যে এক প্রবল

প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়। আজ যে ভাষাকে মনে হয় অবশ্যম্ভাবী আগামীতে জন্য ভাষার উদ্‌ভবে সে তার আবশ্যিকতা হারিয়ে ফেলে। বিশ শতকের আদিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বাহক হিসেবে ফরাসী এবং জার্মান ভাষার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরেজী ভাষা ফরাসী ও জার্মানকে পিছনে ফেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে স্বকীয় মহিমায়। তবুও ইংরেজি ভাষার এই অগ্রগমনে সন্দেহ থেকেই যায়—অন্য কোন ভাষা তাকে অতিক্রম করে যাবে না তো? এখন কিন্তু বিজ্ঞানের গবেষণার অর্ধেকেরও বেশি প্রকাশিত হচ্ছে অন্য ভাষার মাধ্যমেই। রসায়নের ক্ষেত্রে রাশিয়ান ভাষার প্রকাশনা ২৩.৪ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে।[৫] বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিতে জাপানের পদক্ষেপও সুস্পষ্ট। আবার চীনা ভাষার অগ্রগতিও লক্ষণীয়। অনেকেই মনে করেন যে আগামী শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় চীনা ভাষার অবদান সমগ্র বিশ্বের কাছেই প্রতিভাত হবে এক বিস্ময়রূপেই। জনসংখ্যা যদি জনসমৃদ্ধির প্রতীক হয়, গারফিল্ড মনে করেন, হয়তো আগামী দশকে পৃথিবীর মানুষ চীনা ভাষাকেই অভিবাদন জানাবে তাদের অভিব্যক্তির বাহন হিসেবে।

## ভাষান্তরের সমস্যা ও সমাধান

বৈজ্ঞানিক রচনার এই ব্যাপক বিস্তৃতি ও বিচ্ছুরণ বিজ্ঞানী এবং গ্রন্থাগারিকদের জগতে এক আলোড়ন এনেছে। আমেরিকাবাসী এক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্পুটনিক সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—স্পুটনিকের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশ্ববাসীকে পদার্থবিদ্যার জ্ঞান ছাড়াও রুশ ভাষার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।[৬] সুতরাং ভাষার এই অবগুণ্ঠন উন্মোচনে বিজ্ঞানীদের অনুপ্রবেশ করতে হবে অনেক ভাষার অন্তরে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনুধাবনের জন্য রাশিয়ার মত অনেক দেশই সচেষ্ট হয়েছে নিজেদের ভাষার সমান্তরালভাবে অন্য একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষায়। কিন্তু ভাষা শিক্ষার এই প্রচেষ্টা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সময়সাপেক্ষ এবং ভাষা শিক্ষায় যদি তাঁদের সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে, তাহলে মূল বিষয় বা নাকি বিজ্ঞান চর্চা সেটাই হবে অবহেলিত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভের জন্য বিশ্বের অধিকাংশ বিজ্ঞানীদেরই অধিক সময় ব্যয়িত হয় অধ্যয়নে। বিষয়টি যে ভাষাতেই প্রকাশিত হোক না কেন, বিদেশী ভাষায় যদি সে বিজ্ঞানীর অধিগম্যতা না থাকে, তবে স্বভাবতই তাঁকে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। তাই বিশেষ নিবন্ধটির সারমর্ম উদ্ধারের জন্য তাঁকে নিজেকে সেই ভাষা জানতে হবে অথবা অর্থের বিনিময়ে সেই নিবন্ধটির অনুবাদ সংগ্রহ করতে হবে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা সহজেই করা যায় যদি বিজ্ঞানের জগতে বহুল প্রচলিত কয়েকটি ভাষা যেমন জার্মান, ফরাসী, রুশ, জাপানী এবং ইংরেজি-র মাধ্যমে নিবন্ধগুলির অনূদিত রূপ উপস্থাপিত করা যায় বিজ্ঞানীর কাছে। এই সমস্যা সমাধানে অ্যাবস্ট্রাক্টিং পত্রিকাগুলির এক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অসংখ্য পত্রিকায় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত অভিন্ন বিষয়কে একই স্থানে সন্নিবেশিত করে ইনডেক্সিং ও অ্যাবস্ট্রাক্টিং পত্রিকাগুলি। বস্তুত পৃথিবীর পঞ্চাশটি ভাষায় প্রকাশিত রচনাসমূহকে আয়ত্তের মধ্যে এনেছে এই মাধ্যমিক পত্রিকাগুলি।

মহাকাশে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম স্পুটনিক উৎক্ষেপণ বিস্মিত আমেরিকাকে মুখর করে তুলেছিল আত্মসমালোচনায়। পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারা সচেষ্ট হল তাদের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয়ে। দেখা গেল, রাশিয়ার সার্থক মহাকাশ অভিযানে তার বিজ্ঞানীরা ইংরেজি ভাষার সাহায্য নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। পক্ষান্তরে

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা বিশেষ প্রয়াসী হননি রুশ ভাষার বাধা অতিক্রমণে।

এই সমস্যা সমাধানে আমেরিকার ন্যাশানাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন একটা সার্বিক প্রকল্পে আগ্রহী হল, কিন্তু ন্যাশানাল ইন্‌স্টিটিউট অব্ হেলথ যোষহয় অধিকতর কর্মকুশলতার পরিচয় দিল কেবলমাত্র নির্বাচিত নিবন্ধের অনুবাদ-প্রকল্পের মাধ্যমে। ফলে সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞানের নতুন কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা সহজেই ভাষার বাধা অতিক্রম করে সেই অগ্রগতির অংশীদার হতে থাকলেন। সরকার সমর্থিত এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এই অনুবাদ সংস্থাগুলি ভাষা সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক সফলতা অর্জন করলেও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানে কিন্তু তাদের ব্যর্থতা থেকেই গেল। সরকার আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সংস্থার তথ্য-প্রবাহের সাবলীলতাকে কতকগুলি বিধিনিষেধের দ্বারা অবরুদ্ধ করেন। ফলে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছান গেল না। পরিকল্পনার ব্যাপকতায় বিবেচিত হল না আর্থিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণগুলি। কারণগুলি ব্যবস্থাপনার এই অতিকায় রূপটি বিভীষিকারূপেই সবার কাছে প্রতিভাত হল। যারা অতিকায় সংস্থার পৃষ্ঠপোষক তারাও বিপন্ন বোধ করলেন। অনেক গবেষণা-কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার রুশ এবং ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দুটি সংস্করণই বাধ্য হলেন কিনতে যদিও অনূদিত সংস্করণটি কখনো কখনো প্রকাশিত হয় বছরের ব্যবধানে। আবার অনূদিত সংস্করণটি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হলেও সেগুলি অব্যবহৃত থেকে যায় অধিকাংশ সময়ই। এই অভিজ্ঞতা স্বভাবতই সুখকর নয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অনুবাদ ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ এবং এর জন্য বিভিন্ন ভাষা ও অনূদিত বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য সুতরাং বিজ্ঞানী ও গ্রন্থাগারিকের কাছে একই নিবন্ধের পুনরানুবাদ ব্যয়বহুল ও শ্রমসাপেক্ষ। এই নিষ্ফল প্রচেষ্টাকে ফলবতী করার জন্য বিজ্ঞানী ও গ্রন্থাগারিকদের প্রাক্ অনূদিত নিবন্ধগুলি বা যেগুলি অনূদিত হতে চলেছে সে সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন।

রঙ্গনাথনের মতে ভাষা সমস্যাটি একটি ত্রিভুজের মতো ৫। পূর্বে এই ব্যক্তিকেন্দ্রীক সমস্যাটির সমাধানে এককভাবে সেই বিজ্ঞানীকে এগিয়ে যেতে হত বিদেশী ভাষার গ্রন্থিমোচনে। কিন্তু অধুনা অনুবাদের কাজে নিযুক্ত কিছু সংস্থা বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরিচয় ঘটানোর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এখন আর একভাবে কোন বিজ্ঞানীকে ভাষার গ্রন্থীমোচনে উদ্যোগী হতে হয় না, অনুবাদ সংস্থাগুলিই তাঁর কাজ করেছে সহজতর। কয়েকটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনুবাদ সংস্থার প্রয়াস এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য। চিকাগোর ন্যাশানাল ট্রান্সলেসন সেন্টার এবং তার মাসিক মুখপত্র ট্রান্সলেসন রেজিস্টার ইনডেক্স, ডেলফ্‌টের ইন্টারন্যাশানাল ট্রান্সলেসন সেন্টার এবং তার মুখপত্র ওয়ার্ল্ড ট্রান্সলেসন ইনডেক্স ব্রিটিশ লাইব্রেরি লেনডিং ডিভিশন এবং তার মাসিক ঘোষণাপত্র উল্লেখের দাবী রাখে। বিভিন্ন ভাষায় নানা অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এইসব অনুবাদ গ্রন্থের তালিকা প্রকাশে ইউনেস্কো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সংস্থার বার্ষিক প্রকাশন 'ইনডেক্স ট্রান্সলেসনউম' সংকলন করে চলেছে রাষ্ট্রপুঞ্জভুক্ত দেশগুলিতে প্রকাশিত অনূদিত গ্রন্থের বিবরণ।

ভাষার সেতুবন্ধনে ইউরোপের কয়েকটি পত্রিকার প্রয়াস প্রশংসনীয়। যেমন, Riviste Italiane

Di Paleontologia Stratigrafia, Neues Jahrbuch fur Geologie Und Palaontologie Monatshefte Stuttgart, Estudios Geologicos (Madrid) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দীর্ঘ প্রবন্ধ নয়, পত্রিকার কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত অংশ যেমন পত্রিকার শিরোনাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, প্রবন্ধের সারাংশ, সারশব্দ ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষার অন্তরায় কিছুটা অপসারণ করেছে এইসব পত্রিকাগুলি। আবার কোন কোন পত্রিকা যেমন Quaternary Research (রাশিয়ান), Atomnaya Energiya (রাশিয়ান) ইউডিসি নম্বর সংযোজন করে প্রবন্ধের বিষয়টি গ্রন্থাগারিকদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে।

কিছু কিছু গবেষণা সংস্থার অনুবাদ বিভাগের তৎপরতা তাৎপর্যপূর্ণ। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য উদ্যম নিতে দেখা যায় দ্য রবার অ্যাণ্ড প্লাস্টিক্স রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন'-কে। ১৯৭৪ সালের মে মাসে এখান থেকে প্রকাশিত হল একটি অনুবাদ পত্রিকা। তার নাম হল 'ইন্টারন্যাশনাল পলিমার সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি'। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, জাপান ইত্যাদি দেশের পত্রিকাসমূহের প্রবন্ধাদি অনুবাদের আস্বাদ নিয়ে এই পত্রিকাখানি নতুন সম্ভাবনায় দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। পত্রিকাটির প্রথম অংশে মুদ্রিত হয় বিভিন্ন প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ। পাঠকের প্রয়োজনে নির্বাচিত প্রবন্ধের পূর্ণ অনুবাদ সরবরাহ করারও ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুবাদগুলিই ঐ পত্রিকার দ্বিতীয় অংশকে সমৃদ্ধ করে তোলে। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ যেখানে দেওয়া সম্ভব হয় না সেখানে এমন সারাংশের ব্যবস্থা করা হয় যা মূল রচনার প্রয়োজন মেটাতে পারে। এইভাবে উৎকৃষ্ট মানের অনেক প্রবন্ধই জিজ্ঞাসু পাঠকের অগোচরে থেকে গেছে। তবে অধিকাংশ সারায়নের কাজই ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষার আশ্রয়েই পরিপুষ্টি লাভ করেছে। বিদেশী প্রকাশনার ইংরেজি সারায়নের এই তালিকা বিশাল। দু-একখানি নাম প্রসঙ্গত স্মরণীয়। যেমন, 'ইউ এস এস আর সায়েন্স অ্যাবস্ট্রাক্টস', কম্যুনিস্ট চাইনিজ সায়েন্টিফিক অ্যাবস্ট্রাক্টস'। ইংরেজি ছাড়া অন্য-ভাষার অনেক পত্রিকার এইসব ইংরেজি সারায়ন স্থান পেতে শুরু করল। বিশেষকরে জাপানী পত্রিকায় এই ইংরেজি সারায়নে নজির দেখা যায়। এইসব পত্রিকার উল্লেখ আছে 'অ্যাসলিব'-এর 'ক্লাসিফায়েড ডিরেকটরি অব্ চাইনিজ পিরিওডিকাল'-য়ে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুবাদ সংস্থাগুলির সক্রিয় ভূমিকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ যেগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে বা হতে চলেছে তাদের সঠিক বিবরণ বহুল প্রচারিত নয়। ফলে বিজ্ঞানীদের কাছে অনূদিত নিবন্ধের তথ্য অজানাই থেকে যাচ্ছে। এমনও দৃষ্টান্ত আছে যে আলার্টন প্রেস এবং ম্যাসাচুসেটসের অ্যাডটেক স্কুল অব্ ল্যাংগোয়েজেস' —এই দুই সংস্থাই 'হাঙ্গো ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স বুলেটিন' অনুবাদ করে চলেছে। আবার মূল পত্রিকা 'সাইবারনেটিকস' অনূদিত হচ্ছে 'প্লেনাম পাবলিশিং কর্পোরেশন' এবং এন টি আই এসন্যাশনাল টেকনি-কাল ইনফরমেশন সার্ভিস)-এর মাধ্যমে ৬।

এ ধরণের দৃষ্টান্ত শক্তি, সময় এবং অর্থের অপচয়েরই নামান্তর। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে কোন পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ অথবা তার নির্বাচিত প্রবন্ধের অনুবাদ—কোনটি বিজ্ঞানীর কাছে শ্রেয় ও সুলভ? বিষয়টি বিতর্কিত।

অ-রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা যেমন অনুবাদের সাহায্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি সম্বন্ধে অবহিত হন, ঠিক তেমন রাশিয়ান বিজ্ঞানীদেরও আন্তর্জাতিক গবেষণার ফল আহরণের জন্য অন্য কোন সমৃদ্ধ ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি যা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তার দ্বারস্থ হতেই হয় ৭।

কোন পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশকের আর্থিক সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে। প্রসঙ্গত আমেরিকা-বাসী কোলম্যানের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করা যেতে পারে। চৌত্রিশ বছর আগে আর্ল কোলম্যান বিভিন্ন ভাষার বিশেষ করে সোভিয়েত ভাষায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে প্রভূত আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন ৮। বিশেষ বিশেষ নিবন্ধের অনুবাদ থেকে তিনি ক্রমশ পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে প্রয়াসী হন। এবং তিনিই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের পথ প্রদর্শক। বর্তমানে পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বিলম্বিত হওয়ার বিজ্ঞানের মূল অগ্রগতিতে তারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না। 'কারেন্ট কনটেনটস্' এবং কারেন্ট অ্যাবস্ট্রাকটস অব কেমিস্ট্রি'-র পাঠকের স্বভাবতই সাম্প্রতিক এবং সর্বশেষ খবরাখবর থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সম্প্রতি যদিও সোভিয়েত ভাষায় জীবনবিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকার ইংরেজি সূচীপত্র অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ পত্রিকার নিবন্ধ সংক্ষেপ ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় না। সোভিয়েত পত্রিকায় ইংরেজি ভাষায় এই নিবন্ধ সংক্ষেপের সংযোজন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে। এবং সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের বিশেষ কোনি ভূমিকা থাকবে না।

## অনুবাদমূলক অভিধান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভিধানের বহুতাত্ত্বিকতা সমাদৃত। তবে বিদ্যার সর্ববিভাগেই অনুবাদমূলক অভিধান আছে। অনুবাদের কাজে এই সব অভিধানের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এদের সাহায্যে পাঠক মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারেন। কোন কোন বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ের জন্য এ জাতীয় অনুবাদ সহায়কই হয়। অনুবাদমূলক অভিধান সংকলিত হয়েছে অজস্র—ভাষাভেদের সমস্যা দূরীকরণের মানুষী প্রচেষ্টা। অজস্র অভিধান—কাজেই সেই অভিধানের রাজ্যে পৌঁছুবার জন্যও চাই পথের নির্দেশ। লাইব্রেরিয়ানের সম্মুখে দিশারী হিসেবে দাঁড়াতে পারে তিনখানি মহার্ঘ গ্রন্থপঞ্জী :

এক ॥ 'বিবলিওগ্রাফি অব্ ইণ্টারলিংগুয়াল সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড টেকনিকাল ডিক্শনারিস। পঞ্চম সংস্করণ। প্যারিস : ইউনেস্কো, ১৯৬৯। 'সম্পূরণী' অংশ হিসেবে দুমাস অন্তর নতুনের সংযোজন হয় ইউনেস্কোর-র দ্বিমাসিক পত্রিকা 'বিবলিওগ্রাফি, ডকুমেণ্টেশন, টার্মিনোলোজি'-তে।

দুই ॥ 'ফরেন ল্যাংগোয়েজ অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিক্শনারিস ইন দা ফিজিক্যাল সায়েন্সেস অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং : এ সিলেক্টিভ্ বিবলিওগ্রাফি। ১৯৫২-৬৩। ওয়াশিংটন, ডি. সি. : ন্যাশনাল ব্যুরো অব্ স্টাণ্ডার্ডস, ১৯৬৪।

তিন ॥ 'এ বিবলিওগ্রাফি অব্ সায়েণ্টিফিক, টেকনিকাল অ্যাণ্ড স্পেশালাইজড ডিক্শনারিস ; পলিগ্লট, বাইলিংগুয়াল অ্যাণ্ড ইউনিলিংগুয়াল'। চার্লস ভলব্ বুডচেনব্যাক এবং ই. আর. গার্নেট। ওয়াশিংটন, ডি. সি. : ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অব্ আমেরিকা প্রেস, ১৯৬৯।

অতএব, অভিধান সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক লাইব্রেরির পক্ষ থেকে তৎপরতা প্রত্যাশিত। আর এইসব

অভিধান সরবরাহের জন্য ইউনেস্কো, লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন এবং ইনস্টিটিউট অব্ লিংগুয়িস্টস-এর উদ্যম ও সহযোগিতা প্রশংসনীয়।

ভাষাই ভাবের বাহন; মানুষের আত্মপ্রকাশের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। ভাষা একটি স্বতস্ফূর্ত চিরায়ত সম্পদ যা জীবন, জীবনের আনন্দ এবং আর্তি তার অবক্ষয় ও উত্তরণের এক সার্থক অভিব্যক্তি। প্রতিটি ভাষাই যেন একটি পবিত্র মন্দির যেখানে অনুরণিত হয় মূক আত্মার মুখর বাণী, উচ্চারিত হয় মানুষের স্বপ্ন-সাধ অমোঘ বাসনা। মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, দূরের সঙ্গে নিকটের, চিরন্তনের সঙ্গে ক্ষণিকের অন্বয় ঘটে ভাষার মাধ্যমে। তাই ছায়াবৃতা রহস্যময়ী ভাষার অবগুণ্ঠন উন্মোচনে আলোক অভিসারী মানুষের শাশ্বত সাধনা।

## পাঠ নির্দেশিকা—


1. "Bable, Tower of" *In* Encyclopaedia Britannica, 14th ed., Vol 2, 1973. P944
2. "Esperanto" *In* Encyclopaenia Britannica, 14th ed., Vol 8, 1973. P709
3. Subramaniym, k. Scientific and Technical Information Resources. New York : Marcel Dekker, 1981. P167
4. Calber, R. The nature and function of Science, *Aslib Proc.* 16(7), 1968, 161-170
5. Ranganathan, S. R. "Triangle in translation Service". D R T C 7th. Seminar, Vol 2, 1969. P554
6. Grogan, Denis J. Science and Technology : An Introduction to the Literature. 3rd ed. London : Clive Bingley 1976. P293
7. Jybulewiez, A. "Cover-to-Cover translation of Soviet Scientific Journals". *Aslib Proc.* 22(2), 1970. 55-62
8. Garfield E. "Concerning Cover-to-Cover translation Journals" *In* Essays of an information scientist, Vol 1, 1977. P104
9. Gross, O. V. "Cover-to-Cover translation" [ A letter to the editor Commeating on editorial in Nature ] *Nature* 225, 1970, 4823
10. Garfield, E. 'Cover-to-Cover translation of Soviet journals—a wrong solution of the wrong Problem". *In* Essays of an information scientist. Vol 1, 1977. P3[illegible]


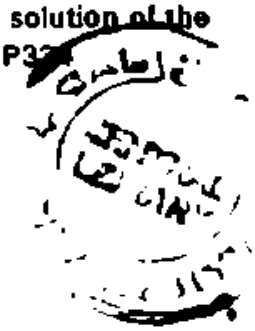

# যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু

অসিতাভ দাস

১। ভূমিকা—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।

—রবীন্দ্রনাথ

যে দেশ আলো দিল, বাতাস দিল, মুখে দিল অন্ন-জল, দিল পরনের বস্ত্র তার প্রতি যদি সেই দেশের শ্যামলস্নেহে প্রতিপালিত সন্তানদের ভালোবাসা না থাকে, তবে তারা কেবল অকৃতজ্ঞ নয়,—নিতান্ত অধর্ম। স্বদেশের কাছে মানুষ সকল দিক দিয়েই ঋণী। স্বদেশপ্রীতি সেই ঋণ স্বীকার ও ঋণ শোধের উপায় মাত্র। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম-প্রেম যখন সংকীর্ণতার অন্ধকূপে বন্দী হয়ে উগ্র ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ করে, তখন স্বদেশপ্রেম পদদলিত হয়। তখনই দেখা দেয় জাতীয় সংহতির সংকট।

২। গ্রন্থাগার ও জাতীয় সংহতি—

হিন্দু-না ওরা মুসলিম ? এই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

—নজরুল ইসলাম

শিক্ষান্বেষী মানুষের কাছে গ্রন্থাগার এক চির-আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞান-তীর্থ, সেখানে সে তার মুক্তির সন্ধান পায়। খুঁজে পায় এক দুর্লভ ঐশ্বর্যের খনি। গ্রন্থাগারেই পাঠক সভ্যতার এক শাশ্বত ধারার স্পর্শ পায়, অনুভব করে মহাসমুদ্রের শত শত বছরের হৃদয় কল্লোল, শুনতে পায় জগতের এক মহা ঐকতান ধ্বনি। দেশে দেশে হৃদয়ে হৃদয়ে রচিত হয় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সেতু বন্ধন। আজ দেশের শহরে ও গ্রামে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার হয়েছে শিক্ষা প্রসারের অপরিহার্য অঙ্গ। গ্রন্থাগার এখন আর শুধু আনন্দ—বিনোদন নয়, চিন্তাবিদের তত্ত্বজিজ্ঞাসার উত্তরও নয়, গ্রন্থাগার বর্তমানে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজের বিচিত্র প্রবাহের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয়-সাধারণের অন্যতম মাধ্যম।

ভারতবর্ষ আজ নিদারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন। ভারতবাসীর সামনে সমস্যার পাহাড়। এটা বাস্তব যে কোন দেশই বা জাতি সমস্যার সঙ্কট থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু আমাদের সামনে আজ যে সঙ্কট বা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, যে সমস্যা নিয়ে দেশীরভাগ দেশবাসীই উদ্বিগ্ন এবং তা প্রতিহত করার জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর। সেই সমস্যা হল বিচ্ছিন্নতা-বাদীদের আন্দোলনের ফলে আমাদের দেশে জাতীয় সংহতি বিপন্ন। বহুবিধ কারণের ফলেই বিচ্ছিন্নতা-বাদীদের আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কেন আজ জাতীয় সংহতি বিপন্ন ও তার সমাধান কি হতে পারে, গ্রন্থাগারের আলোকে তার মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

## ৩। গ্রন্থাগার ও শিক্ষা ব্যবস্থা

অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ।

—রবীন্দ্রনাথ

আমরা জানি ইংরেজ সরকার কেরাণীকুল তৈরী করবার জন্য। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবার পর ভারতবাসী চোখে যে বিচিত্র রঙীন স্বপ্ন এঁকেছিল, তার মধ্যে এটাও ছিল যে এই দেশে নূতন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটবে। যে শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে শুধু ডিগ্রীই দেয়না, মানুষের মনুষ্যচেতনার বিকাশ ঘটায় ও প্রকৃত জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। কিন্তু সত্য সেরূপ। কি বিচিত্র এই দেশ। কিছুই হলনা। স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে গেল। ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মানুষ পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে এমন কোন জ্ঞান আহরণ করতে পারল না যা মানুষকে "সবার উপরে মানুষ সত্য" কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে।

এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের স্থান নগণ্য। বিদ্যালয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগ সীমিত। অথবা বলা যেতে পারে যেখানে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে সেখানে ছাত্রছাত্রীরা উদাসীন। কেননা আমাদের দেশে পরীক্ষার সিলেবাস এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার না করেও সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের অনুপস্থিতির প্রভাব শুধু শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলিতে পড়ছে এমন মনে করা ভুল, এর প্রভাব সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উপরও বিদ্যমান। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যবহারকারীর সংখ্যা আশাতিরিক্ত ভাবে কম। কেননা যারা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, তাদের যদি অল্প বয়স থেকে পাঠাভ্যাস ও গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ এবং মমত্ববোধ গড়ে না ওঠে, তাহলে সেই দেশের জাতীয় সংহতি যে কোন সময় যে কোন ভাবে বিপন্ন হতে পারে। কেননা পুঁথিগত শিক্ষা ব্যবস্থা কোন সময়ই মানুষের প্রকৃত জ্ঞানলাভে সাহায্য করতে পারেনা। যে শিক্ষা মানুষকে মহৎ করেনা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করে তোলেনা, ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেনা, উদ্বুদ্ধ করে না মানবিকতায়, তা কখনই প্রকৃত শিক্ষা নয়।

সুতরাং মানুষকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষাদান করতে গেলে, মানুষকে সবকিছুর উর্দ্ধে রাখার শিক্ষা দিতে গেলে গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। যে শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করবে, মানুষের সুস্থ চিন্তার বিকাশ ঘটাবে এবং জাতীয় সংহতি অটুট রাখতে সাহায্য করবে।

## ৪। জাতীয় শিক্ষানীতি

সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবলমাত্র মুখে রক্ত সঞ্চার হইলে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।

— রবীন্দ্রনাথ

সংবিধানে সঙ্গত কারণেই শিক্ষাকে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কারণ আমাদের দেশ ভারতবর্ষ নানা ধর্ম, নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতি ও নানা জনগোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত একটি বিচিত্র দেশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারত-সংস্কৃতির মূল-কথা। এই নানা ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতির মানব-গোষ্ঠীর

ভারতবর্ষকে একই শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা একদিকে যেমন অবাস্তব কল্পনা, অন্যদিকে তেমন অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। জরুরী অবস্থার অন্ধকারে শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয় শিক্ষা-নীতিতে সেই অন্যায় "জবর দখলকেই" কায়েম করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এখন আর যুগ্ম তালিকা নয়; শিক্ষা, প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। এ এক সর্বনাশা খেলা। এর পরিণতি জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে যেমন ভয়াবহ, ভারতের যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে তেমনি বিপজ্জনক। এক ভাষার শিক্ষাদানের নামে হিন্দীকে সারাদেশে চালাতে গিয়ে জাতীয় ঐক্যের ঐ তথাকথিত সাধকেরা যে বিপদ ডেকে আনছেন, তার পরিণাম হবে মারাত্মক।

বিদ্যালয়ে ভিডিও, দূরদর্শন, কম্পিউটার ইত্যাদির প্রয়োগের কথা আছে আছে আরও অনেক মনোহারী কথার চমক, নেই শুধু বিদ্যালয়ে সুষ্ঠু, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা। ভারতের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে এগুলোকে খুবই অবাস্তব মনে হয়। গোটা দেশের মানুষকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় শিক্ষিত করতে, যুক্তিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে, কূপমণ্ডূকতা, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করতে সার্বজনীন গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বা গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিশ্রুতি দলিলে নেই। পূর্বের শিক্ষানীতির ন্যায় এবারও নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি নতুন শতাব্দীতে নতুন প্রজন্মের কাছে নিয়ে এল নতুন প্রতিশ্রুতির বদলে পুনরায় হতাশা।

### ৫। নিরক্ষরতা দূরীকরণ

**Politics is beyond the Scope of an illiturate person. He must first be taught the alphabet.**

—Lenin

নিরক্ষরতা জাতির সবচেয়ে বড় অভিশাপ। দেশের অগণিত মানুষ সাক্ষরতার অভাবে বরণ করে চরম অপমান আর বঞ্চনার জীবন। দুঃখে দৈন্যে অভিশপ্ত হয়ে ওঠে সে জীবন। অজ্ঞ, নিরক্ষর মানুষ প্রতিবাদের কণ্ঠ হারায়। সমাজের নানা দিক থেকে চলে তাদের ওপর শোষণ আর অত্যাচার। ভুলে যায় প্রতিবাদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ। চোখের দৃষ্টি হয় অস্বচ্ছ আর বুকের জমাট বেদনা প্রকাশের পথ হয় রুদ্ধ। নিরক্ষর জনগণ হারায় গণতান্ত্রিক বোধ, স্বাধিকার জীবন ও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি তাদের ভুল পথে চালিত করে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বা দেশের জাতীয় সংহতির বিপদ করার পথে ঠেলে দেয়। ফলে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক সঙ্কট বা ধর্ম-যুদ্ধ। দীর্ঘদিনের এই নিরক্ষরতা সমস্যা সমাধানের জন্য যুদ্ধকালীন জরুরী উপায় উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য, কিন্তু তা হলোনা। শতাব্দীর ওই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে ভাষা দেবার জন্য পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা হলো, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা পরিপূর্ণ, সার্থক হলোনা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। কয়েকটি স্বেচ্ছাব্রত, শৌখিন, অনিয়মিত নৈশ বিদ্যালয়-স্থাপনের দ্বারা দেশব্যাপী এই নিরক্ষরতার জগদ্দল পাথরটাকে বুকের ওপর থেকে সরানো যাবেনা। কেননা যে ক'জন মুষ্টিমেয় অল্পশিক্ষিত লোক নৈশ বিদ্যালয়ের সাহায্যে অক্ষরের সাথে পরিচিত হয়, তারা কিন্তু চর্চার অভাবে আবার অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। কেননা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

এখনও সাধারণের কাছে তেমনভাবে পৌঁছতে পারেনি। বেশিরভাগ অল্পশিক্ষিত বা সদ্যশিক্ষিত মানুষেরা গ্রন্থাগারকে "বাবুশ্রেণীর আরগা" হিসেবে এখনও চিহ্নিত করে থাকে। ফলে তাদের কাছে গ্রন্থাগার দূরের জিনিসই হয়ে থাকে। কিন্তু গ্রন্থাগারের সঙ্গে সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলির যদি যোগাযোগ থাকে, তাহলে এই ধরণের সমস্যার উদ্ভব হবেনা।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থাগারগুলিতে সদ্য সাক্ষরদের উপযুক্ত বইয়ের সম্ভার যাতে থাকে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। কেননা সদ্য সাক্ষররা যদি তাদের উপযুক্ত বই গ্রন্থাগারে এসে না পায়, পুনরায় তারা গ্রন্থাগারের প্রতি আর আকর্ষণ বোধ করবে না। এদের যদি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে উপযুক্তভাবে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভে সাহায্য করা যায়, তবে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার প্রভৃতি তাদের প্রভাবিত করতে পারবে না।

## ৬। পুস্তক নির্বাচন

এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকত হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নতুন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।

— রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনের উপর গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের দেশে পুস্তক নির্বাচনের উপর যতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, গ্রন্থাগারিকরা ততখানি গুরুত্ব দেননা। ফলে এই ব্যাপারটা অবহেলিত হওয়ার ফলে পাঠকদের পাঠরুচি গড়ে ওঠে না। সুতরাং যে সমস্ত বই ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ, সেই সমস্ত বই গ্রন্থাগারে একেবারেই স্থান পাওয়া উচিত নয়। এই সমস্ত বই মানুষকে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করে। যা সুচারু সত্য, শাশ্বত, সৎ, বিজ্ঞানভিত্তিক তাই হওয়া উচিত গ্রন্থাগারের সম্পদ।

## ৭। উপসংহার

চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

সুতরাং আজ বিশ শতকের অপরাহ্ণ পর্বে এসে যদি আমরা দেখি, ওই অশুভ শক্তি তার পক্ষ বিস্তার করে আমাদের গ্রাস করার জন্য উদ্যত, তাহলে আমাদের দীর্ঘ দিনের সাধনা ব্যর্থ। ব্যর্থ অন্ধকার থেকে আলোতে যাওয়ার ঐকান্তিক প্রার্থনা। আমরা ভারতবাসীরাতো যুগ যুগ ধরে বিভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সাধনাই করেছি। ভারত সেই মহাজীবন সাধনারই এক মিলনতীর্থ। এক ঐতিহাসিক নিয়মেই আজকের এই প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতার দুঃসহ ব্যথা-বেদনার অবসান হবে। জন্ম নেবে এক বিশাল প্রাণ। ভারতবর্ষ কাউকেই ত্যাগ করেনি। সকলকেই গ্রহণ করে ভারত হয়েছে মহামানবের মহা-তীর্থ। আসুন, আমরা সবাই মিলে উচ্চারণ করি সেই মহামন্ত্র—

নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান,
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়।

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue : Rs. 4.00

Licensed to post without per-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-74

Volume 36 : No. 11

February-March, 1987

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700 014
Phone : 29-8466

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal.-700 073 at Oceania Publishing House, 10, Kalimuddin Lane, Calcutta-700 006
Editor : Ramkrishna Saha.

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ১২ সম্পাদক - রামকৃষ্ণ সাহা চৈত্র ১৩৯৩

## সূচীপত্র

এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়) ১

প্রমীলচন্দ্র বসু
ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ)

নন্দদুলাল বসাক
গ্রন্থ-প্রকাশন শিল্প ও ভারত ৮

গ্রন্থ সমালোচনা ১১
চতুর্থ কোঠারী বেতন কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের কনভেনশন ১৩

গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারী নির্দেশনামা ১৫

FORM—IV

পত্রিকার নাম—গ্রন্থাগার
প্রকাশের স্থান—কলিকাতা
প্রকাশের ধরণ—মাসিক
মুদ্রাকরের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
ভারতের নাগরিক কিনা—নাগরিক
প্রকাশকের নাম সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের পক্ষে
সম্পাদক - রামকৃষ্ণ সাহা

আমি সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্গীকার করছি যে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে উপরি-উক্ত তথ্যগুলি সত্য।

স্বাঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

---

সাহিত্য সংসদ-এর অভিধান গ্রন্থমালায়
সাম্প্রতিক সংযোজন বাংলা ভাষায়
থিসরাস্

# সংসদ সমার্থ শব্দকোষ

অশোক মুখোপাধ্যায়

বাংলা শব্দ, তার প্রতিশব্দ, সেই শব্দের আনুষঙ্গিক সমশ্রেণীভুক্ত এবং সমবর্গীয় শব্দের একত্রীকৃত সংগ্রহ। সঙ্গে আছে বিপরীতার্থক শব্দ বিন্যাস-ভিত্তিক বিন্যাস। শব্দকে সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে বর্ণানুক্রমিক সূচী।

এই গ্রন্থটি—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, লেখক, সাহিত্যিক সাংবাদিক—সবারই অপরিহার্য সঙ্গী।

ক্রাউন সাইজ। আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ
শোভন সংস্করণ। চল্লিশ টাকা

সা হি ত্য সং স দ
৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
ফোন—৩৫-৭৬৬১ ও ৩৫-৩১১৫

# ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

## কোচবিহার

### ( ২৭—২৯শে জুন, ১৯৮৭ )

## ● বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বান ●

১০ই মে, ১৯৮৭

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা অবগত আছেন যে ১৯২৫ সালে অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরিষদের নেতৃত্বে অবিভক্ত বঙ্গদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতি বছর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সব সম্মেলনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন প্রস্তাব আলোচিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৭-২৯শে জুন, ১৯৮৭ তারিখে কোচবিহার শহরে অনুষ্ঠিত হবে। বিগত নয় বছরে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে তার পটভূমিকায় এই সম্মেলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে একদিকে যেমন বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা আলোচিত হবে, অন্যদিকে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকে কিভাবে আরো সমাজ-উপযোগী করে তোলা যায় তাও আলোচিত হবে। ২৭শে জুন অপরাহ্নে সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলনকে সার্থক করে তোলার জন্য কোচবিহারের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, গ্রন্থাগার কর্মী ও বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে কোচবিহার পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রীদীপক গোস্বামীকে সভাপতি করে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে। সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমরা গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থানুরাগী মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

সম্মেলন সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। নমস্কারান্তে,

মনোজ রায়
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি
৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

অরুণ রায়
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

যোগাযোগের ঠিকানা:

(১) পরিষদ কার্যালয়
পি-১০৪, সি.আই.টি. স্কীম ৫২। কলিকাতা-৭০০০১৪

(২) অভ্যর্থনা সমিতি
উত্তর বঙ্গ রাজ্যীয় গ্রন্থাগার
পোঃ ও জিলা: কোচবিহার

# জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থানুরাগী মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। পরিষদের সদস্যদের কোন প্রতিনিধি ফি দিতে হবে না, এবং যাঁরা সদস্য নন তাঁদের প্রত্যেককে ১০·০০ (দশ টাকা) করে প্রতিনিধি হিসেবে তালিকা-ভুক্তি করণের জন্য দিতে হবে। পরিষদের প্রতি প্রতিষ্ঠানগত সদস্য ২ জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন।

(২) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে কোন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য অধিবেশনে কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(৩) কামরূপ এক্সপ্রেস, হাওড়া-নিউবঙ্গাইগাঁও, জনতা এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে নিউ-কোচবিহার স্টেশনে নেমে কোচবিহার শহরে যেতে হবে। দার্জিলিং মেলে নিউজলপাই-গুড়ি স্টেশনে নেমে শিলিগুড়ি শহরে যেতে হবে। শিলিগুড়ি শহর থেকে নর্থবেঙ্গল স্টেটবাস বা মিনিবাসে কোচবিহারে যাওয়া যায়। কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহর থেকে স্টেট বাসে কোচবিহার যাওয়া যায়। প্রতিনিধিদের ২৭শে জুন দুপুরের মধ্যে কোচবিহারে পৌছানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(৪) ২৭ তারিখ থেকে ২১ তারিখ দুপুর পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) বেলা আহারাদি জলখাবার ইত্যাদির জন্য জনপ্রতি ৪০ টাকা (চল্লিশ টাকা) করে দিতে হবে। প্রতিনিধিদের থাকার বন্দোবস্ত করবেন অভ্যর্থনা সমিতি।

(৫) প্রতিনিধিদের বিছানা, মশারী, ছাতা, গাত্রের চাদর ইত্যাদি আনতে হবে।

(৬) যাঁরা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে চান তাঁদের সম্মেলন শুরুর আগেই অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাতে হবে।

(৭) ২১শে জুন সমাপ্তি অধিবেশনের পর সম্মেলনে যোগদানের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

(৮) সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিষদ কার্যালয়ে (পি ১০৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪, ফোন: ২১-৮৪৬৬) যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

# গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১২ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | চৈত্র, ১৩৯৩


## সম্পাদকীয়

### এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

কিছুদিন আগে সেপ্টেম্বর মাসে ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায়। আগামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কুচবিহার শহরে ২৭-২৯ জুন তারিখে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের পুনর্মূল্যায়ন, বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নির্ধারণ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থা শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। মেলভিল ডিউই সর্বপ্রথম আমেরিকাতে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাগার বিষয়ক শিক্ষাক্রমের সূত্রপাত করেন। অবশ্যই বিষয়ের নাম তখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ছিল না। গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার পরিষদগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের বয়স কম হলো না। ডিউই সাহেবের এক ছাত্র বোর্ডেন সাহেব বরোদায় বর্তমান শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তার পরে ডিউই সাহেবের আরেক ছাত্র আসা ডন ডিকিনসন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয় ত্রিশের দশকে। এরপর অন্ধ্র প্রদেশ লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েশন, মাদ্রাজ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয় চল্লিশের দশকেই। এখন অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট স্তরেও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেছেন।

বিষয়ের নাম লাইব্রেরি ইকনমি থেকে লাইব্রেরিয়ানশিপ, লাইব্রেরী সায়েন্স এখন লাইব্রেরী এ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতবর্ষের তথ্য সঞ্চারের পরিস্থিতি ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিশাল পরিবর্তন এসেছে। কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন, ভিডিও, টেপ রেকর্ডার, রেডিও প্রভৃতির প্রচলনের ফলে প্রচলিত তথ্যবাহী মাধ্যমগুলির ব্যবহারে ক্রমশঃ তারতম্য ঘটেছে। শহরাঞ্চলের মানুষ বই, পত্র-পত্রিকা পড়ার থেকে টিভি দেখে আকর্ষিত হচ্ছেন বলেই আমাদের ধারণা। এর ধাক্কা গ্রন্থাগারের এসে কতটা পড়ছে তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়। কিন্তু সেকথা থাক। রাজ্যস্তরে গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণের অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে তাতে এখানে এখনো চারস্তর ব্যবস্থা। সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কালিম্পং-এর জনতা কলেজ ও সর্বকনিষ্ঠ বাণীপুর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। শেষোক্ত দুটি কেন্দ্র সরকারী কর্তৃত্বাধীন। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের কোর্স আধা-সরকারী, কেননা, তার সব ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করেন কিন্তু পরিচালনার দায়িত্ব মিশন কর্তৃপক্ষের হাতে।

দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ বি লিব আই এস সি স্তরে কলকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রভারতী, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হয়েছে

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রভারতী সরকারী অনুমোদন না পেলেও সান্ধ্য ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা প্রায় এক'শর কাছাকাছি। শোনা যাচ্ছে, কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণে ইচ্ছুক। কলকাতা, বর্ধমান, যাদবপুরে মাস্টার্স ডিগ্রী খোলা হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স দু'বছরের। বাকীদের এক বছরের। ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা বর্ধমান ও যাদবপুরে রয়েছে।

যাহোক, যে যে বিষয়গুলি আলোচনার যোগ্য তা হলো রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মত একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কটা স্তরে থাকা উচিৎ এবং ভবিষ্যৎ কর্মবিনিয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছাত্র-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা কতটা। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমগুলির মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্য ও বিষয় সামঞ্জস্য (Uniformity) কোন দিকে কোঁক বেশি থাকা প্রয়োজন; যে যে বিষয় শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত তা কতটা দেশের গ্রন্থাগারগুলির বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন; অর্থাৎ ছাত্ররা যে বিদ্যা অধ্যয়ন করেন গ্রন্থাগারগুলিতে সেগুলি প্রয়োগ করতে পারেন কি না। প্রশিক্ষণ কি শুধু তত্ত্বধর্মী হবে, না হাতে কলমে শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বিনা অভিজ্ঞতাতেই গ্রন্থাগারে যোগদান করবেন, না একটা ডাক্তারদের মতো একটা ইন্টার্ন-শিপের ব্যবস্থা থাকবে। যদি ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা হয় তবে গ্রন্থাগারগুলি তাতে বাধা দেবেন কি না?

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রশিক্ষণের সময়। যাদবপুর, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শেখানো হয় দিনের বেলায়। কলকাতা, রবীন্দ্র-ভারতীতে পড়ানো হয় রাতের বেলা। যদিও যাদবপুরে দেড় বছরের সান্ধ্য কোর্স আছে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য। দিনের বেলার পুরা সময়ের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সান্ধ্য বিভাগের মানের মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য ক্লাস দিনে ৪ ঘণ্টা ধরে ১ মাস চলার কথা। সেখানে যাদবপুরে ক্লাস দিনে ৬ ঘণ্টা ১ মাস ধরে চলে। ছাত্র সংখ্যারও কোন মাথামুণ্ডু নেই। সুতরাং একটা স্ট্যান্ডার্ড বা মান নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই স্ট্যান্ডার্ড তৈরী করার ক্ষেত্রে সবাইয়ের অংশ গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। এদিক থেকে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হিসাবে এর গুরুত্ব আছে।

আরেকটি দিক যা হয়ত বিতর্কমূলক হয়ে উঠবে তা হলো কারা পড়তে আসবেন। নির্বাচনের সূত্র কি? কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কারো মিল নেই। সার্টিফিকেট স্তরেও মিল কম। কর্মরত গ্রন্থাগারিক-দের, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনা কি রকম? ডেপুটেশনের ব্যবস্থা, ছুটির ব্যবস্থা, বেতনের ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

যাহোক বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার পরিচালক, সরকার, শিক্ষক সবাইয়ের এই আলোচনায় অংশগ্রহণ সবিশেষ কাম্য। কেননা, সমস্ত স্তরের সহযোগিতা ভিন্ন একটা সুষ্ঠু শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না।

# ইতস্ততঃ

**প্রফুল্ল চন্দ্র বসু**

সেদিন সায়াহ্নে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হলাম এবং রাত্রে দিল্লী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে রওনা হলাম দিল্লীর পথে। সে বৃষ্টির আর বিরাম নেই সারা রাত্রি। ঘোর অন্ধকারে বাইরে বাদলা রাতের বৃষ্টির রিম্‌ঝিম্ রিম্ রিম ধ্বনির সাথে রেল লাইন ও গাড়ীর লৌহ চক্রের সংঘর্ষে উত্থিত ঝুমঝুম ঝুমুর ঝুম ধ্বনি মিলিত হয়ে যেন ছন্দোবদ্ধ এক তালের সৃষ্টি করলো। সেই সঙ্গীতের মাধুর্য ও মাদকতা গাড়ীর ভিতরে শায়িত আমার কর্ণকুহরে এমন এক আবেশের সৃষ্টি করলো যে তার তন্ময়তায় মগ্ন থেকে আমার আধা ঘুমন্ত আধা জাগ্রত অবস্থায়, রাত্রির অবসান হল। পরের দিনও বৃষ্টির ছেদ ছিল না। রাত্রে আবার যেন দ্বিগুণ বিক্রমে বৃষ্টির তাণ্ডবলীলা চলল। মনে হচ্ছিল, বাইরে যেন এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে চলেছে, আর তামাম দুনিয়া এবার বৃষ্টির জলে ভেসে যাবে। এক সময়ে রাত্রি প্রভাত হল এবং গাড়ী দিল্লী জংশন ষ্টেশনে পৌঁছল। সেখান থেকে বরোদা যাবার গাড়ী ছাড়বে সন্ধ্যার পর। সারা-দিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ায় দিল্লী রেলষ্টেশনের বাইরে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব হল না আমার। ষ্টেশনেই সারাটা দিন কাটিয়ে দিলাম। ভাবলাম, রথযাত্রার শুভদিনে বাড়ী থেকে যাত্রা করেও একি বিপত্তি। ষ্টেশনে সব খবরের কাগজেই দেখি বড় বড় শিরোনামায় দেশের সর্বত্র প্রবল বর্ষণের, যানবাহনের বিপর্যয়ের ও নানা ক্ষয় ক্ষতির বিবরণ বার হয়েছে।

বরোদা যাবার ট্রেন সেদিন আদৌ যাবে কিনা মনে সে সন্দেহ নিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার পর গাড়ী যথাসময়ে নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল দেখে আশ্বস্ত হলাম। তবে প্লাটফরম এবং সমগ্র গাড়ীটা একেবারে জনশূণ্য। একটা ফাঁকা কামরায় উঠে বাঙ্কে আমার বিছানা বিছিয়ে এবং জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে আমি প্লাটফরমে পায়চারি করছি। অল্প কয়েকজন লোক প্লাটফরমে চলাফেরা করছে। সমস্ত গাড়ীটার সব কামরায় ওঠা যাত্রীর সংখ্যা একত্রে ৮।১০ জনের বেশী হবে না। আমার কামরায় তখনও অন্য কোন যাত্রী ওঠে নি। এমন সময় একটা গুজব শুনলাম অতি বৃষ্টির ফলে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় গাড়ী আদৌ যাবে কিনা সন্দেহ আছে। আর গেলেও কতদূর যাবে ঠিক নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই গার্ডসাহেব এলেন। মনে ভরসা হল। এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলে এবং গাড়ী যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, সম্ভবতঃ তিনি নিজেই প্রকৃত অবস্থা তখনও পর্যন্ত জানেন না বলে প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে বললেন, "দেখা যাক কি হয় আর কতদূর যাওয়া যায়।"

এই সময়ে প্রায় আমার বয়সী একটি গুজরাটি ছেলেকে আমার কামরায় বিছানা এবং জিনিসপত্র নিয়ে উঠতে দেখে আমিও উৎফুল্ল হয়ে গাড়ীর মধ্যে উঠে বসলাম। গাড়ী ছাড়ার তখনও কিছু বিলম্ব ছিল. ছেলেটি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে আমার সাথে আলাপ শুরু করলে। সে যাবে আমেদাবাদ, বললে, "ভালই হল, দীর্ঘ পথ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। তাছাড়া এই দুর্যোগে প্রয়োজনে একে অন্যকে সাহায্য করা সম্ভব হবে।" আমি তার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করলাম। কথা প্রসঙ্গে সে বলেছিল, ঘটনাচক্রে আমরা দুজন আজ জনশূণ্য গাড়ীতে সহযাত্রী বন্ধু। এর পরে হয়তো জীবনে আমাদের আর কোনদিন দেখা হবে না। আমি বলেছিলাম, "কিছুই বলা যায় না। The earth is round."

সে সময়ে অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক জগতের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্তের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল এবং সমগ্র দেশ জুড়ে তার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের লোকের এঁদের প্রতি সমর্থনও দ্বিধাবিভক্ত ছিল। উভয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তাঁদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার ভাল লাগত না। তবে একথাও স্বীকার করব তুলনামূলকভাবে আমি সুভাষচন্দ্রের অধিকতর অনুরাগী ছিলাম। গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের প্রতি স্নেহাসক্ত হলেও বাস্তব ব্যাপারে যতীন্দ্রমোহনের প্রতি তাঁর অনুকূল মনোভাবের কথা দেশের লোকের অবিদিত ছিল না। গুজরাটি ছেলেটি গান্ধীজির মতের উল্লেখ করে সুভাষবাবুর প্রচণ্ড নিন্দা আরম্ভ করল। এমন কি, তাঁকে স্বার্থপর ও গুণ্ডা বলে উল্লেখ করতেও তার রুচিতে বাধল না। আমি প্রবল প্রতিবাদ করায় আলোচনার আবহাওয়া একটু উষ্ণ হয়ে উঠলো। সে যুগে গাড়ী ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে বেল বা ঘণ্টা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। ইতিমধ্যে সে ঘণ্টা বেজে

উঠলো। হঠাৎ ২।৩ গুজরাটি ভদ্রলোক এসে নিজেদের ভাষায় ছেলেটিকে কি যেন বললেন। ছেলেটি তাঁদের সাহায্যে নিজের জিনিষপত্র তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে ব্যস্ত ভাবে নামাতে লাগল। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় সে কোন জবাব দিল না। প্লাটফরমে নেমে সে বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে বললে "এই মাত্র খবর এসেছে, বৃষ্টিতে কোথায় রেললাইন ভেঙে যাওয়ায় গাড়ী মাঝপথে থেমে যাবে, আর যাবে না।" তখনও রেল ষ্টেশনে মাইকে প্রয়োজনীয় খবর যাত্রীদের জানাবার প্রথার প্রচলন হয় নি। বুঝলাম, ছেলেটির আত্মীয়-স্বজন ষ্টেশনে খবরটি জেনে ওকে জানাতে এসেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও আমাকে প্রথমে যে কিছু বলে নি। অথচ একটু আগেই ছেলেটি বলেছিল এই দুর্যোগে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব। তবে হ্যাঁ, নিজের কাজকর্ম মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে তবে সে খবরটা আমাকে জানিয়েছিল। কাজেই তার বিবেচনায় সুভাষচন্দ্র স্বার্থপর হলেও তাকে বোধ হয় সে অপরাধে অপরাধী করা যায় না। আমাকে একটু আগে খবরটা দিলে আমিও তো নেমে যেতে পারতাম। মনটা একটু ক্ষুন্ন হল। তখন জিনিষপত্র নিয়ে নামবার আর সময় নেই। গাড়ী ছেড়ে দিল, ভাবলাম চলুক গাড়ী, দেখা যাক কতদূর যাওয়া যায়। তারপর অবস্থা বুঝে যা ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে তাই করা যাবে। এ ছাড়া এ অবস্থায় আমার আর কি-ই বা করার আছে।

চলমান গাড়ীতে আমার সেই কামরায় আমি এখন একমাত্র যাত্রী। সে সময়ে রেল গাড়ীতে নিম্নশ্রেণীর [তৃতীয় শ্রেণী এবং ইন্টার ক্লাসের] যাত্রীদের জন্য রাত্রে 'বার্থ' সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয় নি। আমি ভাবলাম কামরা যখন খালি তখন বাঙ্কে শোবার কি প্রয়োজন? বিছানা নামিয়ে বেঞ্চিতেই শুতে নিলাম। এই বোকামির মাশুল যে পরে দিতে হবে এবং কিছু-দিনের জন্যে একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রবো তখন তা বুঝতে পারি নি।

এদিন দিনের বেলা বৃষ্টির ধারা কিছু ক্ষীণ থাকলেও রাত্রে আবার প্রবল বর্ষণ শুরু হল। চাদর মুড়ি দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ একসময়ে প্রচণ্ড কলরব ও কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চেয়ে দেখি বাইরে মুষল-ধারে বৃষ্টি হলেও বুনো জাতির অসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোক ছেলে মেয়ে বোঁচকা বুঁচকি সঙ্গে নিয়ে সকলে ভিজে পান্তা ভাত হয়ে পিল পিল করে কামরার মধ্যে উঠছে। মুহূর্তমধ্যে গাড়ীর উপর নীচের খালি সব জায়গা মানুষে জিনিষপত্রে ভর্তি হয়ে গেল। বাঙ্কের উপরে যারা কুকুর কুণ্ডলী হয়ে একটু শোবার জায়গা কোন মতে করে নিতে পেরেছিল তারা ছাড়া আর সকলে গাদাগাদি ভাবে উবু হয়ে বসে পড়ল। জায়গা না পেয়ে কয়েকজন আমাকে খোঁচা দিয়ে তুলে দিল। অগত্যা আমি উঠে যতটা সম্ভব নিজের দেহকে সংকুচিত করে তাদের মধ্যে তাদের একজন হয়ে গুড়ের কলসীর মত বসে রইলাম।

এত রাত্রে এতগুলি লোক হঠাৎ কোথা থেকে এল, কেন এল এবং যাবেই বা কোথায় অনুসন্ধানে শুনলাম অতিবৃষ্টির ফলে চারিদিকে রেললাইনে ভাঙন ধরায় রেল কর্তৃপক্ষের জরুরী বার্তার নির্দেশে রেলওয়ে কন্ট্রাকটররা উচ্চহারে মজুরী দেবার শর্তে নানাদিকের গ্রাম থেকে এইসব লোকদের সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে রেললাইনের মেরামতির কাজে মজুর হিসাবে কাজ করার জন্যে। সময় তখন রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। খবর নিয়ে জানলাম ঐ ষ্টেশনের নাম ভরতপুর। টাইম টেবল দেখে বুঝলাম গাড়ী খুব ধীরে চলেছে। গাড়ীতে ওঠা লোকগুলির পরনে অত্যন্ত নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত জামাকাপড়। আর সে সব বৃষ্টির জলে ভিজে যাওয়ায় দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসে কামরা ভর্তি। অনেকেই জলসিক্ত বোঁচকা থেকে গাঁজা ও ছোট ছোট কল্কে বার করে গাঁজার ধূমপান আরম্ভ করলো এবং চারিদিকে থুথু ফেলতে লাগল। তাদের জামা কাপড়ের দুর্গন্ধে, গাঁজার ধোঁয়া ও গন্ধে, চারিদিকে ফেলা থুথু গয়ারে অচিরেই সমস্ত কামরাটা জীবন্ত নরককুণ্ডে পরিণত হল। এদের মধ্যে উদার মতির কেউ কেউ কল্কেতে টান দিয়ে মুখে ধোঁয়া ভরে গাঁজাসহ গাঁজার কল্কে আমার দিকে এগিয়ে দিতে লাগল। শুনলাম, তারা সওয়াই মাধোপুর জংশন ষ্টেশনে নামবে। টাইম টেবল দেখে বুঝলাম সেখানে পৌঁছুতে অন্ততঃ সকাল হয়ে যাবে। আরও বুঝলাম, আমাকে স্বামী বিবেকানন্দের সেই উচ্চ আদর্শের বাণী স্মরণ করে এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমার স্বদেশের এই ভাইদের সাহ-চর্যে সেই সকাল পর্যন্ত নীরবে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে সময় কাটাতে হবে। কি আর করা যাবে। অগত্যা আমি নিমীলিত নেত্রে চেষ্টা করে আত্মস্থ আনা নির্বিকার চিত্তে তাদের একজন হয়ে বসে থাকলাম গাড়ীর মধ্যে।

পরদিন সকালে বৃষ্টি থাকলেও বৃষ্টির আগের সে দাপট আর নেই। সওয়াই মাধোপুর জংশন ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছুলে লোকগুলো আবার হুড়মুড় করে নেমে গেল। গাড়ী ফাঁকা হয়ে গেল। প্রায় সারা রাত্রি এক ভাবে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকায় কোমর কট কট করছিল। ভাবলাম, এবার একটু লম্বা হয়ে শুয়ে আরাম করে নিই। হঠাৎ কানে এল কে যেন হিন্দীতে এবং মধ্যে মধ্যে ভাঙা ইংরিজিতে বলছে "রেল লাইন ভেসে যাওয়ায় এ গাড়ী পরের ছোট একটা ষ্টেশন পর্যন্ত যাবে, তারপর আর যাবে না।" উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম একজন রেল কর্মচারী প্লাটফরমে ঘুরে ঘুরে ঐ ঘোষণা করছেন। গাড়ী ছাড়ার প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেছে। মুহূর্ত

মধ্যে কর্তব্য স্থির করে নিলাম। ভাবলাম, এই ষ্টেশন একটা ছোট জংশন ষ্টেশন হলেও এখান থেকে হয়ত একাধিক দিকে যেতে পারব। আর ট্রেন থেকে না নেমে এগিয়ে গেলে যে ছোট ষ্টেশনে গিয়ে এটা থেমে যাবে সেখান থেকে কখন জানা না থাকলেও কোন সময়ে হয়ত আবার ফিরে আসা যাবে। কিন্তু আর কোনদিকে যাওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই এখানে নেমে পড়াই ভাল। চিন্তামাত্র বিছানা ও মালপত্র নিয়ে ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছেড়ে দিল।

ষ্টেশনটি ছোট। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ষ্টেশনের বারান্দা এবং আচ্ছাদন দেওয়া সকল জায়গা জুড়ে লোকে লোকারণ্য। কোনদিকে সুস্থিরভাবে দাঁড়াবার অথবা বসবার স্থান নেই। শুধু ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে বারান্দার উপরে বেশ বড় একটা কাঠের সিন্দুকের উপরটা খালি রয়েছে। সিন্দুকের উপরটা যে কেউ দখল করে নি তার কারণ তার পাশে লাঠি হাতে এবং ইউনিফর্ম পরিহিত এক প্রহরী সেটি পাহারা দিচ্ছে। শুনলাম সেটা ডাকবিভাগের সম্পত্তি। ট্রেনে এসে পৌঁছেছে অথবা ট্রেনে যাবে এরকম সব মেল ব্যাগ তার ভিতরে আছে। কলকাতা থেকে তিন-রাত্রি এবং দুদিন পথে কাটিয়ে ক্লান্ত দেহে এখানে পৌঁছেছি; ভিড় ঠেলে সিন্দুকটির কাছে এসে প্রহরী-টিকে সে কথা বললাম এবং সিন্দুকটির উপরে আমাকে জায়গা দেবার অনুরোধ জানালাম। সে একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আপনি বাঙালী?' প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' এই জবাব শুনে সে বেশ বিনীত-ভাবে বললে, 'ষ্টেশন মাষ্টারকে বলে তাঁর মত নিয়ে আসুন।' তার নির্দেশমত ষ্টেশনমাষ্টারকে আমার দৈহিক অবস্থার কথা জানিয়ে সাময়িক ভাবে সিন্দুকটির উপরে আমাকে বিশ্রাম নেবার অনুমতি দেওয়ার জন্য আর্জি পেশ করলাম। তিনি তীক্ষ্ণভাবে কয়েকবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'ওটি ডাক বিভাগের সম্পত্তি, রেল বিভাগের নয়। তাঁর হেপাজতে আছে এই মাত্র। তবে আমার ঐখানে বিশ্রাম নেওয়ায় তাঁর আপত্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে আবার বললেন, 'কিন্তু মনে রাখবেন আমি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি না (but mind that, I am not giving you any permission)। ভাবলাম এ আবার কি ধরণের কথা। সঙ্গে সঙ্গে এসম্পর্কে কলকাতার সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক শিক্ষাবিদ ব্রাহ্মণ মরালিষ্টের নীতিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ছাত্রাবস্থায় শোনা অনেক কৌতুকজনক কাহিনী মনে পড়ে গেল। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কাহিনী ছিল এই রকম:— একদিন তিনি কলকাতার হাতিবাগান ট্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে দুটি তরুণ তাঁকে ষ্টার থিয়েটার কোথায় জিজ্ঞাসা করে। তিনি ভাবলেন, এত অল্পবয়সে থিয়েটার দেখলে তাদের নৈতিক অবনতি হবে। তাই অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'জানি না।' বলেই তাঁর মনে হল এ তো মিথ্যে কথা বলা হল। ছেলে দুটি ইতিমধ্যে কিছু দূর চলে গেছে। তিনি পিছন থেকে তাদের ডেকে এনে বললেন, "দেখ ষ্টার থিয়েটার কোথায় আমি জানি, তবে বলব না।" আমি বুঝলাম ষ্টেশন মাষ্টার সম্ভবতঃ এই ধরণের নীতিবাগীশ লোক। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম এতেই আমার কাজ হবে। প্রহরীটিকে বললাম, "ওঁর আপত্তি নেই।" তখন বহুজনের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টির সামনে বাক্সটির উপরে বিছানা পেতে আমার ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম।

এতক্ষণে এত লোকের মধ্যে প্রহরীটির আমার প্রতি সদয় ব্যবহারের কারণ কি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে যা জানলাম তাতে আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। শুনলাম, কয়েক বছর আগে এক অবিবাহিত বাঙালী যুবক রেল কর্মচারী এখানে এসেছিলেন। তিনি আসার পর এই অঞ্চলে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রহরীর পরিবারস্থ কয়েকজনও ঐ রোগাক্রান্ত হয়। তখন বাঙালী যুবকটি নিজের জীবন বিপদাপন্ন করে রোগাক্রান্ত লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে রোগীর পরিচর্যা করেন। অবশেষে নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে এখানেই প্রাণত্যাগ করেন। তাই ঐ প্রহরী সমেত এখানকার অনেক লোক বাঙালীদের বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের চোখে দেখে থাকে। কাহিনীটা শুনে আমি অশ্রুসিক্ত চোখে সেই অদেখা অচেনা বাঙালী যুবকের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে নিজের মনে এই সঙ্কল্প নিলাম যে আমি স্বদেশে বা বিদেশে যখন যেখানেই থাকি সেখানে যেন আমার আচরণে বাঙালীর অগৌরবের কোন কারণ না ঘটাই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি অনেক বেলা হয়েছে। বৃষ্টি থেমে গিয়ে চারিদিকে রৌদ্র ঝলমল করছে। শুধু তাই নয় মরু-ভূমির দেশে এত বৃষ্টির পরেও দেখতে দেখতে সে রৌদ্রের তাপ রীতিমত তীব্র হয়ে উঠেছে। দুদিন অস্নাত থাকায় সমস্ত শরীর যেন জ্বালা করছে। কিছুদূরে একটা টিউবওয়েল দেখে স্নানের ইচ্ছা প্রবল হল। জিনিষপত্র অনুগত প্রহরীটির জিম্মায় রেখে টিউবওয়েলের জলে স্নান করে শরীরের ক্লান্তি যখন চলে গেল তখন নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। শরীর ও মন স্নিগ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু জঠরে হুতাশনের প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম। চারিদিকে চেয়ে দেখলাম ছোট ষ্টেশনে অল্প যে কয়টি খাদ্যবস্তুর দোকান আছে এতগুলি যাত্রীর আহার্যের জোগান দিয়ে তার কোনটিতে আর আহার্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু একটা দোকানে একটা পিতলের পরাতে সিদ্ধ ছোলা ভাজা অল্প কিছু পড়ে আছে। অগত্যা সেই

দিকে রওনা দিলাম। কিন্তু হা ভগবান। অভাগা যে দিকে চক্ষু যায় শুকায়ে যায়। সেখানে আমি পৌঁছুবার আগেই অন্যে তা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তার সবটাই নিঃশেষ হয়ে গেল। বার্থ মনে বিরস বদনে ফিরে এসে পুনরায় আমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলাম। এবার পা ঝুলিয়ে বসলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম কে যেন আমার পায়ে মৃদু আঘাত করল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সিন্দুকটার গা ঘেঁসে আমার পায়ের কাছে শ্বেতশ্মশ্রু-বিশিষ্ট এক বৃদ্ধ মুসলমান আস্তে আস্তে আমার পাটা নাড়া দিচ্ছেন। আমাকে তাকাতে দেখে তিনি বললেন, "বাবুজী এত বেলা হল আপনার তো কিছুই খাওয়া হয় নি। কোন দোকানেও খাবার কিছু নেই। আমি যদিও মুসলমান, আমরা গোমাংস খাই না। আমার সঙ্গে রুটি তরকারি আছে। আমার মেয়ে ঘরে পরিষ্কারভাবে তৈরি করে দিয়েছে। আপনি যদি মেহেরবান করে খান আমি খুব খুশী হব এবং নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।" বুঝলাম বৃদ্ধ আমার গতিবিধি এতক্ষণ লক্ষ্য করেছেন। তাঁর কিন্তু আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হলাম। এই জনারণ্যে একজন দরদী কণ্ঠের সন্ধান পেয়ে আমার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি তাঁর ঝোলার মধ্যে থেকে টিফিন কেরিয়ারের বাটি ও লাল পাতা বার করে রুটি, আলুরদম এবং কিসের যেন কিছু আচার আমাকে খেতে দিলেন। সশ্রদ্ধ এবং কৃতজ্ঞচিত্তে আমি তা গ্রহণ করলাম। অলক্ষ্যে থেকে আমাদের অদৃষ্ট দেবতা আমাদের জন্য কখন যে কি ব্যবস্থা করেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। দারুণ ক্ষুধায় সেই অপরিচিত বৃদ্ধ মুসলমানের দেওয়া আহার্য দু'হাত মেলে গ্রহণ করে এবং পরম তৃপ্তি সহ অমৃতজ্ঞানে উদরস্থ করে উদরের জ্বালা নিবারণ করেছিলাম। সে কথা মনে করলে আজও কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে যায়।

ইতিপূর্বে আমার ভ্রমণসঙ্গী 'গাইড' বুকে দেখেছিলাম 'সোয়াই মাধোপুর' জংশন ষ্টেশন থেকে মিটার গেজের লাইন ধরে জয়পুর পৌঁছন যায়। আবার সেখান থেকে ব্রডগেজের লাইন ধরে আমেদাবাদ হয়ে বরোদা যাওয়া যায়। ষ্টেশনে খবর নিয়ে জেনেছিলাম ঐ দুই লাইন ধরে বরোদা যাওয়ার পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয় নি। আবার যে পথে আমি বরোদা যাচ্ছিলাম সে পথ মেরামত হতে কদিন সময় লাগবে কেউ বলতে পারল না। অগত্যা জয়পুর হয়ে বরোদা যাবার কথাই আমি চিন্তা করলাম। জয়পুর যাবার গাড়ী সন্ধ্যার পর সেখান থেকে যাত্রা করবে।

স্নান এবং আহারে তৃপ্ত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে উঠে বসে সামনের দিকে চাইতে এক অপূর্ব দৃশ্যে আমার মন মুগ্ধ হয়ে গেল। দেখলাম অদূরে কয়েকটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বৃষ্টিস্নাত বৃক্ষের শ্যামল পাতাগুলি রৌদ্র কিরণে ঝলমল করছে আর এক অবর্ণনীয় শোভায় মণ্ডিত হয়ে যেন তাদের কাছে যাবার জন্য আমাকে নিঃশব্দ আহ্বান জানাচ্ছে। ভাবলাম এই তো কাছেই, গাড়ীরও দেরী আছে; একবার ঘুরেই আসি। কিছুক্ষণ পূর্বে যে বৃদ্ধের আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হয়েছি তিনি আমাকে উঠতে দেখে বোধহয় আমার মনের গোপন অভিলাষ আন্দাজ করে বললেন, "বাবুজী কোথায় যাবেন? পাহাড়কে ঐ রকম কাছেই মনে হয়। ঐগুলোর দূরত্ব এখান থেকে অন্ততঃ দশ বারো মাইল হবে।" অভিজ্ঞ বৃদ্ধের সাবধান বাণী মেনে নিয়ে পাহাড়ে যাবার উদ্যোগ থেকে নিরস্ত হলাম।

কলকাতা থেকে দিল্লী পৌঁছে বৃষ্টির জন্য সারাদিন দিল্লী ষ্টেশনের বাইরে যেতে পারিনি সে কথা ইতিপূর্বে বললেও অপ্রয়োজনবোধে একটা কথা বলা হয়নি। সেখানে পাগড়ি মাথায় একটা লোক ঘুরে ফিরে আমার কাছে আসছিল এবং আলাপ জমাবার চেষ্টা করছিল। তার কথাবার্তা এবং চলনাদির ধরণ-ধারণ দেখে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার সন্দেহ হয়েছিল যে লোকটি গোয়েন্দা পুলিসের চর হতে পারে। সেই জন্য আমি তার সংস্রব যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলেছিলাম। সারাদিনে দিল্লীর দিক থেকে এই জংশন ষ্টেশনটিতে আরও ট্রেন অনেক যাত্রী বহন করে এনেছিল। হঠাৎ দেখি দিল্লী ষ্টেশনের পাগড়ি মাথায় সেই লোকটিও এখানে কখন এসে হাজির হয়েছে। সে এখানেও আমার কাছাকাছি অনবরত ঘুর ঘুর করতে লাগল। আমি তার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখালেও সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমার সাথে কথা বলতে চায়। আমি অতি সংক্ষিপ্ত 'হাঁ' বা 'না' ছাড়া তার কথার আর কোন জবাব না দিলেও সে উঠতে চায় না। অবশেষে বোধহয় নিতান্ত ক্ষুণ্ন ও হতাশ হয়েই কোথায় যেন চলে গেল। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। ইতিমধ্যে জয়পুর যাবার ট্রেন নির্দিষ্ট প্লাটফরমে এসে গেল। আমি একটা কামরায় নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে বসলাম। কিন্তু কি আপদ! গাড়ী ছাড়ার একটু আগে দেখি লোকটি ঠিক যেন শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আমার ঐ কামরাতেই এসে হাজির। তবে আমার পাশে বা কাছাকাছি জায়গা না পেয়ে কিছু দূরে গিয়ে বসল এবং ঘন ঘন আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমার গন্তব্যস্থানে কোথায় সে কথা আমি ওকে জানতে দিইনি। অন্য কোন সূত্রে জেনেছিল কিনা জানি না। আমার পাশে ঘটনা-চক্রে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, বরং বলতে পারি আমিই এসে তাঁর পাশে বসেছিলাম। তিনি দেখলাম ঐ লোকটিকে চেনেন। আমার অনুমানই সত্য। কথা প্রসঙ্গে তাঁর কাছে শুনলাম লোকটি সত্যই পুলিশের লোক।

সওয়াই মাধোপুর জংশন থেকে ট্রেনে মিটার গেজ লাইনে জয়পুর বোধ হয় ঘণ্টাচারেক বা তারও কম

সময়ের রাস্তা। জয়পুরে পৌঁছে এক তুখোড় কুলির সাহায্যে আমি প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। পূর্বোক্ত লোকটি সেখানে আস্তানা গাড়তে না পেরে এবং আমি কখন কোথায় যাব সম্ভবতঃ তা আন্দাজ করতে না পেরে আর আমাকে জ্বালাতন করতে পারেনি। স্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানলাম আমেদাবাদের পথে এক জায়গায় এক ফার্লং-এর মত রেলের রাস্তা ভেঙে গেলেও ঐ জায়গায় নেমে ভাঙা রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে অন্যদিকে গাড়ী পাওয়া যাবে এবং সেই গাড়ীতে আমেদাবাদ হয়ে একটানা বরোদা যাওয়া যাবে। পথে আর কোথাও আর কোন গোলমাল নেই। আরও খবর পেলাম জয়পুর থেকে ব্রডগেজের লাইন ধরে আমেদাবাদ হয়ে বরোদা যাবার একটা ট্রেন আসবে শেষ রাত্রে। যথাসময়ে সেই ট্রেনে উঠলাম। চারিদিকে চেয়ে দেখি, না পাগড়ী মাথায় সেই লোকটি নেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। পরের দিন এক সময়ে যেখানে রেলের লাইন ও রাস্তা ভেঙে গিয়েছে সেখানে উপস্থিত হলাম। চতুর্দিকে বহু কুলি মজুর এবং বর্ষাতি জামা গায়ে ও টুপি মাথায় দিয়ে আর গাম বুট পরে অনেক ইঞ্জিনীয়ার ও রেল-কর্মী ভাঙা রেল রাস্তা ও লাইনের মেরামতির কাজে ব্যস্ত। অন্যান্য সহযাত্রীদের অনুসরণ করে আমিও আমার বাক্স বিছানা ইত্যাদি ঘাড়ে ও মাথায় নিয়ে এক ফার্লং-এর মত রাস্তা হেঁটে পার হয়ে অন্যদিকে অপেক্ষমান ট্রেনের একটা কামরায় উঠলাম। জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছি। এমন সময় কানে এলো নীচে থেকে কে যেন বলছে "Hallo Mr. Bose, the earth is round". চেয়ে দেখি দিল্লী স্টেশনের সেই গুজরাটি ছেলেটি, জিনিষপত্র ঘাড়ে নিয়ে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। দিল্লী স্টেশনে তার শেষ মুহূর্তের সেই আচরণ আমি তখনও ভুলতে পারি নি। সঙ্গে সঙ্গে আমি জবাব দিলাম, "yes, but I am afraid, the earth henceforth be flat" সত্যই তারপর তার সাথে আর কখনও কোথাও দেখা হয়নি আমার।

সারাদিন ট্রেনে ট্রেনে কাটিয়ে এবং আমেদাবাদ থেকে রাত্রি প্রায় একটায় আমি বরোদা স্টেশনে পৌঁছলাম। আগের দিন থেকেই বৃষ্টি থেমে গেছে। বৃষ্টির জন্য পথে এই বিভ্রাট না ঘটলে আমি অন্ততঃ ঘণ্টা ৬ কি কয়েক ঘণ্টা আগে এখানে পৌঁছতাম। মুসৌরি থেকে নিউটন মোহন দত্ত আমাকে লিখেছিলেন বরোদা রেল স্টেশনের পাশেই একটা বেশ ভাল ধর্মশালা আছে। দৈনিক এক টাকা থাকার ভাড়া। প্রয়োজনে আমি সেখানে উঠতে পারি। তিনি আরও জানিয়ে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বরোদা ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটের ডাইরেক্টর। আমার বরোদা যাবার কথা তিনি ডক্টর ভট্টাচার্যকেও জানিয়েছেন এবং আমি ওখানে গেলে আমার থাকা ও খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্য তাঁকে লিখেছেন। বরোদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে পৌঁছে সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত রাংগনেকারের সাথে আমি দেখা করলে তিনি যেন ডক্টর ভট্টাচার্যের সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেন সে কথাও তিনি রাংগনেকারকে লিখেছেন।

বরোদা পৌঁছে শ্রীযুক্ত দত্তের দেওয়া পরামর্শমত আমি সেই ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। ধর্মশালার চৌকিদার দোতলায় মার্বেল পাথরের মেঝের একটা প্রকাণ্ড ঘর খুলে দিল আমার থাকার জন্য। ঘরে নানা কারুকার্য খোদিত কাঠের বিশাল এক পালঙ্ক, গদির বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, ইজিচেয়ার, অন্যান্য আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা ইত্যাদি ছিল। ঘরের লাগোয়া সুসজ্জিত বড় একটা বাথরুমও ছিল। সব দেখে ভাবলাম, যাক্, নানা গোলযোগের জন্য কয়েক রাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কাটিয়ে আজকের বাকি রাতটা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে বাঁচব। কিন্তু হায় মানুষ ভাবে এক, ঘটে অন্যরকম।

জামাকাপড় ছেড়ে, গা, হাত, মুখ সব ধুয়ে আলো নিভিয়ে, গভীর রাত্রে আমি শয্যার আশ্রয় নিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমে আমার চোখ বুজে এসেছে এমন সময়ে হায় ভগবান, এ কি বিপদ! সমস্ত শরীরে আমার জ্বালা ধরে গেল। কতদিনের অভুক্ত কে জানে পালঙ্ক ও শয্যার মৎকুনকুল দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে এবং দংশনে দংশনে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। আমার রীতিমত উপলব্ধি হল মৎকুনকে আর 'ছার' পোকা জ্ঞানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা সম্ভব নয়। তারা 'ছার' পোকা ত নয়ই রীতিমত পরাক্রমশালী জীব। তাদের আক্রমণে অস্থির হয়ে আমি পালঙ্ক ছেড়ে ভূমি (?) শয্যা গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ মার্বেল পাথরের মেঝেতে বিনা শয্যায় শয়ন করলাম। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে। অগত্যা তাদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে আমি নাকাল হয়ে উঠে আলো জেলে দেখি সেই ক্ষুদ্র জীবগুলি সংখ্যায় বোধ হয় কয়েক সহস্র হবে, দলবেঁধে খাটের পায়া বেয়ে নেমে এসে মোটা লাইনে সারিবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করেছে। উপায়ান্তর না দেখে আমি রণে ভঙ্গ দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সেখানে পায়চারী করে বাকি রাত্রিটুকু কাটিয়ে দিয়ে এই রাবণ কুলের মত অরি-বৃন্দের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বাঁচলাম। সকালে স্নানাদি সেরে রাজপথে এসে বরোদা সেন্ট্রাল লাই-ব্রেরিতে যাবার উদ্দেশ্যে বাস ধরলাম।

অপ্রয়োজনবোধে একটা কথা বলা হয়নি। আগের দিন মধ্যরাত্রে বরোদা স্টেশনে পৌঁছে এক ঝামেলায় পড়েছিলাম। কলকাতা থেকে এত পথ এতবার গাড়ী-বদল করে এসেছি; কোথাও এ ঝামেলা উপস্থিত হয়

নি। কুলির মাথায় আমার জিনিসপত্র চাপিয়ে, ষ্টেশন থেকে বাইরে আসার মুখে এক রেলকর্মী কুলিকে দাঁড় করিয়ে বললে মালপত্র ওজন করতে হবে। ওজন তার হিসেবমত আমি যে পরিমাণ জিনিস বিনা মাশুলে বহন করতে পারি তার চাইতে ওজন কিছু বেশী হল। কোন যুক্তি না মেনে সে কলকাতা থেকে বরোদা পর্যন্ত দূরত্বের বাড়তি মালের ভাড়া আদায় করে নিল। বেশ কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে আমি ধর্মশালায় এসে আবিষ্কার করলাম আমার ভ্রমণসঙ্গী ব্রাডশটি আর আমার সঙ্গে নেই। খুবে একটা মূল্যবান বস্তু না হলেও তার নির্দেশিকা পথে আমার বেশ প্রয়োজনে এবং ভবিষ্যতেও লাগতো ভেবে তার অভাবে আমি বেশ একটু দুঃখিত হলাম। বইটির বন্ধ করা পৃষ্ঠাগুচ্ছের বাইরের দিকে কালি দিয়ে আমার সংক্ষেপিত নাম লেখা ছিল। তার বিরহে সকালেও একটু দুঃখিত মনেই বাসে উঠেছিলাম। বাসে উঠে বসা মাত্র দেখলাম আমার বিপরীত দিকের আসনে উপবিষ্ট এক দক্ষিণ ভারতীয়ের হাতে আমার সেই ব্রাডশটি রয়েছে। তিনি সেটা কোথায় পেয়েছেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন, রেল ষ্টেশনের কাউন্টারে। বইটি আমার বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি আমাকে ফেরৎ দিলেন। হারানিধিকে এই রকম অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে আমার মনের দুঃখ ঘুচে গেল এবং আমি হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বরোদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে হাজির হলাম।

# গ্রন্থ-প্রকাশন শিল্প ও ভারত

নন্দদুলাল বসাক

"আমি বই ভালবাসি; আমার কাছে প্রতিটি বই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এবং প্রতিটি লেখক এক একটি যাদুকর। আবেগ আর উৎসাহ বিনা বই সম্পর্কে কোন কথা আমি বলতে পারি না।..." ম্যাক্সিম গোর্কী

**মুখবন্ধ:**

বিগত পাঁচশ বছরের মধ্যে মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার মানবজাতির উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এই মুদ্রণ যন্ত্র আমাদের দিয়েছে গণ-প্রচারের সবচেয়ে উপযোগী ছাপা শব্দ। এর ফলে সংবাদপত্র এবং বইয়ের মত ছাপা মাধ্যমগুলির ক্রমোন্মেষ ঘটেছে। সাধারণ মানুষের শিক্ষা, জ্ঞান এবং প্রমোদ বিতরণের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম হল অবশ্যই বই। নব্য প্রযুক্তি প্রসূত ক্ষণজীবি ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলির তুলনায় বই কালজয়ী এক সুপ্রতিষ্ঠিত মাধ্যম। এই কারণে গ্রন্থ প্রকাশনা সামাজিকভাবে স্বীকৃত অনাত্ম পেশা হিসেবে জাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বুদ্ধিমত্তার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

**প্রকাশন শিল্পের ক্রমোন্মেষ:**

১৪৪০ খৃষ্টাব্দের গুটেনবার্গের পরিবর্তনশীল (Movable) টাইপ আবিষ্কারের সাথে সাথেই আধুনিক প্রকাশন ব্যবস্থার সূচনা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথম প্রকাশিত হয় বাইবেল, ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে। আমাদের দেশে অবশ্য প্রকাশন শিল্পের আগমন ঘটে ১৬শ শতাব্দীতে—আর তা আনে খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা। দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশনার ব্যাপারটা লেখক-প্রকাশক এই একটি গোষ্ঠীরই একচেটিয়া ছিল। প্রকাশনা স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি পেশা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল বেশ দেরীতে। বছরে মোট প্রকাশিত গ্রন্থের পরিসংখ্যানানুযায়ী ভারত বিশ্বের মধ্যে সপ্তম স্থানে; আর ইংরেজী ভাষায় প্রকাশনার ক্ষেত্রে কেবল যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের পর তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এতেই ভারতীয় প্রকাশন শিল্পের দ্রুত উত্থান সহজে অনুমেয়।

**ভারতীয় জনসাধারণের পাঠাভ্যাস:**

ভারতীয় প্রকাশন শিল্প সংক্রান্ত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে প্রায় ১,২০০টি সরকারী প্রকাশন সংস্থা (Agency; এরা দেশের ২০% বই প্রকাশ করে) এবং ১,০০০টি লেখক-প্রকাশকসহ এদেশে মোট প্রায় ১১,০০০টি প্রকাশক রয়েছে। বাণিজ্যিক প্রকাশনার কথা বলতে গেলে, ৩,০০০টি সরকারী উদ্যোগসহ প্রায় ৯,০০০টি প্রকাশক কাজ করে যাচ্ছে। এই কর্মক্ষম প্রকাশকদের মধ্যে ২,৭০০টি ছোট, ২০০টি মাঝারী এবং ১০০টি বড় প্রকাশক।

ভারতে গড়ে প্রায় ১৫,০০০টি বই প্রতি বছর বেরোয়। অবশ্য এই পরিসংখ্যান ভারতীয় জনসাধারণের পাঠাভ্যাস যাচাই করার মাপকাঠি মোটেই নয়। উপরন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ হিসাব অনুযায়ী প্রতি দশ হাজার মানুষ পিছু বইয়ের সংখ্যা সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতে সবচেয়ে কম;—হিসেব করলে দাঁড়ায় মাত্র ২৭টি; ইয়োরোপে যা ৫০৫টি, সারা বিশ্বের গড় হল ১৫০টি এবং এশীয় গড় হল ৫০টি।

ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয় পাঠ্য বই। গ্রন্থ

বিক্রেতাদের মতে ভারতীয় জনগণের মধ্যে কোন সু-নির্দিষ্ট পাঠাভ্যাস লক্ষ্য করা যায় না। 'মনোগ্রাফ' বই-এর প্রিন্ট অর্ডার সাধারণত গড়ে ১,০০০ কপি হয়ে থাকে। যদি কখনো কোন 'মনোগ্রাফ'-এর প্রিন্ট অর্ডার ৩,০০০ হয় তবে সর্বোচ্চ বিক্রীত বই হিসেবে সেটি গণ্য হয়। তাই পাঠ্য বই ছাড়া অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের প্রকাশন ভারতে খুবই সীমিত। কেবলমাত্র শিক্ষামূলক বই প্রকাশই এদেশে একমাত্র লাভজনক উদ্যোগ।

অন্য এক দলের মতেও বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই মূলতঃ পরীক্ষা পাশের জন্য প্রয়োজনীয় বই পড়েন; তাই দেখা যাচ্ছে পাঠ্যাভ্যাসই মূলতঃ পরীক্ষাকেন্দ্রিক। এছাড়াও সাধারণ মানুষ উৎপাদন পদ্ধতির কিংবা নিহিত বিজ্ঞানবস্তুর মান সম্পর্কে তেমন আগ্রহী নন। তাঁরা চান মামুলি উপস্থাপন। দামের ব্যাপারটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উচ্চমূল্যে উচ্চ মানের বই-এর তুলনায় সস্তার বই নিশ্চিত বেশী বিকোবে।

সাধারণতঃ ভারতীয়দের পাঠস্পৃহা খুবই কম। কিন্তু এরা গল্পের বই-এর প্রচণ্ড ভক্ত। সামান্য কিছু লোক অবশ্য জীবনী, রাজনৈতিক ভাষ্যাদি এবং বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের উপর মননশীল পাঠ্যবস্তু-গুলি পড়েন। কেরল, গুজরাত, বাংলা এবং মহারাষ্ট্রের মানুষেরা বিহার এবং মধ্যপ্রদেশবাসীদের তুলনায় বেশী বই পড়েন। এসব সত্ত্বেও মানতেই হবে যে, মননশীল গ্রন্থপাঠের ঝোঁক কমের দিকেই। কিছু লোক অবশ্যই আছেন, যারা দামের ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে যত রকম ভাল বই বেরোয় তাই পড়ার জন্য ছোটেন।

**প্রকাশন সংস্থা খুলবার প্রাক-শর্তাদি।**

ব্যবসা এবং বুদ্ধির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে অনন্য এই পেশা প্রকাশন শিল্প। একজন সফল প্রকাশককে এই একই সাথে যেমন এক সুব্যবস্থাপক হতে হবে; তেমনই একজন শিল্পী এবং ব্যবসায়ীও হতে হবে। কমবেশী সব প্রকাশক-এরই ভাল সংগতি থাকা বাঞ্ছনীয় আর বই সম্পর্কে আগ্রহ এবং পেশার প্রতি আন্তরিক দায়িত্ব-বোধ থাকা হল নতুন প্রকাশন ভবন খোলার প্রাকশর্ত-গুলির অন্যতম।

**পাণ্ডুলিপি চয়নের শর্তাদি :**

প্রত্যেকটি প্রকাশন ভবন তার নিজস্ব 'ব্যানারে' প্রকাশের নিমিত্ত পাণ্ডুলিপি চয়নের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা শর্তাদি মেনে চলে। কেউ পছন্দ করেন কেবল আকর্ষণীয় বিষয়ের বইগুলি। কেউ আবার একইসাথে লেখার মান ছাড়াও সেটির বাণিজ্যিক সফলতার দিকও পর্যালোচনা করে থাকেন। কোন কোন প্রকাশন ভবন আবার গোড়া থেকেই দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা-মূলক পাঠ্যবইগুলির প্রয়োজনীয়তার নীতি মেনে চলে। নামী পাঠ্য বই প্রকাশকেরা প্রথমেই বাজারে লভ্য চলতি পাঠ্যবইগুলির উপর সমীক্ষা করেন এবং পরি-শেষে নিজেদের বইগুলির উন্নত প্রকাশন নীতি প্রণয়ন করেন। এঁরা লেখকের ইতিমধ্যে অর্জিত সুনামের ব্যাপারটাও নজরে রাখেন—অর্থাৎ তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কিনা ইত্যাদি। গল্প বা হালকা পাঠের ব্যাপারে সনসাময়িক বিষয়াদি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। শিক্ষামূলক বইয়ের এঁদেশে তৈরী বাজার থাকে, কিন্তু মনোগ্রাফের ক্ষেত্রে বাজার নিজেদের তৈরী করে নিতে হয়।

**লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক :**

কার্যতঃ এঁরা দু'জন প্রায় হাত ধরাধরি করে চলেন। একজন প্রকাশক এবং একজন লেখকের সফল সম্মিলিত উদ্যোগের ফসল হল একটি প্রকাশিত বই। এসম্পর্কে চিন্তা করবার সময় দু'টি জিনিস মনে রাখা উচিত—১) একজন প্রকাশক লেখকের এক অমূল্য মূল্যবান জিনিস, তার পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করেন; এবং ২) ভারতীয় প্রকাশনাকে সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

আমাদের দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং সাধারণ নাগরিকদের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্যাদির অগ্রাধিকার-ভিত্তিক তালিকায় বই অতি নিম্ন স্তরে বিরাজ করে। তাই খুব কম বিক্রী এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থলগ্নীর প্রয়োজনের সুবাদে প্রকাশন এদেশে তেমন লাভজনক ব্যবসা নয়। এ'কারণে গ্রন্থস্বত্ব বাবদ পাওনা অর্থ (Royalty) কখনো কখনো সময় মত দিতে অপারগ হন। কখনো কখনো কোন প্রকাশক ইচ্ছাকৃতভাবেই লেখকের গ্রন্থস্বত্ববাবদ পাওনা আত্মসাৎ করেন। এ-কারণে লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক ক্ষেত্র বিশেষে অপ্রীতি-কর অবস্থায় পৌঁছায়। বিষয়টি এখানেই থেমে থাকে না। অনেক সুশিক্ষিত বা সুপণ্ডিত ব্যক্তি বই লেখার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করেন না। ফলতঃ প্রকাশনশিল্প ক্রমাগতই দৈন্যদশার মধ্যে থাকে।

প্রকাশন শিল্প/ব্যবসা ইতিমধ্যে যথেষ্ট উন্নত, সুসংহত এবং পেশাদারী হয়েছে। অনেকেই কম্পিউটারের সাহায্যে গ্রন্থস্বত্ব (Royalty) বাবদ হিসাব নিরত রাখছেন। ফলে কার্যতঃ সবরকম অভিযোগের অবসান সম্ভব হয়েছে। লেখক সমিতির ১,৫০০ জন সদস্য সহ লেখক এবং প্রকাশকদের একটি গুড অফিসেস কমিটি রয়েছে। বিগত দশকে কেবল মাত্র চল্লিশটি অভিযোগ এই কমিটির কাছে এসেছে। এর সব কটিরই শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হয়েছে।

**প্রকাশন শিল্পের সমস্যাদি :**

কাঁচামাল (কাগজ) হতে শুরু করে

নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা পর্যন্ত, অসংখ্য সমস্যা প্রকাশন শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায় হচ্ছে। এগুলির মধ্যে কাগজের চরম দুষ্প্রাপ্যতা অন্য সমস্ত সমস্যাগুলিকে ম্লান করে দেয়। বিগত দশ বছরে কাগজের দাম বেড়েছে ৩০০%। কাঁচা মাল এবং উৎপাদিত পণ্যের উপর ক্রমবর্ধমান করের বোঝা এক বিরাট সমস্যা। বর্তমানে বইয়ের মোট উৎপাদন খরচের ৫০%—৬৩% এতেই খরচ হয়। আজকাল কাগজ (তাও নিম্নমানের) বিক্রী হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে।

সারা বিশ্বে প্রকাশন শিল্পের কাছে গ্রন্থাগারগুলিই মূল বাজার। কিন্তু, ইয়োরোপে যেখানে শিক্ষাগ্রন্থের ৮০%-ই কেনে গ্রন্থাগারগুলি, সেখানে ভারতে এই পরিমাণ অতি নগণ্য, মাত্র ১%। দেশে না আছে সুসংহত বিশাল গ্রন্থাগার-জাল, আর না হচ্ছে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত। উপযুক্ত সরকারী অনুদানের অভাবে যেমন গ্রন্থাগারগুলি ভুগছে তেমনই পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকদের ওপরও সেই প্রভাব কিছুটা পড়ছে।

আর্থিক সঙ্গতি/অনুদানের অভাবেও প্রকাশকরা প্রায়ই ভোগেন। যেহেতু প্রকাশন প্রকল্প সবসময়ই খুব ঝুঁকি সম্পন্ন দীর্ঘ মেয়াদী লগ্নীমূলক, এবং স্বল্প লাভজনক তাই এ'কাজে ঋণ যোগাড় করা প্রকাশকদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ব্যাঙ্ক প্রকাশন শিল্পকে শিল্প হিসাবে স্বীকার না করার জন্য অন্যান্য শিল্পের সমতুল সুদে ঋণ পায় না। ফলে উচ্চ সুদের জন্য বেশীর ভাগ প্রকাশকের কাছেই অনন্ত কাল বাবৎ টাকার যোগানে সমস্যা দেখা দেয়।

ভারতে এখনও এই শিল্পে কাজকর্ম করার মত উচ্চমানের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকের খুবই অভাব। এর ফলে প্রকাশন শিল্প এখনও উচ্চ স্তরের কুশলতায় পৌঁছতে পারেনি। প্রযুক্তিগত দিক দিয়েও ভারতীয় প্রকাশন শিল্প এখনও, আধুনিকতার উপযুক্ত পর্যায়ে পৌঁছয়নি।

ভারতে প্রচলিত ১১৭টি ভাষা এবং ১,৬৫২টি বুলি হওয়ায় দেশের প্রকাশন শিল্পের নজর ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ভাষার দিকে। সামগ্রিক ভাবে কোন এক বিশেষ ভাষার প্রতি সুবিচার করা একদমই সম্ভব নয়। এছাড়া আছে দেশের চিরন্তন অশিক্ষা ও গরিবী যার ফলে বইয়ের বিক্রী কবল যারা পড়তে এবং কিনতে পারে তাদের মধ্যেই সীমিত।

সবশেষে উল্লেখ্য, এ দেশে বইয়ের বিতরণ ব্যবস্থা (পাইকারী এবং খুচরা দুই-ই) এখনও খুবই ভগ্নদশা প্রাপ্ত। বই-এর দোকান এবং গ্রন্থাগার পরিষেবকদের এক জ্বলন্ত সমস্যাভাবে ভুগছে।

**প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা।**

পৃথিবীর খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রকাশন শিল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে ভারত অগ্রণী। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বৃত্তিশিক্ষা মহাবিদ্যালয় প্রকাশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। স্নাতক স্তরে তিন বছরের একটি কোর্স এবং প্রকাশন ম্যানেজমেন্ট, সম্পাদনা, পুস্তক প্রস্তুত প্রণালী, এবং বিতরণ ব্যবস্থার ওপর চারটি স্নাতকোত্তর স্তরের ডিপ্লোমা কোর্স দিয়ে থাকে এই প্রতিষ্ঠান। পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়াও ব্যবহারিক কাজের সাথে পরিচয় করাবার ব্যবস্থা রয়েছে এই কোর্সে। এই কলেজ হতে পাশ করা ছাত্র/ছাত্রীরা প্রকাশন শিল্পে সংগে সংগে গৃহীত হয়।

যা হোক, প্রথানুগ প্রশিক্ষণের অভাব কোন বাধাই নয়। সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, গ্রন্থ বিপণন, ছাপাখানা নাটক এবং বিজ্ঞাপন শিল্পের মত আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিতে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা, প্রকাশনার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

যা হোকে প্রথানুগ প্রশিক্ষণের অভাব কোন বাধাই নয়। সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, গ্রন্থ বিপণন, ছাপাখানা, নাটক এবং বিজ্ঞাপন শিল্পের মত আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিতে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা, প্রকাশনার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

**প্রকাশন শিল্পে কাজের রকম ফের:**

একটি প্রকাশন ভবন তার কর্মীদের মূলতঃ তিন ধরণের কাজের সুযোগ দেয়। এগুলি হল সম্পাদনা, উৎপাদন এবং বিপণন।

সম্পাদনা:—প্রকাশের জন্য নির্বাচিত বইটির পাণ্ডুলিপি পরবর্তী ধাপে অভিজ্ঞ সম্পাদকগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই প্রতিলিপি সম্পাদকদের কাজ হচ্ছে, ব্যাকরণগত ত্রুটি সংশোধন, প্রয়োজনে উপস্থাপনরীতির পরিমার্জন এবং পাণ্ডুলিপিটি চূড়ান্তভাবে ছাপার উপযোগী করে তৈরী করে দেওয়া। অনেক প্রকাশন ভবনের চূড়ান্তভাবে ছাপার আগে প্রুফ দেখার জন্য পেশাদার প্রুফরীডার থাকে; অন্যেরা তাদের সম্পাদকীয় কর্মীদের উপর কিংবা শখের কর্মীদের উপর নির্ভর করে; আর কিছু প্রতিষ্ঠান লেখকদের প্রুফ দেখতে অগ্রাধিকার দেন।

উৎপাদন:—উৎপাদন বিভাগের দায়িত্ব হল বইটির প্রকাশন সংক্রান্ত সবরকম নক্সা এবং পরিকল্পনা রচনা যেহেতু বইটির বাহ্যিক উপস্থিতি তার ক্রেতাদের আকর্ষণ করার ব্যাপারে অনেকটা সাহায্য করে। এ-ছাড়াও আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এই বিভাগের কর্মীরা, তা হল খরচ-খরচা সংক্রান্ত হিসেব। চূড়ান্ত স্তরে বিক্রীর ব্যাপারে এটির অবদান অনেকটা। এছাড়া উৎপাদন বিভাগ ছাপাখানা, কাগজ ব্যবসায়ী এবং বাঁধাই কেন্দ্রের সাথে নিয়ত যোগাযোগ রেখে প্রকাশনের সময় সারণী নিয়ন্ত্রণ করে। তাই উৎপাদন

বিভাগের কর্মীদের প্রকাশনার বিভিন্ন দিকের জ্ঞান কম বেশী থাকা প্রয়োজন।

বিপণন :—বিপণন উন্নয়নমূলক প্রচারাদির মাধ্যমে নতুন বইটিকে সাধারণের মাঝে তুলে ধরার দায়িত্ব এই বিপণন বিভাগের। প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেও বইটি সম্পর্কে সম্ভাব্য ক্রেতা সাধারণকে ওয়াকিবহাল করান হয়।

এদেশে প্রকাশন শিল্পের যথেষ্ট ভবিষ্যৎ রয়েছে। যাঁরাই এই শিল্পে যোগ দিয়েছেন তাঁরাই ছেড়ে যেতে পারেন নি। এ পেশায় যদিও ভাল বেতন এখনও নেই তবু আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায় যথেষ্ট।

## গ্রন্থ সমালোচনা

**Select Bibliography on May Day—National Library Employees Association, National Library, Bevedere Calcutta 700027, 1986, pp 6+154 Rs 60 00**

ঐতিহাসিক মে দিবসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মচারী সমিতি এই গ্রন্থপঞ্জীটি প্রকাশ করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকে মে-দিবস সংক্রান্ত ইংরেজী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার বই এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী নিয়ে এই গ্রন্থপঞ্জী সংকলিত হয়েছে।

বিগত এক শতাব্দীব্যাপী মে-দিবসের আবেদন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তো বটেই, এমন কি, আমাদের দেশেও গভীর তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এসেছে। বিষয়টি শুধু যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হয়েছে তা নয়। মে-দিবস নিয়ে বেশ কিছু কবিতা, গল্প এবং নাটকও লেখা হয়েছে। এই ধারা গত এক শতাব্দী যাবৎ যেমন অব্যাহত রয়েছে তেমনি আরও অনেককাল যে এমনই এর আবেদন আমাদের কাছে থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্যই ১৯৮৬র ১লা মে সারা পৃথিবীতে মে দিবসের শতবার্ষিকীতে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করা হয়েছে ব্যাপকভাবে।

১৮৮৬ সালের ১লা মে আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে সারা আমেরিকার কল কারখানায় ধর্মঘট হয়েছিল। মালিকশ্রেণী তাদের সর্বশক্তি দিয়ে শ্রমিকদের এই আন্দোলন স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। শিকাগো শহরের এক কারখানায় মজুরদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে ৬ জন মজুর নিহত ও অনেকে আহত হয়। এর প্রতিবাদে ঐ শহরের 'হে মার্কেট স্কোয়ারে' শ্রমিকরা একটি সভা আহ্বান করেন। এখানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে সাতজন পুলিশ এবং চারজন শ্রমিক নিহত হন। এরপর চলল ব্যাপক অত্যাচার ও ধরপাকড়। শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল এবং মিথ্যা মামলা সাজিয়ে চার জনকে ফাঁসী দেওয়া হল। 'হে মার্কেটে' শ্রমিকের রক্তে যে পতাকা রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল পরবর্তীকালে সেই রক্তপতাকাই শ্রমিকশ্রেণীর পতাকা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই শুরু হয়েছিল পুঁজিবাদের জন্মলগ্ন থেকেই। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভূস্বামী বা সামন্তদের হাত থেকে এক নতুন ধনিক শ্রেণীর হাতে গেল যারা কল কারখানার মালিক। এদের লক্ষ্য ছিল কম মজুরী দিয়ে মজুরদের বেশী খাটিয়ে কি করে বেশী মুনাফা লাভ করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাই মজুরদের কাজের সময়ের কোন নির্দিষ্ট সীমাও ছিল না। এক একজন মজুরকে দিনে কোথাও কোথাও চোদ্দ-পনর ঘণ্টাও খাটতে হত। শ্রমিকের জীবন ছিল ক্রীতদাসের অনুরূপ। শ্রমিকরা তখনও জোটবদ্ধ হতে শেখেনি। তবু লড়াই হয়েছে একক ভাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত আন্দোলনের সূচনা হয়। একদিকে পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণী দমন-পীড়ন ও অত্যাচার দিয়ে যেমন এই আন্দোলন স্তব্ধ করতে সচেষ্ট হয় তেমনি অন্যদিকে কলে কারখানায় খেটে-খাওয়া শোষিত শ্রমিক শ্রেণীও মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে তাদের দাবী-দাওয়া ও ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। ১৮৪৮ সালে রচিত কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারে' শ্রমিকদের প্রতি সংঘবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়—'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' এই ইস্তাহারে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের কথাও ছিল।

১৮৫৬ সালের ২১শে এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকরাই প্রথম আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবীতে ধর্মঘট করেছিলেন মাত্র একদিনের জন্য। আমাদের এই ভারতবর্ষেও ১৮৬২ সালে বৃটিশ শাসনকালে অবিভক্ত বঙ্গের

হাওড়া স্টেশনে আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে ১২০০ রেল শ্রমিক কয়েকদিনের ধর্মঘট করেন। এটিই ভারতের শিল্প শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট এবং সংগঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এইসব ধর্মঘটের ঘটনাগুলি ঘটেছিল ১৮৬৬ সালের আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে আট ঘণ্টা শ্রমদিবস চালু করার দাবীর বহু পূর্বেই।

প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ ১৮৬৪ সালে কার্ল মার্কসের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল। আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনও যে 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার', 'প্যারী অভ্যুত্থান' এবং 'প্যারী কমিউনের' ঘটনাগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল একথা বলা বাহুল্য। ১৮৬৬ সালের ২০শে মে বাল্টিমোরের ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা সভায় আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে লড়াইয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৮৬ সালের ১লা মের অভ্যুত্থান এরই চূড়ান্ত পরিণতি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৭৫ সালে পেনসিলভেনিয়ার কয়লা খনিতে ধর্মঘট করার জন্য শ্রমিক ইউনিয়নের দশজন নেতাকে ফাঁসী দেওয়া হয়।

মে দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য শুধু আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবীতে লড়াই-ই নয়। সারা দুনিয়ার এই তারিখটি বারবার শ্রমিক শ্রেণী তথা সর্বহারা ও বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছে বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামে। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে, কি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, কি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, কি দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বা স্বাধীনতা অর্জনে অথবা সমাজে শ্রেণী বৈষম্য দূর করার সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে যে দিবসের ঐতিহ্য। এই মহত্তম প্রেরণা থেকেই ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক ও সর্বহারাদের অভ্যুত্থানের ফলেই নভেম্বর বিপ্লব সফল হয়েছিল। সেই থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক দেশেই এ পর্যন্ত নানা সফল ও অসফল বৈপ্লবিক-অভ্যুত্থান হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে অনুরূপ প্রেরণার ফলেই।

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি এই ঐতিহাসিক মে দিবসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই গ্রন্থপঞ্জীটি প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কর্তব্য সমাপন করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জীর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, প্রধানতঃ বাংলা, ইংরাজী এবং হিন্দী ভাষার রচনাই এতে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত রচনাও কিছু কিছু এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলেও দাবী করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল, ইংরাজী ও বাংলার তুলনায় হিন্দী রচনার উল্লেখ খুব কমই আছে। দু'-একটি উর্দু, ওড়িয়া এবং বুলগ ভাষায় প্রকাশিত রচনার উল্লেখ ছাড়া ভূমিকায় উল্লিখিত অসমীয়া, গুজরাতী, কন্নড়, মালয়ালম, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সাঁওতালী, তামিল তেলেগু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার কোন রচনার সন্ধান এতে পাওয়া গেল না। হয়তো এই সব ভাষার রচনাই এতে রয়েছে কিন্তু সেগুলি চোখে পড়ে নি। কিন্তু কেউ যদি জানতে চান যে, মে দিবস সম্পর্কে ভারতীয় কোন ভাষায় কত রচনা প্রকাশিত হয়েছে তা এই গ্রন্থপঞ্জী থেকে সহজে জানার উপায় নেই। ভূমিকায় অবশ্য বলা হয়েছে যে গ্রন্থপঞ্জীটি ব্যাপকভাবে রচিত হয়নি।

এই গ্রন্থপঞ্জীর আর একটি ত্রুটি বলে যেটা মনে হয়েছে, তা হল, সাম্প্রতিক কালের লেখাই বেশিরভাগ এতে স্থান পেয়েছে। এতে সর্বাধিক স্থান পেয়েছে আশীর দশকের রচনা, তারপরেই সত্তর, ষাট ও পঞ্চাশের দশকের। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার পরবর্তী কালের রচনাই এতে বিশেষ করে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিশের দশক থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত অনেক লেখাই এতে স্থান পায়নি। তুলনামূলকভাবে ঐ সময়ের রচনাগুলি সংখ্যায় অল্প হলেও খুবই মূল্যবান। হয়তো বৃটিশ আমলের ঐসব রচনা তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের সম্ভাবনা ছিলনা বলেই এগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারে নেই এবং এই কারণেই গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান পায়নি। কিন্তু এইসব মূল্যবান রচনা বাদ দিয়ে গ্রন্থপঞ্জী সংকলিত হলে তার মূল্য বহুলাংশে হ্রাস পায়।

তবে গ্রন্থপঞ্জীটিতে এই অভাবের অনেকটাই পূরণ করা হয়েছে তৎকালীন কতকগুলি নামী সংবাদপত্র যথা, 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'অ্যাডভান্স', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'মাদ্রাজ মেল', 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' 'হিন্দু', 'ইণ্ডিয়ান নেশন', 'ডেকান হেরাল্ড', 'ফ্রি প্রেস জার্নাল', 'ন্যাশনাল হেরাল্ড', 'নাগপুর টাইমস', 'পায়োনিয়র', 'বিহার হেরাল্ড', 'স্টেটস্‌ম্যান' প্রভৃতিতে প্রকাশিত মে দিবস সংক্রান্ত সংবাদ এতে সংকলন করে দিয়ে। যথা, ১৯০০ সালের ১লা মে কলকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি, যাতে শ্রমিকদের মে দিবস উপলক্ষে ধর্মঘটে যোগ না দেবার জন্য সতর্ক করা হয় (৭৭ পৃঃ): ১৯০৪ সালের ৪ঠা মে তারিখের 'অ্যাডভান্স' পত্রিকার রিপোর্ট, যাতে মে দিবসে খুলনায় শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল (৭৩ পৃঃ); আবার ঐ সময়েই 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 'মাদ্রাজ মেল', 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া', 'অ্যাডভান্স' প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যথা, ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বিভিন্ন শহর যেমন, কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি শহরে মে দিবস পালনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে (৭৭ পৃঃ)। এই গ্রন্থপঞ্জীর ৭১ পৃষ্ঠা থেকে ১০০ পৃঃ পর্যন্ত এই রকম মে দিবস

সংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যাবে যা সেই সময়ের এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের ২রা মে মাদ্রাজ মেল'-এ যে দিবস উপলক্ষে এলাহাবাদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর দেওয়া বক্তৃতা প্রচার করা হয়েছিল (৭৪ পৃঃ)। ১৯৪০ সালের ২রা মের 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ায়' প্রচার করা হয়েছিল কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের সভায় মে দিবস উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা (৩১ পৃঃ)। মজার কথা এই যে, বিশ্বব্রাস হিটলারের মে দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা যথাক্রমে ১৯৩৪, ১৯৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৩১ সালের 'টাইম্স্ অব ইণ্ডিয়া' এবং 'অ্যাডভান্স' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (৬১-৬২ পৃঃ)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পরাধীন ভারতে যে দিবস পালনের অনুষ্ঠান যেমন নির্বিঘ্নে পালন করা যায়নি তেমনি স্বাধীন ভারতেও সব সময়ে সর্বত্র এইসব অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। এইসব হাঙ্গামার বিবরণ আছে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়।

এই ধরণের অনেক খবরই যে সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে পাওয়া যাবে এবং তা যে খুবই মূল্যবান হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রন্থপঞ্জীটির বিন্যাস সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন। এতে প্রথমেই গ্রন্থমধ্যে যে সকল সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির পূর্ণ নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে সাধারণ সংক্ষিপ্ত, মাস ও বৎসরের নামের সংক্ষিপ্ত, বিভিন্ন ভাষার নাম সংক্ষিপ্ত এবং সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকার নাম সংক্ষিপ্তর সংকেত। এরপর মূল গ্রন্থপঞ্জীর সাধারণ ভাগে বই অংশ সাজানো হয়েছে লেখকের পদবীর বর্ণানুক্রমে আর সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকার রচনাগুলির লেখক ও আখ্যা একসঙ্গে বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। তবে এই অংশে কেন যে লেখকের নাম পদবী অনুযায়ী সাজানো হল না তা বোঝা গেল না। আবার সাহিত্য অংশে অর্থাৎ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রথমে বইগুলি সাজানো হয়েছে লেখকের পদবীর বর্ণানুক্রমে এবং পত্র-পত্রিকায় রচনা অংশটি প্রথমে 'নাটক', 'কবিতা' 'গল্প' ও 'বিবিধ' এই কটি শিরোনামে ভাগ করে তার অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি লেখকের পদবীর বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

এরকম বিন্যাস থেকে খুব সহজে এবং দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। বরং প্রকাশকাল অনুযায়ী বই এবং পত্র-পত্রিকার লেখাগুলি ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে নানারকম নির্দেশিকা বা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করলে তথ্য সংগ্রহের কাজ দ্রুত এবং সহজে সম্পন্ন করা যায়। এ ধরণের গ্রন্থপঞ্জীতে বিষয় নির্ঘণ্ট এবং লেখকের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভাষা অনুযায়ী একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করলে কোন ভাষায় কত রচনা আছে তার হিসাব সহজেই পাওয়া যেত।

এই গ্রন্থপঞ্জীর ভূমিকায় জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মচারী সমিতির কর্মসচিব এটি পরবর্তী সংস্করণে আরও ব্যাপকভাবে এবং ত্রুটিমুক্ত করে সঙ্কলন করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের কালে সমিতি আশা করি বর্তমান সমালোচকের এই কথাগুলি বিবেচনা করে দেখবেন।

—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

## চতুর্থ কোঠারী বেতন কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের কনভেনশন

গত ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ তারিখে জাতীয় গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি (NLEA) দ্বারা আহূত কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থাসমূহের গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায়।

এই সভায় নিম্নলিখিত মোট ২৩টি সংস্থা অংশ গ্রহণ করেন: জাতীয় গ্রন্থাগার; সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী; কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়—ইছাপুর, ব্যারাকপুর, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, রাঁচি, রামগড় ক্যান্টনমেন্ট, কল্যাই-কুণ্ডা; জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, কলকাতা; ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা; পেটেন্ট অফিস, কলকাতা; জুট টেকনোলজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, কলকাতা; ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল; কমার্শিয়াল লাইব্রেরী; ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হোমিওপ্যাথি; ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম; অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, কলকাতা; ন্যাশনাল অ্যাটলাস অ্যান্ড থিম্যাটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন, কলকাতা; জুলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, কলকাতা; দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা; ইয়াসলিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

চতুর্থ বেতন কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত কেন্দ্রীয়

সরকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই কনভেনশনে। বেতন কমিশনের সুপারিশের তীব্র সমালোচনা করে এই কনভেনশনে বলা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকারী গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বিন্যাস ও বেতন কাঠামো সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট সুপারিশ করতে কমিশন ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণে কমিশন তার রিপোর্টে গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে।

এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী এস. কে. কাপুর (জি. এস. আই.), বিধান অধিকারী (জি. এস. আই.), জয়ন্তী ঘোষ (কমার্শিয়াল লাইব্রেরী), কল্পনা দাসগুপ্তা (জাতীয় গ্রন্থাগার), প্রবীর রায়চৌধুরী (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), এস. এম. কুলকার্ণী (অ্যান্থ্রোপলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া), পি. কে. নস্কর (জুলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া), এন. সি. কোনার (কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বারাকপুর), এন. এন. সরকার (জাতীয় গ্রন্থাগার), বি. সি. দে (ন্যাশনাল অ্যাটলাস), রাজেশ্বর সরকার (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম), এস. সি. খান (ন্যাশনাল অ্যাটলাস), অমলেন্দু রায় (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল), আশিস নিয়োগী (জাতীয় গ্রন্থাগার) এবং ফণিভূষণ রায় (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)।

এই কনভেনশনে ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য এবং দাবী সনদ প্রস্তুত করার জন্য শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। নিম্নে প্রদত্ত একটি প্রস্তাবনাও এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

**কেন্দ্রীয় সংস্থার গ্রন্থাগার কর্মীসমূহের কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাব:**

কেন্দ্রীয় সরকারের চতুর্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করে এই সভা বলতে বাধ্য হচ্ছে যে চতুর্থ বেতন কমিশন গ্রন্থাগার কর্মীদের পদমর্যাদা এবং বেতন কাঠামোর প্রতি অন্যায্য ব্যবহার করেছে।

বেতন কমিশনের কাছে অনেক দাবীসনদ এবং প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে ঐ সমস্ত দাবীসনদ এবং প্রস্তাবকে ঠিকমত বিবেচনা করা হয় নি।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী গ্রন্থাগার এবং সংস্থার মধ্যে বেতন কাঠামো, নিয়োগ নীতি এবং যোগ্যতার ক্ষেত্রে সমতা আনতে ও বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য দূর করতে কমিশন ব্যর্থ হয়েছে।

এই কনভেনশন অনুভব করেছে যে গ্রন্থাগার বৃত্তির বিভিন্ন জটিলতা সম্বন্ধে কমিশনের কোন স্বচ্ছ ও দৃঢ় ধারণা না থাকায় কমিশনকে চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার পরেও একটা কমিটি গঠন করে এই ব্যাপারকে ঠিকমত পর্যালোচনা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়েছে।

এই কনভেনশন কমিটি গঠনকে স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু এর গঠন এবং কার্যক্রম সম্বন্ধে এই কনভেনশন আদৌ ওয়াকিবহাল নয়, কারণ কমিশন কোথাও এই সম্বন্ধে আলোকপাত করেনি।

এ ছাড়াও কমিশনের প্রকাশিত সুপারিশ থেকে এটা স্পষ্ট যে কমিশন কেবলমাত্র গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী কর্মী সম্বন্ধেই অবহিত। এর ফলে অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীরা যাঁরা গ্রন্থাগারের বিকাশ এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাবার জন্য সমভাবে প্রয়োজনীয় তাঁরা বঞ্চিত হবেন।

তাই এই কনভেনশন দাবী করছে:—

(১) ভারত সরকার অবিলম্বে প্রস্তাবিত কমিটি গঠন করুন।

(২) সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার বৃত্তির সংস্থাসমূহ, রাজ্য গ্রন্থাগার সংস্থাসমূহ (যেখানে যেখানে বিদ্যমান) এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অবহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৩) সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন কাঠামো, পদমর্যাদা এবং কাজের শর্তাবলী পর্যালোচনা করা এই কমিটির কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৪) কমিটির রিপোর্ট বা সুপারিশ পেশ করার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করতে হবে।

(৫) সুপারিশ কার্যকরী করার জন্যও একটা সময় নির্দিষ্ট করতে হবে।

প্রতিবেদক: ঝরণা বন্দ্যোপাধ্যায়

# গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারী নির্দেশনামা

## Government of West Bengal Finance Department
## Audit Branch

No. 2025-F Cal. Dated 4th March '87

## RESOLUTION

In continuation of the Finance Department Resolution No. 805-F dt. 30.1.87 setting up a Pay Commission, the Governor is pleased to decide that the terms of reference of the Pay Commission will be as follows :

1. To examine the present structure of pay and conditions of service taking into account the total packet of benefits available to the following categories of employees and to suggest changes which may be desirable and feasible, keeping in view the recommendations of the Government of India thereon :
   (a) Employees under the full making control of the Government of West Bengal Except members of the All India Services at the West Bengal Higher Judicial Service and members of services to whom the University Grants Commission scales of pay have been allowed :
   (b) Teaching and non-teaching staff in Government sponsored or aided.
      (i) Schools upto Class XII standard ;
      (ii) Training Institutions of Primary teachers ;
      (iii) Libraries ;
      (iv) Polytechnics and Junior technical Schools ;
   (c) Non-teaching employees of non-Government (Sponsored and Aided) and State-aided Universities ;
   (d) Employees of Municipalities, Municipal Corporations, Zilla Parishads, District School Boards and Panchayat Bodies (including Chowkidars and Dafadars).

2. To examine the alleged anomalies in the pay structure arising out of the implementation of recommendations of the Second Pay Commission (1977—1980) and of the promotion policy Statement of 1981 and to suggest measures for removal of genuine anomalies, if any, while recommending the new structure of emoluments mending the new structure of emoluments ;

3. To examine the special pay and other allowances, concessions including leave travel concessions and benefits in kind which are available to the employees in addition to pay and to suggest changes which may be desirable and feasible ;

4. To make recommendations on the above having regard inter alia to the prevailing pay structure under the Central Government, Public Sector undertaknigs, State Governments etc., the economic condition of the country, the resources of the State Government as well as the financial responsibility of the Government of India considering the present pattern of allocation of revenues and the demands thereon such as those on account of development planning.

5. The commission will devise its own procedures and may appoint such Advisers, Institutional consultants and experts as it may consider necessary for any particular purpose. The commission may call for such information and take such evidence as may be considered necessary. The different departments of the State Government and offices subordinate to them will furnish such information, documents and other assistance as may be required by the commission. The Government of West Bengal trust that the service associations and the unions of State Government employees and others concerned will extend to the Commission their fullest co-operation and assistance.

6. The Commission will make an estimate of the cost involved in implementing their recommendations and suggest measures for avoidance of wasteful expenditure and other measures for economy. The Commission will also suggest measures for promoting efficiency.

7. The commission will submit their recommendations as soon as practicable, but preferably within a period of six months from the date of order.

8. The Commission may submit interim recommendations, if found necessary or if so desired by the Government.

9. Ordered that the resolution be communicated to all Administrative Deparments and all offices subordinate to them. Ordered that the resolution be published in the official Gazette.

By order of the Governor,
Sd/- P. K. Sarkar,
Secretary to the Government
of West Bengal
Finance Department.

# পেনসন সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশ

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Education Department

S. E. Branch

No. 623-Edn. (SE)
5L-66/89

Calcutta, the 5th November, 1986

From : Shri P. C. Ganguly, I.A.S.
Jt. Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Library Services, West Bengal.
2, The Director, Pension, Provident Fund and Group Insurance, Purta Bhaban, Salt Lake, Calcutta-91.

Sub. : West Bengal Recognised Non-Govt Educational Institution Employees (Death-Cum-Retirement Benefit), Scheme, 1981.

In connection of G. O. No. 64 (6)-Edn. (B) dt. 11.3.86, the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to direct that the District Library Officer of each District will act as "Pension Sanctioning Authority" in respect of the retired employees of sponsored/Non-Govt./aided libraries of respective districts.

This order issues with the concurrence of the Finance Deppt. vide their U. O. No. Gr. J/3090 dated 31.10.86.

The Accountant General, West Bengal and the Pay & Accounts Office have been informed.

Sd/- P. K. Ganguly,

Joint Secretary

# কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পরিষদের পত্র

## Bengal Libaary Association

To
Shri Jyoti Basu
Chief Minister
and
Minister-in-charge of Higher Education
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta-700 001.

Dear Sir,

I want to draw your kind attention to a circular of the Ministry of Human Resources Development (Department of Education), Government of India for relaxation in the qualifications for placing the existing librarians in universities and colleges in the pay scale of Rs. 700-1600/- (copy enclosed).

We shall be much obliged if you would kindly look into the matter so that the existing librarians get the benefit of the revised UGC pay scale of Rs. 700-1600/-.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/- Arun Ray
General Secretary

Encl : Department of Education,
Circular No. F. 2.3-84-U.I.
Dt. 16. 1. '87.

# দৈহিক স্থায়ী অক্ষম কর্মীর পোষ্যের চাকুরীর সুযোগ সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশনামা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Education Department

S. E. Branch

No. 634-Edn. (S.E.)
5L-59/86

Dated : The 10th November, 1986

From : Shri S. H. Bhattacharyya,
Deputy Secretary.

To : The Director of Library Services, West Bengal.

Rsf : D. D. L. S.'s U.O. No. 224/L. S Dt. 30.7.86.

In continuation of this Department's order No. 620-Edn. (SE) dated 9.11.82 the undersigned is directed to state that Govt. has since taken the following further decision in this matter :—

The offer of employment on compassionate ground to a son/daughter/wife/near relation of an employee of Govt. sponsored libraries (now defined as Sponsored public libraries), who dies in harness came into force w.e.f. 9.11.82. The same benefit may now be made applicable and also extended in respect of son/unmarried daughter/wife/near relation of an employee of sponsored public libraries, who is disabled permanently or otherwise incapaciated for life rendering him unfit to continue in service provided the fact of disablement is certified by the Director of Health Services or by any medical officer authorised by the Director of Health Services for this purpose.

The certificate of disablement for an employee of sponsored public libraries will be issued by the same medical authorities as are authorised by the Director of Health Services, West Bengal in case of certificate of disablement for primary Teacher in the Directorate of Health Services, West Bengal's order No. HPA/G-505-79/103-P dt. 27.2.80. Accordingly, the Chief Medical Officer of Health of the Districts except Calcutta and Howrah will issue such certificates of disablement after examining the employee of a sponsored public library through a Medical Board constitued by at least three medical officers of different branches. As regards Calcutta and Howrah Districts, such cases of disablement may be referred to the permanent Medical Board at Medical College Hospital, Calcutta.

Certificates issued by the authorities mentioned above will be regarded as if such certificates have been issued by the Director of Health Services, West Bengal.

In other wards, the benefit of offer of employment on compassionate ground will also be available if instead of death in harness, an employee of sponsored public libraries suffers permanent disablement rendering his incapble of continuing in service. The wards are to be treated as belonging to the exempted categories and their names need not be obtained through employment exchange.

The benefit should not be granted to more than one ward of such employee.

The proposal for such appointment may be sent to the Director of Library Services, West Bengal for prior approval before letters of appointment are issued.

This order will take effect from 1.4.1986.

Sd/- S. H. Bhattacharyya

*Deputy Secretary.*

**Bengal Library Association**

P-14 C.I.T. SCHEME NO. 52
CALCUTTA-700 014

## Bengal Library Association's observation about revision of pay scales of library professionals in Colleges & Universities.

1. *Revision of pay scales* : Revision of pay scales of Librarians, Deputy Librarians and Asstt. Librarians of Colleges and Universities is long over due. The Bengal Library Association has submitted memorandum in this regard on earlier occasions. The Association is of the opinion that the U.G.C. should immediately announce the revised pay scales for college and university Librarian (including the Deputy and Asstt. Librarians. The revised pay scales for college and university librarians (including Deputy and Assistant Librarians) should be at par with revised pay scales for college and university teachers.

2. *Recruitment qualifications* : The Bengal Library Association has already submitted memorandum protesting against introduction of two Master Degrees (Master degree in any subject plus Master degree in Library & Information Science) for availing the benefits of the U.G.C. pay scales. This was a deviation from the earlier norms recommended by the U.G.C. Library Committee under the Chairmanship of Dr. S. R. Ranganathan. Besides its absurdity for insisting on two master degrees, the latest recommendation of the U.G.C. has also created a problem of shortage of adequately qualified personnel having master degree in Library & Information Science along with master degree in any subject. The Association is of the opinion that the prescribed qualification for the post of Librarian (including Deputy and Assistant Librarians) should be Master Degree in Library and Information Science *or* Master Degree in any Subject plus B. Lib. Inf. Sc.

3. *Scope for promotion* : As in case of teachers, there should be scope for promotion to the next higher scale on the completion of six years. The assessment should be done by the local authority with the help of library and information science expert.

4. *Problems of existing staff* : The Ministry of Human Resources Development (Department of Education) in its Circular No. F.2.3-/84-UI dt. 16th January, 1987 has relaxed the prescribed qualifications mentioned in its earlier Circular (No. 2-3/32 U.I. dt. 16.12.82) for placing the existing Librarians in the pay scales of Rs. 700-1600/-. The Association is of opinion that the time limit of relaxation of existing staff should be extended till the introduction of proposed revised pay scale. At the same time there should be strict insistence that all future recruitment of Librarians (including Deputy and Assistant Librarians) should be in accordance with the U.G.C. prescribed qualifications.

5. *Problems of University Library staff* : In most of the universities, there is acute shortage of supervisory staff. In most cases there is a provision of 3 or 4 super-

visory staff in the ranks of Librarian, Dy. Librarian and Assistant Librarian. At least 10 per cent of total strength of staff of university library complex (including Departmental Library) should be in the cadres of Supervisory staff for effective management of university libraries. There should be guide line in this regard on behalf of the University Grants Commission.

6. *Professional staff other than . Supervisory staff* : In Colleges and Universities there are other cadres of professional staff who are responsible for various professional jobs in the library. It is unfortunate that the University Grants Commission is silent as regards pay scales of these cadres. There are following two distinct group of professional staff in college and university : (a) Degree in Library & Information science (b) Professional staff having Certificate in Library Science.

   The Association is of opinion that there should be recommendation for these two cadres also.

7. *Status of Librarians* : The U.G.C. should declare in clear terms that the status of librarians, deputy librarians and assistant librarians of colleges and universities be at per with those of teachers of colleges and universities.

8. *Study leave and deputation to attend seminars, Summer Institute, workshop and conferences* : Library and Information Science to-day is a multi-disciplinary study, the subject content of which is fast changing with the development of science and technology. Library professionals are expected to be acquainted with the latest development of science and technology. Library professionals are expected to be acquainted with the latest development in the subject field. This is also required for improvement and expansion of library services. The Association is of the opinion that the library professionals be given scope for higher study in Library and Information Science. The association also holds the opinion that the Library professionals are expected to attend seminars, Summers Institutes, Workshops and Conferences on deputation. There should be a clear guideline in this regard on behalf of the University Grants Commission. All these should be taken as part of quality improvement programme.

# কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংক্রান্ত আদেশনামা

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Human Resources Development
(Department of Education)

No. F. 2.3./-84-U.I. New Delhi, dated the 16th January 1987

To
The Education Secretary
Government of.....

Sub : Upgradation in Salary Scale of Librarians Directors/Instructors of Physical Education and Documentation Officers in University and Colleges.

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 2-3/32 U.I. dated 16.12.82 on the subject noted above and to say that this Deptt. has been receiving representations from College Librarians and their Organisations for a relaxation in the qualifications prescribed in Annexture I to that letter which prescribed the qualifications for placing the existing Librarians in the pay scale of Rs. 700-1600/-. These representations have been considered in consultation with the University Grants Commission. It has now been decided, on the recommendations of the U.G.C., that the existing incumbents of the posts of Librarians in Colleges who have been appointed to these posts on or before 31.12.72 may be sanctioned the upgraded scale of Rs. 700-1600/- in relaxation of the qualifications prescribed in Annexture I referred to above without insisting on a First or Second Class in the Degree, Diploma or other prescribed educational qualifications.

2. This relaxation is however subject to the condition that the University/College concerned is satisfied that their experience and quality of work justify their being placed in the upgraded salary scale.

3. In case of persons appointed on posts created after 31.12.72 the prescribed qualifications would apply without any modifications.

4. The decision in para 2 would have retrospective effect from 1.4.80.

*Yours faithfully,*

Sd/-C. R. Pillai
Deputy Secretary to Govt. of India.

**Bengal Library Association**

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

REGD. OFFICE :
CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY OF CALCUTTA
CALCUTTA-700 073

General Office & Library Class :
(4 P.M.—9 P.M.)
P-134 C.I.T. Scheme 52
CALCUTTA-700 014
Phone : 29-8466

*Ref. No.* 287/87-88

*Date* 25.4.1987

To
Shri R. P. Gangurde,
Joint Secretary,
The University Grants Commission,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.

Dear Sir,

We understand that an expert committee has been constituted by the University Grants Commission to consider the pay revision of Librarians and Directors of Physical Education. On behalf of the Bengal Library Association we want to place our view points on those issues for consideration of the expert Committee. We would earnestly request you to consider our views and place the same before the expert committee. If required, we are ready to place our view-points in person.

Thanking you,

Yours sincerely,

(Arun Ray)
General Secretary.

Enclo. : Bengal Library Association's observation about revision of pay scales of library professionals in colleges and universities.

# প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশ

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Education Department

No. 310(5)Edn(B) Dated Calcutta, the 23rd Dec, 1986 1M-4/84

From : Shri P. K. Ganguly, IAS.

Joint Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : (1) The Director of Public Instruction, West Bengal ;
(2) The Director of School Education, West Bengal (Secondary)
(3) The Director of School Education, West Bengal (Primary)
(4) The Director of Technical Education, West Bengal
(5) The Director of Library Services, West Bengal.

Sub : West Bengal Recognised Non-Govt. Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benefit) Scheme, 1981.
In partial modification of para (a) (ii) of the Government order No. 296

(5) Edn (B) dated 7.10.85, the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to direct that "For those opting for pension-cum-gratuity, minimum rate of contribution of the Provident Fund shall be 6% of pay".

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. Group J/3775 dated 22.12.86.

All concerned have been informed.

Sd/-

Joint Secretary

# Books on Indian History and Culture

Ed. Nisithranjan Ray & Chittabrata Palit
AGRARIAN BENGAL UNDER THE RAJ Rs. 65·00

Dr. Kalikinkar Dutta, formerly Vice-Chancellor, Magadh and Patna University
ECONOMIC CONDITION OF THE BENGAL SUBAH
in the years of Transition 1740-1772
thoroughly revised by author Rs. 100·00

Dr. Kanailal Dhattacharya
SARASVATI : A STUDY ON HER CONCEPT AND ICONOGRAPHY Rs. 100·00

U. N. Ghoshal
THE HINDU REVENUE SYSTEM Rs. 45·00

THE AGRARIAN SYSTEM IN ANCIENT INDIA Rs. 25·00

B. C. Sen
STUDIES IN THE BUDDHIST JATAKAS Rs. 45·00

B. M. Barua
STUDIES IN BUDDHISM Rs. 60·00

S. C. Sarkar
A STUDY ON THE JATAKAS AND THE AVADANAS Rs. 55·00

H. N. Chatterjee
THE PHILOSOPHY OF NAGARJUNA AS CONTAINED IN THE RATNAVALI Rs. 30·00

Kalidas Bhattacharyya
THE FUNDAMENTALS OF K. C. BHATTACHARYYA'S PHILOSOPHY Rs. 50·00

Asok K. Bhattacharya
CITRALAKSANA : A TREATISE ON INDIAN PAINTING Rs. 30·00

TECHNIQUE OF INDIAN PAINTING Rs. 50·00

Kartik Lahiri
TRIPURA TEMPLES Rs. 35·00

P. C. Bagchi
INDIA AND CHINA Rs. 65·00

Amulyadhan Mukherjee
SANSKRIT PROSODY : ITS EVOLUTION Rs. 60·00

J. N. Sarkar
A STUDY OF EIGHTEENTH CENTURY INDIA Rs. 60·00

S. C. Banerjee
SANSKRIT BEYOND INDIA Rs. 60·00

Sukanta Bhattacharya
A SELECTION OF HIS POEMS
Translated by Kshitish Roy
Foreworded by Hiren Mukherjee Rs. 20·00


## SARASWAT LIBRARY
206 BIDHAN SARANI, CALCUTTA-700006
Phone : 34-5492

Annual subscription : Rs. 36·00
Single issue : Rs. 4·00

Volume 36 : No. 12

Licensed to post without per-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-47
March—April, 1987

CENTRAL LIBRARY

পাওয়া যাচ্ছে

# ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রবীরচন্দ্র বসু কৃত

## গ্রন্থকার নামা

২য়-সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

ডঃ অমিতা কুমার ওয়েস্টবেঙ্গল
12 MAR 1992

### গ্রন্থবিদ্যা

২য় সংস্করণ ১৯৮৪
শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা
সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

### গ্রন্থবর্গীকরণ

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে সহজভাষায় দুরূহ বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
শোভন সংস্করণ—৪০·০০
ছাত্র সংস্করণ —৩২·০০

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benefit) Scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsored Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073
at Ava Press, 6B, Guripara Road, Calcutta-700 015
Editor : Ramkrishna Saha.